শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা-সহিতা

শাঙ্কর ভাষ্য সম্বলিতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চিরকুমার

পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি

মহোদয়েনানূদিতা

তৎপ্রণীত

"গীতার্থ সন্দীপনী"

ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিতা চ।

তদনুজ্ঞয়া

বারাণসী

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

দ্বিতীয় সংস্করণম্

কলের্গতাব্দাঃ ৪৯৯১

শকাব্দা ১৮১২।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা,
কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য,
মুখ পদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥
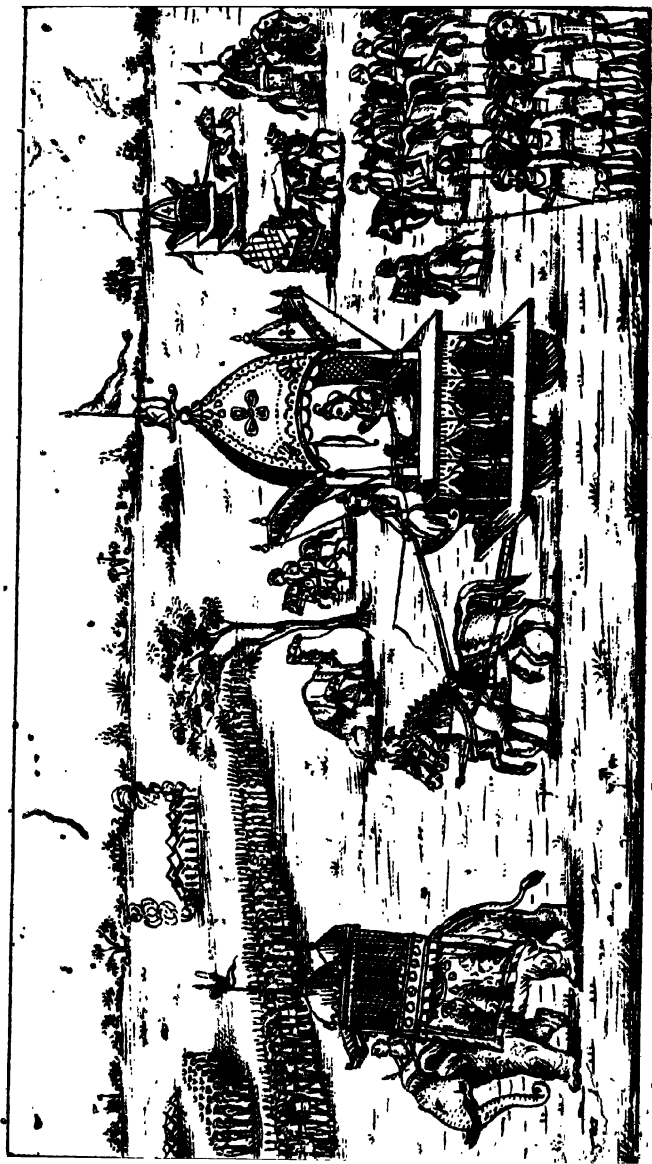
অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

মহর্ষি বেদব্যাস।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্য। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী।
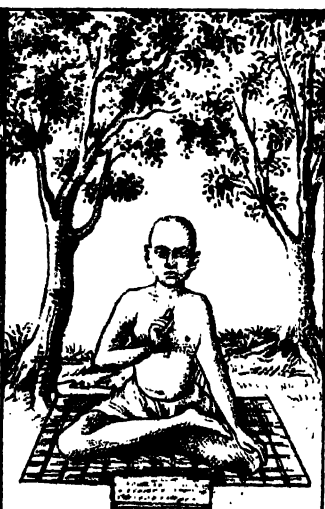
"বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥"

"গীতার্থ সন্দীপনী"-ব্যাখ্যাকার।
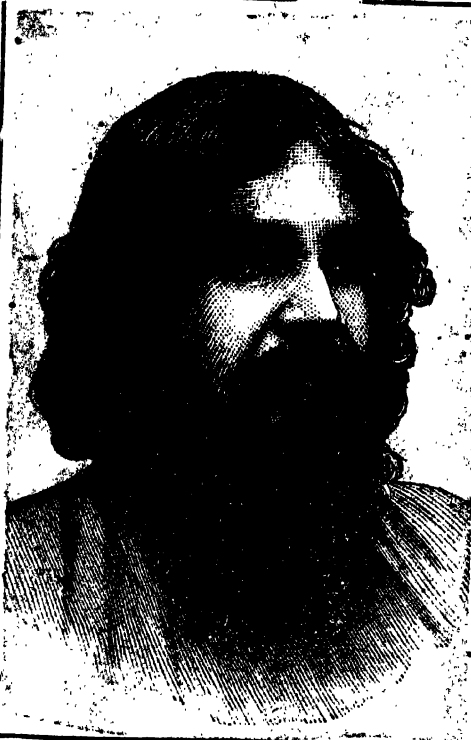
পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

"জীবনং কৃষ্ণভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥"

ওঁ তৎসদ্‌ব্রহ্মণে নমঃ।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রারভ্যতে।

শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ।

করাদিন্যাসঃ।

ওঁ অস্য শ্রীভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষস ইতি বীজং। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিঃ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ ইতি কীলকং। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। অচ্ছেদ্যোয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চেতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেতি করতলকর পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইতি করন্যাসঃ।

অথ হৃদয়াদি ন্যাসঃ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি শিরসে স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চেতি শিখায়ৈ বষট্। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইতি কবচায় হুং। পশ্য মে

পার্থ রূপাণি শতশোথ সহস্রশ ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণকৃতীনি চেত্যস্ত্রায় ফট্। শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থ-পাঠে বিনিযোগঃ।

ধ্যানম্।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে। অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতী মষ্টাদশাধ্যায়িনীমম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥১॥ নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র। যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥২॥ প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে। জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥৩॥ সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪ ॥ বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমৰ্দ্দনং। দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥৫॥ ভীষ্ম দ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোপলা শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহিনী কর্ণেন বেলাকুলা। অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্ত্তিনী সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬ ॥ পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং নানাখ্যানককেসরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্। লোকেসজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে ॥ ৭ ॥ মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্। যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ। ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

—*○*—

শাঙ্করভাষ্যং—উপক্রমণিকা।

—*○*○*—

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবং। অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপাচ মেদিনী॥ স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ অস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষু-র্ম্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তং, ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।

দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণোনিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো-জগতঃ স্থিতিকারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণাদ্যৈর্ব্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেণ কালেন। অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধর্ম্মেণাভিভূয়মানে ধর্ম্মে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়-ণাখ্যোবিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব, ব্রাহ্মণত্বস্যহি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকোধর্ম্মঃ তদধী-নত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাং।

সচ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়োভূতানামীশ্বরো-নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে, স্বপ্রয়োজনাভাবেপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়-মর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽ-নুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থং তদ-র্থাবিষ্করণায়ানেকৈর্ব্বিবৃতপদপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণমুপলভ্যাহং বিবেকতোঽর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতোবিবরণং করিষ্যামি।

তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পূরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমলক্ষণং, তচ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্ম্মাদ্ভবতীতি, তথেমমেব গীতার্থধর্ম্মমুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং সহি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তোব্রহ্মণঃ পদবেদনং ইত্যনুগীতাসু কিঞ্চান্যদপি তত্রৈবোক্তং নৈব ধর্ম্মী নচাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী। যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্। জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণমিতি চ। ইহাপি চান্তে উক্তমর্জ্জুনায় সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি। অভ্যুদয়ার্থোপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণোধর্ম্মোবর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ সচ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্ ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ, শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে তথা চেমমর্থমভিসন্ধায় বক্ষ্যতি ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি যতচিত্তাজিতেন্দ্রিয়াঃ। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ইতি।

ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বঞ্চ বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতোঽভিব্যঞ্জয়ন্ বিশিষ্ট প্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বদ্গীতাশাস্ত্রং যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থ সিদ্ধিরতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া, অত্র চ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা—উপক্রমণিকা।

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যন্ত্বেকবক্ত্রতঃ। দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবং। ১। শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ। তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীং। ২। ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা। যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে। ৩। ব্যাখ্যায়তে যস্তাঃ পাঠমাত্রাদযত্নতঃ। সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ। ৪।

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকোভগবান্ দেবকিনন্দনস্তত্ত্বাজ্ঞানবিজৃম্ভিতশোকমোহভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজ ধর্ম্মপরিত্যাগপরধর্ম্মাভিসন্ধিনমর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্রচ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচৎ, যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতেত্যাদি। অত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনাবিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ প্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে।

গীতার্থ সন্দীপনীর অবতরণিকা।

ওঁ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাভ্যাং নমঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীআচার্য্যেভ্যো নমঃ। শ্রীগুরুচরণাভ্যাং নমঃ।

তপঃশুদ্ধবুদ্ধি সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা ত্রিকালদর্শী মহামনা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস কলিকলুষদূষিত মলিনচিত্ত ত্রিবিধ শাস্ত্রাধিকারীর কল্যাণ কামনায় কৃপা-পরবশ হইয়া ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ উপদেশের নিমিত্ত সমস্ত তত্ত্বের বীজ স্বরূপ বেদ-রাশিকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনই প্রধান। এই বেদ ত্রয়ের কেবল্ মাত্র পঠন অপেক্ষা মর্ম্মার্থের উপলব্ধি করা শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নিতান্ত নিগূঢ় এবং দুজ্ঞেয়। যে দুর্ব্বল অধিকারী গণ এই গম্ভীর বেদার্থ বোধে অসমর্থ, মহর্ষি তাঁহাদের জন্য ত্রিগুণানুসারী সর্ব্বপুরুষার্থ-সাধনোপযোগী মহাভারত ত্রিবট্ (অষ্টাদশ) পর্ব্বে রচনা করেন। নক্ষত্র মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় সেই মহাভারতে কৃষ্ণার্জ্জুন-সম্বাদরূপ গীতার সংস্থান করিয়াছেন। কার্য্য প্রপঞ্চ সহিত অনাদ্যাবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি পুরঃসর বিদেহ-কৈবল্য রূপ জীবব্রহ্মের অভেদ ভাবরূপ---অদ্বৈত তত্ত্বামৃত এই গীতারূপ সুচারু চন্দ্রমা হইতে ক্ষরিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্র রূপ মহামন্ত্রের ঋষি—ভগবান্ বেদব্যাস, ছন্দ—প্রায় অনুষ্টুভ্, দেবতা—পরমাত্মা বিষ্ণু, বীজ—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং", শক্তি—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, কীলক---ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং এবং বিনিয়োগ—অস্মাদৃশ জীবের মোক্ষের নিমিত্ত।

সপ্তশত শ্লোকময়ী গীতায় ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনে অজ্ঞান প্রপঞ্চের অভাব, সৎ + চিৎ + আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি ও জীবব্রহ্মৈকতার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই অদ্বৈত ভাব লাভের জন্যই সৃষ্টি কালে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এতত্রিকাণ্ডযুক্ত ঋগাদি বেদ উৎপন্ন করেন, তজ্জন্যই বেদের নামান্তর "ত্রয়ী"। ভগবদুক্ত এই অষ্টাদশ অধ্যায় রূপ গীতাও ঋগাদি

বেদস্বরূপ। ইহার ত্রি-ষট্ অধ্যায়ে কর্ম্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠা ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। " ভক্তি " মধ্যস্থল-স্থায়িনী হইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনের বিঘ্নরাশি স্বরূপ দুষ্ক্রিয়া, অহঙ্কারাদির বিনাশ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিকী ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়েরই সম্পূর্ণ অনুকূল। এই জন্য ভক্তি কর্ম্মাশ্রিতা, শুদ্ধা ও জ্ঞানাশ্রিতা, এই ত্রিবিধ রূপে কথিত হইয়াছে।

ত্রয়ীর ন্যায় ত্রিকাণ্ড-রূপিণী গীতা কর্ম্ম-কাণ্ড-ময় প্রথম ছয় অধ্যায়ে ত্রিগুণ কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কি রূপে " ত্বং " পদ বাচ্য কূটস্থ শুদ্ধ আত্মার অনুভব করিতে হয়, তাহাই নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ে উপাসনা রূপ বিশুদ্ধ ভক্তি মার্গ দ্বারা " তৎ " পদার্থরূপ পরমাত্মার নিরূপণ করা হইয়াছে। তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা "অসি " পদবাচ্য "তৎ + ত্বং " পদের অভেদ ভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ গীতায় " তত্ত্বমসি " এই মহাবাক্যার্থই বিশদ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

গীতার প্রতি ষট্কেরই পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এই রূপ প্রতি অধ্যায়েও বিশেষ ২ সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে। গীতার ১৮ অধ্যায়ে অধিকারীভেদে যাহার পর যেরূপ মোক্ষ সাধন ক্রম বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল

১ম। স্বর্গ ফলপ্রদ কাম্য কর্ম্ম ও নরকের পথস্বরূপ হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক মুমুক্ষু ব্যক্তি নিষ্কাম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

২য়। তৎপরে ভগবানের নাম জপ ও স্তুতি দ্বারা উপাসনা করিলে সাধকের মনোবিকার রূপ তপোবিঘ্ন রাশি ক্রমে ২ ক্ষয় হইয়া যাইবে।

৩য়। তাহা হইলেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, স্বর্গাদি-সুখ-বিমুখতা ও তাহার সঙ্গে ২ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে।

৪র্থ। তদনন্তর শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান, উপরতি, ও তিতিক্ষা এই ষট্ সম্পত্তি লাভ করিয়া সাধক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

৫ম। মুমুক্ষু সন্ন্যাসী বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর শরণাগত হইবেন।

৬ষ্ঠ। গুরুমুখে জ্ঞানবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক একান্ত স্থানে তাহার মনন, ও তদনন্তর নিদিধ্যাসন করিয়া যোগশিক্ষার উপযোগী হইবেন। বেদান্ত

বাক্য শ্রবণ করিলে শাস্ত্ররূপ প্রমাণগত সংশয়ের শেষ হইয়া যাইবে, মনন দ্বারা আত্মরূপ প্রমেয়গত অসম্ভাবনার নিবৃত্তি হইবে এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা দেহাত্ম বুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনার সমাপ্তি হইবার বিলম্ব থাকিবেনা।

৭ম। তাঁহার পরে গুরুকৃপায় ব্রহ্মাত্ম-বুদ্ধির উদয় হইলেই অবিদ্যার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।

৮ম। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই সাধকের ভ্রম, সংশয় ও জন্মান্তর-প্রাপ্তির হেতু সঞ্চিত কর্ম্ম রাশি অপগত ও আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধি হইবে।

৯ম। কিন্তু প্রারব্ধ বাসনা সহজে ক্ষয় হয়না, এজন্য আত্ম-সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নিতান্ত প্রয়োজন এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটীই এতৎ মহাসংযম-সাধনের প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারাও এই সমাধি যিনি শীঘ্র লাভ করিতে পারেন, তাঁহারও মনের নাশ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে। সমাধি দুই প্রকার; সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। মনের নিরোধ পূর্ব্বক যে সমাধি সাধিত হয়, তাহা সবিকল্প এবং মনকে সদৈব ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে রাখিয়া যে সমাধির অনুষ্ঠান হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্প। এতন্নির্ব্বিকল্প সমাধিমান্ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ও বিষ্ণুভক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।

১০ম। অষ্টাঙ্গ যোগের ব্যবস্থানুসারে সংযম শিক্ষা ও সমাধি লাভ অত্যন্ত বিঘ্ন-সংকুল, এই জন্য "ঈশ্বর প্রণিধান" বা ভক্তি মার্গ দ্বারা এই দুশ্চর কার্য্য সাধন করা আত্ম-হিতার্থীর পক্ষে সৎপরামর্শ। অদ্বেষ্টৃত্ব, অনহংকারিত্বাদি যেমন জীবন্মুক্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ভগবদ্‌ভক্তিও তাদৃশ সাধকের স্বভাবভূত হইয়া যায়। এই রূপ স্বভাব স্থিত জীবন্মুক্তই পরম ভক্ত।

উপর্য্যুক্ত যেসকল দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের উপদেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ মুমুক্ষুগণের জন্য সংস্কৃত ভাষায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী, রামানুজ স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, নীলকণ্ঠ পণ্ডিত আদি ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতের গুহ্য গর্ভস্থ দিব্য আলোক অস্ফুট মাত্র দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, ভাষানুবাদও এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সে আলোক যাঁহাদিগের সম্মুখে উত্তম রূপে প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাঁহাদেরই সেবার জন্য এই "গীতার্থ সন্দীপনীর" প্রণয়ন ও প্রকাশ।

শোক মোহে চিত্ত বিচলিত হইলে যখন নিজ বর্ণাশ্রম ও অধিকারের

বহির্ভূত ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্তি উদয় হইয়া মানবকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে, গীতার গম্ভীর উপদেশই তখন তাহার এক মাত্র অবলম্বন। জন্মজন্মান্তর হইতে যে শোক, দুঃখ, মোহাদি প্রাণিগণের পীড়নার্থ দৃঢ় হইতেও দৃঢ়তর রূপে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, সেই বিষম বিভ্রাট হইতে মুমুক্ষুগণ যে উপায়ে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহারই সদ্যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিতা, পিতামহ, পুত্র, মিত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য আদিতে মমত্ব-বুদ্ধি হইলেই তদ্বিয়োগে অবশ্যই অতিশয় আক্ষেপ হইয়া থাকে, সংযোগ বিয়োগ ধর্ম্মশীল মানবের চিত্ত এই মহাবিক্ষেপ কালে কিরূপে প্রবুদ্ধ হইতে ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিচ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়াই উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু মায়া-মোহ-বিমুগ্ধ মনুষ্য মাত্রেরই প্রতি করুণানিধান লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আত্মহিতকামনা যাঁহার লক্ষ্য, গীতা তাঁহার প্রধান সম্পত্তি ও সম্বল। শোক, মোহ আদি যাঁহার পীড়া, গীতা তাঁহার মহৌষধ। ভবসাগর পার হওয়া যাঁহার অভিলাষ, গীতা তাঁহার অটল পোত। বহুতে একদৃষ্টি করা যাঁহার ইচ্ছা, গীতাই তাঁহার একমাত্র ঈক্ষণ যন্ত্র। গীতা দুর্ব্বলকে বলবান করে, ভীতকে সাহসী করে, নিস্তেজকে মহাতেজীয়ান্ করিয়া দেয়। গীতা নিদ্রিতকে জাগ্রত ও মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

শ্রীমদবধূত শিষ্য

কাশী—যোগাশ্রম। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

—*◯◯◯*—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—

স্বামিকৃত টীকা। অত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদ প্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে। ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। ভোঃ সঞ্জয় ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি কুরুক্ষেত্র বিশেষেণং এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরু নাম্না বভূব তস্য কুরোর্ধর্ম্মস্থানে মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যোদ্ধু মিচ্ছন্তঃ সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ কিমকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ॥ ১॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্র রূপ কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার তনয় গণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্র গণ সমরাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিতেছেন? ১॥

গীঃ সঃ। পাণ্ডবগণ বন গমন কালে যখন একে একে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সেই দিনই জানিতেন যে কৌরব পাণ্ডবে মহাযুদ্ধ হইবেই হইবে, বিশেষতঃ বনবাসাবসান কালে যখন বিদুর ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেও দুর্যোধন তাঁহাদের কথা অবহেলা করিয়াছিল, ধৃতরাষ্ট্র তখনই জানিয়াছিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য্য, তাহাতে যখন আবার কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষে মহারোলে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, রথী মহারথী প্রমুখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনায় যখন মহারণ-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, যখন উভয় দলই মহাসমর-সজ্জায় সজ্জিত ও সমবেত, তখন সেখানে "যুদ্ধ" ভিন্ন আর কোন অনুষ্ঠানই হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে মহাপ্রবীণ ধৃতরাষ্ট্র "কিরূপ যুদ্ধ হইতেছে," এ

সমবেতা যুযুৎসবঃ।

প্রশ্ন না করিয়া "কিমকুর্ব্বত" কি করিতেছেন, এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? সম্মুখে অন্ন, তুমি আসনে বসিয়া গণ্ডূষ করিতেছ, এমন সময়ে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি করিতেছ"? তখন তোমার কি ইহা ব্যর্থ প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয় না? সেই রূপ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নও যেন অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু তত্ত্ববেত্তা বেদব্যাস ব্যর্থ বাগ্‌বিন্যাসের পাত্র নহেন। এক্ষণে প্রবেশ করিয়া দেখিব, এই মূল শ্লোকের গুহ্য প্রহেলিকা কি!

কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ "ধর্ম্মক্ষেত্র" এই পদটীই গূঢ় তাৎপর্য্যার্থ-বোধক। যেখানে গমন করিলে, যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি নাই তাহারও মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়, যেখানে অপরিস্ফুট ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রবল হয়, ধর্ম্মকার্য্যেরই অনুষ্ঠান হয়, যেখানকার স্থানীয় পবিত্র প্রকৃতির প্রভাবে তমোগুণী পুরুষেরও সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহাই "ধর্ম্মক্ষেত্র"। তাহাতে কুরুক্ষেত্র আবার তন্মধ্যে প্রধান। যথা

"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব যজনং
সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং॥" জাবাল উপনিষৎ।

কুরুক্ষেত্র দেবতাগণের দেব যজন স্বরূপ এবং প্রাণিবর্গের ব্রহ্ম বা মোক্ষলাভের নিকেতন। শতপথ ব্রাহ্মণেও কুরুক্ষেত্রের এইরূপ প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যদিচ পাণ্ডব ও কৌরব গণ পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধ করা স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের "ধর্ম্মক্ষেত্রের" মহিমা স্মরণ হওয়ায় এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, স্থান প্রভাবে উভয়দলের অন্তঃকরণেই সত্ত্ব-গুণের উদয় হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে প্রাণি-হানিকর যুদ্ধ ব্যাপার না হইয়া পরস্পরে মিত্রতা ও সন্ধি হইলেও হইতে পারে, অতএব উভয়ে সন্ধি করিলেন কি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এই সংশয়ে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিমকুর্ব্বত" অর্থাৎ কি করিতেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র একবার আশা করিলেন, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডব গণ হয়তো ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের প্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মভাবযুক্ত হইয়া জীবহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইবেন, আবার ভাবিলেন হয়তো দুরাত্মা দুর্যোধন ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া নিজ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব গণের ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে। পুত্রস্নেহ-বশম্বদ ধৃতরাষ্ট্রের (মামকাঃ কিমকুর্ব্বত) মুখ্য জিজ্ঞাসা, "চ" পদ দ্বারা (পাণ্ডবাঃ কিম-

·মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব—

কুর্ব্বত) গৌণভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। দুর্য্যোধনাদিকে লক্ষ্য করিয়া "মামকাঃ" পদ ব্যবহার করায় ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতুষ্পুত্র-গণকে "পাণ্ডবাঃ" ইত্যাকার ভাবে অভিহিত করায় নিজ পুত্রগণের প্রতি অন্ধকুরুরাজের আত্মীয়তা ও পাণ্ডব গণের প্রতি অনাত্মীয়তা বা বিদ্রোহবুদ্ধি সূচিত হইয়াছে। নিজ পুত্রগণ হয়তো "ধর্ম্মক্ষেত্রের" প্রভাবে নিজ ২ দুষ্ক্রিয়া জন্য পশ্চাত্তাপযুক্ত হইয়া মহাক্ষুব্ধ হইয়াছে, অথবা রাজ্য ছাড়িয়া পরাভব স্বীকার করিয়াছে, ইত্যাকার চিন্তাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের মূল কারণ।

নিকটবর্ত্তী কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার নামোল্লেখ না করিলেও চলে, কিন্তু ব্যাকুলচিত্ত অন্ধ কুরুরাজ, পক্ষপাত-শূন্য হইয়া বলিবার উত্তেজনার উদ্দেশে তাঁহার উচ্চমর্য্যাদা স্মরণ করাইয়া "হে সঞ্জয়!" (যিনি রাগ দ্বেষাদি জয় করিয়াছেন, তিনিই সঞ্জয়) এই রূপ প্রশংসা-সূচক সম্বোধন করিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব বিশেষ রূপ লক্ষিত হইয়াছিল। বীরকেশরী অর্জ্জুনের চিত্তে স্থান-প্রভাব জন্য সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি চিরদিনই জানিতেন, ভীষ্ম তাঁহার পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গুরু, কৌরব গণ তাঁহার ভ্রাতা। ইহা জানিয়াও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্র রূপ ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াই তাঁহার বৈরাগ্য উদয় হইল। সত্ত্বগুণ তাঁহাকে হিংসা-বিমুখ হইতে বলিল। এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, যদি স্থানেরই গুণ হয়, তবে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কাহারও এভাবের উদয় হইল না কেন ? ইহার উত্তর এই যে, অর্জ্জুন মহাজিতেন্দ্রিয়, তাহাতে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে সারথির স্থানে আসীন, তাই ধর্ম্মস্থানের প্রভাব তাঁহাতেই সম্পূর্ণ রূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ভগবৎ-সঙ্গই সত্ত্বগুণ-পুষ্টির বিশেষ কারণ। অর্জ্জুনের রথ উভয়-সেনাদলের মধ্যস্থলে থাকায় পাণ্ডব পক্ষীয় কেহই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতে-ছিলেন না, কৌরবগণ ভগবান্‌কে সম্মুখে দেখিতেছিল সত্য, কিন্তু তাহারা অর্জ্জুনের ন্যায় "প্রাণসখা" ভাবে না দেখিয়া "শত্রু" ভাবে দেখিতে-ছিল। ভগবান্‌কে যে শত্রু বোধ করে, তাহার সত্ত্ব গুণোদয় হইতে পারেনা। তীর্থস্থানে গতি ও তথায় দেবপূজায় ভক্তি হইলেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ উদিত হইলে রজঃ ও তমঃ গুণ দূরে

কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

পলায়ন করে। সত্ত্বগুণ সত্ত্বেও আবার যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না, এই জন্য চক্রীচূড়ামণি ভগবান্ আত্মজ্ঞান উপদেশের অবতারণা করিলেন। আত্মজ্ঞান উদয় হইলে তিন গুণই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আত্মজ্ঞান দ্বারা অর্জ্জুনের দেহাত্মবুদ্ধি ও অহংমমেতি অভিমান বিনষ্ট হইল, সুতরাং গুণাতীত হইয়া বর্ণাশ্রমিক বাহ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। গীতার উপদেশে অর্জ্জুনের ত্রিগুণ মায়াবন্ধন কাটিয়া গেল।

অনেকের এরূপ কুসংস্কার আছে, যে অর্জ্জুন পরম ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তিনি প্রাণিহানিকর মহাসংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতোছলেন, কিন্তু কুচক্রী কৃষ্ণের কুহকে পড়িয়া অরাতিশোণিতে তিনি মেদিনী আর্দ্র করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের কুমন্ত্রণায় অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে ভারত বীরশূন্য হইত না। লোকের এ সংস্কার ভ্রম-মূলক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা চরিতের দিকে দৃষ্টি করিলে এ ভ্রম শীঘ্রই অপনোদিত হইবে।

পাছে ভারত নির্ব্বীর হয়, পাছে নর শোণিত-প্লাবনে পবিত্র কুরুক্ষেত্রে দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হয়, পাছে জীবের বৃথা ধনক্ষয় ধর্ম্মক্ষয় মান-ক্ষয় ও প্রাণক্ষয় হয়, সেই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই এই যুদ্ধের প্রতিবাদী। এই প্রবল সমরানল প্রজ্বলিত করাই যদি তাঁহার ইচ্ছা হইত, তবে ভগবান্ প্রথমেই সন্ধি কামনায় বিদুরের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়াছিলেন কেন? আবার প্রত্যাবর্ত্তন পথে রথের উপর কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেনই বা কেন? যখন দেখিলেন ধার্ত্তরাষ্ট্র-বর্গ সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিল না, তখন তিনি উদাসীনবৎ রহিলেন, এবং যুদ্ধার্থ কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না স্থির করিলেন। দুর্য্যোধনকে নিজ নারায়ণী সেনা দান করিলেন, অর্জ্জুনের নিতান্ত অনুরোধে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিলেন কিন্তু কাহারও পক্ষে যুদ্ধার্থ স্বয়ং অস্ত্রাদি ধারণ করিলেন না। শান্তিপ্রিয় মাধব স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ও কাহাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিতও করেন নাই।

কিন্তু অবোধ লোকে তাঁহার মুখে " ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ! " ইত্যাকার বচন-রচনার প্ররোচনা দেখিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে যে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ পরিহারোন্মুখ অর্জ্জুনকে কৌশলে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। এই খানে একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। মনে কর, আমি একজন ক্ষুধার্ত্ত, তোমা:

গৃহে অতিথি হইলাম, তুমি আমাকে অতিথি পাইয়া মর্য্যাদাসহ খাওয়াইবে মনে করিয়া নিরামিষ ঘৃতান্ন—পলান্ন পাক করাইলে। আমি ভিক্ষায় বসিলাম—মনে কর, আমি যেন কখনও পলান্ন [পোলাও] খাই নাই। ৺ নারায়ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়াই যেমন অন্নে হস্ত প্রদান করিলাম, অমনি দেখিলাম, তৈলপায়িকার মলের ন্যায় কি যেন কালো ২ রহিয়াছে, হস্ত উঠাইয়া লইলাম আর ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তুমি অভ্যাগত-সৎকারার্থ নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলে, আমার বৃথা ভ্রম ও সংশয় বুঝিতে পারিয়া বলিলে—আপনি সন্দেহ করিবেন না, ও গুলি লবঙ্গ, অন্য কোন মন্দ সামগ্রী নহে—আপনি ভোজন করুন। আমার ভ্রম ঘুচিল, আবার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া অন্ন স্পর্শ করিলাম, পুনর্ব্বার দেখি কি যেন কিঞ্চিদারক্ত বর্ণ কোমল ২ পদার্থ রহিয়াছে, ভাবিলাম, ইহা কোন রূপ অমেধ্য হইবে। অমনি সন্দিগ্ধচত্তে হস্ত উঠাইয়া লইলাম। তুমি ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলে ও গুলি কিশ্‌মিশ—কোন অখাদ্য নহে—আপনি নিশ্চিন্তচিত্তে ভোজন করুন। আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখি, কি যেন অস্থি খণ্ডের ন্যায় শাদা ২ পদার্থ অন্নের মধ্যে রহিয়াছে, অমনি হাত উঠাইলাম, তুমি আবার বলিলে—আপনি বৃথা কেন সন্দেহ করিতেছেন, ও গুলি বাদাম, কোন মন্দ পদার্থ নহে, আপনি ভোজন করুন। এই রূপ পলান্নের ভিন্ন ২ মশালা দেখিয়া যত বারই আমার সংশয় হইল, ততবারই তুমি আমার সংশয় ভঞ্জন করিয়া খাইতে বলিলে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে আমাকে বার ২ "ভোজন করুন, ভোজন করুন" এই রূপ বলিলে, ইহা কি তোমার প্রবর্ত্তনাকর বাক্য? না, তাহা নহে। আমি যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছি, তখন ভোজনে তো আমি স্বয়ংই প্রবৃত্ত, তবে যে বারম্বার হাত উঠাইতেছিলাম, তাহা ভোজনে অনিচ্ছা বশতঃ নহে, কেবল সংশয় বশতঃ। আর তুমিও যে আমাকে বুঝাইয়া দিয়া বার২ খাইতে বলিতেছিলে, তাহা আমার ভোজনে প্রবৃত্তি দিবার জন্য নহে, কেবল আমার সংশয় নিরশনার্থ এবং আমার নিজ আরব্ধ কার্য্যের যথাবিহিত অনুষ্ঠান ও উপসংহারে বৃথা আলস্য ও ঔদাস্য না হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত।

এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তো যুদ্ধে আসিতে বলেন নাই, অর্জ্জুন স্বীয় রাজ্যলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া নিজ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুরূপ দুষ্ট দুর্য্যোধনাদিকে দমনার্থ যুদ্ধে স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইয়া আসি-

সঞ্জয় উবাচ। দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।

য়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার মনে হইল, ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, শ্বশুর, শ্যালক কুটুম্বাদি বধ করা মহাপাপ, এ যুদ্ধে আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, অতএব যুদ্ধ করিব না। তখন ভগবান্ মহাবীরেন্দ্র কেশরীর বৃথা ভ্রমরাশি বিদূরিত করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞান-পূর্ণ উপদেশ করিলেন। একটির পর অপরটির, এইরূপ অর্জ্জুনের সমরা-রম্ভের বাধক সংশয়রাশির ছেদ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনের যত বার সংশয় হইল, ততবারই সংশয় সমুদ্রের পরপার-কারী বৃন্দাবন-বিহারী পরম ভক্ত অর্জ্জুনের হৃদয় নির্ম্মল করিয়া দিলেন। এক একটি সংশয় মিটিয়া যায়, অমনি ভগবান্ বলেন " অতএব যুদ্ধ কর " অর্থাৎ হে অর্জ্জুন যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা কর। ভগবদ্ভক্ত যখন ভ্রম, প্রমাদ, সংশয় আদিতে বিমুগ্ধ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহার কল্যাণার্থ সদ্বুদ্ধি প্রেরণা দ্বারা তাবদ্ভ্রান্তির শান্তি করিয়া দেন। তাই অর্জ্জুন যখন স্বধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া মহাভ্রমে পড়িয়াছিলেন, ভগবান্ গীতার উপেদেশে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র,—যুদ্ধে প্রবৃত্তি প্রদান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। অর্জ্জুনের সংশয় যখন নিবৃত্ত হইয়া গেল, তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন—

" নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্মমাচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব " ॥
[১৮শঃ অঃ। ৭৩ শ্লোক]

অবশেষে ভগবদুপদেশে অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম-পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুত. ভগবান্ ভ্রম সংশয়াপহর্ত্তা ও ধর্ম্মোপদেশ-কর্ত্তা ভিন্ন যুদ্ধের প্রবর্ত্তক নহেন।

স্বামি কৃত টীকা। সঞ্জয় উবাচ। দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনোবক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডব গণের সৈন্য সামন্ত রাশি ব্যূহাকারে রণবেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্য-সমীপে গমন পূর্ব্বক এই কথা কহিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। ধর্ম্মক্ষেত্রের বিশুদ্ধ শক্তি-প্রভাবে, শুভবুদ্ধি লাভ করিয়া নিজপুত্র দুর্যোধন যে পাণ্ডব গণকে রাজ্যদান পূর্ব্বক ক্ষুব্ধ হইয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের এই শঙ্কা নিরাকরণার্থ সঞ্জয় প্রথমে পাণ্ডব গণের কথা না বলিয়া দুর্যোধনের দুষ্টবুদ্ধিতা ও তাহারই কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। " রাজা " পদ দ্বারা দুর্যোধনের অধিনায়কত্ব ও কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শিত হইল, কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে—অধীনস্থ সেনাপতিকে দূত দ্বারা নিজ নিকটে না ডাকিয়া স্বয়ং তৎসন্নিধানে গমন করিলেন কেন ? ব্যূহ-বদ্ধ পরাক্রান্ত পাণ্ডব-সেনা দর্শনে ভীত হইয়াই " রাজা " নিজ মর্য্যাদা ভুলিলেন এবং অন্যের নিকট না গিয়া ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্যের সন্নিধানেই দৌড়িয়া গেলেন। আবার পাছে লোকে তাঁহাকে ভয়বিহ্বল মনে করে, রাজনৈতিক কৌশলে এই সংস্কার অপনয়নার্থ " আচার্য্য " শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কেননা, আচার্য্যের নিকট শিষ্য সর্ব্বদাই যাইতে পারে, তাহাতে মর্য্যাদার হানি হইল, একথা কেহ বলিতে পারিবে না ॥ ২ ॥

স্বামি কৃত টীকা। তদেব বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদি নবভিঃ শ্লোকৈঃ, পশ্যেত্যাদি। হে আচার্য্য ! পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য, তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাং ॥ ৩ ॥

দুর্য্যোধন ক্রমোক্ত নয় শ্লোকে নিজ বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন। হে আচার্য্য! পাণ্ডব গণের বিশাল সেনা সমাবেশ অবলোকন করুন। ঐ দেখুন্ ইহারা আপনার শিষ্য দ্রুপদাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা ব্যূহরচনা পূর্ব্বক রণবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ৩।

গীঃ সঃ। পাণ্ডব গণ দ্রোণাচার্য্যের পরম প্রিয়তম শিষ্য। বৃদ্ধকালে পাছে সেই স্নেহ-বশম্বদ হইয়া আচার্য্য সমর পরিহার অথবা কার্য্যে শিথিলতা করেন, এই জন্য দুর্যোধন তাঁহাদের প্রতি আচার্য্যের অবজ্ঞা ও ক্রোধোদ্দীপনার উদ্দেশে বলিতেছেন।

হে আচার্য্য ! দেখুন ভবাদৃশ মহানুভবকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক বহু অক্ষৌহিণী দুর্জ্জয় সেনা লইয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। আমি আপনার শিষ্য,

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

আমার প্রার্থনানুসারে একবার যদি দৃষ্টিপাত করেন, তবেই পাণ্ডব গণের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন। দ্রুপদ রাজার সহিত দ্রোণাচার্য্যের পূর্ব্ব শত্রুতা ছিল, এজন্য "দ্রুপদ পুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা" বাক্য দ্বারা দুর্য্যোধন সেই পূর্ব্ববৈরিতার উত্তেজনা ও গুরুদ্রোহী শিষ্য অবশ্যই দণ্ডনীয়, তাহার উদ্দীপনা এবং ধীমান্ শত্রু যে উপেক্ষাযোগ্য নহে তাহারও সূচনা করিতেছেন। পক্ষান্তরে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি শ্লেষবাক্যও উক্ত হইতেছে, অর্থাৎ "পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য" হে পাণ্ডব গণের আচার্য্য! (তুমি আমার আচার্য্য নহ) দেখ দেখ তুমি উত্তম শিষ্য প্রস্তুত করিয়াছ! ধৃষ্টদ্যুম্ন বুদ্ধিমান্ বটে, কেননা তোমাকেই বধ করিবার জন্য তোমারই নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। তোমার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে, তাই বলিতেছি, একবার শিষ্যের ব্যবহার তো দেখ। গুরুর প্রতি দুষ্ট দুর্য্যোধনের যে নিজ দ্বেষ দুর্ব্বুদ্ধি আছে, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য সঞ্জয় প্রথমতঃ "দৃষ্ট্বেতি" শ্লোক দ্বারা দুর্য্যোধনেরই কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখাইলেন যে আচার্য্যের প্রতি যাঁহার দ্বেষ বুদ্ধি, তাহার "ধর্ম্মক্ষেত্রের" প্রভাব জন্য সত্ত্বগুণের উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব মহারাজ! দুর্যোধনের পশ্চাত্তাপ, সন্ধিস্থাপন, বা পাণ্ডব দিগকে তদধিকার প্রদান আদি কোন আশঙ্কাই করিবেন না ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা। অত্রেত্যাদি। অত্রাস্যাং চম্বাং ইষবোবাণাঅস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসাধনূংসি মহান্তইষ্বাসাযেষাং তে মহেষ্বাসাঃ, ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি যুযুধানইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানোনাম একোরাজা, নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তোযুধামন্যুর্নামৈকঃ, সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যোযুধিষ্ঠিরাদিভ্যোজাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণং। একোদশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাং। শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহরথইতিস্মৃতঃ। অমিতান্ যোধয়েদ্যস্ত সংপ্রোক্তোতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যোযোদ্ধা তন্ন্যূনোর্দ্ধরথস্মৃতঃ। ৬।

অত্র শূরা মহেম্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥

এই পাণ্ডব সেনা মধ্যে মহাধনুর্দ্ধারী ও সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ভীমার্জ্জুনের ন্যায় বহুতর শূরবীর বিদ্যমান রহিয়াছেন। মহারথী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদরাজা, মহাপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও কাশীরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিত, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজা, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়, ইহাঁরা সকলেই মহারথী ৪।৫।৬॥

গীঃ সঃ। একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের নামোল্লেখে পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন যে এতাদৃশ একজন সামান্য বীরের জন্য দুর্যোধনের এত ভয় কেন, তন্নিমিত্ত দুর্যোধন বলিতেছেন, আচার্য্য! কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নই নহে, এখানে বিশ্ববিজয়ী ভীমার্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী ও পরাক্রান্ত বীরও অনেক আছেন, তাঁহারা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহেন। বিশেষণ ও নামের দ্বারাই তাঁহাদের গুণ-গৌরব ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"মহেম্বাসা" যদ্দ্বারা মহা ইষু=বাণ বেগে নিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ ধনু; এখানে এরূপ বীর বর্গ আছেন, যাঁহারা দূর হইতেই দুর্ব্বিষহ তীব্র শরাঘাতে শত্রু সৈন্য সংহারে সমর্থ ও যুদ্ধকুশল। যথা, যুযুধান, অর্থাৎ যিনি মহারণে অক্লান্ত (সাত্যকি), যিনি শত্রুদিগকে বারম্বার পরাভব দ্বারা ঘুরাইয়া ২ ক্লেশ দেন (বিরাট); দ্রু=বৃক্ষ ও পদ=চিহ্ন, বৃক্ষাঙ্কিত বিজয় পতাকা যাঁহার সদা উড্ডীন (দ্রুপদরাজা); ধৃষ্ট=শত্রুজন ভয়প্রদ ও কেতু=ধ্বজা, যাঁহার উড্ডীয়মান ধ্বজা দর্শনে বৈরিবর্গ বিত্রস্ত হয় (ধৃষ্টকেতু); বীরবর চিকিতানের পুত্র (চেকিতান); যেখানে গমন করিলে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তথাকার রাজা (কাশীরাজ); পুরু

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ॥ ৬॥

"অনেক", জিৎ=যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি অগণ্য শত্রুসৈন্য বারম্বার জয় করিয়াছেন (পুরুজিৎ); যে কুন্তি ভীমার্জ্জুন রূপ মহাবল পুত্র প্রসব করিয়াছেন তাঁহারই পিতা (কুন্তিভোজ); প্রসিদ্ধ শিবিরাজার কুলজাত (শৈব্য); যুধা=যুদ্ধ ও মন্যু=ক্রোধ, যুদ্ধের নাম শুনিতেই যিনি উদ্দীপিত হইয়া উঠেন (যুধামন্যু, ইনি পাঞ্চালদেশের বিক্রান্ত রাজা); ওজস্=বল, যাঁহার বল বিক্রম প্রশংসনীয় (উত্তমৌজা, পাঞ্চাল দেশীয় রাজা); সুভদ্রা গর্ভজাত ও গর্ভবাস কালেই যিনি রণকৌশলের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন (অভিমন্যু); যে দ্রৌপদীর ভক্তিগুণে মহাকুপিত দুর্ব্বাসাও পাণ্ডব গণের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই, সেই বিশুদ্ধ তেজঃ-পূর্ণ গর্ভজাত (প্রতিবিন্ধাদি পঞ্চপুত্র) এবং "চ" কার দ্বারা ঘটোৎকচাদি অবশিষ্ট রাজন্য বর্গও গৃহীত হইয়াছেন। ভীমার্জ্জুনাদি পঞ্চ পাণ্ডবের পরাক্রম ভুবন বিখ্যাত ও তাঁহারাই রঙ্গ স্থলের প্রধানাধিনায়ক বলিয়া তাঁহাদের নাম আর বিশেষ রূপ উল্লিখিত হইল না। প্রোক্ত বীর মাত্রেই মহারথী। রথী, মহারথী আদির লক্ষণ, যথা—

যিনি শস্ত্র শাস্ত্রে অত্যন্ত কুশল ও একাকী দশ সহস্র শূরবীর ধনুর্দ্ধারীর সঙ্গে সমর করিতে সমর্থ তিনিই মহারথী; যিনি শস্ত্র শাস্ত্রে অতিনিপুণ ও অগণিত শূরবীর সঙ্গে রণ তরঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি অতিরথী, যিনি একাকী এক জন মাত্র বীরের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি রথী, ও যিনি নিজ হইতে দুর্ব্বলের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অর্দ্ধ রথী॥ ৪।৫ ৬॥

স্বামিকৃত টীকা। অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব, নায়কা নেতারঃ, সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ॥ ৭॥

হে দ্বিজোত্তম! আমারও সৈন্য মধ্যে যে সকল যোদ্ধাধিনায়ক আছেন, আপনার গোচরার্থ তাঁহাদেরও নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ৭॥

গীঃ সঃ। পাণ্ডব পক্ষীয় মহামহাবীর বর্গের নামোল্লেখ করায় পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন যে দুর্য্যোধন ভীত হইয়াছেন এবং পাছে বলেন

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥

যে যদি তুমি ইহঁাদের সহিত সমরে অসমর্থ হও, তবে পাণ্ডব গণের সহিত মিত্রতা কর, এই আশঙ্কা অপনয়নার্থ নিজ শূরবীর বর্গেরও নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

কুল, শীল, বিদ্যা, বল, পৌরুষে শ্রেষ্ঠ যদিচ আমার অসংখ্য সেনা আছে, তথাচ আপনার স্মরণার্থ কয়েক জন মাত্রের নাম করিলেই হইবে। কেননা আপনি তো পূর্ব্ব হইতেই জানেন (অস্মাকন্তু) পদের "তু" শব্দ দ্বারা দুর্য্যোধন অন্তরের ভয় অন্তরে লুকাইয়া বাহিরে সাহস প্রকাশ করিতেছেন। (হে দ্বিজোত্তম) পদ দ্বারা প্রকাশ্যে দ্রোণাচার্য্যের স্তুতিবাদ করিয়া নিজ কার্য্যে পূর্ণ প্রবৃত্তির সূচনা করিতেছেন এবং উনি পাণ্ডব গণকে অধিক স্নেহ করেন বলিয়া, (পক্ষান্তরে) তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে প্রবৃত্ত, তুমি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ইত্যাকার নিন্দারও ইঙ্গিত করিতেছেন। আবার সঙ্কেতে ইহাও বলিতেছেন, যে তুমি ব্রাহ্মণ, আচার্য্যের কার্য্য করিতে পার বটে, কিন্তু যুদ্ধের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য তোমার কোথায়! যদি তুমি স্নেহ বশতঃ পাণ্ডব পক্ষই অবলম্বন কর, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কেননা ভীষ্মাদি ক্ষত্রিয় মহাশূর গণ আমার সেনাধিনায়ক আছেন, তাই তোমার স্মরণকে সচেতন করিবার জন্যই তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি নিজ প্রিয় শিষ্য পাণ্ডব গণের সেনা দেখিয়া তোমার হর্ষোদয় হইয়া থাকে, তবে তোমার ইহাও যেন চৈতন্য থাকে, যে ভীষ্মাদি বীরেন্দ্র কেশরীগণ আমার পক্ষ ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তানেবাহ ভবানিতি দ্বাভ্যাং। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা, সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রোভূরিশ্রবাঃ॥৮॥

আপনি (দ্রোণাচার্য্য), পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, সংগ্রাম-বিজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ ॥ ৮ ॥

পীঃ সঃ। ধূর্ত্ত দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ভীষ্ম, কর্ণাদির নামোল্লেখের প্রথমেই দ্রোণাচার্য্যের ও বিকর্ণ ভূরিশ্রবাদির

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যেচ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।

নামোল্লেখের প্রথমেই তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামার নামোল্লেখ করিয়াছে; কেননা লোকে প্রশংসিত গণের মধ্যে আপনার ও নিজপুত্রের নাম অগ্রগণ্য দেখিলে অধিক প্রসন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তু মধ্যবসিতা-ইত্যর্থঃ, নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে যুদ্ধে বিশারদানিপুণাঃ ॥ ৯ ॥

হে আচার্য্য! এতদ্ভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র-সম্পন্ন রণ-কুশল পুরুষ আমার পক্ষে অনেক আছেন। তাঁহারা আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জনেও কৃতসংকল্প হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন, কি দুর্য্যোধনের পক্ষে এই কয়েক জন ভিন্ন বীর নাই, তাই অন্যান্য আরও অনেক বীর আছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন, ভীষ্মাদি ভিন্ন শল্য, কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত আদি আরও শূর গণ আছেন; তাঁহারা শূল, চক্র, গদা, খড়্গাদি যুদ্ধে মহানিপুণ, (শূরা) ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নিজ সেনার বল-বাহুল্য, অত্যন্ত সমরাগ্রহ ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিমতআহ অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তত্তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যং অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি, ইদন্ত্বেতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৈন্যং পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি ॥ ১০ ॥

হে আচার্য্য! ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয়

পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥১০॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।

সেনা অনেক আছে, এবং ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডব-সেনা সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ॥ ১০ ॥

শ্রীঃ সঃ। উভয় পক্ষেই যখন অস্ত্র শস্ত্র নিপুণ ও সমরসুচতুর পুরুষ বিদ্যমান্ আছেন, তখন পাছে আচার্য্য মনে করেন উভয় দলই সমান, তজ্জন্য দুর্যোধন বলিতেছেন যে সূক্ষ্মবুদ্ধি ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সেনা অপর্য্যাপ্ত (একাদশ অক্ষৌহিণী) এবং স্থূলবুদ্ধি বিকল-চিত্ত ভীম-সেনাভিরক্ষিত সেনা নিতান্তই পর্য্যাপ্ত (সাত অক্ষৌহিণী) মাত্র। পক্ষান্তরে ইহাও প্রকাশ করিতেছেন, যে আমাদের সৈন্য একাদশ অক্ষৌহিণী হইলেও রণপ্রাঙ্গণে কার্য্যকালে অপর্য্যাপ্ত—অপ্রচুর বা অসমর্থ এবং পাণ্ডব সেনা সংখ্যায় অল্প হইলেও পর্য্যাপ্ত—প্রচুর বা সামর্থ্যযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

এক অক্ষৌহিণী সেনায় ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতি সর্ব্বশুদ্ধ ২১৮৭০০ বুঝায়। এতদ্গণনানুসারে কৌরব-পক্ষে ২৪০৫৭০ হস্তী, ২৪০৫৭০ রথ, ৭২১৭১০ অশ্ব, ও ১২০২৮৫০ পদাতি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪০৫৭০০ সেনা। এবং পাণ্ডব পক্ষে ১৫৩০৯০ হস্তী, ১৫৩০৯০ রথ, ৪৫৯২৭০ অশ্ব ও ৭৬৫৪৫০ পদাতি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩০৯০০ সেনা। অথবা কুরুক্ষেত্র-মহারণে উভয় পক্ষে ৩৯৩৬৬০০ সেনা সমবেত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তস্মাত্তবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহ প্রবেশ মার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরিত্যাজ্যাবস্থিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত তথান্যৈর্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত তথা রক্ষন্তু ভীষ্ম বলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতিভাবঃ ॥ ১১ ॥

এক্ষণে আপনারা নিজ নিজ বিভাগানুসারে সৈন্য-সমূহের ব্যূহ দ্বারে অবস্থিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকে সর্ব্বথা রক্ষা করিতে থাকুন ॥ ১১ ॥

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

গীঃ সঃ। পাছে আচার্য্য এরূপ বলেন যে, যদি পাণ্ডব সেনাপেক্ষা তোমার সৈন্য দল পুষ্ট ও প্রবল থাকে, তবে বৃথা নানা কল্পনা করিতেছে কেন? তজ্জন্য দুর্য্যোধন বলিতেছেন, যে পিতামহ ভীষ্মাচার্য্য আমাদের সেনাধিনায়ক, তিনি যখন সম্মুখ-সমরে উন্মত্ত হইবেন, তখন তাঁহার পার্শ্ব বা পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাই আপনাকে বলিতেছি, যে আপনারা তাঁহার সম্মুখ ভিন্ন অন্যান্য দিক্ এরূপে তত্ত্বাবধান করিবেন, যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে কোন শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে। প্রকারান্তরে দ্রোণাচার্য্যকে মনে ২ অবজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন, যে পিতামহের জীবন সত্ত্বে আমরা কাহাকেও ভয় করি না॥ ১১॥

স্বামি কৃত টীকা। তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্ তদাহ তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্ম্মহান্তং সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্॥ ১২॥

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধনের সন্তোষার্থ কুরুবৃদ্ধ মহা-প্রতাপশালী পিতামহ ভীষ্ম গম্ভীর সিংহনাদ পূর্ব্বক সমর-শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন॥ ১২॥

গীঃ সঃ। দুর্যোধনের কথা শেষ হইলে, ভীষ্মাদি কি করিলেন, ইহা জানিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে অনুভব করিয়া, সঞ্জয় বলিতেছেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! পাণ্ডব সেনা-ভয়ে ভীত হইয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্য্যের শরণাগত হইলেন, এবং দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের কপট ভক্তি জানিতে পারিয়া একটী বাক্য দ্বারাও তাহার সমাদর করিলেননা, প্রত্যুতঃ উপেক্ষা করায় দুর্যোধন মর্ম্মাহত হইতেছেন দেখিয়া ভীষ্ম ভাবিলেন, আমি যখন দুর্যোধনের অন্নে শরীর রক্ষা করিতেছি, তখন এই মহাসমরে ইহার জন্য এ দেহ পাত হইবেই হইবে। এবং তখন দুর্যোধনকে হর্ষোৎসাহযুক্ত করিবার জন্য ভীষ্ম সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। বৃদ্ধগণ অনায়াসে বালকের মনের ভাব বুঝিতে পারেন, ইহা দেখাইবার জন্য

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।

" কুরুবৃদ্ধ ", দ্রোণাচার্য্য দুর্যোধনকে উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি মহাদুরাত্মা হইলেও আপৎকালে উপেক্ষাযোগ্য নহে, এজন্য " পিতামহ" এবং উচ্চ সিংহনাদে ও ভীমশঙ্খধ্বনিতে পাণ্ডব-সেনা অবশ্যই চমকিত হইয়াছে, এজন্য " প্রতাপবান্ " ভীষ্মের এই বিশেষণ-ত্রয় ব্যবহৃত হইয়াছে॥ ১২॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতোযুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্তইত্যাহ ততইত্যাদিনা। পণবামর্দ্দনাআনকাগো-মুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণাদেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ, সশব্দঃ শঙ্খা-দিশব্দস্তুমুলোমহানভূৎ॥ ১৩॥

হে ধৃতরাষ্ট্র! সেনাপতি ভীষ্মের রণোৎসাহ বিদিত হইবা মাত্র, দুর্যোধনের অন্যান্য সেনাগণের মধ্যে বহু শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, নাগরা, রণসিংহা বাজিয়া তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল॥ ১৩॥

গীঃ সঃ। যখন সকলে দেখিল, ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম এতন্মহারণে অগ্রবর্ত্তী, তখন ভাবিল আর ভয় কি, কেননা ভীষ্ম সহজে কাহারও বধ্য নহেন, ভীষ্ম পরাভূত না হইলে কুরু সৈন্য পরাভবেরও শঙ্কা নাই। তাই সকলে উৎসাহ-যুক্ত হইয়া রণবাদ্য বাজাইতে লাগিল॥ ১৩॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ পাণ্ডব সৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ ততইত্যাদি পঞ্চভিঃ। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্ব্বাদয়ামাসতুঃ॥ ১৪॥

ভীষ্মাদির শঙ্খাদির ধ্বনি শ্রবণানন্তর এদিকে

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।

শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে আরূঢ় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও দিব্য শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৪ ॥

গীঃ সঃ। যদিচ কৃষ্ণার্জ্জুন ব্যতীত অন্যান্য অনেক পাণ্ডব সেনা রথারূঢ় ছিলেন, তথাপি (ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে) বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অর্জ্জুনের রথ অন্যান্য রথের ন্যায় সামান্য নহে, উহা সাক্ষাৎ হুতাশন-দত্ত; এ রথকে চালায়মান্ করিবার সামর্থ্য কোন শত্রুরই নাই। এই রথারূঢ় অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কোন শত্রু কর্ত্তৃকই পরাভূত হইবার নহেন। তাঁহাদের শঙ্খ নাদে কুরুসৈন্য অবশ্য মহাবিত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রথমে কুরুসৈন্যের শঙ্খনাদ তৎপরে অর্জ্জুনাদির শঙ্খ নাদাদি দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইল যে, পাণ্ডব গণ প্রথমে দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; দুষ্ট দুর্যোধনের পক্ষই ভারতীয় বীরবর্গের শোণিতে পৃথিবী কলঙ্কিত করিবার প্রবর্ত্তনা করিল, অগত্যা পাণ্ডব গণকে আত্মাধিকার রক্ষার্থ তৎপরে প্রবৃত্ত হইতে হইল ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদি শঙ্খানাং ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ ॥ ১৫ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ করিলেন, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ ও সর্ব্বলোক ত্রাসোৎপাদক ভীম পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ ধ্বনি করিলেন ॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। পঞ্চজন হইতে উৎপন্ন এজন্য শঙ্খের নাম "পাঞ্চজন্য", হৃষীক=ইন্দ্রিয়, ঈশ=নিয়োগ কর্ত্তা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তার নাম হৃষীকেশ। এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম না দিয়া "হৃষীকেশ" এই নাম প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। জীব কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কার্য্য করিয়া থাকে। জীবের সংকল্প যেমনই হউক না, ইন্দ্রিয়-বর্গের কার্য্য সম্পাদনসামর্থ্য না হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে কোথা হইতে?

পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

ভগবান্ হৃষীকেশ ভক্তের পক্ষেই শক্তি সঞ্চালনা করিবেন; অভক্তের পক্ষে যতই বীর থাকুক না কেন, তাহাদের ইন্দ্রিয়গণের সৎ সামর্থ্য বিধান করিবে কে? অগত্যাই তাহাদের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে আধ্যাত্মিক মহাতত্ত্বেরও আভাস প্রকাশিত হইতেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় রূপ পঞ্চপাণ্ডব যখন অন্তর্যামী বিশুদ্ধ আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে কার্য্য করিতে থাকে, তখন দুষ্প্রবৃত্তি রাশি রূপ দুর্য্যোধনের দুষ্ট দল বল ত্রস্ত ও পরিশেষে পরাস্ত হইয়া যায়। অর্জ্জুনের নাম এখানে "ধনঞ্জয়" দিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে বীর পুরুষ নিজ বাহুবলে দিগ্দিগন্ত জয় করিয়া সমস্ত ধনাধিপ গণের ধন লইয়া আসিয়াছেন এবং যাঁহার হস্তে দেবতাদিগের প্রদত্ত বিজয়শঙ্খ, তাঁহাকে এ সমরে পরাভব করে সাধ্য কার? বৃকের ন্যায় বহুভোজী হিড়িম্বহন্তা বলবন্ত ভীমসেনও দুর্জ্জয়-পরাক্রম, সঞ্জয় তজ্জন্য সঙ্কেতে প্রকাশ করিতেছেন যে, হে ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রিয়াধিনায়ক যে সৈনার নেতা, বিশ্ববিজয়ী বীর যাহাদের যোদ্ধা এবং ভীম পরাক্রম বৃকোদর যাহাদের রক্ষক, তোমার পুত্রগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৬॥

কুন্তিপুত্র মহারাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ ধ্বনি করিলেন ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। কুন্তি কঠোর তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মরাজের কৃপায় যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন, তাহাতে যুধিষ্ঠির যে মহাতেজা পুরুষ ও রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি প্রবল প্রতাপের পরিচয় দিয়াছেন, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের স্মরণার্থ সঞ্জয় "কুন্তিপুত্র" ও "রাজা" এই দুইটী বিশেষণ "যুধিষ্ঠির" পদের পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়াছেন। যিনি যুদ্ধে জয় রূপ ফল ভাগী হইয়া অটল অর্থাৎ স্থির থাকেন, তিনিই যুধিষ্ঠির পদ বাচ্য। জয়শ্রী যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয়

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ মণিপুষ্পকৌ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥১৮॥

করিবেন, সঞ্জয় পদপ্রয়োগ কৌশলে তাহাই সঙ্কেত করিলেন। পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্ত বিজয়, সুঘোষ, মণিপুষ্পক, শ্লোক দ্বয়ে উক্ত এই শঙ্খ ছয়টী নিজ ২ নামানুসারে সুপ্রসিদ্ধ। ঈদৃশ স্বনামখ্যাত শঙ্খ কুরু দলে একটীও নাই, এই জন্য এই শঙ্খ গুলির পৃথক্ ২ নামোল্লেখ করিয়া সঞ্জয় কুরুপক্ষের হীনতা প্রদর্শন করিলেন॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা। কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশীরাজঃ কথম্ভূতঃ পরমঃ-শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ॥ ১৭॥
দ্রুপদইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র॥ ১৮॥

হে পৃথিবীপতে! মহাধনুর্ধারী কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, যুদ্ধে অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদরাজা, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ও সুভদ্রার তনয় মহাবাহু অভিমন্যু পৃথক্ ২ নিজ নিজ শঙ্খ নিনাদ করিলেন॥ ১৭। ১৮॥

গীঃ সঃ। ধৃতরাষ্ট্র মনে ২ যে নিজ পুত্রবর্গের জয়াশা করিতেছিলেন, তাহা কৌশলে নিবৃত্ত করিবার জন্য সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! কেবল এই কয়েক জন নহে, মহাধনুর্দ্ধারী মহারথী, অপরাজেয়, মহাবাহু কাশী-রাজাদি বীরেন্দ্র গণও মহা উৎসাহে নিজ ২ শঙ্খের মহানিনাদ করিলেন॥ ১৭। ১৮॥

স্বামিকৃত টীকা। সচ শংখানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসে-ত্যাহ সঘোষ ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়াণি বিদারিতবান্

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥

কিং কুর্ব্বন্ নভশ্চ পৃথিবীঞ্চাভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্॥ ১৯॥

এই শঙ্খ সমূহের প্রলয় শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ও তৎপক্ষীয় সেনাগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল॥ ১৯॥

গীঃ সঃ। কুরুদলের শঙ্খনাদে পাণ্ডব সেনা কিছুমাত্রও বিক্ষুব্ধ হয় নাই, কিন্তু পাণ্ডব সেনার শঙ্খ ধ্বনিতে কুরুসৈন্য ভীত, চকিত ও কম্পিত হইল। ইহার দ্বারা কুরুদলের দুর্ব্বলতা ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ের তেজস্বিতা সূচিত হইতেছে। যাহারা ধর্ম্মপক্ষ অবলম্বন করে, তাহাদের যাদৃশ উৎসাহ, যাদৃশ সাহস ও নির্ভীকতা থাকে, ধর্ম্মবিরোধী বর্গের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব কিছুতেই থাকিতে পারেনা॥ ১৯॥

স্বামিকৃত টীকা। এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনোবিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ অথেত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ, অথেতি। অথানন্তরং মহাশব্দানন্তরং ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেঽবস্থিতান্ কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ॥ ২০॥

এই সময়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যাহা জানাইলেন, তাঁহা চারি শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন। হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! অতঃপর তোমার পুত্র ও তৎপক্ষীয় গণকে যুদ্ধোদ্যম সহ অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ রথারূঢ় অর্জ্জুন নিজ শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক তৎকালে ভগবান্‌কে কহিলেন॥ ২০॥

গীঃ সঃ। উৎকট শঙ্খনিনাদ শ্রবণে ভীতান্তঃকরণ কৌরব গণ যখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল না, বরং দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ স্পর্দ্ধা সহ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান রহিল, তখন অগত্যাই অর্জ্জুনকে জ্যারোপণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব মহাশরাসন উত্তোলন করিতে হইল। যাঁহার সহায়তায় রামচন্দ্র রাবণ-

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ। সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয়মেঽচ্যুত ২১

বংশ সংহার করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হনুমান অর্জ্জুনের রথধ্বজে উপবিষ্ট, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রবর্ত্তক হৃষীকেশ সারথি ও মন্ত্রণাদাতা। সুহৃদ্ কৃষ্ণের আজ্ঞা ভিন্ন অর্জ্জুন কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়েন না। অর্জ্জুনের সমর-সহায়ের সঙ্কেত করিয়াই "হে মহীপতে" পদ দ্বারা সঞ্জয় ব্যক্ত করিতেছেন, যে কৌরব গণ অতি অবিচার পূর্ব্বক পাণ্ডুর গণের রাজ্যাপহরণ করায় নিতান্ত রাজনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু পাণ্ডু পুত্র গণ রাজনীতি-পরায়ণ ও ধর্ম্মকুশল। জয় পাণ্ডবদিগেরই অবশ্যম্ভাবী ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেব বাক্যমাহ সেনয়োরিত্যাদি ॥ ২১ ॥

হে অচ্যুত! উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থানে আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২১ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের ঈদৃশ আজ্ঞা প্রথমতঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এখানে ভক্তবৎসলতা জন্য ভক্তের দাসত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। অর্জ্জুনের আজ্ঞা জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না, ইহাই জগতে সূচিত করিবার জন্য "অচ্যুত" পদের প্রয়োগ হইয়াছে। কেননা, ভগবান্ সরূপ বা অরূপ যে অবস্থাতেই যখন কেন থাকুন না, তিনি সদাই নির্ব্বিকার অর্থাৎ কোন কারণই তাঁহাকে সেই স্বভাব হইতে চ্যুত বা ক্রোধাদি বিকারযুক্ত করিতে পারে না। পাছে কেহ মনে করে, যে অর্জ্জুন স্বয়ং যোদ্ধা, তবে দর্শকের ন্যায় মধ্য স্থলে রথ রাখিয়া কি দেখিবেন? সেই জন্য বলিতেছেন ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্বু ত্বং যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ কৈর্ম্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং ॥ ২২ ॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং যএতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

হে ভগবন্! যুদ্ধ-কামনায় রঙ্গভূমিতে অবস্থিত বীরগণের মধ্যে কাহার-সহিত আমি যুদ্ধ করিব, ইহা যতক্ষণ ভাল করিয়া না দেখিয়া লই, ততক্ষণ তুমি মধ্য-স্থলে রথ রক্ষা কর ॥ ২২ ॥

গীঃ সঃ। ভীষ্ম, দ্রোণাদি ভিন্ন আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহ নাই, অতএব যেখান হইতে তাঁহাদিগকে ভাল রূপ দেখা যায়, রথ সেই স্থানে স্থাপন কর। উঁহারা যুযুৎসু এবং আমার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের পাত্র নহেন। যদি বল তাঁহাদিগকে দেখিয়া অর্জ্জুনের কি লাভ হইবে? অর্জ্জুন মনে২ ভাবিতে লাগিলেন, "বিপক্ষ গণ সকলেই আমার আত্মীয়, অথচ আমরা উভয়েই যুদ্ধার্থ এখানে একত্রিত," কাহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করা উচিত, এক্ষণে তাহাই স্থির করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তোযইহ সমাগতাস্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

দুর্ব্বুদ্ধি দুর্যোধনের যুদ্ধ-হিতকামনায় যে যোদ্ধৃ-বর্গ সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। ভীষ্ম, দ্রোণাদি আত্মীয় বীরবর্গ যুদ্ধ দ্বারাই দুর্যোধনের হিত-কামনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা দুর্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধি নষ্ট করিয়া অথবা তাহাকে আমাদের মিত্রভাবাপন্ন করাইয়া তাহার হিতচেষ্টা করিতেছেন না, ইহাই ভাবিয়া উক্ত আচার্য্য দ্বয়ের প্রতি আক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুন

সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং।

তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। যুদ্ধ করিবেন, জানিয়াও তাঁহাদিগকে আত্মীয় ভিন্ন শত্রু বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না॥ ২৩॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিং বৃত্তং ইত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়উবাচ এবমুক্তইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণার্জ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্, হে ভারত হে ধৃতরাষ্ট্র॥ ২৪॥

ভীষ্মেতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ॥ ২৫॥

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত! গুড়াকেশ অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে ভগবান্ হৃষীকেশ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে অর্থাৎ ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য রাজা গণের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ! এই একত্রিত কৌরব দল নিরীক্ষণ কর॥ ২৪। ২৫॥

গীঃ সঃ। এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে "ভারত" পদ দ্বারা সম্বোধন করিয়া সঞ্জয় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ মহাত্মা ভরত রাজার স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং এই সঙ্কেত করিলেন, যে এক কুলের মধ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্ব হইতেছে, ইহা নিবৃত্ত করাই তোমার কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের "গুড়াকেশ" বিশেষণটী বহ্বর্থ-ব্যঞ্জক। গুড়াকা=নিদ্রা, ঈশ=কর্ত্তা অর্থাৎ যিনি নিদ্রাকে বশীভূত করিয়াছেন, অর্থাৎ অর্জ্জুন কার্য্যকালে নিদ্রিত, বিহ্বল, মোহিত বা হত-চেতন হইবার পাত্র নহেন। কেহবা অর্থ করেন, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সঙ্গম স্থানের নাম গুড়া মুদ্রিকা, তদাকারাকারিত কেশ বিশিষ্ট অর্থাৎ তরঙ্গায়িত কেশ যুক্ত। কেহ বলেন "গুড়ং আকৃতি ব্যাপ্নোতীতি গুড়াকঃ"=শিবঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ মহাদেব যাঁহার ঈশ্বর বা রক্ষক, তিনিই গুড়াকেশ। অথবা গুড় অর্থে গোলক, এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ গোলকের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত ভগবান্ যাঁহার রক্ষক, তিনিই গুড়াকেশ। কিম্বা ভগবান্কে

উবাচ পার্থ! পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।

যিনি আপনার ঈশ্বর বা আত্মা বলিয়া বিদিত আছেন—সেই মুক্তিভাগী রিপুবিজয়ীই "গুড়াকেশ"। অথবা গুড়ের ন্যায় অত্যন্ত মধুর বোধে ভক্তগণে যিনি উপগত হয়েন, তিনিই গুড়াক—ভগবান্; সেই ভগবান্ যাঁহার রক্ষক, তিনিই গুড়াকেশ। অর্জ্জুন সদা সচেতন কার্য্যকুশল ও ভগবদনুগত সুতরাং যুদ্ধে অজেয়। "গুড়াকেশ" বিশেষণ দ্বারা সঞ্জয় অর্জ্জুনের জয়চিহ্ন ব্যক্ত করিলেন। "হৃষীকেশ" শব্দ দ্বারা ভগবানের নির্ব্বিকারতা ও ভক্তাধীনতা দেখাইলেন, অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তের আজ্ঞা পালন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণাদির প্রধানত্ব দেখাইবার জন্যই সকল রাজ-সম্মুখে রথ রাখিলেন বলিয়াও তাঁহাদের নাম পৃথক্ ২ উল্লেখ করিলেন। আত্মীয় গণকে দেখিয়া অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ মমতা যুক্ত হইয়াছেন ইহা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জানিতে পারিয়াই রহস্য পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ! আত্মীয় গণকে জন্মের মত দেখিয়া লও। কেননা এ যুদ্ধের পর, ইহাদের একটীকেও আর এ অবস্থায় দেখিতে পাইবে না। অর্জ্জুন বিহ্বলচিত্ত হইয়াছেন বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ "পার্থ!" পৃথার পুত্র! এই সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমাতে মাতৃগুণ—স্ত্রীস্বভাব-সুলভ গুণ দেখিতেছি, পিতার গুণ বা বীর্য্য প্রতাপাদি দৃষ্ট হইতেছে না। অথবা আমার পিতৃষ্বসা পৃথার পুত্র তুমি, সুতরাং আমার আত্মীয়, আমি তোমার সহায় রহিয়াছি, তুমি ভীত হইওনা। আমি সাবধানে সারথির কার্য্য করিব, তুমি রথীর আসন পরি-ত্যাগ করিওনা ॥ ২৪। ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ তত্রেত্যাদি পিতৄন্ পিতৃব্যা-নিত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানি-ত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রাণি সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী বহু ব্যক্তিকে উপস্থিত অবলোকন করিলেন ॥ ২৬ ॥

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীং স্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন চারি দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, রণভূমি আত্মীয় জনেই পরিপূর্ণ। সাত্বিক দৃষ্টিতে অর্জ্জুন কাহাকেও আজ শত্রু-বোধ করিতে পারিতেছেন না। দেখিলেন, কৌরব পক্ষে ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্য গণ ভীষ্ম সোমদত্তাদি পিতামহ গণ, শল্য, শকুনিআদি মাতুল গণ, দ্রোণ, কৃপ আদি আচার্য্য গণ, লক্ষ্মণ আদি পুত্র ও তাহাদের আত্মজ গণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ আদি মিত্র গণ, কৃতবর্ম্মা, ভগদত্তাদি সুহৃদ্ গণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। "সুহৃদ্" এতৎশব্দে তথায় মাতামহাদি অন্যান্য আত্মীয় গণও গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ পাণ্ডব পক্ষেও কেবল আত্মীয় গণ দৃষ্ট হইল ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা গৃহীতো বিষণ্ণঃ সন্ ইদমর্জ্জুনোঽব্রবীৎ ইত্যুত্তরস্যার্দ্ধশ্লোক বাক্যার্থঃ, আবিষ্টোব্যাপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

তদনন্তর অর্জ্জুন সেনাদল মধ্যে বন্ধু বান্ধব, বর্গকে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত করুণার্দ্র ও বিষণ্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন মাতৃস্বভাব—স্ত্রীস্বভাব সুলভ সকরুণভাব রূপ উপতাপ সংযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া এই শ্লোকে "কৌন্তেয়ঃ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকরুণভাব হইতেই বিষাদের উৎপত্তি, সুতরাং কৃপার পরাকাষ্ঠা বশতঃ অর্জ্জুন ব্যথিতান্তঃকরণও হইলেন। এই অবস্থায় তিনি গলদশ্রুলোচন ও গদ্গদ-কণ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হইলেন। (কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ) "কৃপয়া অপরয়া আবিষ্টঃ" কেহ২ এরূপ পদচ্ছেদও করেন। ইহাতে ইহাই সূচিত হয়, যে অর্জ্জুন নিজ পক্ষীয়

অর্জ্জুন উবাচ। দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ। যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্। সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

গণের প্রতি তো প্রথম হইতেই কৃপাবান্ ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবার তাঁহার কৌরব গণের প্রতিও অপরা বা দ্বিতীয়া কৃপার উদয় হইল ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায় সমাপ্তিঃ। হে কৃষ্ণ যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যাদি। বেপথুঃ কম্পঃ রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ স্রংসতে নিপততি। পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে ॥ ২৯ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আত্মীয় জন গণকে সমরাভিলাষে সমুপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন ও মুখ বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছে, শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত হইয়া [খসিয়া] পড়িতেছে এবং সমুদয় ত্বক্ যেন বিদগ্ধ হইতেছে ॥ ২৮। ২৯ ॥

গীঃ সং। কৃষি র্ভূবাচকঃশব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

[কৃষ=উৎপত্তি বা সত্তা, ও ণ=নিবৃত্তি বা আনন্দ] যিনি জন্ম জন্মান্তর নিবারণকর্ত্তা অথবা যিনি নিত্যসত্তায় চির বিদ্যমান সেই পরব্রহ্মই কৃষ্ণ নামে অভিহিত ॥ "ভক্ত দুঃখ কর্ষিত্বং বা কৃষ্ণঃ"। ভক্ত দুঃখ বিনাশকারীই কৃষ্ণ। আমার সমস্ত অবসাদের বিনাশ কর, শরণাগত হইয়া ইহাই সঙ্কেত করিবার জন্য অর্জ্জুন ২টী শ্লোকের প্রথমেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে "কৃষ্ণ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

সত্ত্ব গুণ প্রভাবে বৈর বুদ্ধি বিদূরিত হইবামাত্র, অর্জ্জুনের স্বার্থ সাধনানুকূল হিংসাপূর্ণ যুদ্ধ প্রবৃত্তির হ্রাস হইল। তাই বীর-কেশরীর অন্তঃকরণ-নিহিত চিরসঞ্চিত রজোগুণ-জনিত [ক্ষত্রিয়ত্ব নিবন্ধন] প্রবৃত্তি

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।

রাশির উপশম হইয়া আসিতেছে। সত্ত্বগুণ-নিবৃত্তি-মূলক, এজন্য উদ্যম, উৎসাহ, চেষ্টা ও কার্য্যতৎপরতা আদির অভাব জনিত চিহ্নরাশি অর্জ্জুনের শরীরে লক্ষিত হইতেছে। কোন ২ শ্রদ্ধেয় টীকাকার এই সময়ে অর্জ্জুনকে " আত্মীয় জন দর্শনে শোক মোহাচ্ছন্ন ও কাতর " মনে করিয়াছেন। বোধ হয় অর্জ্জুনের প্রকৃতির প্রতি বিশেষ রূপ দৃষ্টি করিতে এই সময়ে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন। অর্জ্জুন শোক মোহ বশতঃ কাতর হয়েন নাই। [ইহা অর্জ্জুন ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে প্রকাশ করিবেন] সত্ত্বগুণে শত্রুকে আত্মীয় বোধ হইলে শস্ত্র নিক্ষেপের ইচ্ছা স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। শ্রীরাম রাবণের মহাসমরেও যখনই রাবণ ভগবান্ শ্রীরাম চন্দ্রের স্তব করিয়াছে, তখনই ভগবান্ রাবণ নিধনে নিবৃত্ত হইয়া বর দানে উদ্যত হইয়াছিলেন। এভাব কি শ্রীরাম চন্দ্রের মোহ বশতঃ? কখনই নহে; রাবণকে ভক্ত—অনুগত—স্বজন বোধে বৈরবুদ্ধির অভাব জন্যই এই ভাব হইয়াছিল। শোক মোহাচ্ছন্ন তমোগুণান্ধ হইলে অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে আত্ম-জ্ঞানোপদেশ পাইবার উপযুক্ত হইতেন না। শোক মোহান্ধ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখন বীরমধ্যে গণনীয় হয় না॥ ২৮। ২৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অপি চ ন চ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

হে কেশব! স্থির হইয়া অবস্থান করিবার শক্তি আমার বিনষ্ট হইল, আমার মন নিতান্ত বিঘূর্ণিত—অত্যান্দোলায়মান হইয়া উঠিল, আমি বিবিধ দুর্নিমিত্ত রাশি অবলোকন করিতেছি ॥ ৩০ ॥

গীঃ সঃ। ক্ষত্রিয়জনোচিত রজোগুণময়ী প্রকৃতিতে অকস্মাৎ স্থান-প্রভাব জন্য ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্ব গুণাবির্ভাব বশতঃ অর্জ্জুনের হৃদয় তরঙ্গা-

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।

স্থিত—অস্থির হওয়ায় ভগবান্‌কে অন্য নামে সম্বোধন না করিয়া "কেশব" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা "কেশব" ক্ষয়োদয় রূপ বিকারের—অস্থিরতার শান্তি কারক। "কেশৌবাত্যনুকম্প্যতয়া গচ্ছতীতি কেশবঃ"। ক = ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা ও ঈশ = রুদ্র—সংহর্ত্তা; এতদুভয়কে নিজ অনুগ্রহ পাত্র বোধে যিনি জগৎ রক্ষক—স্থিতিকারক রূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই "কেশব"। "আমাকে প্রকৃতিস্থ কর"—রক্ষা কর, ইহাই ইঙ্গিত করিয়া অর্জ্জুন "কেশব" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। হৃদয় নির্ম্মল হইলে তাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনা রাশির আভাস প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অবিলম্বেই যে ভারত ছারখার হইবে, ইহারই সূচনা স্বরূপ অর্জ্জুন সম্মুখে নানা দুর্লক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

এই যুদ্ধে আত্মীয় গণকে নিধন করিয়াও কোনরূপ শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না, (যদি বল জয় লাভ হইবে,) হে কৃষ্ণ! আমি বিজয়-কামনা করিনা ও রাজ্যসুখ-ভোগাদিরও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই ॥ ৩১ ॥

গীঃ সঃ। শ্রেয়ঃ বা পুরুষার্থ দ্বিবিধ। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। রাজ্যসুখাদি-প্রাপ্তি "দৃষ্ট" ও স্বর্গাদি লাভ "অদৃষ্ট"। "অনুপশ্যামি" পদ দ্বারা অর্জ্জুন ইহাই ব্যক্ত করিলেন, যে হে কৃষ্ণ! আমি পূর্ব্বাপর বিলক্ষণ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, আত্মীয় গণ বধে কোন পুরুষার্থই নাই, কেননা এই যুদ্ধে যদি সকল আত্মীয়ই নিহত হইল, তবে বিজয়ী হইলে কাহাকে লইয়াই বা রাজ্য ভোগ করিব। জয়ী হইলে "অদৃষ্ট" স্বর্গ সুখেরও তো আশা দেখিতেছিনা।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্য মণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখে হতঃ ॥

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানিচ॥ ৩১॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥৩২॥

ইহ লোকে দ্বিবিধ পুরুষ সূর্য্য মণ্ডল বা দেবলোক-নিবাসে সমর্থ। প্রথম—যাঁহারা সন্ন্যাসী—পরিব্রাজক ও যোগযুক্ত এবং দ্বিতীয়—যাঁহারা সম্মুখ সমরে নিহত হয়েন। কিন্তু সমরে বিজয়ী হইলে ফল তো কিছুই নাই। তবে কেবল মাত্র জয়াশায় অর্জ্জুন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, কেননা সত্বগুণ প্রভাবে তাঁহার জিগীষা বৃত্তির নাশ ও রজোগুণ-মূলক সুখভোগ প্রবৃত্তির ক্ষয় হইয়া গিয়াছে॥ ৩১॥

স্বামিকৃত টীকা। এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নোরাজ্যেন ইত্যাদিসার্দ্ধ-দ্বয়েন॥ ৩২॥

হে গোবিন্দ! আমাদের আর রাজ্যে প্রয়োজন নাই, জীবন ধারণেই বা ফল কি, কেননা যাঁহাদের জন্য, রাজ্যভোগ ও সুখের কামনা করা যায়, তাঁহারাই আজ রণক্ষেত্রে উপস্থিত॥ ৩২॥

গীঃ সঃ। [গো—ইন্দ্রিয়, বিন্দতি—পালন বা অধিষ্ঠান করা] ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক বা অধিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ। এই সম্বোধন পদ দ্বারা অর্জ্জুন ইহাই সঙ্কেত করিলেন, যে হে কৃষ্ণ! তুমি অন্তর্যামী, জানই তো আমার রাজ্যভোগে কিছুমাত্র পিপাসা নাই। রাজ্যাদি কেবল আত্মীয়-গণেরই জন্য, যদি তাঁহারাই সকলে যুদ্ধার্থী, এবং আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যখন সকলেরই মৃত্যু নিশ্চয় হইবে, তবে বৃথা এ পণ্ডশ্রম কেন? ইহাঁদের হিতার্থে ও সুখ সম্পাদনার্থই আমাদের জীবন ধারণ, যদি তাহাই না হইল, তবে আমাদের জীবনে পুরুষার্থই বা কি! অর্জ্জুনের বৈরাগ্য লক্ষণই এস্থলে প্রতিপাদিত হইল॥ ৩২॥

স্বামিকৃত টীকা। ত ইম ইতি। যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং তে এতে প্রাণধনাদি ত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ, অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্ত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্ত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোপি মধুসূদন। ॥ ৩৪ ॥

নমু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষেতি তত্রাহ এতানিত্যাদি সার্দ্ধেন ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্ ॥ ৩৪ ॥

আচার্য্য, পিতা, পুত্ত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্ত্র, শ্যালক এবং স্ব-সম্পর্কীয় আত্মীয় গণ ধন ও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন। হে মধুসূদন! ইহাঁরা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি ইহাঁদিগকে কোন রূপে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। পাছে ভগবান্ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বলেন, যে
" বৃদ্ধৌচ মাতা পিতরৌ ভার্য্যা সাধ্বী সুতঃ শিশুঃ।
অপকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥ "

অর্থাৎ মনু বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী স্ত্রী ও শিশু সন্তানের ভরণার্থ যদি শত অপকর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও করিবে। অতএব হে অর্জ্জুন! রাজ্যলাভে বৈরাগ্য বৃত্তি অবলম্বন করিওনা; তজ্জন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে মধুসূদন! রাজ্য তো একাকী ভোগ করিবার সামগ্রী নহে, আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হইয়াই লোকে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে। যখন তাঁহারাই সকলে এযুদ্ধে উপস্থিত, তখন আর রাজ্যে প্রয়োজন কি! ইহাঁরাই যদি শত্রু হইলেন, তবে বাঁচিয়াই বা সুখ কি! আমি কিন্তু কোন মতেই ইহাঁদিগকে শত্রু ভাবিয়া বধার্হ মনে করিতে পারিবনা ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অপীতি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থং

অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন! ॥৩৫॥

মপি হন্তুং নেচ্ছামি কিং পুনর্ম্মহীমাত্র প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চাই না, তবে কি সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ পৃথিবীর রাজত্ব জন্য তাঁহাদিগকে বধ করিব! দুর্যোধনাদিকে সংহার করিয়া, হে জনার্দ্দন! আমার কি সুখলাভই বা হইবে! ৩৫ ॥

গীঃ সঃ। পাছে ভগবান্ বলেন যে যদি আচার্য্য বা পিতৃব্যাদিগণকে বধ করা দোষাবহ বোধ হয়, তবে তোমাদের পরম আততায়ী দুর্যোধনাদিকে বধ করায় ক্ষতি কি! আততায়ীর লক্ষণ যথা—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥

যে ব্যক্তি অগ্নি দ্বারা গৃহদাহ করে, বা বিষপান করায় কিম্বা বধার্থ খড়্গধারী হয়, ও যে ধনাপহারী, ভূম্যপহারক, দারাপহারী, এই ছয় জন আততায়ী পদ বাচ্য হয়।

তাহাতেই অর্জ্জুন বলিতেছেন যে একে তো দুর্যোধন আমার ভ্রাতা, তাহাতে আপাত-মনোরম বৃথা বিষয়ভোগে আমার ইচ্ছা নাই। অতএব ভ্রাতৃবধজন্য পাপে কেন বৃথা লিপ্ত হইব! যদি দুষ্টকে দমন করাই ভাল-বোধ কর, তবে "হে জনার্দ্দন!" তুমি তো প্রলয়কালে লোক-সংহার করিয়াই থাক, তুমিই তাহাকে হনন করিবে, তাহাতে তোমাকে দোষ স্পর্শ করিবে না ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্বু চ অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ। অতিতায়িনাঞ্চ বধোযুক্ত এব। আততায়িনামায়ন্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চনেতি

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্!
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব! ॥ ৩৬ ॥

বচনাৎ তত্রাহ পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন। আততায়িন মায়ান্তমিত্যাদি কথমর্থ-শাস্ত্রং তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলং যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ইতি তস্মাদাত-তায়িনামপ্যেতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য অমুত্র বেহবা ন সুখং স্যাদিত্যাহ স্বজনংহীতি ॥ ৩৬ ॥

যদিও ইঁহারা আততায়ী, এবং আততায়ি বধে পাপ নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে, তথাচ বন্ধু বান্ধব গণ সহ ধার্ত্তরাষ্ট্র গণকে আমরা সংহার করিতে চাই না, ইহাতে আমরা পাপভাগী হইব। হে মাধব! আত্মীয়-গণকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? ॥ ৩৬ ॥

গীঃ সঃ। জতুগৃহদাহ, ভীমসেনকে বিষ প্রয়োগ, যুদ্ধার্থ শস্ত্র ধারণ, দ্যূত ক্রীড়ায় ধন ও ভূমি হরণ ও দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি দ্বারা কৌরবগণ পাণ্ডব দিগের পক্ষে আততায়িতা করিয়াছে। আততায়ীকে হনন করা অর্থনীতির উপদেশ, কিন্তু উহা ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র বরং এই কথাই বলেন, যে ব্যক্তি কুল-নাশক হয়, সে পাপিষ্ঠতম। যথা " স এব পাপিষ্ঠ তমো যঃ কুর্য্যাৎ কুল-নাশনং " ইতি। এবং শ্রুতিও বলিতেছেন " মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি " কোন প্রাণীরই হিংসা করিবেনা। অতএব প্রাণীবধ অকর্ত্তব্য, কেননা অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিতে বিরোধ হইলে ন্যায়ই বলবান্ হইবে, কিন্তু অর্থ-শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রামাণিক হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥" ভগবান্ পাছে ইহলৌকিক রাজ্যের জন্যই অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করেন, তাহারই নিরাসের ইঙ্গিত করিবার ছলে অর্জ্জুন " হে মাধব " এই রূপ সম্বোধন করিয়াছেন। (মা = লক্ষ্মী—শ্রী এবং ধব = পতি) তুমি শ্রীপতি হইয়া আমাকে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বিহীন বা শ্রীহীন হইতে উপদেশ দিও না॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়-কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।

স্বামিকৃত টীকা। নমু চৈতেষামপি বন্ধু বধ দোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাং কিমনেন বিষাদেনেত্যহি যদ্যপীতি দ্বাভ্যাং। রাজ্যলোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি ॥ ৩৭ ॥

যদিও দুর্যোধনাদির লোভাভিভূত চিত্ত কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহ জন্য পাতক রাশি দেখিতে পাইতেছেন না,। ৩৭ ॥

গীঃ সঃ। পাছে ভগবান্ বলেন, যে বন্ধু বান্ধব হননে তোমারই এত পাপ বোধ হইতেছে কেন? দেখ যে মহান্ পুরুষ দিগের আচরণ দেখিয়া অন্য লোকে সদাচার শিক্ষা করে, তাদৃশ মহাশিষ্ট ভীষ্মাদি মহোদয় গণতো বন্ধু বান্ধব-হননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ কর। তাহাতেই অর্জ্জুন বলিলেন, যে তাঁহাদের আচরণ অনুকরণীয় নহে, কেননা এক্ষণে তাঁহাদের চিত্ত লোভাভিভূত। মহাত্মা গণ যখন নিঃস্বার্থ ভাবে কোন অনুষ্ঠান করেন, তাহা অবশ্যই শিক্ষণীয় বটে, কিন্তু যখন লোভাদির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিবেন, তখন কোন মতেই তাহা শিক্ষা যোগ্য নহে। ভীষ্মাদি লোভান্ধ হইয়া এরূপ করিতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কথমিতি। তথাপ্যস্মাভির্দ্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়-জনিত পাপ অবলোকন করিয়াও কি নিমিত্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইব না! অতএব সমরে প্রবৃত্ত না হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ৩৮ ॥

কুলক্ষয় কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।

ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

অধর্ম্মাঽভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।

শ্রীঃ সঃ। বুদ্ধিমান্ গণ তাহাকেই শ্রেয়ঃ বা ইষ্টসাধক বলেন, যাহার সঙ্গে কোনরূপ অশ্রেয়ঃ—অনিষ্ট সাধন সম্বন্ধ না থাকে। যদিও এস্থলে যুদ্ধে বিজয় জন্য রাজ্যলাভ রূপ শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে, কিন্তু কুলক্ষয় জনিত পাপে নরক প্রাপ্তি রূপ অশ্রেয়ঃ মিশ্রিত রহিয়াছে। যদি বল শত্রু-হনন জন্য "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" "শ্যেন যজ্ঞ" করিবে, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। শ্যেন যজ্ঞানুষ্ঠানে শত্রুক্ষয় রূপ ফলোৎপত্তি বা শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে সত্য, কিন্তু পরিণামে নরক প্রাপ্তি রূপ অশ্রেয়ঃ অবশ্যম্ভাবী। অতএব এতদনুষ্ঠান বুদ্ধিমানের অকর্ত্তব্য। এতাবদ্বিচার করিয়াই মহামনা অর্জ্জুন যুদ্ধে নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন ॥ ৩৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তমেব দোষং দর্শয়তি কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরা প্রাপ্তাঃ উত অপি অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলং অধর্ম্মোঽভিভবতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয় হইলেই কুল-পরম্পরাগত সনাতন ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলেই অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীঃ সঃ। বৃদ্ধগণই কুলগত ধর্ম্মে প্রবীণ ও অনুষ্ঠান-কুশল। তাঁহারাই ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা ও প্রবর্ত্তক। সেই বৃদ্ধ বর্গই যদি বিনষ্ট হয়েন, তবে পুত্র পৌত্র গণকে ধর্ম্ম মার্গে প্রবর্ত্তিত করিবে কে? বৃদ্ধ গণের অভাবে কুলধর্ম্মের অভাব ও তদভাবে স্ত্রী পুত্রাদি অনাচার রূপ অধর্ম্মগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলেই কুলনারী-

স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

গণ ভ্রষ্টাচারিণী হয়। হে বৃষ্ণি-বংশধর! কুল-কামিনী গণের ব্যভিচারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়॥ ৪০ ॥

গীঃ সঃ। কুলে ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা না থাকিলে অবলা ললনা গণ কুতর্কহত হইয়া যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হয় অথবা ধর্ম্মহীন পতিত পতি সঙ্গে আচারভ্রষ্টা হইয়া যায়। তাহা হইতে ভ্রষ্টবুদ্ধি সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুল-ধর্ম্ম রক্ষিত না হইলে ব্রাহ্মণের গৃহেও শূদ্র-প্রকৃতির পুত্র জন্মিয়া থাকে। পাপনিরসনার্থ "হে কৃষ্ণ" এবং তুমি বৃষ্ণি-কুলোদ্ভূত, কুলমর্য্যাদা তোমার অগোচর নাই, অতএব কুলের পবিত্রতা রক্ষার্থ "হে বার্ষ্ণেয়" পদদ্বারা অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়াছেন॥ ৪০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং সতি সঙ্কর ইত্যাদি এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পণ্ডোদক ক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা॥ ৪১ ॥

এই বর্ণসঙ্কর লোক সকল, কুল ও কুলনাশক দিগকে নরকগামী করে, এবং সেই ধর্ম্মহীন কুলে পিণ্ড-তর্পণাদিক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায় পিতৃ পিতামহ গণ সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়েন না ও ক্রমশঃ নরকে পতিত হইতে থাকেন॥ ৪১ ॥

গীঃ সঃ। পরশুরাম যখন একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় বীরবর্গকে নিধন করেন, তখন ক্ষত্রিয়া রমণীগণের ব্রাহ্মণ—পুরুষোৎপাদিত সন্তান এবং পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরও যে বর্ণসঙ্কর তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই স্ত্রী রূপ ক্ষেত্রে বীজপতি কর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্র প্রদত্ত পিণ্ডাদি দ্বারা যদি মৃত ক্ষত্রিয় বীর বর্গের ও ধৃতরাষ্ট্রাদি দ্বারা তৎ পিতৃগণের সদ্গতি হইতে পারে, তবে বর্ণসঙ্কর হইলে পিণ্ডাদি ব্যর্থ হইবে কেন? এই আশঙ্কা অপসারণার্থই শ্লোক মধ্যে "হি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। "হি" দ্বারা বৈদিক পদ্ধতি লক্ষিত হইয়াছে। বীজপতিই পুত্রের পিণ্ডাদির ভাগী হইবে, ক্ষেত্রপতি তাহা প্রাপ্ত হইবেন না, যথা—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

" নশেষো অগ্নে অন্য জাতমস্তি " ॥ শ্রুতিঃ ॥

হে অগ্নি! অন্য কর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্র নহে। যাস্কও বলিয়াছেন, যথা—

" অন্যোদর্য্যোমনসাপি ন মন্তব্যো মমায়ং পুত্র " ইতি

অন্যের উৎপাদিত পুত্রকে পুত্র বলিয়া মনেও চিন্তা করিতে নাই।

" যে যজামহে " ইতি—" যোঽহমস্মিন্ সন্‌যজে " ইতি। আমি ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, তাহা আমি জানি না, আমি যেই হই, সেই আমি যজন করিতেছি। ইনি পিতা কি অন্য কেহ আমার পিতা, এই সংশয়ে এরূপ কথিত হইল। যিনিই জন্মদাতা, তিনিই পিণ্ডফলভাগী হইলেন, ইহাই শ্রুতি সিদ্ধান্ত। স্মৃতি আদিতে যে ক্ষেত্রপতির অধিকার লিখিত হইয়াছে, ইহলোকে-বংশ পরম্পরা স্থাপন ও নির্দ্ধারণই তত্তাবতের উদ্দেশ্য; বস্তুতঃ পারলৌকিক ফল বিধানার্থ নহে। অতএব বর্ণসঙ্কর দ্বারা স্বর্গীয় পিতৃগণের পতন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। উক্ত দোষমুপসংহরতি দোষৈরিত্যাদি দ্বাভ্যাং। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে জাতিধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধর্ম্মা-দয়োঽপিগৃহ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হইবার কারণীভূত এতাবদ্দোষে কুল-নাশক গণের জাতিধর্ম্ম, সনাতন কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হয় ॥ ৪২ ॥

গীঃ সঃ। কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত হইয়া যাহারা কুলধর্ম্ম নষ্ট করে, তাহারা " কুলঘ্ন "। এই কুলকুঠার গণের অনাচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির জাতি বা বর্ণগত ধর্ম্ম, কুল-পরম্পরাগত ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যাদির যথাবিহিত আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত না হইয়া অবশেষে উচ্ছেদদশা গ্রস্ত হয় ॥ ৪২ ॥

উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥
অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।

স্বামিকৃত টীকা। উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মাঃ যেষামিতি উৎসন্ন জাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণং অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তোবয়ং প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষভিরতানরা। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাৎ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ইত্যাদি বচনেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

হে জনার্দ্দন! ইহা শ্রুত আছি, যে যাহাদের কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, সেই মনুষ্যগণকে চিরদিন নরকে নিবাস করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

গীঃ সঃ। কুলে পাপ প্রবেশ করিলে, কুলনাশকগণের দোষে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি হয় না, অগত্যা পাপক্ষয় না হওয়াতে রৌরবাদি নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়। যথা—

প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষভিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাৎ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥

যে সকল ব্যক্তি পাপনিরত, তাহারা যদি শাস্ত্র বিহিত প্রায়শ্চিত্ত অথবা কৃত পাপ জন্য পশ্চাত্তাপ না করে, তবে তাহাদিগকে নিদারুণ নরক যাতনা ভোগ করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ অহোবতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি যৎ এতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তোবয়ং অহোবত মহৎকষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অহো কি কষ্ট! আমরা কি পাপাসক্ত! সামান্য রাজ্যসুখের জন্য আমরা আত্মীয় গণের প্রাণবধার্থ উদ্যত হইয়াছি! ॥ ৪৪ ॥

গীঃ সঃ। লোভই মহাপাপ, এই জন্য অর্জ্জুন আপনাকে পাপী ভাবিলেন ও পারলৌকিক অনন্ত সুখ বিস্মৃত হইয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও

যদ্রাজ্য সুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যু স্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥৪৫॥

সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।

ক্ষণবিধ্বংসী বিষয় সুখে স্পৃহা জন্মিয়াছিল এজন্য মনে২ বিষম কষ্ট অনুভব করিলেন ॥ ৪৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ যদি-মামিত্যাদি। অকৃত প্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি তর্হিতদ্ধননং মম ক্ষেমতরং অত্যন্ত হিতং ভবেৎ পাপান্নিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

আমি প্রতিকারোদ্যম-রহিত ও অশস্ত্রপাণি থাকিলে যদি শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্র গণ এই সমরে আমাকে সংহার করে, তাহাতে বরং আমার মঙ্গল হইবে ॥ ৪৫ ॥

গীঃ সঃ। অনিষ্টকারীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বিহিত চেষ্টার নাম " প্রতিকার "। অথবা কৃত পাপের (এখানে বান্ধব বধার্থ মনন জন্য) প্রায়শ্চিত্তের নামও " প্রতিকার " । অর্জ্জুন ইহার কোন প্রকার " প্রতিকারেই " প্রস্তুত নহেন । ও " অহিংসাপরমোধর্ম্মঃ " জানিয়া শস্ত্রপরিত্যাগেও কৃতসঙ্কল্প । বরং মরণকে " ক্ষেমতর " মনে করিতেছেন, কেননা " ক্ষেমস্তু স্থিতরক্ষণং " পূর্ব্বস্থিত বস্তুর নাম ক্ষেম । অর্জ্জুন ভাবিলেন নিজ মরণ ও বান্ধব গণের রক্ষণ দ্বারা পরম্পরাগত কুল ধর্ম্মাদি রক্ষিত হইবে, ইহাই " ক্ষেম " ও জগতে অপকীর্ত্তি রটিল না, ইহাই " ক্ষেমতর " ॥ ৪৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ । এব-মুক্ত্বেত্যাদি সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি উপাবিশৎ উপাবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা স্বামি কৃত টীকায়াং সৈন্যদর্শনো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সৈন্যদর্শনো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র ! বিকলতাকুলিতচিত্ত অর্জ্জুন এই রূপ বলিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৬ ॥

গীঃ সঃ ।- সঞ্জয় নিশ্চেষ্টতা ও অবসন্নতা দেখিয়াই অর্জ্জুনকে "শোকার্ত্তচিত্ত" বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। বস্তুতঃ অর্জ্জুন সত্বগুণ প্রভাবে "ধর্ম্মক্ষয়ের" আশঙ্কা করিয়া ও শ্রদ্ধেয় গুরু গণকে তীক্ষ্ণ শরবিদ্ধ করা অনুচিত এই শুদ্ধবুদ্ধি বশতঃই যুদ্ধে নিবৃত্তিই শ্রেয় মনে করিলেন । ধর্ম্ম-বুদ্ধিই অর্জ্জুনের যুদ্ধ-বিরাগের কারণ। আত্মীয় গণের মরণে তাঁহার ক্ষোভ বা শোক নাই, কিন্তু আত্মীয়গণ নষ্ট হইলেই ধর্ম্মহানি হইবে, ইহাই তাঁহার শোক বা চিত্তবৈকল্যের হেতু । বিষয়বুদ্ধিবিড়ম্বিত ব্যক্তিগণের পিতা পুত্রাদির মরণে যে "শোক" বা খেদ উপস্থিত হয়, অর্জ্জুনকে সে শোক স্পর্শও করিতে পারে নাই। "শোক" শব্দে গুণ-বৈষম্য (সত্ব ও রজঃ) জন্য চিত্ত-বিকলতা মাত্র গৃহীত হইয়াছে ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদবধূত শিষ্য শ্রীযুক্ত চির-কুমার
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
প্রথম অধ্যায়
সমাপ্ত ।•

—*—

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ। তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

স্বামি কৃত টীকা। দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তং অর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া প্রতিবোধ্য হরিচক্রেস্থিত প্রাজ্ঞস্য লক্ষণং ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ। তন্তথেত্যাদি অশ্রুভিঃ পূর্ণে অকুলে ঈক্ষণে যস্য তং তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১ ॥

...সঞ্জয় কহিলেন, তখন করুণার্দ্র চিত্ত গলদশ্রুনেত্র অর্জ্জুনকে ভগবান্ মধুসূদন এই রূপ বলিলেন ॥ ১ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুনকে হিংসাবিমুখ ও ভিক্ষুধর্ম্মোৎসুক জানিয়া ধৃতরাষ্ট্র মনে ২ স্থির করিলেন, আমার পুত্র গণের রাজ্য এখন নিশ্চল হইল, কেননা অতুল-বিক্রম অর্জ্জুন ভিন্ন ভীষ্ম দ্রোণাদির সম্মুখ সমরে পাণ্ডব পক্ষীয় অন্য কোন বীরই অগ্রসর হইবার উপযুক্ত নাই। ধৃতরাষ্ট্রের এই কল্পিত কল্যাণাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া সঞ্জয় তন্নিবারণার্থ বলিলেন, সর্ব্বভূত-ব্যাপিনী কৃপার বশীভূত অর্জ্জুনকে বিগলিতহৃদয় ও বিষয়ভোগে ঔদাস্যযুক্ত দেখিয়া ভগবান্ তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেননা, বরং নানা নিগূঢ় উপদেশ পূর্ণ বাক্য কহিলেন। "মধুসূদন" পদ দ্বারা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ইহাই সঙ্কেত করিলেন, যে মধু নামক দৈত্যহন্তা ভগবান্ চিরদিনই দুষ্টদলের দমন করেন। অর্জ্জুন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে কি হইবে, যিনি দৈত্য দল দলনার্থ স্বয়ংই মধ্যে ২ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি রণভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন, যাহাতে আজ তোমার দুর্যোধনাদি দুর্ব্বৃত্ত পুত্র পুঞ্জ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ভূভারহারী ভগবান্ অর্জ্জুনকে তদ্বিষয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র করিবেন। তুমি পুত্র গণের বৃথা জয়াশা করিও না, কেননা তাহাদের মরণের ব্যবস্থা ভগবান্ পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।

স্বামি কৃত টীকা। তদেব বাক্যমাহ কুত ইতি। কুতোহেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতং অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ যত আর্য্যৈরসেবিতং অস্বর্গ্যং অধর্ম্মং অযশস্করঞ্চ ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই বিষম শঙ্কট সময়ে তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? ইহা আর্য্যগণের নিতান্ত অযোগ্য, স্বর্গগতি-রোধক ও অযশস্কর ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয়টী "ভগ" পদ বাচ্য। পূর্ণ পরিমাণে এই ছয়টী যাঁহাতে অব্যাহত ভাবে নিত্য বিদ্যমান, তিনিই "ভগবান্"। অথবা—

উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিং।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

যিনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের মূল কারণ বিদিত আছেন, যিনি ভূতগণের আগতি ও গতি রূপ সম্পদ্ ও বিপদের সূক্ষ্মতত্ত্ববেত্তা এবং যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে অবগত আছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই "ভগবান্" পদ বাচ্য। মন্ত্রণা দোষে বা সামর্থ্যের অভাবে, কিম্বা অনভিজ্ঞতা জন্য অথবা বিচক্ষণতার ত্রুটি বশতঃ যে পাণ্ডব পক্ষ রণে পশ্চাৎপদ হইবে না, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইবার জন্য সঞ্জয় "ভগবান্" পদের ব্যবহার করিয়াছেন। যাহার যাহা কর্ত্তব্য ও প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহার তদ্বিরুদ্ধাচারবুদ্ধি মোহ-জনিত। এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয় প্রকৃতি বিরুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ্যের লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার এই বিপরীত বুদ্ধি—স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বুদ্ধি উদয় হইল কেন? কেননা নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাচারে (উহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টই হউক বা নিকৃষ্টই হউক) স্বর্গ, কীর্ত্তি বা মুক্তি কিছুই হয় না। যদি তুমি স্বর্গ কামনা করিয়া থাক, তবে তাহা সিদ্ধ হইবেনা, কেননা তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম "যুদ্ধ"

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন! ॥ ২ ॥
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

হইতে নিবৃত্ত হইতেছ; যদি তুমি "কীর্ত্তি" কামনায় নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী হইয়া থাক, তবে তাহাও তোমার "অপকীর্ত্তি" হইল, কেননা তোমরা বন গমন কালে ধার্ত্তরাষ্ট্র গণের শাসন ও বিনাশের যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা ক্ষত্রিয় হইয়া পূর্ণ করিতে পারিলেনা। আর যদি "মুক্তি" লাভের জন্য নিবৃত্ত হইয়া থাক, তবে তাহাও তুমি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহ, কেননা মুমুক্ষু গণ প্রথমতঃ স্ব ২ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যথা বিধি পালন দ্বারা অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া পরিণামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু তুমি স্বধর্ম্মত্যাগী, তোমার মুক্তি সম্ভব কোথায়! তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ কার্য্যই তোমার স্বর্গ, কীর্ত্তি ও মুক্তির কারণ জানিবে। নিবৃত্তি বা সন্ন্যাস তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরের ধর্ম্ম নহে ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। মাক্লৈব্যমিতি। তস্মাৎ হে পার্থ ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাগচ্ছ ন প্রাপ্নুহি যতস্ত্বয্যেতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ হে পরন্তপ শত্রুতাপন! ॥৩॥

হে পার্থ! নির্ব্বীর্য্য বা কাতর-ভাবাপন্ন হইও না; হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রাশয়োচিত হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থান কর ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত করিবার জন্য "পার্থ" পদদ্বারা সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমার মাতা পৃথার দেবারাধনায় দেবতার অমোঘ তেজে তোমার জন্ম, তুমি মহাতেজস্বী—নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় নিরুদ্যম থাকা কি তোমার শোভা পায়! পাছে অর্জ্জুন বলেন, যে আমার মন অতিশয় অস্থির হওয়ায় আমি দাঁড়াইতে পারিতেছিনা, তাহাতেই ভগবান্ বলিলেন হে "পরন্তপ!" (পরং শত্রুং তাপয়তীতি পরন্তপ) তুমি বিপক্ষদল-দলন-কারী, ক্ষুদ্রহৃদয়ের ন্যায় দুর্ব্বলতার জন্য অধীর হওয়া কি তোমার ন্যায় শূরবীরের কার্য্য? উঠ, যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বীরের যথাকর্ত্তব্য সাধন কর ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ। কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চেত্যাহ অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্ম দ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি তত্রাপীষুভির্যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ হে অরিসূদন শক্রবিমর্দ্দন ॥ ৪ ॥

হে মধুসূদন! হে বৈরিবিঘাতন! যে ভীষ্ম দ্রোণাদি পূজার যোগ্য, তাঁহাদিগকে তীক্ষ্ণবাণাঘাতে রণভূমিতে কিরূপে বিনাশ করিব ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। আমি স্নেহ বা কাতরতা নিবন্ধন রণপরাঙ্মুখ হই নাই, কিন্তু যুদ্ধের অন্যায্যত্ব ও তন্নিবন্ধন অধর্ম্মত্বই আমার নিবৃত্তির কারণ। যথা—"নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি, কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চেতি" (স্বামী)। ভীষ্ম কুলবৃদ্ধ পিতামহ, দ্রোণ ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্য। ইহাঁদিগকে ভক্তিসহ চন্দন পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করাই আমার কর্ত্তব্য। যাঁহাদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে—তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়াও নীতি—ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিনাশ করিব! শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা—

"গুরুং হুংকৃত্য তুংকৃত্য বিপ্রান্নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্ক গৃধ্রোপসেবিতঃ॥"

যে ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি হুংকার বা তর্জ্জন কিম্বা "তুই" ইত্যাকার পদ ব্যবহার করে অথবা সাধুব্রাহ্মণকে বাদ বিবাদে পরাস্ত করে, সে মরণান্তে কঙ্ক গৃধ্রের নিবাসস্থল হইয়া শ্মশানে বৃক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করে। দুষ্ট গণই হননীয়, কিন্তু পূজ্যপাদ সাধু আচার্য্য গণ তো বধার্হ নহেন, তবে হে ভগবন্! তুমি দুষ্টদলনকর্ত্তা হইয়া আমাকে পূজ্য পুঞ্জ বধে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন! ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি তান্ হত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতিচেৎ তত্রাহ গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ হত্বা পরলোক বিরুদ্ধং ভুঙ্ক্ত

গুরূন্ হত্বাহি মহানুভাবান্—
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

বধমকৃত্বা ইহলোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয় উচিতং। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং কিন্তিহৈবচ নরক দুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ হত্বেতি গুরূন্ হত্বা ইহৈব রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াং যদ্বা অর্থ কামানিতি গুরূণাং বিশেষণং অর্থ-তৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎযুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরং তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেনোক্তং অর্থস্য পুরুষোদাসো দাসস্ত্বর্থোন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোস্ম্যর্থেন কৌরবৈরিতি॥ ৫॥

মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া ইহ লোকে আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেও আমার কল্যাণ হইবে। কেবল পরলোক ভয়েই বা কেন, ইহাঁদিগকে নিধন করিলেই আত্মীয় গণের রুধির যুক্ত অর্থ কামনা রূপ ভোগ্য বিষয়ই উপভোগ করিতে হইবে॥ ৫॥

গীঃ সঃ। পাছে ভগবান্ বলেন, যে ভীষ্ম, দ্রোণাদি পূর্ব্বে গুরুবৎ পূজ্য ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে সে মর্য্যাদার অযোগ্য হইয়াছেন, কেননা

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

যে গুরু অহংকারাদি দোষে মত্ত, যিনি শাস্ত্র বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ত্তব্যার্থ বিদিত নহেন, ও যিনি শাস্ত্র নিষিদ্ধ উন্মার্গে গমন করেন, সে গুরুকে শিষ্য পরিত্যাগ করিবেন। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ পুনঃ কহিতেছেন যে, গুরুজন বধে পরলোকে হানি হইবেই হইবে, আবার ইহাঁদিগকে বধ না করিলে রাজ্যও পাইবার উপায় নাই, অগত্যাই আমাকে ভিক্ষান্নোপজীবী হইতে হইবে, কিন্তু হে ভগবন্! সেও ভাল, কেননা—

অকৃত্বা পরসন্তাপম্ অগত্বা খল মন্দিরং।
অক্লেশয়িত্বাচাত্মানং যদন্নমপিতদ্বহু॥

'পরপীড়ন না করিয়া, বেদ বিরোধী নাস্তিক দুষ্ট দুর্জ্জনের গৃহে না

হত্বার্থ কামাংস্তু গুরূনিহৈব—

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

দিয়া এবং আত্মাকে ক্লেশ না দিয়া, যে অন্ন বস্তু পাওয়া যায়, তাহাই বহু বলিয়া স্বীকার করা উচিত। দূষিত গুরু বর্জনীয়, এই আশঙ্কা অপনোদনার্থই " মহানুভব " বিশেষণটা ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহাঁরা শ্রবণ, অধ্যয়ন, তপঃ, আচারাদি মহদ্‌গুণ বিভূষিত। ইহাঁরা পরিত্যাগ যোগ্য নহেন। যদি দূষিত বলিয়াও গ্রহণ কর, তবে শ্লোকের তৃতীয় পদটী " হিমহানুভাবান্ " এই রূপে অর্থ করিয়া দেখ, " হিমং জাড্যং অপহন্তীতি হিমহা " আদিত্যোঽগ্নির্ব্বা, তস্যেব অনুভাবঃ সামর্থ্যং যেষাং তে হিমহানুভাবাঃ, তান্ " অর্থাৎ জড়তারূপ হিম নাশক=সূর্য্য বা অগ্নির ন্যায় সামর্থ্যযুক্ত যাঁহারা, তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্রদোষ সকল স্পর্শই করিতে পারে না, যথা—

" ধর্ম্ম ব্যতিকরো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ "

যেমন অগ্নি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াও " পাবকই " থাকেন, অপবিত্র হয়েন না. তদ্রূপ ঈশ্বর ভাবাপন্ন পুরুষে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ দোষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের তেজঃ প্রভাব বশতঃ তাঁহাদিগকে দূষিত করিতে পারে না। অতএব যদি কোন দোষও থাকে, তথাচ ভীষ্মাদি মহাতেজা পুরুষগণ ত্যজ্য নহেন। বস্তুতঃ উহাঁদেরই বা দোষ কি, পিতামহ বলিয়াছেন যে—

" অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ "

মনুষ্য অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে ইহা সত্য, হে মহারাজ! তজ্জন্য আমি কুরুধনে আবদ্ধ রহিয়াছি। অধীনতা প্রযুক্তই ভীষ্মাদিকে যুদ্ধার্থী হইতে হইয়াছে। অর্থ কামনাদোষাদিও তেজস্বী ভীষ্মাদিকে কলুষিত করিতে পারেনা। অতএব শুদ্ধ স্বভাব গুরুগণকে বধ করিয়া আমি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিব না। কেননা ইহাঁদের বধ দ্বারা আমার কেবল অযশঃরূপ রুধিরসিক্ত অর্থ ও কাম প্রাপ্তি হইবে কিন্তু ধর্ম্ম ও মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হইব ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো—
যদ্বাজয়েম যদিবা নো জয়েয়ুঃ।

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ যদ্যধর্ম্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ নচৈতদিত্যাদি। দ্বয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরিয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি যদ্বেতি। যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ু র্জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ॥ ৬॥

এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন্‌টী অধিক গৌরব সূচক, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না; কেননা যাহাদিগকে সংহার করিয়া আমরা জীবিত থাকিতেই চাহিনা, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই আমাদিগের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন॥ ৬॥

গীঃ সঃ। শাস্ত্রানুসারে ভিক্ষান্ন-ভোজন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, বরং যুদ্ধাদিই তাঁহাদের বিহিত ধর্ম্ম, ভগবানের এই আপত্তি পরিহারার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন, এ যুদ্ধের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা কে জানে! ভীষ্ম দ্রোণাদির হস্তে আমি পরাস্তও হইতে পারি। তাহা হইলে আমাদিগকে ভিক্ষা করিয়াই দিন পাত করিতে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। তবে প্রথমেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিনা কেন? অন্যথা ইষ্টবর্গকে হনন করিয়া জয় লাভও পরাজয় মধ্যে গণ্য। অতএব লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ আমি আমাদের পরাজয়ই দেখিতেছি।

* প্রথমাধ্যায়ে ও দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫ম শ্লোক পর্য্যন্ত সংসারের বিবিধ দোষ প্রদর্শিত ও বর্ণাশ্রমীদিগের ধর্ম্মাধিকার ভেদ নিরূপিত হইল। "ন চ শ্রেয়োনুপশ্যামীতি" (৩১) শ্লোকে যুদ্ধ কালে বীরের মরণেও যোগযুক্ত সন্ন্যাসীর সমান যোগক্ষেমাদির প্রাপ্তি বর্ণিত ও তাহাতে মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ কথিত হইয়াছে এবং তাহা ভিন্ন সমস্তই অশ্রেয়ঃ, এই আভাসে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। "নকাঙ্ক্ষে" ইতি (৩১)

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম—

স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ—

বাক্যে সংসারের বিষয় সুখে বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। "অপি ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য" ইতি [৩৫] বাক্যে স্বর্গাদি সুখেও বৈরাগ্য কথিত হইয়াছে। "নরকে নিয়তং বাসো" ইতি [৪৩] বাক্যে স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "কিং নো রাজ্যেন" ইতি (৩২) বাক্যে মনোনিগ্রহরূপ "শম" প্রদর্শিত হইয়াছে। কিং ভোগৈরিতি (৩২) বাক্যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ "দম" গুণ কথিত হইয়াছে। "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তীতি [৩৭] বাক্যে "নির্লোভিতা" বর্ণিত হইয়াছে। "তন্মে ক্ষেমতরমিতি" [৪৫] বাক্যে তিতিক্ষাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। "শ্রেয়ো ভোক্তুমিতি" (২য়, ৫) বাক্যে সন্ন্যাস উপলক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জন্য ব্রহ্মবেত্তা গুরু সমীপে শিষ্য গমন করিবেন, ইহাই শ্রুতির মত। ইহপরলোকগত বিষয়সুখে বৈরাগ্যবান্ হইয়া যিনি ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হয়েন, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী। শ্রুতিনিয়তি ক্রমে অর্জ্জুনের ভিক্ষাচর্য্যা—সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবৃত্তি এতাবৎ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে তাঁহার ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হওয়াই প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কার্পণ্যেত্যাদি তস্মাদেতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং দোষশ্চ কুলক্ষয় কৃতঃ তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যলক্ষণোযস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মোবেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃস্যাত্তদ্ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

আমি কার্পণ্য-কলুষিত ও প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি-বিমূঢ় হইয়াছি। আমি শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তোমার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার শ্রেয়ঃসাধনের উপদেশ প্রদান কর ॥ ৭ ॥

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে—
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। "যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স কৃপণঃ।" শ্রুতিঃ।

হে গার্গি! অধিকারী মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এই অক্ষর আত্মাকে বিদিত না হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে, সেই অজ্ঞানী পুরুষ কৃপণ। স্মৃতিও বলেন "কৃপণোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ" অজিতেন্দ্রিয় পুরুষই কৃপণ। দেহাদির ভিন্ন ২ দৃষ্টি ও ইনি পর, উনি আত্মীয় ইত্যাদি অনাত্ম-বুদ্ধি রূপ অজ্ঞানতার অধ্যাসের নামই কার্পণ্য। অর্জ্জুনের সত্বগুণোদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্পণ্য দোষে অহংমমেতি বুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, অথচ যুদ্ধ প্রবৃত্তিরূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম—উৎসাহ—উদ্যম দুর্ব্বল হইয়াছে। বর্ণাশ্রম বৃত্তি বিপ্লব বশতঃ অর্জুন কিং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে অর্জ্জুন আপনাকে দীনভাবাপন্ন জানিয়া, জগদ্গুরু কৃষ্ণের "সখা" ছাড়িয়া "শিষ্যত্ব" স্বীকার করিলেন। কেননা পুত্রভাবাপন্ন বা শিষ্য হইয়া জিজ্ঞাসু না হইলে উপদেষ্টা ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দিবেন না, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ নিয়ম। অর্জ্জুন পরম পুরুষার্থরূপ "শ্রেয়ঃ" উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রেয়ঃ দ্বিবিধ। ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক। যাহার শুভ লাভের অনিশ্চয়ত্ব ও লব্ধ হইলেও অস্থায়িত্ব আছে, তাহা ঐকান্তিক এবং যাহা নিশ্চয় শুভদায়ক ও যে শুভ কদাপি নষ্ট হইবার নহে, তাহাই আত্যন্তিক। যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গ ফলাদি লাভ ঐকান্তিক ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ। এই আত্যন্তিক শ্রেয়ঃই পরম পুরুষার্থ-জনক; অর্জ্জুনের এই শ্রেয়োলাভই প্রার্থনীয়। এখানে কৃষ্ণার্জ্জুনের লৌকিক সখ্যভাবের পরিবর্ত্তে গুরু—শিষ্য সম্বন্ধ দ্বারা শ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ হইল। যথা—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ইতি ভৃগুর্বৈ বারুণির্ব্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহিভগবো ব্রহ্মেতি ॥"
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জন্য এই অধিকারী পুরুষ সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে যাইবে। বরুণাত্মজ ভৃগুঋষি নিজ পিতা বরুণ সমীপে গিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করুন ॥ ৭ ॥

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্—
যচ্ছোক মুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাং।
অবাপ্যভূমাবসপত্নমৃদ্ধং—

স্বামিকৃত টীকা। ত্বমেব বিচার্য্য যদ্‌যুক্তং তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ তত্রাহ নহি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতি শোষকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্মাপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ তদহং ন পশ্যামীতি যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি এবমভীষ্টং তত্তৎসর্ব্বমবাপ্যাপি শোকোপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ॥ ৮॥

ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপ দাতা এই মহা মনোবৈকল্যের অপনোদনার্থ কোন শ্রেয়স্কর উপায়ই দেখিতেছি না। বৈরিবর্জ্জিত নিষ্কণ্টক সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য সমৃদ্ধিই প্রাপ্ত হই অথবা স্বর্গেরই অধিপতি হই, এতাবতের কিছুতেই আমি কল্যাণ দেখিতেছি না॥ ৮॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও ভগবানের নিকট শিষ্যের কর্ত্তব্যানুরূপ নিজ ত্রুটী, অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিলেন। শাস্ত্রবেত্তা হইলেই যে শোক সন্তাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন, এরূপ নহে। দেবর্ষি নারদও এইরূপ সনৎকুমারকে বলিয়াছিলেন "সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়তু" ইতি, হে ভগবন! ভবাদৃশ মহাত্মার মুখে শুনিয়াছি যে আত্মবেত্তাগণ শোক হইতে নিস্তার করেন। আমি শোক সন্তপ্ত—আত্মবোধবিহীন—আপনি আমার শোকাপনোদন করুন। অর্জ্জুনের শোক - মনস্তাপ সাধারণ নহে, উহা বিপুল বিভব—রাজ্য বা স্বর্গ প্রাপ্তি আদি কোন অনিত্য সুখ দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নহে। "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতোলোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি শ্রুতিঃ। কর্ম্মভোগ জন্য ইহলোকে প্রাপ্ত বিষয়াদি যেমন নশ্বর, পুণ্যলব্ধ স্বর্গাদিও তাদৃশ বিধ্বংসধর্ম্মী। বিজয় লাভে রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগতই হউক অথবা সম্মুখ সমরে মরণজন্য স্বর্গলাভই হউক, অর্জ্জুনের

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

শোক ইহার কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না, বরং বৃদ্ধি হইবে ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমিত্যাদি ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, শত্রু-সন্তাপদাতা জিতনিদ্র অর্জ্জুন "আমি যুদ্ধ করিব না" এইরূপ হৃষীকেশ গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। অতঃপর অর্জ্জুন কি করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের ইহা জানিবার ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার জন্যই সঞ্জয় বলিলেন, যিনি নিদ্রা বা আলস্যকে জয় করিয়াছেন, যিনি মহা উদোগী পুরুষ ও যাঁহার প্রতাপে শত্রুগণ সদাই পীড়িত, আজ সেই বীরকেশরী সাত্ত্বিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চেষ্টের ন্যায় বাহেন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভূত হইলেন। "হৃষীকেশ" শব্দ প্রয়োগে সঞ্জয়ের অভিপ্রায় এই যে, হে ধৃতরাষ্ট্র! অর্জ্জুন ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলে কি হইবে, ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর, অর্থাৎ সর্ব্ব শক্তি-সম্পন্ন; এখনই ইন্দ্রিয় বর্গে ঐশী শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কার্য্য-তৎপর করিবেন। "গোবিন্দ" শব্দের শাস্ত্র সিদ্ধ অর্থ "গোভি র্বেদান্ত-বাক্যৈরেব বিন্দাতে লভ্যতে ইতি গোবিন্দঃ"। গোশব্দে "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" আদি বেদান্ত বাক্য বাচক। যিনি এতন্মহাবাক্য দ্বারা লভ্য, তিনিই "গোবিন্দ"। অথবা "গাং বেদ লক্ষণাং বাণীং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ"। যিনি বেদ চতুষ্টয়ের গুহ্য কথা সমস্তই বিদিত আছেন, তিনিই গোবিন্দ। গোবিন্দ শব্দ দ্বারা সঞ্জয় ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ ও স্থূল দেহে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববেত্তা, তিনি থাকিতে অর্জ্জুনের এই সামান্য শোকজনিত তুষ্ণীম্ভাব অপসারণে কতক্ষণ বিলম্ব লাগিবে! ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ তমুবাচেতি প্রহসন্নিবেতি। প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হে ভারত ! তখন হৃষীকেশ হাঁসিতে হাঁসিতে উভয় সৈন্য দল মধ্যবর্ত্তী বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। যে মহাযুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য অর্জ্জুন বনবাস কালে কঠোর ব্রত করিয়া পাশুপতাস্ত্র, ঐন্দ্রাস্ত্র আদির অমোঘ বাণ-কৌশল শিক্ষা করিলেন, এবং পূর্ব্ব হইতে কত উদ্যোগ, কত উৎসাহ করিয়া আসিতেছেন, আজ সেই মহাবীরকেশরীকে নিশ্চেষ্টবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া চক্রাচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ না হাঁসিয়া থাকিতে পারিলেন না। অর্জ্জুনকে লজ্জা দিবার জন্য নহে, কিন্তু তাঁহার বীরভাব পুনঃ সচেতন করিবার জন্যই ভগবানের হাস্য। ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ, আত্মা হাস্য-যুক্ত বা প্রসন্ন ভাবযুক্ত থাকিলে শরীর, মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি সকলই প্রফুল্ল ও বিকশিত হয়, তাই জড়ভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বিকশিত ও তেজো যুক্ত করিবার জন্যই যেন সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভগবান্ "হৃষীকেশ" হাস্য করিলেন। ইহাতে অর্জ্জুনের হৃদয়ে প্রবল তেজ ও সামর্থ্যের সঞ্চার হইবে। যুদ্ধে আসিবার পূর্ব্বে এরূপ হইলে কোন কথাই ছিল না, কিন্তু "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে" যুদ্ধসজ্জায় উপস্থিত হইয়া এই অবস্থা দর্শনে সমস্ত লোকেই হাস্য করিবে, ভগবান্ স্বয়ং হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে তাহারও সঙ্কেত করিলেন ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যারভ্য ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হেত্যেতদন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদিসংসারদুঃখবীজভূতদোষোদ্ভব-কারণহেতুপ্রদর্শনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়োগ্রন্থস্তথাহ্যর্জ্জুনেন রাজ্য গুরুপুত্রমিত্র-সুহৃৎস্বজনসম্বন্ধিবান্ধবেষ্বহমেষাং মমৈতে ইত্যেবং ভ্রান্তি প্রত্যয়নিমিত্ত-স্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তাবাত্মনঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ কথং ভীষ্মমহং

শাঙ্করভাষ্যং।

সংখ্যে ইত্যাদিনা। শোকমোহাভ্যাং স্বত এব ক্ষাত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে, তথা চ সর্ব্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবতএব স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ প্রতিষিদ্ধসেবা চ স্যাৎ। স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তানামপি তেষাং বাঙ্মনঃকায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বিকৈব সাহঙ্কারা চ ভবতি। তত্রৈবং সতি ধর্ম্মাধর্ম্মোপচয়াদিষ্টানিষ্টজন্মসুখদুঃখাদিপ্রাপ্তি লক্ষণঃ সংসারোনুপরতো-ভবতীতি অতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ তয়োশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস-পূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানাৎ নান্যতোনিবৃত্তিরিতিতদুপদিদিক্ষুঃ সর্ব্বলোকানুগ্র-হার্থং অর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ অশোচ্যানিত্যাদি।

তত্র কেচিদাহুঃ, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাং কৈবল্যং ন প্রাপ্যতএব কিং তর্হ্যগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতাৎ জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্ব্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি। জ্ঞাপ-কঞ্চাহুরস্যার্থস্য অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, কর্ম্মণ্যেবাধি-কারস্তে, কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বমিত্যাদি। হিংসাদিযুক্তত্বাদ্বৈদিকং কর্ম্ম অধর্ম্মা-য়েতীয়মপ্যাশঙ্কা ন কার্য্যা, কথং ক্ষাত্রং কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং গুরুভ্রাতৃপুত্রাদি-হিংসাদিলক্ষণমত্যন্তক্রূরতরমপি স্বধর্ম্মইতি কৃত্বা নাধর্ম্মায়, তদকরণে চ ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসীতি ব্রুবতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচো-দিতানাং স্বকর্ম্মণাং পশ্বাদিহিংসালক্ষণানাঞ্চ কর্ম্মণাং প্রাগেব নাধর্ম্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি।

তদসৎ. জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ব্বিভাগবচনাৎ বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়য়োরশোচ্যানিত্যা-দিনা গ্রন্থেন ভগবতা যাবৎ স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যৎ পরমার্থাত্মতত্ত্বনিরূপণং কৃতং তৎ সাংখ্যং তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাত্মনোজন্মাদিষড়্-বিক্রিয়াভাবাদকর্ত্তাত্মেতি প্রকরণার্থনিরূপণাৎ যা জায়তে সা সাংখ্যবুদ্ধিঃ সা যেষাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি তে সাংখ্যাঃ এতস্যাবুদ্ধের্জ্জন্মনঃ প্রাগাত্ম-নোদেহাদিব্যতিরিক্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষোধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকপূর্ব্বকো-মোক্ষসাধনানুষ্ঠাননিরূপণলক্ষণোযোগঃ, তদ্বিষয়া বুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ সা যেষাং কর্ম্মিণামুচিতা ভবতি তে যোগিনঃ, তথা চ ভগবতা বিভক্তে দ্বে বুদ্ধী নির্দ্দিষ্টে এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিতি। তয়োশ্চ সাংখ্য বুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং বিভক্তাং বক্ষ্যতি পুরা বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তেতি, তথাচ, যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠাং

শাঙ্করভাষ্যং।

বিভক্তাঞ্চ বক্ষ্যতি কর্ম্মযোগেন যোগিনামিত্যেবং সাংখ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিঞ্চা-শ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বৈ-কত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োরেকপুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা। যথৈতদ্বিভাগবচনং তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে, এতমেব প্রব্রাজিনোলোকমিচ্ছন্তো-ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তীতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসং বিধায় তচ্ছেষেণ কিং প্রজয়া করিষ্যামোযেষাং নাহয়মাত্মায়ং লোকইতি। তত্রৈব চ প্রাগ্ দারপরিগ্রহাৎ পুরুষশ্চাত্মাপ্রাকৃতোধর্ম্মজিজ্ঞাসোত্তরকালং লোকত্রয়সাধনং পুত্রং দ্বিপ্রকা-রঞ্চ বিত্তং মানুষ্যং দৈবঞ্চ, তত্র মানুষ্যং বিত্তং কর্ম্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তি-সাধনং বিদ্যাঞ্চ দৈবং বিত্তং দেবলোকপ্রাপ্তিসাধনং সোহকাময়তেতি অবিদ্যাকামবতএব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি, তেভ্যোব্যুত্থা-য়ার্থ প্রব্রজতীতি ব্যুত্থানমাত্মানমেব লোকমিচ্ছতো কামস্য বিহিতং। তদেতদ্বিভাগবচনমনুপপন্নং স্যাৎ যদি শ্রৌতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োভি-প্রেতঃ স্যাদ্ভগবতঃ।

ন চ অর্জ্জুনস্য প্রশ্নউপপন্নোভবতি জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে ইত্যাদিঃ, একপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তং কথমর্জ্জুনো-হশ্রুতং বুদ্ধেশ্চ কর্ম্মণোজ্যায়স্ত্বং ভগবত্যধ্যারোপয়েৎ মৃষৈব জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিতি, কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাৎ অর্জ্জুনস্যাপি সউক্তএবেতি যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চি-তমিতি কথমুভয়োরুপদেশে সত্যন্যতরবিষয়এব প্রশ্নঃ স্যাৎ নহি পিত্তপ্র-শমনার্থিনোবৈদ্যেন মধুরং শীতলঞ্চ ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তয়োরন্যতরৎ পিত্ত প্রশমনকারণং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ সম্ভবতি। অথার্জ্জুনস্য ভগবদুক্তবচনার্থ-বিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্পেত, তথাপি ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ং ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়উক্তঃ কিমর্থমিত্থং ত্বং ভ্রান্তো-সীতি, নতু পুনঃ প্রতিবচনমননুরূপং, পৃষ্টাদন্যদেব দ্বে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে ইতি বক্তুং যুক্তং। নাপি স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েভি-প্রেতে বিভাগবচনাদি সর্ব্বমুপপন্নং, কিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্ত্তং কর্ম্মস্বধর্ম্ম-ইতি জানতস্তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যুপালম্ভোনুপপন্নস্তস্মাৎ গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণাত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়োন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।

যস্য ত্বজ্ঞানাদ্রাগাদিদোষতোবা কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যজ্ঞেন দানেন তপসা

শাঙ্করভাষ্যং।

বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানমুৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিষয়মেকমেবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মাকর্ত্তৃ চেতি তস্য কর্ম্মণি কর্ম্মপ্রয়োজনে চ নিবৃত্তেপি লোকসংগ্রহার্থং যত্নপূর্ব্বং যথাপ্রবৃত্তিস্তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যৎ প্রবৃত্তিরূপং দৃশ্যতে ন তৎ কর্ম্ম যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ যথা ভগবতোবাসুদেবস্য ক্ষাত্রধর্ম্মং চেষ্টিতং ন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়তে পুরুষার্থসিদ্ধয়ে তদ্বত্তৎফলাভিসন্ধ্যহঙ্কারাভাবস্য তুল্যত্বাৎ বিদুষঃ, তত্ত্ববিন্নাহং করোমীতি মন্যতে ন চ তৎফলমভিসন্ধত্তে যথা চ স্বর্গাদিকামার্থিনোগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মলক্ষণধর্ম্মানুষ্ঠানায়াহিতাগ্নেঃ কাম্য এবাগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্য সামিকৃতে বিনষ্টেপি কামে তদেবাগ্নিহোত্রাদ্যনুতিষ্ঠতোপি ন তৎ কাম্যমগ্নিহোত্রাদি ভবতি, তথা চ দর্শয়তি ভগবান্ কুর্ব্বন্নপি ন করোতি ন লিপ্যতে ইতি। অত্র যচ্চ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাজনকাদয়ইতি তত্তু প্রবিভজ্য বিজ্ঞেয়ং, যদি তাবৎ পূর্ব্বে জনকাদয়ঃ তত্ত্ববিদোপি প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ স্যুস্তে লোকসংগ্রহার্থং গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তইতি জ্ঞানেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। কর্ম্মসন্ন্যাসে প্রাপ্তেপি কর্ম্মণা সহৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতা ন কর্ম্মসন্ন্যাসং কৃতবন্তইত্যেষোর্থঃ। অথ ন তে তত্ত্ববিদঈশ্বরসমর্পিতেন কর্ম্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎপত্তিলক্ষণাং বা সংসিদ্ধিমাস্থিতাজনকাদয়ইতি ব্যাখ্যেয়ং এতমেবার্থং বক্ষ্যতি ভগবান্ সত্ত্বশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি, স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবইত্যুক্ত্বা সিদ্ধিপ্রাপ্তস্য চ পুনর্জ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্মেত্যাদিনা, তস্মাদ্গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষ প্রাপ্তিঃ ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোহর্থঃ, যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশোবিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ।

তত্রৈবং কর্ম্মসংমূঢ়চেতসোমিথ্যাজ্ঞানবতোমহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্যার্জ্জুনস্যান্যত্রাত্মজ্ঞানাদুদ্ধরণমপশ্যন্ ভগবান্ বাসুদেবস্তুং ততঃ কৃপয়ার্জ্জুনমুদ্দিধারয়িষুরাত্মজ্ঞানায়াবতারয়ন্নাহ।

শাঙ্করভাষ্যং। অশোচ্যানিত্যাদি। ন শোচ্যাঅশোচ্যাভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্বৃত্তত্বাৎ পরমার্থরূপেণ চ নিত্যত্বাৎ, তানশোচ্যানন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তমহং তৈর্ব্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনেতি, ত্বং প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানি চ ভাষসে তদেতন্মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যবিরুদ্ধমাত্মনি দর্শয়ন্ উন্মত্তইবেত্যভিপ্রায়ঃ, যস্মাদ্গতাসূন্ গতপ্রাণান্ মৃতান্ অগতাসূনগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং
প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। •

আত্মজ্ঞাঃ, পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যেতি শ্রুতেঃ, পরমার্থতস্তু নিত্যানশোচ্যাননুশোচস্ততোমূঢ়োসীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১॥

স্বামিকৃত টীকা। দেহাত্মনো রবিবেকাদস্যৈবং শোকোভবতীতি তদ্বিবেক দর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ। অশোচ্যানিত্যাদি শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণেত্যাদিনা। তত্র কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতমিত্যাদিনা ময়াবোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ কথং ভীষ্মমহং সঙ্খ্যে ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে নতু পণ্ডিতোঽসি যতঃ পণ্ডিতাগতাসূন গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ জীবতোপি বন্ধহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ॥ ১১॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যাহাদের জন্য শোক করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি নিরর্থক তাহাদের জন্য শোক করিয়া অবিবেকীর ন্যায় কার্য্য করিতেছ। তুমি কথা কহিতেছ পণ্ডিতের ন্যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে না, কেননা, পণ্ডিত গণ মৃত বা জীবিত কাহারই জন্য শোক প্রকাশ করেন না॥ ১১॥

গীঃ সঃ। অনাত্ম-জ্ঞানই অর্জ্জুনের শোক দুঃখের প্রধান কারণ। স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বরূপ আত্মাতে স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীর দৃষ্টির মূল অবিদ্যা উপাধির ভ্রম অতিক্রম করিতে না পারিয়াই অর্জ্জুন করুণাপরবশ চিত্তে মুগ্ধ হইয়াছেন। আবার সত্ত্বগুণের প্রভাবে হিংসাদির দোষ দর্শনে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম [যুদ্ধ] পরিত্যাগ করিতেছেন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানই প্রথম মোহের নিবর্ত্তক ও উহা প্রাণীমাত্রেরই কল্যাণপ্রদ, ও যুদ্ধাদি কার্য্যে হিংসাদি অন্যের পক্ষে পাপ হইলেও অর্জ্জুনের [ক্ষত্রিয়ের] পক্ষে যে তাহাই ধর্ম্ম,

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

এতাবৎ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝাইয়া অর্জ্জুনকে [শিষ্যকে] প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

হে অর্জ্জুন! "নরকে নিয়তং বাস" ইত্যাদি শ্লোকে, তুমি শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছ, কিন্তু স্থূল দেহনাশে যে সূক্ষ্ম দেহ ও আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা বুঝিয়াও তুমি শোক করিতেছ, এজন্য তোমাকে মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি বল বশিষ্ঠাদি মহানুভব গণও তো পুত্র শোকে বিহ্বল হইয়াছিলেন, এই ভ্রমাপনোদনার্থ বক্তব্য এই যে, উহা শিষ্টাচার সম্ভূত। অর্থাৎ মল মূত্রাদির বেগোৎসর্গ যেমন স্বাভাবিক, শিষ্টগণের শোক বা আহ্লাদ প্রকাশ তাদৃশ স্বাভাবিক, উহা তোমার ন্যায় ধর্ম্ম বিচার প্রতিপাদিত নহে। তুমি মনে ২ ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া যে ভাবে মুগ্ধ হইয়াছ, বশিষ্ঠাদি সেরূপ হয়েন নাই। বস্তুতঃও বিচার করিয়া দেখ, সমাধি কালীন একমাত্র ব্রহ্ম সত্ত্বাময় তাবদ্দর্শনে যখন ভিন্ন২ দৃষ্টি তিরোহিত হয়, তখন তোমার স্বজন ও শত্রুই বা কোথায়! জন্ম ও মরণই বা কোথায় এবং শোক ও হর্ষই বা কোথায়!। সমাধি হইতে উঠিলেও যে বন্ধু বান্ধবাদি দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রহ্মবেত্তাগণ স্বচ্ছ চিদ্দর্পণে মিথ্যা মায়িক প্রতিবিম্ব মাত্র জানিয়া তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না। গতাসু আত্মীয় গণ কোথায় কি অবস্থায় আছেন ও তাঁহাদের অভাবে জীবিত আত্মীয় গণই বা না জানি কি ক্লেশে আছেন, ইত্যাকার বৃথা চিন্তা বিবেকী পণ্ডিত গণের মনে উদয়ই হইতে পারেনা। স্বজন ও শত্রু উপাধি মাত্র। উপাধির মোহে বিমুগ্ধ হওয়া নিতান্ত অনর্থকর ও মূর্খের কার্য্য। সমুদ্র জলময়, তরঙ্গও জলময়; সমুদ্রের তরঙ্গ গুলি একটীর পর আর একটী ক্রীড়া করিতে ২ যেমন কোথায় চলিয়া যায়, তুমি আর দেখিতে পাওনা, তদ্রূপ এই চিন্মহার্ণবে তরঙ্গরাশির ন্যায় জীবগণ ভবলীলা ক্ষেত্রে নৃত্য করিতে ২ এই মহাসমুদ্রেই তোমার অলক্ষিত পথে বিহার করিয়া থাকে, তাহাতে তোমার শোকই বা কি, মোহই বা কেন? পণ্ডিতগণ আত্মাকে অজ ও অমর জানিয়া জীবের মরণে বৃথা পরিতাপ করেন না। ভীষ্মাদি পরমার্থতঃ নিত্য বিদ্যমান, অতএব তাঁহাদের জন্য আবার শোক কি! ॥ ১১ ॥

'শাঙ্করভাষ্য ; কুতস্তে অশোচ্যাঃ যতোনিত্যাঃ কথং * * ন তু এব'

নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।

জাতু কদাচিদহং নাসং কিন্ত্বাসমেব অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু ঘটাদিষু বিয়দিব নিত্যমেবাহমাসমিত্যভিপ্রায়ঃ, তথা ন ত্বং নাসীঃ কিন্ত্বাসীরেব, তথা নেমে জনাধিপাঃ নাসন্ কিং ত্বাসন্নেব, তথা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ কিন্তু ভবিষ্যাম এব সর্ব্বে বয়মতোহস্মাদেবাবিনাশাদুত্তরকালেপি ত্রিষপি কালেষু নিত্যআত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ, দেহভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনং নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অশোচ্যত্বে হেতুমাহ নত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরে জাতু কদাচিৎ লীলা বিগ্রহস্যাবিভাব তিরোভাবতো নাসমিতি তু নৈব অপিত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ নচ ত্বং নাসীন ভূঃ অপিত্বাসীরেব ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন অপিত্বাসন্নেব মদংশত্বাৎ তথাতঃপরং ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামোনস্থাস্যাম ইতি চ নৈব অপিতু স্থাস্যাম এবেতি জন্মমরণ শূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হে অর্জ্জুন! ইহার পূর্ব্বে কখনও যে আমি [স্বয়ং ভগবান্] ছিলাম না, তাহা বলা যায় না, তুমিও যে ছিলে না, তাহাও নহে, এই ভূপতি গণও যে ছিলেন না, তাহাই বা কে বলিল? বস্তুতঃ আমি তুমি ও এই রাজন্যবর্গ সকলেই ইতি পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম, এবং ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না, তাহাও নহে, ফলতঃ আমরা সকলেই ভবিষ্যতে বিদ্যমান থাকিব ॥ ১২ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ এক্ষণে "বাসুদেব" রূপে আবির্ভূত, অর্জ্জুন এক্ষণে "কৌন্তেয়" রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভীষ্ম আজ "গাঙ্গেয়" রূপে পরিচিত বটে, কিন্তু ইহাঁরা এতাবদ্দেহ গ্রহণের পূর্ব্বেও অন্য অবস্থা বিশেষ বিরাজিত ছিলেন, এতদ্বাক্যে ভগবান্ আত্মার প্রাগ্‌ভাব এবং ভবিষ্যতেও ইহাঁরা থাকিবেন, এতদ্বাক্যে আত্মার প্রধ্বংসাভাব এবং এখন যে আছেন, ইহাতে আত্মার সাক্ষাৎ বিদ্যমান ভাব দেখাইয়া

নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরং ॥ ১২ ॥

আত্মা যে নিত্য ও ক্ষণ বিধ্বংসী স্থূল দেহ হইতে পৃথক্‌, ইহাই প্রমাণ করিলেন ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র কথমিব নিত্য আত্মেতি দৃষ্টান্তমাহ দেহিনঃ দেহোঽস্যাস্তীতি দেহী তস্য দেহিনোদেহবতঃ আত্মনঃ অস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে যথা যেন প্রকারেণ কৌমারং কুমারভাবোবাল্যাবস্থা যৌবনং যূনোভাবোমধ্যমাবস্থা জরা বয়োহানির্জীর্ণাবস্থা ইত্যেতাঃ তিস্রোঽবস্থাঅন্যোন্যবিলক্ষণাস্তাসাং প্রথমাবস্থানাশেন নাশোদ্বিতীয়াবস্থোপজনমাত্মনঃ কিং তর্হ্যবিক্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়াতৃতীয়াবস্থাপ্রাপ্তিরাত্মনোদৃষ্টা যথা তদ্বদেব দেহাদন্যোদেহোদেহান্তরং তস্য প্রাপ্তির্দেহান্তরপ্রাপ্তিরবিক্রিয়স্যৈবাত্মনইত্যর্থঃ, ধীরোধীমাংস্তত্রৈব সতি ন মুহ্যতি ন মোহমাপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নত্বীশ্বরস্য তব জন্মাদি শূন্যত্বং সত্যমেব জীবানান্ত জন্মমরণে প্রসিদ্ধে তত্রাহ দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহ নিবন্ধনা এব নতুস্বতঃ পূর্ব্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তর প্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহ নিবন্ধনৈব ন তাবদাত্মনোনাশঃ জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তি দর্শনাৎ। অতোধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দ্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি। আত্মৈব মৃতোজাতশ্চেতি ন মন্যতে ॥ ১৩ ॥

দেহী এই দেহেতেই যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দেহান্তর প্রাপ্তিও তদ্রূপ একটি অবস্থা বিশেষ মাত্র। ধীরপুরুষগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। যজ্ঞদত্ত জন্মগ্রহণ করিল, যজ্ঞদত্ত মরিয়া গেল, ইত্যাকার লৌকিকাভাসে "দেহেরই সহিত আত্মার জন্ম ও মরণ হয়," যাহাতে এইরূপ ভ্রমে অর্জ্জুনের মোহ বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—ত্রিকালে ও ত্রিলোকে যতপ্রকার দেহ সম্ভূত হয়, যিনি তত্তাবদ্দেহই ধারণ করিয়া

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা

থাকেন, তিনিই "দেহী"। একই আত্মা বিভুরূপে সর্ব্বদেহেই বিরাজমান। আত্মা "এক" এই জন্য এ শ্লোকে "দেহিনঃ" একবচন পদের প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু দেহ "বহু" এই অর্থে পূর্ব্বশ্লোকে "সর্ব্বে বয়ং" এই বহুবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমিই বালক ছিলাম, আমিই যুবা হইয়াছি, পুনঃ আমিই বৃদ্ধ হইব ইত্যাকার তিন বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভব দেহী এক দেহেই করিয়া থাকেন। দেহ ত্রিভাবাপন্ন হয় বটে, কিন্তু আত্মা বালক কালে যিনি ছিলেন, যৌবন কালে তিনিই আছেন, বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনিই থাকিবেন। আত্মার কদাপি অন্যথা হয় না। "আমি" স্থূল, সূক্ষ্মাদি ভেদে যখন যে দেহেই থাকিনা কেন, "আমি" সর্ব্বথা সেই "আমিই" থাকি। দেহের ন্যায় যদি আমি পরিবর্ত্তনশীল হইতাম, তবে "বালক আমি" ও "যুবা আমি" এই স্বতন্ত্রতা অনুভূত হইত। দৈহিক অবস্থার পার্থক্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু "আমিত্ব" বোধের কিছুমাত্র ভিন্নতা হয় না। শারীর তত্ত্ববেত্তাদিগের মতে শরীরের পরমাণু পুঞ্জ প্রতি ১০।১২ বৎসরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যায় ও প্রত্যক্ষতঃও দেখা যায় যে বালক কালের মূর্ত্তির সহিত আমার যৌবমূর্ত্তির কিছুমাত্র একতা নাই, এবং বর্ত্তমানের সহিত বার্দ্ধক্যেরও থাকিবেনা। আবার স্বপ্নাবস্থায় ও যোগাবস্থায় দেহী কত বিচিত্র দেহে বিহার করেন, কিন্তু কুত্রাপি ও কদাপি "আমি" জ্ঞানের স্বতন্ত্রতা হয় না। জীবগণ "আমি স্থূল," "আমি গৌর," "আমি মনুষ্য," "আমি ক্ষত," "আমি পীড়িত" ইত্যাদি দৈহিক অবস্থা মরুমরীচিকাবৎ ভ্রম বশতঃ আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে। দেহ নাশে আত্মার বিনাশের আশঙ্কা কোথায়! "ন জায়তে ন ম্রিয়তে" ইতি শ্রুতিঃ। পুনঃ যদি এরূপ মনে কর যে পদনখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত শরীরই আত্মা; আত্মার বিভুত্ব প্রযুক্ত তবে ভীষ্মাদির দেহরূপ আত্মা তোমার দেহরূপ আত্মার দ্বারা হত হইবে এ আশঙ্কা করিতেছ কেন? শ্রুতি কহিতেছেন, "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি" অর্থাৎ একই আত্মারূপী দেবতা সর্ব্বভূতপ্রাণীতে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সর্ব্বভূতে তিনি অন্তরাত্মা। অনবচ্ছেদকত্ব প্রযুক্ত আত্মার জন্ম মরণাদি অজ্ঞান-কল্পনা মাত্র। তোমার "বাল্যাবস্থার" মৃত্যু

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

হইয়াছে, তুমি যেমন তজ্জন্য শোক করিতেছ না ; তদ্রূপ এতৎ স্থুলদেহ-নাশেও বুদ্ধিমান্ গণ শোকার্ত্ত হয়েন না ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদ্যপ্যাত্মবিনাশনিমিত্তোমোহো ন সম্ভবতি নিত্যআত্মেতি বিজানতস্তথাপি শীতোষ্ণসুখদুঃখ প্রাপ্তিনিমিত্তোমোহোলৌকিকোদৃশ্যতে সুখবিয়োগনিমিত্তোমোহোদুঃখসংযোগাদিনিমিত্তশ্চ শোকইত্যেতদর্জ্জুনস্য বচনমাশঙ্ক্যাহ মাত্রাস্পর্শাইতি। মাত্রাআভির্ম্মীয়ন্তে শব্দাদইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাস্তে শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ শীতমুষ্ণং সুখং দুঃখঞ্চ প্রযচ্ছন্তীতি। অথ বা স্পৃশ্যন্তে ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ শীতং কদাচিৎ সুখং কদাচিদ্দুঃখং তথোষ্ণমপ্যনিয়তস্বরূপং সুখদুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতোন ব্যভিচরতোঽতস্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়োগ্র্হণং, যস্মাত্তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ আগমাপায়িনঃ আগমাপায়শীলাঃ তস্মাদনিত্যাউৎপত্তিবিলয়রূপত্বাৎ, অতস্তান্ শীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব তেষু হর্ষবিষাদং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্বু তানহং ন শোচামি কিন্তু তদ্বিয়োগাদি দুঃখভাজঃ মামেবেতি চেত্তত্রাহ মাত্রা স্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শা বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি তেত্বাগমাপায়বত্ত্বাদনিত্যা অস্থিরা অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব. যথা জলাতপাদি. সংসর্গাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি এবমিষ্ট সংযোগ বিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং নতু তন্নিমিত্ত হর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হে কৌন্তেয় ! ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিচয়ের সংসর্গ নিবন্ধন শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখদায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু হে ভারত ! তৎসমস্তই অনিত্য, অতএব তত্তাবৎ সহ্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। এইরূপ ইষ্টানিষ্টও অনিত্য, তজ্জন্য

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।

হর্ষ বিষাদ না করিয়া তাহা ধীর ভাবে সহ্য করিবে ॥১৪

গীঃ সঃ। যদ্দ্বারা বিষয় বিদিত হওয়া যায়, অর্থাৎ রূপাদি বিষয় বোধক নেত্রাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তির নাম " মাত্রা "। ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত বিষয়-সম্বন্ধের নাম " মাত্রা স্পর্শ "। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় জনিত তত্তদ্‌বিষয়াকার অন্তঃকরণপরিণামরূপ বৃত্তিসমূহের নামও " মাত্রাস্পর্শ "। এতাবৎ আগম=উৎপত্তি ও অপায়=বিনাশ বিশিষ্ট, এজন্য শীতোষ্ণাদি, বা হর্ষবিষাদাদি কিম্বা ইষ্টানিষ্টাদি সমস্তই অনিত্য। অন্তঃকরণ বিকারযুক্ত, তাহার সহিত নির্ব্বিকার, নিগুর্ণ আত্মার সম্বন্ধ কি ? " সাক্ষীচেতা কেবলো নিগুর্ণশ্চ " (শ্রুতিঃ) আত্মা সর্ব্বসাক্ষী, চৈতন্য স্বরূপ, অদ্বিতীয় ও নিগুর্ণ। অনিত্য অন্তঃকরণের সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম নিত্য নির্ব্বিকার আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। কেননা " নিত্য " ও " অনিত্য " এই বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের ধর্ম্ম এক হইবার উপায় নাই। অন্তঃকরণ ভিন্ন ২ দেহে ভিন্ন ২ বলিয়া আত্মার ভেদ কল্পনা করা মহাভ্রম। কেননা, আত্মা সৎ রূপে—স্ফুরণরূপে সর্ব্ববস্তুতে সদাই বিদ্যমান, সত্ত্বা স্বরূপের ভেদ কল্পনা হইতেই পারে না। " ন্যায় " ও " মীমাংসা " উভয়েই অন্তঃকরণকে সুখদুঃখাদির উৎপত্তির কারণ স্বীকার করিয়াছেন, তবে আত্মাকে নৈয়ায়িক গণ সুখ দুঃখাদির সমবায়ি কারণ বলেন বটে, কিন্তু আত্মাতে গুণারোপ করা শ্রুতি বিরুদ্ধ। মীমাংসার মতে আত্মা নিগুর্ণ ও অন্তঃকরণ সুখদুঃখাদির উপাদান কারণ। শ্রুতি বলিতেছেন, " কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি "। অর্থাৎ কামনা, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য বা ধারণা, অধৈর্য্য, লজ্জা, বৃত্তিজ্ঞান, ভয় এতাবৎ মনই। আবার কামাদিই সুখদুঃখের কারণ, সুতরাং শ্রুতি মন—অন্তঃকরণকেই সুখদুঃখাদির হেতু নিরূপণ করিলেন। অতএব হে অর্জ্জুন ! শীতাতপাদি এক সময়ে সুখকর ও সময়ান্তরে দুঃখদায়ী হইয়া থাকে। এতাবৎ আত্মার ধর্ম্ম নহে। ভীষ্ম দ্রোণাদির সংযোগ বিয়োগ রূপ মাত্রাস্পর্শ তোমার ধীরতা পূর্ব্বক সহ্য করা কর্ত্তব্য। কেননা, ইহাতে আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে " কৌন্তেয় " ও " ভারত " এই পদদ্বয়ে সম্বোধন এইজন্য করিলেন, যে তোমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।

কুলই বিশুদ্ধ, অতএব তোমার অজ্ঞান চিন্তা শোভা পায় না ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শীতোষ্ণাদীন্ সহতঃ কিং স্যাদিতি শৃণু যং হীতি। যং হি পুরুষং সমে দুঃখসুখে যস্য তং সমদুঃখসুখং সুখদুঃখ প্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতং ধীরং ধীমন্তং ন ব্যথয়ন্তি ন চালয়ন্তি নিত্যাত্মদর্শনাদেতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ, সনিত্যানিত্যস্বরূপদর্শননিষ্ঠোদ্বন্দসহিষ্ণুরমৃতত্বায় অমৃতভাবায় মোক্ষায়েত্যর্থঃ কল্পতে সমর্থোভবতি ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তৎপ্রতীকার প্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ যংহীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি সমে দুঃখসুখে যস্য স তং তৈরবিক্ষিপ্যমাণোধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যোভবতি ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে ধীর ব্যক্তির সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বিষয়-স্পর্শ যাহাকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভের উপযুক্ত অধিকারী ॥ ১৫ ॥

গীঃ সং। অনেকে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ এতৎশ্লোকের অবতারণা করিলেন।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি খলুপঞ্চ তথাপরাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনআদি চতুষ্টয়ঞ্চ। প্রাণাদি পঞ্চকমথোবিয়দাদিকঞ্চ কামশ্চ কর্ম্মচতমঃ পুনরষ্টমীপুরিতি"॥

১—কর্ম্মেন্দ্রিয় [বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ], ২—জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, নেত্র, নাসা, জিহ্বা, ও ত্বক্), ৩—অন্তঃকরণ [মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার], ৪—প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান), ৫—ভূত [ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম]. ৬—কাম, ৭—কর্ম্ম, ৮—তমঃ (অবিদ্যা) এই অষ্টপুরে যিনি নিবাস করেন, তিনিই পুরুষ।

সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

পুরুষ রূপ আত্মা এতাবৎ হইতে স্বতন্ত্র। "সবায়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিবাশয়ঃ" (শ্রুতিঃ) চৈতন্য স্বরূপ আত্মা শরীরাদি রূপ সর্ব্ব পুরিতে নিবাস করেন বলিয়া "পুরুষ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন রক্তবর্ণ জবাকুসুম নির্ম্মল স্ফটিকের নিকট থাকিলে জবার রক্ত আভা স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সুখদুঃখ রূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, গুণ কর্ম্ম বর্জ্জিত স্বচ্ছ আত্মাতে ভ্রম বশতঃ আরোপিত হইয়া থাকে।

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নলিপ্যতেলোক দুঃখেন বাহ্যঃ" [শ্রুতি]

সূর্য্য যেমন সমস্ত জগতের প্রকাশক হইয়াও জগতের বাহ্য দোষে লিপ্ত নহেন, তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতে বিরাজমান আত্মা বাহ্য দুঃখে লিপ্ত হয়েন না। অতএব ধীর পুরুষ আপনাকে ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপে বিদিত হইয়া শোক দুঃখের উপাদান স্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করতঃ অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ পরমানন্দ রূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। আত্মা সদাই মুক্ত, বুদ্ধি আদি উপাধিকৃত বন্ধন ভাব স্ফটিক জবা সম্বন্ধবৎ আত্মাতে ভ্রম বশতঃ আরোপিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ আত্মা নিত্য, বিভু ও অদ্বিতীয়। অজ্ঞান রূপ কারণ উপাধি দ্বারা আত্মাতে ভেদবুদ্ধি কল্পিত হয়। আত্মার স্বরূপোপলব্ধি হইলে সুখদুঃখ বা শীতোষ্ণাদির অনুভব হয় না। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (শ্রুতিঃ) আত্মবেত্তা পুরুষ শোকসন্তাপ হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। "পুরুষর্ষভ" পদদ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচনা করিলেন, যে তুমি স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ও পরমানন্দ রূপ শ্রেষ্ঠতাপূর্ণ, তোমার আবার শোক দুঃখ দ্বন্দ কল্পনা কি ! তুমি দ্বৈত বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আপনাকে মুক্ত বলিয়া বিদিত হও॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইতশ্চ শোকমোহাবকৃত্বা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তং তস্মাৎ নাসতইতি। নাসতোঽবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ স কারণস্য ন বিদ্যতে নাস্তি ভাবোভবনমস্তিতা, ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমাণং বস্তু সম্ভবতি বিকারোহি সঃ বিকারশ্চ ব্যভিচরতি যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমাণং মৃদ্ব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্তথা সর্ব্বো

নাসতো বিদ্যতে ভাবো—

বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসন্ জন্মপ্রধ্বংসাভ্যাং প্রাগূর্দ্ধঞ্চানুপলব্ধেঃ কার্য্যস্য ঘটাদের্ম্মৃদাদি কারণস্য তৎকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্ত্বং, তদসত্ত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গইতি চেন্ন সর্ব্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতন্ত্রে স্থিতে সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সামানাধিকরণ্যেন নীলোৎপলবৎ সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তীত্যেবং সর্ব্বত্র তয়োর্ব্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি তথা চ দর্শিতং ন তু সদ্বুদ্ধিঃ তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োঽসন্ ব্যভিচারাৎ ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ, ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ ন ঘটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ বিশেষণবিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিরতোপি ন বিনশ্যতি, অথ সদ্বুদ্ধিবৎ ঘটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যতে ইতিচেন্ন পটাদাবদর্শনাৎ, সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যতইতি চেৎ ন বিশেষ্যাভাবাৎ সদ্বুদ্ধিঃ বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিং বিষয়া স্যান্ন তু পুনঃ সদ্বুদ্ধের্ব্বিষয়াভাবাৎ একাধিকরণত্বং ঘটাদিবিশেষ্যাভাবেন যুক্তং ইতিচেৎ ন সদিদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেপি সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ তস্মাদ্দেহাদের্দ্বন্দ্বস্য চ সকারণস্যাসতোন বিদ্যতে ভাবইতি, তথা সতশ্চ আত্মনঃ অভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্রাব্যভিচারাদিত্যবোচামঃ, এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতোরুভয়োরপি দৃষ্টঃ উপলব্ধোঽন্তো নির্ণয়ঃ সৎসদেবাসদসদেবেতি তু অনয়োর্যথোক্তয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ, তদিতি সর্ব্বনাম সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্ম অন্য নাম তদিতি তদ্ভাবস্তত্ত্বং ব্রহ্মণোযাথাত্ম্যং তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনস্তৈস্তত্ত্বদর্শিভিস্ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহঞ্চ হিত্বা শীতোষ্ণাদানি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি বিকারোরয়মসন্নেব মরীচিজলবন্মিথ্যাবভাসতেইতি মনসি বাস্য তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্ব তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যং অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনোনাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে। তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো

নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

নির্ণয়োদৃষ্টঃ কৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ এবমভূতবিবেকেন সহৃ-দেবত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

যে পদার্থ অসৎ, তাহার বিদ্যমানতা কোন কালেই নাই, এবং যাহা সৎ, তাহার অভাবও কোন কালে নাই, তত্ত্বদর্শী পুরুষ গণ এইরূপে সদসৎ উভয়ের নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি সৎ স্বরূপ আত্মা একই হইলেন, তবে সেই সৎ স্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাসমান এই সংসারও সত্য এবং এই সংসারে বিদ্যমান সুখদুঃখ শীতোষ্ণাদি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নহে, কেননা তাহা হইলে জ্ঞানপ্রভাবে আত্মারও নিবৃত্তি হইয়া যাইত। এতৎসমাধানার্থ ভগবান্ এই রূপ সঙ্কেত করিলেন, যে শুক্তিকাতে রজতজ্ঞান যেরূপ কল্পিত আরোপ মাত্র, বস্তুতঃ তাহাতে রজতত্ব নাই, তদ্রূপ এই জগৎ-প্রপঞ্চ সদাত্মাতে কল্পনা মাত্র। জ্ঞানদ্বারা আত্মার স্বরূপ বোধ হইলেই সংসারের সত্যতা ভ্রম বিদূরিত হয়। ইহাতে পাছে অর্জ্জুনের এরূপ সংশয় হয় যে আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই যখন প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে আত্মা ও জগৎ উভয়ই সত্য অথবা উভয়ই অসত্য না হইবে কেন! এইজন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

যাহা দেশ, কাল ও বস্তুপরিচ্ছেদের অধীন তাহাই অসৎ। অর্থাৎ যাহা অন্যত্র নাই এখানে আছে, দেশ পরিচ্ছেদ জন্য তাহা অসৎ; যাহা পূর্ব্বে ছিলনা, এক্ষণে রহিয়াছে, কিন্তু পরে থাকিবে না, তাহা কাল পরিচ্ছেদের অধীন, সুতরাং অসৎ। সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই তিন প্রকার ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ। আম্রবৃক্ষে ও নিম্ববৃক্ষে যে ভেদ, তাহাকে সজাতীয় ভেদ কহে, পাষাণে ও বৃক্ষে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ ও একই বৃক্ষের শাখা, পত্র, পুষ্পাদির মধ্যে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা স্বগতভেদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অথবা জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জীব ও জগতে ভেদ, জীবের মধ্যে পরস্পর ভেদ, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে ভেদ

উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

এবং জগতের পরস্পর ভেদ। এই পঞ্চবিধ ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ। প্রোক্ত ভেদ সমূহের কোন রূপ ভেদ যে পদার্থে দৃষ্ট হয় তাহা অসৎ। এতাবৎ লক্ষণানুসারে "জগৎ অসৎ" ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। কারণের কারণ রূপে বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্তামাত্র সৎ এবং তদধিকরণে অবস্থা বিশেষে, সময় বিশেষে, দেশ বিশেষে, পাত্র বিশেষে অনুভূত, প্রকাশিত, বা আবির্ভূত সমস্ত ব্যাপারই অসৎ।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি
ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। (শ্রুতি)

হে প্রিয়দর্শন! এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ রূপেই ছিল। সেই সৎ বস্তু এক ও অদ্বিতীয়। এ সমস্ত জগতই আত্মময়; সেই আত্মা সত্য স্বরূপ, হে শ্বেতকেতো! সেই সৎ স্বরূপ আত্মাই তুমি। সৎ স্বরূপের এই শ্রুতি বিহিত চিত্রটি কোন পরিচ্ছেদাদি দ্বারা নিত্যবিদ্যমানতায় বাধা পাইল না। সৎ—জলস্বরূপ ও অসৎ—তরঙ্গ বা স্ফুরণ বা ক্ষণ-বিধ্বংসী বিকাশ মাত্র। তরঙ্গ বলিয়া যেমন স্বতন্ত্র কোন বস্তু কোন কালেই নাই, তদ্রূপ অসৎ বস্তু কোন কালেই নাই। একমাত্র সৎবস্তুই অসন্নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তি লাভ করে। অসৎ-ভাবের নিবৃত্তি হইলেই সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদির তিতিক্ষা অনায়াসেই হইতে পারে॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিং পুনস্তৎ যৎ সদেব সর্ব্বদাস্তীত্যুচ্যতে অবিনাশীতি * *। অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলং যস্যেতি তুশব্দঃ সতোবিশেষণার্থঃ তদ্বিদ্ধি বিজানীহি, কিং যেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সাকাশমাকাশেনেব ঘটাদয়ঃ বিনাশমদর্শনমভাবমব্যয়স্য ন ব্যেতি উপ-চয়াপচয়ৌ ন যাতি ইত্যব্যয়ং তস্যাব্যয়স্য, নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যেতি ন ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাদ্দেহাদিবৎ নাপ্যাত্মীয়েনাত্মীয়াভাবাৎ যথা দেবদত্তোধনহান্যা ব্যেতি ন ত্বেবং ব্রহ্ম ব্যেত্যতোঽব্যয়স্যাস্য ব্রহ্মণোবিনাশং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ন কশ্চিৎ আত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি ঈশ্বরোপ্যাত্মা হি ব্রহ্ম স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র সৎস্বভাবমবিনাশিবস্তু সামন্যেনোক্তং বিশেষতো দর্শয়তি অবিনাশিত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায় ধর্ম্মাত্মকং দেহাদি ততং

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।

সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং তত্ত্ব আত্মস্বরূপং অবিনাশি বিনাশশূন্যং তদ্বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ বিনাশমিতি॥ ১৭॥

যিনি এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চে সত্তারূপে পরিব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই;, কেহই সেই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ সাধনে সমর্থ হয় না॥ ১৭॥

গীঃ সঃ। যদি সৎ স্বরূপের দৃশ্যমান স্ফুরণই প্রপঞ্চ জগতের বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে জগতের দেশ, কাল ও বস্তুপরিচ্ছিন্নতা রূপ "বিনাশ—ধর্ম্ম" সৎ স্বরূপে আরোপিত না হইবে কেন! এই ভ্রান্তির শান্তির জন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ঈষদন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে রজ্জুকে সর্প বা দণ্ডবৎ প্রতীতি হয়। রজ্জু বস্তুতঃ তথায় সর্প বা দণ্ডে পরিণত হয় নাই; কেবল দ্রষ্টার অধ্যাস গুণে সর্প বা দণ্ডের ঔপাধিক দৃষ্টি হইতেছে মাত্র। তদ্রূপ সর্ব্বথা—অপরিচ্ছিন্ন সদ্বস্তু রূপ স্ফুরণে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়বৃত্তি বিজৃম্ভণ জন্য "বিনাশ" রূপ কল্পিত ধর্ম্ম লাঞ্ছিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ সৎ রূপ স্ফুরণের উৎপত্তি ও বিনাশ আদৌ নাই। সুষুপ্তি কালে অন্তঃকরণের ক্রিয়া কলাপ নিরুদ্ধ হইলে এই পরিচ্ছেদময় প্রপঞ্চের কণামাত্র জ্ঞানও থাকে না, অথচ সদ্বস্তুর বিদ্যমানতায় কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে না। যদি সুষুপ্তি কালে আত্মসত্তারও বিনাশ হইত, তবে জীব জাগ্রত হইয়া "আমি এতক্ষণ সুষুপ্ত ছিলাম" ইহা কদাচ অনুভব করিতে পারিত না; এবং সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে "আমি" ছিলাম, পুনর্জ্জাগ্রদ্দশায়ও সেই "আমি" আছি, ইহা বুঝিতে সমর্থ হইত না। যথা শ্রুতিঃ—

"যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈতদ্ দ্রষ্টব্যং ন পশ্যতি
নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ॥"

(সুষুপ্তি কালে আত্মার যে দ্বৈতপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় না, চৈতন্য রূপ স্ফুরণের অভাব তাহার কারণ নহে, কিন্তু আত্মা স্বগতচৈতন্য স্ফুরণ সত্ত্বে দেখিলেও দ্বৈত প্রপঞ্চেরই অভাব বশতঃ তাহা দৃষ্ট হয় না; কেননা দ্রষ্টা আত্মার স্বরূপভূত স্ফুরণ রূপ দৃষ্টি বিনাশ বর্জ্জিত; সুতরাং স্ফুরণদৃষ্টির

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

কোন কালেই অভাব হয় না।) ইহার দ্বারা শ্রুতি স্ফুরণদৃষ্টির নিত্য অপরিচ্ছিন্ন সত্তা প্রমাণ করিলেন। আত্মা বা তৎস্ফুরণ রূপ অনন্ত সত্তার কখনই বিনাশ নাই। আত্মাতে অন্তঃকরণের ক্রিয়াশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াই এই প্রপঞ্চ জগতের কল্পনা করিয়া থাকে। এই কল্পনা অসৎ এবং ইহার অপরিচ্ছিন্ন নিত্য বিদ্যমানতা কিছুতেই সম্ভবে না। যাহা সৎ, তাহা নিত্য, অব্যয় ও অনন্ত। বিনাশ বা উৎপত্তি সদ্বস্তুর ধর্ম্ম নহে, উহা ঔপাধিক মাত্র ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিং পুনস্তদসৎ যৎ স্বাত্ম-সত্তাং ব্যভিচরতীত্যুচ্যতে অন্তবন্তইতি * *। অন্তোবিনাশোবিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তো যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা প্রমাণনিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে স তস্যান্তস্তথেমে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদেহাদিবচ্চান্তবন্তোনিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোঽনাশিনোঽপ্রমেয়স্য গ্ননোঽবন্তবন্তইত্যুক্তাবিবেকিভিরিত্যর্থঃ, নিত্যস্যানাশিনইতি ন পুনরুক্তং নিত্যত্বস্য দ্বিবিধত্বাল্লোকে নাশস্য চ যথা দেহোভস্মীভূতোঽদর্শনং গতো নষ্টউচ্যতে বিদ্যমানোপি যথা অন্যথাপরিণতোব্যাধ্যাদিযুক্তোজাতোনষ্টউচ্যতে তত্রানাশিনোনিত্যস্যেতি দ্বিবিধেনাপি নাশেনাসম্বন্ধোঽস্যেত্যর্থঃ অন্যথা পৃথিব্যাদিবদপি নিত্যত্বং স্যাদাত্মনস্তন্মাভূদিতি নিত্যস্যানাশিনোনেত্যাহ অপ্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যস্যেত্যর্থঃ। নন্বাগমেনাত্মা পরিচ্ছিদ্যতে প্রত্যক্ষাদিনাচ পূর্ব্বং নাত্মনঃ স্বতঃ সিদ্ধত্বাৎ সিদ্ধে হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণান্বেষণা ভবতি ন হি পূর্ব্বমিত্থমহমিত্যাত্মানং অপ্রমায় পশ্চাৎ প্রমেয়পরিচ্ছেদায় প্রবর্ত্ততে ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিদপ্রসিদ্ধোভবতি শাস্ত্রং ত্বন্ত্যং প্রমাণং অতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণমাত্রনিবর্ত্তকত্বেন প্রমাণত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যতে ন ত্বজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বেন তথা চ শ্রুতিঃ যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরইতি যস্মাদেবং নিত্যোঽবিক্রিয়শ্চ আত্মা তস্মাৎ যুধ্যস্ব যুদ্ধাদুপরমং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ, ন হ্যত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে যুদ্ধে প্রবৃত্তএব হ্যসৌ শোকমোহপ্রতিবদ্ধস্তূষ্ণীমাস্তেঽতস্তস্য কর্ত্তব্যপ্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভগবতা ক্রিয়তে তস্মাদ্যুধ্যস্বেত্যনুবাদমাত্রং ন বিধিঃ ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আগমাপায়ধর্ম্মকং সন্দর্শয়তি অন্তবন্ত ইতি। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য অত এবানাশিনঃ। অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্যাত্মন-

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

ইমে সুখদুঃখাদি ধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশঃ নচ সুখদুঃখাদি সম্বন্ধঃ। তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মাত্যাক্ষীরিতার্থঃ ॥ ১৮ ॥

দেহী আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়; এই বিধ্বংস-ধর্ম্মশীল সমস্ত দেহই তাঁহার, ইহা তত্ত্বদর্শিগণ কহিয়াছেন। অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ কর। ১৮।

গীঃ সঃ। জড়বুদ্ধি জড়বাদী গণ মনে করে যে যেমন চূর্ণক ও খদির একত্রিত হইলেই স্বভাবতঃ রক্তবর্ণের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ পঞ্চভূতের সমাগম রূপ দেহ গঠিত হইলেই ভৌতিক স্বভাব বশতঃ স্বতএব চৈতন্যের [আত্মস্ফুরণ] প্রকাশ হইয়া থাকে। পাছে অর্জ্জুন এই ভ্রমবুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়েন, সেই জন্য ভগবান্ ইতি পূর্ব্বে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো" ইত্যাদি বলিয়াও পুনর্ব্বার এই শ্লোকে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই শ্লোকে "দেহা" এই বহুবচনান্ত পদ দ্বারা ভগবান্ স্থূল, সূক্ষ্ম কারণরূপ বিরাট্ সূত্র অব্যাকৃত নামক সমষ্টি ব্যষ্টি তাবৎ শরীরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পঞ্চকোষও এই শরীরত্রয়ের অন্তর্গত। অন্নময় কোষ স্থূল শরীর, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ সূক্ষ্ম শরীর এবং আনন্দময় কোষ কারণ শরীরের অন্তর্গত। অথবা ত্রিলোকমধ্যে বিদ্যমান যত প্রকার প্রাণী দেহ আছে, তৎসমস্তই এক জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মারই অধিষ্ঠানভূমি এইরূপ লক্ষিত হইয়াছে। যাহা চিরকাল থাকে তাহা "নিত্য," কিন্তু কালেরও যদি ধ্বংস হয়, তাহাতে আত্মস্ফুরণের পরিচ্ছেদ বা বিনাশের আশঙ্কা হইতে পারে, এই জন্য ভগবান্ এই শ্লোকে সম্বন্তর "নিত্য" ও "অবিনাশী" এই উভয় বিশেষণই দিয়াছেন ঘট পটাদির প্রমাণাদি জন্য যেমন সূর্য্যের প্রকাশাদির প্রয়োজন হয়, কিন্তু সূর্য্য অন্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই প্রকাশিত হয়েন, তদ্রূপ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা প্রমাণ প্রমেয়াদির অপেক্ষা করেন না, এইজন্য তিনি "অপ্রমেয়"। যথা শ্রুতিঃ—

"একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ংধ্রুবমপ্রমেয়ং

অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য—
তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি
যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরেকেন
বিজানীয়াৎ "

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা একস্বরূপেই দ্রষ্টব্য। তিনি অপ্রমেয় এবং ধ্রুব অপ্রমেয়। সেই স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপের তেজে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র তারাগণও প্রকাশ দানে অসমর্থ, বিদ্যুদ্‌গণও তথায় প্রকাশ দিতে পারে না, ও অগ্নিই বা কোথা হইতে পারিবে! তাঁহার প্রকাশেই সমস্তের প্রকাশ ও তাঁহারই জন্য সমস্ত জগৎ প্রতীত হইতেছে। সেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ আত্মাকে জীব কোন্ প্রমাণে জানিতে পারিবে! তিনি প্রমেয় নহেন। এই স্বপ্রকাশ অপ্রমেয় আত্মাতে ' অসৎ" ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। চৈতন্য জড় হইতে উৎপন্ন হয় নাই, বরং স্বপ্রকাশ চৈতন্য আছেন বলিয়াই জড় জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। আত্মস্ফূরণেই অন্তঃকরণের বৃত্তি সহযোগে জগদ্দৃষ্টি হয়। অন্তঃকরণ বৃত্তিনিচয়েরও প্রকাশক আত্মা। আত্মা নিত্য, অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী; আত্মার বিনাশাশঙ্কায় তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না; ভীষ্মদ্রোণাদির দৃশ্যমান স্থূল দেহ তো অনিত্য, উহা বিনষ্ট হইবেই হইবে; অতএব অবশ্য-বিনশ্বর দেহ নাশে বৃথা নিবৃত্ত হইয়া কেন স্বীয় ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছ? এ শ্লোকে যে "যুধ্যস্ব" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ভগবান্ উহা "ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম" বিধিবাক্য বলিয়া ব্যবহার করেন নাই, কেননা আত্মজ্ঞানোপদেশ কালে "বিধি—নিষেধের" কথা উঠিতে পারে না। অর্জ্জুন প্রথমেই যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রণক্ষেত্রে আসিয়াছেন, ভগবান্ তাহারই অনুবাদ করিলেন মাত্র। যেমন কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভোজন করিতে বসিয়া যদি কোন অশুদ্ধির আশঙ্কা করিয়া ভোজন হইতে নিবৃত্ত হয় এবং তখন যদি কোন ধর্ম্মাত্মা তাহার আশঙ্কা নিরসন পূর্ব্বক বলেন, "তুমি ভোজন কর," তবে এখানে "ভোজন কর" বিধিবাক্য হয় না; তাহার পূর্ব্বারব্ধ কার্য্যের অনুবাদ করা হয় মাত্র ॥ ১৮ ॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।

শাঙ্করভাষ্যং। শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকমিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচা বানিনায় ভগবান যত্তু মন্যসে যুদ্ধে ভীষ্মাদয়োময়া হন্যন্তে অহমেব তেষাং হন্তেত্যেষা বুদ্ধির্মৃষৈব তে, কথং য এনমিতি। য এনং প্রকৃতং দেহিনং বেত্তি বিজানাতি হন্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারং যশ্চৈনমন্যোমন্যতে হতং দেহহননেন হতোহহমিতি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভূতং তাবুভৌ ন বিজানীতো ন জ্ঞাতবন্তৌ অবিবেকেনাত্মানমহংপ্রত্যয়বিষয়ং হন্তাহং হতোস্মাহমিতি দেহহননেন আত্মানং যৌ বিজানীতস্তাবাত্মস্বরূপানভিজ্ঞাবিত্যর্থঃ, যস্মান্নায়মাত্মা হন্তি ন হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ভবতি ন চ হন্যতে ন চ কর্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ অবিক্রিয়ত্বাৎ॥১৯॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং ভীষ্মাদি মৃত্যুনিমিত্ত শোকো নিবারিতো যচ্চাত্মনোহন্তৃত্ব নিমিত্তং দুঃখমুক্তং এতান্ন হন্তুমিচ্ছামীত্যাদিনা তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ য এনমিতি। এনমাত্মানং আত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মত্ববৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি॥ ১৯॥

আত্মা অন্যকে হনন করেন, যিনি এইরূপ ভাবেন এবং অন্যের দ্বারা আত্মা হত হয়েন, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহারা উভয়ে আত্মানভিজ্ঞ। কেননা আত্মা কাহাকেও হনন করেন না ও কাহারও কর্ত্তৃক নিহত হয়েন না॥ ১৯॥

গীঃ সঃ। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি উপদেশ ও প্রবোধবাক্যে শোক অবিহিত, ইহাতো বুঝিলাম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব গুরুজন বধে যে অধর্ম্ম হইবে, এতাবদুপদেশে তো কৈ তাহা দূর হইল না। অতএব যুদ্ধ-বাসনা অনুচিত। এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—যে দেহাত্মাভিমানি গণই আত্মার বিনাশশঙ্কা করিয়া থাকে। আত্মা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও সর্ব্বথা স্বতন্ত্র; আত্মস্ফুরণরূপ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে কি কেহ স্বরূপতঃ বধ করিতে পারে? আত্মা কিছুতেই হত হয়েন না, ও কাহাকেও হনন করেন না। "য এনং বেত্তি হন্তারং" এই বাক্যদ্বারা আত্ম কর্ত্তৃত্ববাদী নৈয়ায়িক দিগের প্রতি এবং "যশ্চৈনং মন্যতে

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

হতং" বাক্যদ্বারা দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক দিগের মতের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটী কঠবল্লীর (শ্রুতির) "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং" এই পূর্ব্বার্দ্ধের ছায়ামাত্র ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথমবিক্রিয়ঃ আত্মেতি দ্বিতীয়োমন্ত্রঃ ন জায়তে নোৎপদ্যতে জনিলক্ষণা তু বস্তুবিক্রিয়া নাত্মনোবিদ্যতইত্যর্থঃ, তথা ন ম্রিয়তে বা তত্র বাশব্দশ্চার্থে ন ম্রিয়তে চেত্যস্ত্যা. বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে, কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ব্ববিক্রিয়া প্রতিষেধৈঃ সংবধ্যতে ন কদাচিজ্জায়তে ন কদাচিন্ম্রিয়তইত্যেবং, যস্মাদয়মাত্মা ভূত্বা ভবনক্রিয়ামনুভূয় পশ্চাদভবিতা অভাবং গন্তা ন ভূয়ঃ পুনস্তস্মান্ন ম্রিয়তে যোহি ভূত্বা. ন ভবিতা স ম্রিয়তইত্যুচ্যতে লোকে, বাশব্দান্নশব্দাচ্চায়মাত্মা ভূত্বা বা ভবিতা দেহবন্ন ভূয়ঃ পুনস্তস্মান্ন জায়তে যোহভূত্বা ভবিতা স জায়তইত্যুচ্যতে নৈবমাত্মাঽতো ন জায়তে যস্মাদেবং তস্মাদজোয়স্মান্ন ম্রিয়তে তস্মান্নিত্যশ্চ, যদ্যপ্যাদ্যন্তয়োর্ব্বিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সর্ব্বাবিক্রিয়াঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং বিক্রিয়াণাং তদর্থৈঃ স্বশব্দৈরেব প্রতিষেধঃ কর্ত্তব্যইত্যনুক্তানামপি যৌবনাদিসমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধোযথা স্যাদিত্যাহ শাশ্বতইত্যাদিনা। শাশ্বতইত্যপক্ষয়লক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতোনাপিক্ষীয়তে স্বরূপেণ নিরবয়বত্বান্নির্গুণত্বাচ্চ নাপি গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ, অপক্ষয়বিপরীতাপি বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে পুরাণইতি যোহ্যবয়বাগমেনোপচীয়তে স বর্দ্ধতেঽভিনবইতি চোচ্যতে অয়ং নিরবয়বত্বাৎ পুরাপি নবএবেতি পুরাণো ন বর্দ্ধতইত্যর্থঃ, তথা ন হন্যতে ন বিপরিণম্যতে হন্যমানে বিপরিণম্যমানেপি শরীরে, হন্তিরত্র বিপরিণামার্থে দ্রষ্টব্যোঽপুনরুক্ততায়ৈ ন বিপরিণমতইত্যর্থঃ, অস্মিন্ মন্ত্রে ষড়্ভাববিকারালৌকিকবস্তুবিক্রিয়াআত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে সর্ব্ব প্রকারবিক্রিয়ারহিতআত্মেতি বাক্যার্থঃ, যস্মাদেবং তস্মাদুভৌ তৌ ন বিজানীতইতি পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণাস্য সম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাব-বিকারশূন্যত্বে দ্রঢ়য়তি ন জায়তইত্যাদি জন্ম-প্রতিষেধঃ। ন ম্রিয়তে চেতি বিনাশ প্রতিষেধঃ বা শব্দশ্চার্থে। নচায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্ব লক্ষণ দ্বিতীয়বিকার

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং—
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

প্রতিষেধঃ তত্র হেতুঃ যস্মাদজঃ যোহি জায়তে সহি জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে ন তু যঃ স্বত এবাস্তি স ভূয়োপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ নিত্যঃ সর্ব্বদৈক রূপ ইতি বৃদ্ধি প্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয় প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি পরিণাম প্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব নতু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ॥ ২০॥

আত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না, মরণমুখেও পতিত হয়েন না, আত্মা বারম্বার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি-লাভও করেন না। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না॥ ২০॥

শীঃ সঃ। আত্মা যে হনন করেন না ও হত হয়েন না, তাহা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আত্মার স্বরূপ কথিত হইতেছে। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টি বিকার বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। "ন জায়তে ম্রিয়তেবেতি" আত্মার লক্ষণ দ্বারা ষড়্‌বিধ বিকারের প্রথম ও অন্তিম বিকার দ্বয় খণ্ডন করিলেন। যাহা পূর্ব্বে ছিলনা, এখন রহিয়াছে, তাহারই জন্ম হইয়াছে এবং যাহা এখন আছে, পরে থাকিবে না, তাহারই বিনাশ স্বীকার করা যায়। আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই, সুতরাং তিনি জন্ম মরণ রূপ বিক্রিয়া বর্জ্জিত। উৎপত্তিকাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে সাময়িক বিদ্যমানতা, তাহার নাম "অস্তিত্ব"—জন্ম ও মরণাভাব অথবা সৎস্বরূপে নিত্য বিদ্যমানতা প্রযুক্ত আত্মার তাদৃশ "অস্তিত্ব" রূপ বিক্রিয়া নাই। যিনি সর্ব্বদাই "এক" রূপ, তাঁহার "বৃদ্ধি" বা উপচয় রূপ বিক্রিয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। যিনি শাশ্বত, তাঁহার অপক্ষয় বা অপচয় হইবে কিরূপে! তিনি পুরাণ পুরুষ, সুতরাং কোন নবীন রূপধারণাদিরূপ রূপান্তর বা পরিণাম মাত্র নাই। এই রূপ আত্মা সর্ব্বপ্রকার বিকার বর্জ্জিত হওয়ায় কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব তাঁহাতে আরোপিত হয় না। অতএব হে অর্জ্জুন! আত্মা যখন কোন বিকারেরই বশীভূত নহেন, তখন শরীরকে

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো—
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০ ॥

শস্ত্রাদি দ্বারা বিনষ্ট করিলেও, তিনি কোন মতেই বিনষ্ট হইবেন না। "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা" (শ্রুতিঃ) এই আত্মা বিনাশ বর্জ্জিত॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যং। য এনং বেত্তি হন্তারমিত্যনেন মন্ত্রেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়তইত্যনেনাবিক্রিয়ত্বে হেতুমুক্ত্বা প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি, বেদাবিনাশিনমিতি। বেদ বিজানাতি অবিনাশিনমন্ত্যভাববিকাররহিতং নিত্যং বিপরিণামরহিতং যোবেদেতি সম্বন্ধঃ, এনং পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণোক্তলক্ষণমজং অব্যয়ং উপজনাপক্ষয়রহিতং কথং কেন প্রকারেণ সবিদ্বান্ পুরুষোঽধিকৃতোহন্তি হননক্রিয়াং করোতি কথং বা ঘাতয়তি হন্তারং প্রয়োজয়তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ হন্তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ ঘাতয়তীত্যুভয়ত্রাক্ষেপএবার্থঃ প্রশ্নার্থাসম্ভবাৎ হেত্বর্থস্য অবিক্রিয়ত্বস্য চ তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিষেধএব প্রকরণার্থোঽভিপ্রেতোভগবতা হন্তেস্ত্বাক্ষেপউদাহরণার্থত্বেন বিদুষঃ কিঞ্চিৎকর্ম্মাসম্ভবে হেতুবিশেষং পশ্যন্ কর্ম্মাণ্যাক্ষিপতি ভগবান্ কথং সপুরুষইতি। নন্বুক্তমেব আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাসম্ভবকারণবিশেষঃ, সত্যমুক্তো ন তু সকারণবিশেষোঽন্যত্বাদ্বিদুষোঽবিক্রিয়ত্বাদাত্মনইতি। নন্ববিক্রিয়ং স্থাণুং বিদিতবতঃ কর্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেন্ন বিদুষআত্মত্বাৎ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য বিদ্বত্তা অতঃ পারিশেষ্যাদসংহতআত্মা বিদ্বানবিক্রিয়ইতি তস্য বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভবাদাক্ষেপোযুক্তঃ কথং সপুরুষইতি যথা বুদ্ধ্যাদ্যাহৃতস্য শব্দাদ্যর্থস্যাবিক্রিয়এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকবিজ্ঞানেনাবিদ্যয়োপলব্ধা আত্মা কল্প্যতে এবমেবাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিবৃত্ত্যাবিদ্যয়া অসত্যরূপয়ৈব পরমার্থতোঽবিক্রিয়এবাত্মা বিদ্বানুচ্যতে বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভববচনাৎ যানি কর্ম্মাণি শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে তান্যবিদুষোবিহিতানীতি ভগবতোনিশ্চয়োঽবগম্যতে। ননু বিদ্যাপ্যবিদুষএব বিধীয়তে বিদিতবিদ্যস্য পিষ্টপেষণবদ্বিদ্যাবিধানানর্থক্যাৎ তত্রাবিদুষঃ কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ন বিদুষইতি বিশেষোনোপপদ্যতে ইতি চেন্নানুষ্ঠেয়স্য ভাবাভাববিশেষোপপত্তেরগ্নিহোত্রাদিবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালমগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানেকসাধনোপসংহারপূর্ব্বমনুষ্ঠেয়ং কর্ত্তাহং মম কর্ত্তব্যমিত্যেবং প্রকারবিজ্ঞানবতোঽবিদুষোযথানুষ্ঠেয়ং ভবতি ন তু তথা ন জায়তইত্যাদ্যাত্মস্বরূপ-

শাঙ্করভাষ্যং।

বিদ্যার্থজ্ঞানোত্তরকালভাবি কিঞ্চিদনুষ্ঠেয়ং ভবতি কিন্তু নাহং কর্ত্তা ন ভোক্তেত্যাদ্যাত্মৈকত্বাকর্ত্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞানাদন্যং নোৎপদ্যতইত্যেষবিশেষ-উপপদ্যতে যঃ পুনঃ কর্ত্তাহমিতি বেত্ত্যাত্মানং তস্য মমেদং কর্ত্তব্যমিতি অবশ্যম্ভাবিনী বুদ্ধিঃ স্যাত্তদপেক্ষয়া সোধিক্রিয়তইতি তং প্রতি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি সচাবিদ্বান্ উভৌ তৌ ন বিজানীতইতি বচনাৎ বিশেষিতস্য চ বিদুষঃ কর্ম্মাক্ষেপবচনাৎ কথং সপুরুষইতি তস্মাদ্বিশেষিতস্য অবিক্রিয়াত্মদর্শিনো বিদুষোমুমুক্ষোশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসএবাধিকারোতএব ভগবান্নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিদুষোঽবিদুষশ্চ কর্ম্মিণঃ প্রবিভজ্য দ্বে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি তথা চ পুত্রায়াহ ভগবান্ ব্যাসোদ্বাবিমাবথ পন্থানাবিত্যাদি তথা চ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ পশ্চাৎ সংন্যাসস্তেত্যেতমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দ্দর্শয়িষ্যতি ভগবান্ অতত্ত্ববিদহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে তত্ত্ববিত্তু নাহং করোমীতি তথাচ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তইত্যাদি, তত্র কেচিৎ পণ্ডিতম্মন্যাবদন্তি জন্মাদিষড়্ভাববিক্রিয়ারহিতোঽবিক্রিয়োঽকর্ত্তৈকোহমাত্মেতি ন কস্যচিৎ জ্ঞানমুৎপদ্যতে যস্মিন্ সতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসউপদিশ্যতে তন্ন ন জায়তইত্যাদিশাস্ত্রোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ যথা চ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাদ্ধর্ম্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্ত্তুশ্চ দেহান্তরসম্বন্ধিজ্ঞানঞ্চোৎপদ্যতে তথা চ শাস্ত্রাৎ তস্যৈবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বাদিবিজ্ঞানং কস্মান্নোপপদ্যতে ইতি প্রষ্টব্যাস্তে, করণগোচরত্বাদিতি চেন্ন মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি শ্রুতেঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংস্কৃতং মনআত্মদর্শনে করণং তথা চ তদধিগমায়ানুমানে আগমে চ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যতে ইতি সাহসমাত্রমেতৎ জ্ঞানঞ্চোৎপদ্যমানং তদ্বিপরীতমজ্ঞানং অবশ্যং বাধতইত্যভ্যুপগন্তব্যং তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতং হন্তাহং হতোস্মীত্যুভৌ তৌ ন বিজানীতইত্যত্র চাত্মনোহননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বং হেতুকর্ত্তৃত্বঞ্চাজ্ঞানকৃতং দর্শিতং তচ্চ সর্ব্বক্রিয়াস্বপি সমানং কর্ত্তৃত্বাদেরবিদ্যাকৃতত্বমবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ বিক্রিয়াবান্ হি কর্ত্তাত্মনঃ কর্ম্মভূতমন্যং প্রয়োজয়তি কুর্ব্বিতি তদেতদ্বিশেষেণ বিদুষঃ সর্ব্বক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বং হেতুকর্ত্তৃত্বঞ্চ প্রতিষেধতি ভগবান্ বিদুষঃ কর্ম্মাধিকারাভাবপ্রদর্শনার্থং বেদাবিনাশিনং কথং সপুরুষইত্যাদিনা, ক পুনর্ব্বিদুষোধিকারইত্যেতদুক্তং পূর্ব্বমেব জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি তথা চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং বক্ষ্যতি সর্ব্বকর্ম্মাণি, মনসেত্যাদিনা, নম্বু মনসেতি বচনান্ন বাচিকানাং

বেদাবিনাশিনং নিত্যং যএমমজমব্যয়ং।

কায়িকানাঞ্চ সন্ন্যাসইতি চেৎ ন সর্ব্বকর্ম্মাণীতি বিশেষিতত্বাৎ, মানসানামেব সর্ব্বকর্ম্মণামিতি চেন্ন মনোব্যাপারপূর্ব্বকত্বাদ্বাক্কায়ব্যাপারাণাং মনোব্যাপারাভাবে কর্ম্মানুপপত্তেঃ শাস্ত্রীয়াণাং বাক্কায়কর্ম্মণাং কারণানি মানসানি মনোব্যাপারাণি বর্জ্জয়িত্বান্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তইতি চেন্ন নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়নৃইতি বিশেষণাৎ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসোঽয়ং ভগবতোক্তো মরিষ্যতো ন জীবতইতি চেন্ন নবদ্বারে পুরে দেহী আস্তে ইতি বিশেষণানুপপত্তেঃ ন হি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেন মৃতস্য তদ্দেহে আসনং সম্ভবত্যকুর্ব্বতোকারয়তশ্চ দেহে সংন্যস্যেতি সম্বন্ধো ন দেহে আস্তইতি চেন্ন সর্ব্বত্রাত্মনোবিক্রিয়ত্বাবধারণাৎ আসনক্রিয়ায়াশ্চাধিকরণাপেক্ষত্বাত্তদনপেক্ষত্বাচ্চ সন্ন্যাসস্য, সংপূর্ব্বস্তু ন্যাসশব্দোত্র ত্যাগার্থো ন নিক্ষেপার্থঃ, তস্মাদ্গীতাশাস্ত্রে আত্মজ্ঞানবতঃ সংন্যাসএবাধিকারো ন কর্ম্মণীতি তত্র তত্রোপরিষ্টাদাত্মজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ॥ ২১॥

স্বামিকৃত টীকা। অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ বেদাবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যং অব্যয়ং অপক্ষয়শূন্যং অজমবিনাশিনঞ্চ যোবেদ স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি এবন্তু তস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রয়োজকোভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপি কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন ময্যপি প্রয়োজকত্বদোষদৃষ্টিং মাকার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি॥ ২১॥

যিনি ইহাঁকে অবিনাশী, নিত্য অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন তিনি কি জন্য এবং কিরূপেইবা হে পার্থ! কাহাকে বধ করিবেন এবং স্বয়ং উদ্যত হইয়া কেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন!॥ ২১॥

গীঃ সঃ। পাছে অর্জ্জুন আপনাকে ভীষ্মাদির বধকর্ত্তা অথবা ভগবান্‌কে এতদ্বধসাধনের মুখ্য প্রযোজক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন, তজ্জন্য ভগবান্ কহিতেছেন—গুরু শাস্ত্রোপদেশে সৎস্বরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপক, জন্ম ক্ষয় বর্জ্জিত বলিয়া আপনাকে যিনি বিদিত হয়েন, সেই বিদ্বান্ পুরুষের সম্মুখে সর্ব্বত্র একাত্মার বিদ্যমানতা ভিন্ন যখন অপরের বিদ্য-

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥২১॥

মানতাই, আদৌ অনুমিত হয় না, তখন তিনি কিরূপে ও কাহাকেই বা বধ করিবেন ও করাইবেন ?

"আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতিপূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ" [শ্রুতি]

"পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আমি" এই রূপে যখন বিদ্বান্ পুরুষ আপনাকে জানেন, তবে তিনি কোন্ কামনার বশীভূত হইয়া ও কিজন্যই বা শরীরকে ক্লেশদান করিবেন!

আত্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তৎপরে অহংমমেতি অধ্যাসের অভাব হইয়া পড়ে, ঈদৃশ অধ্যাসের ক্ষয় হইলেই রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ও তদনন্তর অবশ্যই কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদির শান্তি হইয়া যায়। অতএব হে অর্জ্জুন "তুমি" বধকর্ত্তা, "ভীষ্মাদি" বধ্য ও "আমি" বধ সাধনের প্রযোজক ইহা কখনও মনে করিও না ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রকৃতন্তু বক্ষ্যামঃ, তত্রাত্মনোঽবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং তৎ কিমিবেত্যুচ্যতে বাসাংসীতি। বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহায় পরিত্যজ্য নবান্যভিনবানি গৃহ্লাত্যুপাদত্তে নরঃ পুরুষোঽপরাণ্যন্যানি তথা তদ্বদেব শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি নবানি দেহাত্মা পুরুষবদবিক্রিয়এবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা নন্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয়,শরীর নাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতিচেৎ তত্রাহ বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্ম নিবন্ধনানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাচ্চ তজ্জীর্ণদেহ নাশে শোকানবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবীন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী এই জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন ভাবিলেন, শ্রুতি প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিলাম আত্মা অবিনাশী ও শরীর নশ্বর। কিন্তু এই ভীষ্মাদির নশ্বর দেহই কত ২ মহৎ ও সদনুষ্ঠানের আধারভূমি, যুদ্ধ যখন এই সৎকর্ম্মক্ষেত্ররূপ দেহের নাশক,

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২ ॥

তখন উহা কখনই কর্ত্তব্য নহে, এই জন্য ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! ভীষ্মাদি এই দেহধারণে অনেক তপস্যা ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও বৃদ্ধাবস্থাদোষে শরীর জীর্ণ শীর্ণও হইয়াছে; যে সকল তপস্যা ব্রতাদি করিয়াছেন, তৎকর্ম্মফল দ্বারা তাঁহারা অপূর্ব্ব নবীন দেহ পাইবার উপযুক্ত। যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানে মনুষ্যের আহ্লাদ ভিন্ন কখন খেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ বর্ত্তমান দেহান্তে ভীষ্মাদি সৎকর্ম্ম জন্য উৎকৃষ্ট দেহ পাইবেন, তাহাতে ক্লেশ কোথায়!

"অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা ইতি" শ্রুতিঃ।

জীব পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্য কর্ম্মফলে পিতৃলোকে বা গন্ধর্ব্ব-লোকে, দেবলোকে বা প্রজাপতিলোকে অথবা ব্রহ্মলোকে উৎকৃষ্ট দেব-শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ভীষ্মাদির তপঃশীর্ণদেহের অন্ত হইলে তাঁহারা দিব্য দেহ পাইয়া সুখীই হইবেন। ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহাদের দেহের পতন হইলে অনিষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিও না॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাদবিক্রিয়এবেত্যাহ নৈনং ছিন্দন্তীতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং ন ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নিরবয়বত্বান্নাবয়ববিভাগং কুর্ব্বন্তি শস্ত্রাণ্যস্যাদীনি তথা নৈনং দহতি পাবকোঽগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপোঽপাং হি সাবয়বস্য বস্তুনঃ আর্দ্রীভাবকরণেন অবয়-বিশ্লেষাপাদনে সামর্থ্যং তন্ন নিরবয়ব আত্মনি সম্ভবতি তথা স্নেহবৎ দ্রব্যং স্নেহশোষণেন নাশয়তি বায়ুরেনং ত্বাত্মানং ন শোষয়তি মারুতোপি॥২৩

স্বামিকৃত টীকা। কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্ন-বিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি নৈনমিত্যাদি। আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদু-করণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি॥ ২৩ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥

শস্ত্র সমূহ এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারেনা, ইহাঁকে দাহ করিবার অগ্নির সামর্থ্য নাই, জল আত্মাকে আর্দ্র করিতে অপারক এবং বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিতে অক্ষম ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। গৃহ দগ্ধ হইলে যেমন গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যও বিদগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলে তন্মধ্যস্থ আত্মারও নাশ হইতে পারে, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন ! প্রপঞ্চ-জগতে এমন কোন পদার্থই নাই যাহা আত্মার বিনাশ সাধনে সক্ষম। আকাশের দ্বারা কেহ আঘাত প্রাপ্ত হয় না, এই জন্য আকাশের উল্লেখ না করিয়া ভগবান্ মৃৎ, (মৃত্তিকার বিকার শস্ত্রাদি) অগ্নি, জল, ও বায়ুর উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যে ইহাদের কাহারও আত্মাকে হনন করিবার শক্তি নাই। অতএব আত্মার বিনাশাশঙ্কা তুমি কদাপি করিও না ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যতএবং তস্মাৎ অচ্ছেদ্যোয়মিতি। যস্মাদন্যোন্যনাশ-হেতূনি ভূতানি এনং আত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে তস্মাৎ নিত্যোনি-ত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাণুরিত্যেতৎ স্থিরত্বাদচলোহয়মাত্মাহতঃ সনাতনশ্চিরন্তনো ন কারণাৎ কুতশ্চিন্নিষ্পন্নোঽনিলবদিত্যর্থঃ, ন তেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ং যতঃ একেনৈব শ্লোকেনাত্মনোনিত্যত্ব-মবিক্রিয়ত্বং চোক্তং ন জায়তে ম্রিয়তে বা ইত্যাদিনা তত্র যদেবাত্মবিষয়ং কিঞ্চিদুচ্যতে তদেতস্মাৎ শ্লোকার্থান্নাতিরিচ্যতে, কিঞ্চিচ্ছব্দতঃ পুনরুক্তং কিঞ্চিদর্থতইতি দুর্ব্বোধত্বাদাত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ, কথং নু নাম সংসারিণাং অসং-সারিত্বং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নং সদব্যক্তং তত্ত্বং সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি। কিঞ্চ অব্যক্তোয়মিতি। অব্যক্তঃ সর্ব্বকরণাবিষয়ত্বান্ন ব্যজ্যতে ইতি অব্য-ক্তোয়মাত্মা অতএবাচিন্ত্যোঽয়ং যদ্ধীন্দ্রিয়গোচরং বস্তু তচ্চিন্তাবিষয়ত্বমা-পদ্যতে অয়ং ত্বাত্মানিন্দ্রিয়গোচরত্বাদচিন্ত্যোঽতএবাবিকার্য্যোযথা ক্ষীরং

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।

দধ্যাত্তঞ্চনাদিনা বিকারি ন তথা অয়মাত্মা নিরবয়বত্বাচ্চাবিক্রিয়ো ন হি নিরবয়বং কিঞ্চিদ্বিক্রিয়াত্মকং দৃষ্টমবিক্রিয়ত্বাদবিকার্য্যোয়মাত্মোচ্যতে ॥২৪॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র হেতুমাহ আচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যশ্চ। অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ। দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি। ইতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি যতো নিত্যঃ অবিনাশী সর্ব্বত্রগঃ সর্ব্বগতঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তি শূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী সনাতনোঽনাদিঃ অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ অচিন্ত্যঃ মনসোপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদভিযুক্তোক্তিঃ প্রমাণয়তি ॥ ২৪ ॥

আত্মা ছিন্ন হইবার বা দগ্ধ হইবার কিম্বা ক্লিন্ন হইবার অথবা শুষ্ক হইবার বস্তু নহেন; তিনি নিত্য সর্ব্বত্র ব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি। আত্মা প্রকৃততঃ অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য ইহাই উক্ত হইয়াছে॥২৪

গীঃ সঃ। শস্ত্রাদি দ্বারা যে আত্মাকে ছেদনাদি করা যায় না, তাহারই প্রমাণার্থ ভগবান্ এই শ্লোকে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবিতিষ্ঠ—
ত্যেকঃ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" ইতি শ্রুতিঃ।

আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রব্যাপী, নিত্য মহান্ বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ—স্থির, অচল-অটল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত স্বরূপ স্ব-ভাবে সংস্থিত। যিনি নিরবয়ব ও সর্ব্বত্র ব্যাপী তিনি খড়্গাদি দ্বারা ছিন্ন বা কোন রূপেই পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যিনি ভৌতিক দেহ নহেন, অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে দগ্ধ করিবে! এবং জল দ্বারাই বা তাঁহাকে ক্লিন্ন করিবার সম্ভাবনা কোথায়! "রসো বৈ সঃ" [শ্রুতিঃ] তিনি রস স্বরূপ, তবে বায়ুই বা তাঁহাকে শুষ্ক করিবে কিরূপে! আত্মা সদাই স্থির—একভাবে বিদ্যমান, সুতরাং তাঁহাতে বিকার প্রবেশ করিবে কোথা হইতে! তিনি মনের অগোচর, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাং অন্তরো

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥২৪॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো, যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো
যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরঃ" ইতি শ্রুতিঃ।

"যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, জলে থাকিয়াও জল হইতে পৃথক্, যিনি অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র, এবং বায়ুতে অবস্থিতি করিয়াও বায়ু হইতে বিভিন্ন," এরূপ পরম স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আত্মার ছেদন, দহনাদি বিক্রিয়া কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। ইহাই তত্ত্বদর্শী পুরুষ গণের মত। অতএব হে অর্জ্জুন! আত্মা বিনষ্ট হইবেন, তুমি এই প্রকার নিরথক সন্দিহান হইও না ॥ ২৪ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যং। তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারেণৈনমাত্মানং বিদিত্বা ত্বং নানুশোচিতুমর্হসি হন্তাহমেষাং ময়ৈতে হন্যন্তে ইতি ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। উপসংহরতি তস্মাদেবমিত্যাদি তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তং ॥ ২৫ ॥

অতএব তুমি আত্মার এই স্বরূপ বিদিত হইয়া আর শোকাবসন্ন হইও না ॥ ২৫ ॥

গীঃ সঃ। একমাত্র আত্মারই বিষয় লইয়া ভগবান্ বারম্বার কয়েকটী শ্লোক বলিলেন, এজন্য পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না। দুর্ব্বোধ্য আত্মজ্ঞান অধিকারীকে সহজে বুঝান যায় না, সুতরাং একটু বিস্তার পূর্ব্বক না বলিলে অর্জ্জুনের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইবে কিরূপে? এই জন্যই উপর্য্যুপরি এক আত্মারই বিষয় ব্যাখ্যাত হইল। যিনি অব্যক্ত, যাঁহার অবয়ব নাই—যাঁহার আদি ও শেষ নাই, মন যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না, যাহা মনেরও অগোচর, তাহা কি কখন শস্ত্র, অগ্নি আদির ক্রিয়ার বিষয় হইতে পারে! "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" শ্লোক দ্বারা আত্ম-বিনাশে শস্ত্র, অগ্নি আদির অসমর্থতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; "অচ্ছেদ্যো-য়মদাহ্যোয়ং" এই শ্লোকে আত্মা যে অগ্নি আদির ক্রিয়াভূমি নহে তাহা প্রদর্শিত হইল, এবং "অব্যক্তোয়মচিন্ত্যোয়ং" দ্বারা আত্মার ছেদ্যত্ব আদির যে কিছুমাত্রপ্রামাণিকতা নাই তাহাই স্পষ্টতঃ সূচিত হইল।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥
অথচৈনং নিত্য জাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।

হে অর্জ্জুন! এই মদুক্ত আত্মজ্ঞান শোকাপনোদনের মহামন্ত্র। শ্রুতি কহিয়াছেন যে "তরতি শোকমাত্মবিৎ" আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। তুমি যে পূর্ব্বে শোক করিতেছিলে, তাহা শোভা পাইয়াছিল, কিন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তোমার শোক প্রকাশ করা কোন মতেই উচিত নহে ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। আত্মনোঽনিত্যত্বমভ্যুপগম্যেদমুচ্যতে অথ চৈনমিতি। অথ চেত্যভ্যুপগমার্থঃ, এনং প্রকৃতমাত্মানং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধ্যা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তিং জাতোজাতইতি বা মন্যসে তথা প্রতি তত্তদ্বি- নাশং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং মৃতোমৃতইতিতথাপি ভাবিন্যপি আত্মনি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি জন্মবতোনাশোনাশবতোজন্ম চেত্যেতাব- বশ্যম্ভাবিনাবিতি ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্বিনাশে চ বিনা- শমঙ্গীকৃত্যাপি শোকোন কার্য্য ইত্যাহ অথ চৈনমিত্যাদি। অথ যদ্যপি এনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে পুণ্য পাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্ম মরণয়োরাত্মগামি- ত্বাৎ তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬ ॥

আত্মা নিত্য জন্ম গ্রহণ করেন ও নিত্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, ইহাও যদি স্বীকার কর, তথাচ হে মহা- বাহো! তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৬ ॥

গীঃ সঃ। আত্মা যে নিত্য ও অবিনাশী, তজ্জন্য শোক করা মূঢ়ের কার্য্য, ইহা ভগবান্ ইতি পূর্ব্বে বুঝাইয়াছেন। যদি কেহ আত্মাকে অনিত্য বলিয়াও স্বীকার করেন, তথাপি যে শোক অকর্ত্তব্য তাহাই এক্ষণে উপদেশ করিতেছেন। আত্মা বিজ্ঞান স্বরূপ ও ক্ষণবিধ্বংস ভাব যুক্ত ইহা সৌগত ধর্ম্মের মত। স্থূল দেহই আত্মা; স্থূল দেহের জন্মের সঙ্গে২ আত্মার জন্ম ও দেহের মরণেই আত্মার মরণ ইহাতো প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। কেহ২ বলেন, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহের সঙ্গে উং.

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

পন্ন হয় বটে তবে দেহের নাশে উহা নষ্ট না হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকে, কল্পশেষে উহারও শেষ হইয়া যায়। কেহ ২ বলেন, আত্মা নিত্য বটেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম মরণ হয়। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট, ইন্দ্রিয় ও দেহ সম্বন্ধের নাম " জন্ম " ও কর্ম্মভোগাবসানে তত্তাব-দ্বিয়োগের নাম " মরণ " ; ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার স্বরূপ নিত্য বস্তুরই জন্ম বা দেহ ধারণাদি হইয়া থাকে। কেননা অনিত্য দেহাদি কথনও নিত্য ধর্ম্মা-ধর্ম্মের আধার হইতে পারে না। অতএব আত্মারই জন্ম মরণ মুখ্য এবং দেহাদির জন্ম মরণ গৌণ। এই আত্মার নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক ভিন্ন ২ মত আছে। আত্মা অনিত্য হইলেও যে শোক করা অনুচিত এক্ষণে তাহাই বক্তব্য।

হে মহাবাহো! আমি তোমাকে আত্মার নিত্যত্ব বুঝাইলাম, ইহাতেও যদি তোমার চিত্ত প্রবুদ্ধ না হইয়া আত্মাকে অনিত্যবোধে " অহোবত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাবয়ং " এইরূপে আপনাকে গ্লানিযুক্ত মনে কর, তাহা নিতান্ত অনুচিত। কেননা, যাহা অনিত্য, তাহার বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যম্ভবিতব্য ঘটনায় শোক বা হর্ষ প্রকাশ করা মূঢ়ের কার্য্য। সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা মাত্রেই আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু হে অর্জ্জুন! তুমি ভ্রমবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহা অঙ্গীকারে অস-মর্থ কেন! " মহাবাহো " সম্বোধনে তাঁহার সাহস, বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করিয়া অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিলেন। অর্থাৎ শীঘ্রই তুমি আত্মার বিনাশাশঙ্কাকে পরাজয় করিয়া প্রবুদ্ধ হও। দুঃখে অভিভূত হইও না ॥২৬

॰ শাঙ্কর ভাষ্যং। তথা চ সতি জাতস্যেতি। জাতস্য হি লব্ধজন্মনো-ধ্রুবোঽব্যভিচারী মৃত্যুর্ম্মরণং ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ তস্মাদপরিহার্য্যোঽয়ং জন্ম-মরণলক্ষণোর্থস্তস্মিন্নপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কুত ইত্যত আহ জাতস্যহীত্যাদি। হি যস্মাজ্জা-তস্য স্বারম্ভক কর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ। মৃতস্য চ তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব। তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণ লক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭ ॥

কেননা জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যই হইবে এবং

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

মৃত্যু হইলে জীবদ্দশাকৃত কর্ম্মজালের অবশ্য-ভোগ্য ফলানুসারে আবার জন্ম হইবেই হইবে, অতএব এই অপরিহার্য্য কার্য্য কারণ ঘটনার জন্য তোমার দুঃখিত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। আত্মা নিত্য মানিলেও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই দুই প্রকার দুঃখের মধ্যে ভীষ্মাদি বধে দৃষ্ট দুঃখ জন্য অর্জ্জুন পাছে ভীত হয়েন, এই জন্য ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! দেহধারণ করিলেই মরিতে হয়, আবার যদি যোগ ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা বাসনা ক্ষয় না হইতেই মৃত্যু হয়, তবে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তুমি যদি ভীষ্মাদিকে যুদ্ধে হনন নাও কর, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মক্ষয় বশতঃ তাঁহাদের দেহ নষ্ট হইবেই হইবে তুমি শোকই কর অথবা রোদনই কর, তাঁহাদের মরণ কি তুমি নিবারণ করিতে পারিবে! অতএব দৃষ্ট দুঃখের আশঙ্কায় আকুল হওয়া নিতান্ত নিরর্থক। আবার অদৃষ্ট [পারলৌকিক—দেহান্তরীয়] দুঃখের জন্যই চিন্তা করিয়া তুমি কি করিবে! উহা অপরিহার্য্য। অতএব বৃথা খেদযুক্ত হইও না। অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন, যুদ্ধ তাদৃশ তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও।

"য আহবেষু যুধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা॥"

যে যোদ্ধা পুরুষ ভূমি লাভার্থ অকপটচিত্তে শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও যুদ্ধ হইতে বিমুখ না হইয়া আসেন, সেই যোদ্ধৃ পুরুষ যোগিগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহা কাম্য কর্ম্ম হইলেও নিত্যকর্ম্মের ন্যায় ফলপ্রদ, উহা তোমার অপরিসমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করা কথনই উচিত নহে॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকান্যপি ভূতান্যুদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্তুং যতঃ অব্যাক্তাদীনীতি। অব্যক্তাদীন্যব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধি

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

রাদির্যেষাং ভূতানাং পুত্রমিত্রাদিকার্য্যকারণসঙ্ঘাতাত্মকানাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি প্রাগুৎপত্তেঃ, উৎপন্নানি চ প্রাক্ মরণাৎ ব্যক্তমধ্যান্যব্যক্তনিধান্যেব পুনরব্যক্তমদর্শনং নিধনং যেষাং তানি অব্যক্তনিধনানি মরণাদূর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ, তথা চোক্তং অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ নাসৌ তব ন তস্যত্বং বৃথা কা পরিদেবনেতি তত্র কা পরিদেবনা কোবা প্রলাপঃ অদৃষ্টদৃষ্টপ্রনষ্টভ্রান্তিভূতেম্বিত্যর্থঃ॥ ২৮॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ দেহাদীনাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যত আহ অব্যক্তাদীনীত্যাদি অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তান্যব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনাস্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তং অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতি লক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানামান্যেবং ভূতান্যেবং তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুম্বিব শোকো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৮॥

ভূত সকল প্রথমতঃ অব্যক্ত ছিল, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; আবার বিনাশান্তে অব্যক্ত ভাবই প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে ভারত! তজ্জন্য পরিবেদনা কি!॥ ২৮॥

গীঃ সঃ। জীবগণ জন্মিবার পূর্ব্বে ও মরণের পরে অব্যক্ত ভাবাপন্ন থাকে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার ও ইন্দ্রজালের পদার্থ পুঞ্জ ক্ষণ মাত্র কাল প্রতীত হয়, পূর্ব্বে বা পরে তাহাদের সত্যতা লক্ষিত হয় না, ভীষ্মাদি সর্ব্বজীবের দেহও তাদৃশ। অথবা—

" তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেবব্যাক্রিয়ত " ইতি (শ্রুতিঃ)

আকাশাদি প্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যাকৃত ছিল। সেই অব্যাকৃত রূপ প্রপঞ্চ সৃষ্টিকালে নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত হইল। মায়োপহিত চৈতন্য অব্যক্ত রূপই সর্ব্বভূতের আদিম ও অন্তিম আশ্রয়ভূমি। মৃজ্জলাদিময় ভৌতিক দেহাদির বিনাশে তোমার বৃথা চিন্তা কেন! অথবা কখন

অব্যক্ত-নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অব্যক্ত কখন বা ব্যক্ত এইভাবে ভূতগণ তো নিত্য কালই বিদ্যমান থাকে, তবে কি জন্যই বা তুমি চিন্তিত হইতেছ! "ভারত" সম্বোধন পদ দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের মহদ্বংশে জন্ম বার্ত্তার সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, তুমি শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সকল সহজেই বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র, তবে কেন বৃথা ক্ষুণ্ণ হইতেছ? নিজ প্রতিভা বলে সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিয়া প্রবুদ্ধ হও ॥ ২৮ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যং। দুর্ব্বিজ্ঞেয়োয়ং প্রকৃতআত্মা কিং ত্বামেবৈকং উপালভেহং সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে, কথং দুর্ব্বিজ্ঞেয়োয়মাত্মেত্যতআহ আশ্চর্য্যবদিতি। আশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যং অদৃষ্টপূর্ব্বমদ্ভুতমকস্মাদ্ দৃশ্যমানং তেন তুল্যমাশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যমিবৈনমাত্মানং পশ্যতি কশ্চিদাশ্চর্য্যবদেনং বদতি তথৈব চান্যঃ আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বা দৃষ্ট্বোক্ত্বাপ্যাত্মানং বেদ ন চৈব কশ্চিদথ বা যোয়ং আত্মানং পশ্যতি সআশ্চর্য্যতুল্যোযোবদতি যশ্চ শৃণোতি সোনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবত্যতোদুর্ব্বোধআত্মেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোহপি লোকে শোচন্তি আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়তামাহ আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি সর্ব্বগতস্য নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বভাবস্যাত্মনোহলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি। শৃণোতি চান্যঃ কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চ শব্দাদুক্ত্বাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যং ॥ ২৯ ॥

কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখিয়া থাকেন, অন্য কেহ বা এই আত্মাকে আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি বা এই আত্মতত্ত্ব আশ্চর্য্যভাবে শ্রবণ করিয়া থাকেন, আর কেহ বা শ্রবণ করিয়াও এই আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

গীঃ সঃ। "এনং" [কর্ম্ম], "পশ্যতি" [ক্রিয়া] ও "কশ্চিৎ",

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন—
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈবচান্যঃ ।

(কর্ত্তা) এই তিন পদেরই বিশেষণ "আশ্চর্য্যবৎ"। "এনং" পদের লক্ষ্য আত্মা আশ্চর্য্যবৎ কেন, তাহাই প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে। অবিদ্যা কল্পনা বশতঃ আত্মা একদিকে বিবিধ বিরুদ্ধধর্ম্মী হইয়া প্রতীত হইতেছেন, আবার তিনিই সাক্ষাৎ সর্ব্বধর্ম্মাতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর; একদিকে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ ও নিত্য বিদ্যমান, অপরদিকে আত্মা জড়বৎ ও অনিত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছেন; আত্মা স্বরূপতঃ আনন্দ স্বরূপ হইয়াও মহা দুঃখীর ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। আত্মা বাস্তবিক নির্ব্বিকার, কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে বিকারবান্ বলিয়া প্রতীত হইতেছেন; আত্মা স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হইয়াও সর্ব্বত্র অপ্রকাশিতের ন্যায় রহিয়াছেন; আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্নবৎ অনুভূত হইতেছেন; আত্মা সদামুক্ত হইয়াও বন্ধন দশাগ্রস্তের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। আত্মা সম্বন্ধীয় এই বিচিত্র কুহক ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করা অতীব দুরূহ এবং গুরু-শাস্ত্রোপদেশ ও মহাবাক্য সাধন সাধ্য। দ্বিতীয়তঃ আত্মদর্শন রূপ [পশ্যতি] ক্রিয়াও আশ্চর্য্যবৎ। কেন না যে অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ জ্ঞান স্বরূপতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্য স্বরূপ আত্মার অভিব্যঞ্জক হয়, হয়, যে জ্ঞান স্বয়ং অবিদ্যার কার্য্য স্বরূপ হইয়া অবিদ্যার বিনাশ করিয়া দেয় এবং যে জ্ঞান অবিদ্যা রূপ কারণের বিনাশকর্ত্তা হইয়া আপনাকেও (স্বয়ং অবিদ্যার কার্য্য নিবন্ধন) নাশ করিয়া থাকে, ঈদৃশ জ্ঞান—দৃষ্টিরূপ ক্রিয়া যে আশ্চর্য্যবৎ তাহাতে আর সন্দেহ কি! তৃতীয়তঃ আত্মসাক্ষাৎকারবান্ (কশ্চিৎ) পুরুষও আশ্চর্য্যবৎ, কেননা তিনি জ্ঞানলাভে অবিদ্যান্ধকার হইতে ও অবিদ্যা-কার্য্য-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াও প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রবলতা বশতঃ অজ্ঞানীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, সদা সমাধিমান্ হইয়াও কখন সমাধি হইতে ব্যুত্থিত কখন বা পুনঃ সমাহিত থাকেন। দেখা যাইতেছে যে আত্মা, আত্মদর্শন ও আত্মদর্শী এতত্রয়ই আশ্চর্য্যরূপ, বহু প্রযত্ন ভিন্ন আত্মা সহজে কাহারও জ্ঞানগোচর হয়েন না, স্বয়ং কেবল প্রযত্ন করিলেই বা কি হইবে! আত্মবিৎ উপদেষ্টা অভাবেও আত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয় হয়েন। আত্মজ্ঞানোপদেশ দান বা ব্যাখ্যা করাও আশ্চর্য্য; কেননা, আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ সদা সমাহিত,

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি—
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

তিনি বহির্ম্মুখীন বৃত্তিশীল হইয়া বলিবেন কিরূপে! বলিতে গেলে ব্যুত্থান দোষ (সমাধিভঙ্গ) হয়, আবার না বলিলেই বা উপদেশ দান হয় কিরূপে! এরূপ ঈশ্বর তুল্য ব্রহ্মবেত্তা গুরু পরম দুর্ল্লভ। সুতরাং আত্মোপদেষ্টাও আশ্চর্য্যবৎ! আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করাও আশ্চর্য্য, কেননা "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (শ্রুতিঃ) মনের সহিত বাণীও যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে। অতএব সকল শব্দের অবাচ্য সেই নির্ব্বিকল্প আত্মতত্ত্ব-কথনও পরমাশ্চর্য্যকর। (অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণা ভিন্ন স্বরূপ লক্ষণায় আত্মব্যাখ্যা হয় না) মুমুক্ষু ব্যক্তি যে সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মবেত্তা গুরুর নিকট আত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করে, ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্য; কেননা উহা শ্রুতির অগম্য এবং শ্রোতা জন্ম জন্মান্তর তপস্যা দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত না হইলেই বা আত্মোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক মনন নিদিধ্যাসন করিবে কিরূপে! গুরুশাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধাও সকল শ্রোতার পক্ষে দুর্ল্লভ, সুতরাং আত্মজ্ঞানকথা শ্রবণ করাও অতীব আশ্চর্য্যবৎ।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যোনলভ্যঃ শৃণ্বন্তো বহবোয়ং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্যলব্ধ আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ (শ্রুতিঃ)

এই আত্মতত্ত্ব প্রথম তো অনেকের শ্রবণগোচরই হয় না, তাহাতে আবার অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না। আত্মতত্ত্ববক্তা অতীব আশ্চর্য্যবৎ, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ পরম কুশলী এবং ব্রহ্মবেত্তা গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন, তিনিও আশ্চর্য্যবৎ। বস্তুতঃ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য, বড়ই কঠিন অর্থাৎ সহজে কেহ তাঁহাকে সম্যগ্ রূপে জানিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

• শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ ব্রূতে দেহীতি। যস্মাদ্দেহী শরীরী নিত্যং সর্ব্বাবস্থাস্ববধ্যোনিরবয়বত্বান্নিত্যত্বাচ্চ তত্রাবধ্যোয়ং দেহে শরীরে সর্ব্বস্য সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাবরদিষু স্থিতোপি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেপি অয়ং দেহী ন বধ্যোযস্মাত্তস্মাদ্ভীষ্মাদীনি সর্ব্বাণি ভূতান্যুদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি দেহীত্যাদি ॥ ৩০ ॥

সকল দেহেতেই এই নিত্য অবধ্য আত্মা অবস্থিতি করিয়া থাকেন, অতএব হে ভারত! কোন প্রাণীরই দেহনাশে তোমার শোক প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩০ ॥

গীঃ সঃ। যেমন ঘট নাশে ঘটাকাশের নাশ হয়না, তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে কোন দেহই নষ্ট হউক না কেন, তাহাতে সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মার বিনাশ হয় না। সেইরূপ ভীষ্মাদির দেহ নাশেও আত্মার নাশ হইবে না, তুমি বৃথা কেন শোকাকুল হইতেছ? শোক পরিহার কর ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইহ পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং শোকোবা মোহোবা ন সম্ভবতীত্যুক্তং, ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়ামেব কিন্তু স্বধর্ম্মমিতি। স্বধর্ম্মমপি স্বোধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মঃ যুদ্ধং, তমপ্যবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুং অর্হসি ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকাদ্ধর্ম্মাদাত্মস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ. তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেণ ধর্ম্মার্থং প্রজারক্ষণার্থঞ্চেতি ধর্ম্মাদনপেতং পরং ধর্ম্ম্যং, তস্মাৎ ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে হি যস্মাৎ ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যথোক্তমর্জ্জুনেন বেপথুশ্চ শরীরে মে ইত্যাদি তদপাযুক্তমিত্যাহ স্বধর্ম্মমপীতি। আত্মনোনাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি. কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তং নচ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ইতি তত্রাহ ধর্ম্ম্যাদিতি ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১ ॥

তুমি স্বধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও তোমার কম্পিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেননা ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়গণের অধিক শ্রেয়োজনক আর কিছুই নাই ॥৩১

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥৩১

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন যে প্রথমাধ্যায়ে "বেপথুশ্চ শরীরে মে" [২৯ শ্লোক] আদির উক্তি করিয়াছিলেন, ভগবান্ এই শ্লোকে তৎ প্রতি কটাক্ষ করিয়াই বলিতেছেন, যে কেবল আত্মজ্ঞান উদয়েই যে তোমার শোক দূর হইবে তাহা নহে, তোমার স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলেও তোমার শরীরকম্প আদি হইবার কথা নহে। কেননা ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে অপরাঙ্মুখ থাকাই ক্ষত্রিয়ের পরম শ্রেয়স্কর।

সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ মনুঃ।

প্রজা পালন পরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রাদি কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ আহূত হইলে নিজ ক্ষাত্র ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক রণ হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের কথিত (ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজন মাহবে) শ্লোকের অশাস্ত্রীয়ত্ব ও অধর্ম্ম্যত্ব প্রদর্শন করিলেন। হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মযুদ্ধই তোমার প্রকৃত ধর্ম্ম॥ ৩১॥

শাঙ্করভাষ্যং। কুতশ্চ তদ্‌যুদ্ধং কর্ত্তব্যং ইত্যুচ্যতে যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া চাপ্রার্থিতমাগতমুপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতমুদ্‌ঘাটিতং যে এতদীদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ক্ষত্রিয়াঃ হে পার্থ কিন্ন সুখিনস্তে॥ ৩২॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপাগতে কুতো বিকম্পসে ইত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা এব লভন্তে যতোঽনিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ, এতেন স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধবেতি যদুক্তং তন্নিরস্তং ভবতি॥ ৩২॥

হে পার্থ! অনায়াস প্রাপ্ত ও প্রতিবন্ধক-রহিত স্বর্গসাধন স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা সুখলাভই করিয়া থাকেন॥ ৩২॥

গীঃ সঃ। হে অর্জ্জুন! তোমাকে চেষ্টা করিয়া এই মহাসমরের

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ॥

ব্যবস্থা করিতে হয় নাই, কৌরব গণেরই দুষ্ট উদ্যমে এই যুদ্ধ উপস্থিত। এযুদ্ধে জয় হইলে যশঃ, কীর্ত্তি ও রাজ্যলাভ, এবং পতন হইলে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গলাভ হইবে। রাজাগণের এরূপ যুদ্ধ নিতান্ত স্পৃহনীয় ও অতীব সুখদ। অতএব এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওতঃ পরাঙ্মুখ হইয়া রাজ্য বা স্বর্গ লাভে বঞ্চিত হইও না।

আহবেষু মিথোন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥ মনু।

পরস্পর নিধন কামী ক্ষত্রিয় রাজা গণ যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে পশ্চাম্মুখ না হইলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ভীষ্ম দ্রোণাদি তোমার গুরুজন হইলেও তোমার আততায়ী। আততায়ীবধে কোন দোষ নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা—

"গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং।
আততায়িনমায়াতং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়ি বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥"

গুরুই হউন, বালক বা বৃদ্ধই হউন, অথবা শাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিতই হউন, আততায়ী হইলে সম্মুখে প্রাপ্তি মাত্রেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহাকে বিনা বিচারেই নিধন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। অর্জ্জুন যে প্রথমাধ্যায়ের ৩৬শ শ্লোকে (স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব) "আত্মীয় গণকে বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব," বলিয়াছিলেন, ভগবান্ এই শ্লোকে (সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ) বাক্য দ্বারা তাহারই উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং কর্ত্তব্যতা প্রাপ্তমপি অথেতি। অথ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বিহিতং সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ ততস্তদকরণাৎ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বিপর্যয়ে দোষমাহ অথচেত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

অথচেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥

হে অর্জ্জুন! যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ জন্য তুমি পাপ-ভাগী হইবে ॥ ৩৩ ॥

গীঃ সঃ। প্রথমতঃ যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে। যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার অপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ না করা দ্বিতীয় পক্ষ। এতদ্দ্বিতীয় পক্ষের সূচনার্থই এই শ্লোকের প্রথমে "অথ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। শত্রু নির্য্যাতনমানসে নহে, তুমি ধর্ম্মতঃ স্বপক্ষ সমর্থনার্থ এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই জন্য ইহা ধর্ম্ম যুদ্ধ। অথবা অকপটভাবে সম্মুখসমরে শত্রুহনন করাই ধর্ম্ম্যযুদ্ধ। (ধর্ম্মযুদ্ধে রথ বিহীন যোদ্ধাকে রথী হনন করিবে না, নপুংসক, শরণাগত, নিদ্রিত, নগ্নকায়, অস্ত্রশস্ত্র বিহীন, যুদ্ধদর্শনার্থী, যুদ্ধের পরীক্ষাকারী; রোগী, ভীত, ও পলায়ন পরায়ণ ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না।) হে অর্জ্জুন! তুমি যদি কাপুরুষের ন্যায় এই যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন জন্য পাপ হইবে এবং তুমি যে মহাদেবাদির সহিত মহাযুদ্ধ করিয়াছিলে, তোমার বিক্রম ভুবন বিখ্যাত, এতাবৎ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে। তুমি যদি যুদ্ধে পরাঙ্মুখই হও, দুষ্ট দুর্যোধনাদি তোমার বধসাধনে উপেক্ষা করিবে না। তোমার জন্মজন্মান্তরের পুণ্যক্ষয় হইয়া যাইবে এবং দুর্যোধনাদির পাপের ভাগী হইতে হইবে। মনু কহিয়াছেন—

যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে ॥
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থ মুপার্জ্জিতং।
ভর্ত্তা তৎ সর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্ত হতস্যতু ॥

সংগ্রামে ভীত পলায়নপর ব্যক্তি যদি শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হয়, তবে হত্যাকারীর সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। আর পলায়নপর ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত স্বর্গাদিসাধক তাবৎ পুণ্যই হত্যাকারীকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের কথিত (১ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক) "আমাকে বধ করিলেও আমি এ আততায়ি গণকে হনন করিয়া পাপভাগী হইব না" আদি বাক্যের খণ্ডন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ন কেবলং স্বধর্ম্মকীর্ত্তিপরিত্যাগঃ অকীর্ত্তিমিতি। অকীর্ত্তিঞ্চাপি যুদ্ধে ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তবাব্যয়াং দীর্ঘকালাং ধর্ম্মাত্মা শূরইত্যেবমাদিভির্গুণৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তের্ব্বরং মরণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চাকীর্ত্তিমিত্যাদি। অব্যয়াং শাশ্বতীং সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য অতিরিচ্যতে অধিকাভবতি ॥ ৩৪ ॥

হে অর্জ্জুন! দেব, ঋষি ও মনুষ্যগণ সকলেই চিরদিন তোমারে অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। গুণবান্ পুরুষের পক্ষে অকীর্ত্তি মরণাপেক্ষাও অধিক ॥ ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। শ্লোকের প্রথম পাদেই [চ অপি] দ্বারা পূর্ব্ব শ্লোকের সম্বর্দ্ধনা করিলেন, অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে কেবল যে তোমার ধর্ম্মনাশ ও কীর্ত্তিলোপ হইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু সকল প্রাণী তোমার অপকীর্ত্তির নিন্দাঘোষণা করিতে থাকিবে। যদি বল যুদ্ধে প্রাণ বিনাশের ভয় আছে, আত্মরক্ষা সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ, তাহাতে অকীর্ত্তি হয়, তজ্জন্য ক্ষতি কি। ইহাতে ভগবান্ বলিতেছেন, যে যিনি ধর্ম্মাত্মা, অতিশয় শূরবার ও নানাগুণ বিভূষিত সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষই লোক সমাজে "সম্ভাবিত" নামে বিখ্যাত। সম্ভাবিত পুরুষগণের অকীর্ত্তি মরণাপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর। তাঁহারা অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গলকর বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা, শৌর্য্যবীর্য্য ও বিবিধগুণে তুমিও সম্ভাবিত ব্যক্তি, তুমি অতঃপর অকীর্ত্তিকথা সহ্য করিতে পারিবে না ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ ভয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যোরণাৎ যুদ্ধাদুপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি ন কৃপয়েতি ত্বাং মহারথা দুর্য্যোধন প্রভৃতয়ঃ, কে মংস্যন্তে ইত্যাহ যেষাঞ্চ ত্বং দুর্য্যোধনাদীনাং বহুমতোবহুভির্গুণৈর্যুক্তইত্যেবং বহুমতোভূত্বাপুনস্ত্বং যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবং ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং ॥ ৩৫ ॥

সম্মতোঽভূ স্তএব ভয়াৎ সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মন্যেরন্ ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি ॥ ৩৫ ॥

যে সকল মহারথী তোমার বহুমাননা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তোমাকে আর সমাদর করিবেন না, কেন না, তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা মনে করিবেন, 'তুমি ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছ ॥ ৩৫ ॥

গীঃ সঃ। হে অর্জ্জুন! ভীষ্মাদি মহারথীগণ তোমাকে ধর্ম্ম, ধৈর্য্য পরাক্রম আদি গুণরাশির আধার বলিয়া জানেন, কিন্তু যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা ভাবিবেন, যে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববৎ বলবীর্য্য, তেজ, সাহস ও উদ্যম কিছুই নাই, এক্ষণে কর্ণাদির ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ইহাতে তোমার অত্যন্ত লঘুতার পরিচয় হইবে ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অবাচ্যবাদানিতি । অবাচ্যবাদান্ অবক্তব্যবাদান্ চ বহূননেকপ্রকারান্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তস্তব ত্বদীয়ং সামর্থ্যং নিভৃতকবচাদি যুদ্ধনিমিত্তং তস্মাত্ততোনিন্দাপ্রাপ্তেদুঃখাৎ দুঃখতরং নু কিং ততঃ কষ্টতরদুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অব্যচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি । অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ ত্বচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

তোমার দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া কত অকথ্য কুকথাই বলিবে। হে অর্জ্জুন! এতদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে! ॥ ৩৬ ॥

গীঃ সঃ। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে আমাকে যুদ্ধ হইতে বিনিবৃত্ত দেখিয়া ভীষ্মাদি মহারথিগণ নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং ॥৩৬॥

দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণ অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রশংসা করিবে। কেননা আমি যুদ্ধ না করিলেই তাহাদের মঙ্গল। এই ভ্রান্তির শান্তিজন্যই ভগবান্ এই শ্লোকটির অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ দুর্য্যোধনাদির প্রশংসা করা দূরে থাকুক, অর্জ্জুনের কাপুরুষতা দেখিয়া তাহারা অযথা ধিক্কার পূর্ব্বক গ্লানির সহিত হাস্য ও নিন্দা করিতে থাকিবে। ভীষ্মাদির মরণাশঙ্কায় অর্জ্জুনের চিত্তপটে যে দুঃখের রেখা দেখা দিতেছে, তাহা অপেক্ষা লোকনিন্দা জনিত মনোদুঃখ যে অধিক হইতেও অধিকতর ক্লেশ দায়ক, তাহাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন। বস্তুতঃ আত্মীয় বিয়োগ জনিত দুঃখ ক্রমে ২ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু লোকনিন্দা প্রতিনিয়ত বিঘোষিত হইলে দুঃখানল সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিয়া মনকে চিরদিন বিদগ্ধ করে॥ ৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভিঃ কিং হতোবেতি। হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং হতঃ সন স্বর্গং প্রাপ্স্যসি জিত্বা কর্ণাদীন্ শূরান্ ভোক্ষ্যসে মহীং উভয়থাপি তব লাভএবেত্যভিপ্রায়ঃ, যত এবং তস্মাদু-ত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ জেষ্যামি শত্রূন্ মরিষ্যামি বেতি নিশ্চয়ং কৃত্বেত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

স্বামিকৃত টীকা। যদুক্তং নচৈতদ্বিদ্ম ইতি তত্রাহ হতোবেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

হে কৌন্তেয়! যদি এই যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয়, তবে স্বর্গবাসী হইবে এবং যদি বিজয় লাভ করিতে পার, তবে সসাগরা পৃথিবীর প্রভুত্ব ভোগ করিতে পারিবে। অতএব যুদ্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া গাত্রোত্থান কর॥ ৩৭॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন দেখিলেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গুরুগণ বধ জন্য দুঃখের আশঙ্কা; যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে শত্রুগণের শ্লেষ ও গ্লানি পূর্ণ

হতোবা প্রপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হাস্যাপহাসেও পরম দুঃখের আশঙ্কা। এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ ও উত্তেজিত করিবার জন্য ভগবান্ বলিলেন; হে কৌন্তেয়! বৃথা চিন্তা পরিহার কর। এই ধর্ম্মযুদ্ধে দেহক্ষয় হইলে স্বর্গলাভ এবং বিজয় হইলে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ; উভয়তঃ লাভেরই চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। অতএব শোক করিও না, বৃথাচিন্তা করিও না, সংশয় যুক্ত হইও না! বীরের ন্যায় শর শরাসন লইয়া গাত্রোত্থান কর। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। (এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ দ্বিতীয়াধ্যায়ে অর্জ্জুনোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের শঙ্কা ছেদ করিয়া দিলেন) ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র যুদ্ধং স্বধর্ম্মইত্যেবং যুধ্যমানস্য উপদেশমিমং শৃণু সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে তুল্যে কৃত্বা রাগদ্বেষাবপ্যকৃত্বেত্যেতৎ তথা চ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ সমৌ কৃত্বা ততোযুদ্ধায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব নৈবং যুদ্ধং কুর্ব্বন্ পাপফলমবাপ্স্যসি ইত্যেষ উপদেশঃ প্রাসঙ্গিকঃ ॥ ৩৮॥

স্বামিকৃত টীকা। যদপ্যুক্তং পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ ইতি তত্রাহ সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সুখদুঃখে সমে কৃত্বা তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ লাভালাভা-বপি তৎকারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যং, যুজ্যস্ব সন্নদ্ধোভব সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

হে অর্জ্জুন! সুখ ও দুঃখ, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না ॥ ৩৮ ॥

গীঃ সঃ। যুদ্ধে স্বর্গলাভ হইলেও উহা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের ন্যায় নিত্য কর্ম্ম নহে। বরং কাম্য কর্ম্মের ন্যায় ফল প্রদ। ইহাতে পৃথিবী-লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাও অর্থশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কাম্য কর্ম্মরূপ যুদ্ধ না করিলে কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রাজ্য লাভের আশয়ে ব্রাহ্মণ, গুরু আদি বধ করিলে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হইবে। এই রূপ বিচারে পাছে অর্জ্জুনের ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকোক্ত উপদেশের প্রতি

সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন ! তুমি সমতাযুক্ত চিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ তুমি সুখের কামনা করিও না, দুঃখের আশঙ্কায়ও সঙ্কুচিত হইও না, যুদ্ধে যে তোমার লাভ হইবে ইহা ভাবিওনা ও অলাভই যে হইবে, তাহাও মনে করিওনা এবং এই মহাসমরে যে তোমার জয় হইবে তাহা আশা করিওনা এবং পরাজয়ই যে হইবে তাহাও মনে স্থান দিওনা। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবে। তাহা হইলে গুরু ব্রাহ্মণ বধাদির জন্য পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। অশুভ কামনা ও অসৎ সংকল্পই পাপ, কেবল কার্য্য বা অনুষ্ঠান পাপ নহে। সঙ্কল্পশূন্য শুভ বা অশুভ ক্রিয়া দ্বারা জীব পুণ্য বা পাপ ভাগী, স্বর্গ বা নিরয় গামী হয় না। যে ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকের কল্যাণ কামনায় যুদ্ধ করে, সে অবশ্যই গুরু ব্রাহ্মণাদি বধের পাপ ভাগী হয়, আবার তাদৃশ যুদ্ধ না করিলে নিত্য কর্ম্মের অকরণ জন্য পাপ ভাগী হয়। কিন্তু ফল-কামনা বর্জ্জিত হইয়া কেবল মাত্র স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিলে এতদুভয়েয় কোন পাপই হয় না। আমি যে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং" আদি ফলের কথা বলিলাম, তাহা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র জানিবে। যেমন আম্রফলের নিমিত্তই লোকে আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও সুগন্ধ যেমন আনুষঙ্গিক ফল, সেই রূপ স্বধর্ম্মার্থ অবশ্য কর্ত্তব্য বোধেই তুমি যুদ্ধ করিবে, রাজ্য বা স্বর্গ তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র জানিবে। রাজ্য বা স্বর্গ লাভ না হইলেও তোমার ধর্ম্মের হানি হইবেনা। অতএব যুদ্ধ-বিধান শাস্ত্র অর্থশাস্ত্রের ন্যায় নহে, বরং ধর্ম্মশাস্ত্রের স্বরূপ। এতদ্‌বাক্য দ্বারা ভগবান্ (পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্) ইত্যাদি অর্জ্জুনোক্ত বচনের সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শোকমোহাপনয়নায় লৌকিকোন্যায়ঃ স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যাদ্যৈঃ শ্লোকৈরুক্তো নতু তাৎপর্য্যেণ পরমার্থদর্শনং ত্বিহ প্রকৃতং তচ্চোক্তমুপসংহ্রিয়তে এষা তেঽভিহিতেতি। শাস্ত্রবিষয়বিভাগপ্রদর্শনায় ইহ হি দর্শ্যতে পুনঃ শাস্ত্রবিষয়বিভাগে উপরিষ্টাৎ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ং শাস্ত্রং সুখং প্রবর্ত্তিষ্যতি শ্রোতা-

এষাতেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।

ঞ্চ বিষয়বিভাগেন সুখং গ্রহিষ্যন্তীত্যতআহ এষা তে ইতি। এষা তে তুভ্যমভিহিতোক্তা সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে বুদ্ধিঃ জ্ঞানং সাক্ষাৎ-শোকমোহাদিসংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণং, যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্ব প্রহরণপূর্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগে চ ইমামনন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু, তাঞ্চ বুদ্ধিং স্তৌতি প্ররোচনার্থং বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তো হেপার্থ! কর্ম্মবন্ধং কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যোবন্ধঃ কর্ম্মবন্ধঃ তং প্রহাস্যসীশ্বর প্রসাদনিমিত্তজ্ঞান প্রাপ্তে-রিত্যভি প্রায়ঃ ॥৩৯॥

স্বামিকৃত টীকা। উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা এবমভিহিতায়ামপি তবচেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন ভবতি তর্হ্যন্তঃকরণ শুদ্ধিদ্বারাত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্ম যোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সংস্তৎ প্রসাদং লব্ধাঃ পরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

হে অর্জ্জুন! তোমাকে সাংখ্য যোগাখ্য তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিলাম। এক্ষণে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাতে বুদ্ধি দৃঢ় হইলে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯ ॥

গীঃ সঃ। উপনিষদের প্রতিপাদ্য সদ্‌বস্তু পরমাত্মার নাম সাংখ্য। (নত্বেবাহং জাতু নাসং) শ্লোক হইতে (স্বধর্ম্মমপিচাবেক্ষ্য) শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী একবিংশতি শ্লোকদ্বারা ভগবান্ তত্ত্বজ্ঞানের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা সমস্ত প্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়। যে উপযুক্ত অধিকারী এই আত্মজ্ঞান রূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মযোগের কথা শ্রবণ করা অনাবশ্যক। এক্ষণে আত্মজ্ঞান উপদেশের পর কর্ম্মযোগ উক্ত হইলে, পরে যখন আত্মজ্ঞানীর সর্ব্বকর্ম্ম কর্ত্তব্যাভাব উক্ত হইবে, তখন বিরোধ পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু এখানে

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯॥

যে কর্ম্মযোগের কথা উক্ত হইতেছে, তাহা জ্ঞানীদিগের জন্য নহে, কেবল অর্জ্জুনের ন্যায় যে অপ্রবুদ্ধ চিত্ত মানবের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মাত্মাকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদিগের মনোমল মার্জ্জনা পূর্ব্বক আত্মসাক্ষাৎকারার্থ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়। [সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা] শ্লোকোক্ত ফলকামনা বর্জ্জিত কর্ম্মবুদ্ধির কথা এক্ষণে সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইবে। আত্মজ্ঞান শ্রবণ দ্বারা অর্জ্জুনের চিত্তে আশানুরূপ চেতনা হয় নাই, কেননা বহিরঙ্গ সাধন ব্যতীত অন্তরঙ্গ সাধনের কোন উপদেশই ধারণা হইতে পারেনা। এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করিবার জন্য এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথার অবতারণা করিলেন। কর্ম্মযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগে অধিকার জন্মেও না। শ্রুতি বলিয়াছেন "ধর্ম্মঃ পাপ মপনুদতি" অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনের মলিনতা রূপ পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চান্যৎ নেহাভীতি। নেহ মোক্ষমার্গে কর্ম্মযোগে অভিক্রমনাশোঽভিক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভঃ তস্য নাশোনাস্তি যথা কৃষ্যাদের্যোগবিষয়ে প্রারম্ভস্য নানৈকান্তিকফলত্বমিত্যর্থঃ, কিঞ্চ নাপি চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়োবিদ্যতে কিন্তু ভবতি স্বল্পমপ্যস্য যোগধর্ম্মস্যানুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াৎ জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ॥ ৪০॥

স্বামিকৃত টীকা। ননু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্ন বাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গ বৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায় সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধপ্রহাণং তত্রাহ নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কাম কর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশোনিষ্ফলত্বং নাস্তে প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপি কৃতং মহতোভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে রক্ষতি নতু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যস্যেত্যর্থঃ॥ ৪০॥

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ফল বিনষ্ট হয় না। ইহার প্রত্যবায় নাই। বরং যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতা মহান্ ভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন॥ ৪০॥

গীঃ সঃ। শ্রুতি কহিয়াছেন, যাগ যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম জনিত ফল

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

রাশি ভোগাবসানে বিনষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কা, কর্ম্মযোগের কথা উত্থাপন মাত্রেই অর্জ্জুনের মনে উদয় হইবার সম্ভাবনায় ভগবান্ বলিতেছেন; "অভিক্রম" অর্থাৎ [যজ্ঞদানাদি যে ফলের প্রারম্ভক] বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই শ্রুতির মত। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম রূপ যোগের কদাপি সে আশঙ্কা নাই। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত স্বর্গাদির ক্ষণবিধ্বংশী পদ লব্ধ হয় না। যেমন অগ্নি তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া অবশেষে স্বয়ংও নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেই রূপ নিষ্কাম কর্ম্মরাশিও মনোমালিন্যের বিনাশ করিয়া পরিশেষে নিজেও নিবৃত্ত হইয়া যায়। যজ্ঞদানাদি সকাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের ন্যূনাতিরেক রূপ বৈগুণ্য বশতঃ যে প্রত্যবায় হইয়া থাকে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে তাহার কোন আশঙ্কাই নাই। কেননা ইহাতে ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকায়, ফলহানি হইবারও ভয় থাকে না, আবার ঈশ্বরার্থই যে নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অধিকারী পুরুষ জন্ম মরণ রূপ সংসারের মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। কেননা অনুষ্ঠান কালে ভগবতে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিনিবেশ হইলে পাপাদির কর্ম্মবন্ধন সহজেই বিদূরিত হইয়া যায়॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যেয়ং সাঙ্খ্যে বুদ্ধিরুক্তা যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা সা ব্যবসায়েতি ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়স্বভাবা একৈব বুদ্ধিরিতরবিপরীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা সম্যক্ প্রমাণজনিতত্বাদিহ শ্রেয়োমার্গে হে কুরুনন্দন যাঃ পুনরিতরাবুদ্ধয়োযাসাং শাখাভেদপ্রচারবশাদনন্তোঽপরোঽনুপরতঃ সংসারোপি নিত্যপ্রততোবিস্তীর্ণোভবতি প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিনিমিত্তবশাচ্চোপরতাস্বনন্তভেদবুদ্ধিষু সংসারোপ্যুপরমতে তা বুদ্ধয়ো বহুশাখাবহ্ব্যঃ শাখা যাসাং তা বহুশাখাবহুভেদাইত্যেতৎ প্রতিশাখাভেদেন হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ঃ কেষামব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানাং ইত্যর্থঃ॥ ৪১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ ব্যবসায়াত্মিকেতি ইহ ঈশ্বরারাধন লক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বর ভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈকনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনাং

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন!।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং ॥৪১॥

তু ঈশ্বরারাধন বহির্মুখানাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাদনন্তাস্তত্রাপি কর্ম্মফল গুণফলাদি প্রকার ভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়োভবন্তি। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ন নশ্যতি যথা শক্ন্যাৎ তথা কুর্য্যাদিতি তদ্বিধীয়তে নচ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ নতু তথা কাম্যং কর্ম্ম অতো মহদ্বৈষম্যমিতিভাবঃ॥ ৪১॥

হে কুরুনন্দন! এই নিষ্কাম কর্ম্মে ব্যবসায়াত্মিকা অথবা আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই কেবলমাত্র তীব্র হয়। আর সকাম কর্ম্মকালে বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট হয় এবং অনন্তরূপ ধারণ করে॥ ৪১॥

গীঃ সঃ। যজ্ঞদানাদি সকাম কর্ম্ম ও ভগবদর্থে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে ফলেরই আকাঙ্ক্ষা বশতঃ বুদ্ধি চঞ্চলা ও বিবিধ চিন্তায় আকুলিত হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মে ভগবন্নিষ্ঠা বশতঃ বুদ্ধির নির্ম্মলতা ও একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়। এবং সেই নির্ম্মলা বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের অনুগামিনী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে॥ ৪১॥

শাঙ্করভাষ্যং ঃ যেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নাস্তি তেষাং যামিমামিতি। যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিতাং পুষ্পিতইব বৃক্ষঃ শোভমানাং শ্রূয়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি কে অবিপশ্চিতঃ অল্পমেধসোঽবিবেকিনইত্যর্থঃ। বেদবাদরতাইতি বেদবাদরতাঃ বহ্বর্থ বাদফলসাধন প্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ হে পার্থ নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽস্তীত্যেবং বাদিনোবদনশীলাঃ॥ ৪২॥

শাঙ্কর ভাষ্যং। তে চ কামাত্মেতি কামাত্মানঃ কামস্বাভাব্যাঃ কামপরাইত্যর্থঃ। স্বর্গেতি স্বর্গপরাঃ স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্থোযেষাং তে স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রধানাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলং জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফল প্রদা তাং বাচং প্রবদন্তীত্যনুষজ্যতে, ক্রিয়াবিশেষবহুলা ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ তে বহুলা

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

যস্যাং বাচি তাং স্বর্গপশুপুত্রাদ্যর্থাঃ যয়া বাচা বাহুল্যেন প্রকাশ্যন্তে, ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ভোগশ্চ ঐশ্বর্য্যঞ্চ ভোগেশ্বর্য্যে তয়োর্গতিঃ প্রাপ্তিঃ ভোগৈশ্বর্য্যগতিঃ তাং প্রতি সাধনভূতাস্তে ক্রিয়াবিশেষাঃ তদ্বহুলাং তাং বাচং প্রবদন্তোমূঢ়াঃ সংসারে পরিবর্ত্তন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তেষাঞ্চ ভোগেতি। ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং ভোগঃ, কর্ত্তব্যঐশ্বর্যাঞ্চেতি ভোগৈশ্বর্য্যয়োরেব প্রবণবতাং তদাত্মভূতানাং তয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলয়া বাচা অপহৃতচেতসামাচ্ছাদিত বিবেকপ্রজ্ঞানাং ব্যবসায়াত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা যা বুদ্ধিঃ সমাধৌ সমাধীয়তেঽস্মিন্ পুরুষোপভোগায় সর্ব্বমিতি সমাধিরন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ তস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে ন স্থিতির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

. স্বামিকৃত টীকা। নমু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিং ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাতরমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফল পরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং তেষাং তয়া বাচাপহৃত চেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন-সমাধৌ বিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াস্তত্র হেতুঃ বেদবাদরতইতি বেদে যে বাদা অর্থবাদা অক্ষয্যং হবৈ চাতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি তথা অপাম সোমমমৃতা অভূম ইত্যাদ্যাঃ। তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ অতএব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অতএব কামাত্মানঃ ইতি কামাত্মনঃ কামাকুলিতচিত্তা অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতিসাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৪৩ ॥

• স্বামিকৃত টীকা। ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাং। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরৈকমুখ্যত্বং তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ সা নোৎপদ্যতইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম কর্ম্ম ফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ॥৪৩॥

বিচার-বিহীন পুরুষ গণ যে কর্ম্মকাণ্ডের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা বিবেচনা দোষে রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। যাহারা বৈদিক ফলশ্রুতির প্রশংসা বাক্যের অনুগামী, বিবিধ ফল প্রকাশক শ্রুতিবাক্যাবলী যাহাদের আনন্দের কারণ, তাহারা স্বর্গাদি ফল জনক কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই অঙ্গীকার করে না। যাহারা কামনাযুক্ত, স্বর্গলাভই যাহাদিগের বোধে পরম পুরুষার্থ, তাহারা জন্ম, কর্ম্ম, এবং ফলপ্রদ বেদ বাক্য এবং ভোগ ঐশ্বর্য্য লাভের উপায়ীভূত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক বাণী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ভোগৈশ্বর্য্যানুরক্ত এবং প্রলোভনকর রমণীয় বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত মূঢ়দিগের পরমেশ্বরে আদৌ একাগ্রনিষ্ঠারূপ সমাধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভ্যুদয় হয় না ॥৪২।৪৩।৪৪

গীঃ সঃ। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের কথা গুলি গন্ধহীন পুষ্প রাজিশোভিত দূরস্থ পলাশ বৃক্ষের ন্যায় সুবিচার ও সদ্বিবেচনাশূন্য মূঢ়ের রমণীয় বলিয়া প্রতীত হয়। কেননা সেই সকল বাক্য দ্বারা স্বর্গাদি ফল ও যজ্ঞাদি সাধন এবং তৎপরস্পর সম্বন্ধই বিদিত হওয়া যায়। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা কোন বিশেষ নিরতিশয় আনন্দ রূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ অপূর্ব্ব শরীর ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ রূপ জন্ম, তদনন্তর বর্ণাশ্রমাভিমান জনিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং এতৎকর্ম্মানুগত পুত্র, পশু, স্বর্গাদি রূপ ক্ষণবিধ্বংসী ফল, এই কর্ম্মকাণ্ডরূপ বাক্য অবিচ্ছেদে প্রসব করিতেছে। অমৃতপান, উর্ব্বশী আদি অপ্সরাগণ সহ বাস ও বিলাস, পারিজাত বৃক্ষের

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

সৌগন্ধ আদি ভোগ, দেবলোকে প্রভুত্বরূপ ঐশ্বর্য্য আদি লাভের পক্ষে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়াবিশেষ প্রশস্ত। এই ক্রিয়া-কলাপের পুষ্টির জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় বাণী অতি বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহারা সদ্‌বিচার-জ্ঞানশূন্য, তাহারাই কর্ম্মকাণ্ডীয় বৈদিক বাণীকে স্বর্গাদিফলপরতাযুক্ত বলিয়া স্বীকার করে। তাহারাই, চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞকারী পুরুষের অক্ষয় স্বর্গ হয়, এই অর্থবাদ পূর্ণ বাক্যের নিশ্চয়তা বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট হয়। বস্তুতঃ কর্ম্মকাণ্ডের শেষাবস্থাই জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডীয় "তৎ" এই বাক্যই কর্ম্মকাণ্ডের "দেবতা"। জ্ঞান কাণ্ডীয় "ত্বং" এই বাক্যই কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তা "যজমান"। এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় 'তৎ+ত্বং" পদার্থের অভেদ বোধক বাক্যই কর্ম্ম-কাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। স্বর্গাদি ভিন্ন আর কিছুই পরম লাভ নাই, সকাম পুরুষগণের এই কল্পনা জ্ঞানকাণ্ডের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কামনাকুলিত ভাবে সর্ব্বদা বিষয়ানুসন্ধানে চিত্তের বহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত সকাম ব্যক্তির মুক্তি বা নিবৃত্তির অভিলাষ হয় না। যাহারা উর্ব্বশী, নন্দন বন, অমৃত আদি পূর্ণ স্বর্গকেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানে, তাহা-দের সমক্ষে মুক্তির বিমল প্রতিবিম্ব আদৌ প্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয় না। তাহাদের বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনও সম্ভবে না। সকামের পক্ষে মুক্তির ইচ্ছা হওয়া দূরে থাক্‌, মুক্তির কথা পর্য্যন্তও অসহনীয় হইয়া উঠে। ভোগৈশ্বর্য্যাদি ক্ষয়শীল পদার্থের দোষদৃষ্টির অভাবে বেদোক্ত অর্থবাদ বচনের সূক্ষ্মতাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় সকাম পুরুষের নিশ্চয়াত্মিকা অর্থাৎ ভগবানে একান্ত নিষ্ঠা বুদ্ধি আদৌ উদয় হয় না। বেদোক্ত অগ্নিহো-ত্রাদি ক্রিয়া কলাপ চিত্ত শুদ্ধির জন্যই সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য, স্বর্গাদি ভোগের জন্য নহে। ফল কামনা বর্জ্জিত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদন করিলেই আত্মজ্ঞানোপযোগী অন্তঃকরণশুদ্ধি হইয়া থাকে। নিষ্কাম এবং সকাম পুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠানে বিষম বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৪২।৪৩।৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাঃ তেষাং কামাত্মনাং যৎ ফলং তদাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারোবিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যোযেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াস্ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।

নিষ্কামোভবেত্যর্থঃ, নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখহেতূ সপ্রতিপক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্বশব্দবাচ্যৌ ততোনির্গতোনির্দ্বন্দ্বোভব ত্বং নিত্যসত্ত্বস্থঃ সদা সত্ত্বস্থঃ সত্ত্বগুণাশ্রিতোভব তথা নির্যোগক্ষেমোনুপাত্তস্যোপার্জ্জনং যোগঃ উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ যোগক্ষেম প্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃত্তির্দুষ্করা ইত্যতোনির্যোগক্ষেমোভবাত্মবান প্রমত্তশ্চ ভব এষ তবোপদেশঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ॥ ৪৫॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্ন স্বর্গাদিকং পরমং ফলং যদি ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎ সাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে তত্রাহ ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণ স্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফল সম্বন্ধ প্রতিপাদকাবেদাঃ, ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামোভব। তত্রোপায়মাহ নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখ শীতোষ্ণাদি যুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতোভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ, কথমিত্যাহ আহ নিত্যসত্ত্বস্থঃ ধৈর্য্যমবলম্বেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারযোগঃ প্রাপ্তপালনং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ, আত্মবানপ্রমত্তঃ, ন হি দ্বন্দ্বকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিন স্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি॥ ৪৫॥

এই কর্ম্মকাণ্ড রূপ বেদ ত্রিগুণান্বিত অর্থাৎ সকাম পুরুষদিগের জন্য কর্ম্মফল-সিদ্ধি প্রতিপাদন করিয়াছেন। তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য সত্ত্ব-ভাবাবস্থিত যোগ ও ক্ষেম রহিত এবং আত্মবান্ হইয়া নিষ্কাম হও॥ ৪৫॥

গীঃ সঃ। বেদ প্রতিপাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সমূহ নিজ নিজ স্বভাব বশতঃ অবশ্যই স্বর্গানুরূপ ফল প্রসব করিবে। এবং কর্ম্মানুসারে সকাম বা নিষ্কাম পুরুষ উভয়কে অবশ্যই আশ্রয় করিবে। ইহা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। অর্জ্জুনের এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে সংসার সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের বিকাশ স্বরূপ, কামনাই সংসারের মূল। কামনাযুক্ত হইয়া যে পুরুষ কর্ম্মকাণ্ড রূপ বেদের ক্রিয়া বিশেষ অনুষ্ঠান করিবে, বৈদিক কর্ম্ম তাহার কামনানুরূপ ফল প্রদান করিবে। কামনা ব্যতীত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? বস্তুতঃ কামনা দ্বারাই ফল প্রাপ্তি হয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সুখ দুঃখ মান অপমান, শত্রু মিত্রাদি দ্বন্দ্বভাব পরিহার কর। বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ অচল ধৈর্য্য ধারণ

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

করিতে পারিলেই এতদ্দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা তোমার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণু হইলেও ক্ষুত্তৃষ্ণাদির নিবৃত্তি জন্য অন্নাদির সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অন্নের রক্ষণাবেক্ষণার্থ চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম [প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা] রূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ কর। কিন্তু এতৎপ্রযত্নাভাবে জীবন নাশের সম্ভাবনায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মবান্ হইতে উপদেশ করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর সর্ব্বত্র নিত্য বিদ্যমান আছেন। তিনিই জগন্নিয়ন্তা ও বিশ্বের ব্যবস্থাপক রূপে আমাতেও বিরাজ করিতেছেন। এই রূপ যাঁহার স্থির বিশ্বাস, তিনিই আত্মবান্। সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত চিত্তে যে পুরুষ ভগবানের আরাধনা করেন, দেহ যাত্রা নির্ব্বাহার্থ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কি তাঁহাকে আবার চিন্তা করিতে হয়? এই রূপ নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা তোমার হৃদয়কে প্রমাদ-শূন্য কর ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যান্যুক্তান্যনন্তানি ফলানি তানি নাপেক্ষন্তে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরায়েত্যনুষ্ঠীয়ন্তইত্যুচ্যতে শৃণু যাবানিতি। যথা লোকে কূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্ উদপানে পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নানপানাদিরর্থঃ ফলং প্রয়োজনং সসর্ব্বোর্থঃ, সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকেপি যোঽর্থঃ তাবানেব সংপদ্যতে তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ, এবং তাবাংস্তাবৎপরিমাণ এব সংপদ্যতে সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোর্থোযৎ কর্ম্মফলং সোর্থোব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো-যোর্থোযৎ বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে তত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। যথা কৃতায়বিজিতায়ামরেয়াঃ সযন্ত্যেব-মেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ সবেদেতি শ্রুতেঃ, সর্ব্বং কর্ম্মাখিল মিতি চ বক্ষ্যতি, তস্মাৎ প্রাক্ জ্ঞান-নিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তেঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থস্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ॥ ৪৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ননু বেদোক্ত নানাফল ত্যাগেন নিষ্কামতয়েশ্বরা-রাধন বিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যাবানিতি। উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপী কূপ তড়াগাদি তস্মিন স্বল্পোদকে

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

একত্র কূপার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্ব্বোপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতিশ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

যেমন অল্প জল-বিশিষ্ট জলাশয়ে স্নান পানাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতিবিস্তার ও গভীর জলাশয়েও তদ্রূপ স্নান পানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই প্রকার বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মে যে স্বর্গাদি ফল রূপ আনন্দ লব্ধ হইয়া থাকে, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সে সমস্ত আনন্দই লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৬

গীঃ সঃ। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কাম্য কর্ম্ম জনিত স্বর্গাদি সুখ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। কেননা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে কামনাই ভবভাবের মূল। এই সন্দেহ নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানবের যে যে প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, বৃহজ্জলাশয়ে তাহাই সম্পাদিত হয়। ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল পরিমাণ বৃহজ্জলাশয়ের জলের কিয়দংশ মাত্র। এই রূপ বেদোক্ত অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম অশ্বমেধাদি কাম্য কর্ম্ম সকল সকাম পুরুষকে স্বর্গাদি জনিত যে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তৎসমস্তই সুলভ। কেননা ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবৎ ক্ষুদ্র ২ বিষয়-ভোগানন্দ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। যথা শ্রুতিঃ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"। ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র ২ প্রাণিপর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দের কণিকা মাত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক জীবনাতিপাত করে। নিষ্কাম হইলেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়। তাহা হইলেই আত্মজ্ঞান লাভ এবং আত্মজ্ঞানদ্বারাই মনুষ্য ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! যে

তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, তাঁহার ভোগানন্দের অভাব থাকেনা। বরং তাহার পক্ষে উহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তব চ কর্ম্মণ্যেবাধিকারো ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াং তেন তব তত্র চ কর্ম্ম কুর্ব্বতোমা ফলেধিকারোঽস্তু কর্ম্মফলতৃষ্ণা মা ভূৎ কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়ামিত্যর্থঃ যদা কর্ম্মফলে তৃষ্ণা তে স্যাৎ তদা কর্ম্মফল প্রাপ্তের্হেতুঃ স্যাঃ এবং মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ যদা হি কর্ম্মফলতৃষ্ণা প্রযুক্তঃ কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে তদা কর্ম্মফলস্যৈব জন্মনোহেতুর্ভবেৎ যদি কর্ম্মফলং নেষ্যতে কিং কর্ম্মণা দুঃখরূপেণেতি মা তে তব সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণ্যকরণে প্রীতির্মাভূৎ॥ ৪৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্তেত কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্ক্য তন্নারয়ন্নাহ কর্ম্মণ্যে-বেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেব্যধিকারস্তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামোনাস্তু। নম্ম কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলং প্রবৃত্তি হেতু-র্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ, কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্য বিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং নস্যাদিতিভাবঃ, অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি তস্মাৎ ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গোনিষ্ঠামাস্তু॥ ৪৭ ॥

কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে। কিন্তু কর্ম্ম ফলে তোমার অধিকার নাই। ফলকামনায় তোমার যেন কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে যেন তোমার প্রীতির উদয় না হয়॥ ৪৭ ॥

গীঃ সঃ। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্ম-জ্ঞানের উদয় হয় এবং আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ লাভের কোন সম্ভাব-নাই নাই। এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া পাছে অর্জ্জুন মনে করেন,' যে তবে কর্ম্মরূপ বহিরঙ্গ সাধন ব্যর্থ ও কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী বটে, কিন্তু তোমার অন্তঃ-করণ এখনও নির্ম্মল হয় নাই। এই জন্য তুমি নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭॥

কর্ম্মানুষ্ঠান কালে ফলভোগের কথা তুমি আদৌ মনেও করিও না। যদি বল, অনুষ্ঠাতা ফলকামনা না করিলেও অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল কর্ম্মকর্ত্তাকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে। এতদুত্তরে ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে কামনা ব্যতীত ফলপ্রাপ্তি হয় না। ফললাভ করাই যে কর্ম্মীদিগের উদ্দেশ্য, তুমি আপনাকে সে শ্রেণী ভুক্ত করিও না। মনে হইতে পারে যে কর্ম্ম যখন স্বয়ং ফলদানে অসমর্থ, তখন বৃথা এই কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? তুমি এরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম-পরিত্যাগে প্রীতিযুক্ত হইওনা। তোমার স্বর্গফলাদির ইচ্ছা না থাকুক, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানের স্বভাবগত ধর্ম্মে তোমার অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইবে। এইরূপ কর্ম্মসাধন ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের মূল উপাদান স্বরূপ চিত্তশুদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই॥ ৪৭॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদি কর্ম্মফল প্রযুক্তেন ন কর্ত্তব্যং কর্ম্ম কথং, তর্হি কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে যোগস্থেতি। যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরোমে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজাজ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিস্তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যোভূত্বা কুরু কর্ম্মাণি কোসৌ যোগোযত্রস্থঃ কুর্ব্বিত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগউচ্যতে॥ ৪৮॥

স্বামিকৃত টীকা। কিং তর্হি যোগস্থ ইতি যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ॥ ৪৮॥

যোগস্থ হইয়া ফলকামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এই রূপ চিত্তের সমতার নাম যোগ॥৪৮

গীঃ সঃ। কার্য্য কালে অহং কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহারই নিষ্কাম কর্ম্মের

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

মূল। বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলদায়ক কার্য্যানুষ্ঠান কালে ফলসিদ্ধিতে হর্ষ এবং ফল প্রাপ্ত না হইলে যেন বিষাদ উপস্থিত না হয়, কেবল ঈশ্বরারাধন-বুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মকে যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইল। যোগ শব্দের এই বৈষম্য রূপ আশঙ্কা নিরাকরণার্থই এখানে ভগবান্ কহিলেন, যে ফলের লাভে সুখ ও অলাভে দুঃখ এতদুভয়াবস্থারই অভাব অর্থাৎ হর্ষ, বিষাদের সমতার নামই যোগ। যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ হর্ষ বিষাদের সমতা পূর্ব্বক তুমি কর্ম্মানুষ্ঠান কর॥ ৪৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। যৎ পুনঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মোক্তং এতস্মাৎ কর্ম্মণঃ দূরেণেতি। দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ অত্যন্তমেব হ্যবরমধমং নিকৃষ্টং কর্ম্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্ম্মণো-জন্মমরণাদিহেতুত্বাৎ হে ধনঞ্জয়, যতএবং ততঃ যোগবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎ-পরিপাকজায়াং বা সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণমাশ্রয়মভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব পরমার্থজ্ঞানশরণোভবেত্যর্থঃ যতোবরং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণা প্রযুক্তাঃ সন্তঃ যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সকৃপণইতি শ্রুতেঃ॥ ৪৯॥

স্বামিকৃত টীকা। কাম্যন্তু কর্ম্মাতিনিকৃষ্টমিত্যাহ দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা তস্মাৎ সকাশাদন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণা বরমত্যন্তমপকৃষ্টং হি যস্মাদেবং তস্মাদ্বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ, যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ, ফলহেতবস্তু সকামাঃ নরাঃ কৃপণা দীনাঃ, যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সকৃপণ ইতি শ্রুতেঃ॥ ৪৯॥

কাম্য কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে নিতান্ত নিকৃষ্ট। তুমি পরমাত্ম-বুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের ইচ্ছা কর। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষী, সে কৃপণ॥ ৪৯॥

গীঃ সঃ। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নাম বুদ্ধিযোগ। কাম্য কর্ম্ম, জন্ম-

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়!
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯॥

মরণ রূপ ফলবিড়ম্বনা বশতঃ নিষ্কাম কর্ম্মাপেক্ষা অত্যন্ত অধম। বুদ্ধিযোগ পরমাত্ম-বিষয়ক, এই জন্য কর্ম্মযোগ তদপেক্ষা অধম। পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধি দ্বারা সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়। অতএব তুমি নিষ্পাপচিত্তে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অভিলাষী হও। যাহারা স্বর্গাদি ফল-কামী, তাহারা জন্ম মরণ রূপ চক্রে সদাই ভ্রাম্যমান থাকিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শ্রুতি বলিতেছেনঃ— "যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ" হে গার্গি! যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অক্ষয় পরমাত্মাকে না জানিয়া লোকান্তরে গমন করে, সে কৃপণ। লোক সমাজে যাহারা কৃপণ, তাহারা অতিকষ্টে অর্থোপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু নিজসুখ-ভোগার্থ একটি পয়সাও ব্যয় করিতে পারেনা। তাহাদের ধনোপার্জ্জন কেবল কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। ফলকামী ব্যক্তিগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্ম-সাধন দ্বারা সামান্য স্বর্গাদি ফল লাভ করে মাত্র, কিন্তু ফল লাভের সামান্য স্নেহ মাত্র পরিত্যাগ করিতে পারিলেই তাহারা পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। সামান্য ফল লাভের লোভ ছাড়িতে পারেনা বলিয়াই ভগবান্ সকাম পুরুষ গণকে "কৃপণ" বলিয়াছেন॥ ৪৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ সন্ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ যৎ প্রাপ্নোতি তচ্ছৃণু বুদ্ধিতি। বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্বকর্ম্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তোবুদ্ধিযুক্তঃ সজহাতি পরিত্যজতি ইহাস্মিন্ লোকে উভে সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞান প্রাপ্তিদ্বারেণ যতঃ তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধি যোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব যোগোহি কর্ম্মসু কৌশলং স্বধর্ম্মার্থোষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্য যা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পি তচেতস্বয়া তৎ কৌশলং কুশলভাবস্তদ্ধি কৌশলং যদ্বন্ধনস্বভাবান্যপি কর্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবাৎ নিবর্ত্তন্তে তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তোভব ত্বং॥ ৫০

স্বামিকৃত টীকা। বুদ্ধিযোগযুক্তস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদি প্রাপকং দুষ্কৃতং নিরয়াদি প্রাপকং তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বর প্রসাদেন ত্যজ্যেতে তস্মাত্তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব যতঃ কর্ম্মসু যৎকৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদক চাতুর্য্যং সএব যোগঃ॥ ৫০॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং ॥৫০

বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ইহলোকেই পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন। অতএব সমত্ব বুদ্ধি রূপ যোগের নিমিত্ত তুমি নিষ্ঠাবান্ হও। কেননা কর্ম্ম সকলের মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম কৌশলই প্রকৃত যোগ ॥ ৫০ ॥

গীঃ সঃ। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি রূপ কর্ম্মজাল বন্ধনের কারণ। এই জন্য সকাম পুরুষ গণ সুখ দুঃখ রূপ বিষম জালে আবদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভে বঞ্চিত হন। তুমি সাবধান হইয়া সমত্ব রূপ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। কেননা কর্ম্ম সকল বন্ধনের কারণ হইলেও যিনি নিষ্কাম ভাবে তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার মুক্তিসাধনের সহায়তা করিয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ স্বয়ং কর্ম্মরূপ হইয়াও সজাতীয় দুষ্ট কর্ম্মরাশির মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই কর্ম্মযোগই পরম কুশল। কিন্তু হে অর্জ্জুন! তুমি চেতন রূপ হইয়াও নিজ সজাতীয় দুর্য্যোধনাদি দুষ্ট কুলকে নষ্ট করিতে পারিতেছনা। অতএব তোমার কুশল কোথায়? ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাৎ কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্তেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ইষ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিঃ কর্ম্মজং ফলং কর্ম্মভ্যোজাতং বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তোহি যস্মাৎ ফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মনীষিণো জ্ঞানিনোভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ জন্মৈব বন্ধোজন্মবন্ধস্তেন বিনির্ম্মুক্তাঃ জীবন্ত এব জন্মবন্ধাৎ বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ পদং পরমংবিষ্ণোর্ম্মোগাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ। অথ বা বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়েত্যারভ্য পরমার্থদর্শনলক্ষণৈব সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়া কর্ম্মযোগজা সত্ত্বশুদ্ধির্ন্দর্শিতা সাক্ষাৎ সুকৃতদুষ্কৃতপ্রহাণাদিহেতুত্বশ্রবণাৎ ॥ ৫১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনোভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫৯ ॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধিযোগ পরায়ণ পুরুষ গণ কর্ম্মজনিত ফলত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারবান্ হয়েন এবং জন্ম রূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

গীঃ সঃ। বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ পুরুষ গণ ফলকামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরারাধনা নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইলে তত্ত্বমসি আদি বাক্যে আত্মাকার বুদ্ধির উদয় হয়। ঈদৃশ অধিকারী পুরুষ জন্মরূপ বন্ধন হইতে প্রমুক্ত হইয়া অবিদ্যারূপ রোগ ও নানা বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইয়া পরমানন্দ পরম ব্রহ্ম রূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই মুক্তিপদকেই শাস্ত্রে বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্জ্জুন ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন " যঃ শ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে "। ইহাতে অর্জ্জুনের মুক্তি ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, মুক্তির নিমিত্ত তুমি এই প্রকার যোগ সাধন কর॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যোগানুষ্ঠান জনিত সত্ত্বশুদ্ধিজা বুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্স্যত ইত্যুচ্যতে যদেতি যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যং যেনাত্মানাত্ম-বিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ত্ততে তত্তে তব বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি অতিশুদ্ধভাবমাপৎস্যতইত্যর্থঃ, তদা তস্মিন্ কালে গন্তাসি প্রাপ্স্যসি নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ, তদা শ্রোতব্যং শ্রুতঞ্চ তে নিষ্ফলং প্রতিপদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কদাহং তৎপদং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি দ্বাভ্যাং। মোহোদেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধি স্তদেব কলিলং গহনং বিচ্ছুরিত্যভিধানকোষঃস্মৃতঃতত্শ্চায়মর্থঃ এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দ্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতি তরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

যে সময়ে তোমার অন্তঃকরণ অবিবেক রূপ কলুষ পরিত্যাগ করিবে, সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্ম্মফলে বৈরাগ্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে॥ ৫২ ॥

গীঃ সঃ। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে ২ কতকালে বিষ্ণুপদ লাভ হইবে, এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যে ইহার কাল নিরূপিত নাই। নিষ্কাম কার্য্য করিতে ২ যখন তোমার মনে অহংমমেতি অভিমান রূপ অবিবেকান্ধকার থাকিবেনা, অর্থাৎ যখন রজঃ ও তমোগুণ রূপ কালিমা তোমার মন হইতে অন্তর্হিত ও শুদ্ধ সত্বভাব অভ্যুদিত হইবে, সেই সময়ে কর্ম্মফল-তৃষ্ণার বৈরাগ্য উদয় হইবে। তখন স্বর্গাদি ফল মিথ্যাবোধে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ"

ব্রহ্ম লাভেচ্ছু অধিকারী ব্যক্তি কর্ম্মজাল-বিরচিত স্বর্গাদি লোক সমূহকে অনিত্য দুঃখ রূপ জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। অশুদ্ধ অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের আদৌ উদয়ই হয় না। বিষয় সুখে দোষ দৃষ্টি করিতে পারিলেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয়। এই রূপ বৈরাগ্য হইলেই নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিবে। বিষয় বৈরাগ্য-বিহীন চিত্ত অতীব মলিন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥ ৫২ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যং। মোহকলিলাত্যয়দ্বারেণ লব্ধাত্মবিবেকজপ্রজ্ঞঃ কদা কর্ম্মযোগজং ফলং পরমার্থযোগমবাপ্স্যামীতি চেৎ তচ্ছৃণু শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেতি। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধ প্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না নানা প্রতিপন্না অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্তশাস্ত্রস্যেত্যর্থঃ; শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা যস্মিন্ কালে স্থাস্যতি স্থিরীভূতা ভবিষ্যতি নিশ্চলা বিক্ষেপচলনবর্জ্জিতা সতী সমাধৌ সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাত্মা তস্মিন্নাত্মনীত্যেতদচলা তত্রাপি বিকল্পবর্জ্জিতেত্যেতদ্বুদ্ধিরন্তঃকরণং, তদা তস্মিন্ কালে-যোগমবাপ্স্যসি বিবেক প্রজ্ঞাং সমাধিং প্রাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নামালৌকিক বৈদিকার্থ শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধি র্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি, সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈ-রনাকৃষ্টা অতএবাচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

ইতি পূর্ব্বে নানা ফলের কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি অতিশয় সংশয়-যুক্ত হইয়া রহিয়াছে, যখন এই বুদ্ধি পরমাত্মাতে নিশ্চল হইয়া স্থিতি করিবে, সেই সময়ে তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে ॥ ৫৩ ॥

গীঃ সঃ। স্বর্গাদি ফল শ্রুতিজন্য চিত্তে নানা প্রকার বিক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় অর্জ্জুনের বুদ্ধি সিদ্ধান্তানুগামিনী হইতে পারিতেছে না, তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে স্বর্গাদি বিষয়ের দোষ দর্শনে যখন তোমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত একাগ্র হইয়া পরমাত্মায় সমাধি করিবে, যখন জাগ্রত, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই তোমার চিত্ত বিষয়াগ্রহ-শূন্য হইবে, তখনই তোমার জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধি উদয় হইবে ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জ্জুনউবাচ লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞস্য লক্ষণবুভুৎসয়া, স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞস্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা কিং ভাষণং বচনং কথমসৌ পরৈর্ভাষ্যতে সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য কেশব স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞশ্চ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং কিম্ভাষণং ব্রজনং বা তস্য কিং কথমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বামি কৃত টীকা। পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা, ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ, স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ, তথা

অর্জ্জুন উবাচ। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং॥ ৫৪ ॥

স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি! তিনি কিরূপ কথা কহেন? কি প্রকার বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন ও কোন্ বিষয়ই বা লাভ করেন? ॥ ৫৪ ॥

গীঃ সঃ। "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার স্থিরবুদ্ধি পুরুষকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ দুই প্রকার। ১ম, যিনি সমাধিস্থ; ২য়, যিনি সমাধি হইতে উত্তীর্ণ ও উত্থিত হইয়া মনোযুক্ত হয়েন। এই জন্য অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের সাধারণ লক্ষণ জিজ্ঞাসা না করিয়া "সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের" বিশেষ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে সমাধি হইতে উত্থিত হইলে চিত্তযুক্ত দ্বিতীয়াবস্থাপন্ন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ স্তুতি নিন্দায় হর্ষ বিষাদাদিযুক্ত হইয়া অথবা অন্য কোন ভাবে কথাবার্ত্তা কহেন, ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। ঈদৃশ ব্যুত্থিত যোগী চিত্তের শান্তির জন্য বাহেন্দ্রিয়াদির কিরূপ নিগ্রহই বা করিয়া থাকেন ইহাই তৃতীয় প্রশ্ন। আর তিনি যতক্ষণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি না করেন, ততক্ষণ কিরূপ বিষয়েইবা বিলীন থাকেন, ইহাই অর্জ্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন। সাধারণ লোকের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের কি বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাই জানিবার জন্য অর্জ্জুন সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে একটি ও ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী; সর্ব্বান্তর্যামী ভিন্ন এ রহস্য কে বলিবে! এই জন্য অর্জ্জুন "কেশব" এই পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছতি, যোহ্যাদিত এব সংন্যস্য কর্ম্মাণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তোযশ্চ কর্ম্মযোগেন তয়োঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি, প্রজহাতীত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং সাধনঞ্চোপদিশ্যতে সর্ব্বত্রৈব হ্যধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি ভবন্তি তানি শ্রীভগবানুবাচ, প্রজহাতীতি। প্রজহাতি প্রকর্ষেণ জহাতি

শ্রীভগবানুবাচ। প্রজহাতি যদা কামান্—
সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।

পরিত্যজতি যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বান্ সমস্তান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ! মনোগতান্ মনসি প্রবিষ্টান্ হৃদি প্রবিষ্টান্ সর্ব্বকামপরিত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাচ্ছরীরধারণনিমিত্তশেষে চ সত্যুন্মত্ত প্রমত্তস্যেব প্রবৃত্তিঃ প্রাপ্তেত্যত-উচ্যতে আত্মনি এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপএবাত্মনা স্বেনৈব বাহ্যলাভনিরপেক্ষস্তুষ্টঃ পরমার্থদর্শনামৃতরসলাভেনান্যস্মাদলং প্রত্যয়বান্ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞোবিদ্বাংস্তদোচ্যতে ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণঃ সংন্যাসী আত্মারামঃ আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ-ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষ্যস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেবান্তরঙ্গানি জ্ঞানসাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তি, তত্র প্রথম প্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাং। মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি ত্যাগে হেতুমাহ আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপ আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাং স্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যে সময়ে সমাধিস্থ পুরুষ নিজচিত্তনিহিত সমস্ত কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাতেই আত্মার তৃপ্তি সাধন করেন, সেই সময়েই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে উক্ত হয়েন ॥ ৫৫ ॥

গীঃ সঃ। কামনা সংকল্পাদি মনেরই ধর্ম্ম, এতাবৎকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করা বিষম ভ্রম। এ সকল আত্মার ধর্ম্ম হইলে অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, নিত্য বিদ্যমান্ থাকিত, কদাপি নিবৃত্ত হইতনা। অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে যেমন উষ্ণতার অভাব হওয়া সম্ভব নহে, তদ্রূপ আত্মা বিদ্যমান্ থাকিতে কামাদি (যদি আত্মার ধর্ম্ম হইত) নিবৃত্ত হইবে কিরূপে! এতদ্দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত " বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই আটটি আত্মার ধর্ম্ম " এ মতও খণ্ডিত হইল। সমাধি-

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

কালে মনের বিলয় হয়, তাহার সঙ্গে ২ কামনাদি মনের ধর্ম্ম আপনা-আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। সমাধিস্থ ব্যক্তির মুখ প্রভাযুক্ত ও প্রসন্ন দৃষ্ট হয়, তাঁহার অন্তরে ২ সন্তোষ না থাকিলে এরূপ প্রসন্ন ভাব হইবে কেন? এবং সন্তোষ থাকিলে মনোবৃত্তির নাশ হইল কৈ? এই শঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! সমাধিস্থ পুরুষ পরমানন্দ স্বরূপ স্বপ্রকাশ চৈতন্য রূপ আত্মাতেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া প্রসন্ন থাকেন, তিনি মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত কোন পদার্থ জন্য সন্তোষ লাভ করেন না। শ্রুতি বলিতেছেন—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথমর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"॥

ইহার মনোগত কাম সংকল্পাদি যখন নিঃশেষ হইয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই সময় জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই দেহেই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করে। কামনার সম্পূর্ণাভাব ও আত্মানন্দ উপভোগই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ দুঃখেম্বিতি। দুঃখেম্বাধ্যাত্মিকাদিষু প্রাপ্তেষু নোদ্বিগ্নং ন প্রক্ষুভিতং দুঃখপ্রাপ্তৌ মনোযস্য সোয়মনুদ্বিগ্নমনাঃ তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য নাগ্নিরিবেন্ধনাদ্যাধানে স্পৃহানামুবৰ্দ্ধতে স বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ বীতা-বিগতারাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ স বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতপ্রজ্ঞোমুনিঃ সন্ন্যাসী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ দুঃখেম্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষ্বপি অনুদ্বিগ্ন-মক্ষুভিতং মনোযস্য সঃ সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুর্ব্বীতা অপগতারাগ ভয়ক্রোধা যস্মাৎ, তত্র রাগঃ প্রীতিঃ, স মুনিঃ, স্থিতধী-রুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যাঁহার চিত্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয় সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ, ভয়, ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৬ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

গীঃ সঃ। এখানে সমাধি হইতে উত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্ভাষণ, আসন ও গমন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে। দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শোক মোহাদি জনিত মানসিক এবং জ্বর শূলাদি ব্যাধি জনিত শারীরিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। ব্যাঘ্র, সর্প বৃশ্চিকাদি জনিত দুঃখ আধিভৌতিক দুঃখ বলিয়া কথিত হয়। এবং অতিবায়ু, অতিবৃষ্টি, অগ্নি আদি জনিত দুঃখের নাম আধিদৈবিক দুঃখ। পাপ-কলুষিত চিত্ত অবিবেকীর কর্ম্মদোষে এই সকল সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। কোন মনুষ্যেরই শরীর কেবল পাপ বা কেবল পুণ্যে বিরচিত হয় নাই। যোগিগণের শরীর ও পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফলে উৎপন্ন। কিন্তু সাধারণ লোকে দুষ্প্রারব্ধ জন্য দুঃখ ভোগে যেমন উদ্বেজিত বা বিকল-চিত্ত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ না হইয়া ধৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্য করিয়া থাকেন। দুঃখ রূপ ভ্রম-বুদ্ধি অজ্ঞান-জনিত। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় দুঃখ রূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। সুখও আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তিন প্রকার। প্রিয় বস্তু চিন্তা ও পাণ্ডিত্যাদি অভিমান জনিত সুখের নাম আধ্যাত্মিক সুখ। স্ত্রীপুত্র মিত্রাদি হইতে প্রাপ্ত সুখকে আধিভৌতিক সুখ কহে। বসন্ত বায়ু সেবনাদি জনিত সুখকে আধিদৈবিক সুখ বলা যায়। সুখ লাভ পুণ্য কর্ম্মের ফল। স্থিতপ্রজ্ঞ নিষ্কাম, সুতরাং কর্ম্মজনিত সুখের ইচ্ছা তাঁহার থাকে না। যাঁহার চিত্তবৃত্তি অন্তর্নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রিয়বস্তুতে অনুরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়। যাঁহার চিত্ত সকলকেই আনন্দ ব্রহ্ম রূপেই দর্শন করিতেছে, কাহাকে দেখিয়া তাঁহার ভয় উদ্রেক হইবে। যিনি সকলকেই আত্মবৎ মনে করিয়া থাকেন, তিনি কি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন? এই জন্য রাগ, ভয়, ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞের অন্তঃকরণে আদৌ স্থান পায় না। তিনি শিষ্যকে উপদেশ কালে নিরুদ্বিগ্নতা, নিস্পৃহতা, রাগ, ভয়, ক্রোধাদি বিহীনতা রূপ সাধুভাব পূর্ণ কথাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ যঃ সর্ব্বত্রেতি। যোমুনিঃ সর্ব্বত্র দেহজীবিতাদিষ্বপ্যনভিস্নেহঃ স্নেহবর্জ্জিতঃ তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং তত্তচ্ছুভমশুভং বা

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

লব্ধা নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি শুভং প্রাপ্য ন তুষ্যতি ন হৃষ্যত্যশুভঞ্চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ইত্যর্থঃ, তস্যৈবং, হর্ষবিষাদবর্জ্জিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥ ৫৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কথং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রামিত্রাদিদপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

যাঁহার দেহাদি পদার্থে আদৌ স্নেহ নাই, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে যিনি প্রশংসা বা দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭ ॥

গীঃ সঃ। যিনি সদাই আত্মাতে রমণ করিয়া থাকেন, তিনি নিজ দেহ বা পুত্র পরিবার আত্মীয়াদির দেহ প্রভৃতি অনাত্ম বস্তুতে স্নেহযুক্ত হয়েন না। দেহের সংযোগ বা বিয়োগে, জন্ম বা মরণে তাঁহার হর্ষ বা বিষাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানী পুরুষ গণ যেমন পুণ্য কর্ম্মরূপ প্রারব্ধ জনিত রূপসী স্ত্রী, বিপুল ঐশ্বর্য্যাদি সুখ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়, এবং দুষ্প্রারব্ধ বশাৎ কোন দুর্ব্বিপত্তি সমাগত হইলে সেই অবস্থায় কুৎসা কীর্ত্তন করিতে থাকে, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ তাদৃশ সুখ লাভে আনন্দ বা দুঃখ সমাগমে সন্তোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন না অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন। এই রূপ অবস্থা হইলে মননশীল মহাত্মার প্রজ্ঞা আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৫৭ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যং। কিঞ্চ যদা সংহরতইতি। যদা সংহরতে সম্যক্ উপসংহরতে চায়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তোযতিঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ যথা কূর্ম্মোভয়াৎ স্বান্যঙ্গান্যুপসংহরতি সর্ব্বতঃ এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহরতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুক্তার্থং বাক্যং ॥ ৫৮ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

স্বামি কৃত টীকা। কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ ॥ ৫৮॥

কূর্ম্ম যেমন নিজ শিরঃ পাদাদি অঙ্গের সঙ্কোচ করিয়া লয়, সেই রূপ যখন মহাত্মা পুরুষ নিজ ইন্দ্রিয় গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৮ ॥

গীঃ সঃ। আত্মাতে রতি করিতে ইচ্ছা হইলেই মনকে অন্তর্বৃত্তিশীল করিতে হয়। মন অন্তর্ম্মুখীন হইলেই ইন্দ্রিয় সকল রূপ রসাদি গ্রহণ কবিতে পারে না। কেননা মনের সাহায্য ভিন্ন ইন্দ্রিয় সকল স্বয়ং কার্য্য করিতে অসমর্থ। চিত্তের বহির্বৃত্তি-শীলতা নষ্ট হইলেই মহাত্মা পুরুষের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। (কিমাসীত) এই প্রশ্নের উত্তর ছয় শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে ॥ ৫৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র বিষয়াননাহরত আতুরস্যাপি ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তন্তে কূর্ম্মাঙ্গানীব সংহ্রিয়ন্তে ন তু তদ্বিষয়োরাগঃ সকথং সংহ্রিয়ত ইত্যুচ্যতে, বিষয়াইতি যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানীন্দ্রিয়াণ্যথবা বিষয়া এব নিরাহারস্য অনাহ্রিয়মাণবিষয়স্য দেহিনঃ কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্যাপি নিবর্ত্তন্তে দেহিনোদেহবতঃ রসবর্জ্জং রসোরাগোবিষয়েষু যঃ তং বর্জ্জয়িত্বা রসশব্দোরাগে প্রসিদ্ধঃ স্বচ্ছন্দতঃ স্বরসেন প্রবৃত্তোরসিকোরসজ্ঞইত্যাদিদর্শনাৎ সোপি রসোরঞ্জনরূপঃ সূক্ষ্মোঽস্য যতঃ পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্মদৃষ্টোপলভ্যাহমেব তদিতি বর্ত্তমানস্য নিবর্ত্ততে নির্বীজং বিষয়বিজ্ঞানং সংপদ্যতে ইত্যর্থঃ নাসতি সম্যগ্‌দর্শনে রসস্য উচ্ছেদস্তস্মাৎ সম্যগ্‌দর্শনাত্মিকায়াঃ স্থৈর্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্বু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাত্তত্রাহ বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয় গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শোবিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসোরাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জ্জং অভিলাষশ্চ ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শোনিবর্ত্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ কিন্তু রসবর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ, শেষং সমানং ॥ ৫৯ ॥

ইন্দ্রিয় গণের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পীড়িত ব্যক্তিরও শব্দাদিগ্রহ-শক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু তত্তদ্বিষয়-বাসনার শেষ হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা সে বাসনা পর্য্যন্তও নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥৫৯॥

গীঃ সঃ। রোগীরও ইন্দ্রিয় বিকলতা প্রযুক্ত শব্দাদিগ্রহ শক্তির হানি হয়। রোগী ও স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা পাছে অর্জ্জুন একই রূপ মনে করেন, ভগবান তজ্জন্য এতৎশ্লোকের অবতারণা করিলেন। রোগীগণ দেহাভিমানযুক্ত, সুতরাং মূঢ়। তাহাদিগের "ইন্দ্রিয়" শব্দাদি গ্রহে অসমথ হইলেও তাহাদিগের "মন" তত্তদ্গ্রহণে পিপাসু থাকে। কেননা দেহাভিমানী অজ্ঞানীর চিত্ত অন্তর্ম্মুখীন নহে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্ত পরম ব্রহ্মে সমাহিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির সেবায় আর ধাবিত হয় না! তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি কেবল নিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে, তাঁহার মনঃপ্রাণ পরমানন্দ-রসে নিমগ্ন হওয়ায় বাহ্য বিষয়ের কিছুমাত্র বাসনা থাকেনা ॥ ৫৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সম্যগ্দর্শনলক্ষণং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং চিকীর্ষতা আদাবিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি যস্মাত্তদনবস্থাপনে দোষমাহ যততইতি।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥

যততঃ প্রযত্নং কুর্ব্বতোপি হি যস্মাৎ অপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতো-মেধাবিনোপীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি বিষয়াভিমুখং হি পুরুষং বিক্ষোভয়ন্ত্যাকুলীকুর্ব্বন্ত্যাকুলীকৃত্য চ হরন্তি প্রসভং প্রসহ্য প্রকাশমেব পশ্যতোবিবেকবিজ্ঞানযুক্তং মনোযতস্তস্মাৎ॥৬০॥

স্বামিকৃত টীকা। ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ যততোহপীতি দ্বাভ্যাং। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোহপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকানীত্যর্থঃ॥ ৬০॥

হে কৌন্তেয়! বলবান্ ইন্দ্রিয় গণ অতিযত্নশীল বিবেকী পুরুষগণের মনকেও বল পূর্ব্বক বিকারযুক্ত করিয়া দেয়॥ ৬০॥

গীঃ সঃ। বিবেকী গণ সর্ব্বদা বিষয়ের দোষদর্শন দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আনেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা এমনই প্রবল ও পরাক্রমশালী, যে বিবেকশক্তির পরাভব করিয়া মনকে বিকারের মহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সাধারণ অবিবেকী গণের উপর ইন্দ্রিয় গণের যে কি ভয়ানক দুর্দ্দম্য আধিপত্য, তাহাতো কাহারও অগোচর নাই॥ ৬০॥

শাঙ্করভাষ্যং। তানীতি। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ন্যাসী মৎপরোহয়ং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্ম-পরো-যস্য স মৎপরঃ নান্যোহহং তস্মাদিত্যাসীতেত্যর্থঃ, এবমাসীনস্য যতের্ব্বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি বর্ত্তন্তে অভ্যাসবশাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তোযোগী তানীন্দ্রিয়ানি সংযম্য মৎপরঃ সন্নাসীত যস্য বশে বশবর্ত্তীনীন্দ্রিয়াণি এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরং ভবতি॥ ৬১॥

আমার অনন্যভক্ত ব্যক্তি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

সংযম করিয়া নিগৃহীতচিত্ত হয়েন। যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১ ॥

গীঃ সঃ। যদিও ইন্দ্রিয়গণ অতীব বলবান্ ও দুর্জ্জয়, কিন্তু যিনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপী বাসুদেবের একান্ত ভক্ত, তাঁহার হৃদয়ের সামর্থ্য ও বিবেকের তীব্রতা অতীব অপরিমেয়, এজন্য তিনি ইন্দ্রিয় বর্গের বিপুল বল মর্দ্দন করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা কেবল নিজনিজ বিবেক, বিচার, বিজ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে চাহেন, বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদেরই বিবেক বলকে বিমর্দ্দিত করিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্-ভক্তি-পরায়ণ, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করে। ভগবানের শরণাগত ব্যক্তি স্বয়ং অতি দুর্ব্বল হইলেও ভগবান্ তাঁহার কামনা-সিদ্ধির সহায়তা করেন।

" জো জাকো শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছ্লি চলে বহ যায় গজরাজ ॥ "

যে যাহার শরণাগত হয়, সে তাহার লজ্জা রক্ষা করে। (দৃষ্টান্তস্থলে বলিতেছেন) যেমন ক্ষুদ্র ২ মৎস্য গুলি খরতর স্রোতস্বতীর তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে সন্তরণ দিতে থাকে, কিন্তু বলিষ্ঠ গজরাজ সেই নদী পার হইবার সময় কত দূরে ভাসিয়া যায়। মৎস্য জলের আশ্রিত—শরণাগত, তজ্জন্য স্রোতের তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে যাইতে পারে, কিন্তু হস্তী নিজবলে যাইতে চায় বলিয়া, দূরে ভাসিয়া যায়। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তিবলে যে অপরিসীম শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, নিজ চেষ্টায় তাহার কণার্দ্ধও হইবার সম্ভাবনা নাই! ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির বিঘ্নবাধা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। " ন বাসুদেব ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ " বাসুদেব পরায়ণ ব্যক্তির কোন অমঙ্গলই থাকেনা। আবার ইহাও দৃষ্ট হয় যে, প্রতিদ্বন্দীদ্বয়ের একপক্ষ যদি কোন বিপুল পরাক্রান্ত মহারাজার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপর পক্ষ অগত্যাই বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয় গণ যখন দেখে জীব নিজ কুশল কল্যাণ কামনায় সর্ব্বশক্তিমান্ অন্তর্যামী পুরুষের

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

শরণাগত হইয়াছে, তখন তাহারা সহজেই সঙ্কুচিত, ভীত ও বশীভূত হইয়া আসে। এইরূপে ভক্তিমান্ ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েন ॥ ৬১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং পরাভবিষ্যতঃ সর্ব্বানর্থমূলমিদমুচ্যতে ধ্যায়তইতি। ধ্যায়তশ্চিন্তয়তোবিষয়ান্ শব্দাদিবিষয়বিশেষান্ আলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গ আসক্তিঃ প্রীতিঃ তেষু বিষয়েষু পজায়তে উৎপদ্যতে সঙ্গাৎ প্রীতিঃ সংজায়তে সমুৎ পদ্যতে কামঃ তৃষ্ণা তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহোহবিবেকঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিভ্রমঃ ভবতীতি সংবধ্যতে ক্রুদ্ধোহি সংমূঢ়ঃ সনগুরুমপ্যাক্রোশতি সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাদ্বিভ্রমোভ্রংশঃ স্মৃত্যুৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তৌ অনুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতিভ্রংশাত্ত বুদ্ধের্নাশঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকাযোগ্যতা অন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশ উচ্যতে বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি তাবদেব হি পুরুষোযাবদন্তঃকরণং তদীয়ং কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকযোগ্যং, তদযোগ্যত্বে নষ্টএব পুরুষোভবত্যতঃ তস্যান্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশাৎ প্রণশ্যতি পুরুষার্থাযোগ্যোভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাং। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গআসক্তির্ভবতি আসক্ত্যার্থঃ তেম্বধিকঃ কামোভবতি কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্য বিবেকাভাবঃ ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতের্ব্বিভ্রমোবিচলনং ভ্রংশঃ ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়ানাশঃ বৃক্ষাদিষ্বিবাভিভবঃ ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যোভবতি॥৬৩

মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তা করিতে ২ মনুষ্যের আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনা ও কামনা হইতে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইতে সম্মোহ, এবং সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম জন্মিয়া থাকে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে॥৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥৬৩॥

স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই মনুষ্য স্বয়ং বিনষ্ট হয়॥ ৬২। ৬৩॥

গীঃ সঃ। শ্রোত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ করিয়াও যদি মনেং কেহ শব্দাদি বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে বিষয়ের আসক্তি অর্থাৎ তাহা পাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়। তাহা হইলেই, উহা কবে পাইব, কোথায় পাইব কিরূপে পাইব, এইরূপ তৃষ্ণা বা কামনা জন্মে। যদি কেহ এই কামনাসিদ্ধির বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বোধ থাকে না। সুতরাং মোহ উপস্থিত হয়। মোহাচ্ছন্ন পুরুষের গুরু বা শাস্ত্রোপদিষ্ট অর্থানুসন্ধান রূপ স্মৃতির ভ্রম হয়। এই রূপে স্মৃতি বিভ্রম হইলেই অদ্বিতীয় আত্মাকারাকারিত বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ বিপর্য্যয় দশা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম বুদ্ধি-বিহীন পুরুষ অমৃতত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুর করাল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। মন এবং ইন্দ্রিয় উভয় নিগ্রহ না করিতে পারিলে মনুষ্যের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যদিও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন বিষয় গ্রহণ করিতে থাকে সত্য; কিন্তু মনের কামনা উদয় না হইলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে লিপ্ত হয় না॥ ৬২। ৬৩॥

শাঙ্করভাষ্যং। সর্ব্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানমথেদানীং মোক্ষকারণমিদমুচ্যতে রাগদ্বেষেতি। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ তৎপুরঃসরা হীন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তত্র যোমুমুক্ষুর্ভবতি স তাভ্যাং বিমুক্তৈঃ শ্রোত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ানবর্জ্জনীয়াংশ্চরন্নুপলভমানঃ আত্মবশ্যৈরাত্মনোবশ্যানি বশীভূতানি তৈরাত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মেচ্ছাতোবিধেয়আত্মান্তঃকরণং যস্য সোয়ং প্রসাদমধিগচ্ছতি প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যং॥৬৪

স্বামিকৃত টীকা। নম্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণ স্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

রাগদ্বেষ ইতি শ্বাভ্যাং। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ আত্মেতি। আত্মনোমনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনোস্যেতি, অনেনৈব কথং ব্রজেতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ গচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

যাঁহারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা রাগদ্বেষাদি-বর্জ্জিত। নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ ইন্দ্রিয় গণ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

গীঃ সঃ। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া মনের নিগ্রহ না করিলে যে কি দোষ হয়, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে মন নিগৃহীত হইলে পর বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও যে কোন দোষ হয় না, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনোক্ত (কিং ব্রজেত) এই চতুর্থপ্রশ্নের উত্তর এই শ্লোক হইতে আটটি শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বাহ্য ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইলেও মনের বিষয়-চিন্তা সত্ত্বে চিত্তশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যিনি চিত্তকে বশীভূত করিয়া রাগদ্বেষাদি শূন্য হইতে পারিয়াছেন, মনের অধীন ইন্দ্রিয় গণকে বশীভূত করিতে তাঁহার আর বাকি রহিল কৈ? ইন্দ্রিয়গণের রাজা মন যাঁহার বশীভূত, ইন্দ্রিয়গণ অগত্যাই তাঁহার অবিরোধী। নিগৃহীত চিত্তের ইন্দ্রিয় সকল শাস্ত্র-বিহিত শব্দাদি ভিন্ন অন্যান্য ব্যর্থ বিষয়-গ্রহে তৎপর হয়না। ইন্দ্রিয় গণের এইরূপ বিশুদ্ধ ব্যাপার চিত্তের নির্ম্মলতাই বৃদ্ধি করে ও এইরূপ নিগৃহীতচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের গতি আত্মপ্রসাদের দিকেই বেগবতী হয় ॥ ৬৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যুচ্যতে প্রসাদইতি। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং আধ্যাত্মিকাদীনাং হানির্বিনাশোঽস্য যতেরুপজায়তে কিঞ্চ প্রসন্নচেতসঃ স্বচ্ছান্তঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে আকাশ-

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

মিব পরি সমন্তাৎ অবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ, এবং প্রসন্নচেতসোঽবস্থিতবুদ্ধেঃ কৃতকৃত্যতা যতস্তস্মাদ্রাগদ্বেষবিমুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধেষবর্জ্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

এইরূপ প্রসাদ লাভ করিলে সমস্ত দুঃখের শান্তি হয় এবং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬৫ ॥

গীঃ সঃ। চিত্ত নির্ম্মল হইলে সকল বস্তুরই প্রকৃত প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়। যাহা সত্য, যাহা মিথ্যা, যাহা হিতকারী, যাহা অপকারী, চিত্ত তখন এ সমস্তই উত্তম রূপে বুঝিতে পারে। যাহা দুঃখকর অথবা সুখকর, তাহাও চিত্তের বুঝিবার বাকি থাকে না। মলিনচিত্ত ব্যক্তি অনেক দুঃখকর বিষয়কে সুখের সামগ্রী বোধে গ্রহণ করিয়া অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। নির্ম্মল চিত্ত ব্যক্তির এরূপ ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এজন্য কোন প্রকার দুঃখ তাঁহাকে আশ্রয় করে না। নির্ম্মল চেতার ব্রহ্মবোধিনী বুদ্ধি মায়িক পদার্থমাত্রেই অনভিরুচি বশতঃ আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে ॥ ৬৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সেয়ং প্রসন্নতা স্তূয়তে নাস্তীতি। নাস্তি ন বিদ্যতে ন ভবতীত্যর্থঃ বুদ্ধিরাত্মস্বরূপবিষয়া অযুক্তস্যাসমাহিতান্তঃকরণস্য ন চাযুক্তস্যেতি ন চাস্য অযুক্তস্য ভাবনা আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ তথা চ নাস্ত্য ভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ শান্তিরুপশমোন বিদ্যতে অশান্তস্য কুতঃ সুখং ইন্দ্রিয়াণাং হি বিষয়সেবাতৃষ্ণাতোনিবৃত্তির্যৎ তৎসুখং, ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা, দুঃখমেব হি সা, ন তৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমাত্রমপি উৎপদ্যতইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতা সাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রা-

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং ॥ ৬৬ ॥

চার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ। প্রত্যুত নোৎপদ্যতে কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠা বার্ত্তা ইত্যত্রাহ নচেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। নচাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিরাত্মনি চিত্তোপরমঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

যিনি আপনার চিত্তকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার বুদ্ধি নাই ও ভাবনাও নাই। ভাবনা-শূন্য ব্যক্তির শান্তিও নাই। শান্তি-বিহীন পুরুষের সুখ কোথায়? ॥ ৬৬ ॥

গীঃ সঃ। মনকে জয় করিতে না পারিলে শ্রবণ, মনন রূপ বেদান্ত-বিচার দ্বারা আত্ম-বোধিনী বুদ্ধির উদয় হয় না। যাঁহার ঈদৃশী বুদ্ধি নাই, তাঁহার নিদিধ্যাসন রূপ ভাবনারও সম্ভাবনা নাই। সেই নিদিধ্যাস শূন্য ব্যক্তির অবিদ্যারোধক তত্ত্বমসি আদি বেদান্ত বাক্য প্রতিপাদ্য জীব ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধির প্রেরক আত্মসাক্ষাৎকার রূপ শান্তির উদয় হয় না। শান্তিবর্জ্জিত পুরুষের মোক্ষানন্দ রূপ পরম সুখের আশা কোথায়? ॥ ৬৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। অযুক্তস্য কস্মাদ্বুদ্ধির্নাস্তীত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাৎ চরতাং স্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে অনুপ্রবর্ত্ততে তদিন্দ্রিয়বিষয় বিষয়বিকল্পনেন প্রবৃত্তং মনোঽস্য যতের্হরতি প্রজ্ঞামাত্মানাত্মবিবেকজাং নাশয়তি, কথং বায়ুর্নাবমিবাম্ভস্যুদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্যোন্মার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্ত্তয়ত্যেবমাত্মপ্রজ্ঞাং হৃত্বা মনোবিষয়াং কল্পনাং করোতি ॥ ৬৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদৈবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি তদৈবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি কিমু বক্তব্য-

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

বহু ন প্রজ্ঞাং হরতীতি যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬৭ ॥

বিষয়বিলাসী ইন্দ্রিয় গণের মধ্যে একটি মাত্রকেও যখন লক্ষ্য করিয়া মন ধাবিত হয়, জলের উপর ভাসমান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যেমন বিচালিত করে, সেইরূপ এক ইন্দ্রিয়ই সাধকের প্রজ্ঞা হরণ করিয়া লয় ॥ ৬৭ ॥

গীঃ সঃ। অবশীভূত মন যদি অবশীভূত একটি মাত্র ইন্দ্রিয়কেও অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখ পথে পরিচালিত হয়। প্রতিকূল বায়ুর ন্যায় ইন্দ্রিয় চঞ্চলতারূপ জলে ভাসমান নৌকারূপ প্রজ্ঞাকে তাহার আত্মসমাধান রূপ গম্য পথে যাইতে দেয় না। একটি ইন্দ্রিয় অবশীকৃত থাকিলে যদি অবশীভূত মনেরদ্বারা এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তবে যাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন অবশীভূত, না জানি তাহাদের কি সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যততোহীত্যুপন্যাস্তস্যার্থস্যানেকধোপপত্তিমুক্ত্বা তঞ্চার্থমুপপাদ্যোপসংহরতি তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তৌ দোষউপপাদিতো- যস্মাৎ তস্মাৎ যস্য যতেঃ হে মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ সর্ব্ব প্রকারৈর্মানসাদিভেদৈরিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮

স্বামিকৃত টীকা। ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য সাধনত্বং লক্ষণঞ্চোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ, লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮ ॥

যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ ২ বিষয় হইতে নিবৃত্ত

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

হইয়াছে, হে মহাবাহো! তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরভাবাপন্ন ॥ ৬৮ ॥

গীঃ সঃ। ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখবর্ত্তী থাকিলে প্রজ্ঞাও চঞ্চল ও বহির্ম্মুখ হইয়া যায়। যাঁহার মন ও ইন্দ্রিয় বর্গ নিগৃহীত হইয়াছে, সেই তত্ত্ববেত্তা সিদ্ধপুরুষের অথবা মুমুক্ষু সাধকের আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা স্থির হইয়া থাকে। হে "মহাবাহো" এই রূপ সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ ইহাই ইঙ্গিত করিলেন, যে যেমন তুমি বাহিরের বৈরিবর্গ-দমনে সমর্থ, দুর্নিবার্য্য ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগ্রহ করিতেও তুমি তদ্রূপ পারগ ॥ ৬৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যাবিদ্যাকার্য্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততেঽবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যাবিরোধান্নিবৃত্তিরিত্যেতমর্থং স্ফুটীকুর্ব্বন্নাহ যা নিশেতি। যা নিশা রাত্রিঃ সর্ব্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাবত্বাৎ নিশা সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্ব্বভূতানাং, কিং তৎ পরমার্থতত্ত্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়োযথা নক্তঞ্চরাণামহরেব সদন্যেষাং নিশা ভবতি তদ্বন্নক্তঞ্চরস্থানীয়ানাং অজ্ঞানিনাং সর্ব্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বাগোচরত্বাদতদ্বুদ্ধীনাং তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়াং অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ প্রবুদ্ধো জাগর্ত্তি সংযমী সংযমবান্ জিতেন্দ্রিয়োযোগীত্যর্থঃ, যস্যাং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদলক্ষণায়ামবিদ্যানিদ্রায়াং প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতীত্যুচ্যতে যস্যাং নিশায়াং প্রসুপ্তাইব স্বপ্নদৃশঃ সা নিশা অবিদ্যারূপত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বং পশ্যতোমুনেরতঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যন্তে ন বিদ্যাবস্থায়াং বিদ্যায়াং হি সত্যামুদিতে সবিতরি শার্ব্বরমিব তমঃ প্রণাশমুপগচ্ছত্যবিদ্যা প্রাগ্বিদ্যোৎপত্তেরবিদ্যা প্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণা ক্রিয়াকারক ফলভেদরূপা সতী সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে নাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বোপপত্তিঃ প্রমাণভূতেন বেদেন মম চোদিতং কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি হি কর্ম্মণি কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে নাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং নিশেবেতি যস্য তু পুনর্নিশেবাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং ভেদজাতমিতি জ্ঞানং তস্যাত্মজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারো ন প্রবৃত্তৌ তথা চ দর্শয়িষ্যতি

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।

তত্ত্বমস্তদাত্মানইত্যাদিনা জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তস্যাধিকারঃ তত্রাপি প্রবর্ত্তক প্রমাণাভাবে প্রবৃত্তেরনুপপত্তিরিতি চেৎ ন স্বাত্মবিষয়ত্বাদাত্মবিজ্ঞানস্য ন হ্যাত্মনঃ স্বাত্মনি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাপেক্ষতা আত্মত্বাদেব তদন্তত্বাচ্চ সর্ব্বপ্রমাণানাং প্রমাণত্বস্য ন হ্যাত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারঃ সম্ভবতি প্রমাতৃত্বং হ্যাত্মনোনিবর্ত্তয়ত্যন্ত্যং প্রামাণ্যং নিবর্ত্ত্যাচা প্রমাণীভবতি স্বপ্নকাল প্রমাণমিব প্রবোধে লোকে চ বস্ত্বধিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাদর্শনাৎ-প্রমাণস্য তস্মাৎ নাত্মবিদঃ কর্ম্মণ্যধিকারইতি সিদ্ধং ॥৬৯॥

স্বামিকৃত টীকা। নমু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্তইব দর্শনাদি ব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদি ব্যাপারাভাবাৎ তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়োজাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে যস্যান্তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা তস্যাং দর্শনাদি ব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি যথা দিবান্ধানামুলুকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু অতোনাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯ ॥

আত্ম-সাক্ষাৎকার রূপ প্রজ্ঞা অজ্ঞানী পুরুষ গণের পক্ষে রাত্রি স্বরূপ। ঈদৃশ রাত্রিতে সংযতেন্দ্রিয় গণ জাগ্রত থাকেন এবং যে অবিদ্যা রূপ নিদ্রায় অজ্ঞানিগণ জাগ্রত, সেই অবিদ্যা আত্মসাক্ষাৎকারবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের রাত্রিস্বরূপ ॥ ৬৯ ॥

গীঃ সঃ। জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বোধই প্রজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়। এতৎ-প্রজ্ঞা অজ্ঞানীর চক্ষে অপ্রকাশিত। সাধারণতঃ রাত্রি বলিলে যেমন লোকে অপ্রকাশ—অন্ধকারময় বলিয়া বোধ করে, অজ্ঞানীর পক্ষে এই প্রজ্ঞাও সেই রূপ। অজ্ঞানীর এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ মহানিশিতে মন ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-শীল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অজ্ঞান রূপ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সচেতন থাকেন। আর দ্বৈতদৃষ্টি রূপ নিদ্রায় বিমোহিত হইয়া অজ্ঞানী

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯

গণ স্বপ্নবৎ বিবিধ ব্যবহার করিতেছে। এই অবিদ্যা আবার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সম্মুখে অপ্রকাশরাত্রিস্বরূপ। স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রত, জাগ্রতের সংসার রূপ স্বপ্ন দর্শনের সম্ভাবনা কোথায়! অজ্ঞান রূপ ভ্রম কালে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব বা স্বরূপের আদৌ অনুভবই হয় না। রজ্জুর সমস্ত লক্ষণ বা স্বরূপ উত্তম রূপে নয়ন গোচর হইলে তাহাতে সর্পভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সেইরূপ মনুষ্য যদি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে এক আত্মাতে দ্বৈত সংসার দৃষ্টি হইত না। আত্মাতে সমস্ত রহিয়াছে, আত্মাই সমস্ত, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহাই আত্মজ্ঞ পুরুষের চরম সিদ্ধান্ত।

"যত্র বা অন্যদিবস্যাত্তত্রান্যোঽন্যং পশ্যেৎ ইতি।
যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎকেন কং পশেৎ" ইতি শ্রুতিঃ

যে অবিদ্যা প্রভাবে এই অদ্বিতীয় আত্মা দ্বৈতবৎ প্রতীত হয়েন, সেই অবিদ্যা জন্যই জীব আপনাকে অন্য পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। যখন বিদ্যার প্রভাবে সমস্তই আত্মময় বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন কিরূপে ও কি পদার্থই বা দৃষ্টি করিবে! ॥ ৬৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। বিদুষস্ত্যক্তৈষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যতেরেব মোক্ষপ্রাপ্তির্নত্বসংন্যাসিনঃ কামকামিনইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যন্নাহ আপূর্য্যেতি। আপূর্য্যমাণমদ্ভিরচলপ্রতিষ্ঠং অচলতয়া প্রতিষ্ঠা অবস্থিতির্যস্য তমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ সর্ব্বতোগতাঃ প্রবিশন্তিস্বাত্মস্থমবিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বৎ তদ্বৎ কামা বিষয়সন্নিধাবপি সর্ব্বতইচ্ছাবিশেষাযং মুনিং সমুদ্রমিবাপোঽবিকুর্ব্বন্তঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বে আত্মন্যেব প্রলীয়ন্তে ন স্বাত্মবশং কুর্ব্বন্তি স শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি নেতরঃ কামকামী কাম্যন্তইতি কামাঃ বিষয়াস্তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী নৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৭০॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্বু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ আপূর্য্যমাণমিতি। নানা নদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপো যথা প্রবিশন্তি তথা কামা বিষয়াঃ যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি ন তু কামকামী

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে সশান্তিমাপ্নোতি—
ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

ভোগ কামনাশীলঃ ॥ ৭০ ॥

যেমন সমস্ত নদ নদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গম্ভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করে, সেই রূপ শব্দাদি বিষয় সকল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সে মহাত্মা কখন বিক্ষেপযুক্ত না হইয়া বরং শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়কামী পুরুষের পক্ষে এই শান্তি দুর্ল্লভ ॥ ৭০ ॥

শ্রীঃ সঃ। সমস্ত প্রবাহিনীর জলে সমুদ্র পরিপূর্ণ। তাহাতে বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারা পড়িলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না। সমুদ্র সমানভাবেই অচল ও গম্ভীর থাকে। নির্ব্বিকারচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রারব্ধ জনিত শব্দাদি বিষয় প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার অটল হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয় না। তিনি সর্ব্বথা শান্তিভোগই করিতে থাকেন। যেমন মহান্ অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাও অচিরাৎ অগ্নিরই পুষ্টি বর্দ্ধন করে, সেই রূপ স্থিতপ্রজ্ঞের অটল জ্ঞানাগ্নিকুণ্ডে শব্দাদি সামান্য বিষয় সকল তাঁহার শান্তির বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। ফলতঃ শান্তিই অবিচ্ছেদে তাঁহাতে বিরাজ করিতে থাকে ॥ ৭০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। বিহায় পরিত্যজ্য কামান্ যঃ সন্ন্যাসী সর্ব্বানশেষতঃ কাৎস্নে্যন চরতি জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতীত্যর্থঃ নিস্পৃহঃ শরীর জীবনমাত্রেপি নির্গতা স্পৃহা যস্য সনিস্পৃহঃ সন্ নির্ম্মমইতি মমত্ববর্জ্জিতঃ শরীরজীবনমাত্রাক্ষিপ্তপরিগ্রহেপি মমেদমিত্যভিনিবেশববর্জ্জিতঃ নিরহঙ্কারোবিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তাত্মসম্ভাবনা রহিত-ইত্যর্থঃ সএবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞোব্রহ্মবিচ্ছান্তিং সর্ব্বসংসারদুঃখোপরমলক্ষণাং নির্ব্বাণ্যখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভূতোভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্তদৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

যে ব্যক্তি কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

গীঃ সঃ। যিনি মনোবিলাসের কোন বস্তুরই কামনা রাখেন না, যিনি ব্রহ্মপদকেও তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে পারেন, যাঁহার শরীর থাকিলে বা নষ্ট হইলে ভ্রূক্ষেপ নাই, যাঁহার কুল শীল বিদ্যাদি জন্য অভিমান নাই, ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দেহে যাঁহার আত্মাভিমান নাই, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বদুঃখময়ী অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সকল লক্ষণই মুমুক্ষু ব্যক্তির সাধন করা কর্ত্তব্য ॥ ৭১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা স্তূয়তে এষা ব্রাহ্মীতি। এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ হে পার্থ নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহ্যতি ন মোহং প্রাপ্নোতি স্থিত্বাস্যাং স্থিতৌ ব্রাহ্ম্যাং যথোক্তায়ামন্তকালেপি অন্তে বয়স্যপি ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মনির্বৃতিং মোক্ষমৃচ্ছতি কিমু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্য্যাদেব সংন্যস্য যাবজ্জীবং যোব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে সব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতীতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা এষা এবম্বিধা এষাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন মুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোহন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।

শোকপঙ্ক নিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ। উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥ ৭২ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

হে পার্থ! এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থাতে স্থিতি করিলে কোন ব্যক্তিই সংসার-মায়ায় বিমুগ্ধ হয় না। মৃত্যু-কালেও যদি ক্ষণজন্য এই অবস্থায় স্থিতি হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইতে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৭২ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ ক্রমশঃ চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া এই শ্লোকে আপনার মন্তব্যের উপসংহার করিতেছেন। আত্মা ও ব্রহ্মে অভিন্ন দৃষ্টিই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইবার মূলভিত্তি। ইহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি। যিনি ব্রহ্ম-নিষ্ঠারূপ এইরূপ স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানের পুনরভ্যুদয়ের আশঙ্কা নাই। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ সত্ত্বে অন্ধকার আসিবার সম্ভাবনা থাকেনা, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা রূপ নির্ম্মল প্রতিভার সম্মুখে অজ্ঞানের আবির্ভাব হইতেই পারেনা। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। "নি-র্ব্বাণং"—"নির্গতং বানং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্তে ব্রহ্মণি তন্নির্ব্বাণং" অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ করিয়া জন্ম মরণ রূপ গতিনিবৃত্তির নাম নির্ব্বাণ। শ্রুতি বলিয়াছেনঃ—

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে
ব্রহ্ম ইব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"

মৃত্যুকালে অজ্ঞানী পুরুষের প্রাণ যেমন এ শরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়া যায়, ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানী পুরুষের প্রাণ তদ্রূপ করেনা। উহা শরীর-মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। বাহ্য বিষয়ের চিন্তা বিদূরিত হইয়া যাঁহার চিন্তা আত্মাভিমুখেই অন্তঃপ্রবাহিত হয়, যাঁহার প্রাণবায়ু অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা নাসারন্ধ্র পথে বিচরণ না করিয়া কেবল মেরু মধ্যস্থ সুষুম্না পথে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অনিবার্য্য গতিতে নিত্য প্রবাহিত থাকে, সেই জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মরূপ হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতে

স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সন্ন্যাস পর্য্যন্ত এই সাধনার অভ্যাস করিতে থাকেন, তাঁহার কথা তো দূরে থাক যিনি মরণ মুহূর্ত্তেও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। রাজর্ষি খট্টাঙ্গ মরণ কাল জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের উপদেশে শেষমুহূর্ত্তের যত্ন মাত্রেই মুক্তিলাভ করেন।

" জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্।
তৎফলং জ্ঞাননিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতম্ "

আত্মজ্ঞান, তাহার পরম্পরা সাধন রূপ নিষ্কাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইতে জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহা কথিত হইয়াছে। ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য শ্রীযুক্ত চির-কুমার
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত " গীতার্থসন্দীপনী " নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত।

তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে যে বুদ্ধী ভগবতা নির্দ্দিষ্টে সাংখ্যবুদ্ধির্যোগবুদ্ধিশ্চ, তত্র প্রজহাতি যদা কামানিত্যারভ্যাধ্যায়-পরিসমাপ্তেঃ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রিতানাং সংন্যাসকর্ত্তব্যতামুক্ত্বা তেষাং তন্নিষ্ঠ-তয়ৈব চ কৃতার্থতোক্তৈষা ব্রাহ্মী স্থিতিরিত্যর্জ্জুনায় চ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্ম্মণীতি কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যমুক্তবান্ যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য, ন তত এব শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিমুক্তবান্, তদেতদালক্ষ্য পর্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিরর্জ্জুন উবাচ, কথং ভক্তায় শ্রেয়োঽর্থিনে যৎ সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনং সাংখ্যবুদ্ধিনিষ্ঠাং শ্রাবয়িত্বা মাং কর্ম্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্য্যেণাপ্যনৈকান্তিকশ্রেয়ঃ-প্রাপ্তিফলে নিযুঞ্জ্যাদিতি যুক্তঃ পর্য্যাকুলীভাবোঽর্জ্জুনস্য তদনুরূপশ্চ প্রশ্নোজ্যায়সী চেদিত্যাদি প্রশ্নাপাকরণবাক্যঞ্চ ভগবতোযুক্তং যথোক্তং বিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে। কেচিত্ত্বর্জ্জুনস্য প্রশ্নার্থমন্যথা কল্পয়িত্বা তৎপ্রতিকূলং ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়ন্তি, যথা চাত্মনা সম্বন্ধগ্রন্থে গীতার্থোনিরূপিতঃ তৎপ্রতিকূলঞ্চেহ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরর্থং নিরূপয়ন্তি, কথং তত্র সম্বন্ধ-গ্রন্থে তাবৎ সর্ব্বেষামাশ্রমিণাং জ্ঞান কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়োগীতাশাস্ত্রে নিরূপি-তোর্থইত্যুক্তঃ পুনর্ব্বিশেষতশ্চ যাবজ্জীবং শ্রুতিচোদিতানি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ইত্যেতদেকান্তেনৈব প্রতিষিদ্ধমিতীহ ত্বাশ্রমবিকল্পং দর্শয়তা যাবজ্জীবং শ্রুতিচোদিতানামেব কর্ম্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ তৎ কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থমর্জ্জুনায় ব্রূয়াদ্ভগবান্ শ্রোতা বা কথং বিরুদ্ধমর্থমবধারয়েৎ তত্রৈতৎ স্যাৎ গৃহস্থানামেব শ্রৌতকর্ম্মপরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিত্যেতদপি পূর্ব্বোত্তরবিরুদ্ধমেব, কথং সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়োগীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতোর্থইতি প্রতিজ্ঞায়েহ কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষং ব্রূয়াৎ আশ্রমান্তরাণাং, অথ মতং শ্রৌতকর্ম্মাপেক্ষয়ৈতদ্বচনং কেবলাদেব জ্ঞানাৎ শ্রৌতকর্ম্মরহিতাৎ গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতইতি তত্র গৃহস্থানাং বিদ্যমানমপি স্মার্ত্তং কর্ম্মাবিদ্যমানবদুপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেব-লাদিত্যুচ্যতে ইত্যেতদপি বিরুদ্ধং কথং গৃহস্থস্যৈব স্মার্ত্তকর্ম্মণা সমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি কথং বিবেকিভিঃ

শাঙ্করভাষ্যং।

শক্যমবধারয়িতুং, কিঞ্চ যদি মোক্ষসাধনত্বেন স্মার্ত্তানি কর্ম্মাণ্যূর্দ্ধরেতসাং সমুচ্চীয়ন্তে তথা গৃহস্থস্যাপি ইষ্যতাং স্মার্ত্তৈরেব সমুচ্চয়ো ন শ্রৌতৈঃ, অথ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈশ্চ গৃহস্থস্যৈব সমুচ্চয়োমোক্ষায়োর্দ্ধরেতসাং তু স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রসমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক্ষইতি, তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াসবাহুল্যাৎ শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ বহুদুঃখরূপং কর্ম্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ, অথ গৃহস্থস্যৈবায়াসবাহুল্যাৎ তৎকারণান্মোক্ষঃ স্যান্নাশ্রমান্তরাণাং শ্রৌতনিত্যকর্ম্মরহিতত্বাদিতি তদপ্যসৎ সর্ব্বোপনিষৎস্বিতিহাসপুরাণযোগশাস্ত্রেষু চ জ্ঞানাঙ্গত্বেন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাদাশ্রমবিকল্পসমুচ্চয়বিধানাচ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ সিদ্ধশ্চর্হি সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো ন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ পুত্রৈষণায়াবিত্তৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তি, তস্মাৎ সংন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ ন্যাসএবাত্যরেচয়দিতি ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিতি চ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদিত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ, যেন ত্যজসি তং ত্যজ, সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া। প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাইতি বৃহস্পতিঃ, পরমাত্মনি যোরক্তোযোরক্তোঽপরমাত্মনি সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তঃ সভৈক্ষ্যং ভোক্তুমর্হতি, কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনইতি শুকানুশাসনং, ইহাপি চ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যেত্যাদি, মোক্ষস্য চাকার্য্যত্বান্মুমুক্ষোঃ কর্ম্মানর্থক্যং, নিত্যানি প্রত্যবায়পরিহারার্থানীতি চেৎ নাসংন্যাসিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যবায়প্রাপ্তের্ন হ্যগ্নিকার্য্যাদ্যকরণাৎ সন্ন্যাসিনঃ প্রত্যবায়ঃ কল্পয়িতুং শক্যোযথা ব্রহ্মচারিণাং অসংন্যাসিনামপি ন তাবন্নিত্যানাং কর্ম্মণামভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং শক্যা কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যসতঃ সজ্জন্মাসংভবশ্রুতেঃ যদি বিহিতাকরণাদ্যসম্ভবাধ্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রূয়াদ্বেদস্তদানর্থকরোবেদোঽপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ বিহিতস্য করণাকরণয়োঃ দুঃখমাত্রফলত্বাৎ তথা চ কারকং শাস্ত্রং ন জ্ঞাপকমিত্যনুপপন্নার্থং কল্পিতং স্যান্নচৈতদিষ্টং তস্মান্ন সংন্যাসিনাং কর্ম্মাণ্যতোজ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ, জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেশ্চ, যদি হি ভগবতা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চয়েন ত্বয়া একেনানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তং স্যাৎ ততোঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নোঽনুপপন্নোজ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যর্জ্জুনায় চেৎ বুদ্ধিকর্ম্মণী

শাঙ্করভাষ্যং ।

ম্বয়ানুষ্ঠেয়ে ইত্যুক্তে যা চ কর্ম্মণোজ্যায়সী বুদ্ধিঃ সাপ্যুক্তৈবেতি তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশবেতি উপালম্ভোবা প্রশ্নোবা ন কথ-ঞ্চনোপপদ্যতে ন চার্জ্জুনস্যৈব জ্যায়সী বুদ্ধির্নানুষ্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূর্ব্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তং যেন জ্যায়সী চেদিতি বিবেকতঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ যদি পুনরেকস্য পুরুষস্য জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিরোধাৎ যুগপদনুষ্ঠানং ন সম্ভব-তীতিভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং ভগবতা পূর্ব্বমুক্তং স্যাৎ ততোঽয়ং প্রশ্নউপ-পন্নোজ্যায়সী চেদিত্যাদিরবিবেকতঃ প্রশ্নকল্পনায়ামপি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে ন চাজ্ঞাননিমিত্তং ভগবৎ-প্রতিবচনং কল্পনীয়ং অস্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতি-বচনদর্শনাৎ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানা-ন্মোক্ষইত্যেষোর্থোনিশ্চিতোগীতাসু সর্ব্বোপনিষৎসু চ জ্ঞানকর্ম্মণোরেকং বদ নিশ্চিত্যেতি চৈকবিষয়ৈব প্রার্থনানুপপন্নোভয়োঃ সমুচ্চয়সম্ভবে কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বমিতি চ জ্ঞানানিষ্ঠাসম্ভবমর্জ্জুনস্যাবধারণেন দর্শয়িষ্যতি জ্যায়সীচেদিতি। জ্যায়সী শ্রেয়সী চেদ্যদি কর্ম্মণঃ সকাশাত্তে তব মতা অভিপ্রেতা বুদ্ধির্জ্ঞানং হে জনার্দ্দন যদি বুদ্ধিকর্ম্মণী সমুচ্চিতে ইষ্টে তদৈকং শ্রেয়ঃসাধনমিতি কর্ম্মনোজ্যায়সী বুদ্ধিরিতি কর্ম্মণোতিরিক্তং করণং বুদ্ধেরনুপপন্নং অর্জ্জুনেন কৃতং স্যান্ন হি তদেব তস্মাৎ ফলতোতি-রিক্তং স্যাৎ তথা চ কর্ম্মণঃ শ্রেয়স্করী ভগবতোক্তা বুদ্ধিরশ্রেয়স্করঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বিতি মাং প্রতিপাদয়তি তৎ কিন্তু কারণমিতি ভগবতউপালম্ভমিব কুর্ব্বন্ তৎ কিং কস্মাৎ কর্ম্মণি ঘোরে ক্রূরে হিংসালক্ষণে মাং নিয়োজয়সি কেশবেতি চ যদাহ তচ্চ নোপপদ্যতে ॥ ১ ॥

স্বামিকৃত টীকা । এবং তাবদশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেক বুদ্ধিরুক্তা তদনন্তরমেষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ইত্যাদিনা কর্ম্ম চোক্তং ন চ তয়োর্গুণ প্র-ধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যনিষ্ক্রিয়ত্ব নিয়তেন্দ্রি-য়ত্ব নিরহঙ্কারত্বাদ্যভিধানাদেষাব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি স প্রশংসনুপসং-হারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোভিপ্রেতং মত্বা নেনার্জ্জুন উবাচ জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণঃ সকাশান্মোক্ষেঽন্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্মতা তর্হি কিমর্থং তস্মাদ্যুধ্যস্বেতি তস্মাদুত্তি-ষ্ঠেতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ। জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে—

অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন! আত্মজ্ঞানই, যদি তোমার মতে নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে, তবে হে কেশব! এই ঘোরতর হিংসাত্মক কার্য্যের জন্ত আমাকে প্রেরণা করিতেছ কেন? ॥ ১ ॥

গীঃ সঃ। দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তব্য বিষয়ের সূত্র স্বরূপ। বক্তব্য বিষয় যথা, তত্ত্বজ্ঞানাধিকারীর প্রথম নিষ্কাম কর্ম্ম-নিষ্ঠা উৎপন্ন হইবে। তৎপরে অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তদনন্তর শম দমাদি সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাস, ও তাহার পর বেদান্ত বাক্য বিচার যুক্ত ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা জন্মিবে। ভক্তি হইলেই তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাহা হইলেই ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যানিবৃত্তি পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি লাভ হইবে। জীবন্মুক্ত প্রারব্ধ ফলভোগ করেন। কিন্তু পরম পুরুষার্থ বশতঃ পরবৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েন। শুভ বাসনা এই বৈরাগ্যের মূল। অশুভ-বাসনা বৈরাগ্যের বিরোধী। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দ্বারা শুভ বাসনা লব্ধ হয়। রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধাই অশুভ বাসনার বীজ ভূমি। এতাবৎ দ্বিতীয়া-ধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে [যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি] এতদ্বচন দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধির সাধন রূপ নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠার উল্লেখ হইয়াছে। ইহাই সামান্ত ও বিশেষ ভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে নিরূপিত হইবে। তদনন্তর [বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্] বচন দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ অধিকারী ব্যক্তি শম, দমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিবে ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস নিষ্ঠার বিষয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে এবং এতদ্দ্বারা "ত্বং" পদার্থও নিরূপিত হইয়া যাইবে। তৎপরে (যুক্ত আসীত মৎপরঃ) বচন দ্বারা বেদান্ত বাক্যবিচার সহিত ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, এই ষড়ধ্যায়ে ভক্তির নিগূঢ়মর্ম্ম ব্যখ্যাত হইবে এবং এতদ্দ্বারা "তৎ" পদার্থও নিরূ-পিত হইয়া যাইবে। তাহার পর (বেদাবিনাশিনং নিত্যং) বচন দ্বারা "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের অভেদ জ্ঞান রূপ তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক দ্বারা নিরূপিত

মত। বুদ্ধির্জনার্দ্দন।

হইবে। তদনন্তর [ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদাঃ] বচন দ্বারা ত্রৈগুণ্য নিবৃত্তি রূপ জ্ঞান নিষ্ঠার ফল সূচিত হইয়াছে। ইহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। তৎপরে (তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং) এতদ্‌বচনে পরবৈরাগ্যনিষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চদশাধ্যায়ে সংসার রূপ বৃক্ষোচ্ছেদন দ্বারা নিরূপিত হইবে। তাহার পর (দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ) বচন দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ করিয়া পরবৈরাগ্যোপযোগী দৈবী সম্পৎ-শুভবাসনার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং (যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং) বচন দ্বারা পরবৈরাগ্য বিরোধী আসুরী সম্পৎ বা অশুভবাসনা যে পরিত্যাজ্য, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাবদ্‌বার্ত্তা ষোড়শাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে। তৎপরে [নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ] বচন দ্বারা দৈবীসম্পদের অসাধারণ কারণ রূপ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সূচিত হইয়াছে। উহা সপ্তদশ অধ্যায়ে রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধার নিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। তৎপশ্চাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্ব কথিত সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করিয়াছেন।

ভগবান্ সাংখ্যবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিতীয় অধ্যায়ে (এষা তেঽভি-হিতা সাংখ্যে) বচন দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া [" যোগেত্বিমাং শৃণু ") শ্লোক হইতে (কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে) শ্লোক পর্য্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (দূরেণহ্যবরং কর্ম্ম) বচন দ্বারা জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণ হইয়াছে। (এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ !) বচন দ্বারা প্রশংসা পূর্ব্বক জ্ঞান ফলের উপসংহার করিয়াছেন। কর্ম্মীর জ্ঞানে এবং জ্ঞানীর কর্ম্মে অধিকার নাই, ইহা স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন ২ অধিকারীর জন্য, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে ভগবান্ এক ব্যক্তিকেই (অর্জ্জুনকে) কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ করিলেন কেন, এবং আত্মজ্ঞানী যদি শ্রেষ্ঠ হইল, তবে কৃচ্ছ্র-সাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যের প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন, এই রূপ ব্যাকুলিত চিত্তে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন।

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন, শিষ্য—ভক্ত স্থানীয় হইয়া ভগবানের নিকট নিঃশ্রেয়সঃ উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপদেশের অবধারণায় অর্জ্জুন দেখিলেন নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাই কাতর ভাবে ভগবান্‌কে " জনার্দ্দন " সম্বোধন করিলেন। " সর্ব্বৈর্জনৈরর্দ্যতে যাচ্যতে

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥

স্বাভিলষিত সিদ্ধয়ে ইতি জনার্দ্দনঃ।" নিজ নিজ বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্ত সকলে যাঁহার নিকট যাচ্ঞা করে, তাঁহার নাম জনার্দ্দন অথবা "জনং জননং তৎ কারণমজ্ঞানঞ্চ স্ব সাক্ষাৎ কারেনার্দ্দয়তি হিনস্তীতি জনার্দ্দনঃ। জন্ম এবং জন্মের কারণ অজ্ঞানকে যিনি নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা বিনাশ করেন তাঁহার নাম জনার্দ্দন। আমি যখন তোমার শরণাগত, তখন হে ভক্ত-বৎসল! তুমি যাহা ভাল—শ্রেষ্ঠ বুঝিয়াছ, তাহা আমাকে না বলিয়া বারম্বার যুদ্ধার্থ প্রবর্ত্তনা দিতেছ কেন? ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথ স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা সমুচ্চয়ঃ সর্ব্বেষাং ভগবতোক্তঃ অর্জ্জুনেন চাবধারিতশ্চেৎ তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যাদি কথং যুক্তং বচনং, কিঞ্চব্যামিশ্রেণেতি ব্যামিশ্রণেব যদ্যপি বিবিক্তাভিধায়ী ভগবান্ তথাপি মম মন্দবুদ্ধের্ব্ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যং প্রতিভাতি তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি মম মন্দবুদ্ধের্ব্ব্যামোহাপনয়ায় হি প্রবৃত্তস্ত্বন্তু কথং মোহয়স্তোত্রবীমি বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি মমেতি ত্বং তু ভিন্নকর্ত্তৃকয়োর্জ্ঞান-কর্ম্মণোরেকপুরুষানুষ্ঠানাসম্ভবং যদি মন্যসে তত্রৈবং সতি তয়োরেকং বুদ্ধিং কর্ম্ম বা ইদমেবার্জ্জুনস্ত যোগ্যং বুদ্ধিশক্ত্যবস্থানুরূপমিতি নিশ্চিত্য বদ ব্রূহি যেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বান্যতরেণ শ্রেয়োহমাপ্নুয়াং ইতি যদুক্তং তদপি নোপপদ্যতে যদিহি কর্ম্মনিষ্ঠায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগবতোক্তং স্যাত্তং কথং তয়োরেকং বদেতি একবিষয়ৈবার্জ্জুনস্ত শুশ্রূষা স্যাদ্ভিহি ভগবতোক্তমন্যতরদেব জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বক্ষ্যামি নৈব দ্বয়মিতি যেনোভয় প্রাপ্ত্যস-ম্ভবমাত্মনোমন্যমানএকমেব প্রার্থয়েৎ ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নমু ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যত ইত্যাদিনা কর্ম্মণোহপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্কাহ ব্যামিশ্রেণেতি। ক্কচিৎ কর্ম্ম প্রশংসা ক্কচিজ্ জ্ঞান প্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব বদ্বাক্যং তেন মে মতিমুভয়ত্র দোলয়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব পরমকারুণি-কস্ত তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতীবশব্দে-নোক্তং, অত উভয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা অহং ইদমেব শ্রেয়ঃ সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়োমোক্ষমহমাপ্নুয়াৎ প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াং ॥২॥

[কখন কর্ম্মের কখন বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া] তুমি বিমিশ্রিত বচন পরম্পরায় আমার বুদ্ধিকে মোহ-বিভ্রান্ত করিতেছ, যাহাতে আমার শ্রেয়ঃ বা মুক্তিলাভ হয়, তুমি নিশ্চয় করিয়া তাহাই উপদেশ কর ॥ ২ ॥

গীঃ সুঃ। প্রথমোক্তিতে পাছে ভগবান্ বলেন যে আমি জগতের কাহারও বাঞ্ছিত ফলদানে বিমুখ নহি ও কাহাকেও বঞ্চনা করিনা, তুমি পরম ভক্ত তোমায় বঞ্চনা করিব কেন? এই জন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে ভগবন্! [ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন] ইত্যাদি বাক্যে কোন স্থানে বৈদিক নিষ্ঠার লাঘব করিয়াছ আবার কোথাও বা কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ইত্যাদি বাক্যে বেদনিষ্ঠা-তৎপর করিয়াছ। কোথাও বা [নির্দ্বন্দ্বোনিত্যসত্ত্বস্থঃ] ইত্যাদি বাক্যে নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ করিয়াছ, কোথাও বা [ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে] ইত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্তি মার্গের উপদেশ দিয়াছ। তোমার অভিপ্রায় যাহাই হউক, এই উপদেশ গুলি আমার পক্ষে বড়ই গোলযোগ পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার মন্দবুদ্ধি ইহার কারণ হইবে, নতুবা তোমার ন্যায় ভ্রান্তি-শান্তি-বিধাতা উপদেষ্টাকে পাইয়া আমার এ মোহ সমুৎপন্ন হইবে কেন? কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েরই অধিকারী কি এক ব্যক্তি? একই সময়ে একই ব্যক্তি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের দুইটী কার্য্য কেমন করিয়া সাধন করিবে? ইহা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। ইহাই আমাকে স্পষ্ট-রূপে বুঝাইয়া দাও ॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রশ্নানুরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ, লোকেঽস্মিন্নিতি। লোকে অস্মিন্ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিরনুষ্ঠেয়তাৎপর্য্যং পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থসম্প্রদায়মাবিষ্কুর্ব্বতা প্রোক্তা

শ্রীভগবানুবাচ। লোকেস্মিন্ দ্বিবিধা—
নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

ময়া সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ হে অনঘ অপাপ তত্র কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠেত্যাহ জ্ঞানেতি। তত্র জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমেব যোগস্তেন সাংখ্যানামাত্মানাত্মবিষয়-বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃতসংন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনি-শ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগঃ কর্ম্মযোগস্তেন কর্ম্মযোগেন যোগিনাং কর্ম্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তেত্যর্থঃ, যদি চৈকেন পুরুষেণৈকস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাসু বেদেষু চোক্তং কথমিহার্জ্জুনায়োপসন্নায় প্রিয়ায় বিশিষ্টভিন্নপুরুষকর্ত্তৃকে এব জ্ঞানকর্ম্ম নিষ্ঠে ব্রূয়াৎ, যদি পুনরর্জ্জুনোজ্ঞানং কর্ম্ম চ দ্বয়ং শ্রুত্বা স্বয়মেবানুষ্ঠাস্যতি অন্যেষাং তু ভিন্ন পুরুষানুষ্ঠেয়তাং বক্ষ্যামীতি মতং ভগবতঃ কল্প্যেত তদা রাগদ্বেষবানপ্রমাণভূতোভগবান্ কল্পিতঃ স্যাত্তচ্চাযুক্তং, তস্মাৎ কয়াপি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়োজ্ঞানকর্ম্মণোঃ ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ, লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়-মর্থঃ যদি ময়া পরস্পর নিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞান যোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাত্তর্হি দ্বয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাত্তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে ন তু ময়া তথোক্তং কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা গুণ প্রধান-ভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকার-ভেদেনোক্তমিতি অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারি-জনে দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্ব্বা-ধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর ইত্যাদিনা সাংখ্য ভূমি কামনারূঢ়ানান্ত অন্তঃকরণ শুদ্ধি-দ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূত কর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযো-গেন নিষ্ঠোক্তা ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যত ইত্যাদিনা, অতএব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যেবুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিতি ॥ ৩ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে অনঘ! ব্রহ্মনিষ্ঠা ইহলোকে

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং ॥৩॥

দুই প্রকার আছে ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞানাধিকারীর পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মীদিগের জন্য কর্ম্মযোগ ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। শুদ্ধচেতা গণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং মলিনান্তঃকরণ মানব গণের জন্য কর্ম্মযোগ, এই দ্বিবিধ অধিকারীর দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। "অনঘ" সম্বোধনদ্বারা অর্জ্জুনের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রদর্শিত হইল, কেননা " জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ ।" পাপ-কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই মনুষ্য জ্ঞানাধিকারী হয়। হে অর্জ্জুন ! তুমি জ্ঞানাধি-কারী, তবে বৃথা গ্লানি যুক্ত হইতেছ কেন ? আত্মা ও পরমাত্মায় যাঁহার অভিন্ন বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহারই, জন্য জ্ঞান যোগ—নিবৃত্তিমার্গ । আর যাহাদের অন্তঃকরণ দ্বৈতবুদ্ধি-বিকারযুক্ত, তাহাদেরই জ্ঞান ভূমিতে আরূঢ় করিবার জন্য কর্ম্মযোগ—প্রবৃত্তিমার্গ। যে উপায়ে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হয় তাহার নাম যোগ। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা মানোমালিন্য বিদূরিত হয়, এই জন্য ইহার নাম কর্ম্ম যোগ। অবস্থাভেদে দ্বিবিধ যোগই একব্যক্তিরই জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও পর-ম্পরা সম্বন্ধে উভয়েরই লক্ষ্য এক। ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক হইতে তেরটী শ্লোক চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা ব্যাখ্যা করিবেন। জ্ঞানীর কর্ম্ম যে নিষ্প্রয়োজন, তৎ-পরে ইহাও প্রদর্শিত হইবে। কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হইলেও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন জন্য উহাদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তি হয় ও তাহাতেই মুক্তির পথ প্রস্তুত হয় তাহাও তদনন্তর দেখাইবেন। পরিশেষে অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে ইহাই বুঝাইয়া দিবেন যে, কামনা জন্যই কাম্য কর্ম্মে অন্তঃ-করণ শুদ্ধ হয়না। তুমি কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর, জ্ঞানের অধিকারী হইবে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদর্জ্জুনেনোক্তং কর্ম্মণোজ্যায়ষং বুদ্ধেঃ তচ্চ স্থিতস্য নিরাকরণাত্তস্মাচ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংন্যাসিনামেবানুষ্ঠেয়ত্বং, ভিন্নপুরুষানু-ষ্ঠেয়ত্ববচনাচ্চ ভগবত এবমেবানুমতমিতি গম্যতে মাঞ্চ বন্ধকারণে কর্ম্ম-

শাঙ্করভাষ্যং।

ণ্যেব নিয়োজয়সীতি বিষণ্ণমনসং অর্জ্জুনং কর্ম্ম নারম্ভে ইত্যেবং মন্বান-মালক্ষ্যাহ ভগবান্ ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিতি। অথ বা জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ যুগপদনুষ্ঠাতুমশক্যত্বে সতীতরেতরানপেক্ষয়োরেব পুরুষার্থহেতুত্বে প্রাপ্তে কর্ম্মনিষ্ঠায়াঃ জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বং ন স্বাতন্ত্র্যেণ জ্ঞাননিষ্ঠা তু কর্ম্মনিষ্ঠোপায়লব্ধাত্মিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরন্যানপেক্ষেত্যেতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ভগবান্ ন কর্ম্মণেতি। ন কর্ম্মণামনারম্ভাদপ্রারম্ভাৎ কর্ম্মণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনামিহ জন্মনি জন্মান্তরে বানুষ্ঠিতানামুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধিকারণানাং তৎকারণত্বেন চ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাহেতূনাং জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনীত্যাদি স্মরণাদনারম্ভাদননুষ্ঠানানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মভাবং কর্ম্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ পুরুষোনাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুতইতি বচনাত্তদ্বিপর্য্যয়াৎ তেষামারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যমশ্নুতইতি গম্যতে, কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুতইত্যুচ্যতে কর্ম্মারম্ভস্যৈব নৈষ্কর্ম্ম্যোপায়ত্বাৎ ন হ্যুপায়মন্তরেণোপেয়োৎপত্তিরস্তি কর্ম্মযোগোপায়ত্বঞ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণস্য জ্ঞানযোগস্য শ্রুতাবিহ চ প্রতিপাদনাৎ শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতস্যাত্মলোকস্য বেদ্যস্য বেদনোপায়ত্বেন তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যাদিনা কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতমিহাপি চ সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণামিত্যাদি প্রতিপাদয়িষ্যতি, ননু চাভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যোদত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেদিত্যাদৌ কর্ত্তব্যকর্ম্মসংন্যাসাদপি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি লোকে চ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি প্রসিদ্ধতরমতশ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যার্থিনঃ কিং কর্ম্মারম্ভেণেতি প্রাপ্তমতআহ ন চ সংন্যসনাদেবেতি নাপি সংন্যসনাদেব কেবলাৎ কর্ম্মপরিত্যাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অতঃসম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং

নকর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানমাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি। নন্থ চৈতমৈব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্ত মোক্ষাঙ্গত্ব শ্রুতেঃ সংন্যাসাদেব মোক্ষোভবিষ্যতি কিং কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সংন্যসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

হে অর্জ্জুন! নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে নিষ্ক্রিয় ভাবের উৎপত্তি হয় না। সন্ন্যাস ধারণ করিলেও জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" শ্রুতিঃ। নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া যিনি নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আত্মজ্ঞান উদয় হইবে কোথা হইতে? যদি বল, সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসও কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানলাভের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা— "এতমেব প্রব্রাজিণো লোক মিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি ইতি ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।" সন্ন্যাসিগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্ম লাভেচ্ছুগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা, পুত্র বা ধনাদির দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করা যায়না, কেবল ত্যাগই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র কারণ। অতএব সন্ন্যাস পূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগই কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের এই শঙ্কা নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্ত শুদ্ধি সাধন ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও জীব মুক্তিভাগী হয় না। চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত সন্ন্যাসই অসম্ভব— "যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ মনুষ্যের যখন সমস্ত বিষয়সুখে বৈরাগ্য হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অশুদ্ধ চিত্তের বৈরাগ্য কোথায়? যদি কেহ "দণ্ড গ্রহণ মাত্রেণ নরোনারায়ণোভবেৎ" অর্থাৎ দণ্ডাদি-চিহ্নধারী হইলেই মনুষ্য নারায়ণের স্বরূপ হয়, এই রোচক বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহাতে প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্ম-সংন্যাসমাত্রাদেব কেবলাৎ জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্মলক্ষণাং পুরুষোনাধিগচ্ছতীতি হেত্বা-কাঙ্ক্ষায়ামাহ ন হীতি। ন হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কিঞ্চিৎ কালং জাতু কদা-চিদপি কশ্চিত্তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ স ন কস্মাৎ কার্য্যতে হি যস্মাদবশএব কর্ম্ম সর্ব্ব প্রাণী প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতোজাতৈঃ সত্বরজস্তমোভিগু‍ৈণঃ অজ্ঞইতি বাক্যশেষোতোবক্ষ্যতি গুণৈর্যোন বিচাল্যতইতি সাংখ্যানাং পৃথক্‌করণা-দজ্ঞানামেব হি কর্ম্মযোগোন জ্ঞানিনাং জ্ঞানিনান্তু গুণৈরচাল্যমানানাং স্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্ম্মযোগো নোপপদ্যতে তথা চ ব্যাখ্যাতং বেদাবিনা-শিনমিত্যত্র ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেষ্বনাসক্তিমাত্রং ন তু স্বরূপেণা-শক্যত্বাদিত্যাহ ন হি কশ্চিদতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানোবা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণোন তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভিগু‍ৈণঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫ ॥

অজ্ঞান মোহিত কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণ কাল থাকিতে পারেনা। প্রকৃতির সত্বাদি গুণ রাশি মনুষ্যগণকে আপনাপনিই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে ॥ ৫ ॥

গীঃ সঃ। যাহার চিত্ত অবশীকৃত, সে গুণত্রয়ের অধীন হইয়া পান ভোজনাদি লৌকিক এবং অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া না করিয়া স্থির থাকিতেই পারেনা। অতএব মলিন চিত্তের সন্ন্যাস সম্ভবে না। সত্ত্ব রজঃ, তম এতৎ প্রাকৃতিক গুণত্রয় হইতেই রাগ দ্বেষাদির উৎপত্তি হয়। এই গুণপ্রেরণা-পরতন্ত্রতা বশতঃই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ হয়। সুতরাং গুণ-বিকার-বশম্বদ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কর্ম্মের হাত এড়াইতে পারেনা। অতএব অশুদ্ধচেতার কর্ম্মসন্ন্যাস কিরূপে হইবে? জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই যে একেবারে ক্রিয়াশূন্য, তাহা নহে; কিন্তু কর্ম্মফলে অনুরাগ না থাকায় অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যে কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনা না থাকায় তাঁহাকে কর্ম্মজন্য দোষ স্পর্শ করে না। কর্ম্মানুরাগরহিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষই

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

সন্ন্যাসী ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্ত্বনাত্মজ্ঞচোদিতং কর্ম্ম নারভতইতি তদসদেবেত্যাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হস্তাদীনি সংযম্য সংহৃত্য যআস্তে তিষ্ঠতি মনসা স্মরন্নিন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়ান্তঃকরণোমিথ্যাচারোমৃষাচারঃ পাপাচারঃ সউচ্যতে ॥ ৬ ॥

স্বামি কৃত টীকা। অতোজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্ পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তেঽবিশুদ্ধত্বান্ন মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারোদাম্ভিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযম করিয়া মনে মনে শব্দ রসাদির স্মরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সে ব্যক্তি কপটাচারী ॥ ৬ ॥

গীঃ সঃ। কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলেই সন্ন্যাস হয় না। মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকেও নিগ্রহ করিতে হয়। বাহিরের কর্ম্মত্যাগের নাম কর্ম্ম সন্ন্যাস নহে; কর্ম্মে "অনুরাগ" না থাকাই প্রকৃত সন্ন্যাস। বাহিরে ক্রিয়াত্যাগ, অথচ অন্তরে ক্রিয়ার প্রবাহ, এ অবস্থায় সন্ন্যাস হয় না—এ অবস্থায় চিত্তশুদ্ধিই হয় নাই বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল আগ্রহ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে ব্রহ্মবিচারে অসমর্থ হইয়া বহির্ম্মুখ সন্ন্যাস জন্য পতিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"ত্বংপদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাত্তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ॥"

অতএব অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সন্ন্যাসী হইলেও শ্রেয়োঃলাভ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্ত্বিতি। যস্তু পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতোঽজ্ঞোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্ব্বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ, কিমারভতে ইত্যাহ কর্ম্মযোগমশক্তঃ সন্ ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ সবিশিষ্যতে ইতরস্মা-ন্মিথ্যাচারাৎ ॥ ৭ ॥

স্বামি কৃত টীকা। এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যস্ত্বইন্দ্রি-য়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতেঽনুতিষ্ঠতি অশক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টোভবতি চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় গণের নিগ্রহ পূর্ব্বক ফলবাঞ্ছাবর্জ্জিত চিত্তে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুদ্ধ চিত্ত সন্ন্যাসী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। মনের বাসনা বা সঙ্কল্পের দ্বারা পরমপুরুষার্থ বা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়। বাহিরে ক্রিয়া করিতেছি, অন্তরে তাহার ভাবনা বা ফল-কামনা নাই, এইটী মহাত্মার লক্ষণ। বাহিরের কর্ম্ম মনুষ্যকে বন্ধন করেনা, কিন্তু মনের বৃত্তিপ্রবাহই জীবের সুখ দুঃখ বা বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। নিষ্কাম হইয়াই হউক অথবা স্পৃহাযুক্ত হইয়াই হউক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে কর্ম্মেন্দ্রিয় গণের সমানই পরিশ্রম; কিন্তু কেবল মনের শুদ্ধ বা অশুদ্ধ অবস্থানুসারেই পুরুষের মুক্তি বা বন্ধন হইয়া থাকে। অতএব যিনি কৌশল ক্রমে মনকে কর্ম্ম-সন্ন্যাসী করিতে পারিয়াছেন তিনিই সুচতুর ও মহান্ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যং। যতএবমতোনিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টং যোযস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ ফলায় চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম্ম ত্বং কুরু ত্বং হেঅর্জ্জুন যতঃ কর্ম্ম জ্যায়োঽধিকতরং ফলতোহি যস্মাদকর্ম্মণোঽকরণাদনারম্ভাৎ, কথং শরীরযাত্রা শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেদ-

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।

কর্ম্মণোঽকরণাৎ অতোদৃষ্টং কর্ম্মাকর্ম্মণোরর্থবিশেষোলোকে ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নিয়তমিতি যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু হি যস্মাদকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরং। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীর নির্ব্বাহোঽপি ন ভবেৎ ॥ ৮ ॥

তুমি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর, কেননা কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ; বিশেষতঃ কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীর যাত্রাই নির্ব্বাহিত হইবেনা ॥ ৮ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ বলিতেছেন—যতদিন তোমার চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততদিন তুমি স্বর্গাদি ফল-কামনা-শূন্য হইয়া শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক ক্রিয়া অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম কলাপের অনুষ্ঠান কর। ধর্ম্ম, সত্য, দম, দান, প্রজনন, অাহিতাগ্নি, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, মানস এই একাদশ সাধন সন্ন্যাসের অধিকার-মূলক। এতাবৎ উত্তমরূপ অভ্যস্ত না হইলে কেহই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেনা। বিশেষতঃ [কাহারও ২ মতে] সন্ন্যাসাশ্রমে তোমার অধিকারই নাই। স্মৃতি বলিতেছেন, " চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়ো রাজন্যস্য দ্বৌ বৈশ্যস্য " ইতি। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে ব্রাহ্মণের অধিকার। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ ও বানপ্রস্থ এই আশ্রম ত্রয় মাত্রে ক্ষত্রিয়ের অধিকার এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ এই আশ্রম দ্বয়ে বৈশ্যের অধিকার। অতএব তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া সন্ন্যাসী কিরূপে হইবে? তুমি যদি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি না কর এবং সন্ন্যাসীর ভিক্ষাবৃত্তিতেও যখন তুমি অনধিকারী, তখন দেখিতেছি তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন। এরূপ ইঙ্গিতে পাছে অর্জ্জুন বলেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত যে সন্ন্যাস অন্যের গ্রহণ করিতে নাই তাহা নহে, তবে " দণ্ডাদি লিঙ্গ ধারণং ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়ো র্নিষিদ্ধং " অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইতে কাহারও নিষেধ নাই, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন " দণ্ডী " হওয়া অন্যের পক্ষে নিষেধ

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

কেননা স্মৃত্যন্তরে ইহা স্পষ্টই লিখিত আছে যে—

" ঋণত্রয় মপাকৃত্য নির্ম্মমো নিরহংকৃতিঃ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাঽথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ "॥

ঋষিঋণ, দেব ঋণ ও পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিয়া নির্ম্মম ও নিরহঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহত্যাগ পূর্ব্বক পরিব্রাজক হইবেন। অতএব আমি ক্ষত্রিয় হইলেও সন্ন্যাস গ্রহণে আমার সংপূর্ণ অধিকার আছে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, যে তুমি শূর বীর রাজতনয়, পরকে দান করা তোমার অভ্যাস আছে, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা করা তোমার অভ্যাস নাই। সন্ন্যাসী হইলেও তুমি অন্যান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় যাচ্ঞা করিতে পারিবে না, সুতরাং তোমার উদরান্ন নির্ব্বাহ হওয়াই ভার হইবে ॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। যচ্চ মন্যসে বন্ধার্থত্বাৎ কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি তদপ্যসৎ কথং যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞঈশ্বরস্তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্‌যজ্ঞার্থং কর্ম্ম তস্মাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রান্যেন কর্ম্মণা লোকোয়মধিকৃতঃ কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্ম বন্ধনং যস্য সোয়ং কর্ম্মবন্ধনোলোকোন তুযজ্ঞার্থাদতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ সমাচর নির্ব্বর্ত্তয় ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সাঙ্খ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে ন স্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ ৯॥

মনুষ্য গণ ভগবদারাধনার্থ কর্ম্ম না করিয়া অন্যথা অনুষ্ঠান করায় বন্ধন দশা-গ্রস্ত হয়; কিন্তু হে কৌন্তেয়! তুমি ফল-কামনা রহিত হইয়া ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯॥

গীঃ সঃ। "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে" কর্ম্মের দ্বারাই জীব সংসার বন্ধন দশাগ্রস্ত হয় এবং বিদ্যা দ্বারা তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে। ইহাতে কর্ম্মত্যাগ করাই বিধেয়। এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যে, যে কর্ম্ম ভগবানের (যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ) উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায়, তাহাতে জীবের বন্ধন হয়না। অতএব তুমি কেবল ভগবদুপাসনার্থ শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বক আশ্রমোচিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং সহেতি। সহযজ্ঞাযজ্ঞসহিতাঃ প্রজাস্ত্রয়োবর্ণাস্তাঃ সৃষ্ট্বোৎপাদ্য পুরা পূর্ব্বং সর্গাদাবুবাচোক্তবান্ প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবোবৃদ্ধিরুৎপত্তিস্তাং কুরুধ্বমেষবোযজ্ঞঃ যুষ্মাকমস্তু ভবতু ইষ্টকামধুক্ ইষ্টানভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতীষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবোবৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবৃদ্ধিং যজ্ঞোবোযুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগ প্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ, অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থং, কাম্যকর্ম্ম প্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্মশ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ ॥ ১০ ॥

কল্পারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞাধিকারী জীবগণকে সৃষ্টি করিয়া ইহাই বলিয়াছিলেন, যে এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ফলদান করিবে ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। "সহযজ্ঞ" অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্ম্মেরই

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

উদ্বোষণা হইল; কিন্তু " মা কর্ম্ম ফল হেতুর্ভূঃ " এই বচনে কাম্য কর্ম্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্য কর্ম্মের প্রসঙ্গ নাই, এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এস্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। " প্রজাগণ! তোমরা কামনা করিয়া ফল প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও " ব্রহ্মা একথা বলেন নাই। কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য; কিন্তু এই কর্ম্ম সাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই পোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও, তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আম্রেরই জন্য যেমন আম্র-বৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদ্গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ম্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফলকামনা না করিলেও উহা স্বতএব প্রাপ্ত হইবে। ফলের ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের স্বভাব গুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্মৃতিতে লিখিত আছে—

" সন্ধ্যামুপাসতে যেতু সততং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূত পাপা স্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ "

যাহারা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক নিয়মিত সন্ধ্যা উপাসনাদি করে, তাহারা সর্ব্ব পাপ-পরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি "প্রার্থনার" বশবর্ত্তী হইয়া তুমি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিও না, কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া তুমি নিয়মিত রূপে করিতে থাকিলে, কর্ম্মের স্বভাব গুণে তুমি ব্রহ্ম লোক আপনাপনিই প্রাপ্ত হইবে ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথং দেবানিতি। দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়তা বর্দ্ধয়তানেন যজ্ঞেন তে দেবা ভাবয়ন্তু আপ্যায়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা বোযুষ্মানেবং পরস্পরমন্যোন্যং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃপরমপি মোক্ষলক্ষণাং জ্ঞানপ্রাপ্তিং ক্রমেণাবাপ্স্যথস্বর্গং বা পরং শ্রেয়োবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞোভবেদিত্যত্রাহ দেবা-

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

নিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়তাহবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত তেচ দেবাবোয়ুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনাহন্নোৎপত্তি দ্বারেণ, এবমনোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োহভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

হে প্রজাগণ! এই যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে সন্তুষ্ট কর, এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন, এইরূপ পরস্পর সন্তোষ সাধন দ্বারা তোমরা কল্যাণ লাভ কর ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদিদেবতাকে তৃপ্ত করিলে তাঁহাদের জলবর্ষনাদি দ্বারা পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে, তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হইবে। এইরূপে তোমাদের কার্য্যে দেবতাগণের এবং দেবতাগণের কার্য্যে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ইন্দ্রাদি দেবতার সেবা করিলে তোমরা স্বর্গলাভও করিবে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ ইষ্টান্ ভোগানিতি। ইষ্টানভিপ্রেতান্ ভোগান্ হি বোযুষ্মভ্যং দেবাদাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি স্ত্রীপশুপুত্রাদীন্ যজ্ঞভাবিতা-যজ্ঞৈর্বর্দ্ধিতা তোষিতাইত্যর্থঃ, তৈর্দ্দেবৈর্দ্দত্তান্ ভোগান প্রদায়াদত্বা আনৃণ্যমকৃত্বেত্যর্থঃ এভ্যোদেবেভ্যোযোভুঙ্‌ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়ন্তি স্তেনএব তস্করএব সদেবাদিস্বাপহারী ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতাদেবাবৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বোযুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তি হি অতোদেবৈর্দ্দত্তানন্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স তু চোর এব স্তেনঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবতা গণ তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ভোগ দান করিবেন। এই দেবদত্ত ভোগ লাভে যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥১২

ভোগ করে, সে চৌর ॥ ১২ ॥

গীঃ সঃ। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে মনুষ্য অন্ন, পশু, সুবর্ণ আদি মনোবাঞ্ছিত ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। এতাবৎ দেবদত্ত ঋণ স্বরূপ জানিতে হইবে। দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য ব্রীহি যবাদির দ্বারা বৈশ্বদেব, অগ্নি-হোত্র, জাতেষ্টি ইত্যাদি দেবোদ্দেশে যাগ করিবে। যে ব্যক্তি এরূপ না করিয়া কেবল নিজে ভোগ করিতে থাকে, সে পরস্বাপহারী কৃতঘ্ন চৌরের ন্যায় কার্য্য করে বলিতে হইবে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে পুনঃ দেবযজ্ঞাদীন্নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্টমশনমমৃতাখ্য-মশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈশ্চুল্ল্যাদিপঞ্চশূনাকৃতৈঃ প্রমাদকৃতহিংসাদিজনিতৈশ্চান্যৈর্যে ত্বাত্মম্ভরয়োভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপং স্বয়মপি পাপাঃ যে পচন্তি পাকং নির্ব্বি-র্ত্তয়ন্তি আত্মকারণাদাত্মহেতোঃ ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইতশ্চ যজ্ঞস্ত এব শ্রেষ্ঠানেতর ইত্যাহ যজ্ঞশিষ্টা-শিন ইতি। বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চশূনাদিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে পঞ্চশূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চশূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি। যে ত্বাত্মনোভোজনার্থমেব পচন্তি ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং তে পাপাছুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥

যিনি যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং যে পাপাত্মা পুরুষ কেবল আপনার জন্যই অন্ন পাক করিয়া থাকে, সে পাপই ভোজন করিয়া থাকে মাত্র ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক যাঁহারা বেদ বিহিত কার্য্য করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ হয়েন। দেবনিবেদিত প্রসাদ ভোজন করিলে মনুষ্য পবিত্র হইয়া থাকে। যাহারা কেবল মাত্র নিজ উদর ভরণার্থই ভোজনের

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

আয়োজন করে, তাহারা পঞ্চশূনাদি পাপ হইতে নিস্তার পায় না।

"কণ্ডনী পেষনী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চশূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ॥
পঞ্চশূনা, কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি ॥"

গৃহস্থদিগের উদুখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ, ঝাঁটা এই পাঁচ প্রকার জীব হিংসার স্থান আছে। এই হিংসার জন্য স্বর্গ লাভের সম্ভাবনা নাই। পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পঞ্চ পাপের নিবৃত্তি হয়।

"ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥"

বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যা উপাসনাদির নাম ঋষিযজ্ঞ। অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ। বলিবৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ। অন্নাদির দ্বারা অতিথি সৎকারের নাম নৃযজ্ঞ, এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ভোজন করিলে সে অন্ন পাপ স্তূপ মাত্র ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্য। ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুর্হি কর্ম্ম কথমিত্যুচ্যতে অন্নাদ্ভবন্তীতি। অন্নাদ্ভুক্তাল্লোহিতরেতঃপরিণতাৎ প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেরন্নস্য সম্ভবঃ অন্নসম্ভবোযজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ অগ্নৌ প্রাহিতাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি যজ্ঞোঽপূর্ব্বং সচ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ঋত্বিগ্‌যজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কর্ম্ম ততঃসমুদ্ভবোযস্য যজ্ঞস্যাপূর্ব্বস্যহি সযজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্মকর্ত্তব্যমিত্যাহ অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ভূতান্যুৎপদ্যন্তে অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্‌ সংপদ্যতে ইত্যর্থঃ অগ্নৌ প্রাহিতাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে, আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥

অন্ন হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। অন্ন মেঘের বৃষ্টি হইতে জন্মে এবং মেঘ যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৪॥

গীঃ সঃ। অন্নজাত স্ত্রীপুরুষের শুক্র শোণিত যোগে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ব্রীহি যবাদির উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে? ধর্ম্মসাধন শক্তি জনিত অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টই যজ্ঞ স্বরূপ। এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না হইলে মন্ত্রপূত ঘৃতাদির পুষ্টিকর কণিকাবাহী ও বিশুদ্ধ বৈদিক মন্ত্রে নিম্মীলীভূত দিব্যশক্তি সম্পন্ন ধূম রাশি উত্থিত হইয়া সারগর্ভ জলভারে আক্রান্ত মেঘরাশি রচনা করিবে কিরূপে?

"অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥" মনুঃ,

বৈদিক অগ্নিতে প্রাতঃ ও সায়ং কালে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক যে ঘৃতাদি পদার্থের আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই দিব্যশক্তি সম্পন্ন আহুতি বিশিষ্ট আদিত্য হইতে মেঘ দ্বারা জলবর্ষণ হয়, এই জলের গুণেই পুষ্টিগর্ভ ব্রীহি যবাদি জন্মে এবং এই অন্ন হইতেই মনুষ্যাদির শরীর উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মরূপ যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, কারীরী ইষ্টি আদি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যং। তচ্চ এবম্বিধং কর্ম্ম কুতোজাতমিত্যাহ কর্ম্মেতি॥ তচ্চ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং ব্রহ্ম বেদঃ সউদ্ভবোযস্য তৎ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি বিজানীহি ব্রহ্মপুনর্ব্বেদাখ্যমক্ষর সমুদ্ভবং অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুদ্ভবো-যস্য তদক্ষরসমুদ্ভবং ব্রহ্ম বেদইত্যর্থঃ, যস্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাখ্যাদক্ষরাদুৎ সমুদ্ভবং ব্রহ্ম তস্মাৎ সর্ব্বার্থ প্রকাশকত্বাৎ সর্ব্বগতমপি সৎ নিত্যং সদা যজ্ঞবিধি প্রধানত্বাদ্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥ ১৫॥

স্বামিকৃত টীকা। তথা কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাণাং ব্রহ্ম

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ॥১৫॥

অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি, অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেত-দৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি শ্রুতেঃ, যতএবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তের-তাস্তমভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীরিতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম তস্মাৎ সর্ব্ব-গতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু ভূত্যর্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদানাং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যেণ প্রতিষ্ঠিতং অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥১৫

অগ্নিহোত্র আদি কর্ম্ম সকল বেদ হইতে উৎপন্ন, এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সর্ব্ব-গত অবিনাশী পরব্রহ্ম ধর্ম্মরূপ যজ্ঞাদিতে সদাই প্রতি-ষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। ব্রহ্ম বেদের একটী নামান্তর মাত্র। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্ম মাত্রই ব্রহ্মোদ্ভব বলা যায়। এতাবৎ কর্ম্মের দ্বারা অপূর্ব্ব রূপ ধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র কথিত কর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্ম লাভ হয়না। বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহাতে ভ্রম প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সাদি কোন প্রকার দোষ নাই। ইহা অক্ষর পরব্রহ্মের নিঃশ্বাস স্বরূপ অর্থাৎ বিনা চেষ্টা ও উদ্যমে অপৌরুষেয় ভাবে ইহা নির্গত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবমিতি। এবমীশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূর্ব্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্ত্তিতং নানুবর্ত্তয়তীহ লোকে যঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ সন্নঘায়ুরঘং পাপমায়ুর্জী-বনং যস্য সোঽঘায়ুঃ পাপজীবন ইতি যাবৎ ইন্দ্রিয়ারামইন্দ্রিয়ৈরারমণমা-ক্রীড়া বিষয়েষু যস্য সইন্দ্রিয়ারামোমোঘং বৃথা হে পার্থ! স জীবতি তস্মাদ-জ্ঞেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেতি প্রকরণার্থঃ প্রাগাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতা প্রাপ্তেস্তাদর্থ্যেন কর্ম্মযোগানুষ্ঠানমধিকৃতেনানাত্মজ্ঞেন কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যতআরভ্য শরীরযাত্রাপিচতে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণ ইত্যেবমন্তেন প্রতিপাদ্য যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রেত্যাদিনা মোঘং পার্থ

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬॥

সজীবতীত্যেবমন্তেনাপি গ্রন্থেন প্রাসঙ্গিকমধিকৃতস্যানাত্মবিদঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে যৎকারণমুক্তং তদকরণে চ দোষসংকীর্ত্তনং কৃতং ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদি চক্রং প্রবর্ত্তিতং তস্মাত্তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ এবমিতি। পরমেশ্বর বাক্যভূতাদ্বেদাখ্য ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিস্ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্ম প্রবর্ত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়েতি নানুতিষ্ঠতি অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ, যত ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েম্বেবারমতি ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া এই প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম চক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপযুক্ত পুরুষের জীবন বৃথা ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বার্থপ্রকাশক বেদের প্রাদুর্ভাব হয়। বেদ হইতে কর্ম্ম বুদ্ধির উৎপত্তি হয়, সেই কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অপূর্ব্বরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি, ধর্ম্ম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্যাদি, শস্যাদি হইতে মনুষ্যাদি ভূত সকল এবং তদনন্তর মনুষ্য সকলের দ্বারা পুনঃ কর্ম্ম প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃ ২ আবর্ত্তনের নাম কর্ম্ম-চক্র। যে মনুষ্য এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে. তাহার মনুষ্যত্বহানি হয়. এবং তজ্জন্য সে ক্রমশঃ নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া চির• যাতনা ভোগ করিতে থাকে; কিন্তু কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মবেত্তাগণ এ শ্রেণীভুক্ত নহেন। যে সকল মনুষ্য ইন্দ্রিয়াসক্ত ও বিষয়সেবায় নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদেরই জীবন পাপযুক্ত ও ব্যর্থ। জীবন্মুক্ত বিদ্যাবান্ পুরুষগণ "ইন্দ্রিয়ারাম" নহেন। এজন্য তাঁহারা প্রত্যবায়ভাগী হয়েন না। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরারাধনা পূর্ব্বক জীবন সার্থক করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং স্থিতে কিমেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং সর্ব্বেণানুবর্ত্ত-

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

নীয় মাহোস্বিৎ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগানুষ্ঠানোপায় প্রাপ্যামাত্মবিদোজ্ঞান-যোগেনৈব নিষ্ঠামাত্মবিত্তিঃ সাংখ্যৈরনুষ্ঠেয়ামপ্রাপ্তেনৈবেত্যেবমর্থমর্জ্জু-নস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থস্য বিবেকপ্রতিপত্ত্যর্থমেব চৈতমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানাঃ সন্তোব্রাহ্মণামিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিরবশ্যং কর্ত্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈষণাদিভ্যোব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং শরীরস্থিতিমাত্র প্রযুক্তং চরন্তি ন তেষামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যকার্য্যমস্তি ইত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপিপাদয়িষিতমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ ভগবান্ যস্ত্বিতি। যস্তু সাংখ্য-আত্মজ্ঞাননিষ্ঠআত্মরতিঃ আত্মনি এব রতির্ন বিষয়েষু যস্য স আত্মরতি-রেব স্যাদ্ভবেৎ আত্মতৃপ্তশ্চ আত্মনৈব তৃপ্তোনান্নরসাদিনা সমানবোমনুষ্যঃ সন্ন্যাসী আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ সন্তোষোহি বাহ্যার্থলাভেন সর্ব্বস্য ভবতি তমনপেক্ষ্যাত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ সর্ব্বতোবিগততৃষ্ণইত্যেতৎ যঈদৃশআত্মবি-ত্তস্য কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃ-করণ শুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাং। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ, ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নিবৃত্তঃ অত এবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষা রহিতোযস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭ ॥

যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক ॥ ১৭ ॥

. গীঃ সঃ। "ইন্দ্রিয়গ্রাম", বিষয় লম্পট পুরুষ, স্রক্ চন্দন বনিতাদি ভোগ্য বিষয়ে রতি করিয়া থাকে। উত্তম অন্ন পানাদিই তাহার তৃপ্তি কর। ধন, পুত্র, পশু আদি পাইলেই ও শরীর অরোগী থাকিলেই তাহার পরম তুষ্টি। রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি মনের বৃত্তি। বিশেষতঃ মনের প্রবাহ সম্বে কখনও পরমানন্দ লাভের সম্ভাবনা নাই। এইজন্য পরমার্থবেত্তা মহা-ত্মাগণ বিষয়াদিকে তুচ্ছ করিয়া আনন্দ স্বরূপ আত্মাতেই রতি করিতে থাকেন। যদি বল, আত্মাতে প্রাণি মাত্রেরই তো প্রীতি আছে, এবং স্ত্রী পুত্রাদিতে যে অনুরাগ করে তাহাও আত্ম-প্রীত্যর্থ। তবে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীতে প্রভেদ কি? তজ্জন্যই ভগবান্ ইতি পূর্ব্বে অজ্ঞানী গণের কর্ম্মা-

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭ ॥

ষ্ঠানের আবশ্যকতা দেখাইয়া জ্ঞানীর তাহাতে অনাবশ্যকতা দেখাইতেছেন। অজ্ঞানীগণ মনোবিলাসের দ্রব্য ব্যতীত রতি, তৃপ্তি বা তুষ্টি লাভ করিতে পারেনা, কিন্তু জ্ঞানীগণ অদ্বৈত বুদ্ধিতে একমাত্র আনন্দস্বরূপ আত্মাকেই বিদিত হইয়া তাহাতেই রমণ করিতে থাকেন, তাহাতেই শান্তি ও সন্তোষ লাভ করেন। যথা শ্রুতিঃ—

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"।

যিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রতি করেন, সমস্ত ক্রিয়ার গতি ও সমাপ্তি যাঁহার আত্মাতে, তিনিই ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের কিছুমাত্র কারণ দেখা যাইতেছেনা। যিনি স্বয়ং কৃতকৃত্য, তাঁহার আবার কর্ম্মের প্রয়োজন কি? ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ নৈবেতি। নৈব তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণার্থঃ প্রয়োজনমস্তি অস্তু তর্হ্যকৃতেন অকরণেন প্রত্যবায়াখ্যানর্থোনাকৃতেনেহ লোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপঃ আত্মহানিলক্ষণো বা নৈবাস্তি ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজননিমিত্তক্রিয়াসাধ্যো ব্যপাশ্রয়ঃ ব্যপাশ্রয়ণং আলম্বনং কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোঽস্তি যেন তদর্থ ক্রিয়ানুষ্ঠেয়ঃ স্যাৎ ন ত্বমেতস্মিন সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে সম্যগ্দর্শনে বর্ত্তসে ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র হেতুমাহ নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি তস্মৈষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যাবিদ্যুরিতি শ্রুতের্মোক্ষে দেবকৃত বিঘ্নসম্ভবাত্তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদপার্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়এব ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ, বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মাহ্যেষাং সম্ভবতীতি, হ নন্বব্যয়মপ্যর্থে. দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাব প্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যাবিদ্যুরিত্যেষাং দেবানাং ন প্রিয়মিতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তত্রৈব বিঘ্নকর্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অথবা না করিলে জ্ঞানী ব্যক্তির পুণ্য বা প্রত্যবায় কিছুই হয় না। প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির কাহারও নিকট কোন সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় না। ১৮ ॥

গীঃ সঃ। আত্মারাম পুরুষ স্বর্গাদিরূপ অভ্যুদয়ের কামনা করেন না, সুতরাং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার অভীপ্সিত মুক্তি কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রহ্মণো নির্ব্বেদ—
মায়ান্ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ইতি"।

মোক্ষাধিকারী ব্রাহ্মণ পুণ্য কর্ম্ম বিরচিত স্বর্গাদিলোকের অনিত্যতা, সাতিশয়তা আদি দোষ দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে বীতরাগ হয়েন। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়, ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা ব্রহ্মবেত্তা দিগের প্রতি লক্ষিত হয় নাই। কেননা আত্মবিদ্গণ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কাহারই নিকট কোন সাহায্যের আশা করেন না। দেবতাগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী গণের বিবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন, এতাবৎ বিঘ্নবিনাশের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তাহাও জ্ঞানীদিগের জন্য নহে। কেননা জ্ঞান লাভের পূর্ব্বেই এই সকল বিঘ্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান লাভ করিলে এতাবতের আর প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানীগণ সাধন কালে সপ্ত জ্ঞান ভূমিকা [শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনা ও তুর্য্যাবস্থা। এতাবতের বিশেষ বিবরণ যোগবাশিষ্ঠে পাঠ কর] অতিক্রম করিয়া পূর্ণানন্দ স্বরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিনাশ ও অভ্যুদয় শূন্য অবস্থায় কর্ম্মের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই॥১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।

অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। যতএবং তস্মাদিতি। তস্মাদসক্তঃ সংসর্গবর্জ্জিতঃ সর্ব্বদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কর্ম্ম সমাচর নির্ব্বর্ত্তয় অসক্তোহি যস্মাৎ সমাচরন্নীশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পরমাপ্নোতি পুরুষঃ মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণেত্যর্থঃ॥ ১৯॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগোনান্যস্য তস্মাত্ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্য কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্নোতি॥১৯॥

অতএব ফলকামনা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত কর্ম্ম করিলে মুক্তি লাভ হয়। তুমি তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর॥ ১৯॥

গীঃ সঃ। হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞান লাভ কর নাই, সুতরাং কর্ম্মের অধিকারী। বেদ বিহিত কর্ম্ম সকল নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান করিলে তোমার আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভের পথ পরিষ্কার হইবে॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাচ্চ কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব হি তস্মাৎ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াঃ বিদ্বাংসঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তুমাস্থিতাঃ প্রবৃত্তাঃ কে জনকাদয়োজনকাশ্বপতি প্রভৃতয়োযদি তে প্রাপ্তসম্যগ্দর্শনাস্ততোলোকসংগ্রহার্থং প্রারব্ধকর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মণা সহৈবাসংন্যস্যৈব কর্ম্ম-সংসিদ্ধিমাস্থিতাইত্যর্থঃ। অথাপ্রাপ্তসম্যগ্দর্শনাজনকাদয়স্তদা কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতেন ক্রমেণ সংসিদ্ধিমাস্থিত ইতি ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকোঽয়ং মন্যসে পূর্ব্বৈরপি জনকাদিভিরপ্যজানদ্ভিরেব কর্ত্তব্যং কৃতং কর্ম্ম তাবতা নাবশ্যমন্যেন কর্ত্তব্যং সম্যগ্দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি তথাপি প্রারব্ধকর্ম্মায়ত্তস্ত্বং লোকসংগ্রহমেবাপি লোকস্যোন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণং লোকসংগ্রহস্তমেবাপি প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ, যদ্যপি ত্বং সম্যগ্‌জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি অন্যথা জ্ঞানি দৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ত্যক্তু মিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

জনকাদি মহাত্মাগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তোমারও তাঁহাদিগের ন্যায় লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন, যে জ্ঞানিগণের যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ আমার ন্যায় জ্ঞান লাভেচ্ছুগণেরও কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যে রাজা জনক, অজাতশত্রু, অশ্বপতি, ভগীরথ আদি মহাত্মা গণ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্ত শুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করেন নাই। তুমি তাঁহাদের পথানুবর্ত্তন কর। তুমি কর্ম্মের অধিকারী, আবার রাজসূয়াদি যজ্ঞ সকল ক্ষত্রিয়েরাই অনুষ্ঠান করিবে ইহাও শাস্ত্রোক্ত। তুমি ক্ষত্রিয়, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই তোমাকে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। লোক সকলকে নিজ ২ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা এবং তাহাদিগকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করার নাম "লোক সংগ্রহ"। এই লোক সংগ্রহার্থ তুমি ধর্ম্ম রক্ষক রাজা—ক্ষত্রিয় হইয়া জনকাদির ন্যায় স্বধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। লোকসংগ্রহঃ কিমর্থমুচ্যতে যদ্যদিতি। যদ্যৎ কর্ম্ম আচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধানস্তত্তদেব কর্ম্মাচরতি ইতরোজনস্তদনুগতঃ কিঞ্চ শ্রেষ্ঠোযৎ প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা লোকস্তদনুবর্ত্ততে তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাত্তদাহ যদ্‌যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি স শ্রেষ্ঠোজনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎপ্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১ ॥

শ্রেষ্ঠব্যক্তি গণ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠগণ যাহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন অন্যান্য লোকে তাহারই মর্য্যাদা করে ॥২১॥

গীঃ সঃ। রাজা, মহারাজাদি প্রধান পুরুষ গণের আচরিত কর্ম্মই সাধারণ লোকের অনুকরণীয় হয়। শাস্ত্রীয় উপদেশাদির দিকে না তাকাইয়া প্রধান পুরুষ দিগের দৃষ্টান্তানুসরণ করিবার কারণ এই যে, রাজা মহারাজাগণ বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান্ ক্ষমতাবান এবং সর্ব্বদা বিদ্বন্মণ্ডলী পরিবৃত। অতএব তাঁহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যে সন্দেহ হয় না। এবং তাঁহারা যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাই যে শাস্ত্রের শেষ সমাধান, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস হয়। হে অর্জ্জুন! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একটী অন্যায় করিলেও সাধারণ লোকে তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া সাধন করে। তুমি রাজা, তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্যান্য লোকেও তোমার দৃষ্টান্ত অনুসারে অনধিকারেই কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। তুমি লোকের আদর্শ স্থানীয় হও ॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদ্যত্র লোকসংগ্রহকর্ত্তব্যতায়াং বিপ্রতিপত্তিস্তর্হি মাং কিং ন পশ্যসি নেতি। ন মে মম পার্থ নাস্তি ন বিদ্যতে কর্ত্তব্যং ত্রিষপি লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্চিদপি কস্মান্ন অনবাপ্তমপ্রাপ্তমবাপ্তব্যং প্রাপনীয়ং তথাপি বর্ত্তএব চ কর্ম্মণ্যহং ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ন মে ইতি ত্রিভিঃ। হে পার্থ মে কর্ত্তব্যং নাস্তি যতস্ত্রিষপি লোকেষনবাপ্তমপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্তএব কর্ম্মকরোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২॥

হে পার্থ! ত্রিলোকমধ্যে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্ত্তব্য কার্য্য নাই। কেননা, কোন দ্রব্যই আমার অপ্রাপ্ত ও অভীষ্ট দায়ক নাই; কিন্তু তথাচ আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি॥ ২২॥

গীঃ সঃ। লোক-শিক্ষার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা ভগবান নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বলিতেছেন। আমি জগতের একমাত্র স্বামী, সুতরাং আমার কোন বিষয়েরই অভাব নাই, আবশ্যকও নাই। তথাচ বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমি যদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করি, তবে সেই দৃষ্টান্তে অন্যান্য লোক কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়িবে। "পার্থ" এই সম্বোধন বাক্যে নিজ পিতৃস্বসৃ-পুত্র বলিয়া আত্মীয়তা জ্ঞাপন করিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে তুমি আমারই আচরণের অনুসরণ কর॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদি হি পুনরহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কদাচিৎ কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বর্ত্ম মামানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ হে পার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ॥ ২৩॥

স্বামিকৃত টীকা। অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

যদি আলস্য বর্জ্জিত হইয়া আমি শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে কর্ম্মের অধিকারী মনুষ্যগণ সর্ব্বথা আমারই অনুগমন করিবে॥ ২৩॥

গীঃ সঃ। যদি চ আমার কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু লোকে ভাবিবে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যখন কর্ম্মের আব-

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ। ২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।

কর্ত্তা স্বীকার করেন না, তবে আমরা বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া মরি কেন? যাহা উপাদেয় ও উত্তম, ভগবান্ অবশ্য তাহাই করিতেছেন। অতএব আমরাও তাহাই করিব। এইরূপ আচরণে লোক ধর্ম্ম ভ্রষ্ট ও বিপথগামী হইয়া যায়॥ ২৩॥

শাঙ্করভাষ্যং। তথা চ কোদোষইত্যাহ উৎসীদেয়ুর্বিনশ্যেয়ুরিমে সর্ব্বে লোকাঃ লোকস্থিতিনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাৎ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং কিঞ্চ সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাং তেন কারণেনোপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তস্তদুপহতিং উপহননং কুর্য্যামিত্যর্থঃ। মমেশ্বরস্যানন-নুরূপমাপদ্যেত যদি পুনরহমেব ত্বং কৃতার্থবুদ্ধিরাত্মবিদন্যোবা তস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ত্তব্যাভাবেপি পরানুগ্রহ এব কর্ত্তব্যইতি॥ ২৪॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিমত আহ উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ ততশ্চ যোবর্ণসঙ্করোভবেত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ং, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি॥ ২৪॥

আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে সকল লোকেই উৎসন্ন হইয়া যাইবে। বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হইয়া প্রজা বিনষ্ট হইবে এবং আমিই তৎ সমস্তের কারণ হইয়া ॥ ২৪॥

শীঃ সঃ। আমার কর্ম্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লোক সকল ক্রিয়াহীন হইলে জগতে যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লোক সকলও ভ্রষ্ট হইতে থাকিবে, বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হইবে, অতএব আমি জগৎ-রক্ষাকর্ত্তা হইয়া কিরূপে সর্ব্ব লোকের হানিকারক হইব? অথবা হে অর্জ্জুন! তুমি যদি লোক সংগ্রহার্থও কর্ম্ম না কর, শ্রেষ্ঠদিগের আচরিত কর্ম্মের তো অনুসরণ করিবে! আমি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও যখন কর্ম্মে

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসোযথা কুর্ব্বন্তি ভারত।

প্রবৃত্ত আছি, তখন ইহার অনুগমন করা তোমার একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ২৪॥

শাঙ্করভাষ্যং। সক্তাইতি। সক্তাঃ কর্ম্মণ্যস্য কর্ম্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি কেচিদবিদ্বাংসোযথা কুর্ব্বন্তি ভারত কুর্য্যাদ্বিদ্বানাত্মবিত্তথা অসক্তঃ সন্ তদ্বৎ কিমর্থং করোতি তচ্ছৃণু চিকীর্ষুর্যথা কর্ত্তুমিচ্ছুঃ লোকসংগ্রহং ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাঽজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫ ॥

হে ভারত! অজ্ঞানী পুরুষ গণ যেমন আসক্ত চিত্তে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, লোক শিক্ষার ইচ্ছায় বিদ্বান্ পুরুষগণও অনাসক্ত চিত্তে সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২৫ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অকর্ত্তা এবং অনাসক্ত হইয়া অনায়াসে কার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু আমার [অর্জ্জুনের] ন্যায় একজন মনুষ্য লোক সংগ্রহার্থ কার্য্য করিতে গিয়া "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমানের বশবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা। পাছে অর্জ্জুন এইরূপ আশঙ্কা করেন, তৎপরিহারার্থ ভগবান্ কহিতেছেন, যে আত্মজ্ঞান-বর্জ্জিত অজ্ঞানী পুরুষ অভিমানী ও স্বর্গকামী হইয়া যেরূপ যাগ যজ্ঞাদি করে, তুমি সাবহিতচিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফল কামনা বর্জ্জিত হইয়া কেবল লোক সংগ্রহার্থ তত্তাবতের অনুষ্ঠান কর। "ভা" শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান মার্গে যাঁহার ঐকান্তিকী প্রীতি, তিনি "ভারত" বলিয়া আখ্যাত হয়েন। অর্জ্জুনকে "ভারত" পদ দ্বারা সম্বোধন পূর্ব্বক ভগবান্ তাঁহাকে ঈদৃশ কার্য্যের উপযুক্তাধিকারী বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন। তুমি জ্ঞানেচ্ছু, অতএব এরূপ নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে

কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং ॥ ২৫ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।

অসম্ভব নহে ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্য। এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষোর্মমাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যমন্যস্য বা লোকসংগ্রহমুক্ত্বা ততস্তস্যাত্মবিদইদমুপদিশ্যতে নেতি। বুদ্ধের্ভেদোবুদ্ধিভেদঃ ময়া ইদং কর্ত্তব্যং ভোক্তব্যঞ্চাস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিশ্চয়রূপায়া-বুদ্ধের্ভেদনং চালনং বুদ্ধিভেদস্তন্নজনয়েন্নোৎপাদয়েদজ্ঞানামবিবেকিনাং কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণ্যাসক্তানাং আসঙ্গবতাং কিন্তু কুর্য্যাদ্‌যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ং তদেবাবিদুষাং কর্ম্ম যুক্তোঽভিযুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নমু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ ন বুদ্ধিভেদমিতি অজ্ঞানামতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদ্বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ অপিতু যোজয়েৎ সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ কথং যুক্তোঽবহিতোভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধা-নিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

বিদ্বান্ পুরুষ কর্ম্মপরায়ণ অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের কখনও বুদ্ধিভেদ করিবেন না। বরং তিনি স্বয়ং আদর পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্ম মার্গে নিযুক্ত রাখিবেন ॥ ২৬ ॥

গীঃ সঃ। যদি মনে কর, লোক সংগ্রহার্থ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করিলে ক্ষতি কি? তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন, যে ফলকামনার আশায় যাহারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ অর্থাৎ তুমি [আত্মা] অকর্ত্তা, অভোক্তা ইত্যাদি শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের মন বিচালিত করিবেনা। কেননা কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, এইরূপ উপদেশ দ্বারা সেই মলিন চিত্তগণ কর্ম্ম ও জ্ঞান, উভয় পথই ভ্রষ্ট হয়, তাহাতে

যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥২৬॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

তাহারা ভোগ ও মোক্ষ উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়।

"অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহা নিরয় জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ॥"

অশুদ্ধ চিত্ত, বিষয়াসক্ত কর্ম্মের অধিকারী অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ ব্যক্তিই অজ্ঞানী পুরুষ। তাহাকে যে বিদ্বান্ ব্যক্তি "তুমি, আমি এবং এই সমস্ত জগতই ব্রহ্মরূপ" এইরূপ উপদেশ দান করেন, তিনি ঐ অজ্ঞানী পুরুষকে মহারৌরব নরকে নিপাতিত করেন। অতএব এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কর্ম্মানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অজ্ঞানী পুরুষকে কর্ম্মেতেই প্রবর্ত্তিত রাখিবে॥ ২৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। অবিদ্বান্ অজ্ঞঃ কথং কর্ম্মসু সজ্জতইত্যাহ প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতেঃ প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা তস্যাঃ প্রকৃতেগু´ণৈর্ব্বিকারৈঃ কার্য্যকরণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়ানি চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কার্য্যকরণসংঘাতাত্মপ্রত্যয়োঽহঙ্কারস্তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ়ঃ আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং কার্য্য করণধর্ম্মা কার্য্যকরণাভিমান্যবিদ্যয়া কর্ম্মাণ্যাত্মনি মন্যমানস্তত্তৎ কর্ম্মণামহং কর্ত্তেতি মন্যতে॥ ২৭॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্থ বিদুষাপি চেৎকর্ম্ম কর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কোবিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্ব্বিশেষং দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাং। প্রকৃতেগু´ণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্ব প্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। তত্র হেতুঃ অহমিতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিস্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্॥ ২৭॥

প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে, আমিই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি॥ ২৭॥

গীঃ সঃ। যদি বল, জ্ঞানিগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাদিগের

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ।

সহিত অজ্ঞানিগণের প্রভেদ রহিল কি ? তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন, যে অনাদ্যা মায়ার সত্ত্ব, রজঃ তমঃ আদি গুণ সকলের দ্বারাই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মায়া প্রকৃতির বিকার স্বরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণাদি কার্য্য কারণ রূপ গুণ বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং প্রকৃতির গুণ রাশিই লৌকিক ও বৈদিকাদি কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। নিঃসঙ্গ আত্মা কোন কার্য্যই করেন না। তথাচ কার্য্য কারণ সংঘাতে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হইয়া মোহান্ধ গণ আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে। বস্তুতঃ প্রকৃতির গুণ ভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানে কাহারই সামর্থ্য নাই। আত্মা নিষ্ক্রিয় ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যঃ পুনর্ম্মন্যতে বিদ্বান্ তত্ত্ববিদিতি। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো কস্য তত্ত্ববিৎ গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিত্যর্থঃ গুণাঃ করণাত্মকাঃ গুণেষু বিষয়াত্মকেষু বর্ত্তন্তে নাত্মেতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং ন করোতি ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মকইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ নমে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ তয়োর্গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োর্যস্তত্ত্বং বেত্তি সতু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮ ॥

হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ, প্রকৃতির গুণরাশি ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা রূপরসাদি কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, আত্মা নিঃসঙ্গ, এইরূপ জানিয়া তাঁহারা কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য হয়েন ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। "অহং" অভিমানের বিষয়রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কারের নাম গুণ। "মম" অভিমানের বিষয়রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণের ব্যাপারের নাম কর্ম্ম। এবং যাহা সর্ব্ব জড় বিকারে প্রকাশক হইয়াও

গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।

তাহা হইতে পৃথক্, তাহার নাম বিভাগ। তিনিই স্বপ্রকাশ, জ্ঞানরূপ, নিঃসঙ্গ আত্মা। এই প্রকৃতি এবং চেতন তত্বের জ্ঞাতা বিদ্বান্ পুরুষ গণ ইহা বিদিত আছেন, যে প্রকৃতির গুণ বিকাররূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা রূপাদি প্রতিভাসিত করে। নির্ব্বিকার আত্মা তত্তাবৎ ব্যাপারে লিপ্ত নহেন। আত্মা শ্রবণ করেন না, দর্শন করেন না, তিনি কূটস্থ চৈতন্য রূপে তুষ্ণী-ভাবে স্থিতি করেন. বিদ্বান্ পুরুষ গণ এইরূপ বিদিত থাকিয়া "অহমম" আদি অভিমানের বশীভূত হয়েন না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে মহাবাহু অর্থাৎ আজানুলম্বিত বাহু, সামুদ্রিক মতে শ্রেষ্ঠ পুরুষের এই লক্ষণের উল্লেখ করিয়া অর্জ্জুনকে ইঙ্গিত করিলেন যে তুমি অবিবেকীদিগের ন্যায় কার্য্য করিওনা অর্থাৎ অভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাক ॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে পুনঃ প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতেগুর্ণৈঃ সম্যক্ মূঢ়াঃ সংমোহিতাঃ সন্তঃ সজ্জন্তে গুণানাং কর্ম্মসু গুণকর্ম্মসু বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মঃ ফলায়েতি, তান্ কর্ম্মসঙ্গিনোঽকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনোমন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান্ কৃৎস্নবিদাত্মবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ বুদ্ধিভেদকরণমেব চালনং তন্ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ন বুদ্ধিভেদমিত্যুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি। যেঃ প্রকৃতেগুর্ণৈঃ সত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে তান্ কৃৎস্নবিদোমন্দমতীন্, কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯॥

যে অজ্ঞানী জীব প্রকৃতির গুণে বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত, আত্মবেত্তা বিদ্বান্ ব্যক্তি শুভ কর্ম্ম হইতে তাহাদিগের শ্রদ্ধা বিচ-লিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

গীঃ সং। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতির বিকাররূপ গুণ রাশিতে সত্যতার ভ্রম থাকে, ততক্ষণ স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের ক্রমশঃ নির্ম্মল বিকাশ ও আত্মার স্ফূরণ হইয়া থাকে। এই জন্য যতদিন

তানকৃৎস্নবিদোমন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

আত্মজ্ঞানের উদয় না হয়, ততদিন বিদ্যাবান্ গণ সেই অনাত্মবেত্তাদিগকে কর্ম্মত্যাগের পরামর্শ দিবেন না। শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেই জ্ঞান আপনিই উদয় হইয়া থাকে। যাহা জানিলে তাহা ভিন্ন অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় না এবং যাহা না জানিলেও অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহার নাম "অকৃৎস্ন"। যেমন, তোমার ঘট জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু পট জ্ঞান নাও থাকিতে পারে; কিন্তু ঘট জ্ঞান যদি নাও থাকে তাহাতে পট জ্ঞানের বাধা হয় না। যে এক বস্তুর জ্ঞান হইলে সকল বস্তুই জানা যায়, এবং যাহা না জানিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, তাহার নাম "কৃৎস্ন"। এক অদ্বিতীয় আত্মার তত্ত্ব জানিলে সমস্ত অনাত্ম পদার্থেরই তত্ত্ব জানা যায়। আবার আত্মাকে না জানিতে পারিলে কোন পদার্থেরই স্বরূপ জ্ঞানোদয় হয় না। এই জন্য আত্মা 'কৃৎস্ন" বলিয়া কথিত হয়েন।

"আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা
বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতং"। শ্রুতিঃ।

হে মৈত্রেয়ি! অধিষ্ঠান রূপ আত্মার দর্শন দ্বারা, শ্রবণ দ্বারা, মনন দ্বারা ও বিজ্ঞান দ্বারা অনাত্ম সমস্ত জগৎই জ্ঞাত হওয়া যায়॥ ২৯॥

শাঙ্কর ভাষ্যং। কথং পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেনাজ্ঞেন মুমুক্ষুণা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে ময়ীতি। ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বাণি সংন্যস্য নিক্ষিপ্যাধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যাহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা কিঞ্চ নিরাশীঃ ত্যক্তাশীঃ নির্ম্মমোমমভাবশ্চ নির্গতোযস্য তব স ত্বং নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরোবিগতসন্তাপোবিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিদতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য সমর্প্যাধ্যাত্মচেতসাহন্তর্য্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীঃ নিষ্কামোঽত এব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব॥ ৩০॥

নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।

তুমি কর্ম্মরাশি আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক কামনা, মমতা ও শোক রহিত হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

গীঃ সঃ। প্রথম অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর কর্ম্মের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞানী কর্ত্তৃত্বাভিমান পূর্ব্বক এবং জ্ঞানী নিরভিমান হইয়া কর্ম্ম করে, উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদও ভগবান্ দেখাইয়াছেন। এক্ষণে অজ্ঞানী দিগকে মুমুক্ষু ও মোক্ষেচ্ছা বর্জ্জিত এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অমুমুক্ষু হইতে মুমুক্ষুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে মুমুক্ষু অজ্ঞানীর মধ্যে গণনা করিয়া বলিতেছেন। হে অর্জ্জুন! সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা বাসুদেব রূপ আমাতে সমস্ত লৌকিক, বৈদিক কর্ম্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা সমর্পণ কর। আত্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রের নাম, অধ্যাত্ম শাস্ত্র। তত্তৎ শাস্ত্রার্থ বিচারতৎপর চিত্তের নাম, অধ্যাত্মচেতস্। এতদ্দ্বারা আত্মানাত্ম জ্ঞানের উদয় হয়। তুমি আধ্যাত্মভাবে, অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা নহি, অন্তর্যামী পরমেশ্বরের অধীন থাকিয়া ভৃত্যবৎ কার্য্য করিতেছি, সমস্ত কর্ম্মই তাঁহারই জন্য সম্পাদিত হইতেছে," এইভাবে পুত্র দারাদিতে মমতাভিমান-বিহীন, এবং শোকাদিরূপ জ্বর বর্জ্জিত হইয়া তুমি স্বধর্ম্ম কার্য্যে অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদেতন্মম মতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি স প্রমাণমুক্তং তত্তথা যে মইতি। যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি অনুবর্ত্তন্তে মানবা মনুষ্যাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ অনসূয়ন্তোঽসূয়াঞ্চ ময়ি পরমগুরৌ বাসুদেবেঽকুর্ব্বন্তো মুচ্যন্তে তেঽপ্যেবম্ভূতাঃ কর্ম্মভির্ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যৈঃ ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ যে মে ইতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

যাহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবর্জ্জিত হইয়া আমার

শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতং।

এই মতের অনুগমন করে, তাহারা কর্ম্মজাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

গীঃ সঃ। ঈশ্বরে ফলার্পণ পূর্ব্বক বেদবিহিত শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই আমার মত, ইহা অনাদি পরম্পরাসিদ্ধ নিত্য। আমাকে বল-পূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, ইহা না ভাবিয়া যাহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং জ্ঞানের উদয় হইয়া পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, এবং জ্ঞানরূপ অগ্নি দাহে সঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধ হইয়া যায়। যে প্রারব্ধকর্ম্মে এই শরীর গঠিত হইয়াছে, তাহাও ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যায়।

"তস্য পুত্রদায় মুপযান্তি সুহৃদঃ
সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাং।" শ্রুতিঃ।

জ্ঞানবান্ পুরুষের ধনাদি যাহা থাকে, তাহা পুত্র, শিষ্যাদিতে লইয়া যায়; তৎকর্ত্তৃক নিস্পৃহ ভাবে যে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার ফল তাঁহার সেবক ভক্তগণ গ্রহণ করে, এবং যে পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল তাঁহার নিন্দাকারী দুষ্ট গণ লাভ করিয়া থাকে। জ্ঞানীব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয় ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে ত্বিতি। যে তু তদ্বিপরীতাএতৎ মম মতং অভ্য-সূয়ন্তোনিন্দন্তোনানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্ত্তন্তে মে মতং সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মূঢাস্তে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢাস্তান্ বিনষ্টান্ নাশং গতানচেতসোঽবিবেকিনঃ ॥৩২॥

স্বামিকৃত টীকা। বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বেতদিতি। যে তু নানুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে যদ্ যজ্‌জ্ঞানং তত্র বিমূঢান্নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

আর যে সকল ব্যক্তি আমার পূর্ব্বোক্ত মতের অনুসরণ না করে, তাহারা দুর্ব্বুদ্ধি, অজ্ঞান ও সর্ব্ব-পুরুষার্থভ্রষ্ট ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।

গীঃ সঃ। যাহারা গুরুশাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন ও অসূয়া পরবশ-চিত্তে কর্ম্মরাশির অনুষ্ঠান না করে, তাহারা প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া যায়। ভগবদ্বাক্যের অবহেলন বশতঃ সমস্ত পুরুষার্থের হানি হইয়া থাকে ॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ত্বদীয়ং মতং নানুতিষ্ঠন্তি পরধর্ম্মাননুতিষ্ঠন্তি স্বধর্ম্মঞ্চ নানুবর্ত্তন্তে তৎপ্রতিকূলাঃ কথং ন বিভ্যতি তচ্ছাসনাতিক্রমদোষাৎ তত্রাহ সদৃশমিতি। স্বদৃশমনুরূপং চেষ্টাং করোতি কস্যাঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারোবর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিস্তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বোজন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্মূর্খস্তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্তি অনুগচ্ছন্তি ভূতানি নিগ্রহঃ নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি মম চান্যস্য বা ॥ ৩৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ননু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি তত্রাহ সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষ জ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্ব্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, যস্মাত্ ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে এবঞ্চ সতীন্দ্রিয় নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্ব্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। যখন সকল প্রাণীই প্রকৃতির বশীভূত, তখন আমার শাসন তাহাদিগকে কি করিতে পারে? কেননা স্বভাবই বলবান্ ॥ ৩৩ ॥

গীঃ সঃ। রাজবিধি না মানিলে দণ্ডিত হইতে হয়, সকল লোকের মনেই এই আশঙ্কা আছে, তথাচ বিধিবিগর্হিত কার্য্য করে। ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে মহাসঙ্কটে পড়িতে হয়, ইহা জানিয়াও লোকে কেন ভগবদ্বাক্যের অনুসরণ করেনা? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিরসনার্থ

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্ব জন্ম কৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞান ও ইচ্ছাদির যে সংস্কার তাহা বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়, এবং এই অভিব্যক্ত সংস্কারেরই নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অতীব প্রবলা। জ্ঞানী পুরুষ গণও এতৎ প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারেন না। পান ভোজনাদি প্রাকৃতিক ব্যবহার কালে পশু পক্ষী ও বিদ্বান্ পুরুষে একই প্রকৃতির বশীভূত হইয়া থাকে। গুণ দোষাদির তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানবান্ গণ নিজ ২ প্রকৃতিরই বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন। এই প্রকৃতি অবিবেকী গণকে পুরুষার্থ ভ্রষ্ট করিতেছে দেখিয়াও লোকে তাহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারেনা। প্রকৃতির এমনই প্রবল প্রেরণা যে, জীব কুকর্ম্ম করিয়া উৎকট দণ্ড পাইবে ইহা জানিয়াও তাহা ছাড়িতে চায় না। ইহাতে রাজদণ্ডের ন্যায় তাহারা ভগবদাজ্ঞায় ভয় করিবে কোথা হইতে? ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদি সর্ব্বোজন্তুরাত্মনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্য-প্রাপ্তাবিদমুচ্যতে ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে শব্দাদিবিষয়ে ইষ্টে শব্দাদৌ রাগোঽনিষ্টে দ্বেষইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষাববশ্যম্ভাবিনৌ তত্রায়ং পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্য বিষয় উচ্যতে শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্তেঃ পূর্ব্বমেব রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ যাহি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি যদা তদা স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ পরধর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ ভবতি যদা পুনঃ রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রদৃষ্টিরেব পুরুষোভবতি ন প্রকৃতিবশস্তস্মাত্তয়ো রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেদ্যতস্তৌ হ্যস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ তস্করাবিবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্বেবং প্রকৃত্যাধীনৈবচেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধ শাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তং, অর্থে স্ব স্ব বিষয়ে অনুকূলেরাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ; ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্ব্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে, হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপ-

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।

...নৌ প্রতিপক্ষৌ, অয়ং ভাবঃ, বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যানর্থ-
...তং পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি শাস্ত্রং
...ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষ প্রতিবন্ধকে পরমেশ্বর ভজনাদৌ তং
...বর্ত্তয়তি ততশ্চ গম্ভীর স্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানার্থং
...প্নোতি, তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদি সদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে
...বর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তং ॥ ৩৪ ॥

সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় ভেদে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে। এ উভয়ই জীবের পরম শত্রু। অতএব কদাচ উহাদের বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা, ঘ্রাণ এবং বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু, এই দশ ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, আদান, গমন, আনন্দ, মলত্যাগ, এই দশটী বিষয় বলিয়া কথিত হয়। এই বিষয় গুলি ইন্দ্রিয় গণের প্রকৃতির অনুকূল। যদি কদাচিৎ তত্তাবৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধও হয়, তথাচ জীব গণের তাহাতেই অনুরাগ থাকে। আবার যদি কোন বিষয় ইন্দ্রিয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্র বিহিত হইলেও জীবের তাহাতে বিদ্বেষ বুদ্ধিরই উদয় হয়। রাগ ও দ্বেষ এই উভয়ই পরিহার করা মানুষের কর্ত্তব্য। পরস্ত্রী গমনে মহাপাপ এবং অনিষ্ট হয় জানিয়াও ইন্দ্রিয় সুখ সাধক বলিয়া উহাতে অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগই পরনারী গমনে প্রবৃত্তি দেয়। আবার সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম স্বর্গ ফলাদিপ্রদ হইলেও ইন্দ্রিয় সুখ সাধক নয় বলিয়া উহাতে বিদ্বেষ বা বিরাগ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ের রাগ ও দ্বেষ এই দুই বুদ্ধির উপশম করিতে পারিলেই জীব যথাবৎ নিজ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। তখন শাস্ত্র বিহিত উপদেশের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। তখন আপনা আপনিই পরদারাভিগমনে নিবৃত্তি ও সন্ধ্যা বন্দনাদিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্র বিচার জনিত জ্ঞান প্রভাবে ক্রমশঃ স্বাভাবিক রাগ দ্বেষের শান্তি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই স্বাভাবিক রাগ দ্বেষ বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত মুমুক্ষুর সাধু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেনা।

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌহ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

এই রাগদ্বেষ রূপ বিষম দৃষ্টিই জীবকে বহু বিঘ্ন বিড়ম্বিত করে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এতৎ রাগ দ্বেষকে অবশ্যই বিদূরিত করিবেন॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র রাগদ্বেষ প্রযুক্তো মন্যতে শাস্ত্রার্থমপ্যন্যথা পরধর্ম্মোপি ধর্ম্মত্বাদনুষ্ঠেয় এবেতি তদসৎ শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধর্ম্মঃ স্বকীয়ধর্ম্মোবিগুণোপি বিগতগুণোপি অনুষ্ঠীয়মানঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাদ্গুণ্যেন সম্পাদিতাদপি স্বধর্ম্মে স্থিতস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ কস্মাৎ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি যতঃ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসংপূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদি প্রাপকত্বাৎ পরধর্ম্মস্তু পরস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরক প্রাপকত্বাৎ॥ ৩৫ ॥

সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহানি সত্ত্বেও স্বধর্ম্মসাধন শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল। স্বধর্ম্ম পালনে দেহান্ত হইলেও কল্যাণলাভ হয়॥ ৩৫ ॥

গীঃ সঃ। মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতি রাগ দ্বেষাদি যুক্ত। যুদ্ধ করিলে মনের এই হীন প্রবৃত্তি গুলিই অধিক উত্তেজিত হইবে। যদি কর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃতি শুদ্ধি করিতে হয়, তবে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক অহিংসাসম্বলভ ভিক্ষান্ন ভোজন আদি কর্ম্মের দ্বারা জীবনাতিবাহন করা ভাল। অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম বিহিত ধর্ম্মই মনুষ্যের নিজ নিজোচিত "স্বধর্ম্ম"। তপশ্চর্য্যা

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, উহা ক্ষত্রিয়ের "স্বধর্ম্ম" নহে। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের "স্বধর্ম্ম" কিন্তু ব্রাহ্মণের পরধর্ম্ম। কেবল ঈশ্বরের নাম স্মরণাদি সাধারণ ধর্ম্ম, প্রাণি মাত্রেরই স্বধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমোচিত মন্ত্র, দেবতা, প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গ সকল পরিহার পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা "বিগুণ"। স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম নিজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ, এজন্য স্বধর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক প্রকৃতি নির্ম্মল করিতে করিতে মৃত্যু হইলেও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কেননা স্বকর্ত্তব্য পালন জন্য স্বর্গাদি লাভ হয়। পরধর্ম্ম উত্তম হইলেও তোমার প্রকৃতির বিরুদ্ধতা বশতঃ তাহা শুভ ফলদায়ী হইবেনা। যে ঔষধটী একজন রোগীর ধাতু বিশেষে উপকার করিল, তাহা তাহার পক্ষেই অত্যুৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যরূপ ধাতুবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি তাহা সেবন করিলে তাহাতে শুভ ফল ফলিবার আশা নাই। ঔষধ উৎকৃষ্ট বা মূল্যবান্ হইলেই যে উপকারী হইবে, তাহা নহে। মনে কর, বাত ব্যাধির ঔষধ মূল্যবান্; তুমি আমাশয় রোগগ্রস্ত, যদি নিজ ধনাভিমানে মত্ত হইয়া মনে কর, যে আমি স্বল্প মূল্যের ঔষধ কেন সেবন করিব? বাত ব্যাধির যে মূল্যবান্ ঔষধ আছে, উহাই ব্যবহার করি। উহাতে তোমার ব্যাধির শান্তি হইবেনা, বরং উৎকট ও ভয়ানক শারীর বিকার উৎপন্ন হইতে পারে। যে ধর্ম্ম সত্ত্ব গুণীর অনুষ্ঠেয়, রজোগুণী তাহার আচরণ করিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এইজন্য রজোগুণী রজোগুণোপযোগী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ ভাবে করিলেও তাহাতে সুফল ফলিবে ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদ্যপানর্থমূলং ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসোরাগদ্বেষৌ হ্যস্ত পরিপন্থিনাবিতি চোক্তং বিক্ষিপ্তমনবধারিতং চ যদুক্তং তৎসংক্ষিপ্তং নিশ্চিতঞ্চেদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্নর্জ্জুনউবাচ জ্ঞাতে হি তস্মিন্ তদুচ্ছেদায় যত্নং কুর্য্যামিতি অথেতি। অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ সন্ রাজ্ঞেব ভৃত্যোঽয়ং পাপং কর্ম্ম চরত্যাচরতি পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলপ্রসূত বলাদিব নিযোজিতোরাজ্ঞেবেত্যুক্তোদৃষ্টান্তঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তং তদেতদশক্যং মন্বা-নোঽর্জ্জুন উবাচ অথেতি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণোবার্ষ্ণেয়ঃ হে বার্ষ্ণেয়

অর্জ্জুন উবাচ। অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি, কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! পুরুষ পাপাচরণে ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বল পূর্ব্বক পাপে প্রেরণা করে? ॥ ৩৬ ॥

গীঃ সঃ। পরদারাভিগমন আদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম অথবা শত্রু নাশার্থ শ্যেন যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম নিন্দিত এবং হে ভগবন্! তুমি যেরূপ কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলে তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা জানিয়াও মনুষ্য শ্রেষ্ঠ কার্য্য ছাড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কেন নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? মনুষ্যকে স্ব-তন্ত্র বলিয়া বোধ হয়না। স্ব-তন্ত্র হইলে মনুষ্য ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিত। তোমার আজ্ঞাপালনে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না কেন? কোন্ অদৃশ্য হেতু বলাৎকার পূর্ব্বক আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছে? ইহা তুমি ব্যাখ্যা কর। আমিও বৃষ্ণি কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তুমি সেই কুলের কুলপাবন দেবতা। অতএব আমার সংশয় ভঞ্জন কর ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্ব্বানর্থকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি ভগবানুবাচ ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য যন্নাং ভগইতীঙ্গণা। ঐশ্বর্য্যাদি ষট্কং যস্মিন্ বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবন্ধত্বেন সামস্ত্যেন চ বর্ত্ততে উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ সবাচ্যোভগবানিতি। উৎপত্ত্যাদিবিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবোবাচ্যোভগবানিতি, কামইতি। কামএষসর্ব্বলোকবশং কুর্ব্বন্ শত্রুর্যন্নিমিত্তা সর্ব্বানর্থ প্রাপ্তিঃ প্রাণিনাং সএব কামঃ প্রতিহতঃ কেনচিৎ ক্রোধত্বেন পরিণমতেঽতঃ ক্রোধোঽপ্যেষএব রজোগুণসমুদ্ভবোরজশ্চ তদাগুণশ্চ রজোগুণঃ সমুদ্ভবোযস্য সঃ কামোরজোগুণসমুদ্ভবোরজোগুণস্য

শ্রীভগবানুবাচ। কামএষ ক্রোধএষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।

বা সমুদ্ভবঃ কামোহ্যন্ত,তোরজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি তৃষ্ণয়া হুহঙ্কারিতঃ ইতি গুণদুঃখিনাং রজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাং প্রলাপঃ শ্রূয়তে মহাশনোমহদশনমস্তেতি মহাশনোঽতএব মহাপাপ্মা কামেন প্রেরিতোজন্তঃ পাপং করোতি অতোবিদ্ধ্যেনং কামমিহ সংসারে বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ কামএষ ক্রোধএষ ইত্যাদি। যত্ত্বয়া পৃষ্টোহেতুরেষ কামএব, নমু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং ত্বয়োক্ত ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থ ইত্যত্র সত্যং নাসৌ ততঃ পৃথক্ কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ কামএবহি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে পূর্ব্বং পৃথকৃত্বে-নোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্যভিপ্রায়েণৈকীকৃত্যোচ্যতে, রজো-গুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামো ন জায়ত ইতি সূচিতং এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি, অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণঃ ক্রমেণ হন্তব্য এব যতোনাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ মহাশনোমহশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ, নচ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ কহিলেন, এই কামই ক্রোধস্বরূপ ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। ইহা দুষ্পূরণীয় ও অতিশয় উগ্র। এই কামই বিষম বৈরী জানিবে ॥ ৩৭ ॥

গীঃ সঃ। কামই সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। কামের দ্বারাই প্রাণীর বিষম অনর্থপাত হইয়া থাকে। যদি বল, কামের ন্যায় ক্রোধও অনর্থ-কারী, তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন, কামই ক্রোধের রূপ ধারণ করে। জীব যে বস্তুর কামনা করে, তাহা প্রাপ্তির বিঘ্ন হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়, এই কামের নিবৃত্তি হইলেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। দুঃখ রাশি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। কাম রজোগুণজ, সুতরাং দুঃখদায়ী। সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে ২ কাম আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। নিবৃত্তি ব্যতীত কাম রূপ বৈরিনিপাতের উপায়ান্তর নাই। কাম অপরিমিত ভোজী (মহাশন)। যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু পাইলেও উহার পূর্ত্তি বা তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেন চ।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥
যৎপৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎসর্ব্ব মিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥"

ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না, ঘৃত কাষ্ঠাদি দ্বারা যেমন অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বহু পদার্থ ভোগে কামও সেই রূপ বর্দ্ধিত হয়। যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্রীহি যবাদি অন্ন, সুবর্ণাদি ধন, গো অশ্বাদি পশু, পরমা সুন্দরী স্ত্রী আদি ভোগ্য পদার্থ কামী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না। তবে অল্পভোগে কিরূপে শান্তি হইবে? এতদ্-বিচার পূর্ব্বক কামনা পরিত্যাগ করিবে। কামই তাবৎ দুঃখকর কার্য্যের প্রবর্ত্তক ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথং বৈরীতি দৃষ্টান্তৈঃ প্রত্যায়য়তি ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ প্রকাশকোঽপ্রকাশাত্মকেন যথা দর্পণোমলেন চ যথোল্বেন গর্ত্তবেষ্টনেন জরায়ুনা আবৃত আচ্ছাদিতোগর্ত্তস্তথা তেনেদ-মাবৃতং ॥ ৩৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেন যথা বহ্নিরাব্রিয়ত আচ্ছাদ্যতে যথা চাদর্শোমলেন আগন্তুকেন যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ত্তঃ সর্ব্বতো নিরুদ্ধ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদং ॥ ৩৮ ॥

যেমন ধূম অগ্নিকে ও রজ রূপ মল দর্পণকে আবৃত করে, এবং যেমন জরায়ুচর্ম্ম গর্ত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আবৃত করে ॥ ৩৮ ॥

গীঃ সঃ। অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের দ্বারা আবৃত। এই অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত কাম বারম্বার বিষয় চিন্তন বশতঃ ক্রমশঃ স্থূল হইতেও স্থূল হইয়া উঠে। ধূম যেমন অগ্নিকে মলিন করে, ধূলি যেমন দর্পণের স্বচ্ছতা

যথোল্বেনাবৃতোগর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

হানি করে, জরায়ু চর্ম্ম যেমন জীবের স্বরূপ দেখিতে দেয়না, সেইরূপ কাম প্রথমাবস্থায় জ্ঞানের তেজ মলিন করে, দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞানের প্রতিভার হানি করে, তৃতীয়াবস্থায় জ্ঞানকে আদৌ প্রকাশিত হইতেই দেয়না। অতএব কামই জীবের প্রধান বৈরী॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিং পুনস্তদিদংশব্দবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিত্যুচ্যতে আবৃতমিতি। আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনোনিত্য বৈরিণা জ্ঞানী হি জানাত্যনেন অহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্ব্বমেবাতঃ দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব অতোঽসৌ জ্ঞানিনোনিত্য বৈরী ন তু মূর্খস্য সহি কামং তৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্যংস্তৎকার্য্যে দুঃখে প্রাপ্তে জানাতি তৃষ্ণয়াহং দুঃখিত্বমাপাদিতইতি ন পূর্ব্বমেবাতোজ্ঞানিনএব নিত্যবৈরী কিংরূপেণ কামরূপেণ কামইচ্ছৈব রূপমস্যেতি কাম রূপস্তেন দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমস্যেতি দুষ্পূরোঽতস্তেনানলেন নাস্যালং পর্য্যাপ্তির্ব্বিদ্যতইত্যনলস্তেন ॥ ৩৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদং শব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানং এতেনাবৃতং অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্য বৈরিণেত্যুক্তং কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্য্যমাণস্তু শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ অনেন সর্ব্বান্ প্রতি বৈরিত্বমুক্তং ॥ ৩৯ ॥

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনলোপম কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে ॥ ৩৯ ॥

গীঃ সঃ। কাম বিবেক শক্তিকে প্রকাশিত হইতে দেয় না। কাম যদিচ অবিচারসিদ্ধ বহু সুখের হেতু স্বরূপ, তথাচ উহা পরিহার্য্য। অবিবেকী গণ বিষয় ভোগ কালে কামকে মিত্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু পরিণামে তজ্জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কামের এই পরিণামবিরস প্রকৃতি জানিয়া জ্ঞানীগণ অহাকে নিত্যবৈরী মনে করিয়া থাকেন। কাম ইচ্ছা ও তৃষ্ণারূপে জীব গণকে শত্রুর ন্যায় সদাই উদ্বেজিত করে।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং ॥ ৪০ ॥

কাষ্ঠ, ঘৃতাদির আহুতি দ্বারা অগ্নি যেমন উত্তেজিতই হয়, নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ কামনা অশেষবিধ ভোগ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করেনা। ভোগ-ত্যাগই কাম নিবৃত্তির একমাত্র উপায়॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামোজ্ঞানস্যাবরণত্বেন বৈরী সর্ব্ব-স্যেত্যপেক্ষায়ামাহ জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন নিবর্হণং কর্ত্তুং শক্য-ইতি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চাস্য কামস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে এতৈ-রিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্ব্বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়ত্যেষ কামোজ্ঞানমাবৃত্যা-চ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণং ॥ ৪০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ ইন্দ্রি-য়াণীতি দ্বাভ্যাং। বিষয়দর্শন শ্রবণাদিভিঃ সংকল্পেনাধ্যবসায়েন চ কাম-স্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে এতৈরিন্দ্রিয়াদি-ভির্দ্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্ব্বিবেক জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহ-য়তি ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিন কামের অধিষ্ঠান ভূমি। এতাবতের দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে ॥ ৪০ ॥

গীঃ সঃ। রূপ রসাদির আশ্রয় স্বরূপ চক্ষুঃ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ এবং সঙ্কল্প স্বরূপ মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কাম জ্ঞানকে আবৃত এবং দেহাত্মবুদ্ধি জীবকে মুগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যতএবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ পূর্ব্বং নিয়ম্য বশীকৃত্য ভরতর্ষভ পাপ্মানং পাপাচারং কামং প্রজহি পরিত্যজ হি বস্মাৎ এবং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং জ্ঞানং শাস্ত্রতআচার্য্যতশ্চ

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥৪১॥

আত্মাদীনামবরোধঃ বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবস্তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোর্নাশনং নাশস্তন্নাশনং প্রজহি আত্মনঃ পরিত্যজেত্যর্থঃ।৪১

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়, যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশনং যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসজং তমেব ধীরোবিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতিশ্রুতেঃ॥ ৪১ ॥

হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্ব পাপের মূলীভূত ও জ্ঞান বিজ্ঞান-বিনাশকারী কামকে বিনষ্ট কর॥ ৪১ ॥

গীঃ সঃ। যেমন পর্ব্বত, দুর্গ আদি রাজাদিগের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, সেই রূপ ইন্দ্রিয়াদিও কামের প্রশস্ত আশ্রয়স্থান। ইন্দ্রিয় গুলি স্ববশে আসিলেই কাম স্বতএব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলেই মন বুদ্ধিও ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসে। কেননা বাহেন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারাই মন ও বুদ্ধি মলিন হইয়া অনর্থপাত করে। "ভরতর্ষভ" সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে মহা শৌর্য্যবীর্য্যবন্ত কুলসম্ভূত বলিয়া রিপুদলনে উৎসাহিত করিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞান বিহীন পুরুষ সমস্ত পাপেরই অনুষ্ঠান করিতে পারে। শাস্ত্রোক্ত "বিজ্ঞান" শব্দে কেহ যেন অধুনাতন ব্যক্তিদিগের ন্যায় সায়ান্স্ (Science) বুঝিবেন না। শাস্ত্রোপদেশজনিত আত্মবোধের নাম "জ্ঞান" এবং নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আত্মার অনুভব বা বিশেষ জ্ঞানের নাম "বিজ্ঞান"। কামই জ্ঞান বিজ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়া পাপ রাশির প্রধান রূপে সূচনা করিয়া থাকে। অতএব কামকে মহা অনর্থকারী অপরাধীর ন্যায় দণ্ড দান ও বিনাশ করা কর্ত্তব্য॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহি ইত্যুক্তং তত্র কিমাশ্রয়ঃ কামং জহ্যাদিত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্ষ্য সৌক্ষ্ম্যান্তরত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাস্তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা তথা যঃ সর্ব্বদৃশ্যেভ্যোবুদ্ধ্যন্তেভ্যোঽভ্যন্তরোযং দেহিনং ইন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামোজ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তীত্যুক্তং বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ সবুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা ॥ ৪২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপার্থাদুক্তং ভবতি, ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চসংকল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চয় পূর্ব্বকত্বাৎ সংকল্পস্য যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তৎ সাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ সআত্মা তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পুরামৃষ্যতে ॥ ৪২ ॥

স্থূল শরীর হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এবং বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা॥ ৪২ ॥

গীঃ সঃ। ইন্দ্রিয় গণের চেষ্টা ব্যতীত শরীর কোন কার্য্যই করিতে পারেনা, মনের উত্তেজনা ও প্রেরণা ভিন্ন ইন্দ্রিয় গণের কার্য্য-চেষ্টা উৎপন্ন হয় না. আবার বুদ্ধির সহায়তা ভিন্ন মনের সঙ্কল্পরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারেনা, কেননা সঙ্কল্প নিশ্চয়াত্মক, এবং আত্মার সত্তা ও প্রকাশ ভিন্ন বুদ্ধিরও বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য এতাবতের ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, " পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ " পরমাত্মা হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ততঃ কিং এবমিতি। এবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা সংস্তভ্য সম্যক্ স্তম্ভনং কৃত্বা স্বেনৈবাত্মনা সংস্কৃতেন মনসা সম্যক্ সমাধায়েত্যর্থঃ, জহ্যেনং শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং দুঃখেনাসদঃ আসাদনং প্রাপ্তির্যস্য তং দুরাসদং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। উপসংহরতি এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ আত্মা তু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবং ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয় দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতাবুধাঃ তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা স্বামিকৃত টীকায়াং কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এইরূপে বিদিত হইয়া এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া এই তৃষ্ণারূপ দুর্জ্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ কর ॥ ৪৩ ॥

গীঃ সঃ ১ নির্ম্মল বুদ্ধির নিশ্চয় সঙ্কল্প দ্বারা মন ক্রমশঃ অবিচলিত হইয়া আসে। মন যতদিন বিচলিত হইয়া থাকে, ততদিন তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে ব্যাকুল হইয়া নানা দুঃখ ক্লেশ ও অনর্থের ভাগী হয়। বিচলিত মন ভগবদ্দর্শনাভিমুখী হয় না। এই কাম রূপ মহাশত্রু বিনষ্ট না হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র আশা নাই। "মহাবাহো" এই সম্বোধনের দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে তেজস্বী বলিয়া বৈরিনিপাতে উৎসাহিত করিলেন। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার এই—

"উপায়ঃ কর্ম্ম নিষ্ঠাত্র প্রাধান্যেনোপসংহৃতা।
উপেয়া জ্ঞান নিষ্ঠা তু তদ্গুণত্বেন কীর্ত্তিতা॥"

জ্ঞাননিষ্ঠার উপায় স্বরূপ কর্ম্মনিষ্ঠাকে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রধান রূপে এবং কর্ম্মনিষ্ঠার ফল স্বরূপ জ্ঞান নিষ্ঠাকে গৌণ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য শ্রীযুক্ত চির-কুমার
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত " গীতার্থ-সন্দীপনী " নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত।

চতুর্থাধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং।

শাঙ্করভাষ্যং। যোঽয়ং যোগোধ্যায়দ্বয়েনোক্তো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ স সন্ন্যাসঃ সকর্ম্মযোগোপায়ঃ যস্মিন্ বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ গীতাসুচ সর্ব্বাস্বয়মেব যোগোবিবক্ষিতোভগবতা, অতঃ পরিসমাপ্তং বেদার্থং মন্বানস্তং বংশকথনেন স্তৌতি ভগবান্। ইমং অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং বিবস্বতে আদিত্যায় সর্গাদৌ প্রোক্তবান্ অহং জগৎপরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায় তেন যোগবলেন যুক্তাস্তে সমর্থাভবন্তি ব্রহ্মপরিরক্ষিতুং ব্রহ্মক্ষেত্রে পরিপালিতে জগৎপরিপালয়িতুমলং অব্যয়মব্যয়ফলত্বাৎ হস্ত সম্যক্ দর্শন নিষ্ঠালক্ষণস্য মোক্ষাখ্যং ফলং ব্যেতি সচ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবে স্বপুত্রায়াদিরাজায়াব্রবীৎ॥ ১॥

স্বামিকৃত টীকা। আবির্ভাব তিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ। তত্ত্বম্পদ বিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি। এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়ক জ্ঞানযোগো মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদি গুণবিধানেন তত্ত্বং পদার্থ বিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ং ইমং যোগং পুরাহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, সহ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, সচ মনুঃ স্বপুত্রায়েক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১॥

ভগবান্ বলিলেন, এই অব্যয় জ্ঞান যোগ আমি প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য নিজ পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন, এবং মনু স্বকীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুর নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন॥ ১॥

শ্রীঃ সঃ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত জ্ঞান যোগ কর্ম্ম-

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়োবিদুঃ।

নিষ্ঠা রূপ কর্ম্ম যোগ দ্বারা লাভ করা যায়। এই জ্ঞান যোগের সনাতনত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সূর্য্য ও মনু আদি পুরুষ পরম্পরাগত উপদেশের উল্লেখ করিলেন। সূর্য্য ক্ষত্রিয় কুলের বীজ স্বরূপ, এই জ্ঞানযোগই প্রথমাবস্থা হইতে ক্ষত্রিয়দিগকে পুষ্ট ও বলবান্ করিয়া আসিতেছে। জ্ঞান যোগের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্, এই জন্য উহা অব্যয়, এবং উহার মোক্ষ রূপ ফলও অব্যয়। এই অব্যয় শক্তির সেবা করিয়াই ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে। অর্জ্জুনকে ভগবান্ ইহাই সঙ্কেত করিলেন ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবমিতি। এবং ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো-রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ রাজর্ষয়োবিদুরিমং যোগং সযোগঃ কালেনেহ মহতা দীর্ঘেণ নষ্টোবিচ্ছিন্নসংপ্রদায়ঃ সম্বৃত্তোহে পরন্তপ আত্মনোবিপক্ষভূতাঃ পরে উচ্যন্তে তান্ শৌর্য্যতেজোগভস্তিভির্ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ শত্রুতাপনইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবমিতি। এবং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ হে পরন্তপ শত্রুতাপন সযোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টোবিচ্ছিন্নঃ ॥ ২ ॥

হে পরন্তপ! রাজর্ষিগণ এই যোগ পুরুষপরম্পরাগত উপদেশ দ্বারা বিদিত হইতেন। কালক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। এই সূক্ষ্ম ও গুহ্য জ্ঞান-যোগ নিমি, জনক, কৈকেয় আদি রাজর্ষিগণ নিজ নিজ আচার্য্য, পিত্রাদির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজর্ষি পদটী রাজা ও ঋষি উভয়তঃ গৃহীত হইলে সনক, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। যখন সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবের সহিত ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, তখনই মহাত্মাগণ এই জ্ঞান-যোগ শিক্ষার অধিকারী থাকেন। কাল ক্রমে সেই ধর্ম্মভাবের দুর্ব্বলতা, অজিতেন্দ্রিয়তা এবং কাম, ক্রোধাদির বশবর্ত্তিতা জন্য জীবগণ অধুনা

স কালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

সএবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

তাহার অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, " হে পরন্তপ ! " ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই সম্বোধনে জিতেন্দ্রিয় ও যোগ্যাধিকারী বলিয়া এই জ্ঞানযোগের সাধনে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। স্বর্গে উর্ব্বশী আদি অপ্সরা সঙ্গ উপেক্ষা করায় অর্জ্জুনের জিতেন্দ্রিয়ত্ব শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। অর্জ্জুন জ্ঞানযোগের যোগ্যাধিকারী ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। দুর্ব্বলান্ অজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য নষ্টং যোগমিমমুপলভ্য লোকঞ্চাপুরুষসম্বন্ধিনং সএবায়মিতি। সএবায়ং ময়া তে তুভ্যমদ্যেদানীং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ভক্তোসি মে সখা চাসীতি রহস্যং হি যস্মাদেতদুত্তমং যোগং জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সএবায়মিতি। সএবায়ং যোগোবিচ্ছিন্নে সংপ্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তোযতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চ অতোঽন্যস্মৈ ময়ান্যোচ্যতে হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যং ॥ ৩ ॥

এই অনাদি সিদ্ধ জ্ঞানযোগ এক্ষণে আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কেননা তুমি আমার ভক্ত ও সখা। তজ্জন্যই আমি তোমাকে এই গূঢ় রহস্য কহিলাম ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। এই জ্ঞানযোগ অনধিকারীকে বলিতে নাই। শিষ্য উপযুক্ত হইলেই গুরু তাহাকে এই যোগ বৃত্তান্ত বলিবেন। আমি পূর্ব্বে সূর্য্যাদিকে বলিয়া ছিলাম, এবং আপাততঃ তোমার প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলাম। নতুবা এ উপদেশ আর কাহাকেও দান করি নাই। তুমি শরণাগত ভক্ত ও অনুগত, এই জন্যই তোমাকে বলিলাম, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

" বিদ্যাহবৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায়মাসে বধিষ্টেঽমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেযতায় নমাংব্রুয়ায় অবীর্য্যবতীস্তথাস্যাং " ॥

এক সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গিয়া বলিয়া-

ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমং ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ। অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

ছিলেন, হে ব্রাহ্মণ গণ! তোমরা আমাকে অতি গোপনে রক্ষা কর। আর যদি কখন অন্যের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া গোপনে রক্ষা করিতে না পার, তবে বিবেক, বৈরাগ্যাদি সাধন সম্পন্ন অধিকারী ব্যক্তিকে আমার উপদেশ করিও। অসূয়াযুক্ত, কুটিল প্রকৃতি, অসংযতমনা ব্যক্তিকে উপদেশ করিওনা। কেননা তাহা হইলে আমি (ব্রহ্মবিদ্যা) শুভফলপ্রসূ হইতে পারিবনা ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তমিতি মা ভূৎ কস্যচিৎ বুদ্ধিরিতি পরিহারার্থং চোদ্যমিব কুর্ব্বন অর্জ্জুনউবাচ, অপরমিতি। অপরমর্ব্বাক্ বসুদেবগৃহে ভবতোজন্ম পরং পূর্ব্বং সর্গাদৌ জন্মোৎপত্তির্ব্বিবস্বত আদিত্যস্য তৎ কথমেতদ্বিজানীয়ামবিরুদ্ধার্থতয়া যস্ত্বমেবাদৌ প্রোক্তবানিমং যোগং সএব ত্বমিদানীং মহ্যং প্রোক্তবানসীতি ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ভগবতোবিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরং অর্ব্বাচীনং তব জন্ম পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম তস্মাত্ত্বাধুনাতনত্বাচ্চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি তৎ কথমহং জানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াং ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার জন্মিবার বহুদিন পূর্ব্বে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবে তুমি যে সৃষ্টির প্রারম্ভকালে সূর্য্যকে এই জ্ঞানযোগ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলে, তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারি ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। ভগবানের মুখে অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্ব শুনিয়াছেন যে " ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ " আত্মা কখন জন্ম গ্রহণ করেন না বা মরেন না। কিন্তু শরীরের জন্ম আছে ও মরণ আছে জানিয়া ভগবানের বাসুদেব-দেহ পরিগ্রহ অল্পদিনের এবং সূর্য্যের প্রকাশ সৃষ্টির আদিকালে, এই জন্য অর্জ্জুনের সংশয় উত্থিত হইয়াছে। বাসুদেব-দেহে

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

সূর্য্যকে উপদেশ দান করা সম্ভব নহে। যদি পূর্ব্বে অন্য কোন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাই বা বর্ত্তমান দেহে স্মরণ থাকিবে কিরূপে? কেননা জন্মজন্মান্তরকৃত কার্য্যবৃত্তান্ত দেহীর স্মরণ থাকা সম্ভবই নহে, কারণ দেহধারী জীব মাত্রেই অসর্ব্বজ্ঞ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যা বাসুদেবেঽনীশ্বরত্বাসর্ব্বজ্ঞত্বাশঙ্কা মূর্খাণাং তাং পরিহরন্ শ্রীভগবানুবাচ যদর্থোঽহ্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ বহূনীতি। বহূনি মে মম ব্যতীতানি অতিক্রান্তানি জন্মানি তব চ হে অর্জ্জুন। তান্যহং বেদ জানে সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ ন জানীষে পরন্তপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাদহং পুনর্নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাবত্বাদনাবরণ জ্ঞানশক্তিরিতি বেদাহং হে পরন্তপ ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ বহূনীতি তান্যহং বেদ বেদ্মি অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ, ত্বন্তু ন বেত্থ বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহুবার জন্ম হইয়া গিয়াছে। হে পরন্তপ! আমি সে সমস্তই বিদিত আছি, কিন্তু তুমি তত্তাবজ্জন্মবৃত্তান্ত অবগত নও ॥ ৫ ॥

গীঃ সঃ। সর্ব্বদা বিদ্যমান সূর্য্যের যেমন লোক জগতে উদয় ও অস্ত স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি অজ ও অমর হইলেও লোকদৃষ্টিতে পূর্ব্বে আমার অনেক দেহ পরিগৃহীত হইয়াছে। সেই রূপ তোমারও অনেক দেহ গত হইয়াছে। আমার আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞান অবিলিপ্ত থাকায় আমি চির দিন ভ্রম প্রমাদ শূন্য, সেই জন্য আমার এবং তোমার সকল জন্মেরই কথা আমি অবগত আছি। তুমি অজ্ঞান জালে অভিভূত হইয়া বারম্বার দেহাত্ম-বুদ্ধির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছ, এই জন্য অন্তর্বৃত্তি প্রবাহের নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ধারা খণ্ডিত হওয়ায়, অনাদিকাল সিদ্ধ জ্ঞানসূত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাই তোমার কিছুই স্মরণ নাই। রোগ, শোক, ভয়, জরা প্রভৃতি স্মরণ শক্তি হানির প্রধান

শ্রীভগবানুবাচ। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

কারণ। একজন লোক ক্রমাগত ১০।১৫ দিন উপবাসী থাকিলে সে পূর্ব্বাভ্যস্ত অনেক বিষয় বিস্মৃত হইয়া যায়। রোগবিকারযুক্ত হইলে মস্তিষ্কের জড়তা ও বুদ্ধি বিকারের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণশক্তির যথেষ্ট হানি হয়, তাড়না বা ভয় বিহ্বল হইলে লোকের চিরাভ্যস্ত বিষয়ও স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া থাকে, বহুগুরুতর বিষয় চিন্তন দ্বারা মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইলে লোকে স্বভাবতঃ পূর্ব্বের অনেক কথা ভুলিয়া যায়। এইরূপ এক একটী সাধারণ কারণেই যখন স্মৃতি শক্তি বিষয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন মৃত্যুকালে এই সমস্ত ও অন্যান্য নানাবিধ স্মৃতিভ্রংশকর হেতু সমূহের একশেষ ও সমস্তাৎ আবির্ভাব হইলে এবং বিষম বিপ্লব রূপ দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিলে পূর্ব্বকৃত কার্য্য কলাপের কিছুমাত্র স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহাদিগের বুদ্ধিজ্ঞান এই সকল বিঘ্ন সংকুল অবস্থার বিষম তাড়নায় বিচালিত না হয়, তাঁহাদিগের স্মৃতি শক্তি বিনষ্ট হয় না, তাঁহাদিগকে "জাতিস্মর" কহে। জড়ভরত ও লীলা সরস্বতী আদির বৃত্তান্তে ইহা সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান প্রভাবে যাঁহার অন্তঃকরণ অজ্ঞানাভিভূত না হয় তিনি সর্ব্বজ্ঞ। এই জন্যই ভগবান্ বাসুদেব পূর্ব্বকৃত কোন কথাই বিস্মৃত হয়েন নাই। অর্জ্জুনের জীবস্বভাব-সুলভ অজ্ঞানাবৃত চিত্তে পূর্ব্বকৃত কোন কার্য্যেরই স্বরূপ প্রতিবিম্ব পড়িতেছে না ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবেঽপি জন্মেত্যুচ্যতে অজোঽপীতি। অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সংস্তথাব্যয়াত্মা অক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি সন্ তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ঈশ্বর ঈশনশীলোঽপি সন্ প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাতইবাত্মমায়য়া ন পরমার্থতোলোকবৎ ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নম্ব অনাদেস্তব কুতো জন্ম অবিনাশিনশ্চ কথং পুনঃ পুনর্জ্জন্ম যেন বহূনি মে ব্যতীতানীত্যুচ্যতে ঈশ্বরস্য তব পুণ্য পাপ-

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

বিহীনস্ত কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ অজোঽপীতি। সত্যমেবং তথাপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোঽপিসন্ তথাঈশ্বরোপি কর্ম্ম পারতন্ত্র্যরহিতোপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুত জ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি নম্ন তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তং স্বাং শুদ্ধসত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

আমি জন্ম মরণ রহিত এবং সর্ব্বভূতেশ হইয়াও, নিজ মায়াকে অবলম্বন পূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥

গীঃ সঃ। যিনি অনাদি, তাঁহার জন্ম নাই, যিনি অবিনাশী তাঁহার মরণ হইবে কিরূপে, এবং পুণ্য, পাপাদি সকাম ক্রিয়া অনুষ্ঠিত না হইলেই ফল-ভোগায়তন স্বরূপ দেহই বা রচিত হইবে কোথা হইতে ? ভগবান্ বাসুদেবের কথিত "আমার বহুবার জন্ম মরণ হইয়াছে" একথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়না; আবার তাঁহাকে জীব বলিয়া মানিলে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইবেন কিরূপে ? ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত জীব, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বশতঃ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বেত্তা হইতে পারেনা। সমষ্টি উপাধিযুক্ত বিরাট্ বা হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তিতে সমস্ত জগৎ অন্তর্নিহিত থাকায়, তাঁহার পৃথক্ দেহ পরিগ্রহ এবং তাঁহা হইতে বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। অতএব ভগবান্ বাসুদেব ইতি পূর্ব্বে বহু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বামদেবাদি জাতিস্মর যোগীদিগের ন্যায় পূর্ব্বকথা সমস্ত স্মরণ রাখিয়াছেন, ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি, অর্জ্জুনের এই বিষম সন্দেহ অপসারণার্থ ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

অদৃষ্টজন্য দেহ ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণের নাম জন্ম এবং ভোগাবসানে তদ্রূপ বিয়োগের নাম মরণ। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মই জীবের জন্ম মরণের হেতু, দেহাভিমানী অজ্ঞানীর অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বভাব বশতঃই এই ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন হইয়া ঈশ্বরের জন্ম পরিগ্রহ করা সম্ভব নহে। হে অর্জ্জুন ! আমার কর্ম্মফল জন্য জন্ম মরণ আদৌ

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

নাই। ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের আমিই এক মাত্র অধীশ্বর। আমার জন্ম মরণ না থাকিলেও, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বকীয় চিদাভাস যোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় আবির্ভূত হই। এই অনাদ্যা মায়া আমার উপাধি মাত্র, ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত উহা আমাতে থাকিয়া জগতের কার্য্যসম্পাদন করে। এই মায়া দ্বারাই আমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। কার্য্যশেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া যায়। এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম আমার জন্ম ও মরণ। আমাকে যে সাধারণ জীবের ন্যায় স্থূল শরীর ও কার্য্যানিষ্ঠ দেখিতেছ; তাহা লোকানুগ্রহার্থ আমারই বিশুদ্ধ মায়ার বিজৃম্ভন মাত্র জানিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্তং নতু মাং দ্রষ্টুমর্হসি" ॥

হে নারদ! তুমি চর্ম্ম চক্ষুতে আমার যে শরীর দেখিতেছ, উহা মায়া-রচিত। এই মায়িক শরীরাবৃত আমার স্বরূপ তুমি চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছনা। এই স্বরূপ দেখিতে হইলে সৎ চিৎ আনন্দ ঘন শরীরে সমাধি করিতে হইবে। মায়ার বিচিত্র মহিমাতেই স্থূলদর্শিগণ ভগবান্‌কে স্থূল রূপেই দর্শন করে।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতের আত্মা-স্বরূপ হইয়াও ভক্তগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজ মায়ায় দেহী জীবের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। সাধারণ জীবগণ মায়ার আধিপত্যে অভিভূত হইয়া ভৌতিক দেহ ধারণে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের দেহ তাঁহার ইচ্ছাস্বরূপ; মায়া তাঁহার আজ্ঞাকারিণী হইয়া তাঁহার সাময়িক কার্য্য সাধনোপযোগী দেহ রচনা করিয়া দেয়। জীব মায়ার অধীন এবং ঈশ্বর মায়ার অধিনায়ক। ঈশ্বর ও জীবে ইহাই বিষম প্রভেদ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তচ্চ জন্ম কদা কিমর্থং বেত্যুচ্যতে যদেতি। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য প্রানিহাানির্বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥

অভাবোভবতি ভারত অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোঽধর্ম্মস্য তদা তদাত্মানং সৃজামাহং মায়য়া ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ যদা যদেতি। গ্লানির্হানিঃ অভ্যুত্থানমাধিক্যং ॥ ৭॥

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি বা হানি হইয়া থাকে এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি দেহরচনা করিয়া লই ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। বুঝিলাম, সচ্চিদানন্দ পুরুষের স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দেহ ধারণ করা তৎপ্রকৃতিসিদ্ধ। কিন্তু কি জন্য ও কি অবস্থায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, অর্জ্জুনের এই ঔৎসুক্য নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যখন অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্ত-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় দমনাদি নিবৃত্ত-ধর্ম্ম ও ভগবদ্ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা আদি উপাদেয় ধর্ম্ম ধারা ক্ষীণবল হইয়া আসে, এবং পাপাচার ও পাপ বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই আমি নিজ মায়া প্রভাবে আমার নিত্য সিদ্ধ শরীর ধারণ করিয়া থাকি। ভগবান্ "ভারত!" সম্বোধন বাক্যে অর্জ্জুনের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিবার অধিকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। "ভা" = জ্ঞান এবং "রত" = প্রীতিযুক্ত ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিমর্থং পরিত্রাণায়েতি। পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধূনাং সন্মার্গস্থানাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং পাপকারিণাং কিঞ্চ ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায় সম্যক্ স্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি যুগে যুগে প্রতিযুগং ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়, দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ. এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ নচৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ং যথাহুঃ. লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে, তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি ॥ ৮ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।

সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥৮॥

গীঃ সঃ। যাঁহারা বেদবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত এবং প্রাণান্তেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন না, তাঁহারা সাধু, আর যাহারা বিষয় বিলাসে উন্মত্ত হইয়া অথবা দুর্ব্বুদ্ধি দোষে অভিভূত হইয়া ধর্ম্মনিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহারা দুষ্কৃত। সাধুদিগকে রক্ষা করা ও দুষ্কৃত দলকে বিনাশ করা এবং এতদ্দ্বারা ধর্ম্মকে প্রকৃতিস্থ করাই ভগবানের অবতার হওয়ার বিশেষ কারণ। অল্পবুদ্ধি লোকে মনে করিয়া থাকে যে, যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ সঙ্কল্প করিলেই ক্ষণ মধ্যে শতকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিলয় করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ দুষ্টদিগের দমন করিতে অস্ত্রাদি ধারণ করেন কেন? অথবা মনুষ্য বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণাদিকে ভগবনের অবতার বলা দূরে থাকুক, সাধু পুরুষ বলিতেও চিত্ত সঙ্কুচিত হয়। কেননা সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারাই দুষ্ট গণকে বশীভূত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণাদি ঈশ্বরের অবতার সমূহ সাধুদিগের সৎপন্থা অবলম্বন না করিয়া দুষ্কৃতদিগের "বিনাশ" রূপ অহিতাচরণ করিলেন কেন? ভগবান্ কোন্ কার্য্য কি জন্য করেন, তাহা মায়ামুক্ত স্বয়ং ভগবান ভিন্ন মায়াভিভূত জীব সহজে বুঝিতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ, তবে তাঁহার আবার কোন্ অভাব পূরণার্থ তিনি এই জগদ্রূপ কার্য্যের সূত্রপাত করিলেন? তিনি দয়াময়, তাই জীবের ব্যাধিনাশের জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি বলি, তিনি রোগ সৃষ্টি পূর্ব্বক ঔষধ বিধান না করিয়া যদি আদৌ রোগেরই সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে অধিক দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই রূপ এপর্য্যন্ত ঈশ্বর তত্ত্বের গুহ্য রহস্য রাশি ভেদ করিতে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। বস্তুতঃ এতাবৎ তাঁহার অলৌকিকী মায়ার লীলামাত্র। "কেন" ও "কিরূপে" তিনি করিলেন, মায়াবরণ ভেদ না করিতে পারিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এই মাত্র যাহাকে "কার্য্য" বলিয়া স্থির করিলে, ক্ষণ বিলম্বেই দেখিবে যে উহাই আবার অন্য একটি কার্য্যের "কারণ" রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই রূপ কার্য্য কারণ শৃঙ্খলায় অনাদি কাল হইতে জগতের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। "অভাব" হইলেই ভাব শক্তি স্বতঃএব আকর্ষিত হইয়া থাকে। তাই

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অধর্ম্মের বৃদ্ধি—ধর্ম্মের অভাব হইলেই মায়োপহিত চৈতন্য—ঈশ্বরের অনাদ্যা প্রকৃতি নিহিত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী শক্তি পৃথিবীর কল্যাণ সাধনার্থ আকর্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ চৈতন্যাশ্রিতা নির্ম্মলা শক্তি পার্থিব প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক দেহীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন। "অভাব" পরিপূর্ণ হইয়া গেলেই সেই মায়াবিগ্রহ জগৎ হইতে তিরোহিত হয়েন। মহামায়ার অনন্ত লীলাপট এই রূপেই চিত্রিত।

দুষ্টদিগের বিনাশ রূপ গর্হিত কার্য্য জন্য ভগবানে যে দোষারোপ করা যায়, তাহা নিতান্ত ভ্রম। তাঁহার সমক্ষে একটি কীটাণু নাশ ও বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সংহার একই কথা। তুমি জ্বরবিকারে গতাসু হও, বা অস্ত্রাঘাতে মরিয়া যাও, এ দুইটি তোমার দৃষ্টিতে ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু আত্মদর্শীর চক্ষে উহা একই ঘটনা, একই নিয়মে সাধিত বলিয়া বোধ হয়। মায়িক উপাদানে গঠিত তোমার অন্তঃকরণ ও চক্ষু বিবিধ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু পরমাত্মা রূপী ভগবানে ত্রিলোক-মধ্যস্থ সমস্ত সামগ্রীই একমাত্র আত্মসত্তা রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। উহা অজ ও অমর। বস্তুতঃ ঈশ্বরের সম্মুখে "বিনাশ" বলিয়া একটী ঘটনা আদৌই নাই। সূর্য্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও লোকের উদয় ও অস্ত কল্পনার ন্যায় দুষ্কৃতদিগের বিনাশ একটি কল্পনা মাত্র। ভগবান্ নিজ কৃপাগুণে অস্থায়ী মায়াময় পরিচ্ছদ রূপ পাপ দেহ গুলিকে মোচন করিয়া দিয়া থাকেন মাত্র। তাহাতে আত্মার ঊর্দ্ধগতি ভিন্ন অধোগতি হয় না। স্বভাব কৌশলেই ভগবানের দেহধারণ এবং স্বভাবের কুশল রক্ষণই সে দেহের একমাত্র কার্য্য ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। জন্মেতি। তৎ জন্ম মায়ারূপং কর্ম্ম চ সাধূনাং পরিত্রাণাদি মে মম দিব্যমপ্রাকৃতমৈশ্বরমেবং যথোক্তং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ তত্ত্বেন যথাবত্ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি মামেত্যাগচ্ছতি স মুচ্যতে অর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবম্বিধানামীশ্বর জন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যোবেত্তি স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম সংসারং নৈতি ন প্রাপ্নোতি কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥৯॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯

হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম-বৃত্তান্ত বিদিত হয়েন, তাঁহার দেহান্ত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ সৎ চিৎ আনন্দ ঘন স্বরূপ। তিনি অজ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ নিজ মায়াকল্পিত দেহ ধারণ দ্বারা জন্ম মরণাধীন জীবের ন্যায় যে প্রকাশিত হয়েন ও বেদ বিহিত ধর্ম্মের স্থাপন পূর্ব্বক সংসার রক্ষার জন্য যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্তই অলৌকিক। ভগবান্‌কে মনুষ্যের ন্যায় উৎপন্ন, বর্দ্ধিত, কর্ম্মানুষ্ঠান রত ও মৃত না জানিয়া যিনি তাঁহার লীলা অলৌকিক বলিয়া নিশ্চয় অবগত হয়েন, অর্থাৎ আত্মাকে যিনি সমস্ত লৌকিক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র, নির্গুণ ও অকর্ত্তা বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, তিনি সংসার বন্ধন-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। নৈষ মোক্ষমার্গ ইদানীং প্রবৃত্তঃ কিং তর্হি পূর্ব্বমপি বীতরাগেতি। বীত রাগভয়ক্রোধারাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ বীতাবিগতাযেভ্যস্তে বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়ারব্রহ্মবিদ ঈশ্বরাভেদদর্শিনো-মামেব চ পরমেশ্বরমুপাশ্রিতাঃ কেবলজ্ঞাননিষ্ঠাইত্যর্থঃ বহবোঽনেকে জ্ঞানতপসা জ্ঞানমেবচ পরমাত্মবিষয়ং তপস্তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্তোমদ্ভাবমীশ্বরভাবং মোক্ষমাগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ ইতর-তপোনিরপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যস্য লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি বিশেষণং ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কথং জন্ম কর্ম্মজ্ঞানে তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈ ধর্ম্ম পালনং করোমীতি মদীয়ং পরম-কারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতাবিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবা-ন্মন্ময়ামদেকচিত্তাভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদ লব্ধং যদাত্ম-জ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎ পরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ। বৈষ্ণবকত্ত্বাবঃ। তেন জ্ঞান-তপসা পূতাঃ শুদ্ধা নিরস্তাজ্ঞান তৎকর্ম্মামলা মদ্ভাবং সৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা-বহবঃ, নত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তাত্ত্বহং যেষ-

বীতরাগ ভয়ক্রোধা মন্ময়ামামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

সর্ব্বাণীত্যাদিনা বিদ্যা বিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বং পদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্য শুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বর প্রসাদলব্ধ জ্ঞানেনাঃ জ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং ॥ ১০ ॥

বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জ্জিত, আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাগত বহুতর ব্যক্তি জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপ লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। ভগবানের অলৌকিক দেহ ধারণাদির তত্ত্ব জানিলেই মুক্তি লাভ হয়, ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে মুক্তি লাভের বিশেষ বিবরণ কথিত হইয়া অন্তঃকরণকে বিষয় বাসনাদি বর্জ্জিত নির্ম্মল করিয়া যিনি "তৎ" রূপ ব্রহ্ম ও "ত্বং" রূপ জীবকে অভিন্ন বোধে দেখেন, অথবা একমাত্র ভগবানেই মন সমর্পণ করেন, ও অনন্য প্রেম ভক্তি সহ ভগবানেরই শরণাগত হয়েন এবং আত্মজ্ঞান রূপ তপস্যা দ্বারা আপনাকে নির্ম্মল করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মরতি রূপ পরম ভাব লাভ করতঃ আত্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তব তর্হি রাগদ্বেষৌ স্তঃ যেন কেভ্যশ্চিদেবাত্মভাবং প্রযচ্ছসি ন সর্ব্বেভ্য ইত্যুচ্যতে যে যথেতি। যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব তৎফলদানেন ভজাম্যহমনুগৃহ্নাম্যহং ইত্যর্থঃ তেষাং মোক্ষং প্রত্যক্ষং প্রত্যনর্থিত্বাৎ ন হ্যেকস্য মুমুক্ষুত্বং ফলার্থিত্বঞ্চ যুগপৎ সম্ভবতি অতো যে যৎফলার্থিনঃ তান্ তৎফলপ্রদানেন যে যথোক্তকারিণস্তু অফলার্থিনোমুমুক্ষবশ্চ তান্ জ্ঞানপ্রদানেন যে জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসিনোমুমুক্ষবশ্চ তান্ মোক্ষপ্রদানেন তথা আর্ত্তানার্ত্তি হরণেনেত্যেবং যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে যে তাংস্তথৈব ভজামীত্যর্থঃ, ন পুনঃ রাগদ্বেষনিমিত্তং মোহনিমিত্তং বা কিঞ্চিজ্জান্তি সর্ব্বথাপি সর্ব্বাবস্থস্য মমেশ্বরস্য বর্ত্ম মার্গমনুবর্ত্তন্তে যে মনুষ্যাঃ যৎফলার্থি-

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।

তয়া যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতাঃ যে প্রযতন্তে তে মনুষ্যা অত্র উচ্যন্তে হে পার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্ব প্রকারৈঃ ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নমু তর্হি কিং ত্বয়্যপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিত ফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্নামি ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যং যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥ ১১ ॥

হে পার্থ! যাহারা যে ভাবেই আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কর্ম্মাধিকারী মনুষ্য গণ নানা প্রকারে পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। বাসুদেব কেবল মাত্র নিজ নিষ্কাম ভক্ত গণকেই মুক্তি দান করেন, সকাম ব্যক্তি গণের প্রতি কি তিনি দয়া করেন না? অর্জ্জুনের এই সংশয় ভঞ্জনের জন্য ভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! কি শোক দুঃখে কাতর, কি ধনাদি লাভের অভিলাষী, কি আত্মজ্ঞানপিপাসু জিজ্ঞাসু, কি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সকাম বা নিষ্কাম হইয়া যে যে ভাবেই আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই ভাবেই তাহাদের বাঞ্ছিত পূর্ণ করিয়া থাকি। দুঃখীর দুঃখ ভঞ্জন কর্ত্তা আমিই, ধনাকাঙ্ক্ষীর ধনদাতাও আমি, নিষ্কাম ভক্তের আত্মজ্ঞানোপদেষ্টাও আমি এবং তত্ত্ববেত্তার মুক্তিদাতাও আমি। ভগবান্ ভাবময়, যে ভাবে সে ডাকে, ভাবস্যূত্রে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সেই ভাবেই সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। যাহারা সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি আদির উপাসনা করে, তাহারা তাঁহাকেই ইন্দ্রাদি রূপে পূজা করিয়া থাকে। তিনিই ইন্দ্রাদ্যুপাসকের সম্মুখে ইন্দ্রাদি রূপেই ফল দান করিয়া থাকেন

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

তিনিই ইন্দ্রাদি নানা রূপে লীলা করিয়া থাকেন। সাধকের ভাবেরও সীমা নাই, তাঁহার রূপেরও সীমা নাই। একমাত্র তিনিই অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া সকাম, নিষ্কাম, জ্ঞানী, ভক্ত সকলকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে, তিনি তাহার নিকট মা অন্নপূর্ণা, যে শত্রুভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার শরণাগত হয়, তাহার কার্য্যার্থ তিনি উগ্রচণ্ডা, মহাকালী, দশভুজা, গদাধর, চক্রপাণি; যে তাঁহাকে বাৎসল্য ভাবে আদর করিতে চায়, তিনি তাঁহার সম্মুখে বালগোপাল; যে জ্ঞানলাভার্থ ভিক্ষা করে, তিনি তাহার নিকট মহাযোগেশ্বর মহাদেব। যেমন তোমার পুত্র পিতা বলিয়া ডাকিলে, স্ত্রী নাথ বলিয়া ডাকিলে, ভ্রাতা দাদা বলিয়া ডাকিলে, পিতা পুত্র বলিয়া ডাকিলে, দাস প্রভু বলিয়া ডাকিলে একমাত্র তুমিই উত্তর দাও, ও তাহাদের সম্বন্ধানুরূপ ব্যবহার কর, সেইরূপ যে যে ভাবেই উপাসনা করুক না কেন, সকাম, নিষ্কাম, সগুণ, নির্গুণ সকল অবস্থা-তেই তিনিই একমাত্র ফলদাতা। একমাত্র তাঁহাকেই মনুষ্য ভিন্ন ২ নামে ও ভিন্ন ২ রূপে এবং ভিন্ন ২ উপচারে ও ভিন্ন ২ ভাবে পূজা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্য। যদি তবেশ্বরস্য রাগাদিদোষাভাবঃ তদা সর্ব্বপ্রাণিষু অনুজিঘৃক্ষায়াং তুল্যায়াং সর্ব্বফলপ্রদানসমর্থে চ ত্বয়ি সতি বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানেনৈব মুমুক্ষবঃ সন্তঃ কস্মাত্ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রতিপদ্যন্তে ইতি শৃণু তত্র কারণং কাঙ্ক্ষন্তইতি। অভিলষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিং প্রার্থয়ন্তোযজন্তে ইহাস্মিন লোকে দেবতাইন্দ্রাগ্ন্যাদ্যাঃ অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোসাবন্যোহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং সদেবানামিতি শ্রুতেঃ তেষাং হি ভিন্নদেবতাযাজিনাং ফলাকাঙ্ক্ষিণাং ক্ষিপ্রং শীঘ্রং হি যস্মান্মানুষে লোকে মনুষ্যলোকে হি শাস্ত্রাধিকারঃ ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে ইতি বিশেষণাদন্যেষ্বপি কর্ম্মফলসিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান্মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাণীতি বিশেষঃ তেষাঞ্চ বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারিণাং কর্ম্মণাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি কর্ম্মজা কর্ম্মণোজাতা ॥ ১২॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তী-

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২॥

তত্র আহ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়েণেহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে ন তু সাক্ষান্মামেব হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্ জ্ঞানস্য॥ ১২॥

ইহলোকে কর্ম্ম জন্য ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া সকাম পুরুষ বর্গ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে॥ ১২

গীঃ সঃ। যদি ভগবানই সর্ব্বপ্রকার ফলদাতা, তবে লোকে তাঁহার আত্মস্বরূপের উপাসনা না করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রাদি রূপে পূজা করে কেন, অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যে ধন পুত্রাদি ফল কামনা পূর্ব্বক যজ্ঞাদির বিধি বিহিত অনুষ্ঠান করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, এই জন্য সকাম ব্যক্তি বর্গ ইন্দ্রাদি দেবতারই পূজা করে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও চিত্ত নিষ্কাম না হইলে আত্মজ্ঞান বোধে অধিকার হয় না; এতৎ সাধন দীর্ঘদিন-সাধ্য থাকায় সকল লোকে উহার চেষ্টা করে না॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যং। মানুষ এব লোকে বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্মাধিকারোনান্যেষু লোকেষ্বিতি নিয়মঃ কিং নিমিত্তইতি অথবা বর্ণাশ্রমাদি প্রবিভাগোপেতাঃ মনুষ্যা মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে সর্ব্বশইত্যুক্তং কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ নিয়মেন তবৈব বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে নান্যস্যেত্যুচ্যতে চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতং ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপইত্যাদীনি কর্ম্মাণি সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃ প্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃ প্রভৃতীনি কর্ম্মাণি তমউপসর্জ্জনরজঃ প্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি রজউপসর্জ্জনতমঃ প্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্মেত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ তচ্চেদং চাতুর্ব্বর্ণ্যং নান্যেষু লোকেষু অতোমানুষে লোকে ইতি বিশেষণং হন্ত তর্হি চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বাত্তৎ

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ

ফলেষু যুজ্যসে অতোন ত্বং নিত্যমুক্তোনিত্যেশ্বরইত্যুচ্যতে যদ্যপি মায়া-সংব্যবহারেণ তস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমপি সন্তং তথাপি মাং পরমার্থতোবিদ্ধ্য-কর্ত্তারমতএবাব্যয়মসংসারিণঞ্চ মাং বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নম্ন কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং তৎকর্ত্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তম মধ্যমাদি বৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারোবর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থেষ্যঞ প্রত্যয়ঃ, অয়মর্থঃ সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বরজঃ প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্য যুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি রজস্তমঃ প্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষি বাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি তমঃ-প্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিক শুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং তথাপ্যেবং তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ং আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং ॥ ১৩ ॥

আমি গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি স্রষ্টা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্বশ্লোকে সকাম ও নিষ্কাম ভেদে অধিকারের ভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে, আবার দেহের মূল তত্ত্ব সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ ভেদে অধিকার ভেদ কথিত হইতেছে। অনেকের সংস্কার এই যে ভগবান্ সকলকে সমান করিয়া মনুষ্য জাতি সৃষ্টি করিলেন ; কালক্রমে জন সমাজ গঠিত হইল ; পরে যে যেমন কর্ম্ম করিতে লাগিল তাহার সেই রূপ উপাধি হইল। যথা— যিনি কেবল পূজা পাঠ করিতেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেন, যিনি যুদ্ধাদিতে বল বিক্রম দেখাইলেন তিনি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। এরূপ বাক্যের দার্শনিক, ঐতিহাসিক বা সাঙ্কেতিক কোন প্রমাণই নাই, বস্তুতঃ ইহা কল্পনামূলক। যদি বল ঈশ্বর সমদর্শী, নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়াদিকে ক্রমানুসারে নিকৃষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। বস্তুতঃ এতাবৎ প্রকৃতির স্ফুরিত উচ্ছ্বাস মাত্র। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ও অনাদ্যা।

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

সত্বগুণের প্রাধান্যাধিকারে প্রকৃতি-সত্তা-সাগর হইতে যে মনুষ্য রূপ বুদ্বুদ স্ফুরিত হয়, তাহাতে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান, শ্রদ্ধাদি বৃত্তির বিকাশ হয়। এই বৃত্তিগুলি সত্বগুণের কর্ম্ম। এই "গুণকর্ম্ম" অনুসারে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মানব "ব্রাহ্মণ" বলিয়া অভিহিত হয়েন। সত্বগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে প্রকৃতি সত্তা সমুদ্র হইতে যে শ্রেণীর মনুষ্যরূপ বুদ্বুদ স্ফুরিত হয়, তাহাতে শৌর্য্য বীর্য্যাদির বিকাশ হয়। এতাবৎ রজোগুণের কর্ম্ম; এই "গুণ কর্ম্ম" অনুসারে মানব "ক্ষত্রিয়" নাম ধারণ করে। এই রূপ তমোগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে কৃষি বাণিজ্যাদি বৃত্তিশীল বৈশ্য এবং তমো গুণের মুখ্যাধিকারে দ্বিজাতি-শুশ্রূষু শূদ্র জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই "গুণকর্ম্ম-বিভাগ" অনাদি কাল সিদ্ধ। সুতরাং "বর্ণভেদও" অনাদি কাল সিদ্ধ। তবে বর্ণধর্ম্মী মানবের স্ব স্ব বৃত্তি গুলি মলিন হইলে তাহাদের প্রতিষ্ঠা হানি বা পতন হয়। ব্রাহ্মণ মলিনবৃত্তি হইলে যথা ক্রমে ক্ষাত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ, শূদ্র ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ আদিতে পরিণত হয়েন। এই বৃত্তির গুণ তারতম্যে ব্রাহ্মণ "শূদ্রত্ব" ও শূদ্র "ব্রাহ্মণত্ব" প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কখন শূদ্র ও শূদ্র কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারেনা। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম, সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব, বেদ পাঠ পূর্ব্বক বিপ্রত্ব ও ব্রহ্ম-বোধ যুক্ত পুরুষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। এতাবতের শেষ দিক্ হইতে যেমন এক একটীর ত্রুটী হয়, তেমনি ব্রাহ্মণের হীনত্ব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ কুলজাত, উপনীত ও বেদাধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। ব্রাহ্মণ কুলজাত ও দ্বিজ ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন এবং কেবল ব্রাহ্মণ কুলজাত, অনুপনীত ব্রাহ্মণ দ্বিজ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সহিত যে সম্বন্ধ, গুরু ও শিষ্যের সহিত যে সদ্ভাব ও সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সহিত সেই সম্বন্ধ। কেহ মনে করিবেন না, যে শূদ্র ব্রাহ্মণের ক্রীত দাস। বস্তুতঃ কনিষ্ঠ যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করে, শিষ্য যেমন গুরুর শুশ্রূষা করে, সেইরূপ শূদ্র দ্বিজাতি গণের সেবা করিবে। যেমন সকল ভাইই জ্যেষ্ঠ হইতে পারেনা, তদ্রূপ সকল বর্ণই একরূপ হয় না। ঈশ্বর কাহাকেও পক্ষপাত পূর্ব্বক ছোট বড় করেন নাই, প্রকৃতির "গুণ কর্ম্ম বিভাগে" এইরূপ হইয়াছে মাত্র। ১৩ ॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪

শাঙ্করভাষ্যং। যেষামহং কর্ম্মণাং কর্ত্তারং মাং মন্যসে পরমার্থতস্তেষামকর্ত্তৈবাহং যতঃ নেতি। ন মাং তানি কর্ম্মাণি লিম্পন্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেনাহঙ্কারাভাবাত্ন চ তেষাং কর্ম্মণাং ফলেষু মে স্পৃহা তৃষ্ণা যেষান্তু সংসারিণাং অহং কর্ত্তেত্যভিমানঃ কর্ম্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ তান্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তং তদভাবান্ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তীত্যেবং যোঽন্যোপি মামাত্মত্বেনাভিজানাতি নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি সকর্ম্মভির্নবধ্যতে তস্যাপি ন দেহাদ্যারম্ভকানি কর্ম্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ॥১৪

স্বামিকৃত টীকা। তদেব দর্শয়ন্নাহ মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ, মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং যতঃ কর্ম্মলেপরাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপত্ব কারণং নিরহঙ্কারত্ব নিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারাদি শৈথিল্যাৎ॥ ১৪॥

কর্ম্মরাশি আমাকে স্পর্শ করেনা, কর্ম্ম ফলের বাসনাও আমার নাই। এইরূপে আমাকে যিনি বিদিত হয়েন, কর্ম্ম জালে তিনি আবদ্ধ হয়েন না॥ ১৪॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ নিরহঙ্কার—কর্ত্ত্বাভিমান-রহিত, সুতরাং কার্য্য করিয়াও তিনি অকর্ত্তা। "আমি করিতেছি" এরূপ বুদ্ধির উদয় না হইলে কাহাকেও "কর্ত্তা" বলা যায় না। ব্যবহার দৃষ্টিতে লোকে তাঁহাকে সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা বলিয়া থাকে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" (শ্রুতিঃ) সর্ব্বাত্ম দৃষ্টিতে সমস্তই যাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আপ্তকাম পুরুষের আবার কোন্ বস্তুর কামনা হইবে? কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জগদ্রচনাদি করেন নাই। এতাবৎ তাঁহার প্রকৃতিসুলভ জল-তরঙ্গ লীলা মাত্র। এই রূপ আত্মতত্ত্ব জানিলে জীবের মুক্তি হয়॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যং। নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি এবমিতি।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং ॥১৫॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপ্যতিক্রান্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ কুরু তেন কর্ম্মৈব ত্বং ন তূষ্ণীমাসনং নাপি সংন্যাসঃ কর্ত্তব্যস্তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈরপ্যনুষ্ঠিতত্বাদ্যদ্য-নাত্মজ্ঞস্ত্বং তদাত্মশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্ববিচ্চেল্লোকসংগ্রহার্থং পূর্ব্বৈর্জনকাদিভিঃ পূর্ব্বতরং কৃতং নাধুনাতনং কৃতং নির্ব্বর্ত্তিতং ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যে যথা মামিত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিক-মীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মা-রয়তি এবমিতি। অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈর্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষ্বপি কৃতং ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥

আত্মাকে এইরূপ অকর্ত্তা ও অভোক্তা জানিয়া প্রাচীন মুমুক্ষুগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, যুগযুগা-ন্তর—পূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুগণও সেই রূপ কর্ম্ম করিয়া গিয়া-ছেন। অতএব তুমিও তাঁহাদের ন্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। দ্বাপর যুগে যযাতি, যদু প্রভৃতি মহারাজ গণ আত্মাকে অকর্ত্তা-অভোক্তা জানিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎপূর্ব্ব যুগেও জনকাদি রাজগণ ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভগবান্ দেখাইলেন, যে হে অর্জ্জুন! তাঁহারা তোমার ন্যায় সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তুমিও সেই মহাত্মাদিগের পন্থানুসরণ পূর্ব্বক নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান কর। ইহাতে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে ॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তব্যং ত্বদ্বচনাদেব করোম্যহং কিং বিশেষিতেন পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিত্যুচ্যতে যস্মান্মহদ্বৈষম্যং কর্ম্মাকর্ম্মণি কথং কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কিঞ্চাকর্ম্মেতি কবয়োমেধাবিনোঽপি অত্রাস্মিন্ কর্ম্মাদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহং গতাঃ অতস্তে তুভ্যমহং কর্ম্মাকর্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা বিদিত্বা কর্ম্মাদি মোক্ষ্যসে অশুভাৎ

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১৬

সংসারাৎ, ন চৈবং ত্বয়া মন্তব্যং কর্ম্ম নাম দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধমকর্ম্ম নাম তদক্রিয়া তুষ্ণীমাসনং কিং তত্র বোদ্ধব্যমিতি॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা। তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং ন লোক পরম্পরামাত্রেণেত্যাহ কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্ম করণং কিমকর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মাকরণং ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ অতো যজ্‌জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায়াশুভাৎ সংসারোন্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি তৎ কর্ম্মাকর্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণু॥ ১৬॥

কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি এবং অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্য আমি তোমাকে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ করিতেছি; উহা বিদিত হইলে তুমি সংসারমুক্ত হইবে॥ ১৬॥

গীঃ সঃ। দ্রুতগামী নৌকায় গমন কালে তীরস্থ বৃক্ষমালাকে গতিশীল ও নৌকাকে একস্থানে স্থির বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ লৌকিক ক্রিয়াস্থলেও বুদ্ধিমান্ গণের যখন ভ্রম হইয়া থাকে, তখন পারমার্থিক কর্ম্ম সমূহে যে বিশেষ ভ্রম হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! শাস্ত্র যাহা অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন তাহাই কর্ম্ম এবং তত্তাবতের ত্যাগ বা সন্ন্যাস ও তদ্বিরুদ্ধাচরণই অকর্ম্ম। যে কর্ম্ম করিলে জীবের সংসার পাশ মোচন হয়, শাস্ত্র তাহারই অনুষ্ঠান করিতেই জীব সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবন্মুখ নির্গলিত কর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলে ভববন্ধন অনায়াসেই মুক্ত হইয়া যায়॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাৎ উচ্যতে কর্ম্মণইতি। কর্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য হি যস্মাৎ অপ্যস্তি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চাস্ত্যেব বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য তথা অকর্ম্মণশ্চ তুষ্ণীম্ভাবস্য বোদ্ধব্যমস্তীতি ত্রিষ্বপ্যধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যো। যস্মাৎ

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ ॥ ১৭ ॥

গহনা বিষমা দুর্জ্ঞেয়া কর্ম্মণইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মাদীনাং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং গতির্যাথাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা। ননু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম্ম দেহাদি ব্যাপারাত্মকং অকর্ম্ম চ তদব্যাপারাত্মকং অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োহপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি তত্রাহ কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণোবিহিত ব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি ন তু লোক প্রসিদ্ধমাত্রমেব, অকর্ম্মণোঽবিহিত ব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, বিকর্ম্মণোঽবিহিত ব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি যতঃ কর্ম্মণো গতির্গহনা, কর্ম্ম ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মণাং তত্ত্বং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বিহিত কর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কেননা এতাবত্তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম কর্ম্ম এবং তত্তাবতের সন্ন্যাসের নামই অকর্ম্ম ইহাতো আমি বিদিত আছি, তবে ভগবান্ নূতন আর আমাকে কি বুঝাইবেন। অর্জ্জুনের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বিধান বিহিতার্থের নামই কর্ম্ম, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানা আবশ্যক, নতুবা তুমি তাহার অনুষ্ঠান করিবে কিরূপে? শাস্ত্রনিষিদ্ধ অর্থই বিকর্ম্ম, তাহারও স্বরূপ তত্ত্ব তোমার জানা আবশ্যক, অন্যথা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে কিরূপে? আর সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসের নাম অকর্ম্ম, তাহারও বিশেষ বিবরণ না জানিলে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। লৌকিক স্থূল দৃষ্টির দ্বারা যে বস্তুকে যেরূপ বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে হয়তো তাহা সেরূপ নহে। স্থূল দৃষ্টিতে সূর্য্যকে একখানি স্বর্ণের থালার ন্যায় দেখায়, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উহা পৃথিবী অপেক্ষাও একটা প্রকাণ্ডপ্রচ ইত্যাদি। বস্তুতঃ স্থূল দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিষম প্রভেদ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিং পুনস্তত্ত্বং কর্ম্মাদের্যদ্বোদ্ধব্যং বক্ষ্যামীতি প্রতি-

শাঙ্করভাষ্যং।

জ্ঞাতমুচ্যতে কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণি কর্ম্ম ক্রিয়তইতি ব্যাপারমাত্রং তস্মিন্ কর্ম্মণি অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্মাভাবে কর্ত্তৃতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোর্ব্বস্তুপ্রাপ্যৈব হি সর্ব্বএব ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারো বিদ্যা-ভূম্যাবেব কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ যঃ পশ্যতি সবুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তোযোগী চ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সমস্তকর্ম্মকৃচ্চসইতি স্তূয়তে কর্ম্মাকর্ম্মণোরিতরেতরদর্শী, নমু কিমিদং বিরুদ্ধমুচ্যতে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যকর্ম্মণি চ কর্ম্মেতি, ন হি কর্ম্মাকর্ম্ম স্যাদকর্ম্ম বা কর্ম্ম তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেৎ দ্রষ্টা, নম্বকর্ম্মৈব পরমার্থতঃ সৎকর্ম্মবদবভাসতে মূঢ়দৃষ্টের্লোকস্য তথা কর্ম্মৈবাকর্ম্ম-বং তত্র যথাভূতদর্শনার্থমাহ ভগবান্ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি, অতোন বিরুদ্ধং বুদ্ধিমত্ত্বাদ্যুপপত্তেশ্চ বোদ্ধব্যমিতি চ যথাভূতং দর্শন-মুচ্যতে, ন চ বিপরীতজ্ঞানাদশুভান্মোক্ষণং স্যাৎ যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভা-দিতি চোক্তং তস্মাৎ কর্ম্মাকর্ম্মণী বিপর্য্যয়েণ গৃহীতে প্রাণিভিস্তদ্বিপর্য্যয়-গ্রহণনিবৃত্ত্যর্থং ভগবতোবচনং কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যইত্যাদি ন চাত্র কর্ম্মাধি-করণমকর্ম্মাস্তি কুণ্ডে বদরাণীব নাপ্যকর্ম্মাধিকরণং কর্ম্মাস্তি কর্ম্মাভাব-ত্বাদকর্ম্মণোঽতোবিপরীতে গৃহীতে এব কর্ম্মাকর্ম্মণী লৌকিকৈঃ যথা মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকং শুক্তিকায়াং বা রজতং, নমুকর্ম্ম কর্ম্মৈব সর্ব্বেষাং ন কচিৎ ব্যভিচরতি তত্র নৌস্থস্য নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেষ্বগতিকেষু নগেষু প্রতিকূলগতিদর্শনাৎ দূরেষু চক্ষুষোঽসন্নিকৃষ্টেষু গচ্ছৎসু গত্যভাব-দর্শনাদেবমিহাপ্যমুচ্যতে কর্ম্মণি অহং করোমীতি কর্ম্মদর্শনম্ কর্ম্মণি চাকর্ম্মদর্শনং বিপরীতদর্শনং যেন তন্নিরাকরণার্থ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যে-দিত্যাদি, তদেতদুক্ত প্রতিবচনমপ্যসকৃদত্যন্তবিপরীত দর্শনভাবিততয়া মোমুহ্যমানোলোকঃ শ্রুতমপ্যসকৃত্তত্ত্বং বিস্মৃত্য মিথ্যাপ্রসঙ্গমবতার্য্যাব-তার্য্য চোদয়তীতি পুনঃ পুনরুত্তরমাহ ভগবান্, দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বঞ্চালক্ষ্য বস্তুনঃ অব্যক্তোয়মচিন্ত্যোয়ং ন জায়তে ম্রিয়তে ইত্যাদিনাত্মনি কর্ম্মাভাবঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায় প্রসিদ্ধউক্তো বক্ষ্যমাণশ্চ তাস্মিন্নাত্মনি কর্ম্মাভাবে অকর্ম্মণি কর্ম্মবিপরীতদর্শনমত্যন্তনিরূঢ়ং যতঃ কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽ-প্যত্র মোহিতাঃ দেহাদ্যাশ্রয়ং কর্ম্মাত্মন্যধ্যারোপ্যাহং কর্ত্তা মমৈতৎ কর্ম্ম ময়াস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভোক্তব্যমিতি চ তথাহং তুষ্ণীম্ভবামি যেনাহং নিরায়াসোঽকর্ম্মা সুখী স্যামিতি কার্য্যকরণাশ্রয়ব্যাপারোপরমং কর্ম্মৈব তৎকৃতঞ্চ সুখিত্বমাত্মন্যধ্যারোপ্য ন করোমি কিঞ্চ তুষ্ণীং সুখমাসমিত্য-

শাঙ্করভাষ্যং।

স্তিমন্যতে লোকস্তন্ত্রেদং লোকস্য বিপরীতদর্শনাপনয়নায়াহ ভগবান্ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। অত্র চ কর্ম্ম কর্ম্মৈব সৎকার্য্যাকরণাশ্রয়ং কর্ম্মরহিতেঽবিক্রিয়ে আত্মনি সর্ব্বৈরধ্যস্তং যতঃ পণ্ডিতোপ্যহং করোমীতি মন্যতে অতআত্মসমবেততয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্ম্মণি নদীকূলস্থেষ্বিব বৃক্ষেষু গতিঃ প্রাতিলোম্যেনাতোঽকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যথাভূতং গত্যভাবমিব বৃক্ষেষু যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কার্য্যকরণব্যাপারোপরমে কর্ম্মবৎ আত্মন্যধ্যারোপিতে তুষ্ণীমকুর্ব্বন্ সুখমাসে ইত্যহঙ্কারাভিসন্ধিহেতুস্তস্মিন্ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ সএবং কর্ম্মাকর্ম্মবিভাগজ্ঞঃ সবুদ্ধিমান্ পণ্ডিতোমনুষ্যেষু সযুক্তোযোগী কৃৎস্নকর্ম্মকৃচ্চ সোঽশুভান্ মোক্ষিতঃ কৃতকৃত্যোভবতীত্যর্থঃ।

অয়ং শ্লোকোঽন্যথাব্যাখ্যাতঃ কৈশ্চিৎ; কথং নিত্যানাং কিল কর্ম্মণামীশ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানানাং তৎফলাভাবাদকর্ম্মাণি তান্যুচ্যন্তে গৌণ্যা বৃত্ত্যা তেষাঞ্চাকরণমকর্ম্ম তচ্চ প্রত্যবায়ফলত্বাৎ কর্ম্মোচ্যতে গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা তত্র নিত্যে কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ফলাভাবাদ্ যথা ধেনুরপি গৌর্গৌরুচ্যতে ক্ষীরাখ্যং ফলং ন প্রযচ্ছতীতি তদ্বৎ তথা নিত্যাকরণেত্বকর্ম্মণি কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ নরকাদি প্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতীতি, নৈতৎ যুক্তং ব্যাখ্যানমেবং জ্ঞানাদশুভান্মোক্ষানুপপত্তের্যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি ভগবতোক্তং বচনং বাধ্যেত, কথং নিত্যানামনুষ্ঠানাদশুভাৎ স্যাৎস মোক্ষণং নতু তেষাং ফলাভাবজ্ঞানান্নহি নিত্যানাং ফলাভাব জ্ঞানমশুভমুক্তিফলত্বেন চোদিতং নিত্যকর্ম্মজ্ঞানং বা ন চ ভগবতৈবেহোক্তং এতেনাকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং প্রত্যুক্তং ন হ্যকর্ম্মণি কর্ম্মেতি দর্শনং কর্ত্তব্যতয়েহ চোদ্যতে, নিত্যস্য তু কর্ত্তব্যতামাত্রং ন চাকরণান্নিত্যস্য প্রত্যবায়োভবতীতি বিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলং স্যান্নাপি নিত্যাকরণং জ্ঞেয়ত্বেন চোদিতং নাপি কর্ম্মাকর্ম্মেতি মিথ্যাদর্শনাদশুভান্মোক্ষণং, ন চ বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্ততা কৃৎস্নকর্ম্মকৃদিত্যাদি চ ফলমুপপদ্যতে স্তুতির্ব্বা মিথ্যাজ্ঞানমেব হি সাক্ষাদশুভরূপং কুতোঽন্যস্মাদশুভান্মোক্ষণং নহি তমস্তমসোনিবর্ত্তকং ভবতি, নন্বু কর্ম্মণি চাকর্ম্মদর্শনং অকর্ম্মণি বা কর্ম্মদর্শনং ন তৎ মিথ্যাজ্ঞানং কিং তর্হি গৌণং ফলভাবাভাবনিমিত্তং ন কর্ম্মাকর্ম্ম বিজ্ঞানাদপি গৌণাৎ ফলস্যাশ্রবণান্নাপি শ্রুতহান্যশ্রুতপরিকল্পনয়া

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ—

কশ্চিদ্বিশেষোলভ্যতে স্বশব্দেনাপি শক্যং বক্তুং নিত্যকর্ম্মণাং ফলং নাস্ত্য-করণাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ স্যাদিতি তত্র ব্যাজেন পরব্যামোহরূপেণ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা কিং তত্রৈব ব্যাচক্ষাণেন ভগবতোক্তং বাক্যং লোকব্যামোহার্থমিতি ব্যক্তং কল্পিতং স্যাৎ চৈতচ্ছদ্মরূপেণ বাক্যেন রক্ষণীয়ং বস্তু নাপি শব্দান্তরেণ পুনঃ পুনরুচ্যমানং বস্তুত্বং সুবোধ্যং স্যাদিত্যেবং বক্তুং যুক্তং, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তেইত্যত্র হি স্ফুটতরউক্তোহ-র্থোন পুনর্ব্বক্তব্যোভবতি সর্ব্বত্র চ প্রশস্তং সুবোদ্ধব্যঞ্চ কর্ত্তব্যমেব ন নিষ্প্রয়োজনং বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে ন চ মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং ভবতি তৎ-প্রত্যুপস্থাপিতঞ্চাবস্তুভাসং নাপি নিত্যানামকরণাদভাবাৎ প্রত্যবায়োৎ-পত্তিঃ নাসতোবিদ্যতে ভাব ইতি বচনাৎ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি চ দর্শিতং অসতঃ সজ্জন্মপ্রতিষেধাৎ অসতঃ সদুৎপত্তিং ব্রুবতা অসদেব সদ্ভবেৎ সচ্চাপ্যসদ্ভবেদিত্যুক্তং স্যাৎ, তচ্চাপ্যযুক্তং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধান্ন চ নিষ্ফলং বিদধ্যাৎ কর্ম্মশাস্ত্রং দুঃখরূপত্বাৎ দুঃখস্য চ বুদ্ধিপূর্ব্বকতয়া কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ তদকরণে চ নরকপাতাভ্যুপগমে অনর্থায়ৈবোভয়থাপি করণে অকরণে চ শাস্ত্রং নিষ্ফলং কল্পিতং স্যাৎ স্বাভ্যুপগমবিরোধশ্চ নিত্যং নিষ্ফলং কর্ম্মেত্যভ্যুপগম্যতে মোক্ষফলায়েতি ব্রুবতঃ তস্মাদ্যথা-শ্রুত এবার্থঃ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম ইত্যাদেস্তথা চ ব্যাখ্যাতোঽস্মাভিঃ শ্লোকঃ ॥১৮॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেব কর্ম্মাদীনাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ কর্ম্ম-ণীতি। পরমেশ্বরারাধন লক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ অকর্ম্মণি চ বিহি-তাকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ মনুষ্যেষু কর্ম্ম কুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ তং প্রস্তৌতি স যুক্তো যোগী তেন কর্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, স এব কৃৎস্ন কর্ম্মকর্ত্তা চ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক স্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদি-নোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎ প্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যা-দিনা যঃ কর্ম্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃতো বেদিতব্যঃ যদারু-রুক্ষোরপি কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি

দকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।

শ্লোকো যুজ্যতে যদ্বা কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদি ব্যতিরেকানুভবেন অকর্ম্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ তথা অকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেত্তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ তদুক্তং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্যেত্যাদিনা য এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ তত্র হেতুর্যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি যুক্তএব অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থএবেত্যর্থঃ অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নঃ কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায় অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যং ॥ ১৮ ॥

যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগযুক্ত ও তিনিই সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥ ১৮॥

গীঃ সঃ। যেমন নদীতীরস্থ বৃক্ষের গতি না থাকিলেও নৌকারোহী ব্যক্তি বৃক্ষে গমন ক্রিয়ার এবং নৌকাতে গতির অভাব আরোপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্ম অকর্ম্মাদি ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইলেও মূঢ় জীব ভ্রম বশতঃ তত্তাবৎ "অহং করোমি" বুদ্ধিতে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে এবং দেহেন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়ার অভাব অনুমান করে। আকাশের চন্দ্র তারা আদির গতি থাকিলেও দূরত্ব দোষে তাহাদিগকেও যেমন একস্থলেই স্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রম ক্রমে সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল দেহেন্দ্রিয় আদিকে অকর্ত্তা ও বস্তুতঃ ক্রিয়া-নির্লিপ্ত অকর্ত্তা আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদিতে মিথ্যারূপে আরোপিত "অকর্ম্ম" মধ্যে যিনি "কর্ম্ম" দেখিতে পান্ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকেই "কর্ত্তা" বলিয়া বুঝিতে পারেন, এবং আত্মাতে বৃথারোপিত "কর্ম্ম" মধ্যে যিনি অকর্ম্ম বা ক্রিয়ার অভাব বুঝিতে পারেন, তিনিই সূক্ষ্ম দর্শী বুদ্ধিমান্। যিনি আত্মাকে অহং কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে পৃথক্ দেখিয়াছেন, তিনিই যোগযুক্ত। পক্ষান্তরে এশ্লোকের এরূপ অর্থও হইতে পারে, যে প্রকৃতি—বিরচিত এই প্রপঞ্চ জগৎই "কর্ম্ম" ও চৈতন্য স্বরূপ আত্মা "অকর্ম্ম"। যিনি জগতে (কর্ম্মে) ব্রহ্ম সত্তা স্থি

· সবুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু—
সযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

আর কিছুই দেখেন না এবং আত্মাতে (অকর্ম্মে) সমস্ত জগতের কারণ (কর্ম্ম) দেখিতে পান তিনিই শ্রেষ্ঠ ও মহাযোগী। আবার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে শাস্ত্রীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বৈধত্ব প্রযুক্ত উহাতে "বন্ধন-ভয়" রূপ দোষ নাই, বরং তত্তাবতের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় আছে। অগ্নিহোত্রাদি "কর্ম্ম" হইলেও বন্ধনের কারণ নহে বলিয়া উহা "অকর্ম্ম," এবং তাহার ত্যাগ রূপ "অকর্ম্মে" প্রত্যবায় জন্য বন্ধনের কারণ থাকায় উহা "কর্ম্ম"। এইরূপ কর্ম্ম মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্ম মধ্যে কর্ম্ম যিনি দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মকর্ত্তা। কর্ম্ম বিকর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া অনেক বুদ্ধিমানই ভ্রমচক্রে বিঘূর্ণিত হয়েন। মনে কর, পশু হিংসা করা নিতান্ত অন্যায় বা "বিকর্ম্ম" কিন্তু উহাই আবার "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে "কর্ম্ম" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভোজন করিবার জন্য হিংসা বৃত্তির বশীভূত হইয়া পশুবধ করিলে উহা "বিকর্ম্ম" হইত, কিন্তু যজ্ঞ সঙ্কল্পে পশুবধ করিলে উহাকে আর "বিকর্ম্ম" বলা যায় না। সত্য-কথন অতি উত্তম, এ জন্য উহা "কর্ম্ম" মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যদি সত্য কথায় অন্যের প্রাণ হানি বা অন্য কোন গুরুতর অসৎ ফল উৎপন্ন হয় তবে উহা "বিকর্ম্ম" হইবে। আবার মিথ্যা কথন "বিকর্ম্ম" হইলেও যদি গো ব্রাহ্মণ, মহাত্মাদির প্রাণ রক্ষার জন্য উহা আবশ্যক হয় তবে উহা "কর্ম্ম" বলিয়া গণ্য হইবে। অসৎ সঙ্কল্পে সত্য কথা বলিলে উহা অসত্য কথনেরই ফল দান করে, আবার সৎসঙ্কল্পে অসত্য কহিলেও উহা সত্য কথনেরই শুভফল প্রসব করিয়া থাকে। এতাবতের গুহ্য রহস্য উত্তম রূপে বুঝিতে না পারিলে অনেক সময়েই মনুষ্য ভ্রমে পতিত হয়। কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করা কেবল লৌকিক দৃষ্টিতে হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন সুবর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডলে বুদ্ধিমান্ সুবর্ণকে কুণ্ডল রূপে ও কুণ্ডলকে সুবর্ণময় দেখিয়া থাকেন, সেই রূপ যিনি কর্ম্মে ও অকর্ম্মে উভয়ের আদর্শ দেখিতে পান, তিনিই বুদ্ধিমান্, যোগী ও কর্ম্ম কর্ত্তা॥ ১৮

শাঙ্করভাষ্যং। তদেতৎ কর্ম্মণ্যকর্ম্মাদিদর্শনং স্তূয়তে স্তুতি।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

যস্য যথোক্তদর্শিনঃ সর্ব্বে যাবন্তঃ সমারম্ভাঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সমারভ্যন্তে ইতি সমারম্ভাঃ, কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈর্ব্বর্জ্জিতাঃ মুধৈব চেষ্টামাত্রা অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন চেৎ জীবনযাত্রার্থং তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানং তদেবাগ্নিস্তেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য তমাহুঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ব্রহ্মবিদঃ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা ॥ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্রুত্যর্থার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি যস্যেতি পঞ্চভিঃ সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কাম্যত ইতি কামঃ ফলং তৎ সঙ্কল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি তং পণ্ডিতমাহুঃ, অত্র হেতুর্গতৈস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তং আরূঢ়াবস্থায়াং তৎ কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ তদথ মিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টং ॥ ১৯ ॥

যাঁহার সমস্ত কর্ম্মই কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিত এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ হইয়াছে জ্ঞানিগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। সঙ্কল্পই মনুষ্যের জন্মজন্মান্তর ভোগ রূপ সংসার পাশের বীজ স্বরূপ। ফল কামনা দ্বারা ইহা আরও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। যিনি স্বর্গাদি ফল কামনা ও অহং কর্ত্তৃত্বাভিমান মূলক সংকল্প পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং সমস্ত প্রপঞ্চ জগতেই ব্রহ্মময় এই রূপ জ্ঞানাগ্নি শিখায় শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের ফল রাশি দগ্ধ করিয়াছেন; ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করেন। অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম চৈতন্যোপলব্ধি হয় সেই বৃত্তির নাম প্রজ্ঞা; তাদৃশ বৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্ত্বকর্ম্মাদিদর্শী সোঽকর্ম্মাদিদর্শনাদেব নিষ্কর্ম্মা

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্য তৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।

সন্ন্যাসী জীবনমাত্রার্থ চেষ্টঃ সন্ কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্ততে যদ্যপি প্রাক্ বিবেকতঃ প্রবৃত্তঃ স্বপ্রারব্ধ কর্ম্মা সন্ উত্তরকালমুৎপন্নাত্ম সম্যগ্ দর্শনঃ স্যাৎ সকর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যজত্যেব সকুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ কর্ম্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি কর্ম্মণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া স্বপ্রয়োজনাভাবাল্লোকসংগ্রহার্থং পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাৎ তদীয়ং কর্ম্মাকর্ম্মৈব সম্পদ্যত ইত্যেতদর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ত্যক্ত্বেতি। ত্যক্ত্বা কর্ম্মস্বভিমানং ফলাসঙ্গঞ্চ যথোক্ত জ্ঞানে নিত্যতৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষো বিষয়েষ্বিত্যর্থঃ নিরাশ্রয় আশ্রয়রহিত আশ্রয়ো নাম যদাশ্রিত্য পুরুষার্থং সিসাধয়িষতি, দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টফলসাধনাশ্রয়রহিত ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতেন স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ সসাধনং কর্ম্মপরিত্যক্তব্যমেবেতি প্রাপ্তে ততোনির্গমাসম্ভবাৎ লোকসংগ্রহচিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হণাপরিজিহীর্ষয়া বা পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বান্নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয় রহিতঃ এবম্ভূতো যঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি তস্য কর্ম্ম অকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

যিনি কর্ম্ম ও ফলের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদাই সন্তুপ্তান্তঃকরণ ও নিরবলম্ব থাকেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলে ও কিছুই করেন না॥ ২০॥

গীঃ সঃ। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠান কালে যে অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান হয় তাহার নাম "কর্ম্মাসঙ্গ" ও তজ্জন্য স্বর্গাদি ফল কামনার নাম "ফলাসঙ্গ"। যিনি এতদাসঙ্গ দ্বয় ত্যাগ করিয়া আত্মাকে অকর্ত্তা অভোক্তা অসঙ্গ জানিয়া সদাই পরিতৃপ্ত বা পরমানন্দ যুক্ত থাকেন, এবং যিনি আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদি কাহার ও আশ্রিত মনে করেন না, তিনি লোক দৃষ্টিতে কার্য্য করিলেও সে কার্য্য তাঁহার অদৃষ্ট রচনা করিতে পারেনা। ফলাসঙ্গ—নিবৃত্তি জন্য তিনি সদাই "তৃপ্ত" ও

কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব্ব পরিগ্রহঃ।

কর্ম্মসঙ্গের অভাব প্রযুক্ত তিনি সদাই "নিরাশ্রয়"। আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিলেই কর্ম্মফলানুরূপ "অদৃষ্ট" রচিত হইয়া জীবকে আশ্রয় করে ও জীব ও তদনুসারে শুভাশুভ কর্ম্মের সুখ দুঃখাদি ফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। অন্যথা পরমানন্দময় পুরুষকে কার্য্য ও ফল কিছুই স্পর্শ করিতে পারেনা ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যঃ পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ প্রাগেব কর্ম্মারম্ভাদ্ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি নিষ্ক্রিয়ে সঞ্জীতাত্মদর্শনঃ সদৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়াশীর্ব্বিবর্জ্জিততয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন সসাধনং কর্ম্ম সংন্যস্য শরীরযাত্রামাত্রচেষ্টোয়তির্জ্ঞাননিষ্ঠোমুচ্যতইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ নিরিতি। নিরাশীর্নির্গতাঃ আশিষোযস্মাৎ সনিরাশীঃ, যতঃচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃ করণমাত্মা বাহ্যঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্তাবুভাবপি যতৌ সংযতৌ যেন সযতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্ব পরিগ্রহঃ ত্যক্তঃ সর্ব্বঃ পরিগ্রহোযেন সত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ শরীরং শরীরস্থিতিমাত্র প্রয়োজনং কেবলং কর্ম্ম তত্রাপ্যভিমানবর্জ্জিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিল্বিষমনিষ্টরূপং পাপং ধর্ম্মঞ্চ ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপত্বাৎ কিল্বিষমেব বন্ধাপাদকত্বাৎ কিঞ্চ শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যত্র কিং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং কর্ম্মাভিপ্রেতমাহোস্বিচ্ছরীরস্থিতিমাত্র প্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মেতি কিঞ্চাতোযদি শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং কর্ম্ম যদি বা শরীরস্থিতিমাত্র প্রয়োজনং শারীরমিত্যুচ্যতে যদা শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম শারীরমভিপ্রেতং স্যাত্তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধমপি শরীরেণ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি ব্রুবতোবিরুদ্ধাভিধানং প্রসজ্যেত শাস্ত্রীয়ঞ্চ কর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং শরীরেণ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যপি ব্রুবতোঽপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গঃ শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতি বিশেষণাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ বাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্মবিধিপ্রতিষেধবিষয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মশব্দবাচ্যং কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যুক্তং স্যাৎ তত্রাপি বাঙ্মনোভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানপক্ষে কিল্বিষপ্রাপ্তিবচনং বিরুদ্ধমাপদ্যেত প্রতিষিদ্ধসেবাপক্ষেঽপি ভূতার্থানুবাদমাত্রমনর্থকং স্যাৎ যদাতু শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মাভিপ্রেতং ভবেত্তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম বিধি-

শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥২১॥

প্রতিষেধশাস্ত্রগম্যং শরীরবাঙ্মনোনির্ব্বর্ত্ত্যং অন্যদকুর্ব্বংস্তৈরেব শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলশব্দপ্রয়োগাদহং করোমীত্যভিমানবর্জ্জিতঃ শরীরাদিচেষ্টামাত্রং লোকদৃষ্ট্যা কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমেবম্ভূতস্য পাপশব্দবাচ্যকিল্বিষপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ কিল্বিষং সংসারং নাপ্নোতি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধসর্ব্বকর্ম্মত্বাদপ্রতিবন্ধেন মুচ্যতএবেতি পূর্ব্বোক্তসম্যগ্দর্শনফলানুবাদ এবৈষঃ, এবং শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যস্যার্থস্য পরিগ্রহে নিরবদ্যং ভবতি ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ যত নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ শারীরং শরীরমাত্র নির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন প্রাপ্নোতি, যোগারূঢপক্ষে শরীর নির্ব্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণ নিমিত্ত দোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

যিনি তৃষ্ণা রহিত যাঁহার আত্মা ও চিত্ত সংযত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই কর্ত্তৃত্বাভিমান—বর্জ্জিত হইয়া কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পাপভাগী হয়েন না ॥ ২১ ॥

গীঃ সঃ। স্বর্গাদিতে যাঁহার কামনা নাই, অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ চিত্ত এবং বাহেন্দ্রিয় সহিত দেহরূপ আত্মাকে যিনি নিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি সহজেই সর্ব্বত্যাগী কোনবস্তু গ্রহণেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, কেবল প্রারব্ধ ভোগার্থ শরীরের দ্বারা কর্ম্ম করেন মাত্র। যে শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মনের আসক্তি আকৃষ্ট না হয়, সে কর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠাতা পাপ পুণ্যরূপ ফল ভাগী হয়েন না ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য যতেরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ পরিগ্রহস্যাভাবাৎ যাচনাদিনা শরীরস্থিতৌ কর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়ামযাচিতমসংক্লৃপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়েত্যাদিনা বচনেনানুজ্ঞাতং যতেঃ শরীর-

যদৃচ্ছা লাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।

স্থিতিহেতোরন্নাদেঃ প্রাপ্তিদ্বারামাবিষ্কুর্বন্নাহ যদৃচ্ছেতি। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টোঽপ্রার্থিতোঽযত্নতো লাভোযদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ সংজাতালংপ্রত্যয়ঃ দ্বন্দ্বাতীতোদ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভিঃ হন্যমানোঽবিষণ্ণচিত্তোদ্বন্দ্বাতীত উচ্যতে বিমৎসরোবিগতমৎসরো নির্বৈরবুদ্ধিঃ সমস্তুল্যোযদৃচ্ছয়া লাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ য এবম্ভূতোযতিরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ লাভালাভয়োঃ সমোহর্ষবিষাদবর্জ্জিতঃ কর্ম্মাদৌ অকর্ম্মাদিদর্শী যথাভূতাত্ম দর্শন নিষ্ঠঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদি কর্ম্মণি শরীরাদিনির্ব্বর্ত্ত্যে নৈব কিঞ্চিৎ করোম্যহং গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে ইত্যেবং সদা সম্পরিচক্ষাণআত্মনঃ কর্তৃত্বাভাবং পশ্যন্নৈব কিঞ্চিদ্ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম্ম করোতি লোকব্যবহারসামান্যদর্শনে ন তু লৌকিকৈরারোপিত কর্তৃত্বে ভিক্ষাটনাদৌ কর্ম্মণি কর্ত্তা ভবতি ভিক্ষাটনাদিচেষ্টাস্বপি অকর্ত্তৃত্বাদনুসন্ধানমেব বিত্তবঃ স্বানুভবে ন তু শাস্ত্রপ্রমাণাদিজনিতেনাকর্ত্তৈব স এবং পরাধ্যারোপিতকর্তৃত্বং শরীর স্থিতমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম্ম কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে বন্ধ হেতোঃ কর্ম্মণঃ সহেতুকস্য জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাদিত্যনুবাদএবৈষঃ ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতোঽতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্বৈরঃ, যদৃচ্ছা লাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, য এবম্ভূতঃ সপূর্ব্বোক্তর ভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বা বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

যিনি যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, মাৎসর্য্যবর্জ্জিত, লাভ ও অলাভে সমভাবাপন্ন, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ২২ ॥

শ্রীঃ সঃ। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা না করিয়াও যাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, "অযাচিতমসংক্লিপ্ত মুপপন্নং যদৃচ্ছয়া"- প্রার্থনা ও উদ্যম ব্যতীত যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা আদি দ্বন্দ্বের মধ্যে ও স্থির ভাবে

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।

অবিচলিত চিত্তে ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন, যিনি অন্যের মঙ্গল এবং নিজের অমঙ্গলেও একভাবাপন্ন অর্থাৎ অন্যকে এবং আপনাকে একভাবে দেখিয়া থাকেন এবং কার্য্যকালে ফল লাভ হইলে অথবা না হইলেও যাঁহার চিত্তে বিকার জন্মেনা, তিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও বন্ধন দশাগ্রস্ত হয়েন না॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং ইত্যনেন শ্লোকেন যঃ প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ যদা নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মদর্শনসম্পন্নঃ স্যাৎ তদাত্মাত্মনঃ কর্ত্তৃকর্ম্মপ্রয়োজনাভাবদর্শিনঃ কর্ম্মপরিত্যাগে প্রাপ্তে কুতশ্চিন্নিমিত্তাত্তদসম্ভবে সতি পূর্ব্ববত্তস্মিন্ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সইতি চ কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিতঃ যস্যৈবং কর্ম্মাভাবোদর্শিতস্তস্যৈব গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য সর্ব্বতোনিবৃত্তাসক্তের্মুক্তস্য নিবৃত্তধর্ম্মাদিবন্ধনস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসোজ্ঞানে এব অবস্থিতং চেতোযস্য সোহয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতাস্তস্য যজ্ঞায় যজ্ঞনির্ব্বৃত্ত্যর্থ মাচরতোনির্ব্বর্ত্তয়তঃ কর্ম্ম সমগ্রং সহাগ্রেণ কর্ম্মফলেন বর্ত্ততে ইতি সমগ্রং কর্ম্ম তৎ সমগ্রং প্রবিলীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগাদিভির্মুক্তস্য জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম চরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে, আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

যিনি ফলকামনা বিহিন, ও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাধ্যাস বর্জ্জিত, যাঁহার চিত্ত জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মে অবিচলিত ভাবে স্থিতি করিতেছে, তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলকে রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম্ম সকল ফল সহিত বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৩॥

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।

গীঃ সঃ। যাঁহার ফলভোগে বাসনা নাই, "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এ অভ্যাসও যাঁহার নাই, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আত্মায় অভেদ বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার চিত্তবৃত্তি আত্ম বৃত্তিতে বিলীন হইয়াছে, তিনি যদি প্রারব্ধ বশাৎ অথবা লোকানুগ্রহার্থ জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সমগ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। "সমগ্র" এই শব্দের "অগ্র" পদের অর্থ "ফল"। অর্থাৎ ফল সহ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়।

"তদ্ যথেষীকাতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে"

ইতি শ্রুতিঃ।

যেমন ইষীকাতুল (কেশো ঘাসের তুলার ন্যায় ফুল) প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে বিদগ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞানাগ্নি দীপ্ত ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের নিকট ফল সহিত কর্ম্ম রাশি তদ্রূপ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম স্বকার্য্যারম্ভমকুর্ব্বন্ সমগ্রং প্রবিলীয়তইত্যুচ্যতে যতঃ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন প্রকারেণ ব্রহ্মবিদ্ধবিরগ্নাবর্পয়তি তদ্ব্রহ্মৈবেতি পশ্যতি তস্যাত্মব্যতিরেকেণাভাবং পশ্যতিযথা শুক্তিকায়াং রজতাভাবং পশ্যতি তদুচ্যতে ব্রহ্মৈবার্পণমিতি যথা যদ্রজতং তচ্ছুক্তিকৈবেতি ব্রহ্ম অর্পণমিত্যসমস্তে পদে যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে লোকে তদস্য ব্রহ্মবিদোব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ, ব্রহ্ম হবিস্তথা যদ্ধবির্ব্বুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণং তদ্ব্রহ্মৈবাস্য তথা ব্রহ্মাগ্নাবিতি সমস্তং পদমগ্নিরপি ব্রহ্মৈব যত্র হূয়তে ব্রহ্মণা কর্ত্রা। ব্রহ্মৈব কর্ত্তেত্যর্থঃ, যত্তেন হুতং হবনক্রিয়াপি তৎ ব্রহ্মৈব, যত্তেন গন্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম তস্মিন্ সমাধির্যস্য সব্রহ্মকর্ম্মসমাধিস্তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যমেবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুণাপি ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরমার্থতোঽকর্ম্ম ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতত্বাত্তদেবং সতি নিবৃত্তকর্ম্মণোঽপি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনঃ সম্যগ্দর্শনস্তুত্যর্থং যজ্ঞত্বসম্পাদনং জ্ঞানস্য সুতরামুপপদ্যতে যদর্পণাদ্যধিযজ্ঞে প্রসিদ্ধং তদস্যাধ্যাত্মব্রহ্মৈব পরমার্থদর্শিনইতি

শাঙ্করভাষ্যং।

অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতোব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ তস্মাদ্ ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যভিজানতঃ বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মাভাবঃ কারকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ. ন হি কারকবুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাখ্যং কর্ম্ম দৃষ্টং সর্ব্বমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম শব্দসমর্পিতদেবতাবিশেষসম্প্রদানাদিকারকবুদ্ধিমৎকর্ত্রভিমানফলাভিসন্ধিমচ্চ দৃষ্টং নোপমৃদিতক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিমৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানফলাভিসন্ধিরহিতঞ্চ ইদন্তু ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধিমৎ কর্ম্মাতোঽকর্ম্মৈব তৎ তথা চ দর্শিতং কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি. যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিদিত্যাদিভিস্তথা চ দর্শয়ন্ তত্র তত্র ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধ্যুপমর্দ্দং করোতি, দৃষ্টা চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদৌ কামোপমর্দ্দেন কাম্যাগ্নিহোত্রাদিহানিস্তথা মতিপূর্ব্বকামতিপূর্ব্বক কর্ম্মাদীনাং এবম্বিধেন কারকাত্মনাং কর্ম্মণাং কার্য্যবিশেষস্যারব্ধত্বং দৃষ্টং তথেহাপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধের্ব্বাহ্যচেষ্টামাত্রেণ কর্ম্মাপি বিদুষোঽকর্ম্ম সম্পদ্যতেঽতউক্তং সমগ্রং প্রবিলীয়তইতি। অত্র কেচিদাহুর্যদ্ ব্রহ্ম তদর্পণাদীনি ব্রহ্মৈব কিলার্পণাদিনা পঞ্চবিধেন কারকাত্মনা ব্যবস্থিতং সত্তদেব কর্ম্ম করোতি তত্র নার্পণাদিবুদ্ধির্নিবর্ত্ততে কিন্ত্বর্পণাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাধীয়তে যথা প্রতিমাদৌ বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধির্যথা চ নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরেবং সত্যমেবমপি স্যাদ্যদি জ্ঞানযজ্ঞস্তুত্যর্থং প্রকরণং ন স্যাৎ অত্র তু সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানযজ্ঞশব্দিতমনেকান্ যজ্ঞশব্দিতান্ ক্রিয়াবিশেষানুপন্যস্য শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞইতি জ্ঞানং স্তৌতি অত্র চ সমর্থমিদং বচনং ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনে অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতোব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ যে ত্বর্পণাদিষু প্রতিমায়াং বিষ্ণুদৃষ্টিবৎ ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ক্ষিপ্যতে নামাদিষ্বিব চেতি ব্রুবতে ন তেষাং ব্রহ্মবিদ্যোক্তেহ বিবক্ষিতা স্যাদর্পণাদিবিষয়ত্বাৎ জ্ঞানস্য ন চ দৃষ্টিসম্পাদনজ্ঞানেন মোক্ষফলং প্রাপ্যতে ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যমিতি চোচ্যতে বিরুদ্ধঞ্চ সম্যগ্দর্শনমন্তরেণ মোক্ষফলং প্রাপ্যতইতি প্রকৃতবিরোধশ্চ সম্যগ্দর্শনঞ্চ প্রকৃতং কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যত্রান্তে চ সম্যগ্দর্শনং তস্যৈবোপসংহারাৎ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমিত্যাদিনা সম্যগ্দর্শনস্তুতিমেব কুর্ব্বন্ পক্ষীণোধ্যায়ঃ

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥ ২৪ ॥

তত্রাকর্ম্মাদর্পণাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিরপ্রকরণে প্রতিমায়ামিব বিষ্ণুদৃষ্টিরুচ্যত ইত্য-নুপপন্নং তস্মাদ্যথাব্যাখ্যাতার্থ এবায়ং শ্লোকঃ ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং পরমেশ্বরারাধন লক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞান হেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্ম্মৈব আরূঢ়াবস্থায়াস্তু অকর্ত্রাত্মজ্ঞানবাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্ম অকর্ম্মৈবেতি কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেনোক্তঃ কর্ম্ম প্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং কর্ম্মাণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্ম্ম প্রবিলয়মাহ ব্রহ্মার্পণমিতি অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং জুহ্বাদি তদপি ব্রহ্মৈব, অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং, হোমোঽগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ, এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

[আহুতি] অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ম রূপ হোতা যে হোম করিতেছেন, তাহাও ব্রহ্ম এবং যজ্ঞাদি দ্বারা লভ্য স্বর্গাদিও ব্রহ্ম, এইরূপ কর্ম্মেতে যাঁহার ব্রহ্ম বুদ্ধি, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ এই পাঁচ প্রকার কারকে যজ্ঞ রূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি ত্যাগের নাম “যাগ,” ঘৃতাদি দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে “হোম” নামে কথিত হয়, ইন্দ্রাদি দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে ঘৃতাদি দান করা যায়, তাহার নাম সম্প্রদান, যজ্ঞের ঘৃতাদি “হবিঃ” শব্দে প্রসিদ্ধ। ঘৃতাদি প্রক্ষেপণই “কর্ম্ম, জুহু আদি “করণ,” অধ্বর্য্যু “কর্ত্তা” ও আহবনীয়াগ্নি “অধিকরণ,” এইরূপ কর্ম্মেতে ব্রহ্মদৃষ্টি রূপ সমাধি হইলে অনুষ্ঠাতার ব্রহ্মত্বই লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র অধুনা সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য তৎস্তুত্যর্থ-

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।

যদ্যপি যজ্ঞা উপক্ষিপ্যন্তে দৈবমেবেত্যাদিনা। দৈবমেব দেবাইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেনাসৌ দৈবোযজ্ঞস্তমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ পর্য্যুপাসতে কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ. ব্রহ্মাগ্নৌ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরইত্যাদি বচনোক্তমশনায়াদি সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম বর্জ্জিতং নেতি নেতীতি নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে ব্রহ্ম চ তদগ্নিশ্চ সহোমাদিকরণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মাগ্নাবপরে-ইন্যো ব্রহ্মবিদোযজ্ঞং যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা আত্মনামসু যজ্ঞশব্দস্য পাঠাৎ তমাত্মানং যজ্ঞং পরমার্থতঃ পরমেব ব্রহ্ম সন্তং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযুক্তমধ্যস্ত-সর্ব্বোপাধিধর্ম্মং কলাহুতিরূপং যজ্ঞেনৈবাত্মনৈবোক্তলক্ষণেনোপজুহ্বতি প্রতিক্ষিপন্তি সোপাধিকস্যাত্মনোনিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেণৈব দর্শনং যতস্মিন্ হোমস্তং কুর্ব্বন্তি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিন-ইত্যর্থঃ॥ ২৫॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন লক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞোপায় প্রাপ্যত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতু-মধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ দৈবমিত্যাদিভিঃ ষ্ট-ভিঃ। দেবা ইন্দ্র বরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্ এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধি-রাহিত্যং দর্শিতং তদেবং যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানু-তিষ্ঠন্তি, অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মা-র্পণমিত্যাদ্যুক্ত প্রকারেণ যজ্ঞমপজুহ্বতি যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়-ন্তীর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ॥ ২৫॥

কতক গুলি যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈব যজ্ঞ করিয়া থাকেন, অপর তত্ত্ববেত্তা যোগী গণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন॥২৫॥

গীঃ সঃ। দর্শ পূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোমাদি যে সকল যজ্ঞে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আদির তৃপ্তি সাধন করা হয়, তাহারই নাম দৈব যজ্ঞ, আর ব্রহ্ম রূপ "তৎ" রূপ জলন্ত অনলে "ত্বং" রূপ জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান

ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

করিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম "জ্ঞান যজ্ঞ"। সন্ন্যাসীগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সোঽয়ং সম্যগ্দর্শনলক্ষণোযজ্ঞোদৈবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষু প্রক্ষিপ্যতে ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকৈঃ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপইত্যাদিনা স্তুত্যর্থং শ্রোত্রাদীনীতি। শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে যোগিনঃ সংযমাগ্নিষু প্রতীন্দ্রিয়ং সংযমোভিদ্যতইতি বহুবচনং সংযমাএবাগ্নয়স্তেষু জুহ্বতীন্দ্রিয়সংযমেব কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষ্বিন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং হোমং মন্যন্তে ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। শ্রোত্রাদীনিতি। অন্যে নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিণ সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযম প্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ, ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ভোগসময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অন্যান্য কতকগুলি পুরুষ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে, আর কতিপয় পুরুষ শব্দাদি বিষয়রাশিকে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে, আহুতি দান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

গীঃ সঃ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সাধন পূর্ব্বক প্রত্যাহার পরায়ণ পুরুষ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সংযম রূপ অগ্নিতে হোম করেন। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি এক মাত্র বস্তুর ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে সংযম বলিয়াছেন। হৃদয় কমলে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে মনঃসংস্থাপনের নাম ধারণা। এই রূপ ধারণাযুক্ত চিত্ত উত্তরোত্তর বিজাতীয় বৃত্তি সমূহ কৃত ব্যবধানের সহিত ভগবদাকারে স্বজাতীয় বৃত্তি প্রবাহের নাম

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

"ধ্যান"। এই রূপ ধ্যান যুক্ত চিত্তের বিজাতীয় বৃত্তি সমূহের ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া যে কেবল মাত্র ভগবদাকারে সজাতীয় বৃত্তি প্রবাহ হয় তাহার নাম "সমাধি"। চিত্তের অবস্থা (ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ, এই পাঁচ প্রকার) ভেদানুসারে সমাধি সম্প্রজ্ঞাত" ও "অসম্প্রজ্ঞাত" এই দুই ভাগে বিভক্ত। রাগ দ্বেষাদি দূষিত বিষয়াভিনিবিষ্ট চিত্ত "ক্ষিপ্ত"। নিদ্রা তন্দ্রাদি যুক্ত চিত্ত "মূঢ়"। বিষয়াসক্ত হইয়াও যে চিত্ত দৈবাৎ কোন কোন সময়ে ধ্যান নিষ্ঠ হয়, সে চিত্ত 'বিক্ষিপ্ত"। চিত্তের প্রথম দুই অবস্থাতে সমাধি আদৌ হইতেই পারে না। বিক্ষিপ্তাবস্থায় কখন ২ সমাধি হইলেও উহা যোগ মধ্যে পরিগণিত হয়না। এ সমাধি আপনি হইয়া আপনিই ভঙ্গ হইয়া যায়। চিত্তের এক বস্তুতে ধারাবাহিক বৃত্তি প্রবাহের নাম "একাগ্রাবস্থা"। এই অবস্থায় সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি বশতঃ তমোগুণ জনিত নিদ্রা তন্দ্রাদির এবং রজোগুণকৃত চাঞ্চল্য রূপ বিক্ষেপাদির অভাব হওয়ায় "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" হইয়া থাকে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায় আপনাকে ধ্যেয়াকারাকারিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে, কিন্তু যখন ঈদৃশ প্রতীতিরূপ বৃত্তিরও অভাব হয়, তখন চিত্তের "নিরুদ্ধাবস্থা"। এই অবস্থায় "অসম্প্রজ্ঞাত" সমাধি হইয়া থাকে। এই রূপে যোগ শাস্ত্রে ধারণাদি সংযমের বিষয় উক্ত হইয়াছে। এই সংযম রূপ অগ্নিরাশিতে কেহ ২ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দান করেন অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয় গণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন। আবার কোন ২ যোগী সমাধি অবস্থায় ইন্দ্রিয় গণের নিরোধ রূপ যজ্ঞও করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি তথা প্রাণকর্ম্মাণি প্রাণোবায়ুরাধ্যাত্মিকস্তৎ কর্ম্মাণ্যাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি তানি চাপরে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ আত্মনি সংযমআত্মসংযমঃ সএব যোগাগ্নিস্তস্মিন্নাত্ম সংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি জ্ঞানাগ্নিদীপিতে স্নেহেনেব প্রদীপিতে বিবেকবিজ্ঞানেনোজ্জ্বলভাবমাপাদিতে জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।

শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণ দর্শনাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্ম্মাণি বচনেহাতি নৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং সএব যোগঃ সএবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয় বিষয়েন দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্‌জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

অপর কোন কোন যোগী ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম ও প্রাণাদির কর্ম্ম রাশিকে জ্ঞানোদ্দীপিত আত্মসংযম যোগ রূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন॥ ২৭॥

গীঃ সঃ। সমাধি দ্বিবিধ,—লয় পূর্ব্বক সমাধি ও বাধ পূর্ব্বক সমাধি। লয় পূর্ব্বক সমাধি যথা—ব্যষ্টি কার্য্যকে সমষ্টিরূপ কারণে, সমষ্টি রূপ পঞ্চী কৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য্য অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত রূপ কারণে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ যুক্ত পৃথিবী শব্দ স্পর্শ রূপ রস যুক্ত জলে, জল শব্দ স্পর্শ রূপ যুক্ত তেজে, তেজ শব্দ স্পর্শ যুক্ত বায়ুতে, বায়ু শব্দ গুণ বিশিষ্ট আকাশে, আকাশ মহাকাশে, মহাকাশ সংকল্প রূপ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব মায়াতে, এবং মায়া চৈতন্যে লয় করিতে হয়। এই লয় সমাধিতে অবিদ্যা বিনষ্ট হয়না, সুতরাং তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য প্রতিপাদিত ব্রহ্মাত্ম বুদ্ধির উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। তত্ত্ব সাক্ষাৎ-কারানন্তর অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া গেলে নির্বীজ বাধ—সমাধি প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থায় অবিদ্যার পুনর্ব্বিকাশের সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ এই শ্লোকে বাধসমাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও পঞ্চ প্রাণ এবং মন বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক সূক্ষ্ম শরীর, অন্য কোন কোন যোগী আত্ম সংযম রূপ যোগাগ্নিতে, হোম করিয়া থাকেন। নিরোধ সমাধি রূপ যোগের নাম আত্ম সংযম। "ব্যুত্থান নিরোধ সংস্কারয়োরভিভব প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধ ক্ষণ চিত্তান্বয়ো নিরোধ পরিণামঃ" ইতি পতঞ্জলি যোগ সূত্র। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, এই তিন অবস্থার নাম ব্যুত্থান। ইহা যোগের বিরোধী এবং জীব ক্ষণে ক্ষণে ইহাতে অভিভূত হইয়া থাকে,। ব্যুত্থান সংস্কারের বিরোধী নিরোধ সংস্কারের দ্বারা জীব দিন দিন ও ক্ষণে ক্ষণে প্রাদুর্ভাব লাভ করিয়া থাকে।

আত্মসংযম যোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

তদনন্তর নিরোধ মাত্র ক্ষণের সহিত চিত্তের অন্বয়ের নাম নিরোধ পরিণাম। এই নিরোধ পরিণামের পর প্রশান্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। এই রূপ আত্ম সংযম রূপ যোগাগ্নি যখন ব্রহ্মাত্ম জ্ঞানের দ্বারা উদ্দীপিত হয়, তখন কোন কোন যোগী তাহাতে লিঙ্গ শরীরকে আহুতি দিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। দ্রব্যেতি। দ্রব্যযজ্ঞাস্তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্ব্বন্তি যে তে দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞোযেষাং তপস্বিনাং তে তপোযজ্ঞাযোগযজ্ঞাঃ প্রাণায়ামপ্রত্যাহারাদিলক্ষণোযোগোযজ্ঞোযেষাং তে যোগযজ্ঞাস্তথাপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ স্বাধ্যায়োযথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসোযজ্ঞোয়েষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ জ্ঞানযজ্ঞাঃ শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞোয়েষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়যজ্ঞাজ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়োযতনশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শিতানি তনুকৃতানি তীক্ষ্ণীকৃতানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ সএব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণ মননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে যদ্বা বেদপাঠ যজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

কোন কোন ব্যক্তি দ্রব্যত্যাগ রূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি তপোরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি যোগ রূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি বেদাভ্যাস রূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞান রূপ যজ্ঞ এবং কোন কোন যত্নশীল পুরুষ অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত রূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। কূপ তড়াগ খনন, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ, ক্ষুধার্থকে অন্ন-

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮॥

দান, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, শরণাগত জীবের রক্ষণ এবং শ্রৌত বিধানোক্ত বিবিধ দানের নাম দ্রব্য যজ্ঞ। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি সাধনের ও ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত উষ্ণ সহিষ্ণুতার নাম তপোযজ্ঞ, চিত্ত বৃত্তির নিরোধ রূপ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের নাম যোগ যজ্ঞ। অষ্টাঙ্গ যোগ যথা—যম (যোগ শাস্ত্র মতে অহিংসা, সত্য অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ এবং পুরাণের মতে অস্তেয়, করুণা, আর্জ্জব, শান্তি, শৌচ, ধৃতি, মিতাহার, সত্যভাষণ, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য—যম বলিয়া কথিত হয়)। নিয়ম [যোগ শাস্ত্র মতে শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বর প্রণিধান এবং পৌরাণিক মতে আস্তিকত্ব, হর্ষ, তপ, দেবার্চ্চন, দান, লজ্জা, সদ্‌জ্ঞান, হোম, সৎকথা শ্রবণ, ও জপ—নিয়ম বলিয়া কথিত হয়] আসন,—[পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, সিদ্ধাসন, ইত্যাদি] প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ] ধারণ করিয়া গুরুশুশ্রূষা পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহিত ঋগাদি বেদাভ্যাসের নাম বেদ যজ্ঞ। গূঢ়ার্থ যুক্তি পূর্ব্বক বেদার্থ নিশ্চয়াবধারণের নাম জ্ঞান যজ্ঞ। কোন নিয়মের কিঞ্চিদংশেরও ত্রুটি না হয় তাহার নাম দৃঢ়ব্রত যজ্ঞ। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন যোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যজ্ঞ করিয়া থাকেন॥ ২৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অপানইতি। অপানে অপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি প্রাণং প্রাণবৃত্তিং পূরকাখ্যং প্রণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, প্রাণেঽপানং তথাপরে জুহ্বতি রেচকাখ্যঞ্চ প্রণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যেতৎ, প্রাণাপানগতী রুদ্ধা মুখনাসিকাভ্যাং বায়োর্নির্গমনং প্রাণস্য গতিস্তদ্বিপর্য্যয়েণাধোগমনমপানস্য তে প্রাণাপানগতী এতেরুদ্ধা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামতৎপরাঃ কুম্ভকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরইতি, অপরে নিয়তাহারানিয়তঃ পরিমিতঃ আহারোযেষাং তে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ প্রাণান্ বায়ুভেদান্ প্রাণভেদেষেব জুহ্বতি যস্য যস্য বায়োর্জ্জয়ঃ ক্রিয়তে ইতরান্ বায়ুভেদাংস্তস্মিন্ তস্মিন্ জুহ্বতি তে তত্র প্রবিষ্টাইব ভবন্তি॥ ২৯॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অপানি ইতি। আপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণ-

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।

মূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেন জুহ্বতি পূরক কালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচক কালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি এবং পূরক কুম্ভক রেচকৈঃ প্রাণায়াম পরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরেত্বাহার সঙ্কোচমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেম্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তি লয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, যদ্বা অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপর ইত্যনেন পূরক রেচকয়োরাবর্ত্ত্যমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানেনাজপামন্ত্রেণ তত্ত্বং পদার্থৈক্যং ব্যতীহারেন ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, তদুক্তং যোগ শাস্ত্রে, সকারেণ বহির্যাতিহকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র সএবাহং স ইতি চিন্তয়েদিতি। প্রাণাপানগতি রুদ্ধেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়াম যজ্ঞা অপরে কথ্যন্তে, তত্রায়মর্থঃ, দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জ্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ইত্যেবমাদি বচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে কুম্ভকেন প্রাণাপান গতীরুদ্ধা প্রাণ সংযমন পরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি তত্রৈব লীয়মানেম্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেত বায়ুবাকায় দৃষ্টানাং স্থিরতা চ তথা তথেতি॥ ২৯॥

অন্যান্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণের আহুতি প্রদান করেন, প্রাণে অপানের হোম করেন এবং অন্যান্য কোন কোন সংযতাহারি যোগী প্রাণ ও অপানের গতি রোধ পূর্ব্বক প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া প্রাণেতে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়া থাকেন॥ ২৯॥

গীঃ সঃ। কেহ কেহ অপানবায়ুর প্রশ্বাস রূপ বৃত্তিতে প্রাণবায়ুর শ্বাস রূপ বৃত্তিকে আহুতি দান করেন অর্থাৎ বাহ্য বায়ুকে শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া পূরক অভ্যাস করেন এবং প্রাণের শ্বাস রূপ

প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯॥

বৃত্তিতে অপানের প্রশ্বাস রূপ বৃত্তির হোম অর্থাৎ রেচক করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ভগবান্ অন্তরকুম্ভক ও বাহ্যকুম্ভক এই দ্বিবিধ কুম্ভকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। যথা শক্তি বাহ্যবায়ুকে নাসিকা দ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করার নাম অন্তরকুম্ভক। আর শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে যথা শক্তি নাসা দ্বারা নির্গত করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধের নাম বাহ্যকুম্ভক। প্রাণ ও অপানের গতির নাম শ্বাস ও প্রশ্বাস। পূরকের দ্বারা অপানের, এবং রেচকের দ্বারা প্রাণ বায়ুর গতি নরুদ্ধ হয়। কুম্ভক কালে প্রাণ ও অপানের গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই স্তম্ভন রূপ কুম্ভক অত্যন্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্রিয় গণকে সেই নিগৃহিত প্রাণ বায়ুতে লয় করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম বাহ্য বৃত্তি বা পুরক, আন্তরবৃত্তি বা রেচক, স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক ও তুরীয় এই চারি ভাগে বিভক্ত, কোন কোন যোগী অজপা মন্ত্রের অনুলোম বিলোমে হংস ও সোঽহমিতি দ্বারা তত্ত্বমসীতি বাক্যে জীব ব্রহ্মের একতানুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সর্ব্বইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদোযজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ যজ্ঞৈর্যথোক্তৈঃ ক্ষয়িতোনাশিতোকল্মষোযেষাং তে যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ এবং যথোক্তান্ যজ্ঞান্ নির্ব্বর্ত্ত্য যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজোযজ্ঞানাং শিষ্টং, যজ্ঞশিষ্টঞ্চ তদমৃতঞ্চ যজ্ঞশিষ্টামৃতং তৎ ভুঞ্জতইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজাযথোক্তান্ যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথা বিধিচোদিতিমন্নমমৃতাখ্যং ভুঞ্জতইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজোযান্তি গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনং মুমুক্ষবশ্চেৎ কালীতিক্রমাপেক্ষয়েতি শব্দসামর্থ্যাৎ গম্যতে ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। নায়মিতি। নায়ং লোকঃ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণোঽপ্যস্তি যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোপি যজ্ঞোযস্য নাস্তি সোঽযজ্ঞস্তস্য কুতোঽন্যো-বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ সর্ব্বেঽপ্যেত ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞ ইতি বা যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধমন্নম-

সর্ব্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ৩০ ॥
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

মৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদকরণে দোষমাহ নায়মিতি। অয়মল্পসুখোহপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠান রহিতস্য নাস্তি কুতোহন্যো বহু সুখঃ পরলোকঃ অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

এই যজ্ঞকারী গণ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞান্তে অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। এই রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান বিহীন মনুষ্য গন এই মনুষ্য লোকই প্রাপ্ত হয়না, স্বর্গাদি লাভ তো দূরের কথা ॥ ৩০—৩১ ॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ যিনি গুরু শাস্ত্রোপদেশে বিদিত আছেন, অথবা তত্তাবৎ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সম্পন্ন করেন তিনিই যজ্ঞবিদ্। যজ্ঞানুষ্ঠাতা, যজ্ঞবিদ্ ও যজ্ঞজন্য নিষ্পাপ মহাত্মা গণ অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু যাহারা যজ্ঞ ব্রত করে না, তাহাদের মুক্তি ও স্বর্গাদি সুখ সম্পদ লাভ দূরের কথা, সামান্য সুখ-সাধক মনুষ্যলোক লাভও দুষ্কর হয় ॥ ৩০—৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবমিতি। এবং যথোক্তাবহুবিধা বহুপ্রকারাযজ্ঞাবিততাবিস্তীর্ণাব্রহ্মণোবেদস্য মুখেদ্বারে বেদদ্বারেণাবগম্যমানাঃ ব্রহ্মণোমুখে বিততাউচ্যন্তে তদ্যথা বাচি হি প্রাণং জুহুমইত্যাদয়ঃ কর্ম্মজান্ কায়িকবাচিকমানসকর্ম্মোদ্ভবান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বাননাত্মজান্ নির্ব্ব্যাপারোহ্যাত্মা অতএবং জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ন মদ্ব্যাপারাইমে নির্ব্ব্যাপারোহমুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বাবিমোক্ষ্যসেঽস্মাৎ সম্যগ্দর্শনাৎ মোক্ষ্যসে সংসারবন্ধনাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ৩২

স্বামিকৃত টীকা। জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিতত বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃ কায় কর্ম্ম জনিতানাত্মস্বরূপ সংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধিজানীহি আত্মনঃ কর্ম্মণোঽগোচরত্বাৎ এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত হইয়াছে, তুমি তৎ সমস্ত যজ্ঞকে "কর্ম্মজন্য" বিদিত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত লাভ কর॥ ৩২ ॥

গীঃ সঃ। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন, ভগবান্ এই যজ্ঞ বৃত্তান্ত নূতন কল্পনা করিয়া বলিলেন; তাই ভগবান্ বলিতেছেন, যে ঋগাদি বেদে এরূপ অনেক যজ্ঞের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এতাবৎ কল্পনামুলক নহে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া হইতে এই যজ্ঞ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভাবাদি নাই এই রূপ স্থির জানিয়া তুমি মুক্ত হও॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্য। ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকেন সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদিতং যজ্ঞাশ্চ অনেকবিধা উপদিষ্টাস্তৈঃ সিদ্ধপুরুষার্থ প্রয়োজনৈর্জ্ঞানং স্তূয়তে কথং শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান দ্রব্যময়াৎ দ্রব্যসাধনসাধ্যাৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ হেপরন্তপ দ্রব্যময়োহি যজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকোন জ্ঞানযজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকোঽতঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ কথং যতঃ সর্ব্বং কর্ম্ম সমস্তমখিলং অপ্রতিবদ্ধং পার্থ জ্ঞানে মোক্ষসাধনে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে পরিসমাপ্যতেঽন্তর্ভবতীত্যর্থঃ যথা কৃতায়বিজিতায়াধারেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ সবেদেতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। জ্ঞানযজ্ঞস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদি যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ, যদ্যপি জ্ঞানস্যাপি

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

মনো ব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃ পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তুজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ, শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তীতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

হে পার্থ ! দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ । কেননা ফল সহ সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

গীঃ সঃ। শ্রুতি বলিয়াছেন " জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যং " জ্ঞানের দ্বারাই কৈবল্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সোম যজ্ঞ, চয়ন যজ্ঞ ও উপাসনাদি সমস্ত কর্ম্মই আত্মজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তদেতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রাপ্যতইত্যুচ্যতে তদ্বিদ্ধীতি। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি যেন বিধিনা প্রাপ্যতইত্যাচার্য্যানভিগম্য প্রণিপাতেন প্রকর্ষেণ নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতোদীর্ঘনমস্কারঃ তেন কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ কা বিদ্যা কা চাবিদ্যেতি পরিপ্রশ্নেন সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়ৈবমাদিনা প্রশ্রয়েণাবর্জ্জিতা আচার্য্যাউপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি তে জ্ঞানং যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানিনোজ্ঞানবন্তোপি কেচিদ্‌যথাবত্তত্ত্বদর্শনশীলাশ্চ ন ভবন্তি অপরে তু ভবন্ত্যতোবিশিনষ্টি তত্ত্বদর্শিনইতি, যে সম্যগ্‌দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি নেতরদিতি ভগবতোমতং ॥৩৪

স্বামিকৃত টীকা। এবং ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ তদিতি। তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ, জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন নমস্কারেণ ততঃ পরিপ্রশ্নেন কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্ততে ইতি পরিপ্রশ্নেন সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ, জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাস্তত্ত্বদর্শিনোঽপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক প্রশ্ন

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।

ও সেবা করিয়া আত্ম জ্ঞান শিক্ষা কর। তত্ত্বদর্শী গুরু জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। গুরু সেবা না করিলে, গুরুমুখে উপদেশ না শুনিলে, কেবল নিজবুদ্ধি বিচারে কিম্বা জ্ঞান গ্রন্থ পাঠ করিলে তত্ত্ব জ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায়না। আমি কে? কিরূপে বন্ধন দশাগ্রস্ত হইলাম? কি উপায়েই বা মুক্তি হইবে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করযোড়ে গুরুকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হয়। যে সে গুরুর নিকটে প্রশ্ন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভগবান্ তত্ত্বদর্শী আত্মসাক্ষাৎকারবান্ গুরুর নিকট উপদেশ লইতে আজ্ঞা করিলেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠং ইতি" অর্থাৎ পরমাত্মা সাক্ষাৎকারার্থ যথাশক্তি উপঢৌকন লইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবে ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তথা চ সতীদমপি সমর্থং বচনং যদিতি। যৎ জ্ঞাত্বা যৎ জ্ঞানং তৈরুপদিষ্টমধিগম্য প্রাপ্য পুনর্ভূয়োমোহমেবং যথেদানীং মোহং গতোঽসি পুনরেবং ন যাস্যসি হে পাণ্ডব কিঞ্চ যেন জ্ঞানেন ভূতান্যশেষেণ ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি দ্রক্ষ্যসি সাক্ষাদাত্মনি প্রত্যগাত্মনি মৎসংস্থানীমানি ভূতানীতি অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চেমানীতি ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎ প্রসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। জ্ঞানফলমাহ যজ্‌ জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈ স্ত্রিভিঃ। যজ্‌ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্ব্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি। তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদিনি স্বাবিদ্যা বিজৃম্ভিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো অনন্তরং আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি আর মোহাভিভূত হইবে না এবং যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীকে

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥
অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।

স্বীয় আত্মা ও আমার [পরমাত্মার] সহিত অভিন্ন রূপ দর্শন করিবে ॥ ৩৫ ॥

গীঃ সঃ। এত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিলে কি লাভ হইবে, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে গুরূপদিষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে পাইবে, যে ব্রহ্মা হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই এক আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন লীলাময় বিকাশ মাত্র। তুমি ও অন্যান্য, সমস্তই আমারই নিত্য সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা তোমাকে বন্ধু বধাদি বৃথা পাপ ভয়ে ভীত ও মোহিত হইতে হইবেনা ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চৈতস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যং অপীতি। অপি চেদসি পাপিভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকৃৎ পাপকৃত্তমঃ যদ্যসি ভবসি সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানমেব প্লবং জ্ঞানপ্লবং কৃত্বা বৃজিনং বৃজিনার্ণবং পাপং সন্তারিষ্যসি ধর্ম্মোপীহ মুমুক্ষোঃ পাপমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অপিচেদিতি সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারীত্বমসি তথাপি সর্ব্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

যদি তুমি অন্যান্য পাপী সকল হইতে অধিকতর পাপাচারীও হও, তথাপি সেই পাপ রূপ সমুদ্র এই জ্ঞান রূপ নৌকা দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে॥ ৩৬ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন পাপাচারী নহেন, তথাচ ভগবান আত্মজ্ঞানের আশ্চর্য্য সামর্থ্য বুঝাইবার জন্য "অপি চেৎ" পদ দ্বারা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, যে জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পাপের নিস্তারের তো কোন আশঙ্কাই

সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।

নাই, তুমি পাপী হইতে মহাপাতকী হইলেও অনায়াসে জ্ঞানবলে পাপ পয়োধি পার পারগ হইবে॥ ৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। জ্ঞানং কথং নাশয়তি পাপমিতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে যথেতি। যথা এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ সম্যক্ ইদ্ধো দীপ্তোঽগ্নির্ভস্মসাৎ ভস্মীভাবং কুরুতেঽর্জ্জুন এবং জ্ঞানমেব অগ্নির্জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা নির্ব্বীজং করোতীত্যর্থঃ, ন হি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগ্নিঃ তানি কর্ম্মাণীন্ধনবদ্ভস্মীকর্ত্তুং শক্নোতি তস্মাৎ সম্যক্ দর্শনং সর্ব্বকর্ম্মণাং নির্ব্বীজত্বে কারণমিত্যভিপ্রায়ঃ সামর্থ্যাৎ যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তেঽতোযান্যপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাককৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেব সর্ব্বাণিভস্মসাৎ কুরুতে॥ ৩৭॥

স্বামিকৃত টীকা। সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি তথাত্মজ্ঞানরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেই রূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে॥ ৩৭॥

গীঃ সঃ। আত্মজ্ঞান রূপ নৌকারোহণে, পুণ্যাপাপ কর্ম্মরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মরূপ সমুদ্র তো নিঃশেষ বা শুষ্ক হয় না, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে জ্ঞান বলে তুমি স্বয়ং তো উত্তীর্ণ হইবেই এবং সেই সঙ্গে ২ জলন্ত অনলস্পর্শে কাষ্ঠরাশি দাহনের ন্যায় জ্ঞানাগ্নিতে তোমার পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মরাশিও বিদগ্ধ হইয়া যাইবে "তদধিকং উত্তর পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ " আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত কর্ম্মরাশি নষ্ট হইয়া যায়,

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

এবং ভবিষ্যতে যে যে পুণ্য পাপরূপ কার্য্য করিতে থাকেন, তাহা পদ্ম পত্রস্থ জলের ন্যায় তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে তিনি শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তারূপে পরিগণিত হয়েন না॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যতএবমতঃ ন হীতি। নহি জ্ঞানেন সদৃশং তুল্যং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমিহ বিদ্যতে হি যস্মাৎ তৎজ্ঞানং স্বয়মেব যোগসংসিদ্ধো-যোগেন কর্ম্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতোযোগ্যতামাপন্নো-মুমুক্ষুঃ কালেন মহতা আত্মনি বিন্দতি লভতইত্যর্থঃ॥ ৩৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র হেতুমাহ নহীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরং ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব, তর্হিসর্ব্বোঽপি কিমিতি আত্ম-জ্ঞানমেব নাভ্যস্যতীত্যত আহ তৎস্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধোযোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়া-সেন লভতে ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ॥ ৩৮ ॥

ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র কারক আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা কাল সহকারে মনুষ্যগণ আপনা আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে॥ ৩৮ ॥

গীঃ সঃ। সমস্ত সাধনের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কেননা কর্ম্ম উপা-সনাদি দ্বারা পাপ আদি নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু তদ্দ্বারা পাপাদির মূলভিত্তি স্বরূপ অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়না, সুতরাং পুনঃ পাপাচারের আশঙ্কা বিদ্য-মান থাকে। আত্মজ্ঞান সেই অজ্ঞান রূপ মূল কারণ সহিত পাপাদি কার্য্যের বিনাশ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায়, যদি বল, সকল লোকে অন্যান্য সাধন ছাড়িয়া কেবল আত্মজ্ঞানেরই সাধনা করেনা কেন? তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে কর্ম্মযোগাদি সিদ্ধি সম্পন্ন না হইলে আত্মজ্ঞানে অধিকার হয় না। এই জন্য আত্মজ্ঞান পিপাসু পুরুষগণ অবশ্যাবশ্য নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ বা ভক্তি যোগ সাধনা

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

করিবেন এবং তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইবে ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যেনৈকান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্ভবতি সউপায়উপদিশ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধালুর্লভতে জ্ঞানং শ্রদ্ধালুত্বেঽপি ভবতি কশ্চিন্মন্দ প্রস্থানোঽতআহ তৎপরোগুরূপাসনাদাবভিযুক্তোজ্ঞানলব্ধ্যুপায়ে শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরোঽপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদিত্যতআহ সংযতেন্দ্রিয়ঃ সংযতানি বিষয়েভ্যোনিবর্ত্তিতানি যস্যেন্দ্রিয়াণি সসংযতেন্দ্রিয়োযোগী যএবম্ভূতঃ শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যনৈকান্তিকোপি ভবতি মায়াবিত্বাদিসম্ভবাৎ ন তু তথা তচ্ছ্রদ্ধাবত্বাদাবিত্যেকান্ততোজ্ঞানলব্ধ্যুপায়ঃ কিং পুনর্জ্ঞানলাভাৎ স্যাদিত্যুচ্যতে জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং শান্তিমুপরতিমচিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি সম্যগ্দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষোভবতীতি সর্ব্বশাস্ত্রন্যায়প্রাসিদ্ধঃ সুনিশ্চিতোঽর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টেঽর্থে আস্তিক্য বুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগএব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ, জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানং লব্ধ্বা তু মোক্ষমচিরেণ প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

যিনি শ্রদ্ধাবান্, গুরু-শুশ্রূষু ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্র কৈবল্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৯ ॥

গীঃ সঃ। ব্রহ্মবেত্তা গুরুর বাক্যে ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে যাঁহার স্থির বিশ্বাস এবং বিশ্বাস যুক্ত চিত্তে জ্ঞান লাভের উদ্দেশে যিনি গুরু সেবায় তৎপর থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যিনি আপনার ইন্দ্রিয় বর্গকে নিজ সাধনানুকূল করিয়া আনিতে পারেন, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ। যেমন অন্ধকার বিনাশ কালে দীপশিখাকে অন্যের সাহায্য লইতে হয় না সেই-

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

রূপ অবিদ্যা বিনাশের জন্য আত্মজ্ঞানকে অন্য সাধনের অপেক্ষা করিতে হয় না। ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অত্র সংশয়োহি ন কর্ত্তব্যঃ পাপিষ্ঠোহি সংশয়ঃ, কথমিত্যুচ্যতে অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞশ্চানাত্মজ্ঞোঽশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি বিনশ্যতঃ তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা সতু পাপিষ্ঠঃ সর্ব্বেষাং কথং নায়ং সাধারণোপি লোকোঽস্তি তথা ন পরলোকোন সুখং তত্রাপি সংশয়োপপত্তেঃ সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্য তস্মাৎ সংশয়োন কর্ত্তব্যঃ ॥ ৪০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্‌জ্ঞানে জাতেঽপি তত্রাশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্নবেতি সংশয়াক্রান্ত চিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্‌ভ্রশ্যতি এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ ন চ পরলোকো ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ, ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০ ॥

অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয় যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক কোথাও ই সুখ নাই ॥ ৪০ ॥

গীঃ সঃ। যে ব্যক্তি বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন বিহীন হওয়ায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারে সেই অজ্ঞ। গুরু কথিত শাস্ত্রার্থের প্রতি যাহার অনাস্থা সে ব্যক্তি অশ্রদ্দধান এবং লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কোন বিষয়েই যাহার চিত্ত স্থির নিশ্চয় করিতে পারে না সে ব্যক্তি সংশয়াত্মা। এই তিন প্রকার ব্যক্তিই সাধন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি সদা সংশয়যুক্ত, তাহার ইহ পরলোকে অশান্তি। মনের দোষে সে মিত্রকে শত্রু মনে করিয়া ব্যাকুল হয়, কখন নিজ সাধ্বী নারীকে কুলটা বোধে বিক্ষিপ্তবৎ হয়, কখন ভোজন দ্রব্য বিষ মিশ্রিত বা দোষাশ্রিত বলিয়া

নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ৪০

যোগ সংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞান সংছিন্ন সংশয়ং।

জ্ঞান করিয়া আহারও করিতে পারেনা, এইরূপে লৌকিক সুখে যে বঞ্চিত থাকে। আবার গুরু বাক্যে ও শাস্ত্রাদিতে সংশয় হওয়ায় স্বর্গাদি ফল সাধন ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না, সুতরাং তাহার পারলৌকিক সুখের আশাও নাই। অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীনের পারলৌকিক সুখ না হইলেও ইহলৌকিক সুখে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রবেত্তা গণ বলেন যে অজ্ঞের গতি লাভ সুসাধ্য, শ্রদ্ধধানের গতি লাভ যত্ন সাধ্য, কিন্তু সংশয়াত্মার গতি লাভ অসাধ্য ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাৎ যোগেতি। যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সংন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন পরমার্থ দর্শিনা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যানি তং যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং কথং যোগসংন্যস্তকর্ম্মেত্যাহ জ্ঞানেনাত্মেশ্বরৈকত্বদর্শনলক্ষণেন সংছিন্নঃ সংশয়োযস্য সজ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ যত্রবং যোগসংন্যস্তকর্ম্মা তমাত্মবন্তমপ্রমত্তং গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভন্তে হে ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অধ্যায় দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপর ভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি দ্বাভ্যাং যোগেত্যাদি যোগেন পরমেশ্বরাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং কর্ম্মাণি স্বফলেনৈব নিবধ্নন্তি ততশ্চ জ্ঞানেন অন্তরাত্মারাধনেন সংছিন্নং সংশয়োদেহাদ্যভিমান লক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তম প্রমাদিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি তানি ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

হে ধনঞ্জয়! সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগ দ্বারা যিনি সমস্ত কর্ম্ম ভগবানকে অর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, কর্ম্মরাশি সেই আত্মজ্ঞকে আবদ্ধ করিতে পারেনা ॥ ৪১ ॥

গীঃ সঃ। ভক্তি পূর্ব্বক ভগবদারাধনা বা পরমার্থ দর্শন দ্বারা যখন কর্ম্ম বাসনা ক্ষয় হইয়া যায়, অথবা কর্ম্ম করিয়াও তৎফল রাখি ভগ-

আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।

বদর্থে সমর্পিত হয় এবং যখন নিজ কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হইয়া সমস্তই আত্ম স্বরূপ দৃষ্ট হয়, সে অবস্থায় বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম রাশি বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাৎ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়হেতুকজ্ঞানসংছিন্নসংশয়োন নিবধ্যতে কর্ম্মভির্জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাদেব যস্মাচ্চ জ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্যতি তস্মাদিতি। তস্মাৎ পাপষ্ঠমজ্ঞানসম্ভূতং অজ্ঞানাদবিবেকাজ্জাতং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতং জ্ঞানাসিনা শোকমোহাদিদোষহরং সম্যক্ দর্শনং জ্ঞানং তদেবাসিঃ খড়্গস্তেন জ্ঞানাসিনাত্মনঃ স্বস্য আত্মবিষয়ত্বাৎ সংশয়স্য ন হি পরস্য সংশয়োঽপরেণ ছেত্তব্যতাং প্রাপ্তোযেন স্বস্যেতি বিশেষ্যতেঽতআত্মবিষয়োঽপি স্বস্যৈব ভবতি জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং স্ববিনাশহেতুভূতং যোগং সম্যক্ দর্শনোপায়ং কর্ম্মানুষ্ঠানমাতিষ্ঠ কুর্ব্বিত্যর্থঃ উত্তিষ্ঠ চেদানীং যুদ্ধায় ভারতেতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে চতুর্থোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থমিত্যাদি। আত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেক জ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাশ্রয় তত্র প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য ধর্ম্মত্বং দর্শিতং ॥ ৪২ ॥

ইতি স্বামিকৃত টীকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অতএব হে ভারত! জ্ঞান রূপ খড়্গ দ্বারা হৃদয় স্থিত অজ্ঞান সম্ভূত সংশয় রাশিকে ছেদন করিয়া তুমি যুদ্ধার্থ উঠিয়া দণ্ডায়মান হও ॥ ৪২ ॥

গীঃ সঃ। সংশয়ই সমস্ত অনর্থের মূল, কেননা উহা অবিবেক সম্ভূত। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক দৃঢ় নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ হও ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর। হৃদয়ে বৃথা সংশয় পোষণ করিও না। নিষ্কাম চিত্তে যুদ্ধ রূপ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উঠ, উঠ,

ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহাস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসূ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ জ্ঞান—যোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শীঘ্র প্রস্তুত হও। তুমি ভরত বংশাবতংস হইয়া অবিবেকীর ন্যায় ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না।

" স্বস্থানীশত্ব বাধেন ভক্তি শ্রদ্ধে দৃঢ়ীকৃতে।
ধীহেতুঃকর্ম্ম নিষ্ঠাচ হরিণেহোপসংহৃতা " ॥

চতুর্থাধ্যায়ে ভগবান্ নিজ ঈশ্বরত্ব স্থাপন পূর্ব্বক আপনাতে অর্জ্জুনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দৃঢ় করিলেন এবং আত্মজ্ঞানের বীজ স্বরূপ কর্ম্ম নিষ্ঠার উপসংহার করিলেন ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য শ্রীযুক্ত চির-কুমার
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত " গীতার্থ-সন্দীপনী " নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
চতুর্থ অধ্যায়
সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শাঙ্করভাষ্যং। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যারভ্য সযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টোব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্ সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণমিত্যন্তৈর্ব্বচনৈঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমবোচদ্ভগবান্. ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠেত্যনেন বচনেন পুনর্যোগঞ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণমনুতিষ্ঠেত্যুক্তবান্ তয়োরুভয়োশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োঃ স্থিতিগতিবৎ পরস্পরবিরোধাদেকেন সহ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ কালভেদেন চানুষ্ঠানবিধানাভাবাদর্থাদেতয়োরন্যতরকর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তৌ সত্যাং যৎ প্রশস্যতরমেতয়োঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োঃ তৎ কর্ত্তব্যং নেতরদিত্যেবং মন্যমানঃ প্রশস্যতরবুভুৎসয়ার্জ্জুনউবাচ সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণেত্যাদিনা। নমু চাত্মবিদোজ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপাদয়িষ্যন্ পূর্ব্বোদাহৃতৈর্ব্বচনৈর্ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমবোচন্ন ত্বনাত্মজ্ঞস্যাতশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োর্ভিন্নপুরুষবিষয়ত্বাদন্যতরস্য প্রশস্যতরত্ববুভুৎসয়া প্রশ্নোনুপপন্নঃ সত্যমেবং ত্বদভিপ্রায়েণ প্রশ্নোনোপপদ্যতে প্রষ্টুঃ স্বাভিপ্রায়েণ পুনঃ প্রশ্নোযুজ্যতএবেতি বদামঃ, কথং পূর্ব্বোদাহৃতৈর্ব্বচনৈর্ভগবতা কর্ম্মসংন্যাসস্য কর্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাৎ প্রধান্যমন্তরেণ চ কর্ত্তারং তস্য কর্ত্তব্যত্বাসম্ভবাদনাত্মবিদপি কর্ত্তা পক্ষে প্রাপ্তোঽনূদ্যতইতি ন পুনরাত্মবিৎকর্ত্তৃকত্বমেব সংন্যাসস্য বিবক্ষিতমিত্যেবং মন্বানস্যার্জ্জুনস্য কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োরবিদ্বৎপুরুষকর্ত্তৃকত্বমপ্যস্তীতি পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ তয়োঃ পরস্পরবিরোধাদন্যতরস্য কর্ত্তব্যত্বে প্রাপ্তে প্রশস্যতরঞ্চ কর্ত্তব্যং নেতরদিতি প্রশস্যতরবিবিদিষয়া প্রশ্নোনানুপপন্নঃ, প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি প্রষ্টুরভিপ্রায়এবমেবেতি গম্যতে, কথং সংন্যাসকর্ম্মযোগৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে ইতি প্রতিবচনমেতন্নিরূপ্যং কিমনেনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং প্রয়োজনমুক্ত্বা তয়োরেব কুতশ্চিদ্বিশেষাৎ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে আহোস্বিদনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্ম-

শাঙ্করভাষ্যং।

যোগয়োঃ তদুভয়মুচ্যতেইতি কিঞ্চাতোযথাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ কর্ম্মসংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে যদি বানাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যতইতি অত্রোচ্যতে আত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মনুপপন্নং যদ্যনাত্মবিদঃ কর্ম্মসংন্যাসঃ তৎপ্রতিকূলশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণঃ কর্ম্মযোগঃ সম্ভবেতাং তদা তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বোক্তিঃ কর্ম্মযোগস্য চ কর্ম্মসংন্যাসাদ্বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মুপপদ্যেত আত্মবিদস্তু সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কর্ম্মসন্যাসাচ্চ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতইতি চানুপপন্নমত্রাহ কিমাত্মবিদঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োরপ্যসম্ভবআহোস্বিদন্যতরস্যাসম্ভবঃ যদা চান্যতরস্যাসম্ভবস্তদা কিং কর্ম্মসংন্যাসস্যোত কর্ম্মযোগস্যেত্যসম্ভবে কারণঞ্চ বক্তব্যমিতি, অত্রোচ্যতে আত্মবিদোনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বাদ্বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলস্য কর্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাজ্জন্মাদিসর্ব্ববিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন যোবেত্তি তস্যাত্মবিদঃ সম্যগ্দর্শনেনাপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্য নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমুক্ত্বা তদ্বিপরীতস্য মিথ্যাজ্ঞানমূলককর্ত্তৃত্বাভিমানপুরঃসরস্য সক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানরূপস্য কর্ম্মযোগস্যেহ শাস্ত্রে তত্র তত্রাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাদভাবঃ প্রতিপাদ্যতে যস্মাত্তস্মাদাত্মবিদোনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানস্য বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলঃ কর্ম্মযোগোন সম্ভবতীতি যুক্তমুক্তং স্যাৎ কেষু কেষু পুনরাত্মস্বরূপনিরূপণ প্রদেশেষ্বাত্মবিদঃ কর্ম্মাভাবঃ প্রতিপাদ্যতইত্যত্রোচ্যতে অবিনাশি তু তদিতি প্রকৃত্য যএনম্বেত্তি হন্তারং বেদাবিনাশিনং নিত্যমিত্যাদৌ তত্র তত্রাত্মবিদঃ কর্ম্মাভাবউচ্যতে নন্বু চ কর্ম্মযোগোপ্যাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু তত্র তত্র প্রতিপাদ্যতএব. তদ্যথা তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ইত্যাদাবতশ্চ কথমাত্মবিদঃ কর্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাদিতি, অত্রোচ্যতে সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাৎ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিত্যনেন সাংখ্যানামাত্মতত্ত্ববিদামনাত্মবিৎ কর্ত্তৃককর্ম্মযোগনিষ্ঠাতোনিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণায়াজ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াঃ পৃথক্‌করণাৎ কৃতকৃত্যত্বেনাত্মবিদঃ প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতইতি কর্ত্তব্যান্তরাভাববচনাচ্চ ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ সং-

অর্জ্জুন উবাচ। সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ—

ন্যাসস্তমহাবাহো দুঃখমাপ্তু মযোগতঃ ইত্যাদিবচনাচ্চাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন কর্ম্মযোগস্য বিধানাৎ যোগারূঢ়স্য তস্যৈব সমঃ কারণমুচ্যতইত্যনেন চোৎপন্নসম্যগ্দর্শনস্য কর্ম্মযোগাভাববচনাৎ শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি চ শরীরস্থিতিকারণাতিরিক্তস্য কর্ম্মণোবারণাৎ নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিদিত্যনেন চ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তেষ্বপি দর্শনশ্রবণাদিকর্ম্মস্বাত্মযাথাত্ম্যবিদঃ করোমীতি প্রত্যয়স্য সমাহিতচেতস্তয়া সদা কর্ত্তব্যত্বোপদেশাদাত্মতত্ত্ববিদঃ সম্যগ্দর্শনেন বিরুদ্ধোমিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কর্ম্মযোগঃ স্বপ্নেপি ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে যস্মাত্তস্মাদনাত্মবিৎ কর্ত্তৃকয়োরেব সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসংন্যাসাৎ পূর্ব্বোক্তাত্মবিৎকর্ত্তৃকসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিলক্ষণাৎ সত্যে কর্ত্তৃত্ববিজ্ঞানে কর্ম্মৈকদেশবিষয়ত্বাৎ যমনিয়মাদিসহিতত্বেন চ দুরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ সুকরত্বেন চ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেবং প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রষ্টুরভিপ্রায়োনিশ্চীয়তে ইতি স্থিতং জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তইত্যত্র জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সহাসম্ভবে যচ্ছ্রেয় এতয়োস্তন্মে ব্রূহি ইত্যেবং পৃষ্টোঽর্জ্জুনেন ভগবান্ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং নিষ্ঠা পুনঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতি নির্ণয়ঞ্চকার ন চ সংন্যসনাদেব কেবলাৎ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতীতি বচনাৎ জ্ঞানসহিতস্য তস্য সিদ্ধিসাধনত্বমিষ্টং কর্ম্মযোগস্য চ বিধানাৎ জ্ঞানরহিতস্য সংন্যাসঃ শ্রেয়ান্ কিম্বা কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিত্যেতয়োর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া অর্জ্জুনউবাচ, সংন্যাসং পরিত্যাগং কর্ম্মণাং শাস্ত্রীয়াণাং অনুষ্ঠানবিশেষাণাং শংসসি প্রশংসসি কথয়সীত্যেতৎ পুনর্যোগঞ্চ তেষামেবানুষ্ঠানমবশ্যং কর্ত্তব্যং শংসতোমে কতরৎ শ্রেয়ইতি সংশয়ঃ কিং কর্ম্মানুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ কিম্বা তত্ত্যানমিতি প্রশস্যতরঞ্চানুষ্ঠেয়মতশ্চ যচ্ছ্রেয়ঃ প্রশস্যতরমেতয়োঃ কর্ম্মসংন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়োর্যদনুষ্ঠানাৎ শ্রেয়োবাপ্তির্ম্ম স্যাদিতি মন্যসে তদেকমন্যতরং সহৈকপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবান্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমভিপ্রেতং তবেতি॥ ১॥

স্বামিকৃত টীকা। নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ। জিতেন্দ্রিয়স্যাযতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ। অজ্ঞানসংভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তং তত্র পূর্ব্বাপর বিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন

পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।

উবাচ সংন্যাসমিতি। যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদিত্যাদিনা সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থেত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসংন্যাসং কথয়সি জ্ঞানাসিনা সংশয়ান্ ছিত্বা যোগমাতিষ্ঠেতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি, ন চ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকদৈবসম্ভবতি বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ তস্মাদেতয়োর্ম্মধ্যে একস্মিন্নমুষ্ঠাতব্যে সতি মম যৎশ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি॥ ১॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস তুমি এ উভয়েরই ব্যাখ্যা করিলে। কিন্তু আমার পক্ষে ইহার মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল॥ ১॥

গীঃ সঃ। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্ম ও জ্ঞান তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাস তত্ত্ব নির্ণীত হইবে। অল্পাধিকারী গণের কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা ও আত্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তাহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা তৃতীয়াধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন তিমির ও রৌদ্র একত্রে থাকেনা তদ্রূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম একসঙ্গে থাকিতে পারেনা। ভেদবুদ্ধি কর্ম্মের ভিত্তিভূমি ও অভেদ ভাবই জ্ঞান লাভের লক্ষ্য ও ফল। সুতরাং দুইটী বিপর্য্যয় একত্রে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। আবার চতুর্থাধ্যায়ে ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে, যে জ্ঞানীর কর্ম্মে ও কর্ম্মীর জ্ঞানে অধিকার নাই। জ্ঞানীগণ প্রারব্ধ কর্ম্ম রাশি ভোগ করিয়া থাকেন মাত্র। তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা নাই। অজ্ঞানী গণ কর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া তবে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইবে। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই কর্ম্ম সন্ন্যাস করিবে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"এবমেব প্রব্রাজিনোলোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি।
শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমা-হিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানংপশ্যেৎ"

সন্ন্যাসী গণের উপযোগী আত্মারূপ লোক লাভের ইচ্ছা হইলে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা শ্রদ্ধা, ও সমাধান এইষট্ সম্পত্তি সম্পন্ন হৃদয়ে প্রত্যগাত্মার দর্শন হয়। বস্তুতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং ॥ ১ ॥

ও কর্ম্ম-সন্ন্যাস একাধিকারে কখনই থাকিতে পারেনা। যদি বল কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ত্যাগে এতদুভয়ের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে উভয়ের একত্র সংস্থানের অসম্ভাবনা নাই। তাহাতে এই মাত্র বক্তব্য যে, পাপাদি কর্ম্ম আত্মবোধের বিরোধী; এই পাপ নাশনার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রয়োজন। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে যাঁহার চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হয় তিনি আত্মজ্ঞানের অনধিকারী। কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই উক্ত বিক্ষেপের নিবৃত্ত হয়। কর্ম্ম ও কর্ম্ম-সন্ন্যাস আত্মজ্ঞানের দ্বার স্বরূপ হইলেও কর্ম্মে চিত্ত বিক্ষেপ ও সন্ন্যাসে বিক্ষেপ নিবৃত্তি রূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায় উভয়ই একাধিকারে বর্ত্তমান থাকিতে পারেনা। সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম্ম করাও সম্ভব নহে, কেননা ত্যাগের আশ্রম গ্রহণ করিয়া যদি কর্ম্মই করিবেন, তবে সন্ন্যাসাশ্রম লওয়াই ব্যর্থ হইল। আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন না করা বেদ বিরুদ্ধ ও প্রত্যবায়জনক। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, তদনন্তর বানপ্রস্থ ও সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহা " ক্রম সন্ন্যাস " বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর যদি কাহারও প্রথমেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় তবে তিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞানী গণ ক্রমানুসারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। অবিরক্ত অবস্থা ও বৈরাগ্যাবস্থাভেদে কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতা ভগবান্ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিবেন। অর্জ্জুন দেখিলেন ভগবান্ আত্মজ্ঞানেচ্ছুর জন্য কর্ম্ম ও সন্ন্যাস উভয়ই ব্যবস্থা করিলেন, অথচ কর্ম্ম ও সন্ন্যাস তেজ তিমিরবৎ পৃথক্ দেখাইলেন। এইক্ষণে আমার পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা সন্ন্যাস কর্ত্তব্য? এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্‌কে বলিতেছেন।

হে কৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল! একব্যক্তির একই সময়ে বসিয়া থাকা ও দাঁড়াইয়া থাকা যেমন সম্ভব নহে, সেই রূপ তোমার কথিত কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ই একজন অধিকারী এক সময়ে কখনও সাধন করিতে পারে না। অতএব এতদ্দ্বয়ের মধ্যে যে সাধনটী আমার পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ তাহাই আমাকে উপদেশ কর॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। স্বাভিপ্রায়মাচক্ষাণো নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ সন্ন্যাসইতি। সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ কর্ম্মযোগশ্চ তেষামনুষ্ঠানং তাবুভাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি তয়োস্তু নিঃশ্রেয়সহেতোঃ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কেবলাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে ইতি কর্ম্মযোগং স্তৌতি ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাস ইতি। অয়ম্ভাবঃ, ন হি বেদান্ত বেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সংন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্ত শোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেক জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি, কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ, এবঞ্চ সতাঙ্গ প্রধানয়োর্ব্বিকল্পাযোগাৎ সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ, তথাপি তয়োর্ম্মধ্যে কর্ম্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টোভবতীতি ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েই মুক্তির হেতু স্বরূপ। তন্মধ্যে কর্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুনের সংশয়াপনোদনার্থ ভগবান্ বলিলেন সন্ন্যাস ও কর্ম্ম উভয়েই মুক্তির কারণ হইলেও যাহা সর্ব্বসাধারণের বা সামান্যাধিকারীর উপযোগী সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগই তোমার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কেননা অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি না হইলে সন্ন্যাস কিছুমাত্র ফলদান করিতে পারে না, অধিকন্তু হানি করিয়া থাকে। সুতরাং উহা আপাততঃ তোমার কল্যাণকারক নহে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাদিত্যাহ জ্ঞেয়োজ্ঞাতব্যঃ সকর্ম্মযোগী নিত্যসংন্যাসীতি যো ন দ্বেষ্টি কিঞ্চিন্ন কাঙ্ক্ষতি দুঃখসুখে তৎসাধনে চৈবম্বি-

জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

ধোসঃ কর্ম্মণি বর্ত্তমানোপি সনিত্যসংন্যাসীতি জ্ঞাতব্যইত্যর্থঃ, নির্দ্বন্দ্বো-দ্বন্দ্ববর্জ্জিতোহি যস্মান্মহাবাহো সুখং বন্ধাদনায়াসেন প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইত্যাপেক্ষায়াং সংন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগিনং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি স নিত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সংন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্যো হি শুদ্ধচিত্তোজ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

হে মহাবাহো! যাঁহার দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও স্বর্গাদি সুখকামনা রহিত, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। কেননা তাদৃশ পুরুষই অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। সমস্ত কার্য্যফল ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক যিনি ফল কামনা বর্জ্জিত এবং আত্মানাত্মজ্ঞান বিচারের দ্বারা আত্মাকে রাগ দ্বেষাদি হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বেশভূষা বা আশ্রম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস হয় না, কিন্তু আত্মা যে অহং মমেতি বোধ রূপ আবরণে আবদ্ধ আছে, সেই মলিন আবরণ ত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। ফলতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন ও সন্ন্যাস একই পদার্থ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। নমু সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়য়োর্ব্বিরুদ্ধয়োঃ ফলেপি বিরোধোযুক্তোন তূভয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বমেবেতি প্রাপ্ত-ইদমুচ্যতে সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বিরুদ্ধভিন্নফলৌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাশ্চ জ্ঞানিনএকং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি কথমেক-মপি সাংখ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিত সম্যগনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ, উভয়োর্ব্বিন্দতে ফলমুভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেয়সং ফলমতোন ফলে বিরোধোস্তি নমু সংন্যাস-

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলং ॥ ৪ ॥

যং সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।

কর্ম্মযোগশব্দেন প্রস্তুত্য সাংখ্যযোগশব্দয়োঃ ফলৈকত্বং কথমিহাপ্রকৃতং ব্রবীতি নৈষদোষঃ যদ্যপ্যর্জ্জুনেন সংন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চ কেবলমভিপ্রেত্য প্রশ্নঃ কৃতোভগবাংস্তু তদপরিত্যাগেনৈব স্বাভিপ্রেতঞ্চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তরবাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ সাংখ্যযোগাবিতি তাবেব সংন্যাস-কর্ম্মযোগৌ জ্ঞানতদুপায়সমবুদ্ধিত্বাদিসংযুক্তৌ সাংখ্যযোগশব্দবাচ্যাবিতি ভগবতোমতমতোনাপ্রকৃতপ্রক্রিয়েতি ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রম সমুচ্চয়োঽতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্যোভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানামেবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সংন্যাসং লক্ষয়তি সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি। তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যত্নভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি সংন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্ম-যোগস্যাপি পরম্পরয়া যৎফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্‌ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

পণ্ডিতগণ কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসের একই ফল কহিয়া থাকেন। কেননা একতরের অনুষ্ঠানকারীই উভয়েরই নিঃশ্রেয়স রূপ ফল ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। সংশয় ও বিপরীত ভাবনা বর্জ্জিত আত্মাকার বুদ্ধিযোগের নাম সাঙ্খ্যযোগ। এই আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনেরই নাম সন্ন্যাস। মূঢ়গণ অজ্ঞানতা বশতঃ মনে করে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের ফল ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু পণ্ডিত গণের সিদ্ধান্ত এই যে নিজ নিজ অধিকার অনুসারে কর্ম্ম যোগ বা সন্ন্যাস যাহাই কেন সাধন করনা, উভয়ের সমানই ফল লাভ হইবে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ কর্ম্ম সন্ন্যাসের প্রকারান্তর মাত্র ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। একস্যাপি সম্যগনুষ্ঠানাৎ কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দত-

একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

ইত্যুচ্যতে যদিতি। যৎ সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং তদ্‌যোগৈরপি জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনেশ্বরে সমর্প্য কর্ম্মাণি আত্মনঃ ফলমনভিসন্ধায়ানুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ তৈরপি পরমার্থজ্ঞান-সংন্যাসপ্রাপ্তিদ্বারেণ গম্যতইত্যভিপ্রায়োঽতএকং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি সপশ্যতি ফলৈকত্বাৎ সম্যক্ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এতদেব স্ফুটয়তি যৎ সাঙ্খ্যৈরিতি। সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞা-ননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভির্যৎস্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেন সাক্ষাদবাপ্যতে, যোগৈ-রিতি আর্ষ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽৎ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যস্তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চৈক-ফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি সএব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

সাঙ্খ্য পুরুষ (সন্ন্যাসী) গণ যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগিগণও সেইস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই এক রূপ দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী ॥ ৫ ॥

গীঃ সঃ। যোগ এবং সন্ন্যাস এতদ্দ্বয়ের একতরের অনুষ্ঠানকারী কিরূপে উভয়ের অনুষ্ঠান সুলভ ফল লাভ করিবেন, অর্জ্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে সন্ন্যাসীগণ পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্মের প্রভাবে ইহজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন এবং এবার শ্রবণ মননাদি জ্ঞান নিষ্ঠার দ্বারা মুক্তিলাভ করিবেন, এই কৈবল্যস্থান প্রভাবে তাঁহাদের কখনও পুনরাবৃত্তি হইবেনা। আর ফল কামনা বর্জ্জিত অর্থাৎ ভগবদর্পণবুদ্ধিতে যিনি কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন, সেই কর্ম্মযোগীই এজন্মে না হউক, পরজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া জ্ঞান বলে মুক্তিলাভ করিবেন। সুতরাং কর্ম্মী ও সন্ন্যাসী উভয়েই সমফল ভাগী, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং তর্হি যোগাৎ সংন্যাস এব বিশিষ্যতে, কথং তর্হি এবমুক্তং তয়োস্ত কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে ইতি, শৃণু

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।

তত্র কারণত্বয়া পৃষ্টং কেবলং কর্ম্মসংন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চাভিপ্রেত্য তয়োরন্যতরঃ কঃ শ্রেয়ানিতি তদনুরূপং প্রতিবচনং ময়োক্তং কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতইতি জ্ঞানমনপেক্ষ্য জ্ঞানাপেক্ষস্তু সংন্যাসঃ সাংখ্যমিতি ময়াভিপ্রেতঃ পরমার্থযোগস্তু সএব যস্তু কর্ম্মযোগোবৈদিকঃ সচ তাদর্থ্যাদ্‌যোগঃ সংন্যাসইতি চোপচর্য্যতে কথং তাদর্থ্যমিত্যুচ্যতে সংন্যাসইতি। সংন্যাসস্তু পারমার্থিকোহে মহাবাহো দুঃখমাপ্তুং প্রাপ্তুমযোগতঃ যোগেন বিনা যোগযুক্তোবৈদিকেন কর্ম্মযোগেন ঈশ্বরসমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ তেন যুক্তোমুনির্ম্মননাদীশ্বরস্বরূপস্য মুনির্ব্রহ্ম পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণত্বাৎ প্রকৃতঃ সংন্যাসোব্রহ্মোচ্যতে ন্যাসইতি ব্রহ্ম ব্রহ্ম হি পরইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্ম পরমার্থসংন্যাসং পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ন চিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোত্যতোময়োক্তং কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতইতি॥ ৬॥

স্বামিকৃত টীকা। যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সংন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা তর্হি আদিতএব সংন্যাসঃ কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্বানং প্রত্যাহ সংন্যাসস্থিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ, যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সংন্যাসীভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্‌কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধং, তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ, প্রমাদিনোবহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ সংন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়া ইতি ॥ ৬॥

কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিতান্ত দুঃখজনক। কর্ম্মযোগিগণ সিদ্ধ হইয়া শীঘ্রই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন॥ ৬॥

গীঃ সঃ। শুদ্ধান্তঃকরণ যুক্ত ব্যক্তিগণ যখন জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিও জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস কেমনা গ্রহণ করিবে? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, কর্ম্মযোগ সাধন ব্যতীত অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়না। অসিদ্ধকর্ম্মা অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি হঠ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইলে তাহার ক্লেশ

যোগযুক্তোমুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

মাত্রই সার হয় । শুদ্ধান্তঃকরণ—সুলভ নির্ম্মলানন্দ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া যিনি সন্ন্যাসী হয়েন, তিনিই সত্বর ব্রহ্মলাভ করেন ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদা পুনরয়ং সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন যোগেতি। যোগেন যুক্তোবিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধচিত্তোবিজিতাত্মা বিজিতদেহোজিতেন্দ্রিয়শ্চ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানামাত্মভূতআত্মা প্রত্যক্ চেতনোযস্য সসর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সম্যগ্দর্শীত্যর্থঃ, সতত্রৈব বর্ত্তমানোলোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে যোগযুক্তোন কর্ম্মভির্ব্বধ্যতইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন-কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ অত এব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য অত এব বিজিত আত্মা শরীরং যেন অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য সলোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যিনি যোগযুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের আত্মায় যাঁহার নিজাত্মভাব তিনি কর্ম্ম করিলেও নির্লিপ্ত ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। কর্ম্মের দ্বারা জীবের বন্ধন হয় অতএব কর্ম্মযোগী কিরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে, অর্জ্জুনের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—যিনি ফল কামনা বর্জ্জিত ও কর্ম্মানুষ্ঠানশীল তাঁহার অন্তঃকরণ প্রথমে রজস্তমোগুণ বর্জ্জিত হয়, শরীর বশীভূত হয়, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার আয়ত্তাধীন হয় অর্থাৎ তিনি মনোদণ্ড, কায়দণ্ড ও বাক্‌দণ্ড যুক্ত হইয়া ত্রিদণ্ডী হয়েন (এখানে বাক্‌শব্দ বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই উপলক্ষক বুঝিতে হইবে) ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থেই নিষ্কাম্ কর্ম্মীর আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। ঈদৃশ কর্ম্মযোগীর কর্ত্তৃত্বাভিমানাদি না থাকায় কোন কর্ম্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে

সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥

না। অতএব কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইলেও উহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে বন্ধন করিতে পারেনা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ন চাসৌ পরমার্থতঃ করোতীত্যেতনৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি। যুক্তঃ সমাহিতঃ সনমন্যেত চিন্তয়েত তত্ত্ববিদাত্মনোযাথাত্ম্যং তত্ত্বংবেত্তীতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থ দর্শীত্যর্থঃ। কদা কথম্বা তত্ত্বমবধারয়ন্ মন্যেতেত্যুচ্যতে পশ্যন্নিতি। মন্যেতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্তৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বকার্য্যকরণচেষ্টাসু কর্ম্মসু অকর্ম্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্‌দর্শিনস্তস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ কর্ম্মণোভাবদর্শনাৎ হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্তউদকাভাবজ্ঞানেপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবান্নেত্যাহ নৈবেতি দ্বাভ্যাং। কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা দর্শন শ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপীন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যতে, তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাবঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ, গতিঃ পাদয়োঃ স্বাপোবুদ্ধেঃ শ্বাসঃ প্রাণস্য প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ গ্রহণং হস্তয়োঃ উন্মেষনিমেষণে কূর্ম্মাখ্য প্রাণস্যেতি বিবেকঃ এতানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে তথাচ পারমর্ষং সূত্রং তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

পরমার্থদর্শী কর্ম্মযোগিগণ, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ঘ্রাণ, গমন, শয়ন, নিশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিতেছি না, এসমস্তই ইন্দ্রিয় বর্গের কার্য্য ॥ ৮।৯ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০॥

গীঃ সঃ। যিনি নিরুদ্ধচিত্ত কর্ম্মযোগী, যিনি তত্ত্ববেত্তা, যিনি পরমার্থ দর্শী, অথবা যিনি প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া তদনন্তর শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, তিনি সমস্ত কর্ম্ম রাশিকেই চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ প্রাণের ও বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণ বৃত্তিচতুষ্টয়ের কার্য্য বলিয়া মনে করেন ও আত্মাকে অসঙ্গ নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানেন॥৮।৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্তু পুনরতত্ত্ববিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্ম্মযোগে ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণীশ্বরে আধায় নিক্ষিপ্য তদর্থং করোমীতি ভৃত্যইব স্বাম্যর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মোক্ষেপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি লিপ্যতে ন সপাপেন সংবধ্যতে পদ্মপত্রমিবাম্ভসোদকেন॥ ১০॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপোদুর্ব্বারঃ তথা অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্যতৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ॥ ১০॥

যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কমল দলস্থ জলের ন্যায় তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না॥ ১০॥

গীঃ সঃ। জল সকল বস্তুতেই প্রবিষ্ট হইয়া আর্দ্র করে, কিন্তু পদ্মপত্রের উপরে জলের সে শক্তি কার্য্যকরী হয় না। এইরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী মাত্রকেই বন্ধনী করে, কেবল ফল কামনা বর্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে লিপ্ত করিতে পারে না॥ ১০॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যং। কেবলং সত্ত্বশুদ্ধিমাত্রফলমেব তস্যৈব কর্ম্মণঃ স্যাৎ কায়েনেতি। কায়েন দেহেন মনসা বুদ্ধ্যা চ কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈর্ম্মমত্ববার্জ্জিতৈরপি ঈশ্বরায়ৈব কর্ম্ম করোমীতি ন ফলায়েতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈরিন্দ্রিয়ৈরপি কেবলশব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে সর্ব্বব্যাপারেষু মমতাবর্জ্জনায় যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলবিষয়মাত্মশুদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধয়ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি মনসা ধ্যানাদি বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্ম যোগিনং কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

কর্ম্ম-যোগিগণ ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন॥ ১১॥

গীঃ সঃ। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও অন্তঃকরণ বৃত্তিকে নির্ম্মল করিবার জন্য তত্তাবৎ অনুষ্ঠান করিতে হয়। ফল কামনা না থাকায় তাঁহাদিগের অহং কর্ত্তেতি অভিমান হয় না। বস্তুতঃ সমস্ত কর্ম্মই ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যং। তস্মাত্ত্বমেব তবাধিকারইতি কুরু কর্ম্মৈব যস্মাচ্চ যুক্ত ইতি। যুক্তঈশ্বরায় কর্ম্মাণি করোমি ন মম ফলায়েতি এবং সমাহিতঃ সন্ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য শান্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠারান্তবাং সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞান প্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ, যস্তু পুনরযুক্তোঽসমাহিতঃ কামকারেণ করণং কারঃ কামস্য কারঃ কামকারস্তেন কামকারেণ কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ মম লাভায়েদং করোমি কর্ম্মেত্যেবং ফলে সক্তোনিবধ্যতে অতস্ত্বং যুক্তোভব ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্থ কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যত ইতি ব্যবস্থা অত আহ যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অযুক্তস্ত বহির্ম্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি॥ ১২॥

যুক্ত অর্থাৎ কর্ম্ম যোগিগণ কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষরূপ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং অযুক্ত ব্যক্তিগণ কামনাবশতঃ ফল লাভে আসক্ত হইয়া বন্ধন দশাগ্রস্ত হয়েন॥ ১২॥

গীঃ সঃ। ভোগ বাসনাই বন্ধনের কারণ। স্থতরাং নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর বন্ধনের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ভগবদর্পিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রথমতঃ অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তৎপরে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, তদনন্তর সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হইয়া মোক্ষ রূপ শান্তি লাভ হয়। কিন্তু কামী পুরুষ গণ নিজ নিজ ভোগবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া বারম্বার বন্ধন দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্তু পরমার্থদর্শী স সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্ত পরিত্যজ্য নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধঞ্চ তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা কর্ম্মাদৌ অকর্ম্মসন্দর্শনেন সংত্যজ্যেত্যর্থঃ, আস্তে তিষ্ঠতি সুখং ত্যক্তবান্ মনঃকায়চেষ্টোঃ যতিঃ নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্তঃ আত্মনোন্যত্র নিবৃত্তবাহ্যসর্ব্বপ্রয়োজনইতি সুখমাস্তইত্যুচ্যতে বশী জিতেন্দ্রিয়ইত্যর্থঃ ক্বাস্তইত্যাহ নবদ্বারে পুরে সপ্তশীর্ষণ্যান্যাত্মনউপলব্ধিদ্বারাণ্যর্ব্বাগ্‌দ্বে মূত্রপুরীষবিসর্গার্থে তৈর্দ্বারৈর্নবদ্বারং পুরমুচ্যতে শরীরং পুরমিব পুরমাত্মৈকস্বামিকং তদর্থ প্রয়োজনৈশ্চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈরনেকফলবিজ্ঞানস্তোৎপাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতং তস্মিন্নবদ্বারে পুরে দেহী সর্ব্বং কর্ম্ম সংন্যস্যাস্ত ইতি কিং বিশেষণেন সর্ব্বোহি

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।

দেহী সংন্যস্য সন্ন্যাসীব দেহএবাস্তে তত্রানর্থকং বিশেষণমুচ্যতে, যদজ্ঞো-দেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্রাত্মদর্শী সসর্ব্বোপি গেহে ভূমাবাসনেবাসে ইতি মন্যতে ন হি দেহমাত্রাত্মদর্শিনোদেহইব দেহআসইতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবতি দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনস্তু দেহআসইতি প্রত্যয়-উপপদ্যতে পরকর্ম্মণাঞ্চ পরস্মিন্নাত্মন্যবিদ্যয়াধ্যারোপিতানাং বিদ্যয়া বিবেকজ্ঞানেন মনসা সংন্যাসউপপদ্যতে উৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানস্য সর্ব্ব-কর্ম্মসংন্যাসিনোপি গেহইব দেহএব নবদ্বারে পুরে আসনং প্রারব্ধফল-কর্ম্মসংস্কারশেষানুবৃত্ত্যা দেহএব বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্তের্দ্দেহএবাস্তইত্য-স্ত্যেব বিশেষণফলং বিদ্বদবিদ্বৎপ্রত্যয়ভেদাপেক্ষত্বাদ্‌যদ্যপি কার্য্যকরণ-কর্ম্মাণ্যবিদ্যয়াত্মন্যধ্যারোপিতানি সংন্যস্যাস্তে ইত্যুক্তং তথাপ্যাত্মসমবায়ি তু কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈব কুর্ব্বন্ স্বয়ং ন চ কার্য্য-করণানি কারয়ন্ ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্ কিং যৎ তৎ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সৎ সংন্যাসান্ন সংভবতি যথা গচ্ছতোগতিঃ গমন-ব্যাপারপরিত্যাগে ন স্যাত্তদ্বৎ কিং বা স্বতএবাত্মনোনাস্তীত্যত্রোচ্যতে নাস্ত্যাত্মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চোক্তং হ্যবিকার্য্যোয়মুচ্যতে শরীর-স্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতইতি ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি শ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধি শূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্ম্ম-যোগোবিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতং ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সংন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি বশী জিতচিত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিক্ষেপকানি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে, ক্কেতি ইত্যত আহ নবদ্বারে নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্তশিরোগতানি অধোগতে দ্বে পায়ুপস্থরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি যস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কার শূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্ মমকারাভাবাৎ ন কারয়ন্নিত অশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা, অশুদ্ধ-চিত্তো হি সংন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ ন স্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

জিতেন্দ্রিয় আত্মদর্শী ব্যক্তি কর্ম্মরাশিকে মন হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বার যুক্তদেহে সুখে অবস্থান

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্॥ ১৩॥

করেন। তিনি স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না এবং অন্যকেও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন না॥ ১৩॥

গীঃ সঃ। আত্মস্বরূপ দর্শী সন্ন্যাসী অহংকর্ত্তেতি বুদ্ধি পরিহার করায়, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কোন কর্ম্মেরই তিনি কর্ত্তা নহেন। ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করিতে পারনা বলিয়া তাহাতে তাঁহার কোনরূপ দুঃখও হয়না, কেননা তত্তাবৎ তাঁহার বশীভূত। দুই নেত্র, দুই শ্রত্র দুই নাসা রন্ধ্র, এক মুখ এই সপ্ত ঊর্দ্ধদ্বার এবং পায়ু ও উপস্থ রূপ নিম্ন দ্বার দ্বয় বিশিষ্ট স্থুল শরীর রূপ পুর মধ্যে সন্ন্যাসী বিরাজ করিয়া থাকেন। দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র, এই জ্ঞান থাকায় সন্ন্যাসী প্রবাসীর ন্যায় যেন কোন বাসা বাটীতে কিয়ৎ কালের জন্য নিবাস করিতেছেন, এই রূপ অনুভব করেন। গৃহের রোগ, বিকার বা পতনে তিনি বিষণ্ণ বা প্রসন্ন হয়েন না, কিন্তু বিষয়ী গণ "দেহই আমি" এই অজ্ঞান দোষে আপনাকে পুরমধ্যবাসী পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে না। সন্ন্যাসী নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন বলিয়া দেহাদির কার্য্য তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন নহে এবং কাহারও কোন কার্য্যের প্রবর্ত্তকও তিনি নহেন॥ ১৩॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ ন কর্ত্তৃত্বমিতি। ন কর্ত্তৃত্বং স্বতঃ কুর্ব্বিতি নাপি কর্ম্মাণি রথঘটপ্রসাদাদীনি ঈপ্সিততমানি লোকস্য সৃজত্যুৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা নাপি রথাদিকৃতবতস্তৎফলেন সংযোগং ন কর্ম্মফল-সংযোগং যদি কিঞ্চিদপি স্বতোন করোতি ন কারয়তি চ দেহী কস্তর্হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্ততইত্যুচ্যতে স্বভাবস্তু স্বোভাবঃ স্বভাবোঽবিদ্যা-লক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া প্রবর্ত্ততে দৈবী হীত্যাদীতি বক্ষ্যমাণা॥ ১৪॥

স্বামিকৃত টীকা। ননু এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ এবা সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যাঽধোনিনীষত ইত্যাদি শ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভ ফলেষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রয়োজক কর্ত্তৃত্বাৎ

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

পুণ্যপাপ সম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্ত্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যং। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে অনাদ্যবিদ্যা কামবশাৎ প্রবৃত্তি স্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্ক্তে ন তু স্বয়মেব কর্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

জগৎপ্রভু লোকের দেহাদির কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম উৎপন্ন করেন না অথবা কর্ম্মফল সম্বন্ধও রচনা করেন না। অজ্ঞান রূপ মায়াই সমস্ত কার্য্যে কর্ত্তাদি রূপেপ্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

গীঃ সঃ। যদি আত্মা নির্লিপ্ত হওয়ায় কর্ত্তৃত্বদোষে দূষিত না হয়েন, দেহাদি জড়ত্ব প্রযুক্ত যদি কর্ত্তা না হইল, তবে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্‌কেই পাপ পুণ্যের বিধাতা, ফলদাতা ও ভোক্তা বলিতে হইবে, অর্জ্জুনের এই বিষম সংশয়াপনোদার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে আত্মা স্বয়ং কর্ম্মের উৎপাদক নহেন, প্রেরকও নহেন, জীবের কর্ম্ম সম্বন্ধ বন্ধনের নিয়ামকও নহেন, তিনি ফলদাতাও নহেন, ও ফল ভাগীও নহেন। অনাদি অবিদ্যাই জীবের পূর্ব্ব কর্ম্ম সংস্কারানুরূপ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিই ক্রিয়া শক্তির মূল। চৈতন্যের সহিত কার্য্যের বিন্দুমাত্র আপেক্ষিক সম্বন্ধ নাই ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পরমার্থতস্তু নেতি। নাদত্তে ন চ গৃহ্লাতি ভক্তস্যাপি কস্যচিৎ পাপং ন চৈবাদত্তে সুকৃতং বিভুঃ ভক্তৈঃ প্রযুক্তং বিভুঃ কিমর্থং তর্হি ভক্তৈঃ পূজাদিলক্ষণং যাগদানহোমাদিকঞ্চ সুকৃতং প্রযুজ্যতইত্যাহ অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং বিবেকবিজ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামীত্যেবং মোহং গচ্ছন্ত্যবিবেকিনঃ সংসারিণোজন্তবঃ॥১৫॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তস্মাদ্যদত্ত ইতি প্রয়োজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে তত্র হেতুঃ বিভুঃ

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।

পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ, যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ ন ত্বেতদস্তি আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত নিজমায়য়া তত্তৎপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। নন্বু ভক্তানুগৃহ্নতোভক্তানিগৃহ্নতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতং তেন হেতুনা জন্তবোজীবামুহ্যন্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অবিদ্যাবৃত জ্ঞানে জীব মোহ মুগ্ধ হইয়া থাক॥ ১৫

গীঃ সঃ। ভগবান্ প্রকৃতির স্কন্ধে কর্ত্তৃত্বের ভার বিন্যস্ত করিয়া আত্মাকে অকর্ত্তা করিলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের মনে এখনও সন্দেহ রহিল। তিনি শ্রুতিতে অবগত হইয়াছেন যে "এষ উহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ উহ্যেবা সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধোনিনীষতে" যাহাকে ভগবান্ স্বর্গলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে এখানে পুণ্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন, আর যাহাকে নরকাদি নীচ লোকে পাঠাইতে চাহেন, তাহাকে পাপ-কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। আবার স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে—

"অজ্ঞো জন্তুরনীশোয়মাত্মনঃ সুখ দুঃখয়োঃ।
ঈশ্বর প্রেরিতোগচ্ছেৎ স্বর্গং বা শুভ্রমেব বা॥"

অজ্ঞানী জীব নিজ সুখ দুঃখ সাধনে স্বয়ং অসমর্থ, কেননা ভগবৎ প্রেরণাতেই জীব পাপ পুণ্য কার্য্য দ্বারা নরক বা স্বর্গে গমন করে। ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তৃত্বারোপ করিয়া অর্জ্জুন সন্দিগ্ধচিত্ত রহিলেন, তাই ভগবান কহিতেছেন যে যখন পরমার্থ দৃষ্টিতে জীবেই পুণ্য পাপের কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়না, তখন সর্ব্বত্র ব্যাপী নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বরে কর্ত্তৃত্বারোপ করিবে কিরূপে? তিনি বস্তুতঃ পাপ পুণ্যের উৎপত্তি বা ফলভাগী নহেন। আবরণ, বিক্ষেপাদি শক্তিযুক্ত অবিদ্যা জালে নিত্য প্রকাশ স্বরূপ জ্ঞান মেঘাচ্ছন্নবৎ আবৃত থাকায় জীব নিজ স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হয়, এবং মায়ার মোহন মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া জীব এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। শ্রুতি বচনে যে ঈশ্বরের "ইচ্ছা" কথিত হইয়াছে উহা প্রকৃতির

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

নামান্তর এবং স্মৃতিতে যে " ঈশ্বর-প্রেরণা " উক্ত হইয়াছে, উহাও প্রকৃতির উপলক্ষক। অতএব আত্মা রূপ পরমেশ্বরে কর্ত্তৃত্বারোপ করা বিষম ভ্রম ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। জ্ঞানেন ইতি। জ্ঞানেন তু যেন অজ্ঞানেনাবৃত্যা মুহ্যন্তি জন্তবঃ তদজ্ঞানং যেষাং জন্তূনাং বিবেকজ্ঞানেনাত্মবিষয়েণ নাশিত মাত্মনোভবতি তেষাং জন্তূনামাদিত্যবৎ যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতং অবভাসয়তি তদ্বৎ জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বস্তু সর্ব্বং প্রকাশয়তি তৎ পরমার্থ তত্ত্বং ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতোজ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্জ্ঞান তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বর স্বরূপং প্রকাশয়তি যথা-দিত্যস্তমোনিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬ ॥

যাঁহাদের সেই অজ্ঞানতা আত্মবিচার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্য্যবৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয় ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। যেমন অন্ধকার যে গৃহের আশ্রিত, সেই আশ্রয় দাতা গৃহকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেই রূপ অনাদি অজ্ঞান যে আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে তাহাকেই আবার আবৃত করে। কিন্তু সাধন-সুলভ জ্ঞানের উদয় হইলে সূর্য্যোদয়ে তিমির তিরোভাবের ন্যায় সেই ঘোর আবরণ বিদূরিত হয়। আলোকে যেমন সমস্ত বস্তু সুন্দর রূপ দেখিতে পাওয়া যায় সেই রূপ জ্ঞানালোকে পরমাত্মাও অনুভূত হইয়া থাকেন। ভগবান্ অজ্ঞানকে আবরণ শক্তি বলায় অজ্ঞানের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। ইহাতে নৈয়ায়িকদিগের " জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান " একথা খণ্ডিত হইল ; কেননা অভাব বস্তু আবরণ রূপ ক্রিয়া শক্তি বিশিষ্ট হইতে পারেনা। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। অবান্তর বাক্য জনিত জ্ঞানই পরোক্ষ জ্ঞান। " সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম " ইহা পরোক্ষ জ্ঞান ; কেননা ইহাতে পরমাত্মার আভাস বুঝিলাম বটে,

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥ ১৬॥

কিন্তু তবু যেন তৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, যেন মাঝে কি একটি আবরণ রহিল এবং "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যে একটী অপূর্ব—অনুভবাত্মক জ্ঞানের উদয় হয়, উহা অপরোক্ষ। এ অবস্থায় আমি ও ব্রহ্মে যেন কোন ব্যবধান থাকিল না; যেন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সব একাকার হইয়া গেল। এই অপরোক্ষ জ্ঞানেই জীব ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকে॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং তদ্বুদ্ধয়ইতি। তস্মিন্ গতা বুদ্ধির্যেষাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানস্তদেব পরং ব্রহ্ম আত্মা যেষাং তে তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাইতি তন্নিষ্ঠা নিষ্ঠাভিনিবেশস্তাৎপর্য্যং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ব্রহ্মণ্যেবাবস্থানং যেষাং তে তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাশ্চ তদেব পরময়নং পরাগতির্যেষাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ কেবলাত্মরতয়ইত্যর্থঃ তে গচ্ছন্ত্যেবম্বিধাঅপুনরাবৃত্তিং অপুনর্দ্দেহসম্বন্ধং ন গৃহ্ণন্তি জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্ধূতোনিবৃত্তোনাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদিসংসারকারণদোষোযেষাং তে জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ যতয়ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

স্বামিকৃত টীকা। এবংভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং তস্মিন্নেব আত্মা প্রযত্নো যেষাং তস্মিন্নেবং নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং তদেব পরমময়নমাশ্রয়ো যেষাং ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি॥ ১৭॥

যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরব্রহ্মেতেই যাঁহাদের আত্মভাব, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ, এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের পাপ পুণ্য নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই বিদ্বান্ সন্ন্যাসী গণ অপুনরাবৃত্তিরূপ মুক্তি পদ লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৭॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। বিবেক বিচার দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি বাহ্য বিষয় ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তর্মুখীন বৃত্তি প্রবাহে ব্রহ্ম পদার্থেই স্থির হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মা-পরমাত্মার ভেদ বুদ্ধি ঘুচিয়া বোদ্ধৃ ও বোদ্ধব্য এভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা সমস্ত কার্য্যকালেই একমাত্র আত্মার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াই অনুষ্ঠান করেন. কর্ম্মের ফল রূপ স্বর্গাদিতে যাঁহারা আস্থা না করিয়া এক মাত্র ব্রহ্মলাভেই তৎপর, তাঁহাদের আর জন্ম মরণ হয়না. কেননা জ্ঞানদ্বারা তাঁহাদের পুণ্য পাপ রূপ জন্মজন্মান্তরের মুল সূত্র বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তত্ত্বং পশ্যন্তীত্যুচ্যতে বিদ্যেতি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে বিদ্যা চ বিনয়শ্চ বিদ্যাবিনয়ৌ বিদ্যাত্মনোবোধোবিনয়শ্চ উপশমঃ তাভ্যাং বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নোবিদ্যাবিনয়সম্পন্নোবিদ্বান্ বিনীতশ্চ যোব্রাহ্মণস্তস্মিন্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনোবিদ্যাবিনয় সম্পন্নে উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে মধ্যমায়াঞ্চ রাজস্যাং গবি সংস্কারহীনায়ামত্যন্তমেব কেবলতামসে হস্ত্যাদৌ চ সত্ত্বাদিগুণৈস্তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈস্তথা রাজসৈস্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনোযেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যা বিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণো বৈষম্যং গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতং ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, বিদ্যাবিনয় যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী কুকুর ও চণ্ডাল, সকলেতেই সমদৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥

গীঃ সঃ। ব্রহ্মবিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞান জনিত নিরহঙ্কৃতি যুক্ত সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ; আর ব্রাহ্মণ হইতে মধ্যম ও সংস্কার বর্জ্জিত রজোগুণ যুক্ত গো এবং সর্ব্বনিকৃষ্ট তমোগুণ যুক্ত হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল, অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও অধম অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস সকল প্রকার প্রাণীই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের চক্ষে সমান। ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মের নাম "সম"॥ যেমন কুপ, নদী বা পুষ্করিণীতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সম্মুখে একই প্রকার প্রতিভাত হয়; নদী, কুপাদি ভেদে ভিন্ন ২ বোধ হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ সকল প্রকার প্রাণীতেই একই "সম"—ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। কুক্কুর বা যোগীর আত্মায় কোন তারতম্য দৃষ্ট করেন না॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। নম্বভোজ্যান্নাস্তে দোষবন্তঃ সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতইতি স্মৃতের্ন তে দোষবন্তঃ কথং ইহেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈর্জ্জিতো বশীকৃতঃ স্বর্গোজন্ম যেষাং সাম্যে সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং মনোহন্তঃকরণং নির্দ্দোষং যদ্যপি দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্দোষৈবদিব বিভাসতে তথাপি তদ্দোষৈ-রসংস্পৃষ্টমিতি নির্দ্দোষং হি দোষবর্জ্জিতং হি যস্মান্নাপি স্বগুণভেদভিন্নং নির্গুণত্বাচ্চৈতন্যস্য বক্ষ্যতি চ ভগবানিচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বমনাদিত্বান্নির্গুণত্বাদিতি চ নাপ্যন্ত্যাদি বিশেষাআত্মনোভেদকাঃ সন্তি প্রতিশরীরং তেষাং সত্বে প্রমাণানুপপত্তেরতঃ সমং ব্রহ্মৈকঞ্চ তস্মাদ্ ব্রহ্মণোব তে স্থিতাঃ তস্মান্ন দোষগন্ধমাত্রমপি তান্ স্পৃশতি দেহাদিসংঘাতাত্ম দর্শনাভিমানা-ভাবাৎ তেষাং দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানবদ্বিষয়ন্ত তৎ সূত্রং সমাসমাভ্যাং বিষম সমে পূজাতইতি পূজাবিষয়ত্ববিশেষণাৎ দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিৎ ষড়ঙ্গবিৎ চতুর্ব্বেদবিৎ ইতি পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণং ব্রহ্ম তু সর্ব্বগুণদোষসম্বন্ধবর্জ্জিতমিত্যতোব্রহ্মণি তে স্থিতাইতি যুক্তং॥ ১৯॥

স্বামিকৃত টীকা। নমু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোপি কথং তে পণ্ডিতাঃ যথাহ গোতমঃ। সমাসমাভ্যাং বিষমে সমে পূজতি ইতি, অস্যার্থঃ সমায় পূজায়াং বিষমে প্রকারে কৃতে গতি বিষমায় চ সমে

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥১৯

প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি। তত্রাহ ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেবতৈঃ সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সংসারো-জিতো নিরস্তঃ কৈঃ, যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতং, তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গোতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থা শ্রবণাৎ॥ ১৯ ॥

যাঁহাদের মন ব্রহ্মভাবে অবস্থিত জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা দ্বৈত প্রপঞ্চ অতিক্রম করেন। কেননা ব্রহ্ম নির্দোষ ও সম স্বরূপ; সমদর্শী পুরুষ গণ ব্রহ্মতেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। যাঁহাদিগের মন ব্রহ্ম-মনন বিশিষ্ট, তাঁহারা বিপুল বৈষম্যময় পঞ্চভূতাত্মক জগতের অণুপরমাণু মধ্যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টি করেন না, এইজন্য জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা মায়ামুক্ত হয়েন। রূপ, গুণ, অবস্থা ও উপাধি, এতৎ চতুষ্টয়ের ভিন্নতা বশতঃ দ্বৈত বুদ্ধির লীলাভিনয় হইয়া থাকে, কিন্তু সকলের অতীত কেবল মাত্র আত্মার মনোবৃত্তি প্রবাহ পর্য্যবসিত হইলে দ্বৈত বুদ্ধির প্রকাশ হইতেই পায় না। আত্মা দ্বৈত বোধাদি দোষ বর্জ্জিত—তাহাতে বৈষম্যের বিকৃত ছায়া পড়িতেই পারনা, সুতরাং সমদর্শী বা ব্রহ্মদর্শী পুরুষ গণ, নিরন্তর ব্রহ্মরতি দ্বারা ব্রহ্মেতেই স্থিতি করিয়া থাকেন। অবোধ ব্যক্তিগণ স্বর্ণ সিংহাসনের উপর স্বর্ণ প্রতিমা দর্শন কালে প্রতিমা ও সিংহাসন দুইটি বস্তু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চক্ষে উভয়ই ধাধুগত এক অর্থাৎ দুইটিই একমাত্র সুবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। সেই রূপ অজ্ঞানীর চক্ষে দ্বৈত প্রপঞ্চ এবং তত্বজ্ঞের সম্মুখে সমস্তই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। কর্ম্মিবিষয়ঞ্চ সমাসমাভ্যামিত্যাদি ইদন্তু সর্ব্বকর্ম্ম-

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০ ॥

সন্ন্যাসিবিষয়ং প্রস্তুতং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসেত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ যস্মা-ন্নির্দ্দোষং সমং ব্রহ্মাত্মা তস্মাৎ নেতি। ন প্রহৃষ্যেৎ ন হর্ষং কুর্য্যাৎ প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যৈবচাপ্রিয়মনিষ্টং লব্ধ্বা দেহ-মাত্রাত্মদর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্ষবিষাদৌ কুর্ব্বাতে ন কেবলাত্ম-দর্শিনঃ তস্য প্রিয়াপ্রিয় প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ কিঞ্চ সর্ব্বভূতেষ্বেকঃ সমোনির্দ্দো-ষআত্মেতি স্থিরা নির্ব্বিচিকৎসা বুদ্ধির্যস্য সস্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ঃ সংমোহব-র্জ্জিতশ্চ স্যাদ্যথোক্তব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতোঽকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসী-ত্যর্থঃ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ব্রহ্ম প্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ ন প্রহৃষ্যেদিতি ব্রহ্মবিদ-ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ সপ্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টোহর্ষবান্ স্যাৎ অপ্রিয়ং প্রাপ্যচ নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ, যত স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য, তৎ কুতঃ যতোঽসংমূঢ়ঃ মোহঃ॥ ২০ ॥

বিদ্যাবান্ ব্যক্তি প্রিয় বস্তু লাভে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয় সমাগমে উদ্বিগ্ন হয়েন না। কেননা তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহবর্জ্জিত, ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্মেতেই অবস্থিত॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী, সুতরাং তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় ভাব নাই, ভাল মন্দ বিচার নাই, ছোট বড় জ্ঞান নাই, সকলই তাঁহার সমান। এজন্য একটির লাভে প্রীতি ও অন্যটির জন্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সর্ব্বথা যাঁহার এক দৃষ্টি, সংশয় রহিত যাঁহার বিচার জ্ঞান, সেই স্থির বুদ্ধি মোহমুক্ত ব্যক্তির অস্থির জগতে ভ্রম হইবে কেন? এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই রূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি, তাঁহার আবার প্রিয় ও অপ্রিয় ভাবনার বিকার হইবে কোথা হইতে!॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতঃ বাহ্যেতি। বাহ্যস্পর্শেষু বাহ্যাশ্চ তে স্পর্শাশ্চ বাহ্য স্পর্শাঃ স্পৃশ্যন্তইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়োবিষয়াস্তেষু বাহ্য-স্পর্শেষু অসক্তআত্মান্তঃকরণং যস্য সোয়মসক্তাত্মা বিষয়েষু প্রীতিবর্জ্জিতঃ

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং।
সব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১॥

সবিন্দতি লভতে আত্মান যৎ সুখং তদ্বিন্দতীত্যেতৎ সব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধির্ব্রহ্মযোগস্তেন ব্রহ্মযোগেন যুক্তঃ সমাহিতস্তস্মিন্ ব্যাপৃতআত্মান্তঃকরণং যস্য সব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে প্রাপ্নোতি তস্মাদ্বাহ্যবিষয় প্রীতেঃ ক্ষণিকায়াইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েদাত্মন্যক্ষয়সুখার্থী-ত্যর্থঃ॥ ২১॥

স্বামিকৃত টীকা। মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্তইতি স্পর্শা বিষয়াঃ বাহেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বসক্তাত্মা অনাসক্ত-চিত্তঃ আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে সচোপশমসুখং লব্ধা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্তআত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি॥ ২১॥

বাহ্য শব্দাদিতে আসক্তি শূন্য ব্যক্তি অন্তঃকরণে শান্তি সুখ অনুভব করেন। তৎপরে ব্রহ্ম যোগ যুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন॥ ২১॥

গীঃ সঃ। সংসারের বাহ্য বিষয়ে আসক্তি থাকিলে, মন সদাই বহির্মুখ ও বিচলিত হইয়া থাকে। মন যখন বাহ্য বিষয় সুখে অনাসক্ত হইয়া প্রত্যাহৃত ও নিশ্চল হয়, সে সময় তাহার শান্তিসুখের সীমা থাকেনা। কেননা কামনা যুক্ত চিত্ত সদাই অসুখী। চিত্ত নিষ্কাম হইলেই সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করে। বাহ্য বিষয় চিন্তা বর্জ্জিত চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হইলে যে অবস্থার উদয় হয়, তাহার নাম ব্রহ্মযোগ। এই ব্রহ্মযোগ কালে তৎ ও ত্বং পদার্থ একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়, অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখ নির্ম্মূল হয় এবং যোগী কেবল পরম আনন্দই ভোগ করিতে থাকেন॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ হে হীতি। যে হি যস্মাৎ সংস্পর্শ-জাবিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শেভ্যো জাতা ভোগাভুক্তয়োদুঃখযোনয়এব তেঽবিদ্যা-কৃতত্বাৎ দৃশ্যন্তে হ্যাধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্তান্যেব যথেহ লোকে

যেহি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।

তথা পরলোকেপীতি গম্যতে এবশব্দান্ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধ্বা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়াং ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ কেবলং দুঃখযোনয় আদ্যন্তবন্তশ্চ আদির্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ভোগানামন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এবাত আদ্যন্তবন্তোঽনিত্যা মধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধো ভোগেষু বিবেকী অবগতপরমার্থতত্ত্বোঽত্যন্তমূঢ়ানামেব হি বিষয়েষু রতির্দৃশ্যতে যথা পশুপ্রভৃতীনাং ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্থ প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাত্তত্রাহ যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্তইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যোজাতা যে ভোগাঃ সুখানি তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্ দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয় বিষয় সমুৎপন্ন ভোগ-সুখে আসক্ত হয়েন না। কেন না তত্তাবৎ দুঃখকর ও ক্ষণবিধ্বংসী ॥ ২২ ॥

গীঃ সঃ। শব্দরূপাদি সংস্পর্শে শ্রোত্র নেত্রাদি জনিত সুখ সদাই দুঃখ ও মনোবিকার জনক। ইহা পণ্ডিত গণের ঈপ্সিত নহে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

"যাবন্ন কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোক শঙ্কবঃ ॥"

জীব যতই বাহ্য বিষয় ভাল বাসিবে, ততই শোক রূপী শঙ্কু তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে। অনুরাগ বশতঃ ইন্দ্রিয় গণ বিষয়াসক্ত হয়। ভোগ্য বিষয় লাভ করিতে পারিলে জীবের আনন্দের সীমা থাকেনা, কিন্তু বিষয় লাভে বাধা জন্মিলে আবার দুঃখেরও একশেষ হয়। এই জন্য সাধুগণ এরূপ দুর্দশায় প্রীতি লাভ করেন না। বিষয়ের প্রতি অনুরাগই দুঃখের কারণ ও এই অনুরাগের নিবৃত্তিই পরম সুখ। বিষয় ভোগ করিতে ২ জীবের ভোগ পিপাসার বৃদ্ধি হয়; সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের স্রোতও বেগে বহিতে থাকে। অবিদ্যাই এই দুঃখের কারণের মূল কারণ

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

স্বপ্নবৎ ক্ষণোৎপত্তি বিনাশ-যুক্ত সংসারে অনুরাগ, মৃগমরীচিকায় জল-বোধের ন্যায় অনিত্য বিষয়ে বিশ্বাস, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় সংসারে সত্যবোধ, শুক্তিকায় রজত ভ্রমের ন্যায় মায়াময় সংসারে নিত্যত্ব জ্ঞানই অনন্ত দুঃখের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। বুধগণ এই দুঃখময় বিষয় রাজ্যে প্রবেশ করেন না ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অয়ঞ্চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমোদোষঃ সর্ব্বানর্থ-প্রাপ্তিহেতুর্দুর্নিবার্য্যশ্চেতি তৎপরিহারে যত্নাধিকাং কর্ত্তব্যমিত্যাহ ভগবান্ শক্নোতীতি। শক্নোত্যুৎসহতে ইহৈব জীবন্নেব যঃ সোঢ়ুং প্রসহিতুং প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরবিমোক্ষণাৎ আমরণাৎ ইত্যর্থঃ মরণসীমা-করণং জীবতোলশ্যম্ভাবী হি কামক্রোধোদ্ভবোবেগঅনন্ত নিমিত্তবান্ হি সইতি যাবন্মরণং তাবন্ন বিশ্রম্ভণীয়ইত্যর্থঃ কামইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্য্যমাণে চানুভূতে সুখহেতৌ যা গৃধিঃ তৃষ্ণা সকামঃ ক্রোধশ্চাত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্য্য-মাণেষু বা যো দ্বেষঃ সক্রোধস্তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভবোযস্য বেগস্য সকাম-ক্রোধোদ্ভবোবেগঃ রোমাঞ্চনহৃষ্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গোঽন্তঃকরণ প্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবোবেগঃ গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসন্দষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধো-দ্ভবেবেগস্তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং যউৎসহতে সোঢ়ুং সাহতুং শক্তঃ সযুক্তোযোগী সুখী চেহ লোকে নরঃ ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তস্মান্মোক্ষএব পরমঃ পুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধ-বেগোঽতিপ্রতি পক্ষোতস্তৎ সহনসমর্থএব মোক্ষভাগিত্যাগিত্যাহ শক্নো-তীহৈবেতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যোবেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভল-ক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময়এব য়োনরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগ্দেহপাতাদিত্যর্থঃ, য এবং ভূতঃ সএব যুক্তঃ সমাহিত সুখী চ ভবতি নান্যঃ। যথা মরণাদূর্দ্ধং বিল-সন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেবযঃ সহতে সএব যুক্তঃ সুখীচেত্যর্থঃ, তদুক্তং বশিষ্ঠেন, প্রাণে গতে যথা চেৎ প্রাজ্ঞ যুক্তোঽপি সকৈবল্যাশ্রমে বসেদিতি ॥ ২৩ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।

যিনি দেহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কামক্রোধাদির বেগ বাহ্যেন্দ্রিয়ে প্রবর্ত্তিত হইতে না হইতেই সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যুক্ত ও তিনিই সুখী পুরুষ ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থসমূহ লাভ করিবার জন্য যে লোভ ও তীব্র তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহারই নাম কাম। কাম পূর্ত্তির জন্য বাধা সমুৎপন্ন হইলে মনের যে উত্তেজনা হয়, তাহারই নাম ক্রোধ। এই দুটি বৃত্তির বেগ নিতান্ত দুর্নিবার্য্য ও জ্ঞানের প্রতিকূল। যেমন বর্ষাকালীন প্রবল নদীর বেগ মনুষ্যকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, এবং তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও দুস্তর গহন গর্ত্ত মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, সেই রূপ কাম ক্রোধাদির বেগ রোধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও মানব স্বভাবের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তাহার অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি নিজ বিচার শক্তির দ্বারা ভোগ সুখের অনিত্যতা ও অসারতা বুঝিতে পারিয়াছেন, বৈরাগ্যের প্রবল তাড়নায় তাঁহারই মনোবেগরাশি বিষয়বিমুখ হইয়া অন্তর্ম্মুখীন হয়। কোন ২ ব্যক্তি এই বেগ রোধ করিবার জন্য বাহ্যতঃ চক্ষুকর্ণ নাসাদির ক্রিয়াপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে সাধকের শুভাভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। কেননা মনোবেগ ইন্দ্রিয়াভিমুখে ধাবিত ও তৎসহ সংযুক্ত হইলেই জীবের আধ্যাত্মিক বল বিনষ্ট হয়। সুন্দরী স্ত্রী দেখিতে যদি মনে বেগের সঞ্চার হয় এবং যদি সেই বেগ চাক্ষুষী বৃত্তিকে অবলম্বন করে, তাহা হইলে তুমি স্ত্রী দর্শন করিতে পাও বা নাই পাও, তোমার আধ্যাত্মিকী শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, মনোবেগ ইন্দ্রিয় শক্তিতে সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই যিনি সেই বেগ সম্বরণ করিতে পারেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভিমুখী গতিকে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন, তিনিই যোগযুক্ত ও সুখী। দুঃখের আশ্রয়ভূমি ভোগবাসনা হইতে যিনি যতই দূরে থাকিবেন, তিনি ততই সুখী হইবেন। (প্রাক্‌শরীর বিমোক্ষণাৎ) কোন ২ টীকাকার "শরীরত্যাগের পূর্ব্বে" এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভগবানের উদ্দেশ্য "এই যে

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সযুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪॥

শরীরত্যাগের পূর্ব্বে অর্থাৎ দেহোঽহং ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ব্বে—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যিনি মনোবেগ রাশির ক্রিয়ানিষ্পত্তি না করিয়া মনোমধ্যে বিলীন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সাধু ॥২৩

শাঙ্করভাষ্যং। কথম্ভূতশ্চ ব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যাহ ভগবান্-যইতি। যোঽন্তরাত্মনি সুখং যস্য সোঽন্তঃসুখস্তথান্তরেবাত্মন্যারামঃ ক্রীড়া যস্য সোঽন্তরারামস্তথৈবান্তরাত্মৈব জ্যোতিঃ প্রকাশো যস্য সোঽন্তর্জ্যোতিরেব যঈদৃশঃ সযোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নির্ব্বৃতিং মোক্ষমিহ জীবন্নেব ব্রহ্মভূতঃ সন্নধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ন কেবলং কামক্রোধবেগসম্বরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপি তু যোঽন্তরিতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু স এবং ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম, আত্মাতেই যাঁহার প্রকাশ, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী পুরুষ নির্ব্বাণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। বাহ্যবিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া যিনি স্বরূপানুভূতিতে সুখী হয়েন, যিনি বাহ্যবিষয়-সুখ ভুলিয়া অন্তরারাম হয়েন, যিনি বাহ্য পদার্থে দৃষ্টি না রাখিয়া বিজ্ঞান স্বরূপ আত্মাতেই জ্যোতিঃ বিলীন করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সমাহিত হইয়া মনকে বাহ্য জগৎ হইতে—অবিদ্যার রাজ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে স্থাপিত করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মরূপ হইয়া জন্ম মরণাতীত ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥২৪।

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ লভন্তইতি। লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং ঋষয়ঃ

লভন্তে ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫॥

সম্যগ্দর্শিনঃ সংন্যাসিনঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ. ছিন্নদ্বৈধাঃ ছিন্নসংশয়াঃ যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে আনুকূল্যে রতা অহিংসকাইত্যর্থঃ॥ ২৫॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ লভন্তইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাং ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়োযেষাং যতঃ সংযতআত্মা চিত্তং যেষাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে. রতাঃ যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে॥ ২৫॥

যাঁহারা নিষ্পাপ, সন্ন্যাস যুক্ত, সংশয় বর্জ্জিত, একাগ্রচিত্ত ও সর্ব্বভূত হিতৈষী তাঁহারানির্ব্বাণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ২৫॥

গীঃ সঃ। মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ভগবান্ অনেক সাধনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এক্ষণে অন্যরূপ সাধনের কথা বলিতেছেন। যাঁহারা যজ্ঞ, দানাদি নিষ্কামকর্ম্ম করিয়া কল্মষ ধ্বংস করিয়াছেন, যাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া বিবেক বিচারের দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহাদের বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ মনন দ্বারা দ্বিধা বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে এবং নিদিধ্যাসনের পরিপাক বশতঃ যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র হইয়াছে এবং অদ্বৈত বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা সর্ব্বভূতেই সমান প্রীতিযুক্ত, তাঁহারাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈ বা ভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"॥

যে সময় সর্ব্বভূতে আত্ম বুদ্ধির উদয় হয় তখন জ্ঞানীর মোহ শোকাদি কিছুই থাকেনা, সমস্তই এক রূপ দৃষ্ট হয়॥ ২৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ কামেতি। কামক্রোধবিমুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ কামক্রোধৌ তাভ্যাং বিমুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং যতচেতসাং

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতোব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনং॥ ২৬॥

সংযতান্তঃকরণানাং অভিতউভয়াতাজীবতাং মৃতানাঞ্চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মো, ক্ষোবর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং বিদিতোজ্ঞাতআত্মা যেষাং তে বিদিতাত্মানস্তেষাং বিদিতাত্মনাং সম্যগ্দর্শিনামিত্যর্থঃ॥ ২৬॥

স্বামিকৃত টীকা কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিমুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্বানামভিতউভয়তোজীবতাং মৃতানাঞ্চ ন দেহান্তএব তেষাং ব্রহ্মণি লয়োঽপি তু জীবতামপি বর্ত্ততইত্যর্থঃ॥ ২৬॥

যাঁহাদিগের হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি উৎপন্ন হয়না, যাঁহারা সংযতচেতা এবং যে সন্ন্যাসিগণ আত্মসাক্ষাৎকারবান্, তাঁহারা সর্ব্বাবস্থাতেই নির্ব্বাণ পদ পাইয়া থাকেন॥ ২৬॥

গীঃ সঃ। যাঁহাদের হৃদয় হইতে কাম ক্রোধের বীজ বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের সম্মুখে কাম ক্রোধের সামগ্রী সত্বেও কামক্রোধাদির উৎপত্তি হয়না এবং তজ্জন্য যাঁহাদের চিত্ত সংযত হইয়াছে এবং যাঁহাদের আত্মা ও পরমাত্মায় একত্ব বুদ্ধি জন্মিয়াছে তাঁহারা জীবনে মরণে সর্ব্বথা মুক্ত॥ ২৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং সংন্যাসিনাং সদ্যোমুক্তিরুক্তা কর্ম্মযোগশ্চ ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবেনেশ্বরে ব্রহ্মণ্যাধায় ক্রিয়মাণঃ সত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসক্রমেণ মোক্ষায়েতি ভগবান্ পদে পদেঽব্রবীদ্বক্ষ্যতি চ অথ ইদানীং ধ্যানযোগং সম্যগ্দর্শনস্যান্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্ম ভগবান্ বাসুদেবঃ স্পর্শানিতি। স্পর্শান্ শব্দাদীন্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যান্ শ্রোত্রাদিদ্বারেণান্তর্বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়োবিষয়াস্তানচিন্তয়তঃ শব্দাদয়োবাহ্যাবহিরেব কৃতাভবন্তি তানেবং বহিঃ কৃত্বা চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ কৃত্বেত্যনুষজ্যতে তথা প্রাণাপানৌ নাসাভ্যন্তরচারিণৌ সমৌ কৃত্বা॥ ২৭॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যং। যতেন্দ্রিয়ইতি। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্যতানি সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চ যস্য সংযতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্ম্মননাৎ মুনিঃ সংন্যাসী মোক্ষপরায়ণঃ এবং দেহসংস্থানোমোক্ষপরায়ণোমোক্ষএব পরময়নং পরা গতির্যস্য সোয়ং মোক্ষপরায়ণোমুনির্ভবেৎ, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধইচ্ছা চাভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ ইচ্ছাভয়ক্রোধাস্তে বিগতা যস্মাৎ সবিগতেচ্ছা-ভয়ক্রোধঃ য এবং বর্ত্ততে সদা সংন্যাসী মুক্তএব সন্ তস্য মোক্ষেঽন্যঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ নিত্যাদিষু যোগী মোক্ষ-মবাপ্নোতীত্যুক্তং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাং। বাহ্যা-এব স্পর্শারূপরসাদয়োবিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিন্তা-ত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুর্ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্য এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়ো-র্নিমীলনে নিদ্রয়া মনোলীয়তে উন্মীলনে চ বহিঃপ্রসরতি তদুভয়-দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ, উচ্ছ্বাসনিশ্বাস-রূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিরোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽয়ং যথা নবহির্নির্যাতি যথা বাঽ-পানোঽন্তর্ন প্রবিশতি কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যা-মুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যতইতি। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধয়োযস্য মোক্ষএব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছা-ভয়ক্রোধা যস্য এবম্ভূতোযোমুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্তএবেত্যর্থঃ ॥ ২৮॥

মন হইতে বাহ্য বিষয়-চিন্তা সকল বিদূরিত করিয়া চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসামধ্যে অবরোধ করতঃ যিনি ইন্দ্রিয়, মনকে জয় করিয়াছেন এবং ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধকে বশীভূত

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

করিয়াছেন ও যিনি বিষয়বিরাগী, সেই মননশীল সন্ন্যাসী সর্ব্বদা মুক্ত ॥২৭।২৮॥

গীঃ সঃ। ইন্দ্রিয় গণ স্বভাবতঃ বাহ্য ব্যাপার-নিরত। ইন্দ্রিয় গণের দ্বারাই মনোমধ্যে বাহ্য বিষয়ের ভাব রাশি প্রবিষ্ট হয় এবং তত্তাবৎ মনোমধ্যে সংস্কারবৎ রহিয়া যায়। এই সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তির ব্যাপার প্রবাহ সত্ত্বে আত্মজ্ঞানের উদয় হওয়া কঠিন। এই জন্য ভগবান্ এস্থানে মুক্তিলাভের আর এক উপায় স্বরূপ ধ্যানযোগের কথা বলিতেছেন। ঊর্দ্ধনেত্রে স্থির দৃষ্টিতে ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিস্থানে দৃষ্টি স্থির করিতে পারিলে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়, এই সঙ্গে ২ কুম্ভক অভ্যাস পূর্ব্বক বায়ুর সমতা সাধন করিতে পারিলে চিত্তবৃত্তি সংযত হয়। ধীরে ধীরে যোগী পুরুষের ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ তিরোহিত হইয়া যায়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৭।২৮।

শাঙ্করভাষ্যং। এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিতি চোদ্যতে ভোক্তারমিতি। ভোক্তারং যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ যন্তং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তং ঈশ্বরং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরং সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্ব প্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়ো-পকারিণং সর্ব্বভূতানাং হৃদয়েশয়ং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষং সর্ব্বপ্রত্যয়স্বামিনং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্ব্বসংসারোপরতিমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। নন্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যান্ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্ত-র্যামিনং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি বিকল্প-

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং স জ্ঞাত্বা শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে সংন্যাস-যোগনামপঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগসাংখ্যয়োঃ। সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং-নৌমি তং গুরুং ॥ ২৯ ॥

সমাপ্তঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মানব গণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্ব্ব-লোক-মহেশ্বর এবং সকলের সুহৃদ্ জানিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

গীঃ সঃ। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে মনুষ্য গণ যোগ, ধ্যান ব্রত ইত্যাদি করিয়া কি অপূর্ব্ব ফল লাভ করেন যে মুক্তি পদ তাঁহাদের এত সুলভ হয়। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা এবং তত্তাবতের যজমান আদি কর্ত্তা এবং ইন্দ্রাদি দেবতা রূপ ভোক্তা সমস্তই "আমি" (ভগবান্)। মহাত্মাগণ ইহা জানিয়া এবং আমি যে ত্রিলোকের বিধাতা এবং আত্মা রূপে সকল প্রাণীর একমাত্র সুহৃদ্, ইহা সাধুগণ বিদিত হইয়া সংসার পাশ হইতে বিমুক্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ ভগবান্‌কে সম্মুখে দর্শন করিয়াও অর্জ্জুন যে অজ্ঞান পাশ হইতে বিমুক্ত হয়েন নাই, সেই জন্য "যজ্ঞ তপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোক মহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং" বিশেষণে ভগবান্ আপনার গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলেন। কেননা ভগবান্‌কে এই রূপে বিদিত না হইয়া কেবল তাঁহার স্থূলভাব দর্শন করিলে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারেনা।

" অনেক সাধনাভ্যাস নিষ্পন্নং হরিণেরিতং।
স্ব স্বরূপ পরিজ্ঞানং সর্ব্বেষাং মুক্তি সাধনম্ "॥

অনেক প্রকার সাধন অভ্যাস করিয়া মুক্তি লাভের জন্য অধিকারি-গণের যে স্ব স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তাহাই পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইল॥ ২৯॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য শ্রীযুক্ত চির-কুমার
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত " গীতার্থ-সন্দীপনী " নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
পঞ্চম অধ্যায়
সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

শাঙ্করভাষ্যং। অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সম্যগ্দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ স্পর্শান্ কৃত্বা বহিরিত্যাদয়উপদিষ্টা স্তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোধ্যায় আরভ্যতে, তত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কর্ম্মেতি যাবদ্ধ্যানযোগারোহণাসমর্থস্তাবদ্গৃহস্থেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি অতস্তৎ স্তৌতি অনাশ্রিতইতি। নম্থ কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণসীমাকরণং যাবতানুষ্ঠেয়মেব বিহিতং কর্ম্ম যাবজ্জীবং নারুরুক্ষোমুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতইতি বিশেষাদারূঢ়স্য চ শমেনৈব সম্বন্ধকরণাদারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চ শমঃ কর্ম্ম চোভয়ং কর্ত্তব্যত্বেনাভিপ্রেতঞ্চেৎ স্যাত্তদারুরুক্ষোরারূঢ়স্যেতি শমকর্ম্মবিষয়ভেদেন বিশেষণং বিভাগকরণঞ্চানর্থকং স্যাৎ, তত্রাশ্রমিণাং কশ্চিৎ যোগমারুরুক্ষুর্ভবত্যারূঢ়শ্চ কশ্চিদন্যে নারুরুক্ষবোন চারূঢ়াস্তানপেক্ষ্যারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চেতি বিশেষণং বিভাগকরণঞ্চোপপদ্যতএবেতি চেন্ন তস্যৈবেতি বচনাৎ পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ যোগারূঢ়স্যেতি য আসীৎ পূর্ব্বং যোগমারুরুক্ষুস্তস্যৈবারূঢ়স্য শমএব কর্ত্তব্যং কারণং যোগফলং প্রত্যুচ্যতইত্যতোন যাবজ্জীবং কর্ত্তব্যত্বপ্রাপ্তিঃ কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ, যোগবিভ্রষ্টবচনাচ্চ গৃহস্থস্য চেৎ কর্ম্মিণোযোগোবিহিতঃ ষষ্ঠেধ্যায়ে সযোগবিভ্রষ্টোঽপি কর্ম্মগতিং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতীতি তস্য নাশাশঙ্কানুপপন্না স্যাদবশ্যং হি কৃতং কর্ম্ম কাম্যং নিত্যম্বা মোক্ষস্য নিত্যত্বাদনারভ্যত্বেঽপি স্বং ফলমারভতএব নিত্যস্য চ কর্ম্মণোবেদ প্রমাণাববুদ্ধত্বাৎ ফলেন ভবিতব্যমিত্যবোচামান্যথা বেদস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি ন চ কর্ম্মণি সত্যুভয়বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ কর্ম্মিণোবিভ্রংশকারণানুপপত্তেঃ কর্ম্ম কৃতমীশ্বরে সংন্যস্তেত্যতঃ কর্ত্তরি কর্ম্মফলং নারভতইতি চেন্নেশ্বরে সংন্যাসস্যাধিকতরফলহেতুত্বোপপত্তের্ম্মোক্ষায়ৈবেতি চেৎ স্বকর্ম্মণাং কৃতানামীশ্বরে ন্যাসোমোক্ষায়ৈব ন ফলান্তরায় যোগসহিতঃ যোগাচ্চ বিভ্রষ্টইত্যতস্তং

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।

প্রতি নাশাশঙ্কা যুক্তেবেতি চেন্নৈকাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহো-ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতইতি কর্ম্মসন্ন্যাসবিধানাৎ, ন চাত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহা-য়ত্বাশঙ্কা যেনৈকাকিত্বং বিধীয়তে ন চ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহইত্যাদি-বচনমনুকূলং উভয়ভ্রষ্টপ্রশ্নানুপপত্তেশ্চ অনাশ্রিতইত্যনেন কর্ম্মিণএব সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চোক্তং প্রতিষিদ্ধঞ্চ নিরগ্নেরক্রিয়স্য চ সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চেতি চেন্ন ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্য সতঃ কর্ম্মণঃ ফলাকাঙ্ক্ষা সন্ন্যাসস্তুতিপরত্বান্ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয়এব সন্ন্যাসী যোগী চ কিং তর্হি কর্ম্ম্যপি কর্ম্মফলাসঙ্গং সন্ন্যস্য কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠন্ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং সন্ন্যাসী যোগী চ ভবতীতি স্তূয়তে ন চৈকেন বাক্যেন কর্ম্মফলাসঙ্গসন্ন্যাসস্তুতিশ্চতুর্থা-শ্রমপ্রতিষেধশ্চোপপদ্যতে, ন চ প্রসিদ্ধং নিরগ্নেরক্রিয়স্য পরমার্থসন্ন্যা-সিনঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেষু বিহিতং সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রতিষেধতি ভগবান্ স্ববচনবিরোধাচ্চ, সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্নাস্তে মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিদনিকেতঃ স্থিরমতির্ব্বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীতি চ তত্র তত্র ভগবতা স্ববচনানি দর্শিতানি তৈর্ব্বিরুধ্যেত চতুর্থাশ্রমবিপ্রতিষেধস্তস্মাৎ মুনের্যোগমারুরুক্ষোঃ প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মফলনিরপেক্ষমনু-ষ্ঠীয়মানং ধ্যানযোগারোহণসাধনত্বং বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারেণ প্রতিপদ্যতইতি সস-ন্ন্যাসী চ যোগীচেতি স্তূয়তে অনাশ্রিতইতি। অনাশ্রিতোন আশ্রিতোঽ-নাশ্রিতঃ কিংকর্ম্মফলং কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলং যত্তদনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলতৃষ্ণা-রহিতইত্যর্থঃ যোহি কর্ম্মফলে তৃষ্ণাবান্ সকর্ম্মফলমাশ্রিতোভবতি, অয়ন্তু তদ্বিপরীতোঽতোনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং এবম্ভূতঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কাম্যবিপরীতমগ্নিহোত্রাদিকং করোতি নির্ব্বর্ত্তয়তি যঃ কশ্চিৎ, যঈদৃশঃ কর্ম্মী সকর্ম্ম্যন্তরেভ্যোবিশিষ্যতইত্যেবমর্থমাহ; স সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি. সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ স যস্যাস্তি সসন্ন্যাসী চ যোগী চ যোগ-শ্চিত্তসমাধানং স যস্যাস্তি সযোগী চেত্যেবং গুণসম্পন্নোয়ং মন্তব্যোন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয় এব সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ নির্গতাঅগ্নয়ঃ কর্ম্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ সনিরগ্নিরক্রিয়শ্চ অনগ্নিসাধনাঅপ্যবিদ্যমানাঃ ক্রিয়া-স্তপোদানাদিকাযস্যাসাবক্রিয়ঃ, নন্থ চ নিরগ্নেরক্রিয়স্যৈব শ্রুতিস্মৃতিযোগ-শাস্ত্রেষু সংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রসিদ্ধং কথমিহ সাগ্নেঃ সক্রিয়স্য সংন্যা-

স সংন্যাসী চ যোগী চ—

সিদ্ধং যোগিত্বঞ্চাপ্রসিদ্ধমুচ্যতে ইতি, নৈষ দোষঃ, কয়াচিদ্‌গুণবৃত্ত্যোভ-য়স্য সম্পিপাদয়িষিতত্বাত্তৎ কথং কর্ম্মফলসংকল্পসংন্যাসাৎ সংন্যাসিত্বং যোগাঙ্গত্বেন চ কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্‌যোগিত্বঞ্চেতি ॥ ১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সংন্যাসমাত্রতঃ মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন ধ্যানযোগোবিস্তর্য্যতে। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষে-পেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভস্তত্র তাবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যেত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়াজ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানা-দ্দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সংন্যাসাপ্তি প্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সংন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাং। কর্ম্ম-ফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি সএব সংন্যাসী যোগীচ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্ট্যাখ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রি-য়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মত্যাগী চ ॥ ১ ॥

যিনি কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরগ্নিক হউন অথবা নিষ্ক্রিয় হউন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসী—তিনি যোগী ॥ ১ ॥

গীঃ সঃ। " যোগ সূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চমান্তে যদীরিতং।
ষষ্ঠ আরভ্যতেঽধ্যায় স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ ॥ "

পঞ্চমাধ্যায়ের শেষে যে ভগবান্ তিনটী যোগ সূত্রের উল্লেখ করিয়া-ছেন, তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের অবতারণা করিলেন।

হে অর্জ্জুন! যিনি কর্ম্মফল বাসনা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী হইয়াও যোগী ও সন্ন্যাসী। ত্যাগী পুরুষই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যাঁহার মন বিক্ষেপ-বিহীন, তিনিই প্রকৃত যোগী, তাই ভগবান্ বলিতে-ছেন যে নিষ্কাম কর্ম্মী পুরুষ ফল কামনা ত্যাগ ও ত্যাগ জন্য মনের বৃথা বিক্ষেপে উদ্বেজিত হয়েন না, এই জন্য তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী। কর্ম্ম

ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অগ্নির সহিত ফল কামনা ত্যাগ ও কামনা ত্যাগের সঙ্গে ২ মনের সাথ রূপ সন্ন্যাসী ও যোগীর মুখ্য সাধনও নিষ্কাম কর্ম্মীর শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া আসে। এই শ্লোকে যে "নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয়" পদ দ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে দোষ বলিয়া বোধ হয়, কেননা অগ্নিরক্ষাদি কর্ম্ম শ্রৌত ক্রিয়া বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট আছে, "নিষ্ক্রিয়" বলাতেই অগ্নিরক্ষণাদি শ্রৌত ও শাস্ত্রবিহিত সমস্ত ক্রিয়াই বুঝাইল, তবে আবার পৃথক্ করিয়া "নিরগ্নি" পদ প্রয়োগের প্রয়োজন কি! ইহাতে বক্তব্য এই যে অগ্নিরক্ষণাদি ক্রিয়ার দ্বারা ভগবান্ বহিরনুষ্ঠানযোগ্য সমস্ত কার্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন এবং "নিষ্ক্রিয়" পদ দ্বারা মনের সংকল্প, বিক্ষেপাদি ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রৌত অগ্নি রক্ষিত না হইলে সন্ন্যাস হয়না এবং নিষ্ক্রিয় না হইলেও যোগী হওয়া যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী এতল্লক্ষণযুক্ত না হইলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতে হইবে ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যং। গৌণমুভয়ং ন পুনর্মুখ্যাসংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চাভিমত-মিত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ যং সংন্যাসমিতি। যং সর্ব্বকর্ম্মতৎফলপরি-ত্যাগলক্ষণং পরমার্থসন্ন্যাসং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ শ্রুতিস্মৃতিবিদোযোগং কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণং তং পরমার্থসংন্যাসং বিদ্ধি জানীহি হে পাণ্ডব! কর্ম্ম-যোগস্য প্রবৃত্তিলক্ষণস্য তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থসংন্যাসেন কীদৃশং সামান্যমঙ্গীকৃত্য তদ্ভাবউচ্যতইত্যপেক্ষায়ামিদমুচ্যতে অস্তি পরমার্থসংন্যাসেন সাদৃশ্যং কর্ত্তৃদ্বারকং কর্ম্মযোগস্য যোহি, পরমার্থসন্ন্যাসী স ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মসাধনতয়া সর্ব্বকর্ম্মতৎফলবিষয়ং সঙ্কল্পং প্রবৃত্তিহেতুকাম-কারণং সন্ন্যস্যতি, অয়মপি কর্ম্মযোগী কর্ম্ম কুর্ব্বাণএব ফলবিষয়ং সঙ্কল্পং সংন্যস্যতীত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ ন হি যস্মাদসংন্যস্তসঙ্কল্পোঽসংন্যস্তোঽ-পরিত্যক্তঃ ফলবিষয়সঙ্কল্পোঽভিসন্ধির্যেন সোঽসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি কর্ম্মী যোগী সমাধানবান্ ভবতি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ফলসঙ্কল্পস্য চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাত্তস্মাদ্যঃ কশ্চন যোগী কর্ম্মাসংন্যস্তফলসঙ্কল্পোভবেৎ স যোগী সমাধানবান্ ভবতি নবিক্ষিপ্তচিত্তোভবতি চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফলসঙ্কল্পস্য সংন্যস্তত্বাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ যোগারূঢ়েন কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসঙ্কল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগদ্যোগিত্বঞ্চেতি সংন্যাসি-

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

স্বীকৃত্যাভিপ্রেতমুচ্যতে, এবং পরমার্থসংন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ কর্ত্তৃধারকং সংন্যাসসামান্যমপেক্ষ্য যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেতি কর্ম্মযোগস্য স্তুত্যর্থং সংন্যাসত্বমুক্তং॥ ২॥

স্বামিকৃত টীকা। কুতইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সংন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ যমিতি। যং সংন্যাসা প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ সন্ন্যাসনবাত্যরেচয়দিত্যাদিত্যাদিশ্রুতয়ইতি, কেবলাৎ ফলসংন্যাসাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি, কুতইত্যপেক্ষায়ামিতিশব্দোক্তোহেতুর্যোগোংপ্যস্তীত্যাহ ন হীতি,ন সংন্যস্তঃ ফলসংকল্পো যেন সকর্ম্মনিষ্ঠোজ্ঞাননিষ্ঠোবা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব সইত্যর্থঃ॥ ২॥

হে পাণ্ডুপুত্র! শ্রুতি যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই যোগ, কেননা সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে কখনই যোগী হওয়া সম্ভব নহে॥ ২॥

গীঃ সঃ। কামনাত্যাগই সন্ন্যাসের প্রধাম লক্ষণ। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী যখন ফল কামনা ত্যাগী, তখন তাঁহাতে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ কি? কর্ম্ম ও ফল উভয়ই তিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই মুখ্যতঃ সন্ন্যাসী। কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মফল বাসনা ত্যাগই পরমার্থতঃ শ্রেষ্ঠ, এই জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগী সর্ব্বতোভাবে সন্ন্যাস লক্ষণ যুক্ত না হইলেও কামনা ত্যাগ জন্য তিনি পরমাথতঃ সন্ন্যাসী। আবার মনোবৃত্তি নিরোধ করিবার সামর্থ্যই যোগীর প্রধান লক্ষণ। ফল কামনা না থাকা বশতঃ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কিছুতেই প্রবৃত্তি থাকেনা অর্থাৎ মনোবেগের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন কার্য্যই করেন না বা কোন বস্তুরই আকাজ্ঞা রাখেন না। এই জন্ম কামনাবিহীন কর্ম্মী যোগীর সমান বলিতে হইবে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ সূত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন- "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" মনের সমস্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ১—ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মনের অনুভব বিশেষের নাম প্রমাণ।

ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥
আরুরুক্ষো র্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।

২—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তি ভেদে মিথ্যা-জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। ৩—শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষ অর্থবাদ শূন্য চিন্তা বিশেষের নাম বিকল্প। যেমন বন্ধ্যার পুত্র, ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি শব্দ শ্রবণে তত্তাবতের প্রকৃতার্থ অভাবে কোন যথার্থ অনুভূতি না হওয়ায় একটী অলীক চিন্তা মাত্র উদয় হয় সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প। ৪—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি এই বৃত্তিনিচয় যে তমো-গুণের গভীর আবেশে স্ফুরিত হয় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। ৫—পূর্ব্বানুভূত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাহার নাম স্মৃতি। এই রূপ তাবৎ চিত্তবৃত্তি যিনি নিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই যোগী। নিষ্কাম কর্ম্মীও সংকল্পাদি ত্যাগজন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধে সমর্থ, এই জন্য তিনি যোগী নামের যোগ্য ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ধ্যানযোগস্য ফলনিরপেক্ষঃ কর্ম্মযোগোবহিরঙ্গসাধন-মিতি তং সন্ন্যাসত্বেন স্তুত্বাধুনা কর্ম্মযোগস্য ধ্যানযোগসাধনত্বং দর্শয়তি আরুরুক্ষোরিতি। আরুরুক্ষোরারোঢ়ুমিচ্ছতঃ অনারূঢ়স্য ধ্যানযোগে-বস্থাতুমশক্তস্যেবেত্যর্থঃ কস্য তস্যারুরুক্ষোর্মুনেঃ কর্ম্মফলসন্ন্যাসিন-ইত্যর্থঃ, কিমারুরুক্ষোর্যোগং কর্ম্ম কারণ সাধনমুচ্যতে, যোগারূঢ়স্য পুন-স্তস্যৈব শমউপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যোনিবৃত্তিঃ কারণং যোগারূঢ়ত্বস্য সাধনমুচ্যত-ইত্যর্থঃ যাবদ্যাবৎ কর্ম্মভ্যউপরমতে তাবত্তাবন্নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়োভবতি, তথা চোক্তং ব্যাসেন, নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা শমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যইতি ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগএব প্রাপ্তইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুং-সস্তদারোহে কারণং কর্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমোবিক্ষেপককর্ম্মোপরমোজ্ঞানপরিপাকে কারণ-মুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।

যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, যোগ সাধনের পক্ষে কর্ম্মই তাঁহার কারণ স্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই পরম সাধন ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। অন্তঃকরণ শুদ্ধিজনিত বিষয় সুখে তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ। যিনি এইরূপ যোগে আরূঢ় হইতে চাহেন তিনি আরুরুক্ষু নামে অভিহিত হয়েন। ফলকামনা ত্যাগী আরুরুক্ষু ব্যক্তিই এ শ্লোকে মুনি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইলেই সাধু যোগারূঢ় হয়েন। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞান নিষ্ঠায় পরিপক্ব হইলে তাঁহাকে আর কর্ম্ম করিতে হয় না, কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবনই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে কর্ম্ম কখনই ত্যাগ করিতে নাই ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং কদা যোগারূঢ়োভবতীত্যুচ্যতে যদেতি। যদা সমাধীয়মানচিত্তোভবতি যোগী হীন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়াণামর্থাঃ শব্দাদয়স্তেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু কর্ম্মসু চ নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা নানুষজ্জতে অনুষঙ্গং কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতীত্যর্থঃ, সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সর্ব্বান্ সঙ্কল্পানিহামুত্রার্থ কামহেতূন্ সন্ন্যসিতুং শীলং অস্যেতি সসর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগইত্যেতত্তদা তস্মিন্ কালে যোগারূঢ়উচ্যতে সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বাংশ্চ কামান্ কামাত্মকান্ সর্ব্বাণি চ কর্ম্মাণি সন্ন্যসেদিত্যর্থঃ সঙ্কল্পমূলাহি সর্ব্বে কামাঃ সঙ্কল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ কাম জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাত্ত্বং হি জায়সে। ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি, ইত্যাদিস্মৃতেঃ সর্ব্বকাম পরিত্যাগে চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সিদ্ধোভবতি সযথাকামোভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে ইত্যাদিশ্রুতিভ্যোযদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতমিত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ ন্যায়াচ্চ ন হি

সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি সক্তস্তস্মাৎ সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সর্ব্বাণি চ ত্যাজয়তি ভগবান্ ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কীদৃশোঽয়ং যোগারূঢ়োযস্য শমঃ কারণমুচ্যতইত্যত্রাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিন্দ্রিয়ভোগ্যেষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি, তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পান্ সংন্যসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য স তদা যোগারূঢ়উচ্যতে ॥ ৪ ॥

যখন মানব শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত, এবং সমস্ত প্রকার সংকল্প বর্জ্জিত হয়েন, তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায় ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। যখন মানবের সাধন গুণে জগৎ মিথ্যা জ্ঞান হওয়ায় মনোবেগ ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত বিষয়ে ধাবিত হয়না, যখন নিত্য নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ কোন প্রকার কর্ম্মেই চিত্ত বৃত্তি প্রবৃত্ত হয় না অর্থাৎ নিজ কোন প্রয়োজন সিদ্ধিরই আবশ্যকতা থাকেনা, এবং "অমুক কার্য্য করিতে হইবে, অমুক কার্য্য করিলে অমুক ফল হইয়া থাকে" মনোবৃত্তির অন্তর্ম্মুখতা বশতঃ অন্তঃকরণে যাঁহার এরূপ সংকল্পের তরঙ্গ উত্থিত না হয়, তিনিই সমাধিস্থ, তিনিই যোগারূঢ় ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদৈবং যোগারূঢ়স্তদা তেনাত্মা লোকতোভবতি সংসারাদনর্থব্রাতাদতঃ উদ্ধরেদিতি। উদ্ধরেৎ সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মনাত্মানং তত উৎ উর্দ্ধং হরেৎ উদ্ধরেৎ যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ নাত্মানমবসাদয়েন্নাধোনয়েৎ নাধোগময়েৎ আত্মৈব হি যস্মাদাত্মনোবন্ধুর্নহ্যন্যঃ কশ্চিদ্বন্ধুর্যঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি, বন্ধুরপি তাবন্মোক্ষং প্রতি প্রতিকূলএব স্নেহাদিবন্ধনায়তনত্বাত্তস্মাদ্যুক্তমবধারণমাত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরিতি আত্মৈব রিপুঃ শত্রুর্যোন্যোঽপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সোপ্যাত্মপ্রযুক্তএবেতি যুক্তমেবাবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মনইতি ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অতোবিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ উদ্ধরেদিতি। আত্মনা

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।

বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন ত্ববসাদয়েদধোনয়েৎ, হি যস্ত-আত্মৈব মনঃসঙ্গাদ্যুপরতআত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকঃ॥৫॥

জীবাত্মা আপনিই আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করে। আত্মাকে. কথন অবসন্ন করিবেনা। কেননা আত্মাই আত্মার সুহৃদ্, আত্মাই আত্মার শত্রু॥ ৫॥

গীঃ সঃ। স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সম্পত্তি আদি নক্র আবর্ত্তাদি যুক্ত সংসার রূপ সমুদ্র পার হইবার জীবের অপর কেহ সহায় নাই। আপনিই বস্তু বিবেক.বিচারাদি রূপ নৌকাবলম্বনে পার হইতে হইবে। আপনি ভিন্ন আপনার প্রিয় বন্ধু আর কেহ নাই। আপনার হিতার্থ আপনি যত্ন না করিলে অন্যের দ্বারা কিছুই হইবে না। আপনি আপনাকে সাবধানে না চালাইলে তুমিই তোমার শত্রু হইবে। অমুক আমাকে কুপথে লইয়া গেল, নরকে ডুবাইল বলিয়া অন্যের গ্লানি করা ব্যর্থ॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। আত্মৈব আত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনইত্যুক্তং তত্র কিং লক্ষণআত্মা আত্মনোবন্ধুঃ কিং লক্ষণোবা আত্মাত্মনোরিপুরিত্যুচ্যতে বন্ধুরিতি। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য তস্যাত্মনঃ স আত্মা বন্ধুর্যেনাত্মনাত্মৈব জিতঃ আত্মা কার্য্যকারণসংঘাতোযেন জিতোবশীকৃতোজিতেন্দ্রিয়ইত্যর্থঃ, অনাত্মনস্তু অজিতাত্মনস্তু শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্ত্তেত আত্মৈব শত্রুবদ্যথা-নাত্মা শত্রুরাত্মনোঽপকারী তথাত্মাত্মনোঽপকারে বর্ত্তেত ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

স্বামিকৃত টীকা। কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপু-রিত্যপেক্ষায়ামাহ বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকরণসংঘাতরূপো-জিতোবশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মনআত্মৈব বন্ধুঃ অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত॥ ৬॥

যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই

অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

আত্মার বন্ধু এবং যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ, সেই আত্মাই বাহ্য শত্রুর ন্যায় আত্মার পরম শত্রু ॥ ৬॥

গীঃ সঃ। যে বিজ্ঞানময়াখ্য আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি প্রভাবে এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবে প্রকাশিত এই শরীর রূপ আত্মা বশীভূত হয় সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু, আর বিবেক বিচার বিহীন অবিদ্যান্ধীভূত আত্মাই শত্রুর ন্যায় মহাপকারী হইয়া জীবকে জন্ম মরণ, জরা, শোকাদি অন্ধ-কূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। জিতাত্মনইতি। জিতাত্মনঃ কার্য্যকরণাদিসংঘাত-আত্মা জিতোযেন সজিতাত্মা তস্য জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমা-হিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্ততইত্যর্থঃ, কিঞ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা-মানেঽবমানে চ মানাবমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ সমঃ স্যাৎ ইত্যধ্যা-হারঃ ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্পষ্টয়তি জিতাত্মন-ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবল-মাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি নান্যস্য, যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭ ॥

শীতোষ্ণসুখদুঃখ সহিষ্ণু হইয়া ও মানাপমান সমান বোধ করিয়া যে আত্মা জিতাত্মা ও প্রশান্ত হইয়াছেন, সেই আত্মাতেই পরমাত্মা সমাহিত অর্থাৎ নিশ্চল ভাবে বিরাজিত থাকেন ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্ত হইলেই জীব শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হয়। এইরূপ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষের পক্ষে স্তুতি ও নিন্দা মান ও অপ-

শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

মান সকলই সমান। ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে মন ধাবিত না হইলেই মানব প্রশান্ত হয়েন। নির্দ্বন্দ্ব ও প্রশান্তাত্মা হইলেই পরমাত্মানুভূতি নিত্য নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় আত্মাতে প্রকটিত হয় ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানং বিজ্ঞানন্তু শাস্ত্রতোজ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণং তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সঞ্জাতালম্প্রত্যয় আত্মান্তঃকরণং যস্য স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোঽপ্রকম্পোভবতীত্যর্থঃ, বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ য ঈদৃশোযুক্তঃ সমাহিতইতি স উচ্যতে কথ্যতে, স যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনানি সমানি যস্য সঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপসংহরতি জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো-নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য অতঃ কূটস্থোনির্ব্বিকারঃ অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগরূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

যাঁহার চিত্ত জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় এবং মৃৎশিলা ও সুবর্ণে যাঁহার সমান জ্ঞান, সেই যোগী পুরুষই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৮ ॥

গীঃ সঃ। গুরূপদেশ-মার্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ বুঝিবার নির্ম্মলা বুদ্ধির নাম জ্ঞান এবং সেই দিব্য বুদ্ধি বৃত্তির অনুমোদিত অপ্রামাণ্যাশঙ্কা নিবারণক্ষম বিচার দ্বারা শাস্ত্রোক্ত পদার্থানুভব রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। এই জ্ঞান বিজ্ঞান পরিতৃপ্ত আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ অবিচলিত। ইন্দ্রিয় ভোগ্য পদার্থ সম্মুখে থাকিতেও যাঁহার মন বিচলিত হয় না, যিনি রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত, তিনিই বিজিতেন্দ্রিয়। জ্ঞান

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।

বিজ্ঞান যুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিস্পৃহ পুরুষের তীব্র বৈরাগ্য জন্য মৃৎকাঞ্চনাদিতে সমজ্ঞান হয়। এই অবস্থাতেই সাধু যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ সুহৃদিতি। সুহৃদিত্যাদিশ্লোকার্দ্ধমেকপদং সুহৃদিতি প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্যোপকর্ত্তা, মিত্রং স্নেহবান্, অরিঃ শত্রুঃ, উদাসীনোন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে, মধ্যস্থয়োর্বিরুদ্ধয়োরুভয়োর্হিতৈষী দ্বেষ্যঃ আত্মনোপ্রিয়োবন্ধুঃ সম্বন্ধীত্যেতেষু সাধুষু শাস্ত্রানুবর্ত্তিষপি চ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু সর্ব্বেষেতেষু সমবুদ্ধিঃ কঃ কিং কর্ম্মেত্যব্যাপৃত বুদ্ধিরিত্যর্থঃ বিশিষ্যতে, বিমুচ্যতইতি বা পাঠান্তরং যোগারূঢ়ানাং সর্ব্বেষাময়মুত্তমইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠইত্যাহ সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরির্ঘাতুকঃ, উদাসীনোবিবদমানয়োরুভয়োরপ্যপেক্ষকঃ, মধ্যস্থোবিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী দ্বেষ্যোদ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধুঃ সম্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ পাপ দুরাচারাঃ এতেষু সমা রাগদ্বেষশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স্তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯ ॥

সুহৃদ্ মিত্র, অরি উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে এবং সাধু, অসাধু ও অন্য সর্ব্ব প্রাণীতে যাঁহার সমবুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। যিনি উপকারের আশা না রাখিয়া অন্যের উপকার করেন ও যিনি নিজ উপকারের আশা রাখিয়া অন্যের উপকার করেন; যে নিজ অপকার না হইতেই অন্যের অপকার করে অথবা যিনি লোকের হিত বা অহিত সাধনের কিছুতেই প্রবৃত্ত নহেন, বা যিনি বিবদমান ব্যক্তি দ্বয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন ও যে অন্যে অপকার করিবে বলিয়া তাহার অপকার করে, কিম্বা কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া যিনি উপকার করেন

সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।

এইরূপ সুহৃদ্, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুকে, এবং শাস্ত্র-বিহিত শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তাকে ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে এবং সর্ব্ববিধ প্রাণীকেই রাগ দ্বেষাদি বর্জ্জিত চিত্তে যিনি সমান জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অত এবমুত্তমফলপ্রাপ্তয়ে যোগীতি। যোগী ধ্যায়ী যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ সততং সর্ব্বদাত্মানমন্তঃকরণং রহস্যেকান্তে যোগী গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্নেকাকী অসহায়োরহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাৎ সংন্যাসং কৃত্বেত্যর্থঃ, যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতো যস্য সযতচিত্তাত্মা নিরাশীর্বীততৃষ্ণোঽপরিগ্রহশ্চ পরিগ্রহরহিত-ইত্যর্থঃ, সংন্যাসিত্বেপি সতি ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্তেদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদিনা স যোগী পরমোমতইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনোযুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ, সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষঃ, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০ ॥

যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া দেহ ও অন্তঃকরণের সংযম এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে সমাহিত করিবেন ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ যোগাঙ্গ-লক্ষণ বলিতেছেন। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া চিত্তের একাগ্র নিরোধের নাম চিত্ত-সমাধান। এই রূপ চিত্ত সমাধান করিতে হইলে গৃহ পরিবার ও কোলাহল-পূর্ণ জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতগুহা বা বিজন বনে একাকী বাস করিতে হয়, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় গণ সহ শরীরকে যোগ-বিরোধী কার্য্য হইতে বিমুখ করিতে হয়, বিষয়ে দোষ দর্শন করিয়া বৈরাগ্য-যুক্ত হইতে

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।

হয় ও যোগের প্রতিবন্ধক রূপ পদার্থ সংগ্রহে বিরত হইতে হয় ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং যোগং যুঞ্জতআসনাহারবিহারাদীনাং যোগসাধনত্বেন নিয়মো বক্তব্যঃ, প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং তৎফলাদি চেত্যত-আরভ্যতে, তত্রাসনমেব তাবৎ প্রথমমুচ্যতে শুচাবিতি। শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতোবা দেশে স্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমচলন-মাত্মনঃ আসনং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীবোচ্ছ্রিতং নাপ্যতিনীচং তচ্চ চেলা-জিনকুশোত্তরং চেলমজিনং কুশাশ্চ উত্তরে যস্মিন্নাসনে তদাসনং চেলা-জিনকুশোত্তরং পাঠক্রমাৎ বিপরীতোত্র অনুক্রমশ্চেলাদীনাং ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ শুচাবিতি দ্বাভ্যাং। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্যাসনং স্থাপয়িত্বা, কীদৃশং স্থিরমচঞ্চলং নাত্যুচ্ছ্রিতং ন চাতিনীচং, চেলং বস্ত্রং অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

পবিত্র স্থানে নিজ আসন নিশ্চল রাখিতে হয়। এই আসন যেন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগাজিন, তাহার উপরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিতে হয় ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। যেখানকার স্থানীয় প্রকৃতি স্বাভাবিক শুদ্ধ, [গোময়, মৃত্তিকাদি লেপনের দ্বারা স্থান শুদ্ধ করিয়া লইলেও হয়] যেখানে ভয়, কোলাহলাদি নাই, এই রূপ নির্ম্মল ও নির্জ্জন স্থানে যোগার্থী আসন করিবেন। কাষ্ঠাদির উপর আসন না করিয়া মৃত্তিকা বা শিলাদির উপর আসন করিবেন। আসন সমতল স্থান হইতে অধিক উচ্চ বা নিম্ন না হয়। আসন উচ্চ হইলে পড়িয়া যাইবার এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে বর্ষাদি কালে ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। প্রথমে মৃত্তিকা সমান করিয়া তাহার উপর কুশাসন, কুশাসনের উপর কোমল মৃগ বা ব্যাঘ্র-

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরং ॥ ১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

চর্ম্ম, তাহার উপরে কোমল বস্ত্র বিছাইয়া যোগী উপবেশন করিবেন। গৃহস্থ দিগের পক্ষে বস্ত্রাসন নিষিদ্ধ। যোগী অন্যের আসনে কখন উপবেশন করিবেন না এবং যোগীর বা সন্ন্যাসীর আসনেও অন্যের বসিতে নাই ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রতিষ্ঠাপ্য কিং তত্রেতি। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য যোগং যুঞ্জ্যাৎ কথং সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ চিত্তঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ চিত্তেন্দ্রিয়াণি তেষাং ক্রিয়া সংযতা যস্য সযতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ স কিমর্থং যোগং যুঞ্জ্যাদিত্যাহাত্ম-বিশুদ্ধয়ে অন্তঃকরণস্য শুদ্ধ্যর্থমিত্যেতৎ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপ-রহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাদভ্যসেৎ, যতা সংযতা চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য আত্মনোমনসোবিশুদ্ধয় উপশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

এইরূপ আসনে বসিয়া জিতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রিয় পুরুষ নিজ মনকে একাগ্র করিয়া অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত সমাধি অভ্যাস করিবেন ॥ ১২ ॥

গীঃ সঃ। যিনি চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া সকলকে যোগ-বিরুদ্ধ পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে শিখিয়াছেন, তিনিই ঈদৃশ আসনের অধিকারী। যোগাসনোপবিষ্ট মহাত্মা প্রত্যাহৃত চিত্তকে আত্ম-সাক্ষাৎ-কারার্থ অন্তর্গতি-শীল করিতে চেষ্টা করিবেন। এই সময় মনের বিজাতীয় বৃত্তি সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়া কৌশলে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস হইবে। এই ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি প্রবাহকেই নিদিধ্যাসন কহে ॥ ১২ ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। বাহ্যসাধনমাসনমুক্তং অধুনা শরীরস্য ধারণং কথমিত্যুচ্যতে সমমিতি। সমং কায়শিরোগ্রীবং কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং তৎ সমং ধারয়ন্ অচলঞ্চ সমং ধারয়তশ্চলনং নসম্ভবত্যতো-বিশিনষ্টি অচলমিতি, স্থিরঃ স্থিরোভূত্বেত্যর্থঃ স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য সম্যক্ প্রেক্ষণং দর্শনং কৃত্বেবেতীবশব্দোলুপ্তোদ্রষ্টব্যো ন হি স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমিহ বিধিৎসিতং কিং তর্হি চক্ষুষোদৃষ্টিসন্নিপাতঃ সচান্তঃকরণসমাধানাপেক্ষোবিবক্ষিতঃ স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমেব চেদ্বিবক্ষিতং মনস্তত্রৈব সমাধীয়েত নাত্মনি আত্মনি হি মনসঃ সমাধানং বক্ষ্যত্যাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বেতি তস্মাদিবশব্দলোপেনাক্ষ্ণোর্দৃষ্টিসন্নিপাত এব সংপ্রেক্ষ্যোত্যুচ্যতে দিশশ্চানবলোকয়ন্ দিশাঞ্চাবলোকনমন্তরান্তরা কুর্ব্বন্নিত্যেবমন্তরা কুর্ব্বন্নিত্যেতৎ॥ ১৩॥

স্বামিকৃত টীকা। চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ সমমিতি সার্দ্ধাভ্যাং। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগোবিবক্ষিতঃ কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরোদৃঢ়প্রযত্নোভূত্বেত্যর্থঃ, স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্যার্দ্ধনিমীলিতনেত্রইত্যর্থঃ, ইতস্ততোদিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ১৩॥

যোগাভ্যাসী ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক কায়, শির, ও গ্রীবা সমান ও অচল ভাবে রাখিয়া নাসাগ্র দর্শন করিবে, অন্য কোন দিকে তাকাইবে না॥ ১৩॥

গীঃ সঃ। আসনস্থ যোগাভ্যাসী কটিদেশ, মেরুদণ্ড, গ্রীবা, ও মস্তক দণ্ডবৎ সরল রাখিবে। বামে দক্ষিণে বা সম্মুখে দৃষ্টি না পড়ে, এই জন্য নিজ নাসাগ্রবর্ত্তী আকাশে দৃষ্টি স্থির রাখিবে। নাসাগ্র শব্দে নাসার অগ্রভাগ দর্শন করিতে বলা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে, চাক্ষুষী বৃত্তির দ্বারা মন নাসাগ্রে নিবিষ্ট হইলে উহা ব্রহ্মাকারাকারিত না হইয়া নাসাগ্রাকারাকারিত হইয়া যাইবে। ইহাতে যোগসিদ্ধির বিপর্য্যয় হইতে পারে। এই জন্য ভগবান্ নাসাগ্রস্থ আকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

চাক্ষুষী বৃত্তিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ প্রশান্তেতি। প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষেণ শান্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্বিগতভয়ঃ ব্রহ্মচারি ব্রতে-স্থিতঃ ব্রহ্মচারিণোব্রতং ব্রহ্মচারিব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং গুরুশুশ্রূষাভিক্ষান্নভুক্ত্যাদি তস্মিন্ স্থিতস্তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ, কিঞ্চ মনঃ সংযম্য মনসোবৃত্তীরুপ-সংহৃত্যেতৎ মচ্চিত্তোমযি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সোঽয়ং মচ্চিত্তোযুক্তঃ সমাহিতঃ সন্নাসীতোপবিশেৎ মৎপরোঽহং পরোযস্য সোঽয়ং মৎপরো-ভবতি কশ্চিৎ রাগী স্ত্রীচিত্তো নতু স্ত্রিয়মেব পরত্বেন গৃহ্ণাতি কিং তর্হি রাজানং মহাদেবং বা অয়ন্তু মচ্চিত্তোমৎপরশ্চ ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রশান্তেতি। প্রশান্তআত্মা চিত্তং যস্য বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য ময্যেব চিত্তং যস্য, অহমেব পরঃ পরুমার্থোযস্য স মৎপর এবং যুক্তো ভূত্বা তিষ্ঠেৎ ॥ ১৪ ॥

তৎপরে প্রশান্তাত্মা, ভয়বর্জিত, ব্রহ্মচর্য্যশীল, নিগৃহীতমনা, মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগা-ভ্যাসী পুরুষ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবস্থিতি করিবেন।১৪।

গীঃ সঃ। যোগাভ্যাসীর আসন স্থির হইলে রাগ দ্বেষাদি পরিহার করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ নিশ্চয় বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগ করা উচিত হি ন এই ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, গুরু শুশ্রূষ ও ভিক্ষান্নভোজী হইয়া, বিষয় বৈরাগ্য পূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া, এবং কোন ভোগ সুখের আশা না করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎপ্রেমাসক্ত হইয়া যোগাধি-কারী সমাধি অভ্যাস করিবেন ॥ ১৪ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং যোগফলমুচ্যতে যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্ব্বন্নেবং যথোক্তেন বিধানেন সদা যোগী নিয়তমানসঃ নিয়তং সংযতং মানসং মনো যস্য সোঽয়ং নিয়তমানসঃ শান্তিমুপরতিং নির্ব্বাণপরমাং নির্ব্বাণং মোক্ষস্তৎপরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ সা নির্ব্বাণপরমা তাং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাং মদধীনতামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ১৫॥

স্বামিকৃত টীকা। যোগাভ্যাসফলমাহ যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্ত প্রকারেণ সদা আত্মানং মনোযুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য স শান্তিং সংসারোপরমং প্রাপ্নোতি কথম্ভূতাং নির্ব্বাণং পরং প্রাপ্যং যস্যাং তাং মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতিং॥ ১৫॥

সংযতচিত্ত যোগাভ্যাসী পুরুষ মন নিরোধ করিয়া আমার স্বরূপভূত নির্ব্বাণ রূপ পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন॥ ১৫॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে যোগীর চিত্ত সংযত এবং আত্মাতে সমাহিত হইলে মনের আর বহির্বিষয়ে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। মনের এই রূপ বৃত্তি সমূহের বিনিবৃত্তি হইলে যোগীর পরম শান্তি লাভ হয়। ঈদৃশী শান্তিকালে কামনা, কর্ম্ম ও অবিদ্যার সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়। সেই সময়েই যোগী এক মাত্র আনন্দ স্বরূপে বিরাজ করিতে থাকেন, অনাত্ম-বস্তুসাধক ঐশ্বর্য্যাদির দিকে ঈদৃশ যোগী দৃষ্টিপাতও করেন না। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি সকল ব্রহ্ম সমাধিমার্গের উপসর্গ স্বরূপ। ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি কালে দেবত্ব, দেব কন্যা, অতুল বিভব, বিমান আদি যোগীর সেবা ও অভিরমণার্থ উপস্থিত হইতে থাকে। বিষয় সুখী চিত্ত তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া আপনাকে সাধু ও সিদ্ধ মনে করিতে পারে বটে, কিন্তু নিরুদ্ধ চিত্ত যোগীন্দ্র পুরুষ তত্তাবৎ তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া বিষয় রূপ মৃগতৃষ্ণার বিমুগ্ধ না হইয়া একমাত্র স্বরূপানুভূতিতেই নিমগ্ন হইয়া যান। যে অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের বাসনা বিকাশের বীজ বিদগ্ধ হইয়া যায়, তাহারই নাম

শান্তিং নির্ব্বাণ-পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।

পরম নির্ব্বাণ; সেই নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইদানীং যোগিন আহারাদিনিয়মউচ্যতে নাত্যশ্নত-ইতি। ন অত্যশ্নতআত্মসম্মিতমন্নপরিমাণমতীত্যাশ্নতঃ অত্যশ্নতো ন যোগোঽস্তি ন চ একান্তমনশ্নতোযোগোঽস্তি যদু হবা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি, যদ্ভূয়োহিনস্তি তদ্যৎ কণায়োন তদবতীতি শ্রুতেঃ তস্মাৎ যোগী নাত্মসংমিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাশ্নীয়াদথ বা যোগিনোযোগশাস্ত্রে পরিপঠিতাদন্নপরিমাণাদতিমাত্রমশ্নতোযোগোনাস্তি উক্তং হি অর্দ্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয় মুদকস্য তু বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েদিত্যাদি-পরিমাণং তথা ন চাতিস্বপ্নশীলস্য যোগোভবতি নৈব চাতিমাত্রং জাগ্রতো যোগোভবতি চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ নাত্যশ্নতইতি দ্বাভ্যাং। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্যাতি জাগ্রতশ্চ যোগোনৈবাস্তি ॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অন্নভোজী বা নিতান্ত অনাহারী এবং যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিদ্রালু বা নিতান্ত অনিদ্রাভ্যাসী, হে অর্জ্জুন! তাহার যোগ সমাধি হয় না। ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। অতি ভোজনে শারীর ধাতুর বিকার উৎপাদনের সঙ্গে২ পবিত্র শক্তির হানি হওয়ায় যোগী সমাধি করিতে সমর্থ হয়না; আবার নিতান্ত অনাহারে থাকিলে ক্ষুধার তাড়নায় চিত্তবৃত্তি একাগ্র হইতে পার না ও শারীর রস ধাতু আদির পুষ্টি না হওয়ায় শরীর দুর্ব্বল হয় ও যোগাভ্যাসে অসামর্থ্য জন্মে। যথেচ্ছ ভোজন না করিয়া শাস্ত্রোক্ত আত্মসম্মিত [অষ্ট গ্রাস পরিমাণ] অন্ন ভোজন করা আবশ্যক। শ্রুতি বলিয়াছেন—

ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।

"যত্নহ বা আত্ম সম্মিতমন্নং তদবতি তন্নহি নাস্তি
যদ্ভূয়োহি নাস্তি তদ্‌যৎ কনীয়ো ন তদবতি ইতি

যিনি আত্মসম্মিত অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাতে সেই অন্ন বেদার্থা-নুষ্ঠান যোগ্য শক্তির সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে। অতএব ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য যোগী অবশ্যই শাস্ত্র বিহিত অন্ন যথা পরিমাণে ভোজন করিবেন। যোগী পাকস্থলীর দুই ভাগ অন্নের দ্বারা ও এক ভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন, অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ বায়ুর সরল গতি বিধির জন্য খালি রাখিবেন। অতিনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হয়, তাহাতে যোগ সাধনের সামর্থ্য থাকেনা, আবার সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিলে যোগাভ্যাস কালে নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা। এই জন্য যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অতিনিদ্রা বা অনিদ্রা এতদুভয়ই পরিহার করিবেন। দিবাভাগে জাগরণ ও রাত্রি কাল নিদ্রার সময়। তন্মধ্যে আবার রাত্রির প্রথম ও চতুর্থ প্রহর জাগ্রত থাকিয়া ভগবদারাধনা করিবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর নিদ্রা যাইবে ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথং পুনর্যোগোভবতীত্যুচ্যতে যুক্তেতি। যুক্তাহারবি-হারস্য যুক্তচেষ্টস্য আহ্রিয়ত ইত্যাহারোঽন্নং বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমস্তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য সযুক্তাহারবিহারস্তস্য যুক্তচেষ্টস্য তথান্যা চ যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য কর্ম্মসু তথা যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যুক্তৌ স্বপ্নশ্চাব-বোধশ্চ তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্না-ববোধস্য যোগিনোযোগোভবতি দুঃখহা দুঃখানি সর্ব্বাণি হন্তীতি দুঃখহা সর্ব্বসংসারদুঃখক্ষয়কৃদ্‌যোগোভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি কথম্ভূতস্য যোগোভবতীত্যতআহ যুক্তাহা-রেতি। যুক্তোনিয়ত আহারোবিহারশ্চ গতির্যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকোযোগোভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭ ॥

যিনি নিয়মিত আহার ও নিয়মিত বিহার করেন,

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।

প্রণব জপাদিতে যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে, যিনি নিয়ম পূর্ব্বক নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, সমাধি রূপ যোগ তাঁহারই দুঃখ নিবারণক্ষম হয় ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। যিনি অনিয়মিত ভোজন ও অনিয়মিত বিচরণ বর্জ্জিত, প্রণবাভ্যাসে বা উপনিষদাদি পাঠে যাঁহার নিয়মের ক্রটী নাই, যিনি অযথা কালে নিদ্রা বা জাগরণ করেন না, সেই সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিরই যোগসিদ্ধি হয়। এই সমাধি সিদ্ধির দ্বারা ব্রহ্ম-বিদ্যার বিকাশ হয়—অবিদ্যার পূর্ণনিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার তিরোভাবের সঙ্গে ২ জীবের সকল দুঃখই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথাধুনা কদা যুক্তোভবতীত্যুচ্যতে যদেতি। যদা বিনিয়তং চিত্তং বিশেষেণ নিয়তং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তং হিত্বা বাহ্যং চিত্তমাত্মন্যেব কেবলেঽবতিষ্ঠতে স্বাত্মনি স্থিতিং লভতইত্যর্থঃ, নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যোনির্গতা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য যোগিনঃ স যুক্তঃ সমাহিতইত্যুচ্যতে তদা তস্মিন্ কালে ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষোভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সচ্চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি তদা প্রাপ্তযোগইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

চিত্ত সংযত হইয়া যখন আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে, কোন বিষয়েই যখন স্পৃহা থাকেনা, তখনই যোগীর যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

গীঃ সঃ। যখন অন্তঃকরণের সকল বৃত্তিই অন্তর্নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে সমাহিত হয়, তখন বৃত্তি সমূহের বহির্ব্যাপারে "চেষ্টা" বা "উদ্যম" না থাকিলেও স্পৃহা বা প্রবৃত্তি রূপ বীজ থাকা অসম্ভব

নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যোযুক্তইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥
যথা দীপোনিবাতস্থোনেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

নহে। এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, যখন পূর্ণ বৈরাগ্য জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তির ক্রিয়া, চেষ্টা ও অন্তর্নিহিত স্পৃহা সমস্তেরই শেষ হইয়া যাইবে, তখনই যোগী যোগ-সম্পত্তি লাভে সমর্থ হইবেন ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যোগিনঃ সমাহিতং যচ্চিত্তং তস্যোপমোচ্যতে যথেতি। যথা দীপঃ প্রদীপোনিবাতস্থোনিবাতে বাতবর্জ্জিতে স্থানে স্থিতো নেঙ্গতে নৈঙ্গতি ন চলতি সা উপমা উপমীয়তেঽনয়েত্যুপমা যোগজ্ঞৈশ্চিত্তপ্রচারদর্শিভিঃ স্মৃতা চিন্তিতা যোগিনোযতচিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য যুঞ্জতোযোগমনুতিষ্ঠত আত্মনঃ সমাধিমনুতিষ্ঠতইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ যথেতি। বাতশূন্য দেশে স্থিতো দীপোযথা নেঙ্গতে ন চলতি সা উপমা দৃষ্টান্তঃ কস্য আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যস্যতোযোগিনোযতং নিয়তং চিত্তং যস্য নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চাচঞ্চলং তদিত্তং তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥১৯

নিরুদ্ধচিত্ত, যোগানুষ্ঠান-শীল পুরুষের অন্তঃকরণবৃত্তি নিবাতস্থানস্থিত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল থাকে ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। বায়ু তাড়নায় সরল দীপশিখা বক্র বা বিচলিত হয়। কিন্তু যেখানে বায়ুর গতি নাই, সেস্থানে দীপশিখা অচঞ্চল থাকে। সেইরূপ বাহ্য বিষয় সংসর্গের অভাব জন্য যোগীর অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না। সদাই নিশ্চল ভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করে ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং যোগাভ্যাসবলাদেকাগ্রীভূতং নিবাতপ্রদীপকল্পং সৎ যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে উপরমে চিত্তং উপরতিং গচ্ছতি

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

নিরুদ্ধং সর্ব্বতোনিবারিতপ্রচারং যোগসেবয়া যোগানুষ্ঠানেন যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে আত্মনা সমাধিপরিশুদ্ধেনান্তঃকরণেন আত্মানং পরং চৈতন্যং সর্ব্বতোজ্যোতিঃস্বরূপং পশ্যন্নুপলভমানঃ স্বে এবাত্মনি তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যং সংন্যাসমিতি প্রাগুক্তযোগঃ তং বিদ্ধি পাণ্ডবেত্যাদৌ কর্ম্মযোগশব্দেনোক্তং নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তীত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তস্তত্র মুখ্যোযোগঃ কষ্টতাপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যোযোগ ইত্যাহ যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগোভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপলক্ষণমুক্তং তথা চ পাতঞ্জলসূত্রং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধইতি, ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি ন তু দেহাদি; পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু বিষয়েষু যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করে ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। যেমন অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন নিক্ষেপ না করিলে, উহা ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ যোগাভ্যাস বশতঃ বাহ্য বিষয়ের সংসর্গ না হওয়ায় যোগীর চিত্তবৃত্তি উপশম প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চিত্তের উপরতি হইলে রজঃ ও তমোগুণের তিরোভাব বশতঃ শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবের উদ্রেক হয়। চিত্তের এই নির্ম্মল স্বচ্ছাবস্থায় সৎ চিৎ আনন্দ ঘন পরমাত্মার প্রকাশ অনুভব হয় এবং সেই সময়ে যোগী আত্মানন্দ লাভ করেন ॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ সুখমিতি। সুখমাত্যন্তিকমত্যন্তমেব ভবতীত্যাত্যন্তিকং অনন্তমিত্যর্থঃ, যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যং বুদ্ধ্যৈবেন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গোচরাতীতমবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ, বেত্তি তদীদৃশং সুখমনুভবতি যত্র যস্মিন্ কালে ন চ এব অয়ং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিতস্তস্মান্নৈব চলতি তত্ত্বতঃ তত্ত্বস্বরূপান্ন প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আত্মনোব তোষে হেতুমাহ সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি, নন্ তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাত্তত্রাহ অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারয়া গ্রাহ্যং, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সংস্তত্ত্বতআত্মস্বরূপান্নৈব চলতি ॥ ২১ ॥

যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত ও কেবল শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য অত্যন্ত সুখের অনুভব করেন, এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আত্ম স্বরূপ ভাব হইতে কিছুতেই বিচলিত হয়েন না ॥ ২১ ॥

গীঃ সঃ। বিষয়াস্বাদে যত দূর সুখ হওয়া সম্ভব, আত্মানন্দ তৎসর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও অবর্ণনীয়। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় গণ বা মলিন বুদ্ধি দ্বারা সে আনন্দ গ্রহণ বা অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই। এবং সেই আনন্দ অনুভব কালে "আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি" এরূপ বোধ হয়না, কেননা এ অবস্থায় অন্তঃকরণ বৃত্তি আত্মা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ যং লব্ধ্বেতি। যং লব্ধা যমাত্মলাভং লব্ধ্বা প্রাপ্য চ অপরমন্যল্লাভান্তরং ততোধিকমস্তীতি ন মন্যতে ন চিন্তয়তি, কিঞ্চ যস্মিন্নাত্মতত্ত্বে স্থিতো দুঃখেন শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণেন গুরুণা মহতাপি ন বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অচলত্বমেবোপপাদয়তি যমিতি। যতোয়মাত্মস্বরূপং লব্ধ্বা ততোঽধিকং লাভং ন মন্যতে তত্রৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ,

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং।

যস্মিংশ্চ স্থিতোমহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে, এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যং ॥ ২২ ॥

যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভকে অধিক বলিয়াবোধ করেন না, এবং যে অবস্থায় অবস্থিত করিয়া কোন রূপ দুঃসহ দুঃখেই বিচলিত হয়েন না ॥ ২২ ॥

গীঃ সঃ। যোগী যখন এই আত্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার স্বর্গ ভোগ, অষ্টসিদ্ধি, ষড়ৈশ্বর্য্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই আত্মসংস্থিতিকালে শীত, আতপ, বায়ু. মশক—দংশকাদির উপদ্রব যোগীকে অনুভব করিতে হয় না। কেননা, যে অন্তঃকরণ বৃত্তির সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে সুখ দুঃখ অনুভব হয়, তাহা নিরুদ্ধ ও আত্মাতে সমাহিত থাকায় যোগীর বাহ্য কোন ক্লেশাদি হইলেও তাহা তিনি জানিতে পারেন না এবং তজ্জন্য তিনি বিচলিতও হয়েন না ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত্রোপরমতে ইত্যাদ্যারভ্য যাবদ্ভির্বিশেষণৈর্বিশিষ্ট আত্মাবস্থাবিশেষোযোগউক্তঃ, তমিতি। তং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ দুঃখসংযোগবিয়োগং দুঃখৈঃ সংযোগোদুঃখসংযোগস্তেন বিয়োগোদুঃখসংযোগবিয়োগস্তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগইত্যেবসংজ্ঞিতং বিপরীতলক্ষণেন বিদ্যাৎ বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। যোগফলমুপসংহৃত্য পুনরন্বয়ারম্ভেণ যোগস্য কর্ত্তব্যতোচ্যতে, নিশ্চয়ানির্ব্বেদয়োর্যোগস্য সাধনত্ব বিধানার্থং স যথোক্তফলো যোগোনিশ্চয়েনাধ্যবসায়েন যোক্তব্যো নির্ব্বিণ্ণচেতসা ন নির্বিণ্ণং অনির্ব্বিণ্ণং তচ্চেতস্তেন নির্বেদরহিতেন চেতসা চিত্তেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তমিতি। য এবংভূতোঽবস্থাবিশেষস্তং দুঃখসংযোগ-

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যোযোগোঽনির্ব্বিণ্ণ চেতসা ।২৩।
সঙ্কল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।

বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ, দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগোযস্মিংস্তমবস্থাবিশেষংযোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ, পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ, যদ্বা দুঃখস্য সংযোগেন বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগউচ্যতে, কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিকইতিভাবঃ, যস্মাদেবং মহাফলোযোগস্তস্মাৎ সএব যত্নতোঽভ্যসনীয়ইত্যাহ সার্দ্ধেন। স যোগোনিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ, যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি তথাপ্যনির্ব্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ, দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ ॥ ২৩ ॥

এই অবস্থার নামই যোগ। এ অবস্থায় দুঃখের লেশ মাত্রও নাই, ইহা স্থির জানিবে এবং নির্ব্বেদশূন্য হৃদয়ে ইহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। আত্মাতে চিত্তবৃত্তির এই রূপ প্রগাঢ় সমাধান হইলে সেই অবস্থাকেই প্রকৃত যোগ বলা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলির কথিত—"যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ এই সূত্রও ইহার পোষকতা করিতেছে। দুশ্চিন্তা ও হৃদয়ের সংকোচ সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ এই যোগ অভ্যাস করিতে হয় ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ সংকল্পেতি। সংকল্পপ্রভবান্ সংকল্পঃ প্রভবো যেষাং কামানাং তে সংকল্প প্রভবাঃ কামাস্তান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য সর্ব্বানশেষতোনির্লেপেন কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেন ইন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ং বিনিযম্য নিয়মনং কৃত্বা সমন্ততঃ সমস্তাৎ ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবোযেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগোযোক্তব্যইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

সঙ্কল্প জাত কামনা সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া যোগী যোগ সাধন করিবেন ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। ভোগবাসনাযুক্ত জীবের মনোমালিন্য প্রযুক্ত কখন স্রক্ চন্দন বনিতাদি ভোগে, কখন বা স্বর্গীয় অমৃত বা অপ্সরা সম্ভোগের সঙ্কল্প উদয় হয়। এই সঙ্কল্প হইতেই লোকের কাম্য কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে। বাহিরের কর্ম্মত্যাগ করিলেই যোগী হওয়া যায়না। সঙ্কল্পজ কামনা ত্যাগই যোগ সাধনের অনুকূল। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সংসর্গ করে বলিয়া কোন ২ সাধক ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা চক্ষুকে অন্ধ, কর্ণকে বধির করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা যোগ সাধনার সাহায্য হয় না। যোগী চিত্তকেই অন্তর্মুখ করিয়া বিষয় ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তি প্রত্যাহার করিয়া চক্ষুরাদির নিগ্রহ করিবেন। চক্ষুরাদির অভিমুখে মনের গতি না হইলে চক্ষুরাদি আপনিই নিরুদ্ধ হইয়া আসে ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শনৈরিতি। শনৈঃ শনৈর্ন সহসা উপরমেৎ উপরতিং কুর্য্যাৎ কয়া বুদ্ধ্যা কিংবিশিষ্টয়া ধৃতিগৃহীতয়া ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া ধৈর্য্যেণ যুক্তয়েত্যর্থঃ, আত্মনি সংস্থিতং আত্মৈব সর্ব্বং ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ এষ যোগস্য পরমোবিধিঃ তত্রৈবমাত্মসংস্থং মনঃ কর্ত্তুং প্রবৃত্তোযোগী ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনোবিচলেত্তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থমাত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ নতু সহসা উপরম স্বরূপমাহ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দনির্বৃতো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেতইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।

ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধি দ্বারা যোগী ধীরে ২ মন নিরুদ্ধ করিবেন। এবং আত্মাতে মনকে নিহিত করিয়া আর কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না॥ ২৫॥

গীঃ সঃ। বাহ্য ব্যাপার বিমুখ-কারিণী মনোবৃত্তির নাম ধৃতি। যখন সাধকের পবিত্র চিত্ত এই ধৃতির অনুগত হয়, তখনই তাঁহার যোগাভ্যাসের সুফল ফলিয়া থাকে। যোগীর মন সংযত হইয়া আসিলেও চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা সাধককে সময়ে ২ স্বপ্নবৎ বহির্বিষয়ে প্রবর্ত্তনা করিলেও করিতে পারে। এই জন্য সেই স্বভাব চঞ্চল সংযত চিত্তকে ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বলপূর্ব্বক মনকে কেহ আত্মাতে নিহিত রাখিতে পারে না। যেমন মনুষ্যের প্রথম তন্দ্রা, তৎপরে স্বপ্নাবস্থা ও পরিশেষে সুষুপ্তাবস্থার উদয় হয়, সেইরূপে সাধকের ইন্দ্রিয় বৃত্তি মনে, মন অহং তত্ত্বে, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে ধীরে ধীরে পর্য্যবসিত করিতে পারিলে, তবে যোগীর মন আত্মাতে সংস্থিত ও আত্মাকারাকারিত হইয়া অবিচলিত ভাবে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। এই কৌশল ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভগবান্ যোগীর মনকে "শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ" এই উপদেশ দান করিয়াছেন। এখানে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, মন "বিষয় চিন্তা" হইতে বিরত হইলেও তাহার "আত্মচিন্তার" নিবৃত্তি কই? ভগবান্ যোগীর উপরত চিত্তকে যে কোনরূপ চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেন তাহা যেন নিষ্ফল বোধ হইতেছে। কিন্তু সাধক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে ভগবান্ যোগীকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। "আমি আত্মার ধ্যান করিতেছি" এই অভিমান পূর্ণ চিন্তা পরিহার করিতে বলাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক রক্তজবার নিকটে থাকিলে উহা রক্ত বর্ণাকার ধারণ করে, সেইরূপ যোগ কৌশলে মন নির্ম্মল হইলে উহাতে আত্মার স্বরূপ প্রতিভাসিত হয়। "আমি আত্ম দর্শন করিতেছি" অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কালে মনে এভাবের উদয় হয় না। "আমি ঈশ্বর হইয়াছি"

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥
যতোযতোনিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।

তাহাও অনুভব হয় না। তখন যে কি অবস্থা হয় তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিরও বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য থাকে না উহা অনির্ব্বচনীয়॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। যতইতি। যতোযতোযস্মাদ্যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদেনি-শ্চলতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষান্মনশ্চঞ্চলমত্যর্থং চলমতএবাস্থিরং ততস্ততস্তস্মাচ্ছব্দাদেনির্মিত্তান্নিয়ম্য তত্তন্নিমিত্তং যাথাত্ম্যনিরূপণেনাভাসীকৃত্য বৈরাগ্যভাবনয়া চৈতন্মনআত্মন্যেব বশং নয়েৎ আত্মবশ্যতামাপাদয়েৎ২৬

স্বামিকৃত টীকা। এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেত্তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ যতোযতইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনোযং যং বিষয়ং প্রতিনির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

স্বভাবগত চঞ্চলতা প্রযুক্ত মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে যত্ন পূর্ব্বক চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া দৃঢ়তর রূপে আত্মারই অনুগত করিয়া রাখিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

গীঃ সঃ। কৌশলক্রমে মন সংযত হইলেও তাহার স্বাভাবিক অস্থির ভাব শীঘ্র বিদূরিত হয় না। মনের এই চঞ্চল স্বভাব যে পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অভিভূত বা তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগসিদ্ধির আশা অতি অল্প। যে নারী পিত্রালয়ে অবস্থিতি কালে প্রতিবেশী মণ্ডলীর গৃহে ২ বেড়াইয়া বেড়ায়, সে প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিলে তাহার গৃহ নিরুদ্ধ হইয়া নিবাস করা বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে ২ বহির্বিচরণে তাহার একান্ত ইচ্ছা হইলেও শ্বশ্রূ, ননদাদির তাড়নাভয়ে বাহিরে যাইবার সুবিধা হয় না। এই অবস্থায় মর্ম্মব্যথা পাইয়া সেই নারী অত্যন্ত ব্যাকুল হয় বটে. কিন্তু ক্রমশঃ যখন তাহার ইহ পরলোকের একমাত্র গতি, প্রাণপতির সহিত প্রণয় প্রগাঢ় হয়, তখন

ততস্ততোনিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং ।

সে আর বাহিরে যাইতে চাহে না। পতির নিরুদ্ধ গৃহই তাহার আনন্দ নিকেতন হইয়া উঠে। সেইরূপ জন্মজন্মান্তরের বহির্বিষয় সুখ সংস্কারাপন্ন ও বহির্বিচরণশীল চিত্তকে আত্মাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে নিজ স্বভাব গুণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বিপর্য্যয় বিকল্প স্মৃতি, তন্দ্রা, অতিভোজন, অতিশ্রম আদি সমাধি বিরোধী ব্যাপারে ধাবিত হইবে। কিন্তু সাধক ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা মনকে আত্মার স্বরূপানন্দ অনুভব করিতে শিখাইবেন। অবশেষে মন আত্মাকারাকারিত হইয়া গেলে তাহার প্রকৃতিগত চাঞ্চল্য দোষের নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন নিবাত দীপ-শিখার ন্যায় মন আত্মাতে স্থির থাকিবে ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং যোগাভ্যাসবলাদ্‌যোগিনআত্মন্যেব প্রশাম্যতি মনঃ প্রশান্তেতি। প্রশান্তমনসং প্রকর্ষেণ শান্তং মনোযস্য স প্রশান্তমনাস্তং প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈত্যুপ-গচ্ছতি শান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজসমিত্যর্থঃ, ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বং ইত্যেবং নিশ্চয়বন্তং ব্রহ্মভূতমকল্মষং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিতং২৭

স্বামিকৃত টীকা। এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্ম্মনোবশীকুর্ব্বতঃ রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ প্রশান্তেতি। এবমুক্ত প্রকারেণ শান্তং রজোযস্য তৎ অতএব প্রশান্তং মনোযস্য তমেনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি। ২৭ ॥

প্রশান্তচিত্ত যোগীর মন যখন রজ স্তমোগুণাদি বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি নিরতিশয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। যে সময়ে যোগীর চিত্ত রজো গুণাভাবে বহির্বিষয়ে বিক্ষেপ-যুক্ত হয় না ও তমো গুণাভাবে তন্দ্রাদিতে আসক্ত হয় না এবং সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যবর্জ্জিত হইয়া আত্মাতেই অবিচলিত থাকে, তখন সংযোগ ভোগ

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।

বিয়োগ আদি দুঃখের হেতু সকল আর তাহাতে আদৌ প্রতিবিম্বিত হইতেই পায় না। চিত্তের সেই আত্মাকারাকারিতাবস্থায় অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্নেবং যথোক্তেন ক্রমেন যোগী যোগান্তরায়-বর্জ্জিতঃ সদা সর্ব্বদাত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষোবিগতপাপঃ সুখেনা-নায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শোযস্য তদ্ব্রহ্মসংস্পর্শং সুখ-মত্যন্তমুৎকৃষ্টং সুখং নিরতিশয়ং সুখমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততশ্চ কৃতার্থোভবতীত্যাহ যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য স যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যা-নিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো-ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

এই প্রকারে নিজ মনকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বোধ-বর্জ্জিত (নিষ্পাপ) যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম রূপ অপরিচ্ছিন্ন সুখানুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনকে আত্মাতে সমাহিত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার বিষয়দৃষ্টি জনিত সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, আদি বিকার বুদ্ধি নাই, তিনি ঈশ্বর প্রণিধান রূপ সুগম উপায়ে ("সুখেন") সমাধির অন্তরায় সমস্ত নিবারণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। যোগসমাধির অন্তরায় যথা—১ ব্যাধি (জ্বরাদি বিকার), ২ স্ত্যান (যোগের আসনাদি করিবার অযোগ্যতা), ২ সংশয় [আমি সিদ্ধ হইতে পারিব কি না ইত্যাদি ভাবনা], ৪ প্রমাদ [যোগ সাধন করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও তাহা না করা], ৫ আলস্য [কফাদি জনিত শরীরের ও ঔদাস্যাদি জনিত মনের নিরুদ্যোগ], ৬ অবিরতি [বিষয় বিশেষের জন্য নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা], ৭ ভ্রান্তি দর্শন [যোগ করিয়া

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।

হয়ত সিদ্ধি হয় না এবং যোগ না করিয়া কৌশলে সিদ্ধি [ইন্দ্রজালাদির ন্যায়] হয় ইত্যাকার বুদ্ধি], ৮ অলব্ধ ভূমিকত্ব [যোগে একাগ্রতার অভাব], ৯ অনবস্থিতত্ব [যোগ সাধনে যত্নের শৈথিল্য], এই অন্তরায় সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া সিদ্ধি লাভ করা অতি তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্যতীত অন্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা সুকঠিন। এই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" [অথবা ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা] এই যোগ-সূত্রে ভক্তি পূর্ব্বক ভগবৎ-সেবা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার সুগম উপায়ের সঙ্কেত করিয়াছেন। অধিকারী সকলে সমান হয় না। যাহার যেরূপ সামর্থ্য হইবে তাহার তদনুরূপ সাধন কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের চিত্ত বৃত্তি কঠোর হইতে কঠোরতর সাধনার অনুকূল, তাঁহারা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করিবেন। কিন্তু যে সাধু মহাত্মাদিগের চিত্ত কোমলভাব রসামৃত সিক্ত, তাঁহারা ঈশ্বর প্রণিধান রূপ ভক্তি যোগের সাধনা করিলে সমস্ত বাধা বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে "সুখেন" পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া কৃত-কৃত্য হইবেন। অতএব মানব! যদি অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে চাও, তবে ভক্তি যোগের সাধনা কর। ইহাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য ॥২৮

শাঙ্করভাষ্যং। ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং সর্ব্বসংসার-বিচ্ছেদকারণং তৎ প্রদর্শ্যতে সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি চ সর্ব্বভূতান্যা-ত্মন্যেকতাং গতানি ঈক্ষতে পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিষয়েষু সর্ব্বভূতেষু সমং নির্ব্বিশেষং বিক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যস্য স সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্য-তীতি তথা স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদি পরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষবস্থিতং পশ্যতি তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

গীঃ সঃ। নির্ব্বিঘ্ন যোগ সমাধি কালে যোগীর মন যখন আত্মাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন তাহার পূর্ব্বাবস্থায়—মলিনাবস্থায়—আত্মযোগ-বিরহিতাবস্থায় যে জগৎ—প্রপঞ্চ প্রতিভাসিত হইত এবং মনোবৃত্তির বৈষম্য গুণে এক ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশ স্বরূপ দৃশ্যমান সংসারে সমস্ত বস্তুই স্বতন্ত্র, এইরূপ যে ভেদবুদ্ধির উদয় হইত, এক্ষণে আর সেরূপ হইতে পারেনা। মনোবৃত্তি যখন বিষয়াকারাকারিত থাকে, তখন জীবের ব্রহ্মদৃষ্টি হয়না। আবার যখন সেই বৃত্তি যোগের সুকৌশলে ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন বিষয়দৃষ্টি হয় না। ইন্ধন যেমন প্রজ্জলিত হুতাশন কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে, সে ইন্ধন রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করে, সেইরূপ মন আত্মাতে সংস্থিতিকালে তাহার স্বভাবগত জড়—মলিন ভাব পরিহার করিয়া চৈতন্যাংশমাত্রে আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় যোগীন্দ্র পুরুষ সূত্রজালে বস্ত্রত্ব এবং বস্ত্রে সূত্রত্ব দর্শনের ন্যায় আত্মাতেই সর্ব্ব প্রপঞ্চ জগৎ এবং প্রপঞ্চ জগৎ একমাত্র আত্মারই বিকাশ এই রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টি বা বৈষম্য বুদ্ধি যোগযুক্তাবস্থায় বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতস্যাত্মৈকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে যোমামিতি। যো মাং পশ্যতি বাসুদেবং সর্ব্বস্যাত্মানং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু ভূতেষু পশ্যতি সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্ব্বাত্মনি পশ্যতি তস্যৈবমাত্মৈকত্বদর্শিনঃ অহমীশ্বরোন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি সচ বিদ্বান্ মে মম বাসুদেবস্য ন প্রণশ্যতি ন পরোক্ষোভবতি তস্য চ মম চৈকাত্মকত্বাৎ স্বাত্মাহি নামাত্মনঃ প্রিয়এব ভবতি ॥ ৩০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ যোমামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

পশ্যতি সর্ব্বং চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যোন ভবামি সচ মমাদৃশ্যো ন ভবতি প্রত্যক্ষোভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্লামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

যে যোগী পুরুষ সর্ব্ব প্রপঞ্চ মধ্যে আমাকে (আত্মারূপ ভগবান্‌কে) দর্শন করে এবং আমার মধ্যে সমস্ত প্রপঞ্চকে দেখিতে পায়, সেই যোগী পুরুষের পক্ষে আমি পরোক্ষ হইনা এবং সেই যোগী পুরুষও আমার পরোক্ষ হয়না ॥ ৩০ ॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্ব শ্লোকে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের শুদ্ধ "ত্বং" পদ নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্লোকে "তৎ" পদ নিরূপিত হইতেছে। "তৎ" পদ-প্রতিপাদ্য চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ-ঘন হইয়াও মায়োপহিত সমস্ত প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ। যে যোগী পুরুষ প্রপঞ্চ জগতের দিকে তাকাইলে তাঁহাকেই সত্তারূপে দেখিয়া থাকে এবং তাঁহার দিকে তাকাইলে তৎশক্তিরূপিণী মহামায়ার মহাতরঙ্গ মধ্যে জগৎ-প্রপঞ্চকে নৃত্য করিতে দেখিতে পায়, সেই যোগী তাঁহাকে সাধারণ জীব বুদ্ধি-গম্য পরোক্ষ বিষয় মনে না করিয়া অপরোক্ষ ভাবে দর্শন করিয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই আত্মারও পরোক্ষ ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতিতে কথিত আছে "স এনমবিদিতোনভুনক্তি" পরমাত্মা জীবের আত্মা রূপেই বিরাজ করিয়া থাকেন, কিন্তু জীবের অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাতে পরোক্ষ জ্ঞান থাকায় তিনি জীবকে জন্ম মরণ রূপ সংসার হইতে রক্ষা করেন না। গৃহমধ্যে যদি গুপ্তধন থাকে, তাহা জানিতে না পারিলে সে ধন থাকায় গৃহস্বামীর কিছুমাত্র ফল হয় না ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাচ্চাহমেব সসর্ব্বাত্মৈকত্বদর্শী ইত্যেতৎ পূর্ব্বশ্লোকার্থংসম্যগ্‌দর্শনমনূদ্য তৎফলং মোক্ষোভিধীয়তে সর্ব্বেতি। সর্ব্বথা

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বপ্রকারৈর্ব্বর্ত্তমানোপি সম্যগ্দর্শী যোগী ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে বর্ত্ততে নিত্যমুক্ত এব সঃ ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ন চৈবং ভূতোবিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিতআশ্রিতোযোভজতি স যোগী জ্ঞানী সন সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানোময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

যে যোগী পুরুষ সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে (" তৎ " পদার্থকে) আপনার (" ত্বং " পদার্থের) সহিত অভিন্ন রূপে অবধারণ পূর্ব্বক অপরোক্ষ জ্ঞান করেন ; সেই যোগী পুরুষ যে কোন প্রকারে যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি আমাতেই অভেদ স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বারা ত্বং ও তৎ পদার্থের নির্ণয় করিয়া এই শ্লোকে তদ্দ্বয়ের অভেদ ভাব দেখাইয়া " তত্ত্বমসি " মহাবাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন। সূক্ষ্ম পরমাত্মার সত্তারূপ পরব্রহ্মের মায়োপহিত বিকাশ বিশেষের নাম ঈশ্বর এবং মায়োপাধি ঘনীভূত হইলেই সেই চিদংশকের নাম জীব। এই রূপ বস্তুবিচার পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে " অহং ব্রহ্মাস্মি " এইরূপে অপরোক্ষানুভব করিয়া জীব আপনাতে ও ব্রহ্মেতে অভিন্ন বোধ করিয়া থাকে। তখন উপাস্য উপাসক আদি পরোক্ষ বুদ্ধি তিরোহিত হয় ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চান্যৎ আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন আত্মা স্বয়মেব উপমীয়তেঽনয়েতি উপমা তস্যাঃ উপমায়াঃ ভাব ঔপম্যং তেন আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমং তুল্যং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন সচ কিং সমং পশ্যতীত্যুচ্যতে যথা মম সুখমিষ্টং তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং সুখমনুকূলং বান্দশ্চার্থে

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।

যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং যথা তথা সর্ব্ব প্রাণিনাং দুঃখমনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবমাত্মৌপম্যেন সুখদুঃখে অনুকূল প্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্ব্বভূতেষু সমং পশ্যতি ন কস্যচিৎ প্রতিকূলমাচরত্যহিংসক ইত্যর্থঃ, য এবমহিংসকঃ সম্যগ্দর্শননিষ্ঠঃ সযোগী পরমউৎকৃষ্টোমতোভিপ্রেতঃ সর্ব্বযোগিনাং মধ্যে ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠইত্যাহ আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথান্যেষামপীতি সর্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যোবাঞ্ছতি ন তু কস্যাপি দুঃখং সযোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় অন্যেরও সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখে, সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩২ ॥

গীঃ সঃ। এই ব্রহ্মসমাধির অবস্থা লাভ করিলেই যে সাধনার শেষ হইল তাহা নহে; মূর্চ্ছাকালে যেমন রোগী সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, সেই রূপ যোগের সুকৌশলে এই মহামূর্চ্ছারূপ সমাধি কালে যোগীর সাময়িক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইতে পারে, সাময়িক আত্মপর ভেদ বুদ্ধির তিরোভাব হইতে পারে, সাময়িক আপনাকে ব্রহ্ম স্বরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু মনের সম্পূর্ণ বিনাশ ও বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হইলে এ অবস্থা নিত্য নিরবচ্ছিন্নরূপে যোগীর আয়ত্তাধীন হইতে পারে না। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সমাধি করিলে সংসারের বীজ স্বরূপ সংস্কারময় বাসনা-রাশি ও ভেদ বুদ্ধির আধার ভূমি মন সম্পূর্ণ রূপে বিশীর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় তুমি, আমি, তিনি, এ ভেদ বুদ্ধি থাকেনা। তখন সমস্ত সংসার একটি সূক্ষ্ম সত্তায় দৃশ্যমান বিরাট প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। যেমন তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে শরীরের যে কোন অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে শুশ্রূষা বা আঘাত হইলে তোমার হৃদয়ে সুখ বা দুঃখের বোধ হইয়া থাকে; সেইরূপ আত্মজ্ঞান কালে সমস্ত প্রাণীই আত্মার সত্তারূপ বিরাট দেহের এক একটী অঙ্গ বা অংশ বিশেষ বলিয়া প্রতীত হয়। জগতের কোথাও কোন প্রাণীর কোন দুঃখ বা সুখ হইলে যখন

সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী পরমোমতঃ ॥৩২॥

অর্জ্জুন উবাচ ।যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাং ॥৩৩॥

সূক্ষ্ম শক্তি সূত্র যোগে যোগীর হৃদয়েও সেই দুঃখ বা সুখ তরঙ্গের আঘাত আসিয়া পৌঁছিবে এবং যে যোগী সেই সুখ দুঃখ নিজ সুখ দুঃখেরই ন্যায় অনুভব করিবেন, তিনিই যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতস্য যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনলক্ষণস্য যোগস্য দুঃসম্পাদ্যতামালক্ষ্য শুশ্রূষুঃ ধ্রুবং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মর্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন সমত্বেন হে মধুসূদন এতস্য যোগস্যাহং ন পশ্যামি নোপলভতে চঞ্চলত্বান্মনসঃ কিং স্থিরামচলাং স্থিতিং প্রসিদ্ধমেতৎ ॥ ৩৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসোলয়বিক্ষেপ শূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্ত এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি যে আত্মার সমতারূপ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন যেরূপ চঞ্চল, তাঁহাতে তাদৃশ ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হইতেছেনা ॥ ৩৩ ॥

গীঃ সঃ। মনোনিরোধ শক্তির পরাকাষ্ঠা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইলেও সমস্ত সংশয় নিরসনার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, মনের প্রকৃতি যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে এই স্থির ভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন, তাহা বলিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ইতি কৃষতের্বিলেখনার্থস্য রূপং ভক্তজন পাপাদিদোষকর্ষণাৎ কৃষ্ণ, হি যস্মান্মনঃ চঞ্চলং ন কেবলমত্যর্থং চঞ্চলং প্রমাথি চ প্রমথনশীলং প্রমথ্নাতি শরীরমিন্দ্রি-

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং ॥ ৩৪ ॥

মাথি চ বিক্ষিপতি পরবশীকরোতি কিঞ্চ বলবৎ প্রবলং ন কেনচিন্নিয়ন্তুং শক্যং দুর্নিবারত্বাৎ কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তুনাগবদচ্ছেদ্যং তস্যৈবম্ভূতস্য মনসোঽহং নিগ্রহং রোধং মন্যে বায়োরিব যথা বায়োর্দুষ্করোনিগ্রহস্ততোপি মনসো- দুষ্করং মন্যইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এতৎ স্ফুটয়তি চঞ্চলমস্তি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলং, কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ. কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যং কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবদ্ধিতয়া দুর্ভেদ্যং অতোযথাকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাহং তস্য মনসোনিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, প্রমাথী, বলবান্ এবং দৃঢ়। সেই মনের নিগ্রহ করা আমার পক্ষে বায়ু নিগ্রহের ন্যায় কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। একেত চঞ্চল পদার্থকেই ধরিয়া রাখা কঠিন, মন কেবল চঞ্চল নহে তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্য্যন্ত সদাই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিতে যাইবে। সে এমনি বলবান্ যে কেহই তাহাকে সে দিক্ হইতে ফিরাইতে পারেনা। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার রাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাকে ছেদন বা মর্দ্দন করা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যথন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায়, তথন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ দুষ্কর। কৃষ্ণ, এই পদের দ্বারা ভক্ত বর্গের পাপ—দৌর্ব্বল্য বারকত্ব ও সর্ব্ব পুরুষার্থ সিদ্ধির সামর্থ্য সূচিত হইয়াছে। অর্জ্জুন হে কৃষ্ণ! এই সম্বোধন দ্বারা এই অসম্ভব কার্য্য সিদ্ধির তুমিই একমাত্র উপায় বিধান কর্ত্তা, ইহাই প্রকাশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। অসংশয়ং মহাবাহো। মনোদুর্নিগ্রহং চলং।

শাঙ্করভাষ্যং। শ্রীভগবানুবাচ এবমেতদ্‌যথা ব্রবীষি অসংশয়ং নাস্তি সংশয়োমনোদুর্নিগ্রহং চঞ্চলমিত্যত্র হে মহাবাহো কিন্তু অভ্যাসেন তু অভ্যাসোনাম চিত্তভূমৌ কস্যাঞ্চিৎ সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিশ্চিত্তস্য বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু দোষ দর্শনাভ্যাসাৎ বৈতৃষ্ণ্যং বিষয়েষু বিতৃষ্ণা বৈরাগ্যং তেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে, বিক্ষেপরূপঃ প্রচারশ্চিত্তস্যৈবং তন্মনোগৃহ্যতে নিগৃহ্যতে নিরুধ্যতইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহো-পায়ং শ্রীভগবানুবাচ অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনোনিরোদ্ধুমশক্য-মিতি যদ্বদসি এতন্নিঃসংশয়মেব তথাপি তু অভ্যাসেন পরমাত্মাকারয়া বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে, অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপ প্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতী-ত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, মনসোবৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যাসংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরাভধীয়তইতি ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো! মন যে দুর্নি-গ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃ-হীত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন রুদ্রাদিকেও পরাভব করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব নাই, এই জন্য "মহাবাহো" সম্বোধনের দ্বারা, তুমি মনকে জয় করিতে পারিবে, নিরাশ হইওনা— এইরূপ সঙ্কেত করিলেন। এবং "কৌন্তেয়" সম্বোধন দ্বারা, তুমি আমার পিতৃস্বসৃপুত্র—পরমাত্মীয়, সুতরাং আমি উপদেশাদি দ্বারা তোমার কার্য্যার্থ যথোচিত সাহায্য করিব, এই আভাস প্রকাশ করিলেন। হঠকারিতা দ্বারা অনেকে মনোনিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন। যেমন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে ভোগেচ্ছার উদয় হয় বলিয়া কেহ কেহ রূপবতী স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। এইরূপ হঠকারিতা দ্বারা মনোবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা নিতান্ত মূঢ়ের চেষ্টা। মন শাসন করিতে হইলে অধ্যাত্ম

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়। বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥

বিদ্যালাভ, সজ্জন সমাগম, বাসনাত্যাগ ও প্রাণস্পন্দননিরোধ এই চারিটি উৎকৃষ্ট উপায়। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিলে প্রপঞ্চ জগতের মিথ্যাত্ব অনুভূত হইয়া চিত্তবৃত্তি পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত ও আত্মানন্দ উপভোগে অনুরক্ত হয়। সজ্জন সমাগমে পুনঃ পুনঃ তত্ত্বোপদেশশ্রবণে চিত্ত প্রবুদ্ধ হয় এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বিষয় ভোগ স্পৃহা কমিয়া আসে। সংসারবাসনা ক্ষীণ হইয়া আসিলে মনে নিত্য নূতন সঙ্কল্পের ঢেউ উঠেনা। তাহাতে মনের চঞ্চলতা কমিয়া যায় এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণস্পন্দন রোধ করিতে পারিলে মনের ক্রিয়াশক্তি বাহিরের দিকে স্ফুরিত হয়না। আত্মাতে মনের সমাধি ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসে। ভগবান্ দুর্জ্জয় মনকে নিগৃহীত করিবার বহুল সদুপায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল মাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই মন রূপ মত্ত মাতঙ্গ শাসনের অঙ্কুশ স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ভগবান্ পতঞ্জলিও তাঁহার যোগসূত্রে "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারাই মন নিরোধ করিতে হয়, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তত্র স্থিতৌ যত্নোভ্যাসঃ" শুদ্ধ চিদাত্মাতে প্রশান্তভাবে চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিবার জন্য, মানসিক উৎসাহরূপ যত্ন দৃঢ় করিবার জন্য বারংবার চেষ্টার নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসকে বিষয় বাসনা বিচলিত করিতে পারেনা। এই অভ্যাস প্রবল থাকিলে যোগসিদ্ধির বিঘ্ন হইবার ভয় থাকেনা। "দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যং" স্ত্রী, অন্ন, পান, মৈথুন, ঐশ্বর্য্যাদি জনিত দৃষ্ট বিষয় সুখ এবং শাস্ত্রমুখে বিস্তৃত স্বর্গাদির সুখ (আনুশ্রবিক), এই উভয় প্রকার সুখে বিতৃষ্ণাকেই বশীকার নামক পরম বৈরাগ্য কহে। এই বশীকার বৈরাগ্যের উদয় হইলে ত্রিগুণাত্মক কোন বিষয় ব্যবহারে চিত্তের তৃষ্ণা উদয় হয় না। এই জন্যই ভগবান্ মনোনিগ্রহের বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায়ের কথা উল্লেখ না করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই প্রধান বলিয়া বর্ণন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যঃ পুনরসংযতাত্মা তেন অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং অসংযত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোয়মসংযতাত্মা,

অসংযতাত্মনা যোগোদুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

তেনাসংযতাত্মনা যোগোদুষ্প্রাপোদুষ্প্রাপ্যইতি মে মতিঃ যস্ত পুনর্বশ্যাত্মা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যত্বমাপাদিত আত্মা মনোযস্ত সোয়ং বশ্যাত্মা তেন বশ্যাত্মনা তু যততা ভূয়োপি প্রযত্নং কুর্বতা শক্যোবাপ্তুং যোগ-উপায়তোযথোক্তাদুপায়াৎ॥ ৩৬॥

স্বামিকৃত টীকা। এতাবাংস্থিহ নিশ্চয়ইত্যাহ অসংযতেতি। উক্ত প্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্ত তেন যোগোদুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশোবশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্ত তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ॥৩৬

অসংযতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে এই রূপ যোগ দুষ্প্রাপ্য। কেবল যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তিনিই সদুপায় দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারেন॥ ৩৬॥

গীঃ সঃ। যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে আত্মাতে সংযত করিতে না পারেন, তাঁহার এ যোগসিদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়। বৈরাগ্যের পরিপাকদ্বারা যাঁহার চিত্ত বাসনা-বিমুক্ত হইয়াছে, তিনিই কেবল পুরুষার্থ সাধন দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। অনেক লোক বেদান্ত শাস্ত্রাদি পাঠানন্তর ব্রহ্ম তত্ত্ব বিদিত হইয়াও আলস্য বা অযত্ন বশতঃ ব্রহ্মানন্দ লাভে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদের মতে প্রারব্ধই বলবান্। "আমার প্রারব্ধ নাই, তাই হইলনা" এই বলিয়াই মনকে প্রবোধ দেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ চিরদিনই পুরুষার্থ সাধনের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন। সাংসারিক সুখ ও দুঃখ ভোগ শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফল স্বরূপ—প্রারব্ধজনিত বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রারব্ধে যাহা আছে তাহাই হইবে এই কথার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সকল কর্ম্মে (নিষ্কাম কর্ম্ম, ভগবদ্ভক্তি, তপ, যোগাদি) ভোগার্থ—অদৃষ্ট বিরচিত হয় না, তাহার উন্নতি পুরুষার্থ সাধন ব্যতীত প্রারব্ধের উপর নির্ভর করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। এ বিষয় যোগবাশিষ্ঠে ভূরি ভূরি

উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "উপায়তঃ" এই পদের দ্বারা ভগবান্ পুরুষার্থ সাধনের পরামর্শ দিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র যোগাভ্যাসাঙ্গীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তানি কর্ম্মাণি সংন্যস্তানি যোগসিদ্ধিফলঞ্চ মোক্ষসাধনং সম্যগ্দর্শনং ন প্রাপ্তমিতি যোগী যোগমার্গান্মরণকালে চলিতচিত্তইতি তস্য নাশমাশঙ্ক্যার্জ্জুনউবাচ অযতিরিতি। অযতিরপ্রযত্নবান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা যোগতোযোগাদন্তকালেপি চলিতং মানসং মনোযস্য সচলিতমানসোভ্রষ্টস্মৃতিঃ সোপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্দর্শনং কাং গতিং হে কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জ্জুন উবাচ অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেতএব যোগে প্রবৃত্তঃ ন তু মিথ্যাচারতয়া ততঃ পরন্ত্বযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ এবমভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও যোগ সাধনে বিশেষ যত্ন করেন নাই অথবা যোগ সাধন করিতে ২ চিত্ত চাঞ্চল্য দোষে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন? ॥ ৩৭ ॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে পরম যোগীদিগের যোগ সিদ্ধির কথা ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়াছে। এক্ষণে অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান আদি সাধনসম্পন্ন হইয়া শ্রোত্রিয়

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বেদান্ত বাক্য শ্রবণ মননাদি করিয়াও পরমায়ুর অল্পতা বশতঃ যদি যোগ সিদ্ধির সম্যক্ যত্ন করিতে অবকাশ না পান, অথবা চিত্তবৈকল্য বশতঃ যদি যোগভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ অপুনরাবৃত্তি ও অবিদ্যা বীজের বিনাশ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে বলিয়া বোধ হয় না। হে অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণ! তাঁহার তবে কি প্রকার গতি হইবে? ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ কিং নোভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাৎ যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ সন্ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি কিং বা ন নশ্যতি অপ্রতিষ্ঠোনিরাশ্রয়োহে মহাবাহো বিমূঢ়ঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে ॥৩৮॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি কচ্চিদিতি। কর্ম্মণামীশ্বরেঽর্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি এবমুভয়স্মাদ্ভ্রষ্ট অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে পথিমার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং ন নশ্যতি কিম্বা নশ্যতীত্যর্থঃ, নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাদভ্রান্তরমর্থপ্রাপ্তঃ তন্মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৩৮

হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞান-বিমূঢ় এবং কর্ম্ম ও উপাসনা এতদুভয় হইতেই ভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয়না? ॥ ৩৮ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ ভক্ত গণের বিঘ্ন বিপদ্ রাশি নিজ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ফল প্রদ মঙ্গলময় ভুজ বলে নিবারণ করিয়া থাকেন বলিয়া, অর্জ্জুন "হে মহাবাহো" এই সম্বোধন করিলেন। যিনি অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃযান মার্গে গমনের সাধন রূপ "কর্ম্মের" অনুষ্ঠান করেন না এবং দেবযান মার্গে গমনের সাধন রূপ "উপাসনা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ যোগ সাধন করিতে ২ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না, এই রূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়েরই ফল লাভে যিনি বঞ্চিত;

অপ্রতিষ্ঠোমহাবাহো! বিমূঢ়োব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

তিনি কি বায়ু বিতাড়িত ছিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ২ মেঘ খণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হয়েন না? ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতদিতি। এতন্মে মম সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমপনেতুমর্হসি অশেষতঃ ত্বদন্যঃ ত্বত্তোন্যঃ ঋষির্দ্দেবোবা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্য ন হি যস্মাদুপপদ্যতে ন সম্ভবতি অতস্ত্বমেব ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ। ৩৯

স্বামিকৃত টীকা। ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহোনিরসনীয়ঃ ত্বত্তোঽন্যস্ত এতৎসন্দেহনিবর্ত্তকোনাস্তীত্যাহ এতদিতি। এতৎ এতং ছেত্তানিবর্ত্তকঃ স্পষ্ট মন্যৎ ॥ ৩৯ ॥

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় তুমি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত করিয়া দাও। কেননা তুমি ভিন্ন আমার এ সংশয় আর কেহই ছেদন করিতে পারিবেনা॥ ৩৯ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন ভাবিলেন, ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমকৃপালু জগদ্গুরু আর কোথায় পাইব। অন্যঋষি বা দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার মনের বিকলতা বশতঃ অথবা প্রশ্ন করিবার ভাষার অপটুতা ও অপূর্ণতা জন্য যে সংশয় আমি ব্যক্ত করিতে পারিবনা, আমার মনের কথা মনেই রহিয়া যাইবে; সেই সকল কথার বিচার পূর্ব্বক সদুত্তর দান করা অন্তর্য্যামী ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারই সামর্থ্য নাই। তাই ভগবান্কে বলিলেন, তুমি ভিন্ন আমার এসংশয় আর কেহ দূর করিতে পারিবেনা ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পার্থেতি। হে পার্থ নৈব ইহ লোকে নামুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশস্তস্য বিদ্যতে নাস্তি নাশোনাম পূর্ব্বস্মাদ্ধীনজন্মপ্রাপ্তিঃ স তস্য যোগভ্রষ্টস্য নাস্তি, ন হি যস্মাৎ কারণাৎ কল্যাণকৃৎ শুভকৃৎ কশ্চি-

শ্রীভগবানুবাচ। পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি॥ ৪০॥

দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং হে তাত তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তাত উচ্যতে পিতৈব পুত্রোপি তাত উচ্যতে শিষ্যোপি পুত্রতুল্য উচ্যতে ধতোন গচ্ছতি॥ ৪০॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ॥ ইহ লোকে নাশ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যং অমুত্র পরলোকে নাশোনরক-প্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ, তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি॥ ৪০॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহ-লোক বা পরলোকে বিনষ্ট হন না, হে তাত! শাস্ত্র-বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিরই দুর্গতি হয় না॥ ৪০॥

গীঃ সঃ। যাহারা স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক কর্ম্ম বা উপাসনা পরিত্যাগ করে, তাহারা পিতৃযান বা দেবযানের অধিকারী নহে; তাহারা ইহ-লোকে নিন্দিত ও পরলোকে নিরয়গামী হয়। কিন্তু যোগিগণ শাস্ত্র-বিহিত ব্যবস্থানুসারেই যোগ সাধনার্থ কর্ম্ম ও উপাসনা মার্গ পরিত্যাগ করেন; শাস্ত্রবিহিত একটি মাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও যখন জীবের সদ্গতি হয়, তখন যে যোগী কার্য্যারম্ভ হইতে মরণ পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহার দুর্গতি হইবে কেন? শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মবিচার ও সন্ন্যাস, ইহার অন্যতর একটীরও সাধন করিলে জীবের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যোগী যখন এই চারিটিরই সাধন করিতে২ দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার যে কোন দুর্গতিই হইবে না তাহাতে সংশয় নাই। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে পরমগুরু জানিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, এই জন্য এই শ্লোকে জগদ্গুরু ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভ্রাতা বা সখা সম্বোধন না করিয়া শিষ্যের ন্যায় "হে তাত" এইরূপ বাৎসল্যভাবে সম্বোধন করিলেন॥ ৪০॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥৪১

শাঙ্করভাষ্যং। কিন্তু স্তু ভবতি প্রাপ্যেতি। যোগমার্গেষু প্রবৃত্তঃ সংন্যাসী সামর্থ্যাৎ প্রাপ্য গত্বা পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকাংস্তত্র চ উষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতীর্নিত্যাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্ তদ্ভোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাং শ্রীমতাং বিভূতিমতাং গেহে গৃহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহূন্ সংবৎসরানুষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি॥ ৪১॥

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোক লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন॥৪১॥

গীঃ সঃ। কোন কোন যোগী বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মনোবৈকল্য বশতঃ যোগভ্রষ্ট হয়েন; আর কেহবা অল্পকালে মৃত্যু সমাগম জন্য বিষয় বৈরাগ্য সত্ত্বেও যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ভগবান্ এই শ্লোকে প্রথম প্রকার যোগভ্রষ্টদিগের কিরূপ গতি হইবে তাহাই বলিতেছেন; তাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গের দ্বারা ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণে সম্বৎসরকাল তথায় বাস করেন; তথাকার ভোগাবসান হইলে পৃথিবীস্থ কোন পবিত্র রাজকুলে জনকাদি মহারাজার ন্যায় অথবা কোন ধনাঢ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। অসৎ বৃত্তিশীল ধনাঢ্যগণ সম্পত্তি পাইয়া অনেক দুষ্কার্য্য করিয়া থাকেন, এই জন্য যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেরূপ দুষ্টকুলে না জন্মিয়া সদাচারসম্পন্ন শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিয়া থাকেন॥ ৪১॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেতি। অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে ধীমতাং বুদ্ধিমতাং এতদ্ধি জ

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং ॥ ৪২ ॥

যদ্দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং দুঃখেন লভ্যতরং পূর্ব্বমপেক্ষ্য লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে যস্মাৎ ॥ ৪২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিবিশেষমুক্ত্বা চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে নতু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে, এতজ্জন্মেতি ঈদৃশং জন্ম এতদ্ধি লোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন; এরূপ জন্ম জগতে দুর্লভ ॥ ৪২

গীঃ সঃ। এই শ্লোকে ভগবান্ দ্বিতীয় প্রকার যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবে তাহাই ব্যাখ্যান করিতেছেন। তিনি মরণান্তে ক্ষণবিধ্বংশী স্বর্গসুখ বা পার্থিব ঐশ্বর্য্যসুখ রূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত হয়েন না; তাঁহার সাধন কালীন শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্য-সূত্র ব্রহ্মবেত্তা দরিদ্র যোগীর গৃহে তাঁহাকে আবির্ভূত করে। পৃথিবীতে যোগীর গৃহে জন্ম হওয়া বড়ই দুর্লভ। শ্রীমন্তের গৃহে জন্মাপেক্ষা যোগীর গৃহে জন্ম শ্রেষ্ঠতর। কেননা শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিলে উত্তম ভোজন, উত্তম বস্ত্রালঙ্কার, সুন্দরী স্ত্রী সমাগম ইত্যাদি চিত্ত বিক্ষেপকর অনেক কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যোগীর গৃহে সে সকল উপদ্রব নাই, কেবল কিরূপে ব্রহ্মলাভ হইবে, কিরূপে হারান ধন পুনর্লাভ হইবে তাহারই সদ্ব্যবস্থা হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্রেতি। তত্র যোগিনাং কুলে তং বুদ্ধিসংযোগং বুদ্ধ্যা সংযোগং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং যততে চ যত্নং করোতি ততস্তস্মাৎ পূর্ব্বকৃতাৎ সংস্কারাদ্ভূয়োবহুতরং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধিনিমিত্তং হে কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিমত আহ তত্রেতি সার্দ্ধেন। স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহভবং পৌর্ব্বদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততেচ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩॥

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন; এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন॥ ৪৩॥

গীঃ সঃ। মহারাজ কুরু ভারতবর্ষের অতিপবিত্র ও চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কুরুনন্দন বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক এই সঙ্কেত করিলেন যে, তুমিও যোগভ্রষ্ট, তুমি যত্ন করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। আমরা লোককে যে কুকর্ম্মে ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখি, তাহা লোকের কেবলমাত্র ইহজন্ম কৃত ইচ্ছার উচ্ছ্বাস নহে; তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুরূপ প্রবৃত্তিই এজন্মে সৎ বা অসৎ কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণা করে। মৃত্যু হইলে স্থূল দেহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনোময় সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। দেহ ধারণ কালে জীব কার্য্যক্ষেত্রে যে শুভ ও অশুভ সঙ্কল্প পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, সেই কর্ম্মফল গুলি সংস্কার স্বরূপে লিঙ্গশরীরকে বেষ্টন করিয়া ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট রচনা করে এই সংস্কারই পরজন্মের প্রবৃত্তিরাশির নিয়ন্তা। মনে কর তুমি কলিকাতা হইতে কাশী আসিতেছ—প্রথম দিন বাষ্পীয় যান হইতে বৈদ্যনাথ দর্শনার্থ অবতরণ করিলে; তৎপরদিন যখন কাশী আসিতে থাকিবে, তখন কি তুমি বৈদ্যনাথ হইতে যাত্রা না করিয়া আবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে পার? অর্থাৎ যতটুকু পথ আসিয়াছ তথা হইতেই চলিতে হইবে। সেইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরে যতটুকু সাধন করিয়া আসিয়াছেন, এজন্মে তাহারই পর হইতে সাধন আরম্ভ করিবেন; তাঁহাকে জ্ঞান সাধনের প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবেনা॥ ৪৩॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথন্তং পূর্ব্বদেহবুদ্ধি সংযোগং ইতি তদুচ্যতে পূর্ব্বোক্তি। যঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃতোঽভ্যাসঃ সপূর্ব্বাভ্যাসস্তেনৈব বলবতাহ্রিয়তে

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।

সংসিদ্ধৌ হি যস্মাদবশোপি সঃ যোগভ্রষ্টঃ, ন কৃতং চেৎ যোগাভ্যাসজাৎ সংস্কারাৎ বলবত্তরমধর্ম্মাদিলক্ষণং কর্ম্ম তদা যোগাভ্যাসজনিতেন সংস্কারেণাহ্রিয়তে ঽধর্ম্মশ্চেদ্বলবত্তরঃ কৃতস্তেন যোগজোপি সংস্কারোঽভিভূয়ত এব তৎক্ষয়ে তু যোগজঃ সংস্কারঃ স্বয়মেব কার্য্যমারভতে ন দীর্ঘকালস্থস্যাপি বিনাশস্তস্যাস্তীত্যতোজিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন্ যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সংন্যাসী যোগভ্রষ্টঃ সামর্থ্যাৎ সোপি শব্দব্রহ্মবেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানফলমতিবর্ত্ততে কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণমতিক্রামতি অপাকরিষ্যতি কিমুত বুদ্ধ্যা যো যোগং তন্নিষ্ঠোভ্যাসং কুর্য্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র হেতুঃ পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি সংক্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যত ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্পষ্টয়তি জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং ন তু প্রাপ্তযোগঃ এবম্ভূতোযোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্ যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে বেদোক্তকর্ম্ম ফলান্যতিক্রামতি তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যতইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্ম্মফলের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

গীঃ সঃ। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে কামিনী কাঞ্চন আদির অভাব বশতঃ তাঁহার জ্ঞানলাভের বিঘ্ন না হইতে পারে, কিন্তু যিনি আমোদপ্রমোদ ও উৎসব পূর্ণ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জ্ঞান লাভ করা সুদূরপরাহত। কেননা বিষয় রাশি তাঁহাকে ভোগাসক্ত করিয়া তুলে। অর্জ্জুনের মনোগত এই রূপ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, শ্রীমন্ত গৃহজাত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্ব জ্ঞানভ্যাসের সংস্কার এতই প্রবল ও তীব্র যে, বিষয় রাশি সম্মুখে আসিলেও পূর্ব্বসংস্কারের তীব্রতেজের

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

সম্মুখে ভোগবাসনারূপ তিমির রাশি কিছুতেই উপস্থিত হইতে পারেনা। বিনাযত্নে তাহার মন তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ধাবিত হইবে। বেদোক্ত কর্ম্মরাশির ফল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার অপরিমেয় পবিত্র বলকে অভিভূত করিতে পারেনা; তাই যোগীর পূর্ব্ব বাসনানুরূপ ভোগার্থ বিষয় উপস্থিত হইয়াও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সংস্কারকে অভিভূত করিতে পারেনা। অর্জ্জুনই ইহার সাক্ষী স্বরূপ। আজ কোথায় ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্য বীরদর্পে মহা সমরানল প্রজ্জলিত করিবেন, রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আজ কোথায় বৈরী শোণিতে অবগাহন করিবেন; তাহা না করিয়া বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিলেন। আজ তাঁহার পূর্ব্ব জ্ঞানসংস্কার ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাবে উত্তেজিত হওয়ায় তিনি ভগবানের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে যোগতত্ত্বজিজ্ঞাসা করিতেছেন। আজ সাম্রাজ্য সুখও অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞান-চিন্তাকে অভিভূত করিতে পারিতেছেনা ॥ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কুতশ্চ যোগিত্বং শ্রেয়ইতি প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাৎ প্রযতমানাদধিকতরং যতমানইত্যর্থঃ তত্র যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষো বিশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপোঽনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেনানেক জন্মকৃতেন সংসিদ্ধোনেক জন্ম সংসিদ্ধঃ ততো লব্ধসম্যগ্দর্শনঃ সন্ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং ॥ ৪৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানোযত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষোবিধূতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসূপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিম্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

যে যোগী পুরুষ পূর্ব্ব প্রযত্ন হইতেও অধিক প্রযত্ন করেন, এবং নিষ্পাপ হইয়া জন্মজন্মান্তরীয় পুণ্য ফলে এই রূপ জন্মগ্রহণ করেন, সাধন পরিপাকদ্বারা তিনি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥৪৫॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

গীঃ সঃ। জন্মে জন্মে পুণ্য করিতে করিতে জীবের পাপবাসনা বিনষ্ট হয়; তৎপরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত বিমল বুদ্ধির উদয় হয়, অতঃ পর তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তি হয়; এই যোগাভ্যাসক্রমে জীবের আত্মজ্ঞানের উদয় হয়; এই রূপে ক্রমে ২ সাধনার পরিপাক হইলে মুক্তি লাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোপি জ্ঞানমত্র শাস্ত্রার্থপাণ্ডিত্যং তদ্বদ্ভ্যোপি মতো-জ্ঞাতোঽধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি কর্ম্মিভ্যোঽগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তদ্বদ্ভ্যোঽধিকো-যোগী বিশিষ্টঃ তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তস্মাত্তপস্বিভ্য ইতি। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-তপোনিষ্ঠেভ্যোপি জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি, কর্ম্মিভ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদি-কর্ম্মকারিভ্যোঽপি যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ তস্মাত্ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

তত্ত্ববেত্তা যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এবং কর্ম্মীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

গীঃ সঃ। যাঁহারা কেবল কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোব্রত করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যেই ব্যস্ত, আর যে সকল জ্ঞানী আত্মাকে পরোক্ষ বোধ করেন তৎসমুদয় অপেক্ষা একমাত্র মুক্তিপিপাসু যোগী শ্রেষ্ঠ। কেননা তাদৃশ যোগী তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যোগিনামিতি। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং রুদ্রাদিধ্যা-

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

দিধ্যানপরাণাং মধ্যে মদ্গতেন ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেনান্তরাত্মনান্তঃ-করণেন শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানঃ সন্ ভজতে সেবতে যোমাং সমে মম যুক্ত-তমোঽতিশয়েন যুক্তোমতোঽভিপ্রেতইতি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরাণাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠইত্যাহ যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যোমাং পরমেশ্বরং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে সযোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠোমম সম্মতঃ অতোমদ্ভক্তোভবেতি ভাবঃ। আত্মযোগমবোচদ্ যোভক্তিযোগ-শিরোমণিং। তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিং ॥ ৪৭ ॥

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যোগীদিগের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া কেবল মাত্র আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন, তিনি সকল অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭ ॥

গীঃ সঃ। যিনি জন্মজন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ সাধন করিয়া সজ্জনসঙ্গ ও যোগাভ্যাস করিয়া ভগবদ্গত প্রাণ ও ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হয়েন, তিনিই অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ যোগী সকল সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি ভক্তিহীন হইয়া যোগাভ্যাস করে, সে বিশুষ্ক নীরস ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করে মাত্র। এই শ্লোকে ভগবান্ ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ এবং অর্জ্জুনকে ভক্তিযোগের নির্ম্মল পথের পথিক হইতে সঙ্কেত করিলেন।

ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ চিত্ত শুদ্ধির হেতুভূত কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিলেন; তদনন্তর কর্ম্মসন্ন্যাস এবং সাঙ্গোপাঙ্গ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপরে অর্জ্জুনের আক্ষেপ নিবারণ পূর্ব্বক মনোনিগ্রহের উপায় বলিয়াছেন। তদনন্তর যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পুরুষার্থশূন্যতায় সংশয় নিবারণ করিয়াছেন। এই সকল উপদেশ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড এবং "ত্বং" পদ নিরূপণ করিয়া প্রথম ছয় অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন। "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং" এই বচনে দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে যে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপ-
নিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগ—
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যাহা "তৎ" পদার্থ নিরূপণ করিবেন তাহারই সূচনা করিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য শ্রীযুক্ত চির-কুমার
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
ষষ্ঠ অধ্যায়
সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম ষট্ক বা
প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। ময্যাসক্তমনাঃ পার্থং যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মত ইতি প্রশ্নবীজমুপন্যস্য স্বয়মেব ঈদৃশং মদীয়ং তত্ত্বমেবং মদ্গতান্তরাত্মা স্যাদিত্যেতদ্বিবক্ষুর্ভগবানুবাচ ময়ীতি। ময়ি বক্ষ্যমাণবিশেষণে পরমেশ্বরে আসক্তং মনো যস্য স ময্যাসক্তমনাঃ হে পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মনঃসমাধানং কুর্ব্বন্ মদাশ্রয়োঽহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য স মদাশ্রয়ো যো হি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী ভবতি স তৎসাধনং কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি তপো দানং বা কিঞ্চিদাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে অয়ন্তু যোগী মামেবাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে হিত্বান্যৎ সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনাঃ ভবতি, যস্ত্বমেবম্ভূতঃ সন্ অসংশয়ং সমগ্রং সমস্তং বিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্নং মাং যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণৈবমেব ভগবানিতি তচ্ছৃণূচ্যমানং ময়া॥ ১॥

স্বামিকৃত টীকা। বিজ্ঞেয়মাত্মন স্তত্ত্বং সযোগং সমুদাহৃতং। ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং তত্র কীদৃশং ত্বস্ত ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমতিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ মদাশ্রয়োঽহমেবাশ্রয়ো যস্য অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্যস্যন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু। ১॥

ভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! তুমি আমাতে (পরমেশ্বরে) একান্ত আসক্তচিত্ত ও আমার নিতান্ত শরণাগত, অতএব পূর্ব্বোক্ত যোগাভ্যাস করিয়া তুমি নিঃসংশয় রূপে সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে (পরমেশ্বরকে) কি প্রকারে বিদিত হইবে তাহা শ্রবণ কর॥ ১॥

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

গীঃ সঃ। গীতার প্রথম ষট্‌কে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস রূপ সাধনের বিষয় বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে; উহারই মধ্যে যোগ ও "ত্বং" পদের লক্ষ্য স্বরূপ জ্ঞেয় বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় [মধ্য] ষট্‌কে ভগবান্ ধ্যেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদন পূর্ব্বক "তৎ" পদার্থের লক্ষ্য স্বরূপ পরমাত্মার ব্যাখ্যা করিবেন। ভগবান্ ইতিপূর্ব্বে যে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমে যুক্ততমোমতঃ" শ্লোকে যে ভগবদ্ভক্তিমার্গের সূচনা করিয়াছেন, সপ্তমাধ্যায়ে তাহারই বিশেষ রূপ ব্যাখ্যা করিবেন। ভগবানের কি প্রকার স্বরূপের আরাধনা করিতে হইবে, কি প্রকারে তাহাতে মন সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, অর্জ্জুন একথা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তের প্রাণসখা কৃপালু ভগবান্ তাঁহার মনোগত ভাব জানিয়াই এতৎ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতেছেন।

ভৃত্য প্রভুর আশ্রিত হইয়াও তাঁহাতে আসক্ত না হইয়া স্ত্রী পুত্রাদিতেই আসক্ত হয়, কিন্তু অর্জ্জুনকে আশ্রিত ও আসক্ত উভয়তঃ অনুগত জানিয়াই কৃপা ও প্রেমের বশীভূত হইয়া ভগবান্ কহিতেছেন, যে আমার পূর্ব্বোক্ত মনোনিরোধাদি যোগ কৌশলের কথা শুনিয়াছ, কিন্তু তদভ্যাসের কোন প্রকার অঙ্গ ভঙ্গ হইলে হয় তো পরমাত্মাকে নাও জানিতে পার, কিন্তু যে উপায়ে সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে "নিঃসংশয়" জানিতে পারিবে, তাহা তোমাকে কহিতেছি; শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং তচ্চ মদ্বিষয়ং জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং তে তুভ্যমহং সবিজ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তমিদং বক্ষ্যামি কথয়িষ্যাম্যশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন, তজ্‌জ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতুরভিমুখীকরণায় যৎ জ্ঞাত্বা যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ঃ পুনঃ জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনমবশিষ্যতে নাবশেষোভবতীতি তত্ত্বজ্ঞেয়ঃ স সর্ব্বজ্ঞোভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বক্ষ্যমানং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবস্তৎ সহিতমিদং মদ্বিষয় মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি তদৈব কৃতার্থোভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞানন্তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

আমি তোমাকে যে সাধন ফলাদি সহিত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলিতেছি, সেই চৈতন্য রূপ জ্ঞানকে বিদিত হইলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবেনা ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপ, এইরূপ বুঝিতে পারার নাম "জ্ঞান," এবং শ্রবণ মননবিচারাদি দ্বারা আত্মাতে পরমাত্মাকে অনুভব করার নাম "বিজ্ঞান"। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা কিরূপে করিতে হয়, ও তত্ত্বাবতের ফলই বা কিরূপ, তাহা সমস্তই ভগবান্ বলিবেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এই জন্য অর্জ্জুনের জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই তিনি উপেক্ষা করিবেন না। জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম বস্তুকে বুঝিলে ও বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিলে আর জীবের জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অতোবিশিষ্টফলত্বাৎ দুর্লভতরং জ্ঞানং কথমিত্যুচ্যতে মনুষ্যাণামিতি। মনুষ্যাণাং মধ্যে সহস্রেষ্বনেকেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থং যততি প্রযত্নং করোতি তেষাং যততামপি সিদ্ধানাং সিদ্ধাএব হি তে যে মোক্ষায় মোক্ষমার্গে যতন্তে তেষাং কশ্চিদেব মাং বেত্তি তত্ত্বতো-যথাবৎ ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেব নাস্তি মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেব নাস্তি মনুষ্যাণাস্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব পুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে, প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহস্রেষু প্রাক্তনপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎ প্রসাদেন তত্ত্বতোবেত্তি, তদেবমতিদুর্লভ-মপ্যাত্মতত্ত্বং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন হয় তো জ্ঞান-লাভের জন্য যত্ন করে, আর তাদৃশ সহস্র ২ প্রযত্নকারীর মধ্যে কেহ হয়তো আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপতত্ত্ব বিদিত হয় ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জ ফলে জীব মনুষ্য দেহ লাভ করে, তন্মধ্যে যোগাধিকারী দ্বিজদেহ লাভ করা আবার সকলের সম্ভব নহে, দ্বিজ হইলেও সকলেই যে বিবেকী ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইবে, তাহারও নিশ্চিততা নাই। এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যে কর্ম্ম ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের অধিকারী অতি বিরল, আবার অনুষ্ঠান করিতে করিতেও বিপুল বিঘ্ন বশাৎ অনেকেই আত্মাকে জানিতেও পারে না। পাছে অর্জ্জুনের এরূপ আশঙ্কা হয়, যে দেব, দানব, মানব, গন্ধর্ব্বাদি সকলেই তো রামকৃষ্ণাদি রূপী ভগবান্‌কে বিদিত আছে, তবে "সহস্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি" এরূপ বলিলেন কেন? এই সংশয় পরিহার করিবার জন্যই ভগবান্ "তত্ত্বতঃ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবান্‌কে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী রামকৃষ্ণ আদি রূপে তাঁহাকে অনেকে জানিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তো তাঁহার নিত্য সিদ্ধ স্বরূপ নহে [এতাবৎ নিজ মায়াকল্পিত বিগ্রহ মাত্র।] তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে হইলে গুরুর নিকট মহাবাক্যাদির উপদেশ না পাইলে উপায় নাই। এই জন্য অতি অল্প মনুষ্যই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অতঃ শ্রোতারং প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ ভূমিরিতি। ভূমিরিতি পৃথিবীতন্মাত্রমুচ্যতে ন স্থূলা ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেতি বচনাৎ তথাবাদয়োপি তন্মাত্রাণ্যেবোচ্যন্তে আপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোমনইতি মনসঃ কারণমহঙ্কারোগৃহ্যতে বুদ্ধিরিত্যহঙ্কারকারণং মহত্তত্ত্বং অহঙ্কারইত্যবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তং যথা বিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে এবমহঙ্কারবাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহঙ্কারইত্যুচ্যতে প্রবর্ত্তকত্বাদহঙ্কারস্য-

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥

হঙ্কারএব হি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে ইতীয়ং যথোক্তা প্রকৃতির্মে মমৈশ্বরী মায়া শক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা॥ ৪॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেনেশ্বরতত্ত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতি-দ্বয়মাহ ভূমিরিতি দ্বাভ্যাং। ভূম্যাদীনি পঞ্চ ভূতসূক্ষ্মাণি মনঃশব্দেন তৎ-কারণ ভূতোঽহঙ্কারঃ বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বং অহঙ্কারশব্দেন তৎ-কারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে. অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারস্তেনৈব তৎকার্য্যাণীন্দ্রিয়া-ণ্যপি গৃহ্যন্তে বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্ত-স্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা চতুর্বিংশতি ভেদ ভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাব বিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তং, তথা চ ক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাইতি॥ ৪॥

পৃথিবী, জল. তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আমার (পরমেশ্বরের) প্রকৃতি এই অষ্টবিধ॥৪॥

গীঃ সঃ। সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত এই অষ্টবিধ প্রকৃতি। এই অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার একত্র গণনায় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কথিত হয়। পৃথিব্যাদি ভূতের উল্লেখ করিয়াও ভগ-বান্ এ শ্লোকে তন্মাত্রাকে [গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ] লক্ষ্য করিয়াছেন। মন অব্যক্ত বোধক এবং বুদ্ধি ও অহঙ্কার স্বনাম প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশক। বেদান্ত মতে বুদ্ধি ঐশী মায়ার পরিণাম " ঈক্ষণ " এবং অহঙ্কার " সঙ্কল্প " রূপে কথিত হইয়াছে॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যং। অপরেতি। অপরা ন পরা নিকৃষ্টাশুদ্ধানর্থকরী সংসার-রূপা বন্ধনাত্মিকেয়মিতোঽন্যাযথোক্তায়াস্তু অন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমা-ত্মভূতাং বিদ্ধি মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণ-

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

নিমিত্তভূতাং হে মহাবাহো যয়া প্রকৃত্যা ইদং ধার্যাতে জগদন্তঃপ্রবিষ্টয়া॥৫

স্বামিকৃত টীকা। অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং জানীহি, পরত্বে হেতুঃ যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতি অপরা বলিয়া কথিত হয়, হে মহাবাহো! এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন যে জীবরূপ পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি বিদিত হও ॥ ৫ ॥

গীঃ সঃ। অপরা প্রকৃতি জড়ত্ব, পরাধীনত্ব ও সংসার বন্ধন কারিত্ব দোষ জন্য নিকৃষ্ট ও ক্ষেত্র স্বরূপ এবং চেতন জীবাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ পরা প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ। চেতন প্রকৃতিই অচেতন প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জীব-চৈতন্যকে জানিতে পারিলে পরমাত্মাকে বিদিত হওয়া যায়। শ্রুতিও বলিতেছেন—

"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" আমি (পরমাত্মা) জীবে প্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপ জগৎ প্রকাশিত করি। চেতন প্রকৃতিই [পরা] অচেতন প্রকৃতির [অপরার] আধার ভূমি। অপরা প্রকৃতি বা জড় তত্ত্ববাদ লইয়া চিন্তা করিলে মানব বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয় ও পরা প্রকৃতি বা চেতন প্রকৃতিকে বিদিত হইলে জীব মায়ামুক্ত হয়॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতদিতি। এতদ্‌যোনীন্যেতে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী যেষাং ভূতানাং তান্যেতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যেবমুপধারয় জানীহি যস্মান্মম প্রকৃতির্যোনিঃ কারণং সর্ব্বভূতানাং অতোঽহং কৃৎস্নস্য সমস্তস্য জগতঃ প্রভবঃ উৎপত্তিঃ প্রলয়োবিনাশস্তথা প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরোজগতঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

স্বামিকৃত টীকা। অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ এতদিতি। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব, তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি, তে চ মদীয়ে প্রকৃতী মত্তঃ সংভূতে অতোহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরমকারণমহমিত্যর্থঃ, তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ॥ ৬॥

সমস্ত ভূতই এই প্রকৃতি দ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ আমিই॥ ৬॥

গীঃ সঃ। পরা প্রকৃতি জন্য জীব ভোক্তারূপে ও অপরা প্রকৃতি জন্য জড় দেহ ভোগভূমি রূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল প্রকৃতির গুণেই যে জগৎ উৎপত্তি ও লয় হয়, তাহা নহে, ভগবানের সত্তাই তাহার মূলীভূত কারণ। তাঁহারই প্রকৃতি যোগে তিনিই জগদুৎপত্তি বিনাশের হেতুভূত হইয়া তিনিই মায়িক জগতে মায়ালীলা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই তদাত্মক॥ ৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাদেতত্তঃ মত্তঃ ইতি। মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরং অন্যৎ কারণান্তরং কিঞ্চিন্নাস্তি ন বিদ্যতে অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ হে ধনঞ্জয় যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতমনুস্যূতমনুগতমনুবিদ্ধং গ্রথিতমিত্যর্থঃ দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ সূত্রে চ মণিগণাইব॥ ৭॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তস্মান্মত্তইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতু-

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭ ॥

রণ্যহমেবেত্যাহ মত্তীতি ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিত-মিত্যর্থঃ, দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে কোন পদার্থই পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নহে। মণি সমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সকল পদার্থই আমাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে.॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। মায়ার অধিষ্ঠান ভূত একমাত্র সত্তা স্বরূপ চিদ্ঘনানন্দ পরমাত্মা ভিন্ন নিত্য সত্য বিদ্যমান্ পদার্থ আর কিছুই নাই। স্বপ্নকালে মনুষ্য যাহা কিছু দেখে বস্তুতঃ স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং ভিন্ন স্বপ্নদৃষ্ট কোন বস্তু-কেই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেনা। পরমাত্মারই--প্রকাশ—স্ফুরণেই জগতের অস্তিত্ব ও প্রকাশ। মণিমালার দৃষ্টান্তে ভগ-বান্ সূত্র রূপে ও জগৎ মণি রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন ২ টীকাকার এই আভাসে সূত্র হইতে মণির ভিন্ন অস্তিত্বের ন্যায় ভগবান্ হইতে জগতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা হইলে ভগবানের "সর্ব্ব-ময়ত্বে" দোষ স্পর্শ করে। মণিমালার দৃষ্টান্তের স্বরূপার্থ এই—হিরণ্যগর্ভ রূপ স্বপ্নদ্রষ্টা তৈজস আত্মার নাম "সূত্র"। স্বপ্নে যদি মণি সমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা যেমন ঐ সূত্রাত্মাতেই প্রতিবিম্বিত, প্রকাশিত ও স্বতন্ত্র বলিয়া তখন বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ স্বপ্নদ্রষ্টা সূত্রাত্মাই সত্য ও মণি মিথ্যা, সেইরূপ এই জগৎ—পদার্থ সূত্রাবলম্বী মণি সমূহের ন্যায় সর্ব্বেব অসৎ ও ভগবানের লীলাময়ী মায়ার বিকাশ মাত্র। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে ভগবানই কারণ ও কার্য্য রূপে সংস্থিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোত-মিত্যুচ্যতে রসইতি। রসোহমপাং বঃ সারঃ রসস্তস্মিন্ রসভূতে ময্যাপঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ এবং সর্ব্বত্র যথাহমপ্সু রসএবং প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ প্রণবঃ ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদেষু তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতাঃ

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় ! প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ তস্মিন্ ময়ি খং প্রোতং তথা পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ পৌরুষং যতঃ পুংবুদ্ধিঃ নৃষু তস্মিন্ ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ ॥৮

স্বামিকৃত টীকা। জগৎস্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্র স্বরূপয়া বিভূত্যা আশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, অন্যত্রাপ্যেবং দ্রষ্টব্যং সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূত ওঙ্কারোঽস্মি. খে আকাশে শব্দঃ শব্দ-তন্মাত্ররূপোঽস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি উদ্যমে হি পুরুষা-স্তিষ্ঠন্তি ॥ ৮ ॥

জল মধ্যে রস রূপে ও চন্দ্রসূর্য্যে প্রভারূপে আমিই বিরাজ করি। বেদের মূল স্বরূপ প্রণব (ওঁ) আমি, আকাশের শব্দ রূপে আমি ও আমিই পুরুষের পৌরুষ-তেজ স্বরূপে বিদ্যমান থাকি ॥ ৮ ॥

গীঃ সঃ। এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বত্র পরমাত্মদৃষ্টি করিবার ইঙ্গিত করিতেছেন। যেখানে দেখ, সেই স্থানেই, ও যাহা দেখ তাহাই ভগবৎ-সত্তা ভিন্ন কিছুই নাই। রসই জলের মূলতত্ত্ব তন্মাত্রা ও রসই জলের সার, ভগবান্ বলিলেন, উহা আমিই। প্রভাই চন্দ্রসূর্য্যের সার ও প্রভাই উহাদের মূল তত্ত্ব, তাহাও ভগবৎ-সত্তা। আকাশের তন্মাত্রা শব্দ এবং শব্দই আকাশের সার, উহাও ভগবৎ সত্তারই স্ফুরণ। ওঁকারই বেদ সমূহের মূল, ওঁকার ব্যতীত বেদের কোন মন্ত্রেরই শক্তি থাকেনা, সেই ওঁকার রূপী তিনিই এবং মনুষ্য পৌরুষ তেজের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, ভগবান্ই সেই সর্ব্বকার্য্য মূলাধার তেজরূপে বিদ্যমান। অর্থাৎ সর্ব্বথা পরমাত্মসত্তারই বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৮ ॥

পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

শাঙ্করভাষ্যং। পুণ্যইতি। পুণ্যঃ সুরভিগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চাহং তস্মিন্ ময়ি গন্ধভূতে পৃথিবী প্রোতা পুণ্যত্বং গন্ধস্য স্বভাবত এব পৃথিব্যাং দর্শিতমব্বাদিষু রসাদেঃ পুণ্যত্বোপলক্ষণার্থমপুণ্যত্বন্তু গন্ধাদীনামবিদ্যাধর্ম্মাদ্যপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেষসংসর্গনিমিত্তং ভবতি তেজোদীপ্তিশ্চাস্মি বিভাবসাবগ্নৌ তথা জীবনং সর্ব্বভূতেষু যেন জীবন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি তজ্জীবনং তপশ্চাস্মি তপস্বিষু তস্মিন্ তপসি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ॥ ৯॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ পুণ্যইতি। পুণ্যোঽবিকৃতোগন্ধো গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ, যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যোগন্ধইত্যুক্তং তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজো দুঃসহা দীপ্তিস্তদহং, সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বান প্রস্থাদিষু দ্বন্দ্ব সহনরূপং তপোঽস্মি॥ ৯॥

আমিই পৃথিবীর পুণ্য পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজরূপে আমিই দেদীপ্যমান, সর্ব্বভূতের জীবনও আমি, এবং তপস্বীদিগের তপঃ স্বরূপে আমিই স্থিতি করিয়া থাকি॥ ৯॥

গীঃ সঃ। পৃথিবীর তন্মাত্রা গন্ধই মূল ও সার; গন্ধ মৌলিকাবস্থায় সুরভি পবিত্রই থাকে, প্রকৃতির জড় বিকার দোষে উহা ক্রমশঃ দূষিত হইয়া আসে। ভগবান্ বলিলেন যে, পৃথিবীর সার সর্ব্বস্ব পবিত্র গন্ধ রূপে আমিই বিরাজমান। "পৃথিব্যাঞ্চ" এই পদান্তস্থ "চকার" গন্ধের পবিত্রতার ন্যায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসেরও পুণ্য পবিত্রতার সূচনা করিতেছে অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই মূল, সার ও পবিত্রতা স্বরূপ তিনিই। অগ্নির যে তেজে সমস্ত দগ্ধ হয়, প্রকাশিত হয়, লোক উত্তপ্ত হয় ও পদার্থসমূহ উজ্জ্বল হয়, সে তেজ ভগবানেরই সত্তা। "তেজশ্চ" এই পদের চকার দ্বারা ভগবান্ উষ্ণতা উপশম করিবার বায়ুর শীতল স্পর্শ শক্তিও যে তাঁহারই সত্তা, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জীবের জীবনীশক্তি, পরমায়ু, জীবন রক্ষক অন্নাদি সমস্তই ভগবানের বিভূতি। আবার তপস্বীগণ যে তপস্তেজে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু

জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং।

হয়েন সে পবিত্র তপস্তেজও ভগবানের দিব্য বিভূতি স্বরূপ। "তপশ্চ" পদাস্তস্থ চকার দ্বারা অন্তর নিগ্রহশীল যোগী দিগের যোগ শক্তি যে তিনিই, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহ্য নিগ্রহ করিবার সমস্ত শক্তিই তিনি ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। বীজমিতি। বীজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সর্ব্বভূতানাং হে পার্থ সনাতনং চিরন্তনং কিঞ্চ বুদ্ধির্বিবেকশক্তিরন্তঃকরণস্ত বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তিমতামস্মি তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং তদ্বতাং তেজস্বিনামহং ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ বীজমিতি সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং সনাতনং নিত্যং উত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেম্বনুস্যূতং তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি নতু প্রকৃতিব্যক্তিরিব নশ্বৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহমস্মি তেজস্বিনাং প্রগল্‌ভানাং তেজঃপ্রাগল্‌ভ্যমহং ॥ ১০ ॥

হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের মূল বীজ বলিয়া অবগত হও। আমিই বুদ্ধিমান্ দিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ সকল পদার্থেরই বীজস্বরূপ। অন্যান্য বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, ভগবদ্‌বীজ সেরূপ নহে। এতদ্বীজ হইতে স্ফুরিত ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষই কালে বিনষ্ট হয় কিন্তু বীজভূত ভগবান্ স্বরূপাবস্থাতেই থাকেন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ আদির উৎপত্তি প্রকরণ যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে; তথায় আকাশ রূপী তিনি. বায়ু রূপী তিনিই, এই রূপ বুঝিতে হইবে। যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি বলে বুদ্ধিমান্ গণ বস্তু বিচার করিয়া থাকেন, সে বুদ্ধিও তিনি এবং যে তেজের গুণে তেজস্বীগণ লোকের বল খর্ব্ব করিয়া

বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং ॥ ১০ ॥
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতং।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

াকেন, সে তেজও ভগবদ্বিভূতি ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। বলমিতি। বলং সামর্থ্যমোজোবলবতামহং তচ্চ লং কামরাগবর্জ্জিতং কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ কামস্তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু রাগোরঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জ্জিতং দেহাদিধারণমাত্রার্থং বলং সত্ত্বমহমস্মি ন তু যৎ সংসারিণাং তৃষ্ণা রাগকারণং কিঞ্চ ধর্ম্মাবিরুদ্ধোধর্ম্মেণ শাস্ত্রার্থেন অবিরুদ্ধো যঃ প্রাণিষু ভূতেষু কামোযথা দেহধারণমাত্রাদ্যর্থোঽশনপানাদিবিষয়ঃ কামোঽস্মি হে ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তেষু বস্তুষভিলাষো-রাজসঃ রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাপর্য্যায়স্তামসস্তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বলবতাং বলমস্মি সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থং, ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি ॥ ১১ ॥

বলবান্‌দিগের কাম রাগ রহিত বল আমিই এবং সমস্ত প্রাণীর ধর্ম্মের অবিরোধী কামও আমিই ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তীচ্ছার নাম কাম, এবং প্রাপ্ত বিষয়ের নশ্বরত্ব সত্ত্বেও তাহার রঞ্জকত্বে বিমোহিত হইয়া তাহার চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস পূর্ব্বক তাহাতে ভালবাসা বৃত্তির নাম রাগ। মানবের যে বল এই রাগ কামাদি মালিন্য শূন্য—পবিত্র ও যে বলে স্বধর্ম্মসাধনাদি জন্য মনুষ্য শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা ভগবানেরই সত্তা। আবার ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত যে কামচেষ্টা দ্বারা পুত্রদারাদির রক্ষা হয়, তাহাও ভগবানের সত্তা, অথবা যে কাম বৃত্তি নিজ ধর্ম্মপত্নীতে মাত্র উপগত করায়, তাহাও ভগবানের স্বরূপ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চৈব সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনির্বৃত্তাঃ

যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

ভাবাঃ পদার্থাঃ রাজসাঃ রজোনির্বৃত্তাস্তামসাস্তমোনির্বৃত্তাশ্চ যে কেচিৎ প্রাণিনঃ স্বকর্ম্মবশাৎ জায়ন্তে ভাবাঃ তান্ মত্তএব জায়মানানিত্যেবং বিদ্ধি সর্ব্বান্ সমস্তানেব যদ্যপি তে মত্তোজায়ন্তে তথাপি ন ত্বহং তেষু তদধীনস্তদ্বশোযথা সংসারিণস্তে পুনর্ম্ময়ি মদ্বশা মদধীনাঃ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ, তামসাশ্চ যে শোকমোহাদয়ঃ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে তান্ সর্ব্বান্ মত্তএব জাতান্ বিদ্ধি মদীয় প্রকৃতিগুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ, এবমপি তেষ্বহং ন বর্ত্তে জীববত্তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ, তে তু মদধীনাঃ সন্তোময়ি বর্ত্তন্তইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎসমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আমি তদ্ভাবতের অধীন নহি, তাহারাই আমাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

গীঃ সঃ। শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষদর্পাদি রাজস ভাব, ও শোক মোহাদি তামস ভাব লোকের কর্ম্ম গুণে প্রকাশিত হইলেও, বস্তুতঃ এ সমস্ত ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা সত্ত্বগুণ-প্রধান ঋষি; ব্রাহ্মণ, শকরাদি, রজঃ প্রধান গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ক্ষত্রিয়াদি, তমঃ প্রধান রাক্ষস, ক্রব্যাদ, শূদ্র, গৃঞ্জন আদি ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তিনি সেই জড়পদার্থাদির অধীন নহেন; অর্থাৎ তত্তাবতে তাঁহার প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। যেমন সর্পবুদ্ধি রজ্জুতেই আরোপিত হইলে রজ্জু সর্পত্ব বিকারদোষে দূষিত হয়না, তদ্রূপ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তিনি নির্ব্বিকারই থাকেন ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবম্ভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বভূতাত্মানং নির্গুণং সংসারদোষবীজ প্ররোহকারণং মাং নাভিজানাতি জগদিত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্ তচ্চ কিং নিমিত্তং জগতোঽজ্ঞান-

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং ॥১৩॥

মুচ্যতে ত্রিভিরিতি। ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈর্গুণবিকারৈঃ রাগদ্বেষমোহাদিপ্রকারৈর্ভাবৈঃ পদার্থৈরেভির্যথোক্তৈঃ সর্ব্বমিদং প্রাণিজাতং জগৎ মোহিতমবিবেকতামাপাদিতং সৎ নাভিজানাতি মামেভ্যো যথোক্তেভ্যো গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণঞ্চাব্যয়ং ব্যয়রহিতং জন্মাদিসর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবম্ভূতমীশ্বরং ত্বাময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যত আহ ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ অতো মাং নাভিজানাতি, কথম্ভূতং এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং এভিরস্পৃষ্টং এতেষাং নিয়ন্তারং, অত এবাব্যয়ং নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে! আমাকে তুমি এতাবতের অতীত ও অব্যয় বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, স্বতন্ত্র, তবে এই মিথ্যা অজ্ঞানময় জগৎ কিরূপে তাঁহার বিজৃম্ভন হইল? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন—জীব ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত ও আত্মানাত্ম বিবেক বিহীন হইয়া আমাকে জানিতে পারে না। যেমন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তীব্র তেজের দিকে তাকাইলে লোক তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়, প্রকৃত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ত্রিগুণ ব্যাপারে বিমোহিত হইয়া জীব, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই গুণের প্রকাশ হইয়াছে, সেই ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিতে পারে না। তিনি ত্রিগুণের অতীত ও ত্রিগুণের অধিষ্ঠানভূত। তিনি জীবের আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি নিকট হইতেও অতি নিকটে আছেন, কিন্তু জীব মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। যেমন স্বর্ণ কুণ্ডলে "কুণ্ডল" দৃষ্টি সত্ত্বে "স্বর্ণ" দৃষ্টি হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে অবভাসিত ত্রিগুণময়ী "মায়া" দৃষ্টি সত্ত্বে "ব্রহ্মদৃষ্টি" হয় না ॥ ১৩ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫॥

গীঃ সঃ। সকল মনুষ্যই কি তবে মায়ামুক্ত হইতে পারে? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যে যাহারা পাপাসক্ত ও মলিন কার্য্যেই যাহাদের রতি মতি, তাহারা অতি নরাধম, তাহারা আমার উপাসনা করেনা; কেননা তাহারা নিজ ২ ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে অসমর্থ ও নিতান্ত মূঢ়। তাহাদের বিবেকবুদ্ধি অবিদ্যাদোষে দূষিত হওয়ায়, চিত্তবৃত্তি দম্ভদর্পে উন্মত্ত ও প্রকৃতি আসুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সংসার-সুখভোগেই আসক্ত; সংসার ছাড়িয়া তাহারা আমাকে প্রেম করিতে চাহে না॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে পুনর্নরোত্তমাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ চতুর্ব্বিধেতি। চতুর্ব্বিধাশ্চতুঃপ্রকারা ভজন্তে সেবন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণো হে অর্জ্জুন আর্ত্তঃ আর্ত্তিপরিগৃহীতঃ তস্করঃ ব্যাঘ্ররোগাদিনা অভিভূতঃ অভিভবং আপন্নোজিজ্ঞাসুর্ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যোর্থার্থী ধনকামো জ্ঞানী বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ হে ভরতর্ষভ॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা। সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্বিধাইত্যাহ চতুর্ব্বিধাইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি তে চতুর্বিধাঃ, আর্ত্তোরোগাদ্যাভিভূতঃ স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতা ভজনেন সংসরতি এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যং জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ, অর্থার্থী অত্র পরত্র চ ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ॥ ১৬॥

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই আমার ভজনা করে॥১৬॥

গীঃ সঃ। সকাম ও নিষ্কাম ভেদে ভগবদ্ভক্ত গণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ ভক্ত সকাম ও জ্ঞানী নিষ্কাম। ভয়ে ভীত হইয়া—বিপদে পড়িয়া রক্ষা লাভের জন্য যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি আর্ত্তভক্ত। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহারা ভগবদারাধনা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসু। যাঁহারা ধন-

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

প্রাপ্তির বা সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারা অর্থার্থী। যিনি ভোগত্যাগী—ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত, সেই স্বাত্মানন্দ পুরুষই জ্ঞানী ভক্ত। অর্জ্জুনকে ভগবান্ "ভরতর্ষভ" সম্বোধন দ্বারা সনক, শুক, প্রহ্লাদ, নারদাদির ন্যায় জ্ঞানীভক্ত মধ্যে গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত সুকৃতিমান্ পুরুষ ব্যতীত কেহই এতচ্চতুর্ব্বিধ ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেনা ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তেষামিতি। তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্ববিত্ত্বান্নিত্যযুক্তোভবত্যেকভক্তিশ্চান্যস্য ভজনীয়স্যাদর্শনাদতঃ স একভক্তির্বিশিষ্যতে বিশেষমাধিক্যমাপদ্যতে . অতিরিচ্যতইত্যর্থঃ প্রিয়োহি যস্মাদহমাত্মা জ্ঞানিনোঽতস্তস্যাহমত্যর্থং প্রিয়ঃ প্রসিদ্ধং হি লোকে আত্মা প্রিয়োভবতি ইতি তস্মাৎ জ্ঞানিনআত্মত্বাদ্বাসুদেবঃ প্রিয়োভবতীত্যর্থঃ সচ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্যাত্মৈবেতি মমাত্যর্থং প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ তত্র হেতবঃ নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ জ্ঞানিনোদেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্যস্য, অতএব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ সচ মম, তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তমঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই পরম উৎকৃষ্ট; কেননা আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় ও জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। যিনি সর্ব্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন, যিনি সদাই ব্রহ্মভাবে সমাহিত, তিনিই নিত্যযুক্ত, তিনিই একমাত্র পরমাত্মানুরক্ত। যিনি ভগবান্‌কে ভিন্ন আর কিছু দেখেন না—আর কিছু জানেন না—আর কিছু ভাবেন না, অর্থাৎ ভগবান্ ভিন্ন যাঁহার আর কিছুই দ্রষ্টব্য,

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মমপ্রিয়ঃ ॥ ১৭॥

জ্ঞাতব্য ও ধ্যাতব্য আছে বলিয়া আদৌ অনুভবই হয়না, ভগবান্ তাঁহার অতিশয় প্রিয়, এবং তিনিও ভগবানের পরম প্রীতির আস্পদ। আর্ত্ত ভক্ত পীড়ামুক্তির জন্য সূর্য্যের উপাসনা করে, জিজ্ঞাসু ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সরস্বতীর আরাধনা করে, অর্থার্থী ভক্ত অর্থ ও সিদ্ধির লাভের জন্য কুবের আদি নানাদেবতার আরাধনা করে, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সকল-অবস্থাতেই আমারই আরাধনা করেন। জ্ঞানী ভক্ত আমাকে ভিন্ন আর কোন কিছুতেই মনোভিনিবেশ করেন না ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ন তর্হি আর্ত্তাদয়স্ত্রয়োবাসুদেবস্যাপ্রিয়াঃ, ন, কিং তর্হি উদারাইতি। উদারা উৎকৃষ্টাঃ সর্ব্ব এবৈতে ত্রয়োপি মম প্রিয়া এবে ত্যর্থঃ ন হি কশ্চিন্মদ্ভক্তোমম বাসুদেবস্যাপ্রিয়োভবতীতি জ্ঞানী ত্বত্যর্থং প্রিয়োভবতীতি বিশেষঃ তৎ কস্মাদিত্যাহ জ্ঞানী ত্বাত্মৈব নান্যোমতইতি মে মম মতং নিশ্চয় আস্থিতআরোঢ়ুং প্রবৃত্তঃ সচ জ্ঞানী হি যস্মাদহমেব ভগবান্ বাসুদেবোনান্যোস্মীত্যেবং যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সন্ মামেব পরং ব্রহ্ম গন্তব্যমনুত্তমাং গতিং গন্তুং প্রবৃত্তইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি ইতরে ত্রয়স্তদ্ভক্তাঃ কিং সংসরন্তি নহি নহী-ত্যাহ উদারাইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারামহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ, হি যস্মাৎ সজ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ নবিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিতআশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যতইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

উক্ত চারি প্রকার ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মার স্বরূপ; জ্ঞানী সদাই আমাতে সমা-হিত থাকেন ও আমা ভিন্ন উৎকৃষ্ট ফল কামনা তাঁহার নাই ॥ ১৮ ॥

গীঃ সঃ। যাহারা অভক্ত, তদপেক্ষা ভগবানের ত্রিবিধ সকাম ভক্ত শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁহাদের জন্ম জন্মার্জ্জিত পুণ্য না থাকিলে ভগবানের

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাঙ্গতিং ॥ ১৮ ॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

প্রতি তাঁহাদের মতি গতি হইত না। যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে যেরূপ প্রীতি করে, তিনিও তাহার প্রতি তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সকাম ব্যক্তির কাম্যবিষয়েই অধিক প্রীতি থাকে, কিন্তু জ্ঞানীব্যক্তির সর্ব্বাত্মবুদ্ধিতা বশতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয়ান্তরে তাঁহার চিত্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হইতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানী ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অতিশয় ঘনিষ্ঠ প্রিয় ভাব লক্ষিত হয় ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। জ্ঞানী পুনরপি স্তূয়তে বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং জ্ঞানার্থং সংস্কারাজ্জনাশ্রয়াণাং অন্তে সমাপ্তৌ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরিপাক-জ্ঞানো মাং বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে কথং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। য এবং সর্ব্বাত্মানং মাং প্রতিপদ্যতে স মহাত্মা ন তৎসমোহন্যোহস্ত্যধিকো বাতঃ সুদুর্লভো মনুষ্যাণাং সহস্রেষ্বিত্যুক্তং ॥১৯॥

স্বামিকৃত টীকা। এবম্ভূতোমদ্ভক্তোহতিদুর্লভইত্যাহ বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেবইতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহু জন্ম অতিক্রম পূর্ব্বক সমস্ত জগৎই বাসুদেব রূপ, এই প্রকার বিচারে অভেদ দর্শন করেন, সুতরাং তাদৃশ মহাত্মা বড় দুর্লভ ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্তই ভগবন্ময় দর্শন করেন। জ্ঞানবান্ যে দিকে দৃষ্টি করেন, সে দিকে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। এই জন্য জ্ঞান পূর্ব্বক যিনি তাঁহাকে ভক্তি করেন তিনি অতি মহাত্মা। এরূপ ব্যক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। আত্মৈব সর্ব্বোবাসুদেবইত্যেবমপ্রতিপত্তৌ কারণমুচ্যতে কামৈস্তৈরিতি। কামৈস্তৈস্তৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদিবিষয়ৈর্হৃতজ্ঞানা অপহৃতবিবেকবিজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্যদেবতাঃ প্রাপ্নুবন্তি বাসুদেবাদাত্মনোঽন্যাদেবতাস্তং তং নিয়মং দেবতারাধনে প্রসিদ্ধোযোযো নিয়মস্তং তমাস্থায়াশ্রিত্য প্রকৃত্যা স্বভাবেন জন্মান্তরার্জ্জিতসংস্কারবিশেষেণ নিয়তানিয়মিতাঃ স্বয়া আত্মীয়য়া॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরমেব যে ভজন্তি তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্ম্মুচ্যন্তইত্যুক্তং যে ত্বন্যান্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তীত্যাহ কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রাভূতপ্রেতযক্ষাদিদেবতা ভজন্তি, কিংকৃত্বা তত্তদ্দেবতারাধনে যোযোনিয়মউপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য তত্রাপিচ স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তোদেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০ ॥

কামনা দ্বারা যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে নিয়মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। জীব মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন আদি ক্ষুদ্র ২ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া হরিবিমুখ হইয়া উঠে। এই রূপ আত্মজ্ঞানহারা মূঢ় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ২ উপদেবতার প্রীতির জন্য উপবাস, জপাদি করিয়া থাকে। জীব! যদি সেবা করিতেই হইল উপদেবতার সেবা না করিয়া পরদেবতার সেবা করিলে না কেন?॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তেষাঞ্চ কামিনাং যোযইতি। যোযঃ কামী যাং যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া সংযুক্তোভক্তশ্চ সমর্চ্চিতুং পূজয়িতুমিচ্ছতি তস্য

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥ ২১ ॥

তস্য কামিনোঽচলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি ময়ৈবং পূর্ব্বং প্রবৃত্তঃ স্বভাবতোযোযোযাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুমিচ্ছতীতি ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তেষাং মধ্যে যোযইতি। যোযোভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুং ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্য্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১ ॥

যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই অন্তর্যামী রূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তত্তন্মূর্ত্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই ॥ ২১ ॥

গীঃ সঃ। যে যে ভাবেই ও যে মূর্ত্তিতেই কেন পূজা করুক না, অন্তর্যামী ভগবান্ সেই ভাবেই ও সেই মূর্ত্তিতেই তাহার ভক্তিপ্রবাহের পথ মুক্ত করিয়া দেন। লোকে স্থূল বুদ্ধি বশতঃ ভগবান্কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে বটে, কিন্তু ভগবানের চক্ষে এ ভিন্ন দৃষ্টি নাই। সমস্ত পূজারই ফলদাতা একমাত্র তিনি। যে ভাবেই জীব পূজা করুক না কেন, সর্ব্বথা তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। তিনি সেই ভাবেই তাহার অর্চ্চনা পথ উন্মুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। স তয়েতি। সতয়া মদ্বিহিতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ তস্যা-দেবতায়াঃ তন্বা আরাধনমীহতে চেষ্টতে লভতে চ ততঃ তস্যা আরাধিতায়া-দেবতাতন্বাঃ কামানীপ্সিতান্ ময়ৈব পরমেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন কর্ম্মফল-বিভাগজ্ঞতয়া বিহিতান্নির্ম্মিতাংস্তান্ হি যস্মাত্তে ভগবতা বিহিতাঃ কামা-স্তস্মাত্তানবশ্যং লভন্তে ইত্যর্থঃ হিতানিতি পদচ্ছেদে হিতত্বং কামানা-মুপচরিতং কল্প্যং নহি কামাহিতাঃ কস্যচিৎ ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততশ্চ স তয়েতি। সভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যা-

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥ ২২॥

তনোরারাধনমীহতে করোতি ততশ্চ কামাঃ যে সঙ্কল্পিতাস্তাংস্ততোদেবতা-বিশেষান্ লভতে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্যামিনা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্ হি স্ফুটমেতৎ তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মমূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ॥ ২২॥

সেই সকাম ভক্ত পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে দেব-মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিয়া থাকে, আমিই তাহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিতরূপ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি॥ ২২॥

গাঃ সঃ। সকাম ভক্ত মারণ, মোহনাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কল্প সাধন জন্য ভগবানকে ভুলিয়া অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে বটে, কিন্তু তাহাদের আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফলদাতা স্বয়ং ভগবানই। কেননা তিনি ভিন্ন অন্তর্যামী ও ফলদাতা আর কেহই নাই। যেমন এক একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সহিত নদীর যোগ থাকিলে, তুমি জলাশয় হইতে যত খানি ইচ্ছা, জল লও না কেন, কিন্তু জানিতে হইবে যে, নদীই এই জল যোগাইতেছে। বস্তুতঃ জলাশয়ের স্বতন্ত্র জল নাই। সেই রূপ ক্ষুদ্র ২ দেবতা গণ যে সাধকের কামনানুরূপ ফল দান করেন, তাহা অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরেরই সামর্থ্যে বলিতে হইবে॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাদন্তবৎ সাধনব্যাপারা অবিবেকিনঃ কামিনশ্চ তে অতঃ অন্তবত্তু অন্তবদ্বিনাশি তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসামল্প-প্রজ্ঞানাং দেবান্ দেবযজোযান্তি দেবান্ যজন্তি ইতি দেবযজঃ তে দেবান্ যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি এবং সমানেপ্যায়াসে মামেব ন প্রতিপদ্যন্তে অনন্তফলায়াহো খলু কষ্টং বর্ত্তত ইত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্॥ ২৩॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতামমৈব তনবোঽত-স্তদারাধনমপি বস্তুতোমদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি, তদেবাহ দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবানন্তবতোযান্তি মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যনন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি॥ ২৩॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশী হইয়া থাকে, কেননা তাহারা দেবার্চ্চনা দ্বারা দেবলোকই প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্ত গণ পরিণামে আমাকেই লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। অল্পজ্ঞগণ অন্য দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া সকাম পূজা করিলে যদিচ ভগবান্ তত্তদ্দেব রূপেই ফল দান করেন, তথাচ ভগবানের স্বরূপের পূজা করিলে জীব যে ফল প্রাপ্ত হয়, উহারা তাহা প্রাপ্ত হয় না। তমোগুণী গণ ভূত প্রেতের, রজোগুণী গণ যক্ষ রক্ষের ও সত্ত্বগুণী গণ ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। আরাধ্য দেবতাতে যতটুকু শক্তির সঞ্চার থাকা সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া তত্তদ্দেবার্চ্চনাকারী দিগের আশা নাই। যে মুমুক্ষু গণ কেবল তৎস্বরূপেরই পূজা করিয়া থাকেন, সেই নিষ্কাম ভক্ত গণ অন্তে মুক্তিপদ—ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবৎ স্বরূপের আরাধনাকারী আর্ত্তাদি ভক্ত গণও প্রথমতঃ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিণামে কামনার পরিপাক হইলে মুক্তি পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিং নিমিত্তং ত্বামেব ন প্রপদ্যন্ত ইত্যুচ্যতে অব্যক্তমিতি। অব্যক্তমপ্রকাশং ব্যক্তিমাপন্নং প্রকাশং গতং ইদানীং মন্যন্তে মাং নিত্যপ্রসিদ্ধমীশ্বরমপি সন্তমবুদ্ধয়োঽবিবেকিনঃ পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপমজানন্তোঽবিবেকিনোমমাব্যয়ং ব্যয়রহিতমনুত্তমং নিরতিশয়ং মদীয়ং ভাবমজানন্তো মন্যন্তইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। মনুচ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি তত্রাহ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমবুদ্ধয়োমন্যন্তে, তত্র হেতুঃ মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ, কথংভূতং অব্যয়ং নিত্যং, ন বিদ্যতে উত্তমোভাবোযস্মাৎ তং মদ্ভাবং, অতোজগ-

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪॥

রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃতনানাবিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং কর্ম্ম-নির্ম্মিতভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তোমন্দমতয়োমাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তে, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অবিবেকী গণ আমাকে অব্যয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ না জানিয়া অব্যক্তস্বরূপ আমাকে ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। যদি কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং মুক্তিদাতাই হন্, তবে জীব তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার কেন আরাধনা করে, অর্জ্জুনের এই সংশয় ভঞ্জনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। যাহারা বিবেকবুদ্ধিবর্জ্জিত, তাহারা তাঁহাকে সর্ব্বকারণের কারণ নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দ ঘন সুন্দর না জানিয়া, মীন, কূর্ম্ম, মানবাদি জীব বলিয়া জ্ঞান করে; তাহারাই তাঁহার স্বরূপে বিমুখ হইয়া ক্ষুদ্র ২ দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে এবং এই জন্যই তাহারা ক্ষণবিধ্বংসী ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তদজ্ঞানং কিং নিমিত্তং ইত্যুচ্যতে নাহমিতি। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য লোকস্য কেষাঞ্চিদেব মদ্ভক্তানাং প্রকাশোঽহমিত্যভিপ্রায়ঃ যোগমায়াসমাবৃতঃ যোগোগুণানাং যুক্তির্ঘটনং সৈব মায়া যোগমায়া তয়া যোগমায়য়া সমাবৃতঃ সংচ্ছন্নইত্যর্থঃ অতএব মূঢ়োলোকোয়ং নাভি-জানাতি মামজমব্যয়ং ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটোন ভবামি কিন্তু মদ্ভক্তানামেব যতোযোগ-মায়য়া সমাবৃতঃ যোগোযুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ স এব মায়া অঘটমানঘটনাপটীয়স্ত্বাৎ তয়া সংছন্নঃ, অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি॥ ২৫ ॥

আমি সকল লোকের নিকট প্রকাশিত হইনা,

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ং ॥২৫॥

কেননা, যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকায়, আমি যে জন্ম-মরণ রহিত পরমেশ্বর তাহা লোকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপ ধারণ কালে অলোক-সামান্য লক্ষণ সত্ত্বেও কেন লোকে তাঁহাকে সাধারণ জীব বলিয়া মনে করে, অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, একান্তা-নুরাগ ভিন্ন তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায়না, তাঁহার এই স্বতঃ সিদ্ধ সংকল্পশক্তিই যোগমায়া রূপে তাঁহার স্বরূপকে লোক বুদ্ধির বহির্ভূত-গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাই ভক্তিহীন মূঢ় গণ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাকে দেখিতে পায়না। মায়াবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইলে সরল বিশ্বাস ও অকপট ভক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি-হীন ব্যক্তির নিকট তিনি মেঘাচ্ছাদিত রবির ন্যায় চিরদিনই অপ্রকাশিত থাকেন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যয়া যোগমায়য়া সমাবৃতং মাং লোকোনাভিজানাতি নাসৌ যোগমায়া মদীয়া সতী মমেশ্বরস্য মায়াবিনোজ্ঞানং প্রতিবধ্নাতি যথান্যস্যাপি মায়াবিনোমায়াজ্ঞানং তদ্বৎ যত এবমতঃ বেদাহমিতি। অহন্তু বেদ জানে সমতীতানি সমতিক্রান্তানি ভূতানি তথা বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন! ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদাহংমান্তু বেদ ন কশ্চন মদ্ভক্তং মচ্ছরণমেকং মুক্ত্বা মত্তত্ত্ববেদনাভাবাদেব ন মাং ভজতে ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সর্ব্বোত্তমং মৎস্বরূপমজ্ঞানন্তইত্যুক্তং তদেব স্বস্য সর্ব্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষামজ্ঞানমেবাহ বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্তমানানি চ ভাবীনি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণ্যহং বেদ জানামি মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয়-ব্যামোহকত্বাভাবাৎ, মান্তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি ॥ ২৬॥

আমি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালের সমস্ত

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

বিষয়ই বিদিত আছি। কিন্তু হে অর্জ্জুন! অভক্ত গণ আমাকে অবগত নহে ॥ ২৬ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং যোগমায়াবরণ জন্য তাঁহার ত্রিকাল দর্শিতার কিছু মাত্র বিঘ্ন হইতেছে না; কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া জীবকে এমনই অন্ধীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে জীবগণ তাহা অতিক্রম করিয়া ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। যেমন সূর্য্যের প্রখর কিরণ পাতে কুজ্ঝটিকা অপনীত হইয়া যায়, তদ্রূপ তীব্র ভক্তির বেগ সাধু হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে যোগ-মায়ার দুরপনেয় আবরণও বিদূরিত হইয়া যায়। অভক্তির চক্ষে তাঁহাকে কোন মতেই দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কেন পুনস্তত্ত্ববেদনপ্রতিবন্ধেন প্রতিবদ্ধানি সন্তি জায়মানানি সর্ব্বভূতানি মাং ন বিন্দন্তি ইত্যপেক্ষায়ামিদমাহ ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চ ইচ্ছাদ্বেষৌ তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতীতি ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থস্তেন ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন কেনেতি বিশেষাপেক্ষায়ামিদমাহ দ্বন্দ্বমোহেনেতি দ্বন্দ্বনিমিত্তোমোহোদ্বন্দ্বমোহস্তাবেব ইচ্ছাদ্বেষৌ শীতো-ষ্ণবৎ পরস্পরবিরুদ্ধৌ সুখদুঃখতদ্ধেতুবিষয়ৌ যথাকালং সর্ব্বভূতৈঃ সংবধ্যমানৌ দ্বন্দ্বশব্দেনাভিধীয়েতে তত্র যদা ইচ্ছাদ্বেষৌ সুখদুঃখ তদ্ধেতু-সংপ্রাপ্ত্যা লব্ধাত্মকৌ ভবতস্তদা তৌ সর্ব্বভূতানাং প্রজ্ঞায়াঃ স্ববশাপাদন-দ্বারেণ পরমার্থাত্মতত্ত্ববিষয়জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকারণং মোহং জনয়তঃ নহীচ্ছাদ্বেষদোষবশীকৃতচিত্তস্য যথাভূতার্থবিষয়জ্ঞানমুৎপদ্যতে বহিরপি কিমু বক্তব্যং তাভ্যামাবিষ্টস্য সংমূঢ়স্য প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধে জ্ঞানং নোৎপদ্যতইত্যতস্তেনেচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ভরতান্বয় সর্ব্বভূতানি সংমোহিতানি সন্তি সংমোহং সংমূঢ়তাং সর্গে জন্মনি উৎ-পত্তিকালইত্যেতৎ যান্তি গচ্ছন্তি হে পরন্তপ মোহবশান্যেব সর্ব্বভূতানি জায়মানানি জায়ন্তইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ! ॥ ২৭ ॥
যেষামন্তর্গতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তং তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ ইচ্ছেতি। সর্গে সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতোযঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বানমিত্তোমোহোবিবেকভ্রংশস্তেন সর্ব্বাণি ভূতানি সম্মোহং যান্তি অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্মাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ॥ ২৭॥

হে ভারত ! হে পরন্তপ ! প্রাণিগণের স্থূল দেহ উৎপন্ন হইলে তাহারা ইচ্ছা দ্বেষ জনিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব কর্ত্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। জীব স্থূল দেহ লাভ করিলেই অনুকূল বিষয় লাভে ইচ্ছা ও প্রতিকূল পদার্থে দ্বেষ করিয়া থাকে। শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণাদিতে ব্যাকুল হয় এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী এরূপ অভিমানযুক্তও হয়। যোগমায়া ব্যতীত এই বিষম দ্বন্দ্ব দৃষ্টিও ভগবদ্দর্শনের বিষম প্রতিবন্ধক। ভগবান্ "ভারত" পদে অর্জ্জুনের পবিত্র কুলমর্য্যাদা ও "পরন্তপ" পদ দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনসামর্থ্যের মর্য্যাদা দেখাইয়া দিলেন। যাহারা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত, ভগবান্‌কে তাহারাও দর্শন করিতে পায় না॥ ২৭॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত এবমতস্তেন দ্বন্দ্বমোহেন প্রতিবদ্ধপ্রজ্ঞানানি সর্ব্বভূতানি সম্মোহিতানি মামাত্মভূতং ন জানন্তি অতএবাত্মভাবেন মাস্তু ন ভজন্তে কে পুনরনেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ ত্বাং বিদিত্বা যথাশাস্ত্রমাত্মভাবেন ভজন্তইত্যপেক্ষিতমর্থং দর্শয়িতুমুচ্যতে যেষামিতি। যেষান্তু পুনরন্তগতং সমাপ্তপ্রায়ং ক্ষীণং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং সত্ত্বশুদ্ধিকারণং বিদ্যতে তে পুণ্যকর্ম্মাণস্তেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা যথোক্তেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তাভজন্তে মাং পরমাত্মানং

তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।

দৃঢ়ব্রতাএবমেব পরমার্থতত্ত্বং নান্যথেত্যেবং সর্ব্বপরিত্যাগব্রতেন নিশ্চিতবিজ্ঞানাদ্দৃঢ়ব্রতাউচ্যন্তে ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কুতস্তর্হি কেচন মাং ভজন্তোদৃশ্যন্তে তত্রাহ যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্ব্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ একান্তিনঃ সন্তোমাং ভজন্তি ॥ ২৮ ॥

পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদিগের পাপ রাশি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই দ্বন্দ্বমোহবিনির্ম্মুক্ত ব্যক্তি গণই আমাকে ভক্তি করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। "সর্ব্ব ভূতানি সম্মোহং যান্তি" এতদ্বচনে ভগবান্ সকল প্রাণীরই মোহপ্রাপ্তির কথার সূচনা করিয়াছেন। আবার আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্তের ভক্তির কথা উল্লেখ করায় পাছে অর্জ্জুনের ভগবদ্বাক্যে বিরোধ বোধ হয়, তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে প্রাণী মাত্রেই মায়ায় মোহিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপরাশি বিধৌত হইয়া যায়, তাহাদের দ্বন্দ্ব মোহাদি ধীরে২ অপনীত হয়। দ্বন্দ্বমোহাদি দূর হইলেই চিত্তের একাগ্রতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বৃদ্ধি ও ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তে কিমর্থং ভজন্তইত্যুচ্যতে জরেতি। জরামরণমোক্ষায় জরামরণয়োর্ম্মোক্ষার্থং মাং পরমেশ্বরং আশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তো যতন্তি প্রযতন্তে যে তে যদ্ ব্রহ্ম পরং তদ্বিদুঃ কৃৎস্নং সমস্তমধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু তদ্বিদুঃ কর্ম্ম চাখিলং সমস্তং বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থাভবন্তীত্যাহ জরেতি। জরামরণয়োর্নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ যেন তৎপ্রাপ্তব্যং তং

তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলং ॥২৯॥

দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎ সাধনভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি জরামরণাদি নিবারণার্থ আমাকে (সগুণ ব্রহ্মকে) অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন করিতে থাকেন, তাঁহারা "তৎ" পদের লক্ষ্যার্থ রূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে এবং অপরিচ্ছিন্ন "ত্বং" পদের লক্ষ্যার্থ রূপ আত্মাকে এবং শ্রবণ মননাদি সাধন রাশি অবগত হয়েন ॥ ২৯ ॥

গীঃ সঃ। যাঁহারা কামনাসিদ্ধিরূপ ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মুক্তির জন্য সাধনা অর্থাৎ উপাসনাদি ক্রিয়াতৎপর হয়েন, তাঁহাদিগের সোপাধিক বা সগুণ ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার অতীত এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করিলেও উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। মনে কর, তুমি পাপ ভারে আক্রান্ত হইয়া নির্গুণ পরব্রহ্মের নিকট পাপ মোচনার্থ প্রার্থনা করিলে, যিনি নির্গুণ, তাঁহাতে দয়া রূপ গুণের সম্ভব না থাকায়, যিনি প্রকৃতির অতীত, তাঁহাতে তোমার দুঃখবেদনায়—পাপের জ্বালামালার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইতে না পারায়, যিনি নির্ব্বিকার, নিস্তরঙ্গ তোমার জন্য তাঁহার স্বভাবের ভাবান্তর না হওয়ায় তোমার পাপ ভার মোচন হইল না। তোমার স্তুতি মিনতি নির্গুণ ব্রহ্মকে বিচলিত করিতে পারে না। যিনি দয়াময়, তিনি সগুণ, তোমার দুঃপাপনোদনের বাসনা হইলে তুমি সেই সগুণ দয়াময়ের নিকট ব্যতীত আর কাহাকে ডাকিবে, আর কৃপাসিন্ধু সগুণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কেহ বা তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিলে নির্গুণ ব্রহ্মকে এবং তৎপ্রাপ্তির গুহ্য সাধন রহস্য রাশিও বিদিত হইতে পারা যায় ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সাধীতি। সাধিভূতাধিদৈবং অধিভূতঞ্চ চাধিদৈবঞ্চ অধিভূতাধিদৈবং তেন সহ অধিভূতাধিদৈবেন বর্ত্ততে ইতি সাধিভূতাধিদৈবং মাং যে বিদুঃ সাধিযজ্ঞঞ্চ সহ অধিযজ্ঞেন সাধিযজ্ঞং যে বিদুঃ প্রয়াণ

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।

কালে মরণকালেপি চ তে মাং বিদুঃ যুক্তচেতসঃ সমাহিতচিত্তা ইতি ॥৩০॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে সপ্তমোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। নচৈবং ভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ সাধি-ভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি, অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি তে যুক্ত-চেতসোমর্য্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েপি মাং বিদুর্জানন্তি ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি অতোমদ্ভক্তানাং নযোগভ্রংশশঙ্কে-তিভাবঃ। কৃষ্ণভক্ত্যেব যত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে। ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যো সপ্তমে সম্প্রকাশিতং ॥ ৩০ ॥

ইতি সপ্তমোধ্যায়ঃ।

যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহিত আমাকে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মরণ কালেও আমাকেই বিদিত হইয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

গীঃ সঃ। মরণ কাল উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয় সকল বিবশ হইয়া আসে। নানা যাতনা ও ক্লেশে অভিভূত হইয়া তাহাদের স্ফূর্ত্তি শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণের নিতান্ত ক্ষীণতা ও কার্য্যকারিণী শক্তির নাশ হইলে মনও অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন তোমার ভগবৎকথা বলিবার এবং ভগবৎকথা শুনিয়া ভগবদনুরাগী হইবার শক্তি সামর্থ্যও থাকে না। যে মন চিরদিন বিষয় চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, সে মনও তখন স্বয়ং ব্রহ্মচিন্তা করিতে সমর্থ হয়না। তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত সংস্কারের তরঙ্গ রাশি সেই সময় একে ২ উঠিতে থাকে। যদি তুমি চির-দিনই পুত্র কলত্র আদিকে স্নেহ করিয়া আসিয়া থাক, তবে মরণ কালে তোমার চিরাভ্যস্ত সেই বিষয় গুলি ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে। আর যদি চির দিন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তন করিয়া থাক, তবে মরণ কালে তুমি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও— কেহ তোমাকে ভগবানের কথা না শুনাইলেও ভগবত্তত্ত্ববিষয় তোমার চিরাভ্যস্ত বলিয়া উহা আপনা আপনিই তোমার মনোমধ্যে উদিত

প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

হইতে থাকিবে। ভগবদ্ভক্ত অজ্ঞান—অচেতন—মূর্চ্ছিত অবস্থাতেও ভগবদ্ভাবভ্রষ্ট হয়েন না। ভক্ত অচেতন হইয়া যদি ভগবানকে স্মরণ করিতে নাও পারেন, চির আরাধিত ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন স্বয়ং ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। শিশু যেমন মাতার অঞ্চল ধরিয়া যাইতে ২ অকস্মাৎ যদি পিচ্ছিল ভূমিতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়, তখন মাতা যেমন সেই চেষ্টা চৈতন্য—হারা শিশুকে স্বয়ং উদ্যত হইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন, সেই রূপ ভক্ত স্বভাবের নিয়মে মরণ মূর্চ্ছায় অচেতন হইলেও চৈতন্য স্বরূপ ভগবান্ ভক্তের চিরাভ্যস্ত অনুরাগের আকর্ষণে মুমূর্ষু হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন॥ ৩০॥

ভগবান্ এতৎ সপ্তমাধ্যায়ে উত্তমাধিকারিগণের প্রতি লক্ষণা বৃত্তি দ্বারা তৎপদ প্রতিপাদ্য জ্ঞেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন। এবং মধ্যমাধিকারীদিগের জন্য শক্তি রূপ মুখ্য বৃত্তি দ্বারা তৎপদপ্রতিপাদ্য ধ্যেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন।

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য চির-কুমার শ্রীযুক্ত
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
সপ্তম অধ্যায়
সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৈশ্চেকচেতসঃ। ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টমউচ্যতে ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তপদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ কিং তদ্ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাং। স্পষ্টোর্থঃ ॥ ১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অধিযজ্ঞইতি। অত্র দেহে যোযজ্ঞোবর্ত্ততে তস্মিন্ কোধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রয়োজকঃ ফলদাতা চ কইত্যর্থঃ, স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠান প্রকারং পৃচ্ছতি কথং কেন প্রকারেণ অসাবস্মিন দেহে স্থিতঃ যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ, যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থং, অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্মই বা কাহাকে বলে? কর্ম্মই বা কি? অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞই বা কি রূপে চিন্তা করিতে হয়? অধিযজ্ঞ এই দেহের মধ্যে বা বাহিরে অবস্থিত? আর মরণ কালে সমাহিতচিত্ত পুরুষ গণের নিকট তুমি কি উপায়েই বা জ্ঞানগম্য হও ॥ ১। ২ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ সপ্তমাধ্যায়ের শেষে [তে ব্রহ্মতদ্বিদুঃ কৃৎস্নং] ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে যে জ্ঞেয় সপ্তপদার্থের সূচনা করিয়াছেন, অষ্টম অধ্যায়ে তাহাই বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যাত হইবে।

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ যে সকল গুহ্য রহস্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বুঝিবার জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভগবন্! ব্রহ্ম কি, তিনি সোপাধিক অথবা নিরুপাধিক? এই দেহ রূপ আধারকে অবলম্বন করিয়া যিনি অবস্থিতি করিতেছেন সেই অধ্যাত্ম ভৌতিক অথবা চৈতন্য স্বরূপ, কর্ম্ম, যজ্ঞাদি অথবা তাহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ? অধিভূত বলিয়া তুমি পৃথিব্যাদি কার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছ অথবা ক্রিয়া মাত্রকেই বুঝাইয়াছ? দেবতাদের ধ্যানকে তুমি অধিদৈব বলিয়াছ অথবা আদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী জীব চৈতন্যের নাম অধিদৈব? যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়া, যিনি অবস্থান করেন তিনিই অধিযজ্ঞ, কিম্বা উহা কিছু দেবতা বিশেষের নাম অথবা পরব্রহ্মকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছ? সেই অধিযজ্ঞকে কিরূপে চিন্তা করিতে হয়—তাদাত্ম্য রূপে অথবা অভেদরূপে? সেই অধিযজ্ঞ, দেহের ভিতরে থাকেন অথবা বাহিরে? যদি ভিতরে থাকেন তবে তিনি বুদ্ধি আদি রূপে বিরাজিত অথবা স্বতন্ত্র? মৃত্যুকালে চিত্ত বিবশ হইয়া পড়িলে অর্থাৎ ভক্ত স্বব্যাধির বেদনায় অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িলে যদি শেষকালে তোমাকে ডাকিতে না পারে বা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে হে কৃষ্ণ! তুমি কি রূপে তোমার চিরানুগত ভক্তের হৃদয়ে উদয় হও? ভগবান্ সমস্ত অগোচর বিষয় বিদিত আছেন, এই জন্য তাঁহাকে "পুরুষোত্তম" এবং তিনি পরম কারুণিক এই জন্য—"মধুসূদন" বলিয়া অর্জ্জুন সম্বোধন করিয়াছেন॥১।২॥

শাঙ্করভাষ্যং। তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমিত্যাদিনা ভগবতার্জ্জুনস্য প্রশ্নবীজানি উপদিষ্টানি অতস্তৎপ্রশ্নার্থং অর্জ্জুন উবাচ।

শাঙ্করভাষ্যং। এষাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় অক্ষরমিতি। অক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমাত্মা এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীতি শ্রুতেঃ ওঁকারস্য চোমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি পরেণ বিশেষণাতদগ্রহণং পরমমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যক্ষরে উপপন্নতরং বিশেষণং তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাবইতি যোভাবঃ স্বভাবোঽধ্যাত্মং উচ্যতে আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং বস্তু-

শ্রীভগবানুবাচ। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

স্বভাবোধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে ভূতভাবোদ্ভবকরঃ ভূতানাং ভাবোভূতভাবস্তস্যোদ্ভবোভূতভাবোদ্ভবস্তং করোতীতি ভূতভাবোদ্ভবকরো-ভূতবস্তুৎপাত্তকরইত্যর্থঃ বিসর্গোবিসর্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরো ডাসাদেঃ স্বস্ত দ্রব্যস্ত বিতরণং পরিত্যাগঃ স এষ বিসর্গলক্ষণোযজ্ঞঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দিতইত্যর্থঃ ইত্যেতস্মাদ্বীজভূতাৎ বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি উদ্ভবন্তি ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং, মম জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম. এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণাঅভিবদন্তীতিশ্রুতেঃ, স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতইত্যর্থঃ ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি ক্রমেণ বৃদ্ধিরুৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যোবিসর্গোদেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপোযজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ সচ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর, তিনিই ব্রহ্মা, স্বভাবই অধ্যাত্ম, প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদিই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। যিনি আবনশ্বর, যিনি অন্তর্ব্বাহ্যব্যাপী, এবং ওতপ্রোত ভাবে যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনিই অক্ষর। যিনি উৎপত্তি বিনাশ বর্জ্জিত, যিনি সকলের দ্রষ্টা. যিনি সকলের মূল এবং শেষগতি, যিনি কার্য্যের উপক্রম ও উপসংহার স্বরূপ তিনিই অক্ষর, তিনিই ব্রহ্ম। এই অক্ষর চৈতন্যের স্বরূপ ভূত প্রত্যক্ চৈতন্য দেহরূপ মিথ্যা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম নামে কথিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রাদির উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ, হোম দানাদি যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই যাগ যজ্ঞাদি শস্যাদি উৎপত্তির কারণ এবং জীবগণের পীড়াদি সন্তাপ হারক ॥ ৩ ॥

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতং।

শাঙ্করভাষ্যং। অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি কোসৌ ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরোবিনাশী ভাবোযৎ কিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্ত্বিত্যর্থঃ পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ আদিত্যান্তর্গতোহিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ সোধিদৈবতং অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী দেবতা বিষ্ণ্বাখ্যা যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ সবিষ্ণুরহমেবাত্রাস্মিন্ দেহে যোযজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ যজ্ঞোহি দেহ নির্ব্বর্ত্ত্যত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাধিকরণোভবতি দেহভৃতাম্বর। ৪॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরোবিনশ্বরোভাবঃ দেহাদিপদার্থঃ,ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে,পুরুষোবৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূত সর্ব্বদেবতানামধিপতিরাধিদৈবতমুচ্যতে, অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ, অত্রাস্মিন দেহে স্থিতোহমেবাধিযজ্ঞোযজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকস্তৎ ফলদাতা চ কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যং অন্তর্যামিনোহসত্ত্বাদিভিগুণৈর্জ্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ তথাচ শ্রুতিঃ দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকসীতি। দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠইতি সম্বোধয়ন অমপোবং ভূতমন্তর্যামিনং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি॥ ৪॥

হে জীবসত্তম! নশ্বর পদার্থ অধিভূত, হিরণ্যগর্ভ নামা পুরুষ অধিদৈব এবং বিষ্ণুর স্বরূপ অধিযজ্ঞ পুরুষ আমিই. এই অধিযজ্ঞ পুরুষই মনুষ্য দেহে বিদ্যমান থাকেন॥ ৪॥

গীঃ সঃ। বিনাশোৎপত্তিযুক্ত পদার্থ মাত্রই অধিভূত। যিনি সমষ্টি লিঙ্গ স্বরূপ এবং সূর্য্যাদি রূপে ব্যষ্টি ভাব ধারণ করিয়া চক্ষুরাদিতে প্রকাশশক্তি বিধান করেন, সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষই অধিদৈব ও ও সর্ব্ব যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্ব যজ্ঞের ফল প্রদাতা এবং সর্ব্ব যজ্ঞের

শ্রীভগবানুবাচ। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে ভূতভাবোদ্ভবকরঃ ভূতানাং ভাবোভূতভাবস্তস্যোদ্ভবোভূতভাবোদ্ভবস্তং করোতীতি ভূতভাবোদ্ভবকরো-ভূতবস্তুৎপত্তিকরইত্যর্থঃ বিসর্গোবিসর্জ্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরো-ডাসাদেঃ স্বস্ত দ্রব্যস্ত বিতরণং পরিত্যাগঃ স এব বিসর্গলক্ষণোযজ্ঞঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দিতইত্যর্থঃ ইত্যেতস্মাদ্বীজভূতাৎ বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি উদ্ভবন্তি ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং, নমু জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম. এতস্যৈব তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণাঅভিব-দন্তীতিশ্রুতেঃ, স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতইত্যর্থঃ ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি ক্রমেণ বৃদ্ধিরুৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যোবিসর্গোদেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপোযজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ সচ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর, তিনিই ব্রহ্মা, স্বভাবই অধ্যাত্ম, প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদিই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। যিনি অবিনশ্বর, যিনি অন্তর্ব্বাহ্যব্যাপী, এবং ওতপ্রোত ভাবে যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনিই অক্ষর। যিনি উৎপত্তি বিনাশ বর্জ্জিত, যিনি সকলের দ্রষ্টা, যিনি সকলের মূল এবং শেষগতি, যিনি কার্য্যের উপক্রম ও উপসংহার স্বরূপ তিনিই অক্ষয়, তিনিই ব্রহ্ম। এই অক্ষর চৈতন্যের স্বরূপ ভূত প্রত্যক্ চৈতন্য দেহরূপ মিথ্যা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম নামে কথিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রাদির উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ, হোম দানাদি যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই যাগ যজ্ঞাদি শস্যাদি উৎপত্তির কারণ এবং জীবগণের পীড়াদি সন্তাপ হারক ॥ ৩ ॥

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতং।

শাঙ্করভাষ্যং। অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি কোসৌ ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরোবিনাশী ভাবোযৎ কিঞ্চিজ্জনিম-দ্বস্তিত্যর্থঃ পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ আদিত্যান্ত-র্গতোহিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ সোধিদৈবতং অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী দেবতা বিষ্ণ্বাখ্যা যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ সবিষ্ণু-রহমেবাত্রাস্মিন্ দেহে যোযজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ যজ্ঞোহি দেহ নির্ব্বর্ত্ত্যত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাধিকরণোভবতি দেহভৃতাম্বর। ৪॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরোবিনশ্বরোভাবঃ দেহা-দিপদার্থঃ,ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে,পুরুষোবৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূত সর্ব্বদেবতানামধিপতিরাধিদৈবতমুচ্যতে, অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ, অত্রাস্মিন দেহে স্থিতোহহমেবাধিযজ্ঞোযজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বং ফল-দাতা চ কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যং অন্তর্যামিনোহসত্ত্বাদিভি-গুণৈর্জীবৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ তথাচ শ্রুতিঃ দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্য-নশ্নন্নন্যোহভিচাকসীতি। দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠইতি সম্বোধয়ন অমপোবং ভূতমন্তর্য্যামিনং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি॥ ৪॥

হে জীবসত্তম! নশ্বর পদার্থ অধিভূত, হিরণ্যগর্ভ নামা পুরুষ অধিদৈব এবং বিষ্ণুর স্বরূপ অধিযজ্ঞ পুরুষ আমিই. এই অধিযজ্ঞ পুরুষই মনুষ্য দেহে বিদ্যমান থাকেন॥ ৪॥

গীঃ সঃ। বিনাশোৎপত্তিযুক্ত পদার্থ মাত্রই অধিভূত। যিনি সমষ্টি লিঙ্গ স্বরূপ এবং সূর্য্যাদি রূপে ব্যষ্টি ভাব ধারণ করিয়া চক্ষুরাদিতে প্রকাশশক্তি বিধান করেন, সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষই অধিদৈব ও ও সর্ব্ব যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্ব যজ্ঞের ফল প্রদাতা এবং সর্ব্ব যজ্ঞের

তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। যিনি শিব, বিষ্ণু আদি চিন্তা করেন তিনি তত্তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হন। আর যে ব্যক্তি ঐকান্তিক প্রেমের আবেশে আত্ম সমাধান পূর্ব্বক সঙ্কল্প-বিকল্প বর্জ্জিত হইয়া উর্দ্ধবেগে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেন, তিনি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া মুক্তি পদ লাভ করেন। মরণ মুহূর্ত্তের চিন্তা শক্তির প্রাকৃত বলেই জীবের পুনর্জ্জন্ম বা মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাদেবমন্ত্যা ভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণং তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যথাশাস্ত্রং যুধ্যস্ব যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং কুরু ময়ি বাসুদেবেঽর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য তব স ত্বং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব যথাস্মৃতমেষ্যসি আগমিষ্যসি অসংশয়োন সংশয়োত্র বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তস্মাদিতি। যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি অস্মাৎ সর্ব্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, সত্তত্স্মরণং চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি অতোযুধ্যস্ব চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ এবং ময্যর্পিতং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭ ॥

অতএব সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা কর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং মনোবুদ্ধি সমস্ত আমাতে অর্পণ কর; তাহা হইলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। যুদ্ধ করা অর্জ্জুনের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম, উহা পালন না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত ভগবচ্চিন্তাও অসম্ভব। সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা না হইলে মরণ কালে অন্যচিন্তার উদয় হইয়া অর্জ্জুনকে বারম্বার জন্মমরণাধীন হইতে হইবে, এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে

ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ং ॥ ৭ ॥

অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।

স্বধর্ম্ম পালন এবং পাছে "আমি কর্ত্তা" এই অভিমান উদয় হইলে অর্জ্জুন কর্ম্মজালে আবদ্ধ হয়েন তজ্জন্য তাঁহার মনোবুদ্ধিকে বাসুদেবে অর্পণ করিতে উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মচিন্তন পূর্ব্বক যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করনা কেন, ব্রহ্মভাব বলবৎ থাকায়, কর্ম্মচিন্তা মনকে অধিকার করিতে পারেনা। তাই অর্জ্জুনকে বলিলেন তুমি আমার স্বরূপের চিন্তা কর। যে বিষয় তীব্র ভাবে চিন্তা করা যায় তাহাই মনোমধ্যে "সংস্কার" রূপে অবস্থিতি করে। সংস্কার অতর্কিত ভাবে স্মরণ-মনন ব্যতীতও সম্পদ্-বিপদ্ সকল সময়েই স্বয়মেব সমুদিত হয়। শৈশবে "মা" "বাবা" শব্দ অত্যভ্যস্ত ও সংস্কার হইয়া যাওয়ায় আকস্মিক ভয়ের উদয় হইলে লোকের মুখ হইতে বিনা চেষ্টায় অতর্কিত ভাবে আপনিই "মাগো বাপ্‌রে!", ইত্যাদি শব্দ বহির্গত হয়। এইরূপ যিনি শৈশব-সুলভ সরল ভাবে চিরদিন ভগবান্‌কে স্মরণ বা মনন করেন অথবা রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, শিব, হরি, আদি ব্রহ্মনাম জপ করেন, তাহা হইলে মরণ কালে তিনি বিহ্বল বা অচেতন হইলেও স্মরণাদি মনের ক্রিয়া না থাকিলেও ভগবৎস্মৃতি পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ আপনাআপনি উদয় হইবে ও হরি, কৃষ্ণ আদি নামও আপনাপনি উচ্চারিত হইতে থাকিবে। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ সংস্কার না জন্মিলে মরণ-মূর্চ্ছাকালে ভগবৎ-স্মরণ হওয়া অসম্ভব ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অভ্যাসেতি। অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিত্ত-সমর্পণবিষয়ভূতে একস্মিন্ তুল্যপ্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণোবিলক্ষণপ্রত্যয়ান্তরি-তোভ্যাসঃ সচাসৌ যোগস্তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং প্রবৃত্তং যোগিন-শ্চেতস্তেন চেতসা নান্যগামিনা নান্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুং শীলমস্যেতি নান্যগামি তেন নান্যগামিনা পরমং নিরতিশয়ং পুরুষং দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং দিব্যং যাতি গচ্ছতি হে পার্থ! অনুচিন্তয়ন্ শাস্ত্রা-চার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্নিত্যেতৎ ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সন্ততস্মরণস্তু চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ অভ্যাসযোগেতি অভ্যাসঃ সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহঃ স এব যোগ উপায়স্তেন

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্‌যঃ।

যুক্তেনৈকাগ্রেণ অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন চেতসা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ তমেব যাতীতি ॥ ৮ ॥

সর্ব্বদা পরমাত্ম-চিন্তনের দ্বারা অভ্যাস রূপ যোগ-যুক্ত ও অনন্যচিত্ত হইয়া পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

গীঃ সঃ। যদি বিষয়ের চিন্তা বা অন্য কোন দেবতার চিন্তা চিত্তকে অধিকার না করে, তবে চিত্ত অবিচলিত ভাবে পরমাত্ম ভাবনা করিতে পারে। এইরূপ নিরন্তর পরমাত্মচিন্তনাভ্যাসই সমাধি যোগ। নিত্যনিয়মিতাভ্যাস ব্যতীত সংস্কার জন্মেনা. সংস্কার ব্যতীতও বাহিরের স্বভাব-শক্তির উপর আধিপত্য জন্মে না। অভ্যাসজনিত সংস্কারই মরণ কালে ভগবদাবির্ভাবের কারণ হয়। পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে জীবের জীবত্ব বিদূরিত হয় ও জীবন থাকিতেও জীবনাবসানেও স্বপ্রকাশ পরমাত্ম-স্বরূপে স্থিতি হয় ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিং বিশিষ্টঞ্চ পুরুষং যাতীত্যুচ্যতে কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শনং সর্ব্বজ্ঞং পুরাণং চিরন্তনমনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারং অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসং সূক্ষ্মতরমনুস্মরেদনুচিন্তয়েৎ যঃ কশ্চিৎ সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যোবিভক্তারং বিভজ্য দাতারমচিন্ত্যরূপং নাস্য রূপং নিয়তবিদ্যমানমপি কেনচিৎ চিন্তয়িতুং শক্যতে ইত্যচিন্ত্যরূপস্তং আদিত্যবর্ণমাদিত্যস্যেব নিত্যচৈতন্য-প্রকাশোবর্ণোযস্য তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদজ্ঞানলক্ষণান্মোহান্ধকারাৎ পরং তমনুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি কবিমিতি দ্বাভ্যাং। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধং, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারং, অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মং আকাশকালদিগ্‌ভ্যো-ঽপ্যতিসূক্ষ্মতরং, সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকং, অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং

সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরং আদিত্যবৎ স্বরূপপ্রকাশাত্মকোবর্ণঃ স্বরূপং যস্য তমসঃ তং প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানং বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতিশ্রুতেঃ ॥ ৯ ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি ও সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যিনি সকলের বিধাতা ও অচিন্ত্য স্বরূপ এবং যিনি আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতির অতীত ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। মোক্ষার্থীগণ যে দিব্য পরম পুরুষের চিন্তা করিয়া থাকেন, ভগবান্ বিবিধ বিশেষণ দ্বারা তাঁহারই আভাস প্রকাশ করিতেছেন। পরমাত্মা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ের দ্রষ্টা, এই জন্য তিনি, কবি বা সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সর্ব্ব জগতের মূল কারণ অথচ স্বয়ং অনাদি। তিনি, সূর্য্য চন্দ্রাদি সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা এবং সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরাত্মা হইয়া প্রাণীগণকে নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া শুভাশুভ কার্য্যে প্রেরণা করিয়া থাকেন। তিনি আকাশ বা কালাদি সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অথবা দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তিনি সকলের শুভাশুভ কর্ম্মফল বিধাতা। তিনি মনের চিন্তা শক্তির অতীত, তিনি জগতের প্রকাশক অথচ তাঁহার প্রকাশক কেহ নাই। অবিদ্যার রাজ্য অতিক্রম না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়না ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ প্রয়াণকালইতি। প্রয়াণকালে মরণকালে মনসাচলেন প্রচলন বর্জ্জিতেন ভক্ত্যা যুক্তোভজনং ভক্তিঃ তয়া যুক্তোযোগবলেন চৈব যোগস্য বলং যোগবলং তেন সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতং স্বচিত্তস্থৈর্য্যালক্ষণং যোগবলং তেন চ যুক্তইত্যর্থঃ পূর্ব্বং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং তত উর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যগপ্রমত্তঃ সন্ স এবং বুদ্ধিমান্ যোগী কবিং পুরাণমিত্যাদিলক্ষণং তং পরং পুরুষমুপৈতি প্রপদ্যতে দিব্যং দ্যোতনাত্মকং ॥১০

স্বামিকৃত টীকা। সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যস্তিষ্ঠতি এবম্ভূতং পুরুষং

ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্—
সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥ ১০ ॥

অন্তকালে ভক্তিযুক্তোনিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসং যোহনুস্মরেৎ, মনোনৈশ্চল্যোহেতুঃ যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতি সতং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০ ॥

যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করিয়া সেই পরম দিব্য পুরুষকে স্মরণ করেন, যিনি ভক্তিযুক্ত এবং যোগবলে বলীয়ান্, তিনিই ভ্রূযুগল মধ্যে প্রাণ বায়ুকে রক্ষা করিয়া সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। যে সাধু পুরুষ দেহান্তকালে মরণ যাতনায় কাতর না হইয়া একাগ্র চিত্তে পরমাত্মাকে স্মরণ করেন, যিনি ভক্তিযোগে পরমাত্মাকে আরাধনা করিয়াছেন এবং যিনি সমাধি অভ্যাস পূর্ব্বক জীবদ্দশায় কর্ম্মজ্ঞান জনিত সংস্কার রাশিকে বিস্মৃত হইয়া প্রাণ বায়ুকে সুষুম্না নাড়ী মার্গ দ্বারা উত্থাপিত করিয়া ভ্রূযুগল মধ্যে দ্বিদল কমলে স্তম্ভন পূর্ব্বক দশম দ্বার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রমণ করেন, তিনিই সেই দিব্য পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী আদি সর্ব্বপ্রকার সাধকই যে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই প্রদর্শিত হইল ॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যং। যোগমার্গানুগমনেনৈব ব্রহ্মবিদ্যামন্তরেণাপি ব্রহ্মাপ্যতইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে, পুনরপি বক্ষ্যমাণেনোপায়েন প্রতিপিৎসিতস্য ব্রহ্মণোবেদবিদ্বদনাদিবিশেষণ বিশেষ্যস্যাভিধানং করোতি ভগবান্ যদক্ষরমিত। যদক্ষরং ন ক্ষরতীতি অক্ষরং অবিনাশি বেদবিদোবেদার্থজ্ঞা বদন্তি তদ্বাএতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাঅভিবদন্তীতি শ্রুতেঃ, সর্ব্ববিশেষ নিবর্ত্তকত্বেনাভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদি, কিঞ্চ বিশান্ত প্রবিশন্তি সম্যগ্‌দর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যাং যদ্যতয়োযতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনোবীতরাগাঃ বিগতোরাগোযেভ্যস্তে বীতরাগাঃ যচ্চাক্ষরমিচ্ছন্তোজ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ ব্রহ্মচর্য্যং গুরৌ চরন্তীতি তত্তে পদং যদক্ষরাখ্যং ব্রহ্মাখ্যং পদং পদনীয়ং তে

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।

তুভ্যং সংগ্রহেণ সংগ্রহঃ সংক্ষেপঃ তেন সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি সয়োহতদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত কতমম্বাব সতেন লোকং জয়তীতি তস্মৈ সহোবাচ এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারইত্যুপক্রম্য যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেদিত্যাদিনা বচনেন অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি চোপক্রম্য সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতদিত্যাদিভিশ্চ বচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণোবাচকরূপেণ প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ চ পরব্রহ্মপ্রতিপত্তিসাধনত্বেন মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যত্তদেবেহাপি অধিকৃতং কবিং পুরাণমনুশাসিতারং যদক্ষরং বেদবিদোবদন্তীতি চোপন্যস্তস্য চ পরস্য ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বোক্তরূপেণ প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতস্যোঙ্কারস্য কালান্তরমুক্তিফলমুপাসনং যোগধারণাসহিতং বক্তব্যং ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কেবলাভ্যাসযোগাদপি প্রণবাভ্যাসমন্তরঙ্গং বিবিদিষুঃ প্রতিজানীতে যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতইতিশ্রুতেঃ, বীতোরাগোযেভ্যস্তে বীতরাগাযতয়ঃ প্রযত্নবন্তোযদ্বিশন্তি, যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে তুভ্যং পদং পদ্যতে গম্যতইতি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ॥১১

বেদবেত্তাগণ যে অক্ষর পুরুষের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, নিস্পৃহ সন্ন্যাসিগণ যাঁহাকে লাভ করেন, এবং সাধক গণ যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, আমি সংক্ষেপে তাঁহারই কথা বলিতেছি ॥১১॥

গীঃ সঃ। প্রপঞ্চ তত্বরাশি নিবারণ পূর্ব্বক বেদবেত্তা-পুরুষগণ যে প্রণবাত্মক অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, মুক্তি লাভ করিয়া মহাত্মাগণ যাঁহাকে অনুভব করেন ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং যে

যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে—
পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্যচ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২

ব্রহ্ম স্বরূপকে জানিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের আচরণ করেন, নিঃসংশয় রূপে অর্জ্জুন যাহাতে সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, ভগবান্ তাহাই সহজে ও সংক্ষেপে কহিতেছেন ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রসক্তানুপ্রসক্তঞ্চ যৎকিঞ্চিদিত্যেবমর্থউত্তরোগ্রন্থ-আরভ্যতে সর্ব্বেতি। সর্ব্বদ্বারাণি সর্ব্বাণি চ তানি দ্বারাণি চ সর্ব্বদ্বারাণি উপলব্ধৌ তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং কৃত্বা মনোহৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা নিঃপ্রচারতামাপাদ্য তত্র বশীকৃতেন মনসা হৃদয়া-দূর্দ্ধ্বগামিন্যা নাড্যা ঊর্দ্ধমারুহ্য মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতঃ প্রবৃত্তো-যোগ ধারণাং ধারয়িতুং ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্ব্বাহ্যবিষয় গ্রহণম-কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃমনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়স্মরণমপ্যকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিত আশ্রিতবান্ সন্ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্রৈব চ ধারয়ন্ ওমিতি। ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোভিধানভূতমোঙ্কারং ব্যাহরন্নুচ্চরংস্তদর্থভূতং মামীশ্বরমনুস্মরন্ননু-চিন্তয়ন্ যঃ প্রযাতি ম্রিয়তে স ত্যজন্ পরিত্যজন্ দেহং শরীরং ত্যজন্ দেহমিতি প্রয়াণবিশেষণার্থং দেহত্যাগেন প্রয়াণমাত্মনোন স্বরূপনাশে-নেত্যর্থঃ স এবং ত্যজন্ প্রযাতি গচ্ছতি পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ওমিতি। ও মিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ-মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ্গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৩॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ !
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

যে উপাসক সমস্ত ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ এবং মনকে হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া এবং প্রাণ বায়ুকে মূর্দ্ধা দেশে স্থাপন ও আত্ম-সমাধি সাধন করেন, এবং ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করেন, সেই উপাসক দেহান্ত কালে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। যিনি শব্দাদি বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া বিচার এবং অভ্যাস দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে অন্তর্মুখীন করিয়াছেন, এবং পাছে মন কর্তৃক বহির্বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ পুনর্ধাবিত হয় সেই জন্য মনকে আত্মচিন্তনার্থ হৃদয় কন্দরে নিরুদ্ধ রাখিয়াছেন এবং পাছে মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়া স্ফুরণার্থ সম্বেগের সঞ্চার হয়, সেই জন্য প্রাণ বায়ুকে মূর্দ্ধা দেশে স্থির করিয়া রাখেন, এবং যিনি প্রত্যক্ আত্মা বিষয়ক সমাধি, করিয়া স্থিতি করেন, এবং যিনি ওঁ এই ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য ও ব্রহ্ম স্বরূপ একাক্ষরকে চিন্তা ও উচ্চারণ করিয়া স্থির থাকেন, সেই উপাসক দেহান্তে দেবযান মার্গ দ্বারা ব্রহ্ম লোকের সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

“এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোস্য পরম আনন্দঃ।”

এই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই এতদ্বিদ্বান্ পুরুষের পরম গতি, পরম সম্পদ্ এবং পরম আনন্দ স্বরূপ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অনন্যেতি। অনন্যচেতা নান্যবিষয়ে চেতোযস্য সোয়মনন্যচেতাযোগী সততং সর্ব্বদা যো মাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্যশঃ সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুচ্যতে নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে ন ষন্মাসং সংবৎসরং বা কিং তর্হি যাবজ্জীবং নৈরন্তর্য্যেণ যোমাং স্মরতীত্যর্থঃ তস্য যোগিনোহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য সদা সমাহিতস্য

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥

যোগিনঃ যত এবমতোনন্যচেতাঃ সন ময়ি সদা সমাহিতোভবেৎ ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবকান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাসবশতএব ভবতি নান্যথেতি পূর্ব্বোক্তমেবাক্ষরয়তি অনন্যেতি। নান্যস্মিন চেতোযস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি নান্যস্যেতি ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া চির দিন আমাকে চিন্তা করে, সেই সমাহিত চিত্ত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ ॥ ১৪ ॥

গীঃ সঃ। প্রাণায়াম ও ধ্যানাদি দ্বারা যোগীগণ যে ভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম যোগাদি না করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি চির দিন অবিচ্ছেদে, খাইতে, শুইতে, উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা আমাকেই স্মরণ করেন, অর্থাৎ জীবনের সকল কার্য্যেই সাধক যদি আমাকে না ছাড়িয়া অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। যাঁহার অন্তঃকরণে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে ভগবদ্ভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে, ভগবৎ প্রাপ্তি জন্য তাঁহার কঠোর তপোব্রত প্রাণায়াম যোগাদির আর কিছু মাত্র আবশ্যক নাই ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তব সৌলভ্যেন কিং স্যাদিত্যুচ্যতে শৃণু তন্মম সৌলভ্যেন যদ্ভবতি মামুপেত্যেতি। মামুপেত্য মামীশ্বরমুপেত্য মদ্ভাবমাপদ্য পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিং ন প্রাপ্নুবন্তি কিং বিশিষ্টং পুনর্জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি তদ্বিশেষণমাহ দুঃখালয়মাধ্যাত্মিকাদীনামালয়মাশ্রয়ং আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানি তং দুঃখালয়ং জন্ম ন কেবলং দুঃখালয়মশাশ্বতমনবস্থিতস্বরূপঞ্চ নাপ্নুবন্তীদৃশং পুনর্জন্ম মহাত্মানোযতয়ঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং পরমানং প্রকৃষ্টাং গতা প্রাপ্তাঃ ॥১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যদ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি ততঃ কিমতআহ মা

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঙ্গতাঃ॥ ১৫॥

মিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানোমদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি যতস্তে পরমাং সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জ্জন্মনো-দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং মামুপেত্য মাং প্রাপ্নুবন্তীতি বা॥ ১৫॥

এবম্বিধ উপাসক গণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সর্ব্ব দুঃখের আলয় স্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেন না। কেননা, উক্ত মহাত্মা গণ পরম সিদ্ধি স্বরূপা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৫॥

গীঃ সঃ। যাঁহারা চির দিন ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানের ভাবনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহকালে তো কোন দুঃখই ভোগ করেন না; সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জ্জন্মভোগ হইতেও অব্যাহতি লাভ করেন। ভগবচ্চিন্তন জন্য ত্রিগুণময়ী মায়া বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তাঁহারা চির কৈবল্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। এই আনন্দ ধামকেই শৈবগণ রুদ্রলোক ও বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠ পুরী বলিয়া জানেন। এই আনন্দধামে গমন করিলে মায়া বিরচিত সংসারমধ্যে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকেনা॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে পুনর্মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তে পুনরাবর্ত্তন্তে কে পুনস্ত্বত্তোঽন্যং প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্তইত্যুচ্যতে আব্রহ্মেতি। আব্রহ্মভুবনাদ্ভবন্তি যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোকইত্যর্থঃ আব্রহ্মভুবনাৎ সহব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনস্বভাবাঃ হে অর্জ্জুন মামেকমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তির্নবিদ্যতে॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্দ্ধারয়তি আব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণোভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তন শীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ, তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যং ভাবি পুনর্জ্জন্ম যএবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাং তথা চ, ব্রহ্মণাসহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

পরস্তাত্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদং। পরস্তাত্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে কৃতাত্মানোব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষইতিপরিনিশ্চিতঃ, মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেতি॥ ১৬॥

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোক নিবাসী গণেরই পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে; কেবল একমাত্র আমাকেই লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ১৬॥

গীঃ সঃ। পঞ্চাগ্নি বিদ্যাদি দ্বারাও ব্রহ্মলোকাদিতে জীবের গতি হইয়া থাকে। ঈদৃশ ব্রহ্মলোকবাসীগণের ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত পরম কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণগত ভগবদ্ ভক্তিই একমাত্র মুক্তির কারণ, অন্যথা ব্রহ্মলোকই প্রাপ্ত হও অথবা যে কোন সুখনিবাসেই গমন কর, পুনরাবৃত্তির হস্ত হইতে নিস্তার নাই। এই শ্লোকে "অর্জ্জুন" সম্বোধন দ্বারা তাঁহার স্বগত মহত্ত্ব এবং "কৌন্তেয়" সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুনের মাতৃকুলগত মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুন সর্ব্বতোভাবে মহান্ হইয়া যে কৈবল্যানন্দভাগী হইবেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, ইহাই ভগবানের গূঢ় লক্ষ্য॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। ব্রহ্মলোকসহিতা লোকাঃ কস্মাৎ পুনরাবর্ত্তিনঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাৎ কথং সহস্রেতি। সহস্রযুগ পর্য্যন্তং সহস্রাণি যুগানি পর্য্যন্তং পর্য্যবসানং যস্যাহ্নস্তদহঃ সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেঃ বিরাজোবিদুঃ রাত্রিমপি যুগসহস্রান্তঃপরিমাণমেব কে বিদুরিত্যাহ তেঽহোরাত্রবিদঃ কালসংখ্যাবিদোজনা ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

স্বামিকৃতটীকা। নমু চ তপস্বিনোদানশীলাবীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরি স্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতং। ইত্যাদিপুরাণবাক্যে-

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।

ত্রিলোক্যাঃ সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে বিনাশিত্বে চ সর্ব্বেষাং নবৈশিষ্ট্যেকথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোঽসৌ বিশেষইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষোব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রিলোক্যা-উৎপত্তির্নিশি নিশি চ প্রলয়োভবতীতি দর্শয়িষ্যন ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো-যদহস্তদ্যে বিদুঃ যুগসহস্রমন্তোযস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন যে বিদুস্ত-এব সর্ব্বজ্ঞাজনা অহোরাত্রবিদঃ যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং তে তথাহোরাত্রবিদোন ভবন্তি অল্পদর্শিত্বাৎ, যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভি-প্রেতং চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণোদিনমুচ্যতইতিবিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ, ব্রহ্মণইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামুপলক্ষণার্থং। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশ-ভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণোদিনং তাবৎপ্রমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমা-য়ুরিতি ॥ ১৭ ॥

যিনি ব্রহ্মার চতুর্যুগ সহস্র পর্য্যন্ত দিন এবং চতুর্যুগ সহস্র পর্য্যন্ত রাত্রি বিদিত আছেন, সেই যোগী ব্যক্তিই দিবারাত্রির জ্ঞাতা ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। ' ১৭২৮০০০ বর্ষ সত্যযুগের পরিমাণ এবং ১২৯৬০০০ বর্ষ ত্রেতাযুগের পরিমাণ, ৮৬৪০০০ বর্ষ দ্বাপর যুগের পরিমাণ এবং ৪৩২০০০ বর্ষ কলিযুগের পরিমাণ। এই রূপ চতুর্যুগ সহস্র বার অতিক্রান্ত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার এক দিন হয় এবং এই রূপ চতুর্যুগ পুনঃ সহস্রবার অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। যিনি এইরূপ দিবারাত্রি অতি-ক্রম হইতে দেখেন, তিনিই অহোরাত্রিবেত্তা। যাঁহারা কেবল সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখিয়া দিন রাত্রি গণনা করেন, তাঁহারা অল্পদর্শী—অহো-রাত্রি বেত্তা নহেন। এই রূপ পঞ্চদশ দিবসে ব্রহ্মার একপক্ষ, এই রূপ দুই পক্ষে একমাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ। এই পরিমাণে একশত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। তদনন্তর ব্রহ্মাও বিনষ্ট হয়েন। সুতরাং ব্রহ্মলোকের প্রসাদভোগী জীবগণের এবং তন্নিম্ন শ্রেণীর ইন্দ্রাদি লোক নিবাসী গণের

রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

যে অধঃপতন ও পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? "ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ"। ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়া বিরচিত। মায়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারেন না॥ ১৭॥

শাঙ্করভাষ্যং। যতএবং কালপরিচ্ছিন্নাস্তেঽতঃ পুনরাবর্ত্তিনোলোকাঃ প্রজাপতেরহনি যদ্ভবতি রাত্রৌ চ তদুচ্যতে অব্যক্তেতি অব্যক্তাদব্যক্তং প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা তস্মাদব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়োব্যজ্যন্তইতি ব্যক্তয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমলক্ষণাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রভবন্ত্যভিব্যজ্যন্তে অহ্ন আগমোঽহরাগমস্তস্মিন্নহরাগমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে সর্ব্বাব্যক্তয়স্তত্রৈব পূর্ব্বোক্তেঽব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিমতআহ অব্যক্তাদিত্যাদি। কার্য্যাস্থাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণ রূপাৎ ব্যজ্যন্তইতি ব্যক্তয়শ্চরা-চরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি, কদা অহরাগমে ব্রহ্মণোদিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদইত্যেতন্ন বিধীয়তে কিন্তু তে প্রসিদ্ধাঅহো-রাত্রবিদোজনাব্রহ্মণোযদহর্ব্বিদুস্তস্যাহ্নআগমেঽব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যারাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্তইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ॥ ১৮॥

ব্রহ্মার দিন সমাগত হইলে অব্যক্ত হইতে এই সকল ব্যক্ত চরাচর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাঁহার রাত্রি সমাগমে সেই ব্যক্ত বস্তু মাত্রেই অব্যক্ত-রূপ কারণে লয় প্রাপ্ত হয়॥ ১৮॥

গীঃ সঃ। ব্রহ্মার সুষুপ্তি অবস্থার নাম অব্যক্ত এবং তাঁহার জাগ্রত দশার নাম ব্যক্ত। ব্রহ্মার জাগ্রত দশায় অর্থাৎ চেতন শক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জগৎ ব্যবহার দশায় পরিণত হইয়া অভিব্যক্ত হয়,

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।

এবং তাঁহার সুষুপ্তাবস্থায় সমস্ত বস্তুরই অস্তিত্ব কারণ স্বরূপে বিলীন হয়, তখন আর প্রত্যক্ষ ব্যবহারোপযোগী জগৎ দৃষ্ট হয় না॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশদোষপরিহারার্থং বন্ধমোক্ষশাস্ত্রপ্রবৃত্তিসাফল্য প্রদর্শনার্থং অবিদ্যাদিক্লেশমূলকর্ম্মাশয়বশাচ্চাবশো ভূতগ্রামোভূত্বা প্রলীয়তইত্যতঃ সংসারে বৈরাগ্য প্রদর্শনার্থঞ্চেদমাহ ভূতগ্রামইতি। ভূতগ্রামো ভূতসমুদয়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণোযঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে আসীৎ সএবায়ং নান্যো ভূত্বা পুনঃ অহরাগমে প্রলীয়তে পুনঃ পুনঃ রাত্র্যাগমেঽহঃক্ষয়েঽবশোঽস্বতন্ত্রএব পার্থ প্রভবতি জায়তে সএব অহরাগমে॥ ১৯॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি ভূতগ্রামইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহোযঃ প্রাগাসীৎ স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে প্রলীয় প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি নান্যইত্যর্থঃ॥ ১৯॥

হে পার্থ! সেই প্রাণী সকল (যাহারা পূর্ব্বকল্পে ছিল) উত্তর কল্পে (ব্রহ্মার দিবাগমে) উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

গীঃ সঃ। সংসারে বারম্বার উৎপত্তি বিনাশ সত্ত্বেও অবিদ্যার প্রভাবজন্য জীবের সংসারনিবৃত্তি হয় না। জীবের কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই পুনঃ পুনঃ সংসারপ্রবাহের এক মাত্র হেতু। তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যে যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে পূর্ব্ব কল্পে সূক্ষ্মরূপে কারণাবস্থায় স্থিতি করিতেছিল, তাহাদের সুখ দুঃখ রূপ ভোগাবসান হয় নাই বলিয়া উত্তর কল্পে তাহাদিগকে অবশ্যই ভোগ্যভূমি দেহারম্ভন অধিকার করিতে হয়।

রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ! প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি ॥"

আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত অজ্ঞানী ব্যক্তি যে শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তজ্জন্য তাহাকে অবশ্যই ফল ভোগ করিতে হয়। বস্তুতঃ, কোন নূতন জীবের সৃষ্টি হয় না, যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাই কল্পান্তে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বরিতি ॥"

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ আদি সমস্ত জগৎ যাহা যেরূপ পূর্ব্ব কল্পে ছিল, বিধাতা উত্তরকল্পেও সেইরূপ রচনা করেন। ব্রহ্মার দিবাগমে অভিব্যক্তি বা প্রাদুর্ভাব এবং রাত্রি সমাগমে সমস্ত বস্তুরই তিরোভাব বা কারণ স্বরূপে স্থিতি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়োনির্দ্দিষ্টওমিত্যেকা-ক্ষরং ব্রহ্মেত্যাদিনাথেদানীমক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দ্দিদিক্ষয়েদমুচ্যতে পরইতি। অনেন যোগমার্গেণেদং গন্তব্যমিতি পরস্তস্মাদিতি পরোব্যতিরিক্তোভিন্নঃ কুতস্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদব্যক্তাৎ তু শব্দোঽব্যক্তাক্ষরস্য বিবক্ষিতস্য ব্যক্তা-দ্বৈলক্ষণ্যবিশেষণার্থঃ ভাবোঽক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তত্বে সত্যপি সালক্ষণ্য প্রসঙ্গোঽস্তীতি তদ্বিনিবৃত্ত্যর্থমাহ অন্যইতি অন্যোবিলক্ষণং সচাব্যক্তোঽনিন্দ্রিয়গোচরঃ পরস্তস্মাদিত্যুক্তং কস্মাৎ পুনঃ পরঃ পূর্ব্বোক্তা-দ্ভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাদন্যোবিলক্ষণোভাবইত্যভিপ্রায়ঃ সনাতনশ্চিরন্তনোযঃ সভাবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিষু নশ্যৎসু ন বিন-শ্যতি ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি পরইতি দ্বাভ্যাং তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তাপি কারণভূতোযোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরোভাবঃ

যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥
অব্যক্তোঽক্ষরইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

সনাতনোঽনাদিঃ সতু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

সেই অব্যক্তেরও অতীত, ইন্দ্রিয়গণেরও অগোচর ও স্বতন্ত্র সত্তা মাত্র পদার্থই নিত্য। উহা ভূত সকল বিনষ্ট হইলেও স্বয়ং বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। সত্তা স্বরূপ পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভ নামক অব্যক্ত কারণেরও কারণ স্বরূপ এবং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। অভিব্যক্ত চরাচর জগতের কারণ স্বরূপ অব্যক্ত রূপের নাশ আছে। কিন্তু সত্তা স্বরূপের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। উহা সনাতন এবং সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়গণ সেই সত্তা-স্বরূপকে ধারণা করিতে পারেনা। বুদ্ধি বা বিচার শক্তি তর্ক বা অনুভব-বলে তাহা কদাপি গ্রহণ করিতে পারেনা। সত্তার আদি নাই, অন্ত নাই, রূপ, নাম গুণ বা অবস্থাও নাই। তিনি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার অযোগ্য ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অব্যক্তইতি। যোসাবব্যক্তোক্ষরইত্যুক্তস্তমেবাক্ষর-সংজ্ঞকমব্যক্তং ভাবং আহুঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে সংসারায় তদ্ধামস্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ পরমং পদ-মিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ অব্যক্তইতি। যো-ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্যইতি তথা অক্ষরাৎ সম্ভ-বতীহ বিশ্বমিত্যাদিশ্রুতিষক্ষরইত্যুক্তঃ, তাংপরমাং গতিং পরাং পুরুষার্থ-মাহুঃ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিত্যাদিশ্রুতয়ঃ পরম-গতিত্বমেবাহ যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্তইতি। তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপং, মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী রাহোঃ শিরইতিবৎ, অতোঽহমেব পরমা গতিরি-ত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সেই অক্ষর, অব্যক্ত সত্তা স্বরূপকে শ্রুতি স্মৃতি

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।

জীবের পরম গতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সত্তারূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না। উহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম ॥ ২১ ॥

গীঃ সঃ। মুমুক্ষুগণ আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পুরুষার্থ স্বরূপ পরমানন্দ-ধাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহারই নাম "পরমগতি"। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষাস্য পরমা গতিঃ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।"

সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাই বিদ্বান্‌দিগের পরম গতি, উহা কোন বস্তু বিশেষ নহে। সমস্ত আবেগ, সম্বেগ, মতি, রতি, গতি যেখানে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাই পরম গতি, তাহাই পরমাত্মা। সেই পরম গতি স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিলে জীবের গতায়াতের শেষ হইয়া যায়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ, অর্থাৎ উহাই বিষ্ণুর স্বরূপাবস্থা ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তল্লব্ধেরুপায় উচ্যতে পুরুষইতি। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ পূর্ণত্বাদ্বা স পরঃ পার্থ পরোনিরতিশয়ো যস্মাৎ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সভক্ত্যা লভ্যস্তু জ্ঞানলক্ষণয়ানন্যয়া আত্মবিষয়া যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থানি মধ্যস্থানি কার্য্যভূতানি কার্য্যং হি কারণস্যান্তর্বর্ত্তি ভবতি যেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং আকাশেনেব ঘটাদি ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ পুরুষইতি। সচাহং পুরং পুরুষোঽনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা, পরত্বমেবাহ যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি যেন চ কারণভূতেনেদং সর্ব্বং জগত্ততং ব্যাপ্তং ॥ ২২ ॥

হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। সমস্ত ভূতই তাঁহার অভ্যন্তরে স্থিতি

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।

করিতেছে এবং তিনিও সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ॥ ২২ ॥

গীঃ সঃ। প্রপঞ্চ বিষয় হইতে অন্তঃকরণবৃত্তিকে প্রত্যাহার করিয়া অনন্য ভাবে ভগবানে চিত্ত অর্পণ না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রপঞ্চ ভাব বিদূরিত হইলেই তখন তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়না। যেমন সূত্রায়তনকে বস্ত্র বলা যায়, বস্তুতঃ সাধারণ বুদ্ধিতে বস্ত্র ও সূত্র একত্রে দুইটা বুঝিতে পারা যায়না। যখন বস্ত্র বলিয়া দেখি তখন সূত্র ভাব ভুলিয়া যাই, আবার সূত্র দেখিতে গেলে বস্ত্র ভাব বিস্মৃত হই। কিন্তু যিনি বস্ত্রেতে সূত্রবুদ্ধি এবং সূত্রায়তনই বস্ত্র সমস্তাৎ দেখিতে পান, তিনিই তত্ত্বদর্শী। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যস্মাৎ পরং ন পরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়োন জ্যায়োস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং। যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তে হপি বা অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥

যাঁহা হইতে কোন বস্তুই পর বা অপর নহে, যাঁহা হইতে কোন বস্তুই অণু বা মহান্ নহে, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিশাল বৃক্ষের ন্যায় অচল। তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, নারায়ণ তত্তাবতের অন্তর্ব্বাহ্য ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাং তৎব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে উত্তরোমার্গোবক্তব্যইতি যত্র কালইত্যাদিবিবক্ষিতার্থসমর্পণার্থমুচ্যতে আবৃত্তিমার্গোপন্যাসইতরমার্গস্তুত্যর্থঃ যত্রেতি। যত্র কালে প্রয়াতাইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ যত্র যস্মিন্ কালে ত্বনাবৃত্তিমপুনর্জ্জন্ম আবৃত্তিং তদ্বিপরীতাঞ্চৈব যোগিনইতি কর্ম্মিণশ্চোচ্যন্তে কর্ম্মিণস্তু গুণতঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি বিশেষণাৎ তত্র বিজ্ঞানে যোগিনঃ যত্র কালে প্রয়াতামৃতাযোগিনোনাবৃত্তিং যান্তি, যত্র

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

কালে চ প্রয়াতামৃতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে অন্যে স্বাবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তং তত্র কেন মার্গেণ গতানাবর্ত্তন্তে কেন বাবর্ত্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রযাতাযোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি যস্মিংশ্চ কালে প্রযাতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ, অত্র চ রশ্ম্যনুসারী অর্চ্চিশ্চায়নেঽপি দক্ষিণ ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমরণস্য অবিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যোমার্গ উপলক্ষ্যতে, অতোঽয়মর্থঃ যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রযাতাযোগিন উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিঞ্চ যান্তি তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি, অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদিশব্দোক্তানাং কালাভিমানিনাং সাহচর্য্যাদাম্রবনমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধং ॥ ২৩ ॥

হে ভরতর্ষভ ! যে কালে গমন করিলে যোগীগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। এই শ্লোকে "কাল" পদটী দিবা রাত্রি আদি কালের অভিমানযুক্ত দেবতা বা মার্গ বিশেষ উপলক্ষিত হইয়াছে। "যোগিনঃ" পদটী কর্ম্মী এবং উপাসক উভয়ই পরিগৃহীত হইয়াছে। শরীর হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময় কোন্ পথে উপাসকের গতি হইলে তাঁহার সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয়, এবং কোন্ পথে গতি হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই বলিলেন বলিয়া স্বীকার করিবেন ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তং কালমাহ অগ্নির্জ্যোতিরিতি। অগ্নিঃ কালাভিমানিনী দেবতা তথা জ্যোতির্দ্দেবতৈব কালাভিমানিনী অথবা অগ্নিজ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে ভূয়সাস্তু নির্দ্দেশোযত্র কালে তং কালমিতি আম্রবনবৎ তথাঽর্দ্দেবতাঽহরভিমানিনী শুক্লঃ শুক্লপক্ষদেবতা তথা ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণং তত্রাপি দেবতৈব. মার্গভূতেতি স্থিতোঽত্র ন্যায়স্তত্র তস্মিন্

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

মার্গে প্রয়াতা মৃতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসকাঃ ব্রহ্মোপাসনপরা-জনাঃ ক্রমেণেতি বাক্যশেষো ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতির্বা কচিদস্তি ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তীতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মসংলীন-প্রাণা এব তে ব্রহ্মময়া ব্রহ্মভূতা এব তে॥ ২৪॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃ-শব্দাভ্যাং তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তীতি শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতো-পলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্লইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যু-ক্তানাং সম্বৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থং, এবং ভূতো যো মার্গ-স্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ তথাচ শ্রুতিঃ তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমা-পূর্য্যমাণপক্ষাদ্‌ যান্‌ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকমিতি॥২৪

যে স্থানে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, ছয় মাস, উত্তরায়ণ আদি স্থিতি করিতেছে, সেই দেবযান মার্গে গমন করিয়া সগুণ ব্রহ্মোপাসনাশীল পুরুষ সগুণ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৪॥

গীঃ সঃ ৮ শ্রুতি বলিয়াছেন—তেঽর্চ্চিরভি সম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণঃ পক্ষমাপূর্য্যমাণং পক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্মগময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতি-পদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত ইতি।

উপাসক ব্যক্তি প্রথমতঃ অর্চ্চিরভিমানী দেবতাকে, তৎপরে দিনা-ভিমানী দেবতাকে, তদনন্তর শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতাকে, তদনন্তর ছয় মাস উত্তরায়ণাভিমানী দেবতাকে তৎপশ্চাৎ সম্বৎসরাভিমানী দেবতাকে, এতদনন্তর সূর্য্যকে, সূর্য্যের পর চন্দ্রকে চন্দ্রের পর বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হয়েন। সেইখানে অমানব পুরুষ আসিয়া উপাসককে ব্রহ্ম-

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌।

লোকে লইয়া যান। ইহাকেই দেবযান বা ব্রহ্মমার্গ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ধূমইতি। ধূমো রাত্রিঃ ধূমাভিমানিনী রাত্র্যভিমানিনী চ দেবতা তথা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি চ পূর্ব্ববদ্দেবতৈব তত্র চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তৎফলং ইষ্টাদিকারী যোগী কর্ম্মী প্রাপ্য ভুক্ত্বা তৎক্ষয়াদিহ নিবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আবৃত্তিমার্গমাহ ধূমইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে. এতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে, তত্রাপি প্রাতঃ তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্যএতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তীত্যাদি, তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগনন্তরমাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকর্ম্মণাস্তু জন্তূনাং অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যং ॥ ২৫ ॥

যে স্থানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন ইত্যাদি স্থিতি করিতেছে, সেইখানে গমন করিয়া কর্ম্মী পুরুষ চন্দ্রমাকে লাভ করেন, এবং কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়েন ॥ ২৫ ॥

গীঃ সঃ। এ শ্লোকেও ধূম, রাত্রি ইত্যাদি শব্দ তত্তৎ অভিমানী দেবতার উপলক্ষণ। চন্দ্রলোক পুণ্যভোগের স্থান। যাঁহারা যৎকর্ম্ম আদি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে অতুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া বাসনা সূত্র যোগে সংসারে পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

পুনরাবৃত্তিমার্গের নাম পিতৃযান। পিতৃযান হইতে দেবযান শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শুক্লেতি। শুক্লকৃষ্ণে শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে জ্ঞান-প্রকাশকত্বাৎ শুক্লা তদভাবাৎ কৃষ্ণা এতে শুক্লকৃষ্ণে হি গতী জগতী ইত্যাধিকৃতানাং জ্ঞানকর্ম্মণোর্ন জগতঃ সর্ব্বস্যৈবৈতে গতী সম্ভবতঃ শাশ্বতে নিত্যে সংসারস্য নিত্যত্বান্নিত্যে মতে অভিপ্রেতে তত্রৈকয়া শুক্লয়া যাত্যনাবৃত্তিমাবৃত্তিমন্যয়েতরয়া বর্ত্ততে পুনঃ ভূয়ঃ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। উক্তমার্গাবুপসংহরতি শুক্লেতি। শুক্লা অর্চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণোর্জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সংমতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্লয়ানাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পথ জগতে নিত্যসিদ্ধ। শুক্লমার্গের দ্বারা উপাসক অপুনরাবৃত্তি এবং কৃষ্ণ মার্গের দ্বারা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

গীঃ সঃ। দেবযান শুক্ল, অর্থাৎ জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ। পিতৃযান ভোগ ও অজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ তমোময়। সুতরাং ধূম রাত্রি আদি অপ্রকাশ স্বরূপ। এস্থানে আত্মার বিকাশ না হওয়াতে জীবের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। নৈতইতি। নৈতে যথোক্তে সৃতী মার্গৌ পার্থ জানন্ সংসারায়ৈকান্যা মোক্ষায় চেতি যোগী ন মুহ্যতি ন কশ্চন কশ্চিদপি তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতোভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি নৈতেতি। এতে সৃতী মার্গৌ মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তোভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।

যোগী ন মুহ্যতি সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭ ॥

হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত মার্গদ্বয় অবগত হইয়া যোগী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হয়েন না। তুমিও সর্ব্বদা যোগযুক্ত হইয়া থাক ॥ ২৭ ॥

গীঃ সং। দেবযান বা শুক্লমার্গ মুক্তিপ্রদ। পিতৃযান বা কৃষ্ণমার্গ পুনরাবৃত্তির কারণ। ইহা বিদিত হইয়া সগুণব্রহ্মধ্যানপরায়ণ যোগী সংসার মায়ায় বিমুগ্ধ হয়েন না। তাঁহারা যোগবলে দেবযানের অধিকারী হয়েন। সেই জন্য বলিতেছি, হে অর্জ্জুন! তুমিও সমাহিতচিত্ত হইয়া এই অপুনরাবৃত্তি লোকের অধিকারী হও ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শৃণু যোগস্য মাহাত্ম্যং বেদেম্বিতি। বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু চ সাদ্গুণ্যেনানুষ্ঠিতেষু তপঃসু চ সুতপ্তেষু দানেষু চ সম্যগ্দত্তেষু যদেতেষু পুণ্যফলং প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণাত্যেত্যতীত্যগচ্ছতি তৎ সর্ব্বং ফলজাতমিদং বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়দ্বারেণোক্তং সম্যগবধার্য্যানুষ্ঠায় ইহ যোগী পরং উৎকৃষ্টমৈশ্বরং স্থানমুপৈতি প্রতিপদ্যতে আদ্যমাদৌ ভবং কারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে অষ্টমোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। অধ্যায়ার্থসপ্তপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সকলমুপসংহরতি বেদেম্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ যৎপুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎসর্ব্বমত্যেতি ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি, কিংকৃত্বা, ইদমষ্ট প্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টং আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পদং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

ইতি অষ্টমোধ্যায়ঃ।

অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা—
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শাতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে তারকব্রহ্ম-
যোগোনাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে ও পুণ্যকার্য্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, ধ্যাননিষ্ঠ যোগীগণ সেই ফলরাশি অতি-ক্রম করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণরূপ স্থান লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। বেদাধ্যয়ন কালে, শাস্ত্র, ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনে যে শুভ ফল হয় লিখিয়াছেন, আর সাঙ্গোপাঙ্গ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, চিত্তশুদ্ধির কারণ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা সম্পাদনে যে ফল লাভ হয়, এবং উত্তম দেশ কাল পাত্র বিশেষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্র বিধানানুরূপ গোসুবর্ণ আদি দান করিলে যে ফল লাভ হয়, যোগীগণ এ সমস্ত ফল হইতেও মহাফল লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ধ্যাননিষ্ঠ যোগীরা স্বর্গাদি ফলভোগ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

এই অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বাসুদেব "তৎ" পদার্থকে ধ্যেয়রূপে ব্যাখ্যা করিলেন।

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য চির-কুমার শ্রীযুক্ত
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
অষ্টম অধ্যায়
সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

শাঙ্করভাষ্যং। অষ্টমে নাড়ীদ্বারেণ ধারণাযোগঃ সগুণ উক্তস্তস্য চ ফলমগ্ন্যর্চ্চিরাদিক্রমেণ কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণমেবানাবৃত্তিরূপং নির্দ্দিষ্টং তত্রানেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফলমধিগম্যতে নান্যথেতি তদাশঙ্কাব্যাবিবৃৎসয়া ভগবানুবাচ ইদমিতি। ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং বক্ষ্যমাণমুক্তঞ্চ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষু তদ্বুদ্ধৌ সংনিধীকৃত্যেদমিত্যাহ তুশব্দো বিশেষনির্দ্ধারণার্থঃ ইদমেব তু সম্যক্‌জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তিসাধনং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যাত্মৈবেদং সর্ব্বমেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যো নান্যদথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তেঽক্ষয্যলোকা ভবন্তীত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি কথয়িষ্যাম্যনসূয়বেঽসূয়ারহিতায় কিং তজ্‌জ্ঞানং কিং বিশিষ্টং বিজ্ঞানসহিতমনুভবযুক্তং যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ সংসারবন্ধনাৎ॥ ১॥

স্বামিকৃত টীকা। পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে। নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে। এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বীয়পরমেশ্বরতত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং নান্যথেত্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ইদমিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়মিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃপুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তুভ্যং বক্ষ্যামি, তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্‌ গুহ্যতমং যজ্‌জ্ঞাত্বাঽশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি॥ ১॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য,

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥

এই জন্য তোমাকে বিজ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্ব কহিতেছি ইহা অবগত হইলে তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥

গীঃ সঃ। যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ পূর্ব্বক কিরূপে মুক্তি লাভ হয়, এবং ভগবানে অনন্য ভক্তি যে তাদৃশী মুক্তি লাভের অসাধারণ হেতু ইত্যাদি, বিষয় অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ পুরুষের কিরূপ গতি হয়, তাহাও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের কিরূপ গতি হয়, এবং ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এবং তন্নিষ্ঠ অনুরাগ আদি বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য নবম অধ্যায়ের অবতারণা হইল।

এই শ্লোকের "ইদন্তু" পদের "তু" শব্দ দ্বারা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত সগুণ ব্রহ্মের "ধ্যান" এবং এতদধ্যায়ে বক্তব্য "জ্ঞান" বিষয়ের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির প্রধান হেতু। ধ্যান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হয়না। ধ্যান আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল উপায় মাত্র। বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানতত্ত্ব অতীব গুহ্যতম। রাগ দ্বেষাদি বর্জ্জিত না হইলে এই জ্ঞানতত্ত্বের কেহ অধিকারী হইতে পারেনা। ভগবান্ অর্জ্জুনকে আর্জ্জব ও সংযমাদি গুণযুক্ত উপযুক্ত শিষ্য বোধে এই বিজ্ঞান পূর্ণ জ্ঞানতত্ত্বের গুহ্য রহস্য কহিতেছেন। অনধিকারীকে জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অনধিকারী ব্যক্তি নিগূঢ় তত্ত্বের গুহ্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেনা, এজন্য সাধারণের সমক্ষে জ্ঞানতত্ত্বের গুহ্য রহস্য প্রকাশ করা শাস্ত্রে নিষেধ আছে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তচ্চ জ্ঞেয়েতি রাজবিদ্যেতি। রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা দীপ্ত্যতিশয়ত্বাৎ দীপ্যতে হীয়মতিশয়েন ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাং রাজগুহ্যং তথা গুহ্যানাং রাজা পবিত্রং পাবনমিদমুত্তমং সর্ব্বেষাং পাবনানাং

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

শুদ্ধিকারণানামিদং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুৎকৃষ্টতমমনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতমপি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমূলং কর্ম্ম ক্ষণমাত্রাদ্ভস্মীকরোতি যতোঽতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যং কিঞ্চ প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষেণ সুখাদেরিবাবগমো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং অনেকগুণবতোপি ধর্ম্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টং শ্যেনযাগইব ন তথা আত্মজ্ঞানং ধর্ম্মবিরোধি কিন্তু ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং এবমপি স্যাৎ দুঃসংপাদ্যমিত্যত আহ সুসুখং কর্ত্তুং যথা রত্নবিবেকবিজ্ঞানং তত্রাল্পায়াসানাং অন্যেষাং কর্ম্মণাং সুখসংপাদ্যানামল্পফলত্বং দৃষ্টং দুষ্করাণাঞ্চ মহাফলত্বং দৃষ্টমিতীদন্তু সুখসংপাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদ্ব্যেতীতি প্রাপ্তে তত্রাহাব্যয়ং নাস্য ফলতঃ কর্ম্মবদ্ব্যয়োস্তীতি অব্যয়ং অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্মজ্ঞানং ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা । কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি । ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা রাজগুহ্যং গুহ্যানাঞ্চ রাজা বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জনস্যাপি পরত্বং. রাজ্ঞাং বিদ্যা রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা. উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমোঽনুবোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলং ইত্যর্থঃ, ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্তসর্ব্বধর্ম্মফলত্বাৎ, কর্ত্তুঞ্চ সুসুখং সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ, অব্যয়ঞ্চাক্ষয়ফলত্বাৎ ॥ ২ ॥

এই আত্মজ্ঞান সকল বিদ্যার রাজা, সকল গুহ্য পদার্থের রাজা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ ; ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের ফল স্বরূপ ও সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ফল প্রদ ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ । লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ । কার্য্য সহিত অবিদ্যা ইহারই দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে । ধর্ম্মতত্ত্ব মাত্রেই গুহ্য রহস্যযুক্ত কিন্তু আত্মজ্ঞান তৎসমস্ত হইতে অতীব গুহ্যতম । কেননা জন্ম জন্মান্তর নিষ্কাম পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না । প্রায়শ্চিত্ত আদি জীবের পাপ বিশেষের নাশ করিয়া থাকে ; কিন্তু আত্মজ্ঞান সঞ্চিত হইলে জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত, বর্ত্তমান দেহকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, এবং ভবিষ্যৎ জন্ম জন্য কর্ম্ম পাপের

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।

সূচনা করিতে দেয় না। এই জন্য আত্মজ্ঞান পবিত্র হইতেও পবিত্রতম। আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পরমানন্দ উপলব্ধ হয়, তাহা জ্ঞানীগণ প্রত্যক্ষই অনুভব করিয়া থাকেন। যাগ, যজ্ঞ ও বহুবর্ষব্যাপী তপস্যা যেরূপ ক্লেশকর, আত্মজ্ঞান তাদৃশী ক্লেশসাধ্য নহে; ইহা শ্রবণ, মনন বিচারণাদি দ্বারা অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ হয় বলিয়া উহার ফল সামান্য নহে, অন্যান্য কৃচ্ছ্র ব্রতাদিতে যেমন বহু পরিশ্রমে বহুফল এবং অল্প শ্রমে অল্প ফল হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞান সাধনা সেরূপ নহে। ইহা অল্পায়াসসাধ্য হইলেও অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্মাদি যেমন স্বর্গসুখ ভোগাদিতে ক্ষয় হইয়া যায়, ইহার তাদৃশ ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে পুনঃ অশ্রদ্দধানাইতি। অশ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ আত্মজ্ঞানস্য ধর্ম্মস্যাস্য স্বরূপে তৎফলে চ নাস্তিকাঃ পাপকারিণোঽসুরাণামুপনিষদং দেহমাত্রাত্মদর্শনমেব প্রতিপন্না অসন্তঃ পুরুষাঃ পরন্তপ অপ্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং মৎপ্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কেতি মৎপ্রাপ্তিমার্গসাধনভেদভক্তিমাত্রমপ্যপ্রাপ্যেত্যর্থঃ, নিবর্ত্তন্তে নিশ্চয়েন আবর্ত্তন্তে ক মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারস্তস্য বর্ত্ম নরকতির্য্যগাদিপ্রাপ্তিমার্গস্তস্মিন্নেব বর্ত্তন্তইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নম্বেবমপ্যতিসুকরত্বেন কে নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ অশ্রদ্দধানাইতি। অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণস্য ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানা আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্তউপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

এই আত্মজ্ঞান রূপ ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। আত্মজ্ঞান সকল অপেক্ষা পবিত্র, শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ফল-

অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

পূর্ণ হইলেও মনুষ্যগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না কেন, অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, অশ্রদ্ধাই এই অপ্রবৃত্তির হেতু। যাহারা বেদবিরুদ্ধ কুৎসিতকার্য্য পরায়ণ, যাহারা দম্ভ দর্পাদি আসুর সম্পদে মোহিত, তাহাদের অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তি পরমাত্মাকে কোন মতেই লাভ করিতে পারেনা। যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব কীট পতঙ্গাদি নারকীয় যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইতি জ্ঞানং স্তুত্বার্জ্জুনমভিমুখীকৃত্যাহ ময়েতি। ময়া মম যঃ পরোভাবস্তেন ততং ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা ন ব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য মম সোহহমব্যক্তমূর্ত্তিস্তেন ময়াব্যক্তমূর্ত্তিনা করণা-গোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ তস্মিন্মষ্যব্যক্তমূর্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি নহি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায়াবকল্পতেঽ-তোমৎস্থানি ময়াত্মনাত্মবত্ত্বেন স্থিতানি অতোময়ি স্থিতানীত্যুচ্যতে তেষাং ভূতানামহমেব আত্মা ইত্যতস্তেষু স্থিতইতি মূঢ়বুদ্ধীনামবভাসতেঽতো-ব্রবীমি ন চাহং তেষু ভূতেষ্ববস্থিতোমূর্ত্তবৎ সংশ্লেষাভাবেনাকাশস্যাপ্যন্ত-স্তমোহহং ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতার-মভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি দ্বাভ্যাং। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যাদিশ্রুতেঃ, অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি, এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু স্বকার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিতআকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অব্যক্তরূপে আমি জগতের সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছি, সমস্ত ভূতই আমাতে স্থিতি করিতেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি ॥ ৪ ॥

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

গীঃ সঃ । অজ্ঞানকল্পিত সমস্ত জগৎই পরমাত্মারই সত্তায় প্রকাশমান বোধ হইতেছে । তিনি না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না, তাই তিনি সর্ব্বতোব্যাপী । তাঁহার এই সত্তা চক্ষুরাদির বিষয়ীভূত নহে, এই জন্য উহা অব্যক্ত । তাঁহার সত্তায় বস্তু সত্তাবান্ সত্য, কিন্তু বস্তুর সত্তায় তিনি সত্তাবান্ নহেন । বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে ; কিন্তু তিনি নিত্য । বস্তু সকল তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ; কিন্তু তিনি কোন বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া নাই ; তিনি স্বপ্রকাশ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং । ন হ্যসংসর্গি বস্তু কচিদাধেয়ভাবেনাবস্থিতং ভবত্যত এবাসংসর্গিত্বান্মাং ন চেতি । ন চ মৎস্থানি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি, পশ্য মে যোগং যুক্তিঃ ঘটনং মে মমৈশ্বরং যোগমাত্মনঃ ঈশ্বরস্যেদমৈশ্বরং যাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ তথা চাত্মনো যা শ্রুতিরসংসর্গিত্বাদসঙ্গতাং দর্শয়ত্যসঙ্গোনহি-সজ্জত ইতি। ইদঞ্চাশ্চর্য্যমন্যৎ পশ্য ভূতভৃদসঙ্গোপি সন্ ভূতানি বিভর্ত্তি ন চ ভূতস্থো যথোক্তেন ন্যায়েন দর্শিতত্বাৎ ভূতস্থত্বানুপপত্তেঃ কথং পুনরুচ্যতে অসৌ মমাত্মেতি বিভজ্য দেহাদিসংঘাতং তস্মিন্নহঙ্কারমধ্যারোপ্য লোক-বুদ্ধিমনুসরন্ ব্যপদিশতি মমাত্মেতি । ন পুনরাত্মনআত্মা অন্যইতি লোক-বদজানংস্তথা ভূতভাবনোভূতানি ভাবয়তি উৎপাদয়তি বর্দ্ধয়তি বা ভূত-ভাবনঃ ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ন চেতি । ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম, ননু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ পশ্যেতি । মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিং অঘটনঘটনাচাতুর্য্যমিদং পশ্য মদীয়যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ । অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ ভূতেতি । ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি । অয়ং ভাবঃ, যথা দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

: তুমি আমার অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর । এই ভূত

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্ ।

সকল আমাতে স্থিতি করিতেছে না, আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভূত সকলকে ধারণ এবং উৎপন্ন করিয়াও ভূত মধ্যে স্থিতি করিতেছে না ॥ ৫ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ নির্ব্বিকার পূর্ণ পরব্রহ্ম হইয়া সসীম ভূত সমূহে অধিষ্ঠিত না থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রাণিগণ তাঁহাতে স্থিতি করিতে না পারিবে কেন, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে তুমি স্থূলদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার যোগৈশ্বর্য্য অবলোকন কর। আমি বস্তুতঃ কিছুরই আধার নহি ও কোন বস্তুতেই আমি অধিষ্ঠান করি না, কেবল কণকে কুণ্ডল বুদ্ধির ন্যায় ভূত সকলের স্থিতি আমাতে আরোপিত হইয়া থাকে। আমার নিত্য একরস বিদ্যমান, সচ্চিদানন্দঘন পরমার্থ স্বরূপই উপাদান কারণতারূপে সমস্ত ভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও পোষণ করিতেছে [এই জন্য ভগবানের নাম ভূতভৃৎ]। আবার ঐ স্বরূপই কর্ত্তা রূপে ভূত সকলকে উৎপন্ন করিয়া থাকে [এই জন্য ভগবানের নাম ভূতভাবন] ভগবানের এই স্বরূপ অসঙ্গ ও অদ্বিতীয়। স্বরূপতঃ ভগবান্ সমস্ত হইতে নির্লিপ্ত ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্য। যথোক্তেন শ্লোকদ্বয়েন উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাহ যথেতি। যথা লোকে আকাশস্থিতঃ আকাশে স্থিতো নিত্যং সদা বায়ুঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগঃ মহান্ পরিমাণতস্তথাকাশবৎ সর্ব্বগতে ময্যসংশ্লেষেণৈব স্থিতানি মৎস্থানীত্যেবমুপধারয় জানীহি ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অসংশ্লিষ্টয়োরপি আধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। অবকাশং বিনাবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬ ॥

সর্ব্বতোগমনশীল, মহান্, সর্ব্বদা বেগবান্ বায়ু যে রূপ আকাশে স্থিতি করে, ভূত সমস্ত সেই রূপ আমাতে

তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

অবস্থিতি করিয়া থাকে, ইহাই তুমি অবধারণ কর ॥৬॥

গীঃ সঃ। আকাশ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, বায়ু তাহাতে আধেয়রূপে চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছে কিন্তু আকাশের নির্লিপ্ততা বশতঃ উহা বায়ুর সহিত কখনই সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া যায়না। এইরূপ ভূত-সমষ্টি পরমাত্মাতে অবস্থিত করিতেছে, তথাচ পরমাত্মা চিরদিনই নির্লিপ্ত—স্বতন্ত্র ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং বায়ুরাকাশইব ময়ি স্থিতানি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাণি ভূতানি স্থিতিকালে তানি সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকা-মপরাং নিকৃষ্টাং যান্তি মামিকাং মদীয়াং কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে পুনর্ভূয়-স্তানি ভূতান্যুৎপত্তিকালে কল্পাদৌ বিসৃজাম্যুৎপাদয়াম্যহং পূর্ব্ববৎ ॥৭॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বমাহ সর্ব্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয়! প্রলয় কালে এই ভূত সমস্ত আমার শক্তিরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন হয়, পুনঃ-সৃষ্টি কালে আমি সেই সকল ভূত উৎপন্ন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। সৃষ্টি ও স্থিতি কালে পরমাত্মা যে ভৌতিক পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র থাকেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইল, এক্ষণে তাঁহার প্রলয় কালীন স্বতন্ত্রতা ব্যাখ্যাত হইতেছে। ভগবানের যে মায়া হইতে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, জগৎ বিনষ্ট হইলে সমস্ত পদার্থই সেই মূল কারণ স্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, চৈতন্যরূপ পরমাত্মা

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

তখনও স্বতন্ত্র থাকেন, ভগবান্ এই কারণরূপ বীজ হইতে তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টি কালে পুনর্ব্বার আকাশাদি ভূত সকল রচনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবমবিদ্যালক্ষণাং প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়ামবষ্টভ্য বশীকৃত্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতোজাতং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়ং ইমং বর্ত্তমানং কৃৎস্নং সমগ্রমবশমস্বতন্ত্রমবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং প্রকৃতের্বশাৎ স্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্বসঙ্গোনির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ প্রকৃতিমিত্যাদি। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্ব্বিধমিমং সর্ব্বং ভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্ব্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথং, প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্তস্তৎস্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥

আমি নিজে মায়ারূপ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রভাবে আকাশাদি ভূত সকল উৎপাদন করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

গীঃ সঃ। পরমাত্মা নির্লিপ্ত। তিনি কিরূপে জগৎ রচনা করেন, তাঁহার জগৎ রচনার অভিপ্রায় কি, জগৎ কি তাঁহার নিজ বা অন্যের ভোগার্থেই বিরচিত হয়, জগৎ তো কাহারও মুক্তির জন্য সৃষ্টি হয়না, তবে কোন্ বিশেষ অভিপ্রায়ে ভগবান্ জগৎ রচনা করেন, অর্জ্জুনের এই সকল সংশয় দূরীকরণার্থ ভগবান্ প্রপঞ্চ-মায়াময়ত্ব হেতু জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। যে সকল ভূত প্রলয় কালে অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতিতে বিলীন থাকে, প্রকৃতির নিজ সত্তাস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজ নিজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ আকৃতি প্রকৃতি সহিত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যেমন প্রপঞ্চের কল্পনা পূর্ব্বক স্বপ্নের উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ মায়ার স্বাভাবিক উন্মেষ বশতঃ জগতের

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।

পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে, চৈতন্যরূপ পরমাত্মা তাহার সাক্ষী মাত্র, জগৎ বস্তুতঃ মায়িক কল্পনা॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। তর্হি তস্যৈব পরমেশ্বরস্য ভূতগ্রামং বিষমং বিদধতঃ তন্নিমিত্তাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সম্বন্ধঃ স্যাদিতীদমাহ ভগবান ন চ মামিতি। ন চ মামীশং তানি ভূতগ্রামস্য বিষমবিসর্গনিমিত্তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় তত্র কর্ম্মণামসম্বন্ধিত্বে কারণমাহ উদাসীনবদাসীনং যথোদাসীন-উপেক্ষকঃ কশ্চিৎ তদ্বদাসীনমাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বমসংসক্তঃ ফলসঙ্গরহিত-মভিমানবর্জ্জিতমহঙ্করোমীতি তেষু কর্ম্মসু অতোঽন্যস্যাপি কর্তৃত্বাভিমানাভাবঃ ফলসঙ্গাভাবশ্চাবন্ধকারণমন্যথা কর্ম্মভির্বধ্যতে মূঢ়ঃ কোশকারবদিত্যভি-প্রায়ঃ॥ ৯॥

স্বামিকৃত টীকা। নম্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদিত্যত আহ ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ সা চ মম নাস্তি অত-উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নোৎপাদয়ন্তি, উদাসীনত্বে কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তং॥ ৯॥

হে ধনঞ্জয়! উদাসীন পুরুষের ন্যায় কর্ম্মাদিতে আসক্ত না থাকায় সৃষ্টি আদি ক্রিয়া সকল আমাকে বন্ধন করিতে পারেনা॥ ৯॥

গীঃ সঃ। মায়াবী পুরুষগণ (ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিশারদ) যেমন অনেক পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া থাকে, তদ্দর্শনে অন্যান্য লোক মোহিত এবং আকৃষ্ট হইলেও সে যেমন মোহিত ও আকৃষ্ট হয়না, ভগবানের দ্বারা সেইরূপ মায়াময় জগৎ প্রকাশিত হইলেও ভগবান্ তাহাতে আবদ্ধ হয়েন না। যিনি মায়াতীত, মায়াময় মিথ্যা জগৎ তাঁহাকে বন্ধন করিবে কিরূপে? সৃষ্টি আদি ক্রিয়াতে তাঁহার কোন যত্ন, অভিনিবেশ উদ্দেশ্যসাধন আদি নাই, তিনি সর্ব্বদা আসক্তিশূন্য উদাসীনের ন্যায়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি অভিমান নাই। অর্জ্জুন পাছে মনে করেন, যে জীবের মধ্যে কেহ সুখী কেহ দুঃখী হয় কেন, সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে তিনি কাহারও প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ করেননা।

যেমন মেঘ কাহারও প্রতি বৈষম্যবুদ্ধি না করিয়া জল বর্ষণ করিয়া যায়, তৎপরে বীজের নিজ নিজ প্রকৃতি—ধর্ম্ম অনুসারে কটু বা মিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, ভগবান্ সেইরূপ সমান ভাবে সকলকে সৃষ্টি করেন, কিন্তু জীব সকল নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ আদৌ নাই, তিনি, নির্ব্বিকার ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র ভূতগ্রামমিমং বিসৃজাম্যুদাসীনবদাসীনমিতি চ বিরুদ্ধমুচ্যতে তৎপরিহারার্থমাহ ময়েতি। ময়া সর্ব্বতোদৃশিমাত্রস্বরূপেণাবিক্রিয়াত্মনাধ্যক্ষেণ মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকাঽবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়তে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেতি সাক্ষিমাত্রেণ হেতুনা নিমিত্তেনানেনাধ্যক্ষত্বেন কৌন্তেয় জগৎ সচরাচরং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং বিপরিবর্ত্ততে সর্ব্বাবস্থাসু দৃশি কর্ম্মত্বাপত্তিনিমিত্তা হি জগতঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তিরহমিদং ভোক্ষ্যে পশ্যামীদং শৃণোমীদং সুখমনুভবামি দুঃখমনুভবামি তদর্থমিদং করিষ্যামো তদর্থমিদং করিষ্যামীদং জ্ঞাস্যামীত্যাদ্যবগতিনিষ্ঠা, অবগতিরবসানো-যোঽস্যাধ্যক্ষঃ, পরমে ব্যোমন্নিত্যাদয়শ্চ মন্ত্রা এতমর্থং দর্শয়ন্তি ততশ্চৈকস্য দেবস্য সর্ব্বাধ্যক্ষভূতচৈতন্যমাত্রস্য পরমার্থতঃ সর্ব্বভোগানভিসম্বন্ধিনোঽন্যস্য চেতনান্তরস্যাভাবে ভোক্ত্রন্তরাভাবাৎ কিং নিমিত্তেয়ং সৃষ্টিরিত্যত্র প্রশ্নপ্রতিবচনেঽনুপপন্নে কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আযাতঃ কুত ইয়ং বিসৃষ্টিরিত্যাদিমন্ত্রবর্ণেভ্যো দর্শিতঞ্চ ভগবতাজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবইতি ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবোপপাদয়তি ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।

মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে সন্নিধিমাত্রে-ণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই এই জগৎ নানারূপে বারম্বার উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি স্বয়ং জড়া, চৈতন্যও নিষ্ক্রিয়। এতদ্দ্বয়ের কেহই স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন না। চৈতন্যের সত্তাসন্নিকর্ষ বশতঃ প্রকৃতি হইতে জগৎ রূপ ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে. সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন জগৎ প্রকাশিত হয় এবং সেই প্রকাশ গুণে লোকে ভাল মন্দ কার্য্য সম্পাদন করিলে, সূর্য্যকে যেমন সেই সেই ২ কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া গণনা করা যায়না, সেই রূপ পরমাত্মার সত্তায় জগৎ বিকাশিত হইলে এবং সুখ দুঃখাদি নানা ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও তিনি তত্তাবতের কর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হননা ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তুনামাত্মানমপি সন্তং অবেতি অবজানন্ত্যবজ্ঞাং পরিভবং কুর্ব্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো-মানুষীং মনুষ্যসম্বন্ধিনীং তনুং দেহমাশ্রিতং মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যে-তৎ পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পমাকাশাদপ্যন্তরতমমজানন্-তোমম ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবনেন হতাঃ বরাকাস্তে ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নম্বেবং ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্না-দ্রিয়ন্তে তত্রাহ অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তোমূঢ়ামূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে, অবজ্ঞানে হেতুঃ ভক্তেচ্ছয়া মানুষীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারামাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ২১ ॥

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।

অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূতমহেশ্বর স্বরূপ পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া আমার মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। ভক্ত গণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান্ স্বয়ং নিজ যোগমায়াবলে মনুষ্যাদি বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মূঢ়গণ ভগবানের অলৌকিক লীলা তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া রাম কৃষ্ণাদিকে সাধারণ মনুষ্য বোধে অনাদর করিয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি সাধক গণ সেই চিদ্ঘনানন্দ মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সম্মুখে সামান্য মানব বেশে থাকিলেও তিনি সমস্ত প্রাণীর এক মাত্র মহেশ্বর ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথং মোঘাশেতি। মোঘাশাবৃথা আশাআশিষো-যেষাং তে মোঘাশাস্তথা মোঘকর্ম্মাণোযানি চাগ্নিহোত্রাদীনি তৈরনুষ্ঠীয়-মানানি কর্ম্মাণি তানি চ তেষাং ভগবৎপরিভবাৎ স্বাত্মভূতস্যাবজ্ঞানা-ন্মোঘান্যেব নিষ্ফলাণি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি মোঘকর্ম্মাণস্তথা মোঘজ্ঞানাঃ মোঘং নিষ্ফলং জ্ঞানং যেষাং তে মোঘজ্ঞানাঃ জ্ঞানমপি তেষাং নিষ্ফলমেব স্যাৎ বিচেতসোবিগতবিবেকাশ্চ তে ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ; কিঞ্চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং রক্ষসাং প্রকৃতিং স্বভাবং আসুরীমসুরাণাঞ্চ প্রকৃতিং মোহনীং মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীং শ্রিতা আশ্রিতাঃ ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদ পর-স্বমপহরেত্যেবং বদনশীলাঃ ক্রূরকর্ম্মকুর্ব্বাণাভবন্তীত্যর্থঃ, অসুর্য্যা নাম তে লোকাইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ মোঘাশাইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবং ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে, অতএব মদ্বি-মুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে, মোঘমেব নানাকুতর্কা-শ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসোবিক্ষিপ্তচিত্তাঃ সর্ব্বত্র হেতুঃ রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদি প্রচুরাং আসুরীঞ্চ রাজসীং কামদর্পাদি-

রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।

বহুলাং মোহনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো-মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

নিষ্ফলকাম নিষ্ফলকর্ম্মা এবং বিফলজ্ঞান ও বিচার-বিহীন পুরুষগণ রাক্ষসী আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২.॥

গীঃ সঃ। যাহারা মনে করে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে পরিহার করিয়া অন্য দেবতা পূজার দ্বারা কামনা পরিপূর্ণ করিবে, তাহা-দের আশা নিষ্ফল। যাহারা ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ফল কামনা করে, তাহাদিগের কর্ম্ম নিষ্ফল—তাহাদের পরিশ্রম মাত্রই সার হয়। যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র বা জ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করেনা, তাহাদের কুতর্কপূর্ণ পঠন ও পরি-শ্রম নিতান্ত নিষ্ফল। এইরূপে যাহারা ঈশ্বরকে অনাদর করে, তাহাদের প্রকৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসা দ্বেষাদি দ্বারা রাক্ষসী ভাব লাভ করে, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বিষয় ভোগাদিতে অনুরাগ বশতঃ আসুরী ভাব প্রাপ্ত হয় এবং সৎ শাস্ত্র জনিত জ্ঞানমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহাদের প্রকৃতি মোহন ভাব যুক্ত অর্থাৎ তাহারা মুগ্ধচিত্ত হয়। এই সকল দোষে সেই সকল জীব নরকে গমন পূর্ব্বক বহুতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে পুনঃ শ্রদ্দধানাঃ ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তাঃ মহাত্মানইতি। মহাত্মানস্তু অক্ষুদ্রচিত্তা মামীশ্বরং পার্থ দৈবীং দেবানাং প্রকৃতিং শমদমদয়াশ্রদ্ধাদিলক্ষণামাশ্রিতাঃ সন্তোভজন্তি সেবন্তে-ঽনন্যমনসোঽনন্যচিত্তা জ্ঞাত্বা মাং ভূতাদিং ভূতানাং আশ্রয়মাদিকারণং বিয়দাদীনাং প্রাণিনাং চাদিকারণমাশ্রয়মব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীত্যতআহ মহাত্মানইতি। মহাত্মনঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ, অতএব অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ

ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

সাত্ত্বানাম্নিনোবেষাং তে তু ভূতাদিং জগৎকারণং অব্যয়ং নিত্যঞ্চ ম জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

হে পার্থ! যাঁহারা দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি অনন্যচিত্ত হয়েন, সেই মহাত্মা পুরুষগণ আমাকে সর্ব্ব ভূতের কারণ এবং অবিনাশী জানিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। যাঁহারা জন্ম জন্মান্তর কৃত তপস্যা দ্বারা নিজ নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই দৈবী—সাত্ত্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন. তাঁহারাই গুরুশাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন। মলিনমনা গণের ঈশ্বরে ভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা চিত্ত শুদ্ধি না হইলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়না॥ ১৩॥

শাঙ্করভাষ্য। কথং সততমিতি। সততং সর্ব্বদা ভগবন্তং ব্রহ্মস্বরূপং মাং কীর্ত্তয়ন্তোযজন্তশ্চেন্দ্রিয়োপসংহারশমদমদয়াহিংসাদিলক্ষণৈঃ ধর্ম্মৈঃ প্রযতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা দৃঢ়ং স্থিরমচাঞ্চল্যং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতানমস্যন্তশ্চ মাং হৃদয়েশয়মাত্মানং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে সেবন্তে॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তেষাং ভজনপ্রকারমাহ সততমিতি দ্বাভ্যাং। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মাযেষাং তাদৃশাঃ সন্তোযতন্তশ্চ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিষু প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ অন্যে নিত্যযুক্তাঅনবরতং অবহিতাঃ সেবন্তে, ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তাইতি চ কীর্ত্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যং ॥ ১৪ ॥

তাঁহারা সর্ব্বদা আমার নাম সংকীর্ত্তন, প্রযত্ন পূর্ব্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার এবং ভক্তি পূর্ব্বক নিষ্ঠাযুক্ত চিত্তে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।

গীঃ সঃ। মহাত্মা গণ উপনিষদাদি বিচার দ্বারা এবং প্রণব আদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবানের নাম গান করিয়া থাকেন, কুটিল তর্ক জাল পরিহার পূর্ব্বক অনুকূল বিচারদ্বারা ভূমানুসন্ধানে প্রযত্ন করেন এবং বারম্বার মনন দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভে দৃঢ়ব্রত হয়েন অর্থাৎ শম দম সাধন করিয়া থাকেন এবং ভগবানকে সকলের বন্দনীয় এবং একমাত্র কল্যাণকারী জানিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার করিয়া থাকেন।

" শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং "

সর্ব্বব্যাপী ভগবানের কথা ও গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, অর্চ্চনা, বন্দনা, তাঁহাকে প্রভু জানিয়া আপনাকে দাস বলিয়া মনে করা, সুখে দুঃখে তিনি এক মাত্র বন্ধু এইরূপ বিশ্বাস করা এবং তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করা ভগবৎ-উপাসনার লক্ষণ। সগুণ ব্রহ্মেরই এইরূপ উপাসনা হইয়া থাকে। প্রতিমাদিতে সচন্দন পুষ্পাদি সহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করা এই উপাসনার অন্তর্গত। সাধু ও গুরুকে বিষ্ণুর সচল মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া অভিবাদনাদি করিতে হয়,

" দেবতা প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বা চ দণ্ডিনং।
প্রণিপাতমকুর্ব্বাণো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ "

যে ব্যক্তি বিষ্ণু শিবাদির প্রতিমা ও দণ্ডী সন্ন্যাসী দেখিয়া নমস্কার না করে, তাহার রৌরব নরকে গতি হয়। যে মহাত্মা একান্ত ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি শীঘ্রই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—

" যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"

যাঁহার ঈশ্বরে অত্যন্ত ভক্তি এবং ঈশ্বরের ন্যায় গুরুতে ভক্তি থাকে, তাঁহারই বুদ্ধিতে বেদান্তপ্রতিপাদিত অর্থ প্রকাশমান হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।

"ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ"

ভগবানের অনন্য ভক্তিরূপ প্রণিধান দ্বারা সাধকের "প্রত্যক্ চেতন" সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তে কেন কেন প্রকারেণোপাসত ইত্যুচ্যতে জ্ঞানেতি। জ্ঞানযজ্ঞেন জ্ঞানমেব ভগবদ্বিষয়ং যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরং চান্যেঽন্যামুপাসনাং পরিত্যজ্য উপাসতে তচ্চ জ্ঞানমেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনেন যজন্ত উপাসতে কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেন আদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন স এব ভগবান বিষ্ণুরবস্থিত ইত্যুপাসতে কেচিদ্বহুধাবস্থিতঃ স এব ভগবান্ সর্ব্বতোমুখো বিশ্বরূপ ইতি তং বিশ্বরূপং সর্ব্বতোমুখং বহুধা বহুপ্রকারেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে তত্রাপি কেচিদেকত্বেনাভেদভাবনয়া কেচিৎ পৃথগ্ভাবনয়া দাসোঽহমিতি কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

কোন কোন মহাত্মা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া আমার পূজা করিয়া থাকেন, কেহ কেহবা আমার সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধে চিন্তা করেন, কেহ কেহবা আমাকে স্বতন্ত্র ভাবে ভাবনা করিয়া থাকেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে নানা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমার আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শ্রীঃ সঃ। ভগবানকে কত লোকে কত প্রকারে যে সাধনা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহবা জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা, কেহবা উপাস্য

একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখং ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধং।

উপাসক ভেদ ছাড়িয়া " ব্রহ্মাহহং " এই রূপ ভাবিয়া, কেহবা তাঁহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং আপনাকে দাস জানিয়া এবং এই রূপ যাহার যে রূপে প্রীতি উৎপন্ন হয়, সে সেই রূপেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদি বহুভিঃ প্রকারৈরুপাসতে কথং ত্বামেবোপাসত ইত্যতআহ অহমিতি। অহং শ্রৌতকর্ম্মভেদোঽহমেবাহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃকিঞ্চ স্বধান্নমহং পিতৃভ্যো যদ্দীয়তে তৎ স্বধা তথা অহমৌষধং সর্ব্বপ্রাণিভির্যদদ্যতে তদৌষধশব্দবাচ্যব্রীহিযবাদিসাধনমথবা স্বধেতি সর্ব্বপ্রাণিসাধারণমন্নমৌষধমিতি ব্যাধ্যুপশমার্থভেষজং মন্ত্রোঽহং যৎ পিতৃভ্যোদেবতাভ্যশ্চ হবির্দীয়তেঽহমেবাজ্যং হবিশ্চাহমগ্নির্যস্মিন্ হূয়তে সোঽগ্নিরহমেবাহং হুতং হবনকর্ম্ম চ ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সর্ব্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ পঞ্চমহযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্রর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধং ওষধি প্রভবমন্নং ভেষজম্বা মন্ত্রো যাজ্যাপুরোধোবাক্যাদিঃ, আজ্যং হোমাদিসাধনং, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমঃ, এতৎ সর্ব্বমহমেব ॥ ১৬ ॥

আমি ক্রতু, আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই ঈশ্বর, আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি, এবং আমিই হবন স্বরূপ ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। ভগবানের আরাধনার নানাবিধ ক্রম শুনিয়া পাছে অর্জ্জুনের এই রূপ মনে হয় যে তবে কোন্ ক্রমানুসারে আরাধনা করিলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্ম কর, অথবা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞই কর আর পিতৃ লোকের জন্য অন্নদান (স্বধা) কর অথবা প্রাণীবর্গের ভোজন (ঔষধ) দান কর, কিম্বা " ইন্দ্রায় স্বাহা " " পিতৃভ্যঃ স্বধা " ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ কর।

মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতং ॥ ১৬ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

এবং অগ্নিতে যে ঘৃত (আজ্য) দান কর এবং অন্য অন্য আহবনীয় যাহা কিছু অগ্নিতে দান কর সে সমস্তই আমি ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ পিতেতি। পিতা জনয়িতাহমস্য জগতো মাতা জনয়িত্রী ধাতা কর্ম্মফলস্য প্রাণিভ্যো বিধাতা পিতামহঃ পিতুঃ পিতা বেদ্যং বেদিতব্যং পবিত্রং পাবনং ওঙ্কারশ্চ ঋক্‌সামযজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ পিতাহমস্যেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগাদয়ো বেদাশ্চাহমেব স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭ ॥

আমি এই জগতের পিতা ও মাতা, বিধাতা ও পিতামহ, আমি বেদ্য এবং পবিত্র বস্তু এবং আমি ওঁকার ও ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ স্বরূপ ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্‌ই জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন এবং জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তিনি জগতের পিতা ও মাতা অর্থাৎ তিনিই কর্ত্তৃকারণ ও উপাদান কারণ এবং তিনিই জগতের রক্ষাকর্ত্তা এবং পুণ্য পাপের ফলদাতা, এই জন্য তিনি বিধাতা। তিনি জগতের মূল কারণের কারণ অর্থাৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্তের অতীত, এই জন্য তিনি পিতামহ, জগতের সমস্ত বস্তু পরিহার করিয়া তাঁহাকে জানিলেই জীবের মুক্তি হয়, এই জন্য তিনি বেদ্য। তাঁহাকে জানিলে জীব শুদ্ধি লাভ করে, এই জন্য তিনি পবিত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান সাধন প্রণবও তিনি, ঋক্, সাম, যজু আদি বেদ সকলের সারভূতও তিনি। "যজুরেবচ" পদের চকার দ্বারা অথর্ব্ববেদ উপলক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ গতিরিতি। গতিঃ কর্ম্মফলং ভর্ত্তা পোষ্টা প্রভুঃ স্বামী সাক্ষী প্রাণিনাং কৃতাকৃতস্য নিবাসো যস্মিন্ প্রাণিনো নিবসন্তি

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

শরণমার্ত্তানাং প্রলীয়তে যস্মিন্ ইতি প্রলয়ঃ তথা স্থানং তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি নিধানং নিক্ষেপঃ কালান্তরোপভোগ্যং প্রাণিনাং বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহধর্ম্মিণামব্যয়ং যাবৎসংসারভাবিত্বাদব্যয়ং নহ্যবীজং কিঞ্চিৎ প্ররোহতি নিত্যঞ্চ প্ররোহদর্শনাদ্বীজসন্ততির্ন ব্যেতীত্যেব গম্যতে ॥১৮॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যতইতি গতিঃ ফলং, ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা প্রভুর্নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসোভোগস্থানং শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং, বীজং কারণং তথাপ্যব্যয়মবিনাশি ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

আমিই গতি, আমিই ভর্ত্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী, আমিই নিবাসস্থান, আমিই রক্ষক, আমিই সুহৃৎ, আমিই প্রভব, আমিই প্রলয়, আমিই স্থান, আমিই নিধান, এবং আমিই অবিনাশী বীজ স্বরূপ ॥১৮

গীঃ সঃ। কর্ম্ম, উপাসনা, যোগ, জ্ঞান আদি সাধন করিলে জীব যে গতি প্রাপ্ত হয়, ভগবান্ সেই স্বর্গ ও মুক্তি আদি গতি স্বরূপ। সুখ সাধনাদির পর জীবের যে পুষ্টি ও তুষ্টি সাধিত হয় ভগবানই তাহার ব্যবস্থাপক, এই জন্য তিনি ভর্ত্তা। তাঁহারই প্রভাবে মেঘ, বায়ু, সূর্য্যাদি সর্ব্বদা নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে, এই জন্য তিনি প্রভু। তিনিই সকলের শুভাশুভ কর্ম্মদর্শী অর্থাৎ তাঁহাকে লুকাইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারেনা, এই জন্য তিনি সাক্ষী। আনন্দ ভোগ জন্য বিশ্রামভূমি তিনিই, এই জন্য তিনি নিবাস, তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি শরণাগত জীবকে দুঃখ বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন, এই জন্য তিনি "শরণ"। তিনি প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি সুহৃৎ। তিনি প্রভব, কেননা তিনি উৎপত্তির মূল কারণ। তিনি প্রলয়, কারণ তিনি জগৎ বিনাশের হেতু এবং তিনিই স্থান, কেননা জগৎ তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে—অর্থাৎ

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥ ১৮ ॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।

ভগবান্‌ই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা। প্রলয় হইয়া গেলেও জীব সমূহ সূক্ষ্ম বীজভূত অবস্থায় তাঁহাতেই অবস্থিতি করে—এই জন্য তিনি নিধান। তিনিই বীজ, কেননা তিনি সকল কার্য্যের মূল কারণ এবং সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হয়েননা, এই জন্য তিনি অব্যয় ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ তপামীতি। তপাম্যহমাদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিদ্রশ্মিভিস্তপামি অহং বর্ষং কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুৎসৃজামি উৎসৃজ্য পুনর্নিগৃহ্নামি কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টভির্মাসৈঃ পুনরুৎসৃজামি প্রাবৃষি অমৃতঞ্চৈব দেবানাং মৃত্যুশ্চ মর্ত্ত্যানাং সৎ যস্য যৎ সম্বন্ধিতয়া বিদ্যমানা তদ্বিপরীতং অসচ্চৈবাহং অর্জ্জুন ন পুনরত্যন্তমেবাসত্তগবান্ স্বয়ং কার্য্যকারণে বা সদসতী যে পূর্ব্বোক্তৈঃ নিবৃত্তি প্রকারৈরেকত্বপৃথক্ত্বাদিবিজ্ঞানৈর্যজ্ঞৈর্মাং পূজয়ন্ত উপাসতে জ্ঞানবিদস্তে যথাবিজ্ঞানং মামেব প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিত্বা নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষণমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্নামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনং মৃত্যুশ্চ নাসঃ সৎ স্থূলং দৃশ্যং অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যং এতৎসর্ব্বমহমেবেতি এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

হে অর্জ্জুন! আমিই উত্তাপ দান করি, আমিই জল আকর্ষণ করি, আমিই পুনর্ব্বার ভূমিতে জল বর্ষণ করি; আমিই অমৃত ও মৃত্যু স্বরূপ এবং আমিই সৎ ও অসৎ স্বরূপ ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানই সূর্য্য রূপে এ জগৎকে উত্তপ্ত করেন, কার্ত্তিকাদি আট মাস সমুদ্রাদি হইতে জল আকর্ষণ করেন এবং আষাঢ়াদি চারি মাস বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে সরস ও শস্যাদি উৎপাদন করিবার শক্তি দান করেন। ভগবদুদ্দেশে শুভ কর্ম্ম সাধিত হইলে সাধক তাঁহাকে অমৃতরূপে দর্শন করেন এবং দুষ্কর্ম্মচারীর পক্ষে

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা—
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তিনি ভয়ঙ্কর মৃত্যু স্বরূপ অর্থাৎ দণ্ডধর যম । নিত্য বিদ্যমান আত্মা তিনি. এই জন্য তিনি সৎ এবং অনিত্য ব্যক্ত রূপ জগৎও তিনি এই জন্য তিনি অসৎ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে পুনরজ্ঞাঃ কামকামাঃ ত্রৈবিদ্যেতি। ত্রৈবিদ্যা ঋগ্‌যজুঃসামবিদঃ যাজ্ঞিকাঃ যেষাং তে মাং বস্বাদিদেবরূপিণং ইষ্ট্বা সংপূজ্য যজ্ঞশেষং সোমপাঃ সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব সোমপানেন তে পূতপাপাঃ শুদ্ধকিল্বিষা যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভিরিষ্ট্বা পূজয়িত্বা স্বর্গতিং স্বর্গগমনং স্বরেব গতিঃ স্বর্গতিস্তাং প্রার্থয়ন্তে যাচয়ন্তে তে চ পুণ্যং পুণ্যফলমাসাদ্য সংপ্রাপ্য সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানং অশ্নন্তি ভুঞ্জতে দিব্যান্ দিবি ভবান্ অপ্রাকৃতান্ দেবভোগান্ দেবানাং ভোগাস্তান্ ।২০

স্বামিকৃত টীকা। তদেবমজানন্তি মাং মূঢ়া ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং যজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ মহাত্মানস্তু মাং পার্থেত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তাঃ ত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্ব্বার ইত্যাহ ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাং। ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণা স্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাস্ত্রিবিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যাঃ স্বার্থেহণ্, তিস্রো বিদ্যা অধীয়তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যা বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ, বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোহপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সংপূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগানশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০ ॥

যে ঋগাদি বেদবেত্তাগণ কাম্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার পূজা করিয়া সোমপান করত নিষ্পাপ

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক—
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং—
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

হয়েন এবং স্বর্গ কামনা করেন, সেই সকাম পুরুষগণ স্বর্গ লাভ করিয়া দিব্য সুখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥২০॥

গীঃ সঃ। হোতাকৃত, অধ্বর্য্যুকৃত ও উদ্গাথাকৃত কর্ম্মাদির শিক্ষা-ভূমি ঋগাদি বেদ ত্রৈবিদ্য নামে কথিত হয়। এই ত্রৈবিদ্যাবিৎ যে সকল সাধক অগ্নিষ্টোমাদি কাম্য যজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্র, বসু, রুদ্র, আদিত্য স্বরূপে আমারই পূজা ও সোমরস বৈদিক অগ্নিতে হবন করিয়া অবশিষ্টাংশ পান করেন, তাঁহাদিগের পাপ দূরীভূত হয়। এই নিষ্পাপ সকাম পুরুষ-গণ স্বর্গ ভোগের ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রাদি লোকে গিয়া সুরসেব্য সুখভোগ করিয়া থাকেন। ভগবানের নানাবিধ উপাসকের মধ্যে সকাম সাধকগণ কিরূপ গতি লাভ করেন, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই কহিতেছেন ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তে তমিতি। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং বিস্তীর্ণং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকমিমং বিশন্ত্যাবিশন্তি এবং হি যথোক্তেন প্রকারেণ ত্রয়ীধর্ম্মং কেবলং বৈদিকং কর্ম্মানুপ্রপন্নাস্তে গতাগতং গতঞ্চা-গতঞ্চ গতাগতং গমনাগমনং কামকামাঃ কামং কাময়ন্তইতি কামকামা-লভন্তে গতাগতমেব ন তু স্বাতন্ত্র্যং কচিল্লভন্তইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কাম-কামাভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১ ॥

তৎপরে নানা প্রকার স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইয়া আসিলে, তাঁহাদের পুনর্ব্বার মর্ত্ত্য ভূমিতে জন্ম হয়, এই রূপে স্বর্গ কামনায় বেদ প্রতি-

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামালভন্তে ॥২১॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

পাদ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সংসারে বারম্বার গমনা-
গমন করিতে হয় ॥ ২১ ॥

শ্রীঃ সঃ। সকাম পুরুষগণ চিরকাল স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারেননা। যে পরিমাণে পুণ্যের অনুষ্ঠান করেন, তদনুরূপ কিছু কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া তাঁহাদিগকে আবার সংসারে আসিয়া দেহ ধারণ করিতে হয়। কর্ম্মরূপ ভেলার দ্বারা জীব সংসার সমুদ্র পার হইতে পারেনা—ইহা দ্বারা পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হয়না ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে পুনঃ নিষ্কামাঃ সম্যগ্দর্শিনঃ অনন্যাইতি। অনন্যা অপৃথগ্ভূতাঃ পরং দেবং নারায়ণং আত্মত্বেন গতাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ সংন্যাসিনঃ পর্য্যুপাসতে তেষাং পরমার্থদর্শিনাং নিত্যাভিযুক্তানাং সততাভিযোগিনাং যোগক্ষেমং যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপনং ক্ষেমস্তদ্রক্ষণং তদুভয়ং বহামি প্রাপয়াম্যহং জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং সচ মম প্রিয়োযস্মাত্তস্মাত্তে মমাত্মভূতাঃ প্রিয়াশ্চেতি, নন্বেষামপি ভক্তানাং যোগক্ষেমং বহত্যেব ভগবান্ সত্যমেবং বহত্যেব কিন্তয়ং বিশেষোঽন্যে যে ভক্তাস্তে আত্মার্থং স্বয়মপি যোগক্ষেমমীহন্তে অনন্যদর্শিনস্তু নাত্মার্থং যোগক্ষেমমীহন্তে ন হি তে জীবিতে মরণে বাত্মনোগৃদ্ধিং কুর্ব্বন্তি কেবলমেব ভগবচ্ছরণাস্তে অতোভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতীতি ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ অনন্যাইতি। অনন্যানান্যি মদ্ব্যতিরেকেনান্যৎ কাম্যং যেষাং তে তথাভূতা যে জনামাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে তেষাস্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং, মোক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ ॥

যিনি অনন্যচিত্তে চিন্তা করিয়া আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই নিত্যযুক্ত পুরুষদিগকে আমি যোগ ও ক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥২২॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

গীঃ সঃ। যিনি জগতের সমস্ত চিন্তা পরিহার করিয়া কেবল মাত্র সচ্চিদাত্মাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট চিত্ত থাকেন, তিনিই পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বোধ বশতঃ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই—এমন কি নিজ দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের ভাবনাও করেননা, ভগবান্ তাঁহার সমস্ত সদ্ব্যবস্থা করিয়া দেন। অগ্রাপ্ত অন্ন বস্ত্রাদির সংস্থান এবং তত্তাবৎ রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভক্তের জন্য ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্ত সাধক গণ ভগবানের নিকট এতাবৎ প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ স্বয়ং তাহার সঙ্কুলান করিয়া থাকেন। জীব মাত্রেই নিজ নিজ অন্নাচ্ছাদনাদি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তত্তদুপার্জ্জনের প্রযত্ন ও চেষ্টা করা তাহাদের আবশ্যক হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ ভক্ত বিনা চেষ্টায়, বিনা যত্নে উহা ভগবৎকৃপায় লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। নম্বন্যা অপি দেবতাস্ত্বমেব চেত্তদ্ভক্তাশ্চ ত্বামেব যজন্তে সত্যমেবং যেঽপীতি যে অন্যদেবতাভক্তা অন্যাসু দেবতাসু ভক্তা অন্যদেবতাভক্তাঃ সন্তো যজন্তে পূজয়ন্তি শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতা অনুগতাস্তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকমবিধিরজ্ঞানং তৎপূর্ব্বকং অজ্ঞানপূর্ব্বকং যজন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ননু চ ত্বদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদিসেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি কথং তে গতাগতং লভেরংস্তত্রাহ যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো যে জনা অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যং কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

হে কৌন্তেয়! যদি অন্য দেবতার ভক্তও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজা করে, তাহারাও অজ্ঞান পূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং ॥২৩॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

গীঃ সঃ। ভগবান্ ব্যতীত যখন আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে তো ভগবানেরই পূজা করা হয়—ভগবানের পূজা করিলে যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে মুক্তি না হইবে কেন? অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যে জীব অবিধি পূর্ব্বক অর্থাৎ আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে পূজা করে বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার ভক্তগণকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। অন্যদেবতার ভক্ত অজ্ঞানী হইলেও তাহার পূজা আমিই গ্রহণ করিয়া থাকি। জ্ঞানবিহীন ভক্তি, জীবকে পরম পদের অধিকারী করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাত্তেঽবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে ইত্যুচ্যতে যস্মাৎ অহমিতি। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং দেবাত্মত্বেন ভোক্তা চ প্রভুরেব চ মৎস্বামিকোহি যজ্ঞোঽধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেতি চোক্তং তথা ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেন যথাবদতশ্চাবিধিপূর্ব্বকমিষ্ট্বা যাগফলাৎ চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এতদেব বিবৃণোতি অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্নাভিজানন্তি অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্ত্তন্তে, যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪ ॥

আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও ফল প্রদাতা, ইহা জানিতে না পারায় জীবগণ পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। ইন্দ্রাদি দেবতারূপে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সকল যজ্ঞেরই ভোক্তা ভগবান্, অন্তর্য্যামীরূপে ফল দাতাও তিনি, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি সিদ্ধ। ভগবান্কে এইরূপ সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বরূপে না জানিতে

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥
যান্তি দেবব্রতাদেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।

পরায় জীবের মুক্তির পরিবর্ত্তে স্বর্গে গতি ও চ্যুতি হইয়া থাকে । ভগবানের সহিত অভেদায় বুদ্ধি না হইলে—প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার যথার্থ স্বরূপের প্রজ্বলিত কুণ্ডে আপানকে আহুতি প্রদান না করিতে পারিলে জীবের জগতে গতায়াত বন্ধ হয় না ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং । যেপ্যন্যদেবতাভক্তিমন্তোঽবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে তেষা-মপি যাগফলমবশ্যম্ভাবিকং কথং যান্তীতি । যান্তি গচ্ছন্তি দেবব্রতাদেবেষু ব্রতং নিয়মোভক্তিশ্চ যেষাং তে দেবব্রতাদেবান্ যান্তি পিতৄনগ্নিষ্বাত্তাদীন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাঃ পিতৃভক্তাঃ ভূতানি বিনায়কমাতৃ-গণচতুর্ভগিন্যাদীনি যান্তি ভূতেজ্যাভূতানাং পূজকাঃ মদ্যাজিনো-মদ্যজনশীলা বৈষ্ণবাঃ মামেব যান্তি সমানেঽপ্যায়াসে । এবং ন ভজন্তেঽ-জ্ঞানাত্তেন তেঽল্পফলভাজোভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা । তদেবোপপাদয়তি যান্তীতি । দেবেষ্বিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মোযেষাং তেঽল্পব্রতোদেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাণাং তে পিতৄন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণা-দিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যাভূতানি যান্তি, মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি ॥ ২৫ ॥

যিনি যে দেবতার পূজা করেন, মরণান্তে তিনি সেই দেবতাকে লাভ করিয়া থাকেন । যিনি পিতৃগণকে পূজা করেন তিনি পিতৃগণকে, যিনি ভূতগণকে পূজা করেন, তিনি ভূত সমূহকে এবং যিনি আমাকে পূজা করেন তিনি আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীঃ সঃ । সাত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে উপাসক ত্রিবিধ । যে সাত্বিকগণ ইন্দ্রাদি দেবতাকে পূজা করেন তাঁহারা দেবব্রত, যাঁহারা রজো গুণ প্রভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণকে আরাধনা করেন,

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাং ॥২৫॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তাঁহারা পিতৃব্রত ; তমোগুণ প্রভাবে যাহারা যক্ষ, রক্ষ, বিনায়ক, মাতৃগণাদি ভূত সকলকে ভজনা করে তাহারা ভূতেজ্য। উপাসনার গুণে উপাসক গণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতা দিগকে প্রাপ্ত হয়েন, শ্রুতিতে লিখিত আছে " তং যথাযথোপাসতে তদেব ভবতি "। আর যে সকল ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন এবং পুনরাবৃত্তি হইতে অব্যাহতি পান ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। ন কেবলং মদ্ভক্তানামনাবৃত্তিলক্ষণমনন্তফলমুক্তং সুখারাধনশ্চাহং কথং পত্রমিতি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মুদকং যো মে মহ্যং ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদহং পত্রাদি ভক্ত্যোপহৃতং ভক্তিপূর্ব্বকং প্রাপিতং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি গৃহ্ণামি প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্ত্বা অনায়াসত্বঞ্চ স্বভক্তের্দর্শয়তি পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা যঃ প্রযচ্ছতি তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কাম ভক্তস্য তৎ পত্রপুষ্পাদিকভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রাপ্নোমি প্রীত্যা গৃহ্ণামি, নহি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ অতোভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, বা জল যিনি যাহা ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধা প্রদত্ত পদার্থ প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

শ্রীঃ সঃ। ব্রাহ্মণগণ বহু আয়াস ও ব্যয়সাধ্য যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করে, অথচ চরমে পরমফল প্রাপ্ত হয়না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ পরিণামে পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন, অথচ তাঁহার আরাধনা কালে অধিক পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হয়না, কেননা তিনি কোন বস্তুরই ভিখারী নহেন। তাঁহাকে অতুল সাম্রাজ্য নিবেদন করিয়া দাও অথবা একটি তুলসি দলই নিবেদন কর, তিনি উভয়ই

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ভক্তির সহিত তাঁহাকে যাহাই দান করিবে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট, যিনি যত পরিমাণে ভক্তি সহ ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন. তিনি তত পরিমাণে অধিক ফল লাভ করেন। ভগবান্ ভক্তি ব্যতীত কেবল প্রচুর নৈবেদ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হয়েননা। ভক্তিই ভগবদুপাসনার মূল উপাদান। তুমি হয় তো মনে করিবে, ফল পুষ্পাদি ভগবানের নির্ম্মিত পদার্থ, তাঁহাকে তাহা দিলে তিনি সুখী হইবেন কেন। এবং বলিবে যে মন প্রাণ সমর্পণ করিলে তবে প্রকৃত পূজা হয়। আমি বলি সাধক, তোমার মনোপ্রাণ কি তাঁহার নির্ম্মিত নহে? তুমি যাহা দিয়া পূজা করিবে, তাহাই তো তাঁহার, তাঁহার নহে এমন সামগ্রী পাইবে কোথায়। ভক্তি পূর্ব্বক যাহাই দিবে, তাহাই তিনি ভক্তের উপহার বলিয়া প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন॥ ২৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত এবমতঃ যৎ করোষীতি। যৎ করোষি যদাচরসি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম স্বতঃ প্রাপ্তং যদশ্নাসি যৎ খাদসি যদ্‌জুহোষি হবনং নির্ব্বর্ত্তয়সি শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা যদ্দদাসি প্রযচ্ছসি ব্রাহ্মণাদিভ্যোহিরণ্যান্নপানাজ্যাদি যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং মৎসমর্পণং॥ ২৭॥

স্বামিকৃত টীকা। ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবদর্থমেবোপাদৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ং কিন্তু যৎ করোষীতি। স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি তথা যদশ্নাসি যজ্জুহোষি যদ্দদাসি যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি তৎ সর্ব্বং মর্য্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ॥ ২৭॥

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, ভোজন কর বা হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে॥ ২৭॥

গীঃ সঃ। কিরূপে ভগবানের আরাধনা করিলে জীবের ভগবৎ পদ লাভ হয়, এই শ্লোকে তাহাই কথিত হইয়াছে। মনুষ্যের যত কিছু কর্ত্তব্য

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥ ২৭ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।

কার্য্য আছে, শাস্ত্রীয় হউক বা লৌকিকই হউক্, সমস্তই ঈশ্বরার্পণ করিতে হয়। জীব যে গমনাগমন করে, নিজ তৃপ্তির জন্য ভোজনাদি বা পরিচ্ছদাদি ধারণ করে, অথবা নিত্য অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করে, কিম্বা অতিথি ব্রাহ্মণাদিকে অন্ন সুবর্ণাদি দান করে, বা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ যে চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করে অথবা আত্ম সাক্ষাৎকারার্থ যে ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ করে অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্ত্ত বা লৌকিক যে যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করুক না কেন, তৎ সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবান্ তাহাকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। এই শ্লোকাভিপ্রায়ে কেহ যেন মনে করিবেননা, যে চুরি করিয়া, অভক্ষ্য ভোজন করিয়া অথবা বেশ্যা গমনাদি করিয়া " কৃষ্ণায় অর্পণ মস্তু " বলিয়া অব্যাহতি পাইবেন। লোকতঃ বা শাস্ত্রতঃ যাহা কিছু " কর্ত্তব্য " তাহাই ভগবানে সমর্পিত হইলে মুক্তি লাভ হয়, " অকর্ত্তব্য " কার্য্যের ফল সমর্পণ করিতে গেলে বিপরীত হইয়া উঠে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং কুর্ব্বতস্তব যদ্ভবতি তচ্ছৃণু শুভাশুভফলৈরিতি। শুভাশুভফলৈরেবং শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টফলে যেষাং তানি শুভাশুভফলানি কর্ম্মাণি তৈঃ শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈরেবং মৎসমর্পণং কুর্ব্বন্ মোক্ষ্যসে সোয়ং সংন্যাসযোগোনাম সংন্যাসশ্চাসৌ মৎসমর্পণতয়া কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাদ্যোগশ্চাসাবিতি তেন সংন্যাসযোগেন যুক্তআত্মান্তঃকরণং যস্য তব স ত্বং সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ বিমুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনৈর্জীবন্নেব পতিতে চাস্মিন্ শরীরে মামুপৈষ্যস্যাগমিষ্যসি ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু ইত্যাহ শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তোভবিষ্যসি কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ, তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং সএব যোগস্তেন যুক্তআত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

এইরূপে সাধনা করিলে জীব শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন

সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

হইতে মুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা হইয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। সমস্ত অনুষ্ঠানই ভগবদর্পণ করিতে শিক্ষা করিলে জীবের ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। ভগবান্ ব্যতীত যাহার অন্যত্র লক্ষ্য নাই, তাহার কার্য্যাকার্য্য বোধও নাই। সাধকের এই অবস্থায় যদি কোন সুকার্য্য বা কুকার্য্য সম্পাদিত হয় তবে তাঁহার সদসদাত্তিসাক্ষর অভাব বশতঃ ফল ভোগ করিতে হয়না। ভগবান্ তাঁহাকে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত করেন। এই সম্পূর্ণ ত্যাগরূপ যোগ সিদ্ধ হইলেই সাধক পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। রাগদ্বেষবান্ তর্হি ভগবান্ যতো ভক্তাননুগৃহ্নাতি নেতরানিতি তন্ন সমোঽহমিতি। সমঃ তুল্যোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ অগ্নিবদহং দূরস্থানাং যথাগ্নিঃ শীতং নাপনয়তি সমীপমুপসর্পতামপনয়তি তথাহং ভক্তাননুগৃহ্নামি নেতরান্ যে ভজন্তি তু মামীশ্বরং ভক্ত্যা ময়ি তে স্বভাবত এব ন মম রাগনিমিত্তং ময়ি বর্ত্তন্তে তেষু চাপ্যহং স্বভাবত এব বর্ত্তে নেতরেষু নৈতাবতা তেষু দ্বেষো মম ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি নেত্যাহ সমোঽহমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব, এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে অহমপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে, অয়ং ভাবঃ যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যং যথা বা কল্পবৃক্ষস্য তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯ ॥

আমি সর্ব্ব জীবের পক্ষেই একরূপ ; আমার কেহ প্রিয় ও কেহই অপ্রিয় নাই। যে আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

ভজনা করে সে ব্যক্তি আমাতে অবস্থিতি করে এবং আমি তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি ॥ ২৯ ॥

গীঃ সঃ। সত্তা, স্ফুরণ এবং আনন্দ ভেদে ভগবানের স্বাভাবিক রূপ ত্রিবিধ। কেহ ভক্ত হউক বা অভক্ত হউক ভগবান্ এতৎ ত্রিবিধ-রূপে সকলের মধ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান। নিজ ২ সত্তার সঙ্গে নিজ ২ বিকাশের সঙ্গে এবং নিজ ২ আনন্দের সঙ্গে সকলেই ভগবানের সত্তা, স্ফুরণ ও আনন্দের সমান অধিকারী। তাঁহার কাহার প্রতি স্নেহ বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তাঁহার ভক্তির গুণে অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইলে তিনি ভগবদ্ভাবংলাভ করেন। স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন জবার নিকট থাকিলে রক্তবর্ণাক্ত দেখায়, কিন্তু একটি লোহাপিণ্ড জবার নিকটে থাকিলে সে রূপ দেখায় না। সেই রূপ ভক্তের জন্য শুদ্ধান্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয় এবং অভক্তজন তাহাতে বঞ্চিত থাকে। ইহাতে ভগবানের পক্ষপাত নাই, কেবল সাধকের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এই রূপ হইয়া থাকে মাত্র। ভক্তের প্রেমের গুণে ভগবান্ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিবার মূল মন্ত্র। ভক্তের প্রতি ভগবানের যে একটু বিশেষ টান দেখা যায়, তাহা ভক্তের ভক্তির গুণে, ভগবানের পক্ষপাতের দোষে নহে ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শৃণু মদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যং অপি চেদিতি। অপি চেৎ যদ্যপি সুষ্ঠু দুরাচারঃ সুদুরাচারোঽতীবকুৎসিতাচারোঽপি ভজতে মাং অনন্য-ভাক্ নান্যভক্তিঃ সন্ সাধুরেব সম্যগ্বৃত্তএব সমন্তব্যঃ জ্ঞাতব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি যস্মাৎ সাধুনিশ্চয়ঃ সঃ ॥ ৩০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অপি চ মদ্ভক্তেরেবাযমবিতর্ক্য প্রভাবইতি দর্শয়ন্নাহ অপি চেদিতি। অত্যন্তদুরাচারোঽপি যদ্যপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্দেব-তাপি বাসুদেবএবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তর ভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠএব সমন্তব্যঃ যতোঽসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০ ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচারী হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; কেননা তাহার যত্ন অতি সাধু ॥ ৩০ ॥

গীঃ সঃ। পাপের শান্তির জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, মহাকৃচ্ছ্র আদি প্রায়শ্চিত্ত এবং বাজপেয়, রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এক একটি প্রায়শ্চিত্ত এক একটি পাপের শান্তি করিতে পারে, কিন্তু যে অতি দুরাচারী যাহার পাপের সীমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার নিষ্পাপ হওয়া সুকঠিন। মনে কর একজন দুরাত্মা এমন দশটি পাপ করিয়াছে, যাহার প্রত্যেকটি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে তুষানল প্রায়শ্চিত্ত বা অগ্নি প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু একজন মনুষ্য এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত এক জীবনে একটির অধিক করিতে পারেনা। একটি প্রায়শ্চিত্তে একটি পাপের বিনাশ হইতে পারে, কিন্তু অবশিষ্ট নয়টি পাপের ধ্বংস হইবার উপায় কি? সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মিলে অপ্রায়শ্চিত্তার্হ পাতক রাশিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

অতি পাপ প্রসক্তোপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতং।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্ক্তি পাবন পাবনঃ।
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ কর্ম্মাত্মিকানিবৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরং ॥

অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তি যদি অনন্যচিত্তে নিমেষ মাত্রও ভগবানের আরাধনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া 'তপস্বী' বলিয়া পরিগণিত হয়। সে ব্যক্তি যে লোকমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করে, সে লোক সকল পবিত্র হয়। এবং তাঁহার দর্শনে লোক সকল কৃতার্থ হয়। একান্ত ভগবদ্ভক্তি সর্ব্ব পাপ বিনাশের ও পরম সুখের কারণ ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

শাঙ্করভাষ্যং। উৎসৃজ্য চ বাহ্যাং দুরাচারতামন্তঃ সম্যগ্ব্যবসায়সামর্থ্যাৎ ক্ষিপ্রমিতি। ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মচিত্তএব শশ্বৎ নিত্যং শান্তিঞ্চোপশমং নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি শৃণু পরমার্থং কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু ন মে মম ভক্তঃ ময়ি সমর্পিতান্তরাত্মা মদ্ভক্তোন প্রণশ্যতীতি॥ ৩১॥

স্বামিকৃত টীকা। নমু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যস্তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তোভবতি ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কুতর্ককর্কশবাদিনোনৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি হেকৌন্তেয় পটহাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু; কথং মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি, ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভাৎ বিধ্বংসিত কুতর্কাঃ সন্তো-নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্॥ ৩১॥

সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয়না, এইরূপ তুমি প্রতিজ্ঞা কর॥ ৩১॥

গীঃ সঃ। ভগবৎআরাধনার এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে তদ্দ্বারা মহাপাতকীও শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় এবং তীব্র বৈরাগ্য বেগে তাঁহার বিষয় ভোগ বাসনা বিদূরিত হয়। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে ঈদৃশ ভক্ত পূর্ব্বাকৃত দুষ্ক্রিয়াদোষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; এই জনাই ভগবান্ ভক্ত-গণকে যেন বাম হস্তে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে তাঁহার ভক্ত কিছুতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়না। কর্ম্ম, যোগ, ও জ্ঞানের দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু তত্তাবৎ সাঙ্গোপাঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত না হইলে সুফল দান করেনা। অনুষ্ঠা-নের ত্রুটি হইলে কর্ম্ম, যোগ, ও জ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তি সেরূপ নয়; ভক্ত সম্পূর্ণ রূপে না হউক তাহার প্রাণপণে যতদূর সামর্থ্য

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

থাকে ততখানি যদি ভগবান্‌কে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করে, ভগবান্ সেই ঐকান্তিকতায় বশীভূত হইয়া তাহার কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে ভক্ত যদি অজ্ঞান ও অভিভূত হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে না পারে তথাচ ভক্তবৎসল দীনবন্ধু—স্বয়মেব আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ ভগবদ্ভক্তের কখন পতন অধোগতি বা বিনাশ হয়না॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ মাং হীতি। মাং হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মামাশ্রিত্যাশ্রয়ত্বেন গৃহীত্বা যেঽপি স্যুর্ভবেয়ুঃ পাপযোনয় পাপানি যোনিঃ যেষাং তে পাপজন্মানঃ কেহত ইত্যাহ স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং প্রকৃষ্টাং গতিং ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং যতোমদ্ভক্তির্দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়োভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ অতঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাধ্যয়নাদিরহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি হি নিশ্চিতং॥৩২

পাপযোনি সম্ভূত জীবগণ এবং স্ত্রী বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

গীঃ সঃ। শুদ্ধাধিকারী ব্যক্তিকে ভক্তি যে পরম পদ দান করে তাহার ত সন্দেহই নাই। যাহারা পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ জন্য চণ্ডাল অথবা সর্প বা তির্য্যক্ কুলে জন্ম গ্রহণ করে এবং বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত স্ত্রীজাতি, কৃষি বাণিজ্যাদি লৌকিক ব্যাপারে সর্ব্বদা ব্যস্ত বৈশ্যজাতি অথবা বৈদিক জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত মুক্তির অযোগ্য শূদ্রও ভক্তি প্রভাবে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে. অর্থাৎ যে যেমনই কেন পাপ করুক না, তীব্র ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে দীপ শিখায় তূলারাশি দহনের ন্যায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্মের বা উপাসনার অথবা যোগের কিম্বা জ্ঞানের অধিকারী সকলে সকল সময় হইতে পারেনা, কিন্তু জীব মাত্রেই ভক্তি,

স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥৩২॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

সর্ব্ব বয়ঃক্রম গুণ অবস্থা আদি নির্ব্বিশেষে ভক্তির অধিকারী হইতে পারে। ভক্তি সকল অপেক্ষা সুগম ও সকলের কল্যাণকারিণী॥ ৩২॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিং পুনরিতি। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ যত এবমতোঽনিত্যং ক্ষণভঙ্গুরমসুখং চ সুখবর্জ্জিতং মনুষ্যলোকং প্রাপ্য পুরুষার্থসাধনং দুর্ল্লভং মনুষ্যত্বং লব্ধা ভজস্ব সেবস্ব মাং॥ ৩৩॥

স্বামিকৃত টীকা। যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি এবং ভূতাশ্চ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বং ইমং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধা মাং ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমধ্রুবং অসুখং সুখরহিতঞ্চেমং মর্ত্যলোকং প্রাপ্য অনিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্ব্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় আমার ভক্তি প্রভাবে যে পরমগতি লাভ করিবেই করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব তুমি এই অনিত্য ও দুঃখায়তন মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমারই আরাধনা কর॥ ৩৩॥

গীঃ মঃ। যখন অন্ত্যজ জাতি এবং মুক্তির অনধিকারী গণই ভক্তিযোগে পরম পদলাভ করিতে পারে, তখন ভক্তিমান্ হইলে সদ্বংশজাত সদাচারযুক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যে মুক্তিলাভ করিবে তাহাতে সংশয় নাই। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, গর্ভ যাতনাদি সহিয়া, রোগাদির আশ্রয় ভূমি এবং ক্ষণ বিধ্বংসী মানব শরীর পাইয়া তুমি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছ আর বিলম্ব করিওনা, শীঘ্রই রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় ভক্তিমান্ হইয়া আমার আরাধনা কর, আমি সম্মুখে বিদ্যমান এবং গুরুরূপে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতেছি, ভক্তি প্রবল হইবার ইহাই

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥
মন্মনাভব মদ্ভক্তোমদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

শুভ অবসর। এমন সুযোগ ও শুভ লগ্ন চলিয়া গেলে ভক্তি লাভ করা কঠিন হইবে, অতএব আর বিলম্ব করিওনা, ভক্তি পরায়ণ হও। ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথং মন্মনাইতি। ময়ি মনোযস্য তব সত্বং মন্মনাভব তথা মদ্ভক্তোভব মদ্যাজী মদ্যজনশীলোভব মামেব চ নমস্কুরু মামেবে- শ্বরমেষ্যসি আগমিষ্যসি যুক্ত্বা সমাধায় চিত্তমেবমাত্মানং মামেবমহং হি সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মা পরা চ গতিঃ পরময়নং তং মামেবম্ভূতং এষ্য- সীত্যতীতেন পদেন সম্বন্ধঃ মৎপরায়ণঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে নবমোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি মন্মনাইতি। মযোব মনোযস্য স মন্মনাস্ত্বং ভব, তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকোভব, মদ্যাজী মৎপূজনশীলোভব, মামেব চ নমস্কুরু, এবমেভিঃ প্রকারৈর্ম্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনোময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি। নিজৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবং নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি নবমোধ্যায়ঃ।

তুমি মদ্গত চিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমার পূজাপরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হইয়া তোমার নিজ অন্তঃকরণ আমাকে সম- র্পণ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হও ॥ ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। যাঁহারা সংসারের সর্ব্বত্র হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া একমাত্র ভগবানে অর্পণ করেন, যাঁহারা রাজা, মহারাজা, দেবতাদি হইতে সমস্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবান্‌কে ভক্তি করেন অর্থাৎ কাহারও সেবা না করিয়া কেবল ভগবানের সেবা করেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে পূজা ও নমস্কার করেন, তাঁহাদেরই শুদ্ধান্তঃ-

মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজগুহ্য-
যোগোনাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

স্বরূপে পরমানন্দঘন পরমেশ্বরের প্রকাশ হইয়া থাকে। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, সেইরূপ সাধকও ভক্তির প্রবলবেগে ভগবৎ সত্তায় একীভূত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতিও বলিয়াছেন "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং।" যেমন গঙ্গা যমুনাদি নদী নিজ নিজ নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রাকারাকারিত হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ নামরূপ বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বয়ং-জ্যোতিঃ পরমাত্মা পুরুষে অভিন্নরূপে মিশ্রিত হইয়া যান ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য চির-কুমার শ্রীযুক্ত
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
নবম অধ্যায়
সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। ভূয় এব মহাবাহো! শৃণু মে পরমং বচঃ

শাঙ্করভাষ্যং। সপ্তমেঽধ্যায়ে জ্ঞানতত্ত্বং বিভূতয়শ্চ প্রকাশিতা-নবমে চ, অথেদানীং যেষু যেষু ভাবেষু চিন্ত্যো ভগবাংস্তে ভাবা বক্তব্যাঃ তত্ত্বঞ্চ ভগবতো বক্তব্যং উক্তমপি দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদিত্যতো ভগবানুবাচ ভূয় ইতি। ভূয় এব ভূয়ঃ পুনঃ হে মহাবাহো শৃণু মে মদীয়ং পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়বস্তুনঃ প্রকাশকং বাচোবাক্যং যৎপরমং তে তুভ্যং প্রীয়মাণায় মদ্বচনাৎ প্রীয়সে ত্বমতীবামৃতমিব পিবংস্ততো বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া ॥ ১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ। দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে। এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়েত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ অষ্টমে চ অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেত্যাদিনা নবমে চাহং ক্রতুরহং যজ্ঞ ইত্যাদিনা, ইদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ভূয় এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য তথা হে মহাবাহো ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু, কথম্ভূতং পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং, মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আমার উৎকৃষ্ট বচন সকল শ্রবণ কর। তোমারই হিতকামনায় আমি প্রীতি পূর্ব্বক বলিতেছি ॥ ১ ॥

যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

গীঃ সং। ৭ম, ৮ম, ও ৯ম অধ্যায়ে "তৎ" পদার্থ স্বরূপ পরমেশ্বরের সোপাধিক ও নিরুপাধিক উভয় স্বরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে। "তৎ" পদার্থের বিভূতি রাশি সোপাধিক স্বরূপ ধ্যানের এবং নিরুপাধিক স্বরূপ জ্ঞানের উপায়ীভূত। ৭ম অধ্যায়ে (রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়) বচন দ্বারা এবং ৯ম অধ্যায়ে (অহং ক্রতুরহং) বচন দ্বারা বিভূতি রাশি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্বিজ্ঞেয় ভগবানের ধ্যান সুগমার্থ উহা বিস্তৃতরূপে কথিত হইবে। কঠিন বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক না বলিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়না, এই জন্য দশম অধ্যায় কথিত হইতেছে।

অর্জ্জুন প্রীতি পূর্ব্বক ভগবানের সকল কথা শুনিতেছেন ও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন বলিয়া অর্জ্জুনকে ভগবান্ আরও সদুপদেশ দিয়া তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল সাধনার্থ স্নেহযুক্তচিত্তে আগ্রহ পূর্ব্বক আরও উত্তমোত্তম তত্ত্বকথা বলিতেছেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিমর্থমহং বক্ষ্যামীত্যতআহ নমইতি। ন মে বিদুর্ন জানন্তি সুরগণাঃ কিং তে ন বিদুঃ মম প্রভাবং প্রভুশক্ত্যাতিশয়ং অথবা প্রভবং প্রভবনং উৎপত্তিং বা নাপি মহর্ষয়োভৃগ্বাদয়োবিদুঃ কস্মাত্তে ন বিদুরিত্যুচ্যতে অহমাদিঃ কারণং হি যস্মাদ্দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। উক্তস্যাপি পুনর্ব্বচনে দুর্জ্জেয়ত্বং হেতুমাহ ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণাঅপি মহর্ষয়োপি ভৃগ্বাদয়োন জানন্তি। তত্র হেতুঃ অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদি প্রবর্ত্তকত্বেন চ অতোমদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ আমার প্রভাব পরিজ্ঞাত নহেন। কেননা, আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি কারণ ॥ ২ ॥

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।

শ্রীঃ সঃ। তাঁহারই প্রভাবে যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে, ইহা ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও ভৃগু আদি মহর্ষিগণও বিদিত নহেন। কেননা, তিনিই তাঁহাদিগের উৎপাদক ও বুদ্ধির প্রবর্ত্তক। বস্তুতঃ ভগবান্ স্বয়ং কাহারও নির্ম্মল বুদ্ধিতে আরূঢ় না হইলে যুক্তি বিচার দ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে পারেনা। তিনি মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও অপার ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ যোমামিতি। যোমামজমনাদিঞ্চ যস্মাদহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ ন মমান্যঃ আদির্বিদ্যতেঽতোঽহমজোঽনাদিশ্চ অনাদিত্বমজত্বে হেতুস্তং মামজমনাদিঞ্চ যোবেত্তি বিজানাতি লোকমহেশ্বরং লোকানাং মহান্তমীশ্বরমসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ স মর্ত্ত্যেষু মনুষ্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ মতিপূর্ব্বামতিপূর্ব্বকৃতৈঃ প্রমুচ্যতে প্রমোক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ যোমামিতি। সর্ব্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিং, অতএবাজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যোবেত্তি সমনুষ্যেষু সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই মোহবর্জ্জিত হইয়া সমস্ত পাপ হইতে নির্মুক্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

শ্রীঃ সঃ। যিনি ভগবান্‌কে মনুষ্য বুদ্ধিতে না দেখিয়া তাঁহাকে অজ, সমস্ত কারণের কারণ এবং অনাদি পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি পূর্ব্বকৃত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ রাশি নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানের বীজ স্বরূপ অহংমমেতি অভিমান বিদূরিত হয়না। "প্রমুচ্যতে" এই পদের "প্র" শব্দ দ্বারা ভগবান্ ইহাই দেখাইয়াছেন, যে তাঁহাকে ব্রহ্ম স্বরূপে দর্শন করিলে জীবের কায়মন ও বচন কৃত ত্রিবিধ পাপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥

বর্ত্তমান এই ত্রিকাল কৃত পাতক রাশি এবং পাপবুদ্ধির বীজভূমি অবিদ্যা এবং মহামোহ এ সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং । ইতশ্চাহং মহেশ্বরো লোকানাং বুদ্ধিরিতি । বুদ্ধিরন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধনসামর্থ্যং তদ্বন্তং বুদ্ধিমানিতি, হি বদন্তি জ্ঞানমাত্মাদিপদার্থানামববোধঃ অসংমোহঃ প্রত্যুৎপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু বিবেকপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা অবিকৃতচিত্ততা সত্যং যথাদৃষ্টস্য যথাশ্রুতস্য চাত্মানুভবস্য পরবুদ্ধিসংক্রান্তয়ে তথৈবোচ্চার্য্যমাণা বাক্ সত্যমুচ্যতে দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ শমোঽন্তঃকরণস্যোপশমঃ সুখং আহ্লাদো দুঃখং সন্তাপো ভব উদ্ভবঃ অভাবস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ভয়ঞ্চ ত্রাসোঽভয়মেব চ তদ্বিপরীতং ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং । অহিংসেতি । অহিংসা অপীড়া প্রাণিনাং সমতা সমচিত্ততা তুষ্টিঃ সন্তোষঃ পর্য্যাপ্তবুদ্ধির্লাভেষু তপ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বকং শরীরপীড়নং দানং যথাশক্তিসংবিভাগঃ যশো ধর্ম্মনিমিত্তা কীর্ত্তিঃ অযশস্ত্বধর্ম্মনিমিত্তা কীর্ত্তিঃ ভবন্তি ভাবা যথোক্তা বুদ্ধ্যাদয়ো ভূতানাং প্রাণিনাং মত্ত এবেশ্বরাৎ পৃথগ্বিধা নানাবিধাঃ স্বকর্ম্মানুরূপেণ ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। লোকমহেশ্বরত্বং স্ফুটয়তি বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ । বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং, অসংমোহো ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা, সহিষ্ণুত্বং, সত্যং যথার্থভাষণং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ, সুখমনুকূলসংবেদনীয়ং দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতং, ভব উদ্ভবঃ, অভাবস্তদ্বিপরীতঃ, ভয়ং ত্রাসঃ, অভয়ং তদ্বিপরীতং, অস্য শ্লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অহিংসেতি । অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং, তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদি [illegible], দানং স্বার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ পাত্রেঽর্পণং, যশঃ সৎকীর্ত্তিঃ, অযশোঽপকীর্ত্তিঃ, এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চ পৃথগ্বিধা নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, ভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, এবং যশ ও অযশ, প্রাণিবর্গের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪॥৫

গীঃ সঃ। নিঃসংশয়রূপে সূক্ষ্মার্থ বুঝিবার জন্য অন্তঃকরণের শক্তি বিশেষের নাম বুদ্ধি। আত্ম অনাত্ম পদার্থের বিচার পূর্ব্বক বোধের নাম জ্ঞান। জ্ঞাতব্য বা কর্ত্তব্য পদার্থ জন্য অব্যাকুলিতভাব অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট ক্রম বিচার যুক্ত স্থিরভাবের নাম অসম্মোহ। অন্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত বা পীড়নযুক্ত হইলে তাহাকে দণ্ড দিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের যে বৃত্তি তাহাকে নিবৃত্ত করে তাহার নাম ক্ষমা। অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা পদার্থের অবিকৃত স্বরূপ নিরূপিত বা ব্যাখ্যাত হয় তাহার নাম সত্য। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার শক্তি যে বৃত্তিতে আছে, তাহার নাম দম। যে বৃত্তির দ্বারা শব্দাদি বিষয় অন্তঃকরণে স্থান না পায় তাহার নাম শম। যে অবস্থায় মনুষ্যচিত্ত প্রসাদ বা আনন্দ লাভ করে এবং যাহা ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সুখ। যাহা অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং জীবের বিবিধ পরিতাপের কারণ, তাহা দুঃখ। উৎপত্তির নাম ভব, সত্তার নাম ভাব, অসত্তার নাম অভাব। ত্রাসের নাম ভয়, ত্রাসাভাবের নাম অভয়। স্থাবর জঙ্গমাদি কোন জীবকে দুঃখ না দিবার ইচ্ছার নাম অহিংসা। ইষ্টানিষ্ট রাগ দ্বেষাদি রহিত অবস্থার নাম সমতা। প্রারব্ধ ভোগ্য প্রাপ্ত বস্তুমাত্রেই তুষ্টি লাভের নাম সন্তোষ। শাস্ত্রানুমোদিত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত সাধনের নাম তপ। উত্তম দেশ কাল বিচার করিয়া সৎপাত্রে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অন্ন সুবর্ণাদি প্রদানের নাম দান। ধর্ম্মাদি জনিত প্রশংসার নাম যশ। অধর্ম্ম জন্য লোকাপবাদের নাম অযশ। এইরূপ সমস্ত বৃত্তিরই উৎপাদনের মূলাধার একমাত্র ভগবান্। বস্তুতঃ তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারোমনবস্তথা।

মদ্ভাবামানসাজাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ মহর্ষয়ইতি। মহর্ষয়ঃ সপ্ত ভৃগ্বাদয়ঃ পূর্ব্বেহতীত-কালসম্বন্ধিনশ্চত্বারোমনবস্তথা সাবর্ণাইতি প্রসিদ্ধাঃ তে চ মদ্ভাবামদ্‌গত ভাবনাবৈষ্ণবেন বা সামর্থ্যেনোপেতামানসা মনসৈবোৎপাদিতামযা জাতা উৎপন্নাযেষাং মনূনাং মহর্ষীণাঞ্চ সৃষ্টির্লোকইমাঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়োভৃগ্বাদয়ঃ সপ্ত ব্রাহ্মণাইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাইত্যাদিপুরাণ প্রসিদ্ধাস্তেভ্যোহপি পূর্ব্বেহন্যে চত্বারোমহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়োমদ্ভাবো-মদীয়োভাবঃ প্রভাবোযেষু তে হিরণ্যগর্ভাত্মনোমমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রা-জ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমাব্রাহ্মণাদ্যালোকে বর্ত্তমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্য প্রশিষ্যা-দিরূপাশ্চ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ॥ ৬ ॥

সৃষ্টির আদিতে ভৃগু আদি সপ্ত মহর্ষি, মনুগণ আমারই প্রভাবসম্পন্ন এবং আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং আমার আদেশ ক্রমে তাঁহারা এই লোক ও প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

গীঃ সঃ। কেবল সাধারণ জীব সকলই যে ভগবানের বিভূতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে প্রজাসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্দ্দশ মনু এবং বেদ প্রচার কর্ত্তা মহর্ষি গণ আদি সমস্তই ভগবৎ সত্তা হইতে সমুদ্ভূত অর্থাৎ ভগবান্ সকলেরই আদি ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতামিতি। এতাং যথোক্তাং বিভূতিং বিস্তারং যোগঞ্চ যুক্তিং চাত্মনোঘটনমথবা যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং যোগজং যোগউচ্যতে মম মদীয়ং যোগং যো বেত্তি তত্ত্বতস্তত্ত্বেন যথাবদিত্যেতৎ সঃ

সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।

অবিকম্পেনাপ্রচলিতেন যোগেন সম্যক্‌দর্শনস্থৈর্য্যলক্ষণেন যুজ্যতে সম্বধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ নাস্মিন্নর্থে সংশয়োঽস্তি ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মমবিভূতিং যোগঞ্চৈশ্বর্য্যলক্ষণং তত্ত্বতোযোবেত্তি সঃ অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্‌দর্শনেন যুক্তোভবতি নাত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

আমার বিভূতি এবং যোগ যিনি যথার্থ রূপে বিদিত আছেন, তিনি নিঃসন্দেহ সম্যক্ দর্শনযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। যিনি গুরু ও শাস্ত্র উপদেশের দ্বারা ভগবানের এই বিভূতিতত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য্য প্রভাব বিদিত হয়েন তাঁহার বুদ্ধি নিশ্চল ও সমাধিযুক্ত হয় তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই থাকেনা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কীদৃশেনাবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতইত্যুচ্যতে অহমিতি। অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবউৎপত্তির্মত্ত এব স্থিতিনাশক্রিয়াফলোপভোগলক্ষণং বিক্রিয়ারূপং সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে ইত্যেবং মত্বা ভজন্তে সেবন্তে মাং বুধা অবগতপরমার্থতত্ত্বার্থাঃ ভাবসমন্বিতাঃ ভাবোভাবনা পরমার্থতত্ত্বাভিনিবেশস্তেন সমন্বিতাঃ সংযুক্তাইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্‌জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি অহমিত্যাদিচতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদিমহর্ষিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ, মত্তএব চ সর্ব্বস্য বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহ ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, এবং আমা হইতেই সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে,

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।

এইরূপ জ্ঞাত হইয়া বুদ্ধিমান্ গণ প্রেমপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ভগবানের প্রেরণাতেই লোকের বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং চন্দ্রসূর্য্যাদির গতি বিধি চালিত হইতেছে অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা; এইরূপ যাঁহার স্থির বিশ্বাস, তিনিই প্রীতি-যুক্ত হইয়া মনের সাধে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ মচ্চিত্তা ইতি। মচ্চিত্তা ময়ি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ ময়ি গতাঃ প্রাপ্তাশ্চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা যেষাং তে মদ্গত প্রাণা ময্যুপসংহৃতকরণা ইত্যর্থঃ অথবা মদ্গতপ্রাণা মদ্গতজীবনা ইত্যেতদ্বোধয়ন্তোঽবগময়ন্তঃ পরস্পরমন্যোন্যং কথয়ন্তশ্চ জ্ঞানবলবীর্য্যাদি ধর্ম্মৈর্ব্বিশিষ্টং মাং তুষ্যন্তি চ পরিতোষমুপযান্তি রমন্তি চ রতিঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি প্রিয়সংগত্যেব ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমাহ মচ্চিত্তা ইতি ।। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ মদর্পিতজীবনা ইতি বা. এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোন্যং মাং জ্ঞাপয়ন্তঃ শ্রুত্যাদি প্রমাণৈর্ব্বোধয়ন্তো বুদ্ধ্যা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদমানা তুষ্টিং যান্তি রমন্তে চ নির্বৃতিং যান্তি ॥ ৯ ॥

যাঁহারা মন প্রাণ আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হয়েন, তাঁহারা পরস্পর আমারই কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম সন্তোষ ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুতেই যাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়না; যাঁহাদের চক্ষু কর্ণাদি ভগবৎ প্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করেনা; অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই চান না,

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।

এইরূপ সমান সমান ব্যক্তিতে এবং গুরু শিষ্যে ভগবদ্বার্ত্তালাপ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণের পরস্পর আলাপে পরস্পরে বিমুগ্ধ ও গদ্‌গদচিত্ত হয়েন॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। যে যথোক্তৈঃ প্রকারৈর্ভজন্তে মাং ভক্তাঃ সন্তঃ প্রীতিপূর্ব্বকং তেষামিতি। তেষাং সততযুক্তানাং নিত্যাভিযুক্তানাং ভজতাং সেবমানানাং কিমর্থিত্বাদিনা কারণেন নেত্যাহ প্রীতিপূর্ব্বকং প্রীতিঃ স্নেহস্তৎপূর্ব্বকং মাং ভজতামিত্যর্থঃ দদামি প্রযচ্ছামি বুদ্ধিযোগং বুদ্ধিঃ সম্যগ্দর্শনং মত্তত্ত্ববিষয়ং তেন যোগোবুদ্ধিযোগস্তং বুদ্ধিযোগং যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগ্দর্শনলক্ষণেন মাং পরমেশ্বরমাত্মভূতং আত্মত্বেনোপযান্তি প্রতিপদ্যন্তে॥ ১০॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ভূতানাঞ্চ সম্যগ্‌জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং মদ্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি, তমিতি কং যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি॥ ১০॥

যাঁহারা এইরূপে একাগ্রচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন॥ ১০॥

গীঃ সঃ। যাঁহাদের চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়াছে, সেই ভক্তগণের প্রতি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হয়, সেই কৃপাদৃষ্টির গুণে সাধক হৃদয়ে নির্ম্মলা-বুদ্ধি উদয় হইয়া থাকে, এবং সেই ভগবদ্বোধিনী বুদ্ধির দ্বারাই সাধক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। আমাদিগের সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎ সত্তার অনুভব করা যায় না। যে বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়, তাহা তাঁহারই সাধনার দ্বারা সাধক প্রাপ্ত হয়েন,

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য মনঃ প্রাণ সম্পূর্ণ লালায়িত হইলে ভগবান্ স্বয়ং সাধকের বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়া দেন ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কে তে যে মচ্চিত্তাদি প্রকারৈঃ মাং ভজন্তে কিমর্থং কস্য বা তৎ প্রাপ্তি প্রতিবন্ধহেতোঃ নাশকং বুদ্ধিযোগং তেষাং স্বভক্তানাং দদামীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তেষামিতি। তেষামেব কথং নাম শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যনুকম্পার্থং দয়াহেতোরহমজ্ঞানজমবিবেকতোজাতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং তমোনাশয়ামাত্মভাবস্থঃ আত্মনোভাবোঽন্তঃকরণাশয়স্তস্মিন্নেব স্থিতঃ সন্ জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্তেন মদ্ভাবনাভিনিবেশবাতেরিতেন ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসংস্কারবৎ প্রজ্ঞাবর্ত্তিনাপি বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্তরাগদ্বেষাকলুষিতনিবাতাপবরকস্থেন নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্র্যধ্যানজনিতসম্যগ্দর্শনভাস্বতা জ্ঞানদীপেনেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্য্যন্তং তমাভিব্যক্ত্যাবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি, কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমোনাশয়সীত্যত আহ আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১ ॥

সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি তাহাদের আত্মাকার বৃত্তিতে স্থিত হইয়া জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা অজ্ঞানাচরণ রূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ যে ভক্তগণের সমস্ত অভাব ও দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে অনেক বার কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার ইহাও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, যে, যে ভক্ত তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহারও আরাধনা করেনা, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মবীজ স্বরূপ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়াছেন। বাহিরের কোন

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥
অর্জ্জুন উবাচ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অজ্ঞান রূপ অন্ধকার নিরস্ত হয় না। তিনি আত্মা স্বরূপে সাধকের হৃদয় মধ্যেই জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া দেন। অন্তরের দেবতা অন্তরে থাকিয়াই সাধকের পুনরাবৃত্তির বীজ বিনষ্ট করেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আপনি জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া সাধককে দর্শন দেন। তিনি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কোন কৌশলেই কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়না। প্রবল বায়ু বর্জ্জিত স্থানে যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার আশঙ্কা নাই, সেইরূপ ভক্তির ধীর সমীরণ যেখানে বহিতে থাকে, সেখানে জ্ঞান প্রদীপ কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। জ্ঞানালোকে জ্ঞেয় পদার্থ দৃষ্ট হইলেই জ্ঞানের আর আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু আত্মদর্শী মুক্ত পুরুষ কখনও ভগবদ্ভক্তি রূপ মৃদুমন্দ সমীরণ হইতে বঞ্চিত হয়েন না। শুক নারদাদি মুক্ত হইয়াও ভক্তিযুক্ত ছিলেন ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যথোক্তাং ভগবতো বিভূতিং যোগঞ্চ শ্রুত্বা অর্জ্জুন উবাচ পরমিতি। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরং ধাম পরং তেজঃ পবিত্রং পাবনং পরমং প্রকৃষ্টং ভবান্ পুরুষং শাশ্বতং নিত্যং দিব্যং দিবি ভবমাদিদেবং সর্ব্বদেবানামাদৌ ভবং দেবমজং বিভুং বিভবনশীলং ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ঈদৃশং আহুঃ কথয়ন্তি ত্বামৃষয়ো বশিষ্ঠাদয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা অসিতো দেবলোঽপ্যেবমাহ ব্যাসশ্চ স্বয়ঞ্চৈব স্বঞ্চৈব ব্রবীষি মে মহ্যং ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ পরমং পবিত্রং ভবানেব, যুত ইত্যত আহ যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং, তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ং প্রকাশং, আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ, তথা অজং অজন্মানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কে তে ইত্যাহ আহুরিতি। ঋষয়োভৃগ্বাদয়ঃ

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতোদেবলোব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীসি মে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বে, দেবর্ষিশ্চ নারদঃ অসিতশ্চ দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষাৎ মহ্যং ব্রবীষি॥ ১৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি পরব্রহ্ম ও পরম ধাম এবং তুমিই পরম পবিত্র। তুমি শাশ্বত, তুমিই আদিদেব, অজ ও বিভু। ভৃগু আদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ অসিত দেবল এবং ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তুমিও আমাকে এই রূপ বলিতেছ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। তুমি উপাধিবর্জ্জিত পরম পুরুষ। তুমিই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য স্বরূপ উপাসনার অতীত পরব্রহ্ম, সমস্ত জগৎ তোমারই আশ্রিত, সমস্ত পবিত্রকারকগণের তুমিই পরম পাবন মঙ্গল স্বরূপ। ভগবদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন যে ভগবানকে এইরূপে বিদিত হইলেন মহর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি মহাত্মাগণও তাঁহাকে এইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সমস্ত তত্ত্ববেত্তা-গণের বাক্য অর্জ্জুনের বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে। যখন মনুষ্য কাহারও কাছে কোন উপদেশ লাভ করে, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে বিশ্বাস-যোগ্য ও সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। আজ ভগবদ্বাক্য শাস্ত্রবাক্যের অনুমোদিত বলিয়া অর্জ্জুনের বুদ্ধি আরও দৃঢ়ীভূত হইল॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সর্ব্বমিতি সর্ব্বমেতদ্যথোক্তমৃষিভিস্ত্বয়া চৈতদৃতং সত্য-মেব মন্যে যন্মাং প্রতিবদসি ভাষসে হে কেশব নহি তে তব ভগবন্ ব্যক্তিং প্রভবং বিদুর্ন দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টিকা। অতোমমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্য্যেসম্ভাবনা নিবৃত্তে-ত্যাহ সর্ব্বমেতদিতি। এতত্ত্বমানেব পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্ব্বমপি ঋতং সত্যং মন্যে, যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি ন মে বিদুঃ সুরগণাইত্যাদি তদপি সত্যমেব

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।

যস্মে ইত্যাহ নহীতি হে ভগবংস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ অস্মদনুগ্রহার্থ-মিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি দানবাশ্চ অস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদু-রেবেতি ॥ ১৪ ॥

হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা যাহা কহিলে, আমি সমস্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। হে ভগবন! দেব ও দানবগণ কেহই তোমার প্রভাব জানেন না। ॥ ১৪ ॥

গীঃ সঃ। ভগবানের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ বুদ্ধি বিচার দ্বারা কেহই তাঁহার প্রভাব জানিতে সক্ষম হয়না। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, মধুকৈটভাদি দানবগণ তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে জানিয়াও জানিতে পারেনা। অর্জ্জুনের প্রতি দয়া করিয়া যেমন তিনি নিজ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন, তেমনই তিনি দয়া করিয়া কাহাকেও না বুঝাইলে কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারেনা। তিনি যে দেবতাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ এবং দানব দল দলনার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা তাহারা কেহই জানিতে পারিতেছেনা। কেননা তিনি দুর্ব্বিজ্ঞেয় ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যতস্ত্বং দেবাদীনামাদিরতঃ স্বয়মিতি। স্বয়মেবাত্ম-নাত্মানং বেত্থ জানাসি ত্বং কথম্ভূতং নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিশক্তিমন্ত-মীশ্বরং পুরুষোত্তম ভূতানি ভাবয়তীতি ভূতভাবনঃ তৎসম্বুদ্ধৌ হে ভূত-ভাবন! ভূতেশ ভূতানামীশ হে দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি নান্যঃ, তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি হেপুরুষোত্তম পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভসম্বোধনানি হে ভূত-ভাবন ভূতোৎপাদক ভূতানামীশ নিয়ন্তঃ দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব প্রকাশক জগৎপতে বিশ্বপালক ॥ ১৫ ॥

ভূতভাবন ! ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপতে ॥ ১৫ ॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

হে পুরুষোত্তম ! হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেবদেব ! হে জগৎপতে ! তুমি অন্যের উপদেশ না লইয়াই নিজ স্বরূপানুভূতিতেই আপনাকে বিদিত হইতেছ ॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। যিনি মায়া ও গুণের অতীত তিনি পুরুষোত্তম, সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তিনি ভূতভাবন। যিনি সমস্ত ভূতের নিয়ামক ও রক্ষক তিনি ভূতেশ। যিনি ইন্দ্রাদিত্যাদি দেবতারও দেবতা তিনি দেবদেব। যিনি সাধুজনয়ে শুভকর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রদান করেন, তিনি জগৎপতি। কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে জ্ঞানবান্ গুরুর উপদেশ আবশ্যক। অর্জ্জুন দেখিলেন, কাহারও উপদেশ না লইয়া, কাহারও সাধন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আপনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতেছেন। ইনি পরব্রহ্ম না হইলে এই স্বতঃ সিদ্ধ আত্মানুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। বক্তুমিতি। বক্তুং কথয়িতুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ আত্মনোবিভূতয়োযাস্তাবক্তুমর্হসি যাভির্বিভূতিভিরাত্মনোমাহাত্ম্যবিস্তরৈরিমান্ লোকাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাত্ত্বত্তোঽন্যঃ স্বমেব বেৎসি ন দেবাদয়স্তস্মাদ্বক্তুমিতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অদ্ভুতাবিভূতয়স্তাঃ সর্ব্বা বক্তুং ত্বমেবার্হসি যোগ্যোঽসি; যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থং ॥ ১৬ ॥

হে ভগবন্ ! তুমি যে যে বিভূতির দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার সেই দিব্য বিভূতি সকল সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে স্থিতি সম্বন্ধে ভগবানের

যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণাত্মনোযোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।

বিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নাই, এবং সেই সকল বিভূতির গূঢ় তত্ত্ব তিনি ভিন্ন আর কেহই জানেনা ও ব্যাখ্যা করিতে পারেনা। ভগবত্তত্ত্ব ভগবান্ স্বয়ং ব্যতীত আর কেহই সম্যক্রূপে অবগত নহে। তাই অর্জ্জুন ভগবানের বিভূতি ভগবানেরই মুখে শুনিতে চাহিলেন ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথমিতি। কথং বিদ্যাং বিজানীয়াং অহং হে যোগিন্ ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ কেষু কেষুচ ভাবেষু বস্তুষু চিন্ত্যোসি ধ্যেয়োসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে কথমিতি দ্বাভ্যাং। হে যোগিন্ কথং কৈর্ব্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াং বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি ॥১৭

হে যোগিন্! আমি তোমাকে কোন্ পদার্থে কিরূপ বিভূতির দ্বারা কিভাবে চিন্তা করিব, তাহা বলিয়া দাও ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বলিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে যোগিন্ শব্দে সম্বোধন করিলেন। ভগবানের বিভূতি অনন্ত। তিনি কত ভাবে কোথায় কিরূপে বিরাজ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই নিজ কল্যাণ সাধনার্থ অর্জ্জুন নিজধ্যানোপযোগী আরাধ্য বিভূতির কথা ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। বিস্তরেণেতি। বিস্তরেণাত্মনোযোগং যোগৈশ্বর্য্যং শক্তি-বিশেষং বিভূতিঞ্চ বিস্তরং ধ্যেয়পদার্থানাং হে জনার্দ্দন অর্দ্দতের্গতিকর্ম্মণোরূপং অসুরাণাং দেবপ্রতিপক্ষভূতানাং জনানাং নরকাদিগময়িতৃত্বা-জ্জনার্দ্দন অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপুরুষার্থ প্রয়োজনং সর্ব্বৈর্জনৈর্যাচ্যতে ইতি বা

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

ভূয়ঃ পূর্ব্বমুক্তমপি কথয় তৃপ্তির্হি পরিতোষোঽমৃতমাস্তি মে মম শৃণ্বতঃ ত্বন্মুখনিঃসৃতবাক্যামৃতং ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং বহির্মুখেষ্বপি চিন্তে তত্র তত্র বিভূতি-ভেদেন স্বচ্ছিচৈন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয় যতস্তব বাক্যামৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং-বুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮ ॥

হে জনার্দ্দন! তুমি পুনর্ব্বার তোমার যোগ ও বিভূতির তত্ত্ব আমাকে বিস্তার পূর্ব্বক বল। কেননা, তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছেনা ॥ ১৮ ॥

গীঃ গঃ। যিনি জীব সকলের স্বর্গ সুখাদিদাতা ও মুক্তি বিধান-কর্ত্তা, তিনিই জনার্দ্দন, তাই অর্জ্জুন নিজ কল্যাণের আশায় জনার্দ্দন রূপী ভগবান্‌কে বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কেননা, তিনি ভিন্ন দীন দুঃখী জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবার আর কে আছে! এক্ষেত্র ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা এতই মধুর যে তাহা ভক্তমুখে শুনিলেই শ্রোতার তৃপ্তি হয়না। শুকের মুখে মহারাজ পরীক্ষিৎও ভগবৎকথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ভগবানের নিজমুখে নিজ কথা যে আরও অমৃত-ময়ী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্য অর্জ্জুন উহা ভূয়োভূয়ঃ শুনিতে চাহিতেছেন ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। হন্তেতি। হন্তেদানীং তে তব দিব্যা দিবি ভবা আত্ম-বিভূতয়ঃ আত্মনো মম বিভূতয়ো যাস্তাঃ কথয়িষ্যামীত্যেতৎ প্রাধান্যতো যত্র যত্র প্রধানা যা যা বিভূতিস্তাং তাং প্রধানাং প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যা-মাহং কুরুশ্রেষ্ঠ অশেষতস্তু বর্ষশতেনাপি ন শক্যা বক্তুং যতো নাস্ত্যন্তো-বিস্তরস্য মে বিভূতীনামিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ হন্তেতি। হন্ত-ত্বানুকম্পাসম্বোধনে, দিব্যা যা বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ! নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

যতোঽবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯ ॥

হে কুরুবংশাবতংস! আমার দিব্য বিভূতি অসীম ও অপার, তবে প্রধান প্রধান বিভূতি গুলি বিস্তার করিয়া বলিতেছি ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। "হন্ত" পদ দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন ইহাই আশ্বাস দিলেন। তাঁহার অনন্ত বিভূতির কথা অনন্ত বর্ষার ধারায় লিপিবদ্ধ হইলেও শেষ হয় না, এই জন্য ভগবান্ নিজ সুপ্রসিদ্ধ বিভূতি গুলির কথা বলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং অর্জ্জুন যে স্বকীয় কল্যাণার্থ এতৎ শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন, অর্জ্জুনের সে আশা এতাবৎ বিভূতি ব্যাখ্যাতেই পরিপূর্ণ হইবে ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র প্রথমমেব তাবচ্ছৃণু অহমিতি। অহমাত্মা প্রত্যগাত্মা গুড়াকেশঃ গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশো গুড়াকেশো জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ ঘনকেশ ইতি বা সর্ব্বেষাং ভূতানাং আশয়েহন্তর্হৃদি স্থিতোঽহমাত্মা প্রত্যগাত্মা নিত্যং ধ্যেয়স্তদশক্তেন চোত্তরেষু ভাবেষু চিন্ত্যোঽহং চিন্তয়িতুং শক্যঃ যস্মাদহমেবাদির্ভূতানাং কারণং তথা মধ্যঞ্চ স্থিতিরন্তঃ প্রলয়শ্চ এবঞ্চ ধ্যেয়োঽহং ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র প্রথমমৈশ্বর্য্যং রূপং কথয়তি অহমিতি। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েঽন্তঃকরণেষু সম্যক্তয়াদ গুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহং, আদির্জন্ম মধ্যং স্থিতিঃ অন্তঃ সংহারঃ সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আনন্দঘন চৈতন্য স্বরূপ আমি। আমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ স্বরূপ ॥ ২০ ॥

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।

গীঃ সঃ। যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন, তিনি গুড়াকেশ। অর্জ্জুনকে আলস্য ও তন্দ্রাদি বিযুক্ত জানিয়া ভগবান্ এই রূপে প্রধান বিভূতি ব্যাখ্যা করিলেন যে তিনিই জীবের অন্তরাত্মা। জীব আপনাকে জানিতে পারিলেই তাঁহাকে অবগত হইতে পারে। তিনিই সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপ। অর্থাৎ সকল কার্য্যেরই মূল কারণ তিনি। সংযতচিত্তগণ ভগবান্‌কে অভিন্ন বোধে এইরূপে চিন্তা করিবেন ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। আদিত্যানামিতি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং বিষ্ণুর্নামাদিত্যোহহং জ্যোতিষাং রবিঃ অংশুমান্ প্রকাশয়িতৃণামংশুমান রশ্মিমান্ মরীচির্নাম মরুদ্দেবতাভেদানাং অস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী চন্দ্রমাঃ ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি আদিত্যানামিতি যাবৎসমাপ্তি। আদিত্যানাঞ্চ দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুনামাহং জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তোরবিঃ সূর্য্যোহহং, মরুতাং বায়ূনাং মধ্যে মরীচিনামাহমস্মি, যদ্বা সপ্তমরুদ্গণা দেববিশেষাস্তেষাং মধ্যে,নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহং. অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শোনির্দ্ধারণে ষষ্ঠী কচিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী তচ্চ তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ, বিষ্ণুরিত্যাদিষবতারোঽপি প্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে, অতঃ পরন্ধ্যায়স্ত স্পষ্টার্থত্বেঽপি কচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২১ ॥

আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য আমি, প্রকাশকগণের মধ্যে সূর্য্য আমি, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি আমি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্রমা ॥২১॥

গীঃ সঃ। সমস্ত বস্তুর মধ্যে যেখানে প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, সেই খানেই ভগবানের বিভূতি অনুভূত হইয়া থাকে। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে তিনি বিষ্ণু। অগ্নি আদি যত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রকাশের আধারভূমি সূর্য্যই তিনি। মরুদ্গণের মধ্যে মরীচিতে তাঁহারই বিভূতি

মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাং।

প্রকাশ। অশ্বিনী আদি নক্ষত্র রাজির অধিপতি চন্দ্রমা তিনি। সমস্ত পদার্থেই তাঁহার বিভূতি হইলেও যাহাতে বিশেষ বিভূতির প্রকাশ, ভগবান্ তাহারই উল্লেখ করিতেছেন ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। বেদানামিতি। বেদানাং মধ্যে সামবেদোঽস্মি দেবানাং রুদ্রাদিত্যাদীনাং বাসবইন্দ্রোঽস্মি ইন্দ্রিয়াণামেকাদশানাং মনশ্চাস্মি চক্ষুরাদীনাং সংকল্পবিকল্পাত্মকং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা কার্য্যকারণসংঘাতেঽভিব্যক্তা বুদ্ধের্বৃত্তিশ্চেতনা ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বেদানামিতি। বাসবইন্দ্রঃ ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি ॥ ২২ ॥

বেদের মধ্যে আমিই সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন, এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনাস্বরূপ ॥ ২২ ॥

গীঃ সঃ। সুর, স্বর মাধুরীর প্রাধান্য হেতু বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদে ভগবানের বিশেষ বিভূতির প্রকাশ, অগ্নি বায়ু আদি সমস্ত দেবতাই ভগবদ্বিভূতি হইলেও শ্রেষ্ঠত্ব হেতু ইন্দ্রই তাঁহার বিভূতি। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নেতৃত্বহেতু মনেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। এবং ভৌতিক রাজ্য মধ্যে চেতনা ব্যতীত কোন কার্য্যই হয়না, এই জন্য চেতনাই তাঁহার বিভূতি ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। রুদ্রাণামিতি। রুদ্রাণামেকাদশানাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশঃ কুবেরোযক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রক্ষসাঞ্চ বসূনামষ্টানাং পাবকশ্চাস্মি অগ্নিঃ মেরুঃ শিখরিণাং শিখরবতামহং ॥ ২৩ ॥

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং ॥ ২৩ ॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং।

স্বামিকৃত টীকা। রুদ্রাণামিতি। রক্ষসামপি ক্রূরত্বাদিসাম্যাৎ যক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি, পাবকোঽগ্নিঃ, শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩ ॥

রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ রক্ষ গণের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে অমি অগ্নি এবং পর্ব্বত গণের মধ্যে আমি সুমেরু ॥ ২৩ ॥

শ্রীঃ সঃ। রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর নিজ ভক্তগণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন, এই জন্য শঙ্কর তাঁহার বিভূতি। যক্ষ রক্ষ গণের মধ্যে কুবেরই সম্পূর্ণ ধনের অধিকারী, এই জন্য কুবের তাঁহার বিভূতি। অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব হেতু অগ্নিই তাঁহার বিভূতি। পর্ব্বত সমূহের মধ্যে স্বর্ণরত্নাদির প্রধান আকর ভূমি বলিয়া সুমেরুই তাঁহার বিভুতি ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পুরোধসামিতি। পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং প্রধানং মাং বিদ্ধি জানীহি হে পার্থ বৃহস্পতিং সহীন্দ্রস্যেতি মুখ্যঃ স্যাৎ পুরোধাঃ সেনানীনাং সেনাপতীনামহং স্কন্দোদেবসেনাপতিঃ সরসাং যানি দেবখাতানি সরাংসি তেষাং সরসাং সাগরোঽস্মি ভবামি ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি, সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি, সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি ॥২৪॥

পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি আমি, সেনাপতিগণের মধ্যে স্কন্দ আমি এবং জলাশয়ের মধ্যে সাগর আমি ॥ ২৪ ॥

শ্রীঃ সঃ। রাজাদিগের মধ্যে ত্রিলোকপতি দেবরাজ শ্রেষ্ঠ। বৃহস্পতি তাঁহার পুরোহিত বলিয়া রাজপুরোহিতগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ, পৌরোহিত্যে বৃহস্পতির শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত বৃহস্পতি তাঁহার বিভূতি। সমস্ত

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরং।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥

সেনানায়কগণের মধ্যে দেবসেনাধিনায়ক কার্ত্তিকেয়ের স্থায় অব্যর্থ বীর্য্যবন্ত সেনাপতি আর কেহ হয় নাই, এই জন্য তাঁহাতে ভগবানের বিভূতির প্রকাশ। অগাধত্ব ও বিশালত্ব হেতু সাগরই জলাশয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জন্য সাগর তাঁহার বিভূতি ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। মহর্ষীণামিতি। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরাং বাচাং পদলক্ষণানামেকমক্ষরমোঙ্কারোঽস্মি। যজ্ঞানামিতি। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি॥ ২৫ ॥

মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু ঋষি আমি, সমস্ত শব্দের মধ্যে ওঁকার আমি, সকল যজ্ঞের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ আমি, এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় আমি ॥ ২৫ ॥

গীঃ সঃ। ঋষিদিগের মধ্যে ভৃগু অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন [তাঁহার পদচিহ্ন বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে লক্ষিত হয়] এই জন্য ভৃগুতে তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। অর্থবাচক যত পদ—শব্দ—বাক্য উচ্চারিত হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মবাচক একাক্ষর স্বরূপ ওঁকারই ভগবানের বিভূতি। অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম আদি যত প্রকার যজ্ঞ কথিত আছে; তন্মধ্যে সকল যজ্ঞেই প্রায় হিংসা রূপ দোষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভগবানের নাম জপ রূপ মহাযজ্ঞে সে দোষ দেখিতে পাওয়া যায়না, এই জন্য জপেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। এবং জগতে যত প্রকার অচল পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে হিমালয় বহুরত্নের আকরস্থান, পতিতপাবনী গঙ্গার প্রবাহস্থান এবং ভগবদ্ধ্যানস্থিমিতনেত্র ঋষি, যোগী, ভক্তগণের আবাসস্থান বলিয়া উহা ভগবানের বিভূতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ॥২৬॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবং।

শাঙ্করভাষ্যং। অশ্বত্থইতি। অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ দেবা এব সন্তঋষিত্বং প্রাপ্তাঃ মন্ত্রদর্শিত্বাদেতে দেবর্ষয়ঃ তেষাং নারদোস্মি গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথোনাম গন্ধর্ব্বোস্মি সিদ্ধানাং জন্মনৈব ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো- মুনিঃ॥২৬॥

স্বামিকৃত টীকা। অশ্বত্থইতি। দেবাএব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোহস্মি, সিদ্ধানামুৎপত্তিতএবাধিগতপরমার্থত-ত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যোমুনিরস্মি॥২৬॥

বৃক্ষ সকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ, এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল॥২৬॥

গীঃ সঃ। বনস্পতিবর্গের মধ্যে নানা সদগুণের বিদ্যমানতা প্রযুক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষেই ভগবানের বিশেষ বিভূতি। ভক্তি ও জ্ঞান লাভে পরমোৎ-কর্ষ প্রাপ্তি জন্য দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদেই তাঁহার বিভূতি। রূপ ও সঙ্গীতবিদ্যায় সুপারদর্শিতার নিমিত্ত চিত্ররথই গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে তাঁহার বিভূতি স্বরূপ। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য প্রযুক্ত কপিল মুনির শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় সিদ্ধগণের মধ্যে তিনিই ভগবদ্বিভূতি॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। উচ্চৈরিতি উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং উচ্চৈঃশ্রবানামাশ্বং মাং বিদ্ধি জানীহি অমৃতোদ্ভবং অমৃতনিমিত্তমথনোদ্ভবং ঐরাবতমি-রাবত্যা অপত্যং গজেন্দ্রাণাং হস্তীশ্বরাণাং তং মাং বিদ্ধি ইত্যনুবর্ত্ততে নারাণাং মনুষ্যাণাঞ্চ নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি জানীহি॥২৭॥

স্বামিকৃত টীকা। উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোদাব্ধিমথনা-দুদ্ভূতং উচ্চৈঃশ্রবসনামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেহপি সংবধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি॥২৭॥

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।

অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমথন কালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব আমি, হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজাই আমি ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। সর্ব্ব সুলক্ষণ ও পরম শোভাজন্য অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাতে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ। দিব্যতেজ ও দেবরাজের বাহন হওয়ায় হস্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব হেতু ঐরাবতেই তাঁহার বিভূতি। মনুষ্যগণকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার একমাত্র নেতা ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া রাজাই মানবগণের মধ্যে তাঁহার বিশেষ বিভূতি ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। আয়ুধানামিতি। আয়ুধানামহং বজ্রং দধীচ্যস্থিসম্ভবং। ধেনূনাং দোগ্‌ধ্রীণামস্মি কামধুক্ বশিষ্ঠস্য সর্ব্বকামানাং দোগ্‌ধ্রী সামান্যা বা কামধুক্ প্রজনঃ প্রজনয়িতাস্মি কন্দর্পঃ কামঃ চাস্মি সর্পাণাং সর্পভেদানামস্মি বাসুকিঃ সর্পরাজং ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আয়ুধানামিতি। কামান্ দোগ্‌ধীতি কামধুক্, প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽহমস্মি ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামোঽয়ং বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ, সর্পাণাং সবিষাণাং রাজা বাসুকিরস্মি ॥ ২৮ ॥

আয়ুধ সমূহের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু, কামনা সমূহের মধ্যে পুত্রোৎপাদনার্থ কাম আমি এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। বজ্র দধীচি মুনির তপস্তেজ যুক্ত অস্থিজাত বলিয়া অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্রই ভগবানের বিভূতি। যখন যাহা প্রার্থনা করা যায় কামধেনু তখন তাহাই দান করিতে পারে, বলিয়া তাহাই ভগবানের বিভূতি। মৈথুনাদিভাবে নানা প্রকার কামচেষ্টা আছে, তন্মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য কন্দর্পবৃত্তিই তাঁহার বিভূতি। "প্রজনশ্চ" পদের

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহং।

পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহং ॥ ২৯ ॥

চকারদ্বারা পুত্রকামনা ব্যতীত বৃথা মৈথুনের নিষেধ করিয়াছেন। সর্প-গণের মধ্যে বাসুকি সর্পের রাজা বলিয়া তাহাতেই ভগবানের বিভূতি লক্ষিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অনন্তইতি। অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং নাগবিশেষাণাং নাগরাজঃ বরুণোযাদসামহমব্দেবতানাং রাজাহং পিতৃণামর্য্যমানামপিতৃ-রাজশ্চাস্মি যমঃ সংযমতাং সংযমনং কুর্ব্বতামহং ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অনন্তইতি। নাগানাং নির্ব্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি. যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা বরুণোঽস্মি, পিতৃণাং রাজা অর্য্যমাস্মি, সংযমতাং নিয়মং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি ॥ ২৯ ॥

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর গণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা, নিয়মকারি-গণের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯ ॥

গীঃ মঃ। সর্পজাতি ও নাগজাতি ভিন্ন। শেষ বা অনন্ত নামক নাগরাজই ভগবানের বিভূতি। জলচরগণের অধিনায়ক বলিয়া এই বরুণই ভগবানের বিভূতি। পিতৃগণের মধ্যে আধিপত্য প্রযুক্ত অর্য্যমাই তাঁহার বিভূতি এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ দুঃখরূপ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে অনুগ্রহ ও নিগ্রহরূপ সংযমকারী যত সমর্থ পুরুষ আছেন, তন্মধ্যেবে মধ্যে যমেই তাঁহার বিশেষ বিভূতির প্রকাশ ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রহ্লাদইতি। প্রহ্লাদোনাম চাস্মি দৈত্যানাং দিতি-বংশ্যানাং কালঃ কলয়তাং কলনং গণনং কুর্ব্বতামহং মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রঃ সিংহোব্যাঘ্রোবাহং বৈনতেয়শ্চ গরুত্মান্ বিনতাসুতঃ পক্ষিণাং পতত্রিণাং ॥ ৩০ ॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহং।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং॥ ৩০॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহং।

স্বামিকৃত টীকা। প্রহ্লাদইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি, মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ পক্ষিণাং মধ্যে গরুড়োঽস্মি॥ ৩০॥

দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ আমি, সংখ্যাগণনাকারীদিগের মধ্যে কাল আমি, চতুষ্পদদিগের মধ্যে সিংহ আমি এবং বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড় আমি॥ ৩০॥

গী° সং। দানবদলের মধ্যে সাত্ত্বিক স্বভাব ও ভক্তি ভাবের জন্য প্রহ্লাদেই তাঁহার বিভূতি। ঘটনা সমূহের সংখ্যাকারী গণের মধ্যে চির দিন অখণ্ড দণ্ডায়মান বলিয়া কালই তাঁহার প্রধান বিভূতি। মৃগাদি পশুবর্গের মধ্যে বল বিক্রম ও গাম্ভীর্য্য জন্য সিংহেই তাঁহার বিভূতি প্রকাশ এবং আকাশগামী পক্ষীগণের মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে গতায়াতের সামর্থ্য আছে বলিয়া গরুড়েই তাঁহার বিভূতি॥ ৩০॥

শাঙ্করভাষ্যং। পবনোবায়ুঃ পবতাং পাবয়িতৃণাং অস্মি, রামঃ শস্ত্রভৃতামহং শস্ত্রাণাং ধারয়িতৃণাং দাশরথী রামোঽহং, ঝষাণাং মৎস্যাদীনাং মকরোনামজাতিবিশেষোঽহং, স্রোতসাং স্রবন্তীনামস্মি জাহ্নবী গঙ্গা॥ ৩১॥

স্বামিকৃত টীকা। পবনইতি। পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি রামোদাশরথিঃ, ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরনাম মৎস্যজাতিবিশেষোঽহং, স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী॥ ৩১

বেগগামীর মধ্যে বায়ু আমি, শস্ত্রধারী গণের মধ্যে রাম আমি, মৎস্যগণের মধ্যে মকর আমি এবং নদী সমূহের মধ্যে গঙ্গা আমি॥ ৩১॥

গীঃ সং। অতিবেগে ভ্রমণকারী পদার্থ পুঞ্জের মধ্যে বিশালত্ব ও বেগাতিশয্য প্রযুক্ত বায়ুই তাঁহার বিভূতি। যুদ্ধকুশল শস্ত্রধারী গণের মধ্যে রক্ষঃকুলনিধন দশরথকুমার মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রেই তাঁহার বিশেষ

ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।

বিভূতি প্রকাশ। অত্যন্ত তেজস্বিতা এবং গঙ্গাদেবীর বাহন প্রযুক্ত মৎস্য-গণের মধ্যে মকরেই ভগবদ্বিভূতি। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা ও সর্ব্বপাতক সংহর্ত্রী বলিয়া নদী সমূহের মধ্যে গঙ্গাতেই ভগবানের বিশেষ বিভূতি ব্যাখ্যাত হইল ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সর্গাণামিতি। সর্গাণাং সৃষ্টীনাং আদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমুৎপত্তিস্থিতিলয়ানাং অহমর্জ্জুন ভূতানাং জীবাধিষ্ঠিতানামেবাদিরন্তশ্চেত্যাদ্যুক্তমুপক্রমেইহ তু সর্ব্বস্যৈব সর্গমাত্রস্যেতি বিশেষঃ, অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং মোক্ষার্থত্বাৎ প্রাধান্যমস্মি, বাদোর্থনির্ণয়হেতুত্বাৎ প্রবদতাং গ্রহণং প্রধানমতঃ সোহমস্মি প্রবক্তৃদ্বারেণ বদনভেদানামেব বাদজল্পবিতণ্ডানামিহ প্রবদতামিতি ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহং, অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চেত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বং পারমৈশ্বর্য্যমুক্তং তত্র তু সৃষ্টিস্থিতপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিনো বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যাস্ত্রিধাঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহং, যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে স জল্পো নাম যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি অন্যস্তু ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি নতু স্বপক্ষং স্থাপয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্ব্বাদিনোঃ শাস্ত্রপরীক্ষামাত্রফলে বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্ব্বা তত্ত্বনির্ণয়ফলঃ অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সৃষ্ট পদার্থ সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আমি, বিদ্যা সমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা আমি এবং বিবদমান তার্কিক পুরুষগণের কথা সমূহের মধ্যে বাদ আমি ॥ ৩২

গাঃ সঃ। চেতন পদার্থসমূহের উৎপত্তি স্থিতি লয় স্বরূপ যে ভগবান্

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহং ॥ ৩২ ॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।

তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকে অচেতন পদার্থ সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি লয় আদিও তাঁহার বিভূতি রূপে কথিত হইল। অধ্যাত্ম-বিদ্যার দ্বারা জীবের ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তজ্জন্য উহাও ভগবানের বিভূতি। তার্কিকগণ যে বাদ জল্প ও বিতণ্ডাদি কথা কহিয়া থাকেন, তন্মধ্যে প্রাধান্য হেতু বাদই ভগবানের বিভূতি (গুরু শিষ্যের মধ্যে অথবা সজ্জনগণের মধ্যে সত্যতত্ত্ব নিরূপণার্থ যে প্রশ্নোত্তর হইয়া থাকে, তাহারই নাম বাদ, পরস্পর জিগীষা পরতন্ত্র হইয়া যে তর্কবিতর্ক হয়, তাহার নাম জল্প বা বিতণ্ডা) ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানামকারোবর্ণোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সমাসোঽস্মি সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য কিঞ্চ অহমেবাক্ষয়োঽক্ষীণঃ কালপ্রসিদ্ধঃ ক্ষণলবাদ্যাঃ অথবা পরমেশ্বরঃ কালস্যাপি কালোঽস্মি ধাতাহং কর্ম্মফলস্য বিধাতা সর্ব্বজগতোবিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি তস্য সর্ব্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ তথা চ শ্রুতিঃ, অকারোবৈ সর্ব্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতীতি শ্রূয়তইতি শ্রৈষ্ঠ্যং, সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোঽস্মি উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমস্মি কালঃ কলয়তামহমিত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সম্বৎসরশতাদ্যায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ সচ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যতইতি বিশেষঃ, কর্ম্মফলবিধাতৄণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো-ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ। ৩৩ ॥

অক্ষর সমূহের মধ্যে অকার আমি, সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস আমি, অক্ষয় কালরূপ আমি, কর্ম্মের ফলদাতাগণের মধ্যে অন্তর্যামী ঈশ্বর আমি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীঃ সঃ। অকার সকল বর্ণের প্রথম, এই জন্য উহা ভগবানের

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাং।

বিভূতি। দ্বন্দ্ব সমাসে উভয়পদ গৃহীত হয় বলিয়া এবং যে পদ সকল গৃহীত হয়, তাহাতে প্রত্যেক পদেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া উহা ভগবানের বিভূতি. বহুব্রীহী সমাস আদিতে যেমন একটী পদেরই মুখ্যার্থ থাকে. দ্বন্দ্বসমাসে সেরূপ পক্ষপাত দৃষ্ট হয় না। কাল সকল ঘটনারই সাক্ষী স্বরূপ, এই জন্য উহা ভগবানের বিভূতি। দেবাদির উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহারা ফলদান করে সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় চতুর্ব্বর্গ ফলদানে সামর্থ্য কাহারও নাই, এই জন্য ঈশ্বর তাঁহার বিভূতি ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। মৃত্যুরিতি। মৃত্যুর্দ্বিবিধোধনাদিহরঃ প্রাণহরশ্চ তত্র যঃ প্রাণহরঃ সর্ব্বহরঃ স উচ্যতে সোহমিত্যর্থোঽথবা পরঈশ্বরঃ প্রলয়ে সর্ব্বহরণাৎ সর্ব্বহরঃ সোহমুদ্ভবউৎকর্ষোঽভ্যুদয়স্তৎ প্রাপ্তিহেতুশ্চাহং কেষাং ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানামুৎকর্ষপ্রাপ্তিযোগ্যানামিত্যর্থঃ, কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমেত্যেতা উত্তমাঃ স্ত্রীণামহমস্মি যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি লোকাঃ কৃতার্থমাত্মানং মন্যন্তে ॥ ৩৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরোমৃত্যুরহং, ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহং, নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহং যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়োমদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

সংহর্ত্তাগণের মধ্যে মৃত্যু আমি, ভবিষ্যৎ কল্যাণ সমূহের মধ্যে উৎকর্ষরূপ উদ্ভব আমি, নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, ধর্ম্মের এই সপ্ত পত্নী আমি ॥ ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। জীবমাত্রেরই উপর মৃত্যুর আধিপত্য আছে বলিয়া উহা ভগবানের বিভূতি। ঐশ্বর্য্যের উৎকর্ষরূপ উদ্ভবই পরম কল্যাণ স্বরূপ, এই জন্য উহা ভগবদ্বিভূতি। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলের দ্বারা জীবের মুক্তিমার্গে গতি হয়, এই জন্য উহাও ভগবদ্বিভূতি। যাহা দ্বারা চতুর্দ্দিকে যশ

কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্‌চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহং।

ব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও কামের নাম শ্রী (উজ্জ্বল শোভা বা কান্তির নামও শ্রী) সর্ব্বার্থপ্রকাশিনী সংস্কৃতবাণীর নাম বাক্, যে শক্তির দ্বারা পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় মনে পুনরভ্যুদিত হয়, তাহার নাম স্মৃতি। বহু গ্রন্থার্থ ধারণ করিবার শক্তির নাম মেধা। বহু পীড়াদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও শরীর ইন্দ্রিয় রূপ সংঘাতের স্থিরতা রক্ষা করিবার শক্তির নাম ধৃতি অথবা প্রবর্ত্তিত বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার শক্তির নাম ধৃতি, এবং হর্ষ বিষাদে অক্ষুব্ধচিত্ততার নাম ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। বৃহৎসামেতি। বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গেয়ানামৃক্‌প্রতিপাদকসামবেদবিশেষঃ প্রধানমস্মি, গায়ত্রী ছন্দসামহং গায়ত্র্যাদিছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং গায়ত্রী ঋগহমিত্যর্থঃ। মাসানামিতি,মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরোবসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বৃহদিতি ত্বাং ইন্দ্র হবামহ ইত্যস্যাং ঋচি গীয়মানং বৃহৎসামাহং তেন চেন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়তইতিশ্রেষ্ঠ্যাং, ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহং দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ, কুসুমাকরোবসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

গীতি বিশেষ রূপ সাম সমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম আমি, ছন্দঃসমূহের মধ্যে গায়ত্রী আমি। মাস সমূহের মধ্যে মার্গশীর্ষ আমি, এবং ঋতু সমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু আমি ॥ ৩৫ ॥

গীঃ সঃ। বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ যে ভগবানের বিভূতি ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে ঐ সামের মধ্যে যেখানে ইন্দ্রের স্তুতিরূপ-গীতি আছে, সেই বৃহৎসাম ভগবানের বিভূতি। ছন্দগণের মধ্যে গায়ত্রীর দ্বিজত্ব সম্পাদকতা শক্তি থাকায় উহা ভগবানের বিভূতি, মার্গশীর্ষে উত্তাপের অল্পতা হয় বলিয়া উহাও ভগবানের বিভূতি। বসন্ত ঋতুতে বন উপবন নানাপুষ্পগন্ধে আমোদিত হয় বলিয়া সুস্নিগ্ধ সমীরণে রোগী-

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং ॥ ৩৬ ॥

গণ আরোগ্য লাভ করে বলিয়া বসন্তে ভগবদ্বিভূতির প্রকাশ ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। দ্যূতমিতি। দ্যূতমক্ষদেবনাদিলক্ষণং ছলয়তাং ছলস্য কর্ত্তৄণামস্মি, তেজস্বিনাং তেজোঽহং, জয়োঽস্মি জেতৄণাং, ব্যবসায়োঽস্মি ব্যবসায়িনাং, সত্ত্বং সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানামহং ॥ ৩৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি-দ্যূতমস্মি, তেজস্বিনাং প্রভাববতাং তেজঃপ্রভাবোঽস্মি, জেতৄণাং জয়োঽস্মি, ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহং ॥ ৩৬ ॥

প্রবঞ্চকগণের দ্যূতরূপ ছল আমি, তেজস্বী পুরুষদিগের তেজ আমি, বিজয়ী পুরুষদিগের জয় আমিই, ব্যাবসায়ীগণের ব্যবসায় আমি এবং সত্ত্বযুক্তগণের সত্ত্ব আমি ॥ ৩৬ ॥

গীঃ সঃ। যে যে উপায়ের দ্বারা পরকে প্রবঞ্চনা করা যায়, দ্যূত-ক্রীড়া তন্মধ্যে প্রধান, এই জন্য উহা ভগবদ্বিভূতি। তেজস্বীগণের প্রভাবে অপর লোক সকল আক্রান্ত থাকে, এই জন্য সেই প্রভাবও ভগবনের বিভূতি। বিজয়ী পুরুষগণ অন্যকে পরাভব করিয়া নিজ জয় জন্য পরমোল্লাসযুক্ত হয়, এই জন্য জয়ও ভগবানের বিভূতি। সদুপায়ের দ্বারা ব্যবসায়ীগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করে, নির্দ্দোষতা প্রযুক্ত ঐ ব্যবসায়ও ভগবদ্বিভূতি। সাত্ত্বিক পুরুষগণের যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য রূপ সত্ত্ব তাহা ভগবানের বিশেষ বিভূতি ॥ ৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। বৃষ্ণীনামিতি। বৃষ্ণীনাং যাদবানাং বাসুদেবোঽস্মি অয়মেবাহং ত্বৎসখা, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মুনীনাং মননশীলানাং সর্ব্বপদার্থজ্ঞানিনামপ্যহং ব্যাসঃ, কবীনাং ক্রান্তদর্শিনামুশনাঃ কবিরস্মি ৷৩৭

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাং।

স্বামিকৃত টীকা। বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবোঽহং ত্বামুপদিশামি, ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ, মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽস্মি, কবীনাং শাস্ত্রদর্শিনামুশনানামা কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭ ॥

যাদবগণের মধ্যে বাসুদেব আমি, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় আমি, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস আমি এবং কবিগণের মধ্যে শুক্র আমি ॥ ৩৭ ॥

গীঃ মঃ। যদুকুলে কৃষ্ণরূপ দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূভার হরণ ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ জন্য শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি তাঁহার বিভূতি। ভগবানের সহিত সখ্যতা প্রযুক্ত পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন তাঁহার বিভূতি। মননশীল মুনিগণের মধ্যে বেদপ্রচারের প্রযত্ন জন্য বেদব্যাস বেদবক্তা ভগবানের বিশেষ বিভূতি। শাস্ত্রের সূক্ষ্মার্থ বুঝিবার সামর্থ্য জন্য শুক্র নামা কবিতে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। দণ্ডইতি। দণ্ডোদময়তাং দময়িতৃণামস্মি অদান্তানাং দমনকারণং, নীতিরস্মি জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং, মৌনঞ্চৈবাস্মি গুহ্যানাং গোপ্যানাং, জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং ॥ ৩৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। দণ্ডইতি। দময়তাং দমনকর্ত্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডোমদ্বিভূতিঃ জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি, গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনবচনমস্মি, নহি তুষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে, জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যৎ জ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮ ॥

দমনকারীগণের দণ্ড স্বরূপ আমি, জিগীষুগণের ন্যায়রূপ নীতি আমি, গুহ্যার্থ বিষয়ে মৌন আমি এবং জ্ঞানীগণের জ্ঞান স্বরূপ আমি ॥ ৩৮ ॥

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং ॥৩৮॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরং ॥ ৩৯ ॥

গী সঃ। শিক্ষক বা রাজা আদি কুপথ-গামী গণকে সুপথে আনিবার জন্য যে দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, সেই দণ্ড ভগবানের বিভূতি। অন্যায় উপায়ে অনেকে অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে, তাহা নিন্দিত এই জন্য যে ন্যায়রূপ নীতির দ্বারা অন্যেকে পরাভব করা যায়, সেই নীতিই ভগবানের বিভূতি। গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হইলে পাছে নিজ বা অপরের হানি হয়. এই জন্য লোকে যে মৌনাবলম্বন করে, সে মৌনও ভগবদ্বিভূতি [সন্ন্যাস সহিত শ্রবণ মনন পূর্ব্বক আত্মনিদিধ্যাসনই প্রকৃত মৌনাবলম্বন] জ্ঞানীর আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসারপাশ বিমোচন হয়, এই জন্য জ্ঞান ভগবানের সাক্ষাৎ বিভূতি ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যচ্চাপীতি। যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহমর্জ্জুন প্রকরণোপসংহারার্থং বিভূতিসংক্ষেপমাহ ন তদস্তি ভূতং চরাচরং চরমচরং বা ময়া বিনা যৎ স্যাত্তেন্ময়াপকৃষ্টং পরিত্যক্তং নিরাত্মকং শূন্যং হি তৎ স্যাদতো মদাত্মকং সর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যচ্চাপীতি। যদাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহং, তত্র হেতুঃ ময়া বিনা যৎ স্যাৎ ভবেৎ তচ্চরমচরং বা ভূতং নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৯ ॥

ভূত সমূহের মূলকারণ চেতন স্বরূপ আমি, আমা ব্যতীত চরাচরে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এরূপ বস্তুই নাই ॥ ৩৯ ॥

গীঃ সঃ। বৃক্ষের কারণ যেমন বীজ, সেই রূপ সর্ব্বভূতের মূলকারণ মায়োপহিত চৈতন্যে ভগবানের বিভূতি, সেই মূলবীজ ব্যতীত কোন ভূতই উৎপন্ন হইতে পারেনা ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। নান্তোঽস্তীতি। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ !।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তোবিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥
যদযদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।

বিস্তরাণাং পরন্তপ! নতীশ্বরস্য সর্ব্বাত্মনোদিব্যানাং বিভূতীনাং ইয়ত্তা শক্যা বক্তুং জ্ঞাতুং বা কেনচিৎ এষ তূদ্দেশতএকদেশেন প্রোক্তোবিভূতে-র্ব্বিস্তরোময়া ॥ ৪০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রকরণার্থমুপসংহরতি নান্তোঽস্তীতি। অনন্তত্বা-দ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে এষতু বিভূতিবিস্তর উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তাঃ ॥ ৪০ ॥

আমার বিভূতির সীমা নাই, হে পরন্তপ! আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিলাম, তাহা আমার বিভূতির সংক্ষেপ মাত্র ॥ ৪০ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন, কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের সন্তাপদাতা, এই জন্য ভগবান্ তাঁহাকে পরন্তপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ভগবানের বিভূতি বলিয়া শেষ করা যায় না। সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিও তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন না। পাছে, অর্জ্জুন বলেন ভগবান্ তবে তুমি কিরূপে নিজ বিভূতি ব্যাখ্যা করিলে? তাই ভগবান্ বলিলেন, যে তাঁহার দিব্য বিভূতি যাহা কিছু কথিত হইল, তাহা সংক্ষেপ মাত্র। বস্তুতঃ বিস্তারপূর্ব্বক তাহার বর্ণনা হওয়াই অসম্ভব ॥ ৪০ ॥

শঙ্করভাষ্যং। যদ্যদিতি। যৎ যল্লোকে বিভূতিমদ্বিভূতিযুক্তং সত্ত্বং বস্তুজাতং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ তয়া সহিতং উৎসাহোপেতং বা তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং জানীহি মমেশ্বরস্য তেজোংশসম্ভবং তেজসোংশঃ এক-দেশঃ সম্ভবোযস্য তত্তেজোংশসম্ভবমিত্যবগচ্ছ ত্বং জানীহি ॥ ৪১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি যদ্যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমৎসম্পত্তিযুক্তং ঊর্জ্জিতং কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্যৎ সত্ত্বং বস্তুমাত্রং তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতং জানীহি ॥ ৪১ ॥

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ ॥ ৪১ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।

যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত ও বলশালী, সেই সেই প্রাণীই আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে ॥ ৪১ ॥

গীঃ সঃ। উপসংহার কালে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সংক্ষেপে এই কথা বলিলেন, যে যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা শ্রেষ্ঠ, বা যাহাতেই অসাধারণ ভাব দেখিবে তাহাতেই ভগবানের শক্তির বিকাশ বলিয়া বুঝিয়া লইবে ॥৪১॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথবেতি। অথবা বহুনা এতেনৈবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন স্যাৎ সাবশেষেণ অশেষতস্ত্বমিমমুচ্যমানমর্থং শৃণু বিষ্টভ্য বিশেষত স্তম্ভনং দৃঢ়ং কৃত্বা ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন একাবয়বেনৈক-পাদেন সর্ব্বভূতস্বরূপেণেত্যেতত্তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানীতি স্থিতোঽহং ইতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন সর্ব্বত্র-সমদৃষ্টিমেব কুর্ব্বিত্যাহ অথবেতি বহুনা পৃথগ্‌জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদেকাংশেনৈক দেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাবস্থিতঃ ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানীতি-শ্রুতেঃ। ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি। ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতি-র্দর্শমেঽব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথবা হে অর্জ্জুন! অধিক জানিবার আর তোমার প্রয়োজন কি, ইহাই জানিয়া রাখ যে এই সমস্ত জগৎ আমি আমার একাংশ মাত্রে ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪২ ॥

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতি-
যোগোনাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

গীঃ সঃ। এই শ্লোকে প্রথমে "অথবা" শব্দের দ্বারা ভগবান্ ইহাই সূচনা করিলেন যে তাঁহার কথিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিভূতি সকল অল্পাধিকারীগণ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে, কিন্তু অর্জ্জুনকে জ্ঞানী জানিয়া তিনি বলিলেন, যে তোমার এত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি জানিবার প্রয়োজন নাই, তুমি উত্তমাধিকারী, পরমাত্মার একাংশমাত্রে জগৎ অবস্থিত এইরূপে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বিরাট পুরুষ বলিয়া ধ্যান কর॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য চির-কুমার শ্রীযুক্ত
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
দশম অধ্যায়
সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতং।

শাঙ্করভাষ্যং। ভগবতো বিভূতয় উক্তাস্তত্র চ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি ভগবতাভিহিতং শ্রুত্বা যজ্জগদাত্মরূপমাদ্যমৈশ্বর্য্যং তৎ সাক্ষাৎকর্ত্তুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ। মদনুগ্রহায় পরমং নিরতিশয়ং গুহ্যং গোপ্যং অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং নিরতিশয়ং যত্ত্বয়োক্তং বচো বাক্যং তেন বচসা মোহোঽয়ং বিগতো মমাবিবেকবুদ্ধিরপগতেত্যর্থঃ॥ ১॥

স্বামিকৃত টীকা। বিভূতৈর্বৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ। দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাপ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপাক্ষিপ্তং তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্নর্জ্জুন উবাচ মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মমানুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যত্ত্বয়োক্তং বচঃ অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং বাক্যং তেন মমায়ং মোহোঽহং হন্তা এতে হন্যন্তে ইত্যাদিলক্ষণভ্রমো বিগতো বিনষ্টঃ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ॥ ১॥

অর্জ্জুন কহিলেন হে ভগবন্! তুমি অনুগ্রহ করিয়া যে অধ্যাত্মতত্ত্বের পরম গুহ্য কথা বর্ণনা করিলে, তাহা শুনিয়া আমার মোহ অপনোদিত হইল॥ ১॥

গীঃ সঃ। ভ্রাতা পুত্রাদির মরণ স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন যে ক্ষত্রধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণে এতগুলি জীবের

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

প্রাণ নষ্ট হইবে এই যে আশঙ্কা হইয়াছিল, ভগবানের মুখে তাঁহার বিভূতিতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এতাবদ্ভ্রান্তির শান্তি হইল। যে সকল শাস্ত্রীয় গুহ্য কথা অনধিকারী পুরুষগণ শুনিতে পায় না এবং যাহা আত্মানাত্ম-বিবেক যুক্ত পুরুষ ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারেনা, সেই আধ্যাত্মিক বিষয় গুলি শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন আপনাকে যে ভীষ্ম দ্রোণাদির হনন কর্ত্তা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই মিথ্যা অভিমান দূরীভূত হইল। অর্জ্জুন বুঝিলেন যে কোন কার্য্যেই আমার কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ ভবেতি। ভব উৎপত্তিরপ্যয়ঃ প্রলয়ো ভূতানাং তৌ ভবাপ্যয়ৌ শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ন সংক্ষেপতস্ত্বত্তঃ ত্বৎসকাশাৎ কমলপত্রাক্ষ কমলস্য পত্রং কমলপত্রং তদ্বৎ অক্ষিণী যস্য তব স ত্বং কমল-পত্রাক্ষঃ হে কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়মক্ষয়ং শ্রুতমিত্যনুবর্ত্ততে ॥২॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ভবেতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবতইতি শ্রুতৌ ময়া অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়-স্তথেত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ কমলস্য পত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য তব হেকমলপত্রাক্ষ। মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ং অক্ষয়ং শ্রুতং বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপি সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধ-মোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদিলক্ষণম-পরিমিতং মহত্ত্বঞ্চ শ্রুতং অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ইতি, ময়া ততমিদং সর্ব্বমিতি, ন চ মাং তানি কর্ম্মাণীতি, সমোঽহং সর্ব্বভূতেষ্বি-ত্যাদিনা চ, অতস্ত্বৎপরতন্ত্রাণামপি জীবানামহং কর্ত্তেত্যাদিমদীয়োমোহো-বিগতইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

হে কমলপত্রাক্ষ! তুমি যে ভূতগণের উৎপত্তি ও লয়কারী, তোমার সোপাধিক ও নিরুপাধিক অব্যয় মাহাত্ম্য আমি বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিলাম ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। কমলপত্রাক্ষ সম্বোধন দ্বারা একপক্ষে ভগবানের মুখ-সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইল, পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কং জলমিতি প্রকাশয়তি ইতি কমলং আত্মজ্ঞানং। কং স্বস্বরূপানন্দ বা ব্রহ্মা-

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ং ॥২॥
এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

নন্দ। ব্রহ্মানন্দ প্রকাশকের নাম কমল। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই উহা প্রকাশিত হয়। পতনাৎ ত্রায়তে ইতি পত্রং। জীব জন্ম জন্মান্তর প্রবাহ রূপ সংসার সমুদ্রে পতন হইতে যাহার দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহার নাম পত্র অর্থাৎ আত্মজ্ঞান। কমলপত্রেণ অক্ষ্যতে প্রাপ্যতে ইতি কমলপত্রাক্ষঃ আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনি কমলপত্রাক্ষ বা ভগবান্। ভগবানের উপাধিযুক্ত ও নিরুপাধিক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বুঝিলেন যে ভগবানই জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবমিতি। এবমেতন্নান্যথা যথা যেন প্রকারেণাত্থ কথয়সি ত্বমাত্মানং পরমেশ্বরং তথাপি দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে তব জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সংপন্নমৈশ্বরং বৈষ্ণবং রূপং পুরুষোত্তম ॥ ৩॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ এবমেতদিতি। ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামিত্যাদি ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থবিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদিত্যেবং কথয়সি হে পরমেশ্বর এতদেবমেব অত্রাপ্যবিশ্বাসোমম নাস্তি তথাপি হেপুরুষোত্তম তবৈশ্বর্য্যং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং ত্বদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ৩॥

তুমি যে নিজ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে তাহা সমস্তই যথার্থ, তথাপি হে পুরুষোত্তম ! তোমার সেই ঐশ রূপ দর্শনে আমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ যে বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অর্জ্জুনের কিছু মাত্র অবিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু আপনার জন্ম জীবন সার্থক করিবার জন্য সেই অপরূপ রূপ দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর! ততোমে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ং ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। মন্যসইতি। মন্যসে চিন্তয়সি যদি ময়ার্জ্জুনেন তৎ শক্যং দ্রষ্টুমিতি প্রভো স্বামিন্ যোগেশ্বর যোগিনোযোগাস্তেষামীশ্বরো যোগেশ্বরঃ হে যোগেশ্বর যস্মাদহমতীবার্থী দ্রষ্টুং ততঃ তস্মাত্ত্বে মম মদর্থং দর্শয় ত্বমাত্মানমব্যয়ং ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নচাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যং কিং তর্হি মন্যসইতি। যোগিনএব যোগাস্তেষামীশ্বর ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে ততর্হি তদ্রূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! আমাকে যদি তোমার সেই অদ্ভুত রূপ দর্শনের যোগ্য বিবেচনা কর, তবে হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই অবিনাশী নিত্য রূপ প্রদর্শন কর ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। পাছে ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার দিব্য রূপ দর্শনের অনধিকারী ভাবিয়া উপেক্ষা করেন, এই জন্য অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রভু সম্বোধনে নিজ যোগ্যাযোগ্যতার বিচার করিতে বলিলেন। ভগবান্ যোগীদিগের ঈশ্বর, সুতরাং অণিমা, লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিই তাঁহার আয়ত্ত। অসম্ভব বিষয় সাধন করা তাঁহার পক্ষে সহজ। অর্জ্জুন অনুপযুক্ত হইলেও তাঁহাকে ভগবানের নিজরূপ প্রদর্শন করা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবমুক্তোদিতোঽর্জ্জুনেন ভগবানুবাচ পশ্য মইতি। পশ্য মে মম পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ অনেকশইত্যর্থঃ তানি চ নানাবিধানি অনেকপ্রকারাণি দিবি ভবানি দিব্যান্যপ্রাকৃতানি চ নানাবর্ণাকৃতীনি চ নানা নীলপীতাদি প্রকারাবর্ণাবিলক্ষণাস্তথা আকৃতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষাযেষাং রূপাণাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাব-

শ্রীভগবানুবাচ। পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

ধ্যানোত্তরেতো বগর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপৈস্তকত্বেঽপি নানাবিধত্বং রূপাণীতি বহুবচনং, অপরিমিতানি অনেক প্রকারাণি দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য, বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবয়বিশেষাঃ নানা অনেকা বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানা বর্ণাকৃতীনি ॥ ৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র ২ অদ্ভুত অবয়বযুক্ত আমার রূপ এই দর্শন কর ॥ ৫ ॥

গীঃ সঃ। ভগবদ্বাক্যে যাঁহার বিশ্বাস, ভগবচ্চরণে যাঁহার একান্ত ভক্তি, ভগবদ্ব্যতীত যাঁহার আর কিছুই ভাবনা নাই, সাধক! আজ তাঁহার উচ্চাধিকার দর্শন কর। বিশ্বাসের গুণে, প্রেমের গুণে আজ অর্জ্জুন দেবদুর্ল্লভ ভগবানের অলৌকিক রূপ দর্শন করিতেছেন। তাঁহাতে অশেষ বর্ণের সমাবেশ অবর্ণনীয় আকৃতির আবির্ভাব অথবা তাঁহাতে কত যে কি আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অর্জ্জুনের চক্ষু যাহা কখন দেখে নাই, কঠোর তপস্যায় কত লোক যাহা দেখিতে পায়না, আজ ভক্ত অর্জ্জুনের একটীবার মাত্র প্রার্থনাতেই ভগবান্ নিজ অদ্ভুত রূপ দেখিবার জন্য অর্জ্জুনকে অনুমতি করিলেন। ভক্তই ধন্য এবং ভক্তবৎসল ভগবান্ও ধন্য। ভক্তের প্রতি তাঁহার এত দয়া না থাকিলে লোকে সকল সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইবে কেন!!। ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পশ্যাদিত্যানিতি। পশ্য আদিত্যান্ দ্বাদশ বসূনষ্টৌ রুদ্রানেকাদশাশ্বিনৌ দ্বৌ মরুতঃ সপ্ত সপ্তগণান্ এতান্ তথা চ বহুন্যন্যান্যপি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি মনুষ্যলোকে ত্বয়া ত্বত্তোঽন্যেন বা কেনচিৎ পশ্যাশ্চর্য্যাণি রূপাণ্যদ্ভুতানি ভারত ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবাহ পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

পশ্য মরুতঃ একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্, অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ত্বয়া চান্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি রূপাণি ॥ ৬ ॥

হে ভারত! এই দেখ আমার দেহের মধ্যে আদিত্য মণ্ডল বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয় এবং মরুৎগণ রহিয়াছেন এবং যাহা পূর্ব্বে কখন দেখ নাই এরূপ অনেক অদ্ভুত রূপও দেখিয়া লও ॥ ৬ ॥

গীঃ সঃ। আজ ভক্তের অনুরোধে ভগবান্ একাধারে—নিজ দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র অশ্বিনীকুমার দ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুত এবং আরও কত কত দেবতা দেখাইতেছেন। সাধক! স্মরণ রাখিও যে একমাত্র ভগবানের সেবা করিলে বিনা তপস্যায় অন্যান্য দেবতারও দর্শন হইয়া থাকে, কেবল তাহাই নয়, জীব যাহা কিছু স্বপ্নেও ভাবেনা, এমন আশ্চর্য্য ২ অনেক বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ন কেবলমেতাবদেব ইহৈকস্থমিতি। ইহৈকস্থং একস্মিন্ স্থিতং জগৎ কৃৎস্নং সমস্তং পশ্যাদ্যেদানীং সচরাচরং সহ চরেণাচরেণ বর্ত্ততে মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যজ্জয়পরাজয়াদি যচ্ছঙ্কসে যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিতি যদবোচঃ তদপি দ্রষ্টুং যদীচ্ছসি ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমদ্যৈব পশ্য, যচ্চান্যজ্জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যন্য-দ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎসর্ব্বং পশ্য ॥ ৭ ॥

হে গুড়াকেশ! আমার দেহের একাংশ মাত্রে স্থাবর জঙ্গম সহিত সমস্ত জগৎ দেখিয়া লও অথবা আরও

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

যদি কিছু দেখিবার থাকে তাহাও দেখিয়া লও ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। ভগবানের এক লোমকূপে সচরাচর সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। যে জগৎ সম্পূর্ণ রূপে ভ্রমণ করিতে জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া যায়, আজ, সেই জগন্মণ্ডল ভগবান্ ভক্তের সমক্ষে এক স্থানে দেখাইলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের ঘটনা সমস্তই ভগবৎ-সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন তোমার আশঙ্কা নিবারণার্থ উপস্থিত যুদ্ধে কাহার জয় কাহার পরাজয় হইবে, ইচ্ছা হয় তো তাহাও দেখিয়া লও ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিন্তু ন তু মাং শক্যসে ন স্বকীয়েন চক্ষুষা মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা স্বকীয়েন চক্ষুষা যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্দিব্যং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুস্তেন পশ্য মে মম যোগমৈশ্বরং ঈশ্বরস্য মমৈশ্বরং যোগং যোগশক্ত্যতিশয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যদুক্তমর্জ্জুনেন মন্যসে যদি তচ্ছক্যমিতি তত্রাহ নতু মামিতি তত্রাহ নতু মামিতি। অনেনৈব তু স্বীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি অতোঽহমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তভ্যং দদামি সমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটনাসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮ ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি সামান্য চক্ষুর দ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবেনা। আমি এই জন্য তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা আমার ঐশরূপ দর্শন কর। ৮ ॥

গীঃ সঃ। মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বা মনোবুদ্ধির দ্বারা ভগবান্কে

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥৮॥
সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরং ॥ ৯ ॥

দর্শন বা অনুভব করা যায় না। তাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন, কিন্তু মনুষ্য তাহা নিজ যত্ন বা চেষ্টার দ্বারা লাভ করিতে পারেনা। যিনি ভগবানের শরণাগত হ'ন, তাঁহাকেই কেবল করুণা-নিধান ভগবান্ কৃপা করিয়া দিব্য দৃষ্টি দান করেন। আজ ভক্তির গুণে ভগবচ্চরণ-শরণাগত অর্জ্জুন বিনা প্রার্থনায় দিব্য চক্ষু লাভ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং তং যথোক্তপ্রকারেণোক্ত্বা ততোনন্তরং রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ মহাযোগেশ্বরো হরির্নারায়ণঃ দর্শিতবান্ দর্শয়ামাস পার্থায় পৃথাসুতায় পরমং রূপং বিশ্বরূপমৈশ্বরং ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বার্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয়উবাচ এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯ ॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয় কহিতেছেন, হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া অর্জ্জুনকে নিজ দিব্য ঐশরূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। আজ অন্ধ কুরুরাজকে ভক্তবৎসলের অপার মহিমা বুঝাইবার জন্য এবং ঈশ্বরের পরম কৃপাপাত্র অর্জ্জুন এই যুদ্ধে যে জয় লাভ করিবেন, তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্য সঞ্জয় বলিলেন, যে, যে ভক্তের প্রতি ভগবানের এত করুণা, বিনা প্রার্থনায় যাঁহাকে তিনি

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনং।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং॥ ১০॥

দিব্য চক্ষুদান করিলেন, তাঁহার যে জয় লাভ রূপ পরম মঙ্গল হইবেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। অনেকেতি। অনেকবক্ত্রনয়নং অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ রূপে তদনেকবক্ত্রনয়নং অনেকাদ্ভুতদর্শনং অনেকান্যদ্ভুতানি বিস্মাপকানি দর্শনানি যস্মিন্ রূপে তদনেকাদ্ভুতদর্শনং রূপং তথানেকদিব্যাভরণং অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তদনেকদিব্যাভরণং তথা দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিংস্তদ্দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ ১০॥

স্বামিকৃত টীকা। কথংভূতং তদিত্যত্রাহ অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিং স্তৎ, অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিং স্তৎ, অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিন্ তৎ, দিব্যানানেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিং স্তৎ॥ ১০॥

যাহাতে অনেক মুখ ও নেত্র, যাহাতে অনেক অদ্ভুত বস্তুর সমাবেশ, যাহাতে অনেক দিব্য ভূষণের সজ্জা, এবং যাহাতে অনেক উজ্জ্বল আয়ুধপুঞ্জ বিদ্যমান, অর্জ্জুনকে ভগবান্ এই প্রকার রূপ দেখাইলেন॥ ১০॥

গীঃ সঃ। যাঁহার চারিদিকে দৃষ্টি, যিনি সর্ব্বতোমুখ, যাঁহার সৌন্দর্য্যসজ্জার সীমা নাই, আজ সেই অপার মহিমা সৌন্দর্য্যের আধার ভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে মহারণস্থলে চক্র গদা আদি দিব্য আয়ুধযুক্ত পরম রমণীয় রূপ দেখাইলেন॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পাণি অম্বরাণি বস্ত্রাণি চ খ্রিয়ন্তে যেনেশ্বরেণ তং দিব্য-

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং ॥ ১১ ॥

মাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং দিব্যাগন্ধাঅনুলেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং সর্ব্বাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবমনন্তং নাস্যান্তোঽস্তীতি অনন্তং বিশ্বতোমুখং সর্ব্বভূতাত্মত্বাৎ তং দর্শয়ামাসার্জ্জুনোয়দর্শেতি বা অধ্যাহ্রিয়তে ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়তীতি তং, তথা দিব্যোগন্ধো যস্য তাদৃশমনুলেপনং যস্য তং, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং অনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবং দ্যোতনাত্মকং, অনন্তমপরিচ্ছিন্নং বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিংস্তং ॥ ১১ ॥

হে রাজন্! দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্রে সুশোভিত দিব্য সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্য্যময় প্রকাশ স্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বতোমুখ রূপ দেখাইলেন ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। ভক্তের সম্মুখে ভগবান্ যেরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে পুষ্প ও রত্নাদি রচিত কত দিব্যমাল্য, পীতাম্বরাদি কত দিব্য বস্ত্র, চন্দনাদির অনুলেপ অথবা তাহাতে কত আশ্চর্য্য তেজ, বল, বীর্য্য, শক্তি, রূপ, গুণ, অবয়ব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। তাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। সে রূপের পরিচ্ছেদ বা সীমা নাই, এবং যে দিকে দেখ সেই দিকেই তাঁহাকে সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যা পুনর্ভগবতোবিশ্বরূপস্য ভাস্তস্যাউপমোচ্যতে দিবীতি। দিবান্তরীক্ষে তৃতীয়স্যাং বা দিবি সূর্য্যাণাং সহস্রং সূর্য্যসহস্রং তস্য যুগপদুত্থিতস্য যুগপদুত্থিতা ভাঃ সা যদি সদৃশী স্যাৎ তস্য মহাত্মনো-বিশ্বরূপস্য ভাসোযাদ বা ন স্যাৎ ততোঽপি বিশ্বরূপস্যৈব ভাঃ অতি-রিচ্যতইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বিশ্বরূপদীপ্তের্নিরূপমত্বমাহ দিবি সূর্য্যেতি। দিবি আকাশে সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা মহাত্মনোবিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ, তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ১২

হে রাজন্! যদি আকাশে একেবারে সহস্র সূর্য্যের প্রভা প্রকাশ পায়, তবেই সেই রূপের তুলনা হইতে পারে ॥ ১২ ॥

গীঃ সঃ। আকাশে কখন সহস্র সূর্য্য উদয় হয়না, সুতরাং ভগবানের রূপেরও তুলনা হয়না। সাধারণ চক্ষু একটী সূর্য্যের দিকেই তাকাইয়া উঠিতে পারেনা, তবে এই সহস্র সূর্য্যোপম অপূর্ব্ব রূপের ছটা দেখিবে কিরূপে? যাঁহাকে তিনি স্বয়ং দেখা দিয়াছেন, তিনি ব্যতীত আর কেহই এই অতুল রূপ রাশি দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পায়না। ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ তত্রৈকস্থমিতি। তত্র তস্মিন্ বিশ্বরূপে একস্মিন্ স্থিতমেকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাদি-ভেদৈরপশ্যৎ দৃষ্টবান্ দেবদেবস্য হরেঃ শরীরে পাণ্ডবোঽর্জ্জুনস্তদা ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিংবৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগদ্দেবদেবস্য শরীরে তদবয়-বত্বেনৈকত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবোঽর্জ্জুনোঽপশ্যৎ ॥ ১৩ ॥

হে রাজন্! তখন অর্জ্জুন বৃন্দারকবৃন্দবন্দনীয় ভগবানের বিশ্বরূপ শরীরের একাংশমধ্যে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জগৎ দেখিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ যে অর্জ্জুনকে তাঁহার অদ্ভুত শরীরের

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

একাংশমাত্রে জগৎ দেখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাই অর্জ্জুন তাকাইয়া দেখিলেন যে বিশ্বরূপের একাংশ মাত্রে দেবলোক পিতৃলোক মনুষ্যলোকাদি অনেক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত ইতি। ততস্তং দৃষ্ট্বা স বিস্ময়েনাবিষ্টো বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টানি রোমাণ্যস্য সোহয়ং হৃষ্টরোমা চাভবদ্ধনঞ্জয়ঃ প্রণম্য প্রকর্ষেণ নমনং কৃত্বা প্রহ্বীভূতঃ সন্ শিরসা দেবং বিশ্বরূপধরং কৃতাঞ্জলির্নমস্কারার্থং সংপুটীকৃতহস্তঃ সন্নভাষতোক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

শাণ্ডিল্য টীকা। এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াহ তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন হৃষ্টানি পুলকিতানি রোমাণি যস্য সঃ ধনঞ্জয়স্তমেব দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তো ভূত্বা অভাষত উক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়ান্বিত ও পুলকে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া অবনত মস্তকে নারায়ণকে নমস্কার পূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

গীঃ সঃ। রাজসূয় যজ্ঞ কালে যে অর্জ্জুন সমস্ত রাজাকে রণে পরাস্ত করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি মহাদেবের সঙ্গে মহারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজ সেই বীর কেশরীর রত্নমণ্ডিত কিরীট যুক্ত মস্তক ভগবানের চরণে অবনত হইয়া কৃতার্থ হইল, ভক্তের হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইল। হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া ভক্ত নিজ প্রাণসখাকে কয়েকটী মনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরাট মূর্ত্তি।

অর্জ্জুন উবাচ। পশ্যামি দেবাং—

স্তব দেব! দেহে সর্ব্বাংস্তথাভূতবিশেষসংঘান্।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ—

মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথং যত্বয়া দর্শিতং বিশ্বরূপং তদহং পশ্যামীতি স্বানুভবমাবিষ্কুর্ব্বন্ অর্জ্জুন উবাচ পশ্যামীতি। পশ্যাম্যুপলভে হে দেব! তব দেহে দেবান্ সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ভূতবিশেষাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানাসংস্থানবিশেষাণাং সংঘাঃ ভূতবিশেষসংঘাস্তান্ কিঞ্চ ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখমীশমীশিতারং প্রজানাং কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থমিত্যর্থঃ ঋষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্ সর্ব্বানুরগাংশ্চ বাসুকিপ্রভৃতীন্ দিব্যান্ দিবি ভবান্॥ ১৫॥

স্বামিকৃত টীকা। তামেবাহ পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব! তব দেহে দেবানাদিত্যাদীন্ পশ্যামি তথা সর্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সংঘাংশ্চ তথা দিব্যানৃষীন্ উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্ তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ কথম্ভূতং কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ, যদ্বা ত্বন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি॥ ১৫॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে দেব! তোমার এই বিশ্বরূপ দেহে আমি দেবতাগণকে দেখিতেছি। স্থাবর জঙ্গম ভূত সকল দেখিতেছি, কমলাসনস্থ সর্ব্বনিয়ন্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি এবং ঋষিগণকে ও সর্প গণকেও দেখিতেছি॥ ১৫॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন দিব্য চক্ষু পাইয়া বিশ্বরূপদেহে বসু, রুদ্র আদিত্য আদিকে, স্বেদজ অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ আদি স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর ও সমস্ত চরাচরের বিধাতা ব্রহ্মাকে, ভৃগু আদি ঋষিগণকে এবং বাসুকী আদি সর্পকে দেখিতে পাইলেন॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অনেকেতি। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং অনেকে

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং—
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং—
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! ॥ ১৬ ॥

বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্য তব স ত্বমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রস্ত-মনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বা ত্বাং সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অনন্তরূপমনন্তানি রূপাণি অস্যেত্যনন্তরূপস্তং অনন্তরূপং নান্তমন্তোঽবসানং ন মধ্যং মধ্যং নাম দ্বয়োঃ কোট্যোরন্তরং ন পুনস্তবাদিং তব দেবস্য ন অন্তং পশ্যামি ন মধ্যং পশ্যামি ন পুনরাদিং পশ্যামি হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অনেকেতি। অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, তবতু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

হে বিশ্বেশ্বর! তোমাকে বহু বাহু, উদর ও মুখ নেত্র বিশিষ্ট অনন্ত রূপধারী দর্শন করিতেছি, তোমার অন্ত, মধ্য, আদি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। ভগবানের চক্ষু নাসাদির শেষ নাই, শোভার শেষ নাই, রূপের শেষ নাই। কোথায় তাঁহার আদি, কোন্ স্থান তাঁহার মধ্য, তাহার কিছুই বুঝিবার উপায় নাই ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটোনামশিরোভূষণবিশেষঃ তদ্ যস্যাস্তীতি স কিরীটী তং কিরীটিনং তথা গদিনং গদা যস্য বিদ্যতইতি গদী তং গদিনং তথা চক্রিণং চক্রমস্যাস্তীতি চক্রী তং চক্রিণং চ তেজোরাশিং তেজঃপুঞ্জং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং সর্ব্বতোদীপ্তিরস্যাস্তীতি সর্ব্বতোদীপ্তিমাংস্তং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং দুঃখেন নিরীক্ষ্যোদুর্নিরীক্ষ্যস্তং সমন্ততঃ সর্ব্বত্র দীপ্তানলার্কদ্যুতিং অনলশ্চার্কশ্চানলার্কৌ দীপ্তৌ অনলার্কৌ দীপ্তানলার্কৌ তয়োর্দীপ্তানলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজোযস্য তব স ত্বং দীপ্তানলার্কদ্যুতিস্তং ত্বাং দীপ্তা-

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ—
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা—
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ং ॥ ১৭ ॥

নলার্কদ্যুতিং অপ্রমেয়ং ন প্রমেয়মপ্রমেয়মশক্যপরিচ্ছেদমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। মুকুটবন্তং গদাবন্তং চক্রবন্তং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং তত্র হেতুঃ দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তং অতএবাপ্রমেয়ং এবং-ভূতইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭ ॥

হে ভগবন্! কিরীট গদা চক্র বিশিষ্ট তেজঃস্বরূপ সর্ব্বথা প্রকাশমান্ দর্শনাতীত, অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাব-বিশিষ্ট এবং অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন দেখিতেছেন ভগবানের মস্তকে মুকুট, হস্তে গদা চক্রাদি শোভা, রূপে জগৎ আলো করিতেছে, তেজের দিকে তাকাইতে পারা যায়না, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার রূপের তুলনা কোথাও নাই। অন্যের দর্শনযোগ্য না হইলেও দিব্য দৃষ্টির গুণে অর্জ্জুন এই সমস্ত দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অতএব তে যোগশক্তিদর্শনাদনুমিনোমি ত্বমিতি। ত্বমক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমং পরং ব্রহ্ম বেদিতব্যং জ্ঞাতব্যং মুমুক্ষুভিঃ ত্বমস্য বিশ্বস্য সমস্তস্য জগতঃ পরং প্রকৃষ্টং নিধানং নিধীয়তে অস্মিন্নিতি নিধানং পরমাশ্রয়ইত্যর্থঃ কিঞ্চ ত্বমব্যয়োন চ তব ব্যয়োবিদ্যত ইতি অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতোনিত্যোধর্ম্মস্তস্য গোপ্তা শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা সনাতনশ্চিরন্তনস্ত্বং পুরুষঃ পরমতোঽভিপ্রেতোমে মম ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাদাহেতি। ত্বমেব

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং—
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা—
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

অক্ষরং পরং ব্রহ্ম, কপং ভূতং বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ, অতএব ত্বমব্যয়োনিত্যঃ, শাশ্বতস্য নিত্যস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ, সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষোমতোমে সম্মতোঽসি ॥ ১৮ ॥

তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই জগতের পরম আশ্রয় ও তুমি অব্যয়, তুমিই নিত্যধর্ম্ম-প্রতিপালক এবং তুমিই সনাতন পরমাত্মা পুরুষ, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই ॥ ১৮ ॥

গীঃ সঃ। হে ভগবন্! বেদান্তপ্রতিপাদ্য অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম তুমিই, এবং সেই জন্যই মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য তুমি। তুমি প্রপঞ্চ জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ ও নিত্য পুরুষ, তুমিই বেদ প্রতিপাদিত আশ্রম ধর্ম্মাদির ব্যবস্থাপক ও পালনকর্ত্তা ও তুমি নিত্য বিদ্যমান পরমাত্মা ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ ন বিদ্যতে যস্য সোয়মনাদিমধ্যান্তস্ত্বং ত্বামনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যং ন তব বীর্য্যস্যান্তোঽস্তীত্যনন্তবীর্য্যস্ত্বং ত্বামনন্তবীর্য্যং তথা অনন্তবাহুমনন্তাবাহবো-যস্য তব সত্বমনন্তবাহুস্ত্বং ত্বাং অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তব স ত্বং শশিসূর্য্যনেত্রঃ তং ত্বাং শশিসূর্য্যনেত্রং চন্দ্রাদিত্য-নয়নং পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং দীপ্তশ্চাসৌ হুতাশশ্চ তদ্বৎ বক্ত্রং যস্য তব স ত্বং দীপ্তহুতাশবক্ত্রঃ তং ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বং জগত্বমিদং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তং উৎপত্তিস্থিতি-লয়রহিতং, অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবোযস্য তং, অনন্তা বাহবোযস্য তং, শশি-

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য—
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং—
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং ॥ ১৯ ॥

সূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি, তথা দীপ্তোহুতাশোঽগ্নির্বক্ত্রেষু যস্য তং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি ॥ ১৯ ॥

হে ভগবন্! আমি দেখিতেছি, তুমি উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশবর্জ্জিত, অনন্ত প্রভাবশালী ও অনন্তবাহু, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র, তোমার মুখ মণ্ডলে যেন প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইতেছে ও তুমি নিজ তেজে যেন সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছ ॥ ১৯ ॥

গীঃ গঃ। হে ভগবন্! আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমার এই বিশ্বরূপের আদি, অন্ত, মধ্য বা সীমা নাই, তোমার অপরিমেয় প্রভাবেরও শেষ নাই, ("অনন্ত বাহু," এই পদ দ্বারা পাদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই অনন্ত, ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে) তোমার অবয়বের সীমা করিবার কাহারই সামর্থ্য নাই। পরম জ্যোতিরাধার স্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য তোমার নয়ন দ্বয় ও জ্বলন্ততেজ হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে দীপ্তি পাইতেছে ও তোমার তেজে জগৎ সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি অন্তরীক্ষং ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন বিশ্বরূপেণ দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ দৃষ্ট্বা উপলভ্য অদ্ভুতং বিস্মাপকং রূপমিদং তব উগ্রং ক্রূরং লোকত্রয়ং লোকানাং ত্রয়ং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং ভীতং প্রচলিতং বা হে মহাত্মন্ অক্ষুদ্রস্বভাব ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ, অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বং তবেদমিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ২০ ॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি—
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং—
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০॥

হে মহাত্মন্! তুমি একাকী হইলেও স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষ এবং দিক্‌কুঞ্জে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ; তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে॥ ২০॥

গীঃ সঃ। হে ভক্ত ভয়হারি বিশ্বরূপ ভগবন্! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, অথবা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইনা। দেখিতেছি, তুমি ভিন্ন যেন আর কোন পদার্থই নাই। বুঝিলাম "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" (শ্রুতি) সমস্ত জগৎই ব্রহ্মরূপ। হে ভগবন্! তোমার ঈদৃশ রূপ আর কেহ কখন দেখে নাই, তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শনে ও ইহার উগ্রতেজঃ প্রভাবে ত্রিলোক ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথাধুনা পুরা যদ্বা জয়েম যদি বানোজয়েয়ুরিতি অর্জ্জুনস্য সংশয় আসীৎ তন্নির্ণয়ায় পাণ্ডবজয়মৈকান্তিকং দর্শয়ামীতি প্রবৃত্তো ভগবান্ তং পশ্যন্নাহ অমী হীতি। কিঞ্চ অমীহি যুধ্যমানা-যোদ্ধারস্ত্বাং সুরসঙ্ঘা যেঽত্র ভূভারাবতারায়াবতীর্ণা বস্বাদিদেবসঙ্ঘা মনুষ্যসং-স্থানাস্ত্বাং বিশন্তি প্রবিশন্তো দৃশ্যন্তে তত্র কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তো গৃণন্তি স্তুবন্তি ত্বামন্যে পলায়নেঽপ্যশক্তাঃ সন্তো যুদ্ধে প্রত্যুপস্থিতে উৎপাতাদি-নিমিত্তান্যুপলক্ষ্য স্বস্ত্যস্তু জগত ইত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ মহর্ষীণাঞ্চ সিদ্ধা-নাঞ্চ সঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ সম্পূর্ণাভিঃ॥ ২১॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অমী হীতি। অমী সুরসঙ্ঘা ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি শরণং প্রবিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পুটকরযুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে স্পষ্টমন্যৎ॥ ২১॥

অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি —
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘা—
বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

হে ভগবন্! এই সমস্ত দেবতাগণ ভীতান্তঃকরণে তোমার শরণ লইতেছেন, কেহ কেহ বা শঙ্কিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার স্তুতি ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ "স্বস্তি" বচনে তোমার স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥

গীঃ সঃ। হে বিশ্বরূপধারিন্! দেখিতেছি, বসু, রুদ্র আদিত্যাদি দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন, (ত্বা অসুর সঙ্ঘাঃ) এ রূপ পদচ্ছেদ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে অসুরাংশে জাত দুর্য্যোধনাদি ও সেনাগণের মধ্যে কেহ কেহ অনলে পতঙ্গপাতের ন্যায় তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং নারদাদি ঋষিগণ ও কপিলাদি সিদ্ধগণ জগৎ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য স্বস্তি বচনে তোমার স্তুতি গান করিতেছেন ॥ ২১ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যং। কিঞ্চান্যৎ রুদ্রেতি। রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা-রুদ্রাদয়োগণাঃ বিশ্বেশ্বিনৌ বিশ্বে দেবাঃ অশ্বিনৌ চ দেবৌ মরুতশ্চ বায়ব উষ্মপাশ্চ পিতরো গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ গন্ধর্ব্বা হাহাহূহুপ্রভৃতয়ো যক্ষাঃ কুবের প্রভৃতয়ঃ অসুরা বিরেচন প্রভৃতয়ঃ সিদ্ধাঃ কপিলাদয়স্তেষাং সঙ্ঘাঃ গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাস্তে বীক্ষন্তে পশ্যন্তি ত্বা ত্বাং বিস্মিতাঃ বিস্ময়-মাপন্নাঃ সন্তএব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ বসবশ্চ যে চ সাধ্যনাম দেবাঃ বিশ্বে দেবাঃ অশ্বিনৌ দেবৌ মরুতোমরুদগণাশ্চ উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতরঃ উষ্মভাগাহি পিতরইতি শ্রুতেঃ স্মৃতিশ্চ যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং তাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরোযাবন্নোক্তা-হবির্গুণাঃ গন্ধর্ব্বাশ্চ যক্ষাশ্চ অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সিদ্ধানাং সঙ্ঘাশ্চ সর্ব্বএব বিস্মিতাঃ সন্তস্ত্বাং বীক্ষন্তইত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা—
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা—
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২॥

হে ভগবন্! রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনী কুমার দ্বয়, মরুদ্‌গণ, উষ্মপাগণ এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ আদি সকলেই তোমাকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছেন॥ ২২॥

গীঃ সঃ। হে বিশ্বরূপ! তোমার এই অদ্ভুত রূপ কেহ কখনও স্বপ্নেও দেখে নাই, দেবতাগণ সকলে অবাক্ হইয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে নির্নিমেষ নেত্রে তোমাকে অবলোকন করিতেছেন, তোমার অনন্ত মায়া বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। "উষ্মপা" পদে পিতৃগণ উপলক্ষিত হইয়াছেন। "উষ্ম ভাগাহি পিতরঃ" (শ্রুতি) পিতৃগণকে মন্ত্রাবাহনাদি দ্বারা যে দুগ্ধ দধি, ঘৃতাদি নিবেদন করা যায়, তাহা তাঁহারা মনুষ্যের ন্যায় ভোজন করেন না; কিন্তু বংশধরগণ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা যাহা তাঁহাদের জন্য নিবেদন করেন, তত্তাবতের "উষ্ম ভাগ" অর্থাৎ তত্তৎ পদার্থ নিহিত পবিত্র তেজঃ শক্তি পান করিয়া পুষ্টিলাভ করেন। যে অনার্য্যবুদ্ধি পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, যে শ্রাদ্ধাদিতে নিবেদিত দ্রব্য বা পিণ্ডোদকাদি যদি পিতৃগণ গ্রহণই করেন, তবে উহার পরিমাণ কমিয়া যায় না কেন? "উষ্মপা" পদের গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের এ সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারিবে॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাৎ রূপমিতি। রূপং মহদতিপ্রমাণং তে তব বহুবক্ত্রনেত্রং বহূনি বক্ত্রাণি মুখানি নেত্রাণি চক্ষূংষি চ যস্মিংস্তদ্রূপং বহুবক্ত্রনেত্রং হে মহাবাহো বহুবাহূরুপাদং বহবো বাহব ঊরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ রূপে তদ্বহুবাহূরুপাদং কিঞ্চ বহূদরং বহূনি উদরাণি যস্মিন্নিতি তৎ বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং বহ্বীভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং তদ্দৃ-

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং—
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদং।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং—
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহং ॥ ২৩ ॥

দংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা রূপমীদৃশং লোকাঃ লৌকিকাঃ প্রাণিনঃ প্রব্যথিতাঃ প্রচলিতা ভয়েন তথাহং ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ রূপমিতি। হে মহাবাহো মহদত্যুর্জ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোঽস্মি, কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা, বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ, বহবো বাহব উরব পাদাশ্চ যস্মিংস্তৎ বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ বহ্বীভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

হে মহাবাহো! তোমার এই মহান্ ও বহুনেত্র-যুক্ত বহুমুখ-মণ্ডল, বহুবাহু বহু-উরু বহু উদর, ও বহুদংষ্ট্রা-বিকাশ-ভয়ানক বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া সমস্ত জীব ভীত হইয়াছে ও আমিও ভয় পাইয়াছি ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। হে ভগবন্! তোমার এই বহু পাদোরু নেত্রাদি যুক্ত বিরাট দেহ যেন সংহার সূচক বলিয়া বোধ হইতেছে। লোকত্রয় তোমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া যে ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি, আমাকে তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই অপূর্ব্ব রূপ দেখাইলে, উহা দেখিবার জন্য দিব্য চক্ষুও দান করিলে, কিন্তু তথাচ আমিও ভীত হইতেছি। প্রভো! অন্যে পরে কা কথা" ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্রেদং কারণং নভঃস্পৃশমিতি। নভঃস্পৃশং দ্যুস্পর্শমিত্যর্থঃ দীপ্তং প্রজ্বলিতং অনেকবর্ণং অনেকবর্ণা ভয়ঙ্করানানাসংস্থানা যস্মিংস্থিতং ত্বামনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি মুখানি যস্য তং ত্বাং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং দীপ্তানি প্রজ্বলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রাণি যস্মিংস্তৃমি তং ত্বাং দীপ্তবিশালনেত্রং

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং—
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা—
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ।

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা প্রব্যথিতঃ প্রভীতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য মম সোঽহং প্রব্যথিতান্তরাত্মা সন্ ধৃতিং ধৈর্য্যং ন বিন্দামি ন লভে শমঞ্চোপশমং মনস্তুষ্টিং হে বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ন কেবলং ভীতোঽহমেতাবদেব অপি তু নষ্ট ইতি। নভঃস্পৃশতীতি নভস্পৃক্ তং অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ, দীপ্তং তেজোযুক্তং, অনেকা বর্ণা যস্য তং ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি যস্য তং, দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তং, এবম্ভূতং হি ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪ ॥

হে বিষ্ণো! তোমার নভোমণ্ডলব্যাপী মহাতেজস্বী নানাবর্ণবিশিষ্ট বিস্ফারিত মুখমণ্ডল ও প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র বিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। হে বিষ্ণো! [ভগবান্ বিশ্বব্যাপক রূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া অর্জ্জুন এখানে " বিষ্ণো " সম্বোধন করিলেন] তোমাকে দেখিয়া যে কেবল ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি তাহা নহে, তোমার উজ্জ্বল দীপ্তি আমার চক্ষু সহ্য করিতে পারিতেছে না, তোমার সর্ব্বদিগ্ব্যাপী রূপ আমার মন ধারণ করিতে অসমর্থ। তোমার সর্ব্বগ্রাসী ভয়ানক মুখ ও প্রলয় দৃষ্টি বিশালায়ত নেত্র দর্শনে আমার চিত্তবৈকল্য জন্মাইতেছে। বলিতে কি, আমি স্থির ও শান্ত থাকিতে পারিতেছি না, তুমি শীঘ্র এই ভয়ানক রূপের প্রতিসংহার না করিলে আমি নিতান্ত বিকল হইয়া পড়িব ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাৎ, দংষ্ট্রাকরালানীতি। দংষ্ট্রাকরালানি দংষ্ট্রাভিঃ

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি—
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম—
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

করালানি তে তব মুখানি দৃষ্ট্বৈবোপলভ্য কালানলসন্নিভানি প্রলয়কালে লোকানাং দাহকোঽগ্নিঃ কালানলস্তৎসন্নিভানি কালানলসদৃশানি দৃষ্ট্বা তোভদ্দিশঃ পূর্ব্বাপরবিবেকেন জানে দিঙ্মূঢোঽস্ম্যতোনলভেন চোপলভে চ শর্ম্ম সুখমতঃ প্রসীদ প্রসন্নোভব দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি হে দেবেশ তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশোন জানামি শর্ম্ম চ সুখং ন লভে, ভো জগন্নিবাস প্রসন্নোভব, কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা, দংষ্ট্রাভিঃ করালানি কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসদৃশানি ॥ ২৫ ॥

তোমার দংষ্ট্রাকরাল প্রলয়াগ্নিসন্নিভ মুখমণ্ডল দর্শনে আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে, মনে সুখ পাইতেছি-না, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

গীঃ সঃ। হে ভগবন্! ভাবিয়াছিলাম তোমার অলোকসামান্য বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া পরম সুখ লাভ করিব, কিন্তু হে প্রকাশ স্বরূপ! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার পূর্ব্বাপর দিগ্‌ভ্রম হইতেছে, এবং উদ্বেগে ভয়ে ও চাঞ্চল্যে সমস্ত সুখই বিনষ্ট হইতেছে। হে জগন্নিবাস! (সর্ব্বজগৎ যাঁহাতে অবস্থিতি করিয়া সুখ ভোগ করে) তুমি প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার (তোমার শরণাগত ভক্তের) তৃপ্তি সাধন কর ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যেভ্যোমম পরাজয়শঙ্কা প্রাগেব আসীৎ সা চাপগতা যতঃ অমী চেত্তি। অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়স্ত্বরমাণা-বিশন্তীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ সর্ব্বে সহৈব সংহতাঃ অবনিপালসংঘৈঃ

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ—
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ—
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি—
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

অবনিং পৃথ্বীং পালয়ন্তীত্যবনিপালাস্তেষাং সঙ্ঘৈঃ কিঞ্চ ভীষ্মোদ্রোণঃ সূতপুত্রঃ কর্ণস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিভির্যোধমুখ্যৈঃ যোধানাং মুখ্যৈঃ প্রধানৈঃ সহ ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ বক্ত্রাণীতি। বক্ত্রাণি মুখানি তে তব ত্বরমাণা- ত্বরাযুক্তাঃ সন্তোবিশন্তি কিং বিশিষ্টানি দংষ্ট্রাকরালানি মুখানি ভয়ানকানি ভয়ঙ্করাণি কিঞ্চ কেচিন্মুখানি প্রবিষ্টানাং মধ্যে বিলগ্নাদশনান্তরেষু দন্তান্তরেষু মাংসমিব ভক্ষিতং সংদৃশ্যন্তে উপলভ্যন্তে চূর্ণিতৈশ্চূর্ণীকৃতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিঃ ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবি- জয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্নাহ অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাদুর্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বেহবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তী- ত্যুত্তরেণান্বয়ঃ তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রশ্চ কর্ণঃ, ন কেবলং তএব বিশন্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়াযে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিধৃষ্ট- দ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বক্ত্রাণীতি। এতে সর্ব্বে ত্বরমাণাধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ বিকৃতানি করালানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতাদশনসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৭ ॥

হে ভগবন্! ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ রাজ- মণ্ডলী তোমার মুখ বিবরে প্রবেশ করিতেছে। ভীষ্ম

কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু—
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
যথা নদীনাং বহবোম্বুবেগাঃ—
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।

দ্রোণ কর্ণ এতদ্বীরত্রয় আমাদের আত্মীয় যোদ্ধৃবর্গ সহিত তোমার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে। হে ভগবন্! তোমার দংষ্ট্রাকরাল মুখমধ্যে অতিবেগে দুর্যোধনাদি প্রবেশ করিতেছে, কাহার ২ মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, ও দেখিতেছি কেহ কেহবা তোমার বিশাল দংষ্ট্রার সন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইয়া যাইতেছে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। এই মহাযুদ্ধে যাহারা হত হইবে, ভগবান্ অর্জ্জুনের উৎসাহ ও সাহস বর্দ্ধনার্থ ও অর্জ্জুনের নিশ্চয় জয় হইবে এই আশা দিবার নিমিত্ত তত্তাবৎকে নিজ কাল করাল বদনে প্রবিষ্ট হইতে দেখাইতেছেন। তাই অর্জ্জুন বলিতেছেন হে ভগবন্! ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ শল্যাদি রাজগণ সহ, অজেয় ভীষ্মদেব, দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য, আমার চির প্রতিদ্বন্দী কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি যোদ্ধৃবর্গ তোমার মুখ বিবরে প্রবেশ করিতেছে। দুর্যোধনাদি দুষ্টগণ তোমার বিকটদন্ত বদন মধ্যে শীঘ্র ধাবিত হইতেছে, প্রবেশ কালে কাহার কাহারও মস্তক যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে ও কেহ কেহবা তোমার দন্তপার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া রহিতেছে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথং প্রবিশন্তি মুখানীত্যাহ যথা নদীনামিতি। যথা নদীনাং স্রবন্তীনাং বহবোঽনেকেঽম্বূনাং বেগাঽম্বুবেগাস্ত্বরাবিশেষাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখাঃ প্রতিমুখাঃ দ্রবন্তি প্রবিশন্তি তথা তদ্বত্তব অমী ভীষ্মাদয়ো নরলোকবীরা মনুষ্যলোকপালা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি প্রকাশমানানি ॥ ২৮ ॥

তথা তবামী নরলোকবীরা—
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা—
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

স্বামিকৃত টীকা। প্রবেশনে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। নদীনামনেকমার্গ প্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বূনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তো যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি তথা অমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতোজ্বলন্তি সর্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮ ॥

হে ভগবন্! যেমন বহুধারা প্রবাহিত নদীর জল-রাশি সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেই রূপ মনুষ্যলোক মধ্যে এই বীরগণ তোমার সর্ব্বতঃ-প্রকাশিত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। যেমন নদীগণ নানাধারায় বিভক্ত হইয়া নানাদিক্ দিয়া সাগরের দিকে অযত্নসুলভ ভাবে আপনা আপনি সবেগে ধাবিত হইয়া সাগর মধ্যে প্রবেশ করে, সেই রূপ দুর্যোধনাদি রাজা ও বীরবর্গ যেন বুদ্ধি বিচার চেষ্টা না করিয়া অনায়াসে তোমার মুখমধ্যে চলিয়া যাইতেছে ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তে কিমর্থং প্রবিশন্তি কথঞ্চেত্যাহ যথেতি। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং অগ্নিং পতঙ্গাঃ পক্ষিণো বিশন্তি নাশায় বিনাশায় সমৃদ্ধ-বেগাঃ সমৃদ্ধঃ উদ্ভূতোবেগোগতির্যেষাং তে সমৃদ্ধবেগাঃ তথৈব নাশায় বিশন্তঃ লোকাঃ প্রাণিনস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অবশস্যৈব প্রবেশ নদীবেগ দৃষ্টান্তউক্তো বুদ্ধিপূর্ব্বক-প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিং পতঙ্গাঃ শলভা বুদ্ধি-পূর্ব্বকং সমৃদ্ধোবেগোযেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি তথৈব বিশন্তি তথৈব লোকা এতে জনা অপি তবমুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯ ॥

হে ভগবন্! যেমন পতঙ্গ অতিবেগে ধাবিত হইয়া

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা—
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা—
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।

নিজ মরণ জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই রূপ এই লোক সকল নিজ নিজ মরণ নিমিত্ত অতিবেগে তোমার মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৯ ॥

গীঃ সঃ। বীরবর্গ যে কেবল নদীর জল ধারার ন্যায় অজ্ঞান পূর্ব্বকই তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা নহে, পতঙ্গগণ যেমন ইচ্ছা পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, সেই রূপ দুর্য্যোধনাদি বীরগণ মরিবার জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বকই তোমার নিকট বক্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে॥২৯

শাঙ্করভাষ্যং। ত্বং পুনঃ লেলিহ্যসইতি। লেলিহ্যসে আস্বাদয়সি গ্রসমানোঽন্তঃপ্রবেশয়ন্ সমন্তাৎ সমন্ততোলোকান্ সমগ্রান্ সমস্তান্ বদনৈর্ব্বক্ত্রৈর্জ্বলদ্ভির্দীপ্যমানৈস্তেজোভিরাপূর্য্য সংব্যাপ্য জগৎ সমগ্রং সহাগ্রেণ সমস্তমিত্যেতৎ কিঞ্চ ভাসোদীপ্তয়স্তবোগ্রাঃ ক্রূরাঃ প্রতপন্তি প্রতাপং কুর্ব্বন্তি হে বিষ্ণো! ব্যাপনশীল ॥ ৩০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিমত আহ লেলিহ্যসে ইতি। গ্রসমানোপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্ব্বানেতান বীরান্ সর্ব্বতোলেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি, কৈঃ, জ্বলদ্ভির্বদনৈঃ, কিঞ্চ হে বিষ্ণো তব ভাসোদীপ্তয়স্তেজোভির্বিস্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি ॥ ৩০ ॥

হে বিষ্ণো! তুমিও যেন সমগ্র লোককে গ্রাসাভিলাষী হইয়া নিজ প্রদীপ্ত বদন বিস্তার করিয়া বীরবর্গকে ভক্ষণ করিতেছ এবং তোমার অত্যুগ্র দীপ্তি সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩০ ॥

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং—
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো—
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।

গীঃ সঃ। হে ভগবন্! বীরগণই যে কেবল মরিবার জন্য আপনা আপনি ছুটিয়া আসিতেছে তাহা নহে, তুমিও তাহাদের বিনাশেচ্ছু; তোমার গ্রাসেচ্ছার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উহারা বেগে আসিতেছে, আর তুমি নিজ প্রদীপ্ত বদনে সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ। তোমার এই সংহারময়ী দীপ্তির তেজে জগৎ নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত এবমুগ্রস্বভাবোঽতঃ আখ্যাহীতি। আখ্যাহি কথয় মে মহ্যং কো ভবানেবমুগ্ররূপঃ ক্রূরাকারো নমোঽস্তু তে তুভ্যং হে দেববর দেবানাং প্রধান প্রসীদ প্রসাদং কুরু বিজ্ঞাতুং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যমাদৌ ভবমাদ্যং ন হি যস্মাৎ প্রজানামি তব ত্বদীয়াং প্রবৃত্তিং চেষ্টাং ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃতটীকা। যত এবং তস্মাৎ আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ ক ইত্যাখ্যাহি কথয় তুভ্যং নমোঽস্তু হে দেববর প্রসীদ। প্রসন্নো ভব ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি, এবম্ভূতস্য তব প্রবৃত্তং বার্ত্তামপি ন জানামি, এবং ভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১ ॥

হে ভগবন্! এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে, ইহা আমাকে বল; হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। সর্ব্ব কারণ স্বরূপ তোমাকে জানিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, কেননা তোমার চেষ্টা চরিত্র আমি কিছুই জানি না ॥ ৩১ ॥

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং—
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং ॥ ৩১ ॥
শ্রীভগবানুবাচ। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ—
প্রবৃদ্ধোলোকান্ সমাহর্ত্তুমিহপ্রবৃত্তঃ।

গীঃ সঃ। ভগবন! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছ, ইহা দেখিয়া তোমাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দেবোত্তম! তুমি কি প্রলয়কারী মহারুদ্র বা প্রলয়ানল অথবা মহামৃত্যু কিম্বা কালান্তক বা পরম পুরুষ অথবা আর কিছু? তুমি তোমার স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও। তুমি জগদ্গুরু, আমি তোমার অনুগত শিষ্য,—ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। আমি তোমার সখা ও শিষ্য হইয়াও তোমার অলৌকিক তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; বস্তুতঃ তোমার তত্ত্ব তুমি অনুগ্রহ করিয়া কাহাকে বুঝাইয়া না দিলে কেহই নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। তোমার অনন্তরূপ—অনন্ত ভাব—অনন্ত চেষ্টা ও অলৌকিকী প্রকৃতি কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেনা। তাই বলিতেছি, হে ত্রিলোকনাথ! তোমার এই বিকট বিশ্বরূপের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কালোঽস্মীতি। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ লোকানাং ক্ষয়ং করোতীতি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধোবৃদ্ধিং গতোযদর্থং প্রবৃত্তস্তচ্ছৃণু লোকান্ সমাহর্ত্তুং সংহর্ত্তুং ইহ অস্মিন্ কালে প্রবৃত্তঃ ঋতেপি বিনাপি ত্বা ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি ভীষ্মদ্রোণকর্ণ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে যেভ্যস্তবাশঙ্কা যেঽব-স্থিতাঃ প্রত্যনীকেষ্বনীকমনীকং প্রতি প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষভূতেষু অনী-কেষু যোধাএব যোদ্ধারঃ ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ কাল ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধোত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি অত ঋতে ত্বাং হন্তারং বিনা ন ভবিষ্যন্তি, জীবিষ্যন্তি কে তে, প্রত্যনীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্ব্বাস্থু সেনাস্থু যে যোদ্ধারোবস্থিতাস্তে সর্ব্বেঽপি ॥৩২॥

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে—
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব—
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।

ভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ। আপাততঃ দুর্য্যোধনাদিকে ভক্ষণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি; তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতি-পক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবেন না॥ ৩২

গীঃ সঃ। হে অর্জ্জুন! সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া আমিই আবার তাহাদিগেকে সংহার করিয়া থাকি। দুর্যোধনাদি দুষ্প্রবৃত্তি জন্য আমার সংহারিণী মায়ার শাসনাধীন হইয়াছে; কেবল দুর্যোধনাদি নহে, তুমি যে ভীষ্ম, দ্রোণাদির বধার্থ শঙ্কিত হইতেছ, উষ্ট পক্ষীয় সেই মহারথী বর্গেরও এবার নিস্তার নাই; তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, আমার সংহার-মায়ার উগ্রতেজে এবার তাঁহারা সকলেই দেহত্যাগ করিবেন॥৩২

শাঙ্করভাষ্য। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমিতি। তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতয়োঽতিরথা অজেয়া দেবৈরপি অর্জ্জুনেন জিতা ইতি যশো লভস্ব কেবলং পুণ্যৈর্হি তৎ প্রাপ্যতে জিত্বা শত্রূন্ দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং অসপত্নমকণ্টকং ময়া এবৈতে নিহতা নিশ্চয়েন হতাঃ প্রাণৈ-র্বিয়োজিতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব ত্বং হে সব্যসাচিন্ সব্যেন বামেন হস্তেন শরাণাং ক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতেঽর্জ্জুনঃ॥ ৩৩॥

স্বামিকৃত টীকা। তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ দেবৈ-রপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন নির্জ্জিতা ইত্যেবং ভূতং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি অযত্নতশ্চ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব এতে চ তব শত্রবস্তদীয়-যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতাস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব, হে সব্যসাচিন্! সব্যেন বামেন হস্তেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে॥ ৩৩॥

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব—
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

অতএব যুদ্ধার্থ সমুত্থিত হও, বিজয়-যশোরাশি লাভ কর, শত্রুবর্গকে পরাভব করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! দেখিলে তো, তোমার যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই তোমার শত্রুগণকে আমি সংহার করিয়া রাখিয়াছি, তুমি তাহাদের মরণের নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন! তুমি ভীত বা বিষণ্ণ হইও না। যে ভীষ্ম দ্রোণ আদিকে জয় করিতে ইন্দ্রাদিও শঙ্কিত হন, সেই বীরবর্গ তোমার অল্প যুদ্ধেই হত হইবেন, ইহাতে তোমার বীরত্বের মহাযশ ঘোষিত হইবে। তুমি অযত্নসুলভ এমন যশঃ কেন পরিত্যাগ করিতেছ? তুমিই যদি ইহাঁদের বধের একমাত্র কারণ হইতে, তাহা হইলে এ অনর্থপাত জন্য তোমাকে উৎসাহিত করিতাম না, কিন্তু তাহাদের কর্ম্মদোষে তাহারা আমার সংহার-মায়ার তীব্র তেজে যখন সকলে আপনা আপনিই দগ্ধীভূত হইয়া রহিয়াছে, তখন তোমার চিন্তা কি! কেবল লোকদৃষ্টিতে তুমি তাহাদিগকে বধ করিবে মাত্র বস্তুতঃ তুমি বধকারী নও এবং বধ জন্য পাপভাগী হইবেনা। তুমি না মারিলেও তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব নির্ব্বোধের ন্যায় এই অনায়াসে যশোলোভের শুভ অবকাশ পরিত্যাগ করিও না। যুদ্ধ করিলেই তোমার নিশ্চয় জয় হইবে, তবে নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিয়াছ কেন? উঠ, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। ভীষ্মাদিকেও দুর্জ্জয় মনে করিও না, কেননা, আমি পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া রাখিয়াছি। "কাকতালীয়" বৎ তুমি কারণ মাত্র হইয়া বিজয় বিখ্যাতি লাভ কর। অর্জ্জুন বাম হস্তেও শর সন্ধান করিতে পারিতেন বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে সব্যসাচিন্ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ যাঁহার এত পরাক্রম,—বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই সমান শরসন্ধানে যিনি সমর্থ, ভীষ্মাদিকে পরাভূত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ—
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।

শাঙ্করভাষ্যং। দ্রোণঞ্চেতি। দ্রোণঞ্চ যেষু যেষু যোধেষু অর্জ্জুনস্যা-শঙ্কাসীৎ তাংস্তান্ সর্ব্বান্ ব্যপদিশতি ভগবান্ ময়া হতানিতি, তত্র দ্রোণভীষ্ময়োস্তাবৎ প্রসিদ্ধমাশঙ্কাকারণং দ্রোণো ধনুর্ব্বেদাচার্য্যো দিব্যাস্ত্র-সংপন্নঃ আত্মনশ্চ বিশেষতো গুরুর্গরিষ্ঠো ভীষ্মঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দিব্যাস্ত্রসংপ-ন্নশ্চ পরশুরামেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমগমন্ন চ পরাজিতঃ তথা জয়দ্রথোঽপি যস্য পিতা তপশ্চরতি মম পুত্রস্য শিরো ভূমৌ পাতয়িষ্যতি যস্তস্যাপি শিরঃ পতিষ্য-তীতি কর্ণোঽপি বাসবদত্তয়া শক্ত্যা ত্বমোঘয়া সম্পন্নঃ সূর্য্যপুত্রঃ কানী-নো যতোঽতস্তন্নাম্নৈব নির্দ্দেশঃ ময়া হতাংস্ত্বং জহি নিমিত্তমাত্রেণ মা ব্যথিষ্ঠাস্তেভ্যো ভয়ং মা কার্ষীঃ যুধ্যস্ব জেতাসি দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্ রণে যুদ্ধে সপত্নান্ শত্রূন্ ॥ ৩৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নচৈতদ্বিষ্ণুঃ কষ্টরশ্মোগরীয়োসশক্য জয়েষু যদি বা নো জয়েয়ুরিতি যা আশঙ্কা সাপি ন কার্য্যেত্যাহ দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতাংস্ত্বং জহি ঘাতয় মা ব্যথিষ্ঠা ভয়ং মা কার্ষীঃ সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ, ভীষ্ম জয়দ্রথ, কর্ণ আদিকে আমি স্বরূপতঃ বধ করিয়া রাখিয়াছি, তুমি বহির্দ্দৃষ্টিতে তাহাদিগকে বধ কর; তুমি ব্যথিত হইওনা যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয়ই এই সংগ্রামে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মতেজ বিশিষ্ট ও ধনুর্ব্বেদাচার্য্য এবং আমাদের গুরু, সুতরাং দুর্জ্জয়; ভীষ্মদেব ইচ্ছা-মৃত্যু, দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন, পরশুরামও যাঁহাকে পরাভব করিতে পারেন নাই, তিনি অজেয়; জয়দ্রথ স্বয়ং শিবভক্ত, বিশেষতঃ তাঁহার বৃদ্ধ ক্ষত্র নামা পিতা এই সংকল্প করিয়া তপস্যা করিতেছেন, যে, যে যোদ্ধা তাঁহার পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, তাহারও শির

ময়াহতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা—
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪॥
সঞ্জয় উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য—
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।

তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া পড়িবে, অতএব তাঁহাকে কিরূপে বধ করিব; কর্ণ সাক্ষাৎ সূর্য্য সদৃশ তেজীয়ান্ ও অক্ষয় কবচ কুণ্ডল ধারী, তাঁহাকে বধ করাও কঠিন, আবার কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি বীর গণও নিতান্ত সামান্য নহেন; এ সমস্ত বীর বর্গকে নিহত করা কি সহজ হইবে? এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যে হে অর্জ্জুন! তোমার আশঙ্কাস্পদ বীরবর্গ তো কালকবলিত; মৃত ব্যক্তিকে মারিতে তোমার পরিশ্রমই বা কি, ভয় ও ভাবনাই বা কি! বৃথা চিন্তিত বা ভীত হইও না। যখন যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি, তখন কাপুরুষের ন্যায় নিবৃত্ত না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার নিশ্চয়ই জয় হইবে॥ ৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতচ্ছ্রুত্বেতি। এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য পূর্ব্বোক্তং কৃতাঞ্জলিঃ সন্ বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী নমস্কৃত্য ভূয়ঃ পুনরেবাহোক্তবান্ কৃষ্ণং সগদ্গদং সহ গদ্গদয়া বাচা গদ্গদশব্দেন ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিঘাতাৎ স্নেহাবিষ্টস্য চ হর্ষোদ্ভবাৎ অশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি শ্লেষ্মণা কণ্ঠাবরোধঃ ততশ্চ বাচোঽপাটবং মন্দশব্দত্বং যৎ সগদ্গদস্তেন সহ বর্ত্ততইতি সগদ্গদং বচনমাহেতি বচনং ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ ভীতভীতঃ পুনঃ পুনর্ভয়াবিষ্টচেতাঃ সন্ প্রণম্য প্রহ্বীভূত্বাহেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, অত্রাবসরে সঞ্জয়বচনং সাভিপ্রায়ং কথং দ্রোণাদিষ্বর্জ্জুনেন নিহতেষ্বজেয়েষু চতুর্ষু নিরাশ্রয়োদুর্য্যোধনোনিহতএবেতি মত্বা ধৃতরাষ্ট্রোজয়ং প্রতি নিরাশঃ সন্ সন্ধিং করিষ্যতীতি ততঃ শান্তিরুভয়েষাং ভবিষ্যতীতি তদপি নাশ্রৌষীৎ ধৃতরাষ্ট্রোভবিতব্যবশাৎ॥ ৩৫॥

স্বামিকৃত টীকা। ততোযদ্বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ এতচ্ছ্রুত্বেতি। এতৎ পূর্ব্বোক্তশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য

নমস্কৃত্য ভূয়এবাহ কৃষ্ণং—

সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুনউবাচ। স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা—

জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতেচ।

পুনরপ্যাহ উক্তবান্, কথম্ভূত, ভয়হর্ষাদ্যাবেশবশাৎ গদ্গদেন কণ্ঠকম্পেন সহ বর্ত্ততইতি সগদ্গদং যথাস্যাত্তথা, কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতোভূত্বা আহ ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! কিরীটী অর্জ্জুন ভগবানের এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে অত্যন্ত ভীত হইতেও ভীতি বিহ্বল চিত্তে নমস্কার পূর্ব্বক নম্রতাসহ গদ্গদ ভাবে বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

গীঃ সঃ। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথাদি নিহত হইলে নিরাশ্রয় দুর্য্যোধনের নিশ্চয় পতন হইবে, অতএব পাণ্ডব গণের সহিত সন্ধি ব্যতীত আর আমাদের কল্যাণ নাই। যখন ধৃতরাষ্ট্র এই রূপ ভাবিতেছেন তখন সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রদত্ত কিরীটধারী অর্জ্জুন ভগবান্‌কে নিজ সহায় বোধে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বিনয় ও সম্ভ্রম সহ আরও কি কি বলিলেন তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। স্থানইতি। স্থানে যুক্তং কিং তব প্রকীর্ত্ত্যা ত্বন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেন শ্রুতেন হৃষীকেশ যজ্জগৎ প্রহৃষ্যতি প্রহর্ষমুপৈতি তৎ স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ অথবা বিষয়বিশেষণং স্থানইতি, যুক্তোহর্ষাদিবিষয়োভগবান্ যতঈশ্বরঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতসুহৃচ্চেতি তথা অনুরজ্যতে অনুরাগঞ্চোপৈতি তচ্চ বিষয়ইতি ব্যাখ্যেয়ং কিঞ্চ রক্ষাংসি ভীতানি ভয়াবিষ্টানি দিশোদ্রবন্তি গচ্ছন্তি তচ্চ স্থানে বিষয়ে সর্ব্বে নমস্যন্তি নমস্কুর্ব্বন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ সিদ্ধানাং সমুদায়াঃ কপিলাদীনাং তচ্চ স্থানে ॥ ৩৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। স্থানে ইত্যেকাদশভিরর্জ্জুনোক্তিঃ। স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে, হে হৃষীকেশ তব এবং স্থিতং তৎ প্রকীর্ত্ত্যা

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি—
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

ভক্তবৎসলশ্চাতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মহাত্মাসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি কিন্তু জগৎ সর্ব্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি, এতৎ স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ, তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ, সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সঙ্ঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে যে সমস্ত জগৎ প্রহৃষ্ট হয় ও অনুরাগ লাভ করে, রাক্ষসকুল ভয়ে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধ মহাত্মা গণ তোমাকে যে নমস্কার করেন, এ সমস্তই যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬ ॥

গীঃ সঃ। ভগবন্! তুমি ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক, অদ্ভুত প্রভাব-শালী ও ভক্তবৎসল, তোমার গুণগাথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া সকল প্রাণী আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেই তো। তুমি যে বলিয়াছ দুষ্ট গণের সংহার জন্য তোমার আবির্ভাব, ইহা শুনিয়া রাক্ষস গণ যে ভয়ে পলায়ন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! আবার তোমার কৃপায় মোহিত হইয়াও তোমার রাক্ষস বিনাশ-প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দেব ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্ব চারণ আদি যে তোমাকে নমস্কার করিবে, তাহাও তো বিচিত্র নহে ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ভগবতো হর্ষাদিবিষয়ত্বে হেতুং দর্শয়তি কস্মাচ্চেতি। কস্মাচ্চ হেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কুর্য্যঃ হে মহাত্মন্ গরীয়সে গুরুতরায় যতো ব্রহ্মণোহিরণ্যগর্ভস্যাপ্যাদিকর্ত্তা কারণমতস্তস্মাৎ আদি কর্ত্রে কথমেব তে ন নমস্কুর্য্যুঃ অতো হর্ষাদীনাং নমস্কারস্য চ স্থানং ত্বমর্হো বিষয় ইত্যর্থঃ হে অনন্ত দেবেশ হে জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং তৎপরং

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্—
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস!—
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

যদ্বেদান্তেষু শ্রূয়তে কিং তৎ সদসৎ যৎ বিদ্যমানং তৎ সৎ অসচ্চ যৎ নাস্তীতি বুদ্ধিস্তে উপধানভূতে সদসতী যস্যাক্ষরস্য যদ্দ্বারেণ সদসদিত্যু-পচর্য্যতে পরমার্থতস্তু সদসতঃ পরং তৎ যদক্ষরং বেদবিদোবদন্তি ত্বমেব নান্যদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র হেতুমাহ কস্মাদিতি। হে দেবেশ হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে জগন্নিবাস কস্মাদ্ধেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ, কথং ভূতায় ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় আদি-কর্ত্রে চ ব্রহ্মণোঽপি জনকায়, কিঞ্চ সদ্ব্যক্তং অসদব্যক্তঞ্চ তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বমেব, এতৈর্বহুভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নি-বাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু ও জনক, তোমাকে দেব-গণ কেনই বা না নমস্কার করিবেন! হে ভগবন্! তুমি সৎ ও তুমি অসৎ, আবার তুমি উভয়েরই অতীত অক্ষর ব্রহ্ম ॥ ৩৭ ॥

গীঃ সঃ। হে পরমোদারচিত্ত! হে দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদশূন্য! হে হিরণ্য গর্ভাদি দেবতা গণেরও নিয়ন্তা! হে জগতের আশ্রয় স্বরূপ! তুমি জগদ্বিধাতারও পরম গুরু ও সৃষ্টিকর্ত্তা, এই জন্য সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। আবার অস্তি ও নাস্তি পদের প্রত্যয়ীভূত পদার্থও তুমি এবং অগম্য ও অপারও তুমি, তোমাকে যে সকলে নমস্কার বা অনুরাগ করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পুনরপি স্তৌতি ত্বমিতি। ত্বমাদিদেবোজগতঃ

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম—
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ! ॥ ৩৮ ॥

স্রষ্টৃত্বাৎ পুরুষঃ পুরিশয়নাৎ পুরাণশ্চিরন্তনস্ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্ জগৎ সর্ব্বং মহাপ্রলয়াদাবিতি কিঞ্চ বেত্তাসি বেদিতাসি সর্ব্বস্যৈব বেদ্যজাতস্য যচ্চ বেদ্যং বেদনার্হং তচ্চাসি পরঞ্চ ধাম পরমং পদং বৈষ্ণবং ত্বয়া ততং ব্যাপ্তং বিশ্বং সমস্তং হে অনন্তরূপ! অন্তো ন বিদ্যতে তব রূপাণাং ॥ ৩৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ত্বমাদিদেবইতি। ত্বং আদিদেবোদেবানামাদিঃ যতঃ পুরাণোনাদিঃ পুরুষস্ত্বং অতএব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানং তথা বিশ্বস্য বেত্তা জ্ঞাতা ত্বং যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি অতএব হে অনন্তরূপ! ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং, এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্যইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

হে অনন্তরূপ! তুমিই আদিদেব, তুমিই পুরাণ পুরুষ, তুমিই বিশ্বের একমাত্র নিধান, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জ্ঞেয়বস্তু, তুমি পরম ধাম ও তুমি বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান ॥ ৩৮ ॥

গীঃ সঃ। হে অসীম সত্তাস্বরূপ! তুমি সকল সৃষ্টির আদি, তুমি অনাদি, অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে তুমিই পুরুষপদবাচ্য, পুর—শরীর মাত্রেই অন্তরাত্মা রূপে তোমারই স্থিতি, তুমিই জগতের লয়স্থান, তুমি জগতের সকলই জ্ঞাত আছ, আবার তোমাকেই জ্ঞাত হইবার জন্য জগৎ ব্যাকুল; তুমই সচ্চিদানন্দঘন অবিদ্যাবর্জ্জিত বিষ্ণুর পরম পদ। হে বিশ্বরূপ! রজ্জু যেমন সর্পভ্রমের অধিষ্ঠানভূমি, তদ্রূপ সৎস্বরূপ তোমাতেই এই অসৎ জগৎ রূপ ভ্রম জন্মিতেছে, বস্তুতঃ জগতে ওত প্রোত ভাবে তোমারই সত্তা বিদ্যমান ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ—

প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ—

পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥ ৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ বায়ুরিতি। বায়ুস্ত্বং যমশ্চাগ্নির্ব্বরুণোঽপাং পতিঃ শশাঙ্কশ্চন্দ্রমাঃ প্রজাপতিস্ত্বং কশ্যপাদিঃ প্রপিতামহশ্চ পিতামহস্যাপি পিতা প্রপিতামহো ব্রহ্মণোঽপি পিতা ইত্যর্থঃ নমোনমস্তে তুভ্যমস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে বহুশো নমস্কারক্রিয়াভ্যাসাবৃত্তিগণনং কৃত্বসুচোচ্যতে পুনশ্চ ভূয়োঽপীতি শ্রদ্ধাভক্ত্যতিশয়াদপরিতোষমাত্মনো-দর্শয়তি॥ ৩৯॥

স্বামিকৃত টীকা। ইতশ্চ সর্ব্বৈস্ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি বায়ুরিতি। বায়্বাদিরূপস্ত্বমিতি সর্ব্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তং প্রজাপতিঃ পিতামহস্তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বং অতস্তে তুভ্যং সহস্রকৃত্বঃ সহস্রশো নমোঽস্তু পুনঃ সহস্রকৃত্বো নমোঽস্তু ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমোনম ইতি॥ ৩৯॥

হে ভগবন্! বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রমা, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ রূপ সকল দেবতাই তুমি, তোমাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার করি, হে ভগবন্! তোমাকে পুনঃ বারম্বার নমস্কার করি॥ ৩৮॥

গীঃ সঃ। হে ভগবন্! তুমিই বায়ু রূপে প্রবাহিত হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ, তুমিই যম রূপে তাহাদিগকে আবার সংহার করিতেছ, তুমিই তেজ রূপে জগৎকে উত্তপ্ত করিতেছ, আবার জল রূপে সকলকে শীতল করিতেছ, চন্দ্র সূর্য্য রূপে তুমিই জগৎকে প্রকাশিত করিতেছ, তুমি প্রজা সমূহ সৃষ্টি করিতেছ। তুমি সকলেরই প্রণম্য, আমি তোমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বারম্বার নমস্কার করিতেছি। তোমাকে যতবারই প্রণাম করি কিছুতেই যেন আমার তৃপ্তি হইতেছে না—প্রাণ মন যেন আরও প্রণাম করিতে চাহিতেছে॥ ৩৯॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে—
নমোঽস্তু তে সর্ব্বতএব সর্ব্ব।

শাঙ্করভাষ্যং। তথা নমঃ পুরস্তাদিতি। নমঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি তুভ্যমথ পৃষ্ঠতোপি চ নমোঽস্তু তে সর্ব্বতএব সর্ব্বাসু দিক্ষু সর্ব্বত্র স্থিতায় হে সর্ব্ব, অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ অনন্তং বীর্য্যমস্য অমিতোবিক্রমোঽস্য বীর্য্যং সামর্থ্যং বিক্রমঃ পরাক্রমঃ বীর্য্যবানপি কশ্চৎ শস্ত্রাদিবিষয়ে ন পরাক্রমতে মন্দপরাক্রমোবা ত্বং তু অনন্তবীর্য্যোঽমিতবিক্রমশ্চেত্যনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ সর্ব্বং সমস্তং জগৎ সমাপ্নোষি সম্যগেকেনাত্মনা ব্যাপ্নোষি অতস্তস্মাদসি ভবসি সর্ব্বস্ত্বয়া বিনাভূতং ন কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ॥৪০॥

স্বামিকৃত টীকা। ভক্তিশ্রদ্ধাদাদরাতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমলভমানঃ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি নম ইতি। হে সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু, সর্ব্বাত্মত্বমুপপাদয়তি অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য তথা অমিতোবিক্রমঃ পরাক্রমোযস্য স এবম্ভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সমান্তর্ব্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি স্বর্ণমিব কণককুণ্ডলাদি স্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে ততঃ সর্ব্বস্বরূপোঽসি॥৪০॥

হে সর্ব্বস্বরূপ! আমি তোমার সম্মুখ ভাগে নমস্কার করি, তোমার পশ্চাদ্ভাগে নমস্কার করি এবং তোমার চতুষ্পার্শ্বেই নমস্কার করি; তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিত-বিক্রম এবং তুমি জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এই জন্য তুমি "সর্ব্ব" নামে অভিহিত হইয়া থাক॥ ৪০॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ স্বরূপতঃ আদ্যন্ত পরিচ্ছেদ শূন্য, তাঁহার অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ নাই। তবে ভক্তগণে তাঁহাকে সকল কর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্ত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন, এই জন্য অর্জ্জুন সকল কর্ম্মের আদিতে তাঁহার সম্মুখ ভাগ, অন্তে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ ও মধ্যে তাঁহার সর্ব্বতঃ বিদ্যমানতা দর্শন করিয়াই তাঁহার সম্মুখে, পশ্চাতে ও চারিদিকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কায়িক বল রূপবীর্য্য ও শিক্ষা, শস্ত্রাদির প্রয়োগকুশলতা রূপ বিক্রমের সীমা নাই। তিনি নিজ সত্তা স্বরূপ দ্বারা

অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং—

সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং—

হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখেতি ।

জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এই জন্য তিনি কোন বস্তু বিশেষের নামে অভিহিত না হইয়া "সর্ব্ব" নামে আখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং । যতোঽহং ত্বন্মাহাত্ম্যাপরিজ্ঞানাদপরাধী অতঃ সখেতি সখা সমানবয়া ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিপরীতবুদ্ধ্যা প্রসভমভিভূয় প্রসহ্য যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হেসখেতিচ অজানতা অজ্ঞানিনা মূঢ়েন কিমজানতেত্যাহ মহিমানং মাহাত্ম্যং তবেদমীশ্বরস্য বিশ্বরূপং তবেদং মহিমানমজানতেতি বৈয়ধিকরণ্যেন সম্বন্ধস্তবেমমিতি পাঠো যদ্যস্তি তদা সামানাধিকরণ্যমেব ময়া প্রমাদাৎ বিক্ষিপ্তচিত্ততয়া প্রণয়েন বাপি প্রণয়োনাম স্নেহস্তন্নিমিত্তোবিশ্রম্ভস্তেনাপি কারণেন যদুক্তবানস্মি ॥৪১॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি সখেতি দ্বাভ্যাং ত্বং প্রাকৃতঃ সখেত্যেবং মত্বা প্রসভং হঠাৎ তিরস্কারেণ যদুক্তং তৎ-ক্ষাময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ, কিং তৎ, হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হেসখেতি চ সন্নিরার্থঃ । প্রসঙ্গোক্তৌ হেতুঃ তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি ॥ ৪১ ॥

হে ভগবন্ ! তোমার এই বিশ্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য-মহিমা না জানিয়া হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! এই রূপ লৌকিক সম্বন্ধ-বুদ্ধিতে যাহা কিছু সামান্য ব্যবহার করিয়াছি, তুমি আমার তজ্জনিত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪১ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া জানিলেও সমবয়স্কতা ও সখ্যতা জন্য তাঁহাকে হয়তো আপনার সাধারণ মাতুল পুত্র বোধে

অজানতা মহিমানং তবেদং—

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি—

বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

কখন যাদব কখনও কৃষ্ণ কখনবা সখা বলিয়া লৌকিক বুদ্ধিতে ইতি পূর্ব্বে ঈশ্বরানুচিত সম্বোধন করিয়াছেন, এক্ষণে দিব্য দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ দর্শনে আপনাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বোধে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজ পূর্ব্বকৃত স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা জন্য ক্ষমা চাহিলেন ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যচ্চেতি। যচ্চ অবহাসার্থং পরিহাসপ্রয়োজনায় অসৎকৃতঃ পরিভূতোসি তবসি কচ বিহারশয্যাসনভোজনেষু বিহরণং বিহারঃ পাদব্যায়ামঃ শয়নং শয্যা আসনং আস্থায়িকা ভোজনমদনমিত্যেতেষু বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ পরোক্ষঃ সন্ অসৎকৃতোসি পরিভূতোসি অথবা হে অচ্যুত! তৎসমক্ষং তচ্ছব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণার্থঃ প্রত্যক্ষং বা অসৎকৃতোসি তৎসর্ব্বমপরাধজাতং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং প্রমাণাতীতং যতস্ত্বং ॥ ৪২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽপি তৎসর্ব্বমপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়ং অচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি ॥৪২॥

হে অচ্যুত! তোমার বিহারশয্যা আসন ও ভোজনকালে অথবা যখন তুমি কখন একাকী থাকিতে, কিম্বা তোমার অন্যান্য বন্ধু বর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে, পরিহাসচ্ছলে আমি তোমাকে কত তিরস্কার করিয়াছি; তুমি অপ্রমেয়, তোমার নিকট আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪২ ॥

একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং—
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥ ৪২ ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য—
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।

গীঃ সঃ। ক্রীড়ার সময়, শয্যায় শয়নকালে, আসনে বসিবার সময়, এবং সজাতীয় বহুজন মণ্ডলীতে একত্রে ভোজন কালে অথবা যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী বিশ্রাম করিতেন, কিংবা যখন তিনি মিত্রমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, অর্জ্জুন হয়তো সেই সেই সময় কত উপহাসের কথা বলিয়াছেন, তাই এখন তাঁহার নিকট বিনীত ভাবে বলিতেছেন, তুমি অচিন্ত্য প্রভাবশালী, তুমি নির্ব্বিকার ও পরম দয়ালু, আমার অজ্ঞানকৃত সমস্ত ত্রুটী ক্ষমা কর ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পিতাসীতি। পিতাসি জনয়িতাসি লোকস্য প্রাণিজাতস্য চরাচরস্য স্থাবরজঙ্গমস্য ন কেবলং ত্বমস্য জগতঃ পিতা পূজ্যশ্চ পূজার্হোঽসতো গুরুর্গরীয়ান্ গুরুতরঃ কস্মাদ্ গুরুতরস্ত্বমিত্যাহ ন চ ত্বৎসমস্ত্বত্তুল্যোঽস্তি ন হীশ্বরদ্বয়ং সম্ভবত্যনেকেশ্বরত্বব্যবহারানুপপত্তেঃ ত্বৎসম এব তাবদন্যো ন সম্ভবতি কুত এবান্যোঽভ্যধিকঃ স্যাৎ কস্মাল্লোকত্রয়েপি সর্ব্বস্মিন্নপ্রতিমপ্রভাবঃ প্রতিমীয়তে যয়া সা প্রতিমা ন বিদ্যতে প্রতিমা যস্য তব প্রভাবস্য স ত্বমপ্রতিমপ্রভাবঃ হে অপ্রতিমপ্রভাব নিরতিশয়প্রভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ—অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি পরমেশ্বরাদ্বিতীয়াভাবাৎ অতোঽধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ॥৪৩

হে অনুপম প্রভাবশালিন্! এই চরাচর সমস্ত লোকের পিতা তুমি, পূজ্য তুমি, গুরু ও গুরু হইতেও

ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো—
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং—
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং।

গুরুতর তুমি, ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহ নাই, তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেই বা হইতে পারে ॥ ৪৩ ॥

গীঃ সঃ। সমস্ত জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন এই জন্য তুমি সকলের পিতা, সকল দেবের দেবতা তুমি এই জন্য তুমি পূজ্য, বেদাদির উপদেষ্টা তুমি এজন্য তুমি গুরু, তোমা হইতে কেহ আর শ্রেষ্ঠ নাই, এ জন্য তুমি গুরুতর এবং তুমি "একমেবাদ্বিতীয়ং" তোমার তুলনা তুমিই, তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন "নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছু দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত এবং তস্মাদিতি। তস্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য প্রণিধায় প্রকর্ষেণ নীচৈর্ধৃত্বা কায়ং শরীরং প্রসাদয়ে প্রসাদং কারয়ে ত্বামহমীশমীশিতারমীড্যং স্তুত্যং ত্বং পুনঃ পুত্রস্যাপরাধং পিতা যথা ক্ষমতে সর্বং সখেব সখ্যুরপরাধং যথা বা প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া অপরাধং ক্ষমতে এবমর্হসি হে দেব! সোঢ়ুং প্রসাহতুং ক্ষন্তুমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগত ঈড্যং স্তুত্যং প্রসাদয়ামি কথং কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা, অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি, কস্য কইব পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবন্ধুর্যথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়স্যাপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥

অতএব দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক তোমাকে সকলের বন্দনীয় জানিয়া তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি।

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ—
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব! সোঢ়ুং ॥ ৪৪ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা—
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।

যেমন পিতা পুত্রের, সখা মিত্রের, পতি পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমি তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥৪৪

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন ভগবচ্চরণাবনত—প্রণত হইয়া দীন ভাবে বলিতেছেন প্রভো! তুমি সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা ও ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়, তোমার মহত্বের শেষ নাই, কিন্তু নাথ! যেমন শিশু পিতৃগতপ্রাণ, সখা যেমন প্রাণসখার অনুগত, পত্নী যেমন পতিকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানেনা, তদ্রূপ আমিও তোমার আশ্রিত, আমাকে—শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিবার কর্ত্তা তুমি বৈ আর কেহ নাই। আমার মত তোমার অনেক ভক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার মত আমার আর কেহ নাই। তাই বলি দেবাদিদেব! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা কর ॥ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি। অদৃষ্টপূর্ব্বং ন কদাচিদপি দৃষ্টপূর্ব্বমিদং বিশ্বরূপং তব মমান্যৈর্ব্বা তদহং দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মেঽতস্তদেব মে মম দর্শয় হে দেব রূপং যন্মৎসুখং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস জগতোনিবাসো জগন্নিবাসঃ হে জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ক্ষমাপয়িত্বা প্রার্থয়তে অদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাং। হে দেব! পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতোহৃষ্টোঽস্মি তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয় হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস প্রসন্নোভব ॥ ৪৫ ॥

হে দেবেশ! তোমার এই অদৃষ্টচর অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। হে জগন্নিবাস! তোমার

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং—
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত—
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

সেই মনোহর পূর্ব্ব রূপ দেখাইয়া আমার প্রতি প্রসন্নতা বিস্তার কর ॥ ৪৫ ॥

গীঃ সঃ। ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে অর্জ্জুন কৃতার্থ ও আশ্চর্য্য রূপে মোহিত হইয়া আনন্দিত হইয়াও সুখী হইতে পারেন নাই, কেননা সেই ইন্দ্রিয় ও মনের ধারণা ও ধ্যানের অযোগ্য বিকট ভয়ঙ্কর ভাবে তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন; তাই বলিতেছেন প্রভো! তোমার এই স্বরূপ দর্শনে আর আমার অভিলাষ নাই. তোমার এ রূপ আশ্চর্য্য হউক, অনন্ত হউক, তোমার মহিমাব্যঞ্জক হউক, আমার ইহা দেখিতে ভাল লাগিতেছেনা; তোমার স্বস্বরূপ যাহাই হউক না কেন তাহা আমার প্রয়োজন নাই, কিন্তু হে দেব! তুমি যে রূপে ভক্তের মন মোহিত কর, প্রেমিককে উন্মত্ত করিয়া দাও, অনুগত—শরণাগতের মন কাড়িয়া লও, আমার সখাবেশধারী তোমার যে মোহন রূপটিকে আমি দেখিতে বড় ভাল বাসি, আমাকে সেই হাঁসি হাঁসি মোহন বেশে দেখা দাও। আমার প্রাণ-ভরা মন-ভুলান রূপটি না দেখিতে পাইলে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। তুমি তো ভক্ত বৎসল! ভক্ত যে রূপ ভাল বাসে, তুমি তো ভক্তের কাছে সেই রূপেই দেখা দাও, তবে তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ, শীঘ্র তোমার সেই পূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া আমার ভয় ভঞ্জন কর ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটবন্তং তথা গদিনং গদাবন্তং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং প্রার্থয়ে ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব পূর্ব্ববদিত্যর্থঃ যতএবং তস্মাৎ তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো! বার্ত্তমানিকেন বিশ্বরূপেণ ভব বিশ্বমূর্ত্তে উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং তেনৈব রূপেণ বসুদেব পুত্ররূপেণ ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন—
সহস্রবাহো! ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যথা পূর্ব্বং দৃষ্টোঽসি তথৈব অতঃ হে সহস্রবাহো হে বিশ্বমূর্ত্তে ইদং বিশ্বরূপং উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব, তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে. যত্তু পূর্ব্ব-মুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামীতি তৎতু কিরীটা-দ্যভিপ্রায়েণ, যদ্বা এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্যং তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেবমস্য বচনস্য ব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ ॥ ৪৬ ॥

হে ভগবন্! আমি কিরীটযুক্ত ও গদা চক্র হস্তে তোমার সেই পূর্ব্ববৎ রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি; হে সহস্রবাহো হে বিশ্বমূর্ত্তে! এক্ষণে তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর ॥ ৪৬ ॥

গীঃ সঃ। ভক্ত আপনার হৃদয়বল্লভকে নিজ মনোমোহন মূর্ত্তিতেই দেখিতে ভাল বাসেন, তাই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সহস্রবাহু যুক্ত বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া কিরীটাদিতে অলঙ্কৃত গদা-চক্রপাণি ভক্তবৎসল রূপ ধারণ করিতে প্রার্থনা করিলেন ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অর্জ্জুনং ভীতমুপলভ্য উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং প্রিয়-বচনেনাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবান্ ময়েতি। ময়া প্রসন্নেন প্রসাদোনাম ত্বদনুগ্রহ-বুদ্ধিস্তদ্বতা প্রসন্নেন ময়া তব হে অর্জ্জুন ইদং পরং রূপং বিশ্বরূপং দর্শিত-মাত্মযোগাৎ আত্মনঐশ্বর্য্যস্য সামর্থ্যাত্তেজোময়ং তেজঃপ্রায়ং বিশ্বং সমস্ত-মনন্তং অন্তরহিতং আদৌ ভবমাদ্যং যদ্রূপং মে মম ত্বদন্যেন ত্বত্তোঽন্যেন কেনচিন্ন দৃষ্টপূর্ব্বং ॥ ৪৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং প্রার্থিতঃ সংভ্রমমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জ্জুন! কিমিতি ত্বং বিভেষি যতো ময়া প্রসন্নেন

শ্রীভগবানুবাচ। ময়া প্রসন্নেন—
তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং—
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বং ॥ ৪৭ ॥

কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতং আত্মনো মম যোগাৎ যোগমায়া-সামর্থ্যাৎ পরমমেবাহ তেজোময়ং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাৎ ভক্তাদন্যেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টং ॥ ৪৭ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আমি আত্মযোগবলে তোমাকে এই বিশ্বাত্মক অপূর্ব্ব অনাদি অনন্ত ও তেজোময় রূপ দেখাইলাম; আমার এরূপ তুমি ভিন্ন এপর্য্যন্ত আর কেহ দেখিতে পায় নাই ॥ ৪৭ ॥

গীঃ সং। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইওনা, আমি ভয় দেখাইবার জন্য এরূপ তোমাকে দেখাই নাই, তোমার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াই, তোমাকে কৃতার্থ করিবার জন্যই এই দেবদুর্লভ রূপ তোমাকে প্রদর্শন করিলাম। এ রূপের তেজে কোটী সূর্য্যের তেজ পরাভূত হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ইহার অন্তর্নিহিত, এরূপের আদি নাই, অন্তও নাই। অত্যন্ত প্রিয়তম ভক্ত তোমার ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে এ আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দর্শন করা ঘটে নাই। আমি ধৃতরাষ্ট্রভবনে ভীষ্মাদিকে, সময়ান্তরে অক্রূরকে ও শৈশবে মাতা যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলাম বটে কিন্তু তাহা এই রূপের অবান্তর অংশমাত্র; এরূপ সুস্পষ্ট ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন বিশ্বাত্মক রূপ তোমাকেই কৃপা করিয়া দেখাইলাম। একান্তানুগত—শরণাগত ভক্ত হওয়াতেই তুমি এই বিচিত্র রূপ দেখিতে পাইলে। ইহাতে ভীত না হইয়া বরং আপনাকে ধন্য ও ধন্য মনে কর ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। আত্মনো মম রূপদর্শনেন কৃতার্থ এব ত্বং সংবৃত্ত ইতি

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ—
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।

তত্ত স্তৌতি ন বেদেতি। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈশ্চতুর্ণামপি বেদানাং অধ্যয়নৈর্যথাবৎযজ্ঞাধ্যয়নৈশ্চ বেদাধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাধ্যয়নস্য সিদ্ধত্বাৎ পৃথক্ যজ্ঞাধ্যয়নগ্রহণং যজ্ঞবিজ্ঞানোপলক্ষণার্থং তথা ন দানৈঃ তুলাপুরুষাদিভির্ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ শ্রৌতাদিভির্নাপি তপোভিরুগ্রৈশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরুগ্রৈর্ঘোরৈঃ এবং রূপোযথা দর্শিতং বিশ্বরূপং যস্য সোঽহমেবং রূপঃ শক্যোন শক্যঃ অহং নৃলোকে মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥৪৮॥

স্বামিকৃত টীকা। এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং লব্ধবা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাৎ যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ, নচ দানৈঃ নচ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভি র্নচোগ্রৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরেবং রূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি॥ ৪৮॥

হে কুরু প্রবীর! মনুষ্যলোক মধ্যে বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা যথেষ্ট দানধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াও কিম্বা অত্যুগ্র তপশ্চর্য্যা দ্বারাও তুমি ভিন্ন আমার এ রূপ আর কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই॥ ৪৮॥

গীঃ সঃ। কেহ ঋগাদি চতুর্ব্বেদই অর্থবিচার পূর্ব্বক পাঠ করুন, অথবা বিধি পূর্ব্বক বেদ বোধিত কর্ম্মরূপ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই শিক্ষা করুন, কিম্বা তুলাপুরুষ দান, কন্যাদান, গবাদি দান, অন্ন সুবর্ণাদি দান করুন বা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রৌত স্মার্ত্তাদিক্রিয়াই করুন অথবা কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি পূর্ব্বক বা ইন্দ্রিয় সংযম ও কায়ক্লেশ কাতরতারূপ কঠোর তপোব্রতের আচরণই করুন, ভগবানের কৃপা দৃষ্টি লাভ করিতে না পারিলে এ সমস্তই ব্যর্থ ও পণ্ডশ্রম মাত্র; বিশেষতঃ তাঁহার কৃপা দৃষ্টি না হইলে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অর্জ্জুন ভগবানের শরণাগত হওয়ায় ভগবানের কৃপা দৃষ্টি হইয়াছিল, তাই তিনি দিব্য চক্ষু পাইয়া-

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে—
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো—
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদং।

ছিলেন, এবং অলোকসামান্য বিশ্বাত্মক রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যে কর্ম্মে—যে অনুষ্ঠানে, যে শাস্ত্রাধ্যয়নে, যে তপস্যায় যে যোগে ও যে জ্ঞানে ভগবৎকৃপা লাভ রূপ উদ্দেশ্য বা সংকল্প নাই, তাহা নিতান্ত নিন্দিত ও সাধুগণের উপেক্ষাযোগ্য, ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। মা তে ব্যথেতি। মা তে ব্যথা মাভূত্তে ভয়ং মা চ বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়চিত্ততা দৃষ্ট্বোপলভ্য রূপং ঘোরমীদৃক্ যথাদর্শিতং মমেদং ব্যপেতভীর্বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেব চতুর্ভুজং রূপং শঙ্খচক্রগদাধরং তবেষ্টং রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাস্তু বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়ত্বঞ্চ মাস্তু বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য ॥ ৪৯ ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার এই ঘোর রূপ দর্শনে ব্যথিত বা বিমোহিত হইওনা। তুমি নির্ভীক ও প্রসন্নচিত্তে আমার পূর্ব্বরূপই দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

গীঃ সঃ। বহু বাহুরু বদনাদি বিশিষ্ট বিশ্বরূপ দর্শনে ভক্তের ভয় ও মোহ হইতেছে দেখিয়া ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ স্নেহ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, যে তুমি আর ভীত হইওনা; প্রসন্নচিত্তে দেখ, যে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তিতে তুমি মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, আমি সেই মনোহর রূপই ধারণ করিতেছি। ভক্ত যখন যাহা প্রার্থনা করেন, ভক্তবৎসল তখন তাহাই সিদ্ধ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং—
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯॥
সঞ্জয় উবাচ। ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেব—
স্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং—

চাহিয়া ছিলেন বলিয়া ভগবান্ সেই বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আবার এক্ষণে পূর্ব্ব রূপ দেখিতে চাহিলেন, ভগবান্ তাহাতেই সম্মত হইলেন। বদ্ধ জীব ভগবদ্ভক্তির দ্বারা মায়া বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ নিত্যমুক্ত হইয়া ভক্তের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইত্যর্জ্জুনমিতি। ইত্যেবমর্জ্জুনং প্রতি বাসুদেবস্তথা-ভূতং বচনং উক্ত্বা স্বকং বসুদেবগৃহে জাতং রূপং দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ ভূয়ঃ পুনরাশ্বাসয়ামাস চাশ্বাসিতবান্ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ প্রসন্নদেহো মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ ইতীতি। বাসুদেবোঽর্জ্জুনমিত্যুক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাসীত্তথৈব কিরীট-গদাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দর্শয়ামাস, এনমর্জ্জুনং ভীতমেবং প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্ মহাত্মা বিশ্বরূপঃ কৃপালুরিতি বা। ৫০।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই রূপ কহিয়া পুনঃ নিজ চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলেন এবং সেই সৌম্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক ভয়চিহ্নিতচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন ॥ ৫০ ॥

গীঃ সঃ। যে রূপ দেখিলে ভক্তের চিত্তে আনন্দ উথলিয়া উঠে, ভগবান্ বিশ্বাত্মক রূপ সম্বরণ করিয়া সেই কিরীট কুণ্ডলযুক্ত মস্তক, শঙ্খ চক্র গদা-পদ্ম শোভিত ভুজ চতুষ্টয়, শ্রীবৎস, কৌস্তভ বনমালা

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং—
তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥৫১॥

পীতাম্বরাদি যুক্ত সৌম্য রূপাকরত্বক রূপ ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের ধৈর্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। দৃষ্ট্বেদমিতি। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং মৎসুখং প্রসন্নং তব সৌম্যং জনার্দ্দনেত্যর্দ্দতের্গতিকর্ম্মণোঽসুরাণাং দেবপ্রতিপক্ষজনানাং প্রাণবিয়োগজনরকাদার্থ প্রয়োজনং সর্ব্বৈর্জ্জনৈর্যাচ্যতইতি বা গমমিত্যুক্ত জনার্দ্দনঃ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স পুরুষার্থায় ইদানীমধুনাস্মি সংবৃত্তঃ সংজাতঃ কিং সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ প্রকৃতিং স্বভাবং গতশ্চাস্মি ॥ ৫১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততোনির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ দৃষ্ট্বেদমিতি। সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তোজাতোঽস্মি প্রকৃতিং স্বাস্থ্যঞ্চ প্রাপ্তোঽস্মি, শেষং স্পষ্টং ॥ ৫১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন; হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শনে আমি অব্যাকুলিত চিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন নিজ সখাকে লোকোচিত রূপে প্রকাশিত দেখিয়া এক্ষণে সুস্থির হইলেন। মনোবুদ্ধি যাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না মনের সাধ মিটাইয়া যাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রাণ চমকিয়া উঠে, তাঁহার হৃদয় ভগবানের সে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে না ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্য। সুদুর্দ্দর্শমিতি। সুদুর্দর্শং সুষ্ঠু দুঃখেন দর্শনমস্যেতি সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম দেবাঅপ্যস্য মম রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষিণোদর্শনেপ্সবোঽপি ন ত্বমিব দৃষ্টবন্তো ন দ্রক্ষ্যন্তি চেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বহুভাগ্যগ্রহতাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ-

শ্রীভগবানুবাচ। সুদুর্দর্শমিদং—
রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥৫২॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

সুদুর্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুদুর্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যং অতোদেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং পশ্যন্তি॥ ৫২॥

ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, এরূপ দর্শন নিতান্ত দুর্ঘট, দেবতাগণ নিত্যই এই রূপ দর্শনের কামনা করেন॥ ৫২॥

গীঃ সঃ। তুমি তো আমার বিশ্বরূপ দেখিয়া লইলে, কিন্তু দেবতাগণ এইরূপ দর্শন করিবার জন্য চির দিন আকাঙ্ক্ষা করিয়াও ইহা দেখিতে পান নাই ও পাইবেনও না। এরূপ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না, বল, বুদ্ধি, কৌশল, মন্ত্রৈশ্বর্য্যাদি কোন উপায়েই ইহা দর্শন করা যায় না॥ ৫২॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মাৎ নাহমিতি। নাহং বেদৈঃ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ববেদৈশ্চতুর্ভিরপি ন তপসা উগ্রেণ চান্দ্রায়ণাদিনা ন দানেন গোভূহিরণ্যাদিনা ন চেজ্যয়া যজ্ঞেন পূজয়া বা শক্য এবম্বিধোযথাদর্শিতপ্রকারোদ্রষ্টুং যজ্ঞেনশক্যোদৃষ্টবানসি মাং যথা ত্বং॥ ৫৩॥

মাণিক্য টীকা। তত্র হেতুমাহ নাহমিতি। স্পষ্টার্থং॥ ৫৩॥

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে, উহা বেদাধ্যয়ন দ্বারা, বা তপস্যা করিয়া কিম্বা দানের দ্বারা অথবা অগ্নিহোত্রাদি করিয়া কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না॥ ৫৩॥

গীঃ সঃ। বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যাদি দ্বারা যে বিচিত্র বিশ্বাত্মক রূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য কাহারও জন্মে না, তাহা ভগবান্ একবার

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।

৪৮শ শ্লোকে বলিয়াছেন, আবার এই শ্লোকে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া ইহা দৃঢ় করিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিলেন, যে ভগবদনুগ্রহে বঞ্চিত ভক্তিবিহীন ব্যক্তি সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কোন মতেই ভগবানের স্বরূপ দর্শন কৃতার্থ হইতে পারেনা। ভক্তি ও ভগবৎ কৃপা-বৃষ্টি লাভই সকল সাধনের লক্ষ্য এবং ভগবানের স্বরূপ দর্শন ও পরমা-নন্দ প্রাপ্তিই তাহার অমৃতময় ফল ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথং পুনঃ শক্য ইত্যুচ্যতে ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা তু কিং বিশিষ্টয়েত্যাহ অনন্যয়া অপৃথগ্‌ভূতয়া ভগবতোঽন্যত্র পৃথক্ ন কদাচিদপি ভবতি সা অনন্যা ভক্তিঃ সর্ব্বৈরপি করণৈর্ব্বাসুদেবাদন্যন্ন লভ্যতে যয়া সাঽনন্যা ভক্তিস্তয়া শক্যোঽহমেবংবিধো বিশ্বরূপপ্রকারো হে অর্জ্জুন জ্ঞাতুং শাস্ত্রতো ন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতো দ্রষ্টুঞ্চ সাক্ষাৎকর্ত্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ মোক্ষঞ্চ গন্তুং পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্যসে তত্রাহ ভক্ত্যেতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবং ভূতো বিশ্বরূপোঽহং তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতো দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈরুপায়ৈঃ ॥ ৫৪ ॥

হে পরন্তপ! জীব কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমার এরূপ তত্ত্ব জানিতে, আমার স্বরূপ দর্শন করিতে ও আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪ ॥

শ্রীঃ সঃ। একমাত্র ভগবানে নিষ্ঠার উদয় হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে, এই ভক্তির দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় এবং এই অনন্য ভক্তির দ্বারাই তাঁহাতে ও ভক্তে অভিন্ন রূপ হইয়া যায় অর্থাৎ সাধক তাঁহাতে লীন হইয়া যান, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে জ্ঞান লাভ হয়না, এসংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মন্ত্রাদি জপ পুরশ্চরণাদি না করিলে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না, এরূপ সিদ্ধান্তও ভ্রমসঙ্কুল এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি না করিলে জীব ব্রহ্মে

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।

বিলীন হইতে পারে না, একথাও অভ্রান্ত নহে। বস্তুতঃ সকল বিষয় হইতে চিত্ত আস্থাশূন্য হইয়া যদি ভগবানের চরণে শরণ লয় ও তাঁহাতেই একান্ত ভক্তি করিতে থাকে, তবে সেই ভক্তি দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মাত্মভাব আপনা আপনিই হইয়া থাকে। কর্ম্মাদির পৃথক্ পৃথক্ সাধনা দ্বারা পৃথক্ ২ ফল হয় বটে কিন্তু ভক্তি সাধনা দ্বারা জীবের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে। আবার কর্ম্মই হউক, যোগই হউক বা জ্ঞানই হউক ভক্তিবর্জ্জিত হইলে কখনই তাহারা সুফল দানে সমর্থ হয় না। ভগবানের বিচিত্র বিশ্বাত্মক দিব্য স্বরূপ দর্শন আদি অনন্ত ভক্তি ভিন্ন কোন মতেই হইতে পারে না। অর্জ্জুন পুরুষার্থ ভুলিয়া অনন্ত ভক্তি সহ ভগবানের শরণাগত হইয়াছিলেন বলিয়াই এই বিশ্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অধুনা সর্ব্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোহর্থো নিঃশ্রেয়সার্থোহনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচ্চিত্যোচ্যতে মৎকর্ম্মকৃদিতি। মৎকর্ম্মকৃৎ মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম তৎ করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ করোতি ভৃত্যঃ স্বামিকর্ম্ম ন ত্বাত্মনঃ পরমা প্রেত্য গন্তব্যা গতিরিতি স্বামিনং প্রতিপদ্যতে অয়ন্তু মৎকর্ম্মকৃন্মামেব পরমাং গতিং প্রতিপদ্যতে ইতি মৎপরমোহহং পরমঃ পরা গতির্যস্য সোহয়ং মৎপরমঃ তথা মদ্ভক্তঃ মামেব সর্ব্বপ্রকারৈঃ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বোৎসাহেন ভজত ইতি মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ধনমিত্রপুত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ সঙ্গঃ প্রীতিঃ স্নেহবর্জ্জিতো নির্ব্বৈরো নির্গতবৈরঃ অতঃ সর্ব্বভূতেষু শত্রুভাবরহিতঃ আত্মনোহত্যন্তাপকারপ্রবৃত্তেষ্বপি য ঈদৃশো মদ্ভক্তঃ স মামেত্যহমেব তস্য পরা গতির্নান্যা কদাচিদ্ভবতীতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে একাদশোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। অতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারং পরমরহস্যং শৃণ্বিত্যাহ মৎকর্ম্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ মমৈব ভক্তঃ আশ্রিতঃ পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু এবম্ভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি নান্যঃ ইতি। দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদি কোটিভিঃ। ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি একাদশোধ্যায়ঃ।

নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শাতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনো-
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমারই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মৎপরায়ণ ও মদ্ভক্ত হয়, সর্ব্ব সংসর্গবর্জ্জিত, এবং সর্ব্বভূতের অবিরোধী হয়, সেই ব্যক্তিই আমাকে অভেদ রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

গীঃ সঃ। মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠানার্থ ভগবান্ এই শ্লোকে সংক্ষেপে গীতার সারাংশ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে ব্যক্তি বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কালে স্বর্গাদি কামনা না করিয়া, কেবল ভগবানের কৃপাবৃষ্টিলাভেরই আকাঙ্ক্ষা করেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভিন্ন আর কোন বস্তু লাভের আশা করেন না, যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতিই একান্ত আসক্ত, যে ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, ধন, গৃহাদিতে কিছু মাত্র অনুরাগ করেন না, অথচ যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর প্রতিই শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হননা, অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি, তিনিই ভগবান্‌কে আপনার সহিত অভেদ ভাবে দর্শন করেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য চির-কুমার শ্রীযুক্ত
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
একাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ। এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।

শাঙ্করভাষ্যং। দ্বিতীয়প্রভৃতিষ্বধ্যায়েষু বিভূত্যন্তেষু পরমাত্মনো ব্রহ্মণোঽক্ষরস্য বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষস্যোপাসনমুক্তং সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্যসর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎসত্ত্বোপাধেরীশ্বরস্য তব চোপাসনং তত্র তত্রোক্তং বিশ্বরূপাধ্যায়ে তু ঐশ্বরমাদ্যং সমস্তজগদাত্মরূপং বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব ত্বয়া তচ্চ দর্শয়িত্বোক্তবানসি মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদ্যতোঽহমনয়োঃ পক্ষয়োর্বিশিষ্টতরবুভুৎসয়া ত্বাং পৃচ্ছামীতি অর্জুন উবাচ এবমিতি। এবং সততযুক্তা নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎকর্ম্মাদৌ যথোক্তেঽর্থে সমাহিতাঃ সন্তঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ যে ভক্তাঃ অনন্যশরণাঃ সন্তস্ত্বাং যথাদর্শিতং বিশ্বরূপং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি যে চাপ্যক্ষরমিতি যে চান্যেঽপি ত্যক্তসর্ব্বৈষণাঃ সন্ন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মাণো যথাবিশেষিতং ব্রহ্মাক্ষরং নিরস্তসর্ব্বোপাধিত্বাদব্যক্তমকরণগোচরং যদ্ধি লোকে করণগোচরস্তদ্ব্যক্তমুচ্যতে অঞ্জের্ধাতোস্তৎকর্ম্মকত্বাদিদঞ্চাক্ষরং তদ্বিপরীতং শিষ্টৈশ্চোচ্যমানৈর্ব্বিশেষণৈর্ব্বিশিষ্টং তদ্যে চাপি পর্য্যুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ কে অতিশয়েন যোগবিদ ইত্যর্থঃ॥১

স্বামিকৃত টীকা। নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ। শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্ত ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং কৌন্তেয় প্রতিজানীহীত্যাদিনা চ তত্র তত্র ভক্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতং তথা তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যত ইত্যাদিনা সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসীত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যে বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তমর্জুন উবাচ এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততযুক্তাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্ম অব্যক্তং নির্ব্বিশেষমুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ॥১॥

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। ময্যাবেশ্য মনো—

যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি নিরন্তর ভক্তি-যুক্ত হইয়া তোমার সাকার স্বরূপের শরণাগত হয়েন এবং যে ব্যক্তি তোমার অক্ষর, অব্যক্ত নির্গুণ স্বরূপের ধ্যান করেন, এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ॥ ১ ॥

গীঃ সঃ। একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান্ "মৎকর্ম্মকৃৎ" "মৎপর" আদি পদে বার বার "মৎ" (আমার) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই "আমার" পদ ভগবানের নিরাকার নির্গুণ স্বরূপ বা সাকার সগুণ স্বরূপের প্রতি লক্ষিত হইয়াছে অর্জ্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইল; কেননা "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" এই শ্লোকে ভগবান্ "মৎ" শব্দ নিরাকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, আবার "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন চেজ্যয়া" ইত্যাদি শ্লোকে "মৎ" শব্দ সাকার বস্তুর প্রতি লক্ষিত হইয়াছে। এই সংশয় সম্পূর্ণ রূপে না মিটিলেও অর্জ্জুন কিরূপে ভগবান্‌কে আরাধনা করিবেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না, এই জন্যই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে তোমার সগুণ রূপের উপাসনা করেন, ও যাঁহারা সমাধি পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়ীভূত তোমার নির্গুণ স্বরূপের সাধন করেন, এতদুভয়ের মধ্যে যোগবিত্তম বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে? অথবা আমি তোমার সাকার বা নিরাকার স্বরূপের চিন্তা করিব, ইহা আমাকে বুঝাইয়া দাও ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শ্রীভগবানুবাচ। যে ত্বক্ষরোপাসকাঃ সম্যগ্দর্শিনো-নিবৃত্তৈষণাস্তে তাবত্তিষ্ঠন্তু তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ যে ত্বিতরে ময়ীতি। ময়ি বিশ্বরূপে পরমেশ্বরে আবেশ্য সমাধায় মনঃ যে ভক্তাঃ সততোমাং সর্ব্বযোগেশ্বরাণামধীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং বিমুক্তরাগাদিক্লেশ-

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

তিমিরঘ্নী। নিত্যযুক্তাঃ গীতানন্তরাধ্যায়ান্তোক্তশ্লোকার্থন্যায়েন সততযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরয়া প্রকৃষ্টয়া উপেতাঃ মে মম মতাঃ অভিপ্রেতা-যুক্ততমাইতি নৈরন্তর্য্যেণ হি তে মচ্চিত্ততয়াহোরাত্রমতিবাহয়ন্তি অতো-যুক্তং তান্ প্রতি যুক্ততমাইতি বক্তুং ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা-যে মামারাধয়ন্তি তে যুক্ততমা মমাভিমতাঃ ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি একাগ্র-চিত্তে ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, আমার মতে তিনিই যোগ-বিত্তম ॥ ২ ॥

গীঃ নঃ। সগুণ বা সাকার রূপে যাঁহার চিত্তের একাগ্র আবেশ অর্থাৎ যিনি এক মাত্র "গতিস্তং" বলিয়া অনন্ত ভাবে প্রীতিপূর্ণ চিত্তে ভগবানের শরণাগত হয়েন, তিনি একাগ্রচিন্তন জন্য ভগবৎস্বরূপই লাভ করিয়া থাকেন "আমি যে ভগবৎস্বরূপের আরাধনা করিতেছি, উনি নিশ্চয়ই আমাকে নিস্তার করিবেন" এই রূপ আস্তিক্যবুদ্ধিতে যাঁহার তাঁহাতে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার উদয় হয়, যিনি নিজ আরাধ্য রূপকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব কল্যাণবিধাতা জানিয়া তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনিই ভগবানের মতে যুক্ততম বা যোগিগণের মধ্যে প্রধান ॥২

শাঙ্করভাষ্য। কিমিতরে যুক্ততমা ন ভবন্তি ন কিন্তু তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যং তৎ শৃণু যে তু অক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তমব্যক্তত্বাদশব্দগোচরমিতি অ নির্দ্দেষ্টুং শক্যতে অতোঽনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যক্ত-ইত্যব্যক্তং পর্য্যুপাসতে পরিসমন্তাদুপাসতে উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রমু-পাস্যার্থস্য বিষয়ীকরণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়-প্রবাহেন দীর্ঘকালং যদাসনস্তদুপাসনমাচক্ষতে অক্ষরস্য বিশেষণমাহ সর্ব্ব

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং ॥ ৩ ॥

রূপঃ ব্যোমবদ্ব্যাপ্যচিন্ত্যং চাব্যক্তত্বাদচিন্ত্যং যদ্ধি করণগোচরং তন্মন-সাপি চিন্ত্যং তদ্বিপরীতত্বাদচিন্ত্যমক্ষরং কূটস্থং দৃশ্যমানগুণমন্তর্দ্দোষং বস্তু কূটরূপং কূটসাক্ষ্যমিত্যাদৌ কূটশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে তথা চাবি-দ্যাদ্যনেকসংসারবীজমন্তর্দ্দোষবং মায়াব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যতয়া মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। মম মায়া দুরত্যয়েত্যাদৌ প্রসিদ্ধং যত্তৎ কূটঃ তস্মিন্ কূটে স্থিতং তদধ্যক্ষতয়া অথবা রাশিরিব স্থিতং কূটস্থমত-এবাচলং যস্মাদচলং তস্মাৎ ধ্রুবং নিত্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সংনিয়ম্যেতি সংনিয়ম্য সম্যক্ নিয়ম্য সংহৃত্য ইন্দ্রিয়গ্রামং ইন্দ্রিয়সমুদায়ং সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ কালে সমবুদ্ধয়ঃ সমা তুল্যা বুদ্ধির্যেষামিষ্টানিষ্টপ্রাপ্তৌ তে সমবুদ্ধয়ঃ তে য এবম্বিধাঃ তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ন তেষাং বক্তব্যং কিঞ্চিৎ মাং তে প্রাপ্নুবন্তি ইতি জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতমিত্যুক্তত্বাৎ নহি ভগবৎস্বরূপাণাং সতাং যুক্ত-তমত্বমযুক্ততমত্বং বা বাচ্যং ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ যে ত্বিতি দ্বাভ্যাং। যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োরন্বয়ং। অক্ষরস্য লক্ষণমনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দ্দেশ্যশব্দেন নির্দ্দেষ্টু-মশক্যং যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি অব্যক্তত্বাদেবা-চিন্ত্যং কূটস্থং কূটে মায়া প্রপঞ্চেঽধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতং অচলং স্পন্দন-রহিতং অতএব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতং স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়াও সর্ব্বত্র সম-বুদ্ধিযুক্ত ও সর্ব্বভূতহিতনিরত হইয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব নির্গুণ অক্ষর স্বরূপের নিরন্তর চিন্তা করেন, তাঁহারা নির্গুণ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শ্রীঃ সঃ। বাক্য যাহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারেনা, অর্থাৎ লৌকিকী

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং ।

ভাষা যে জাতি (মনুষ্য, পশ্বাদি) গুণ (নীলত্ব, পীতত্বাদি), ক্রিয়া (গমনোপবেশনাদি), ও সম্বন্ধ [পিতা পুত্রাদি] অবলম্বন করিয়া বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে যিনি তাহা হইতে অতীত, যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকেন অর্থাৎ যিনি দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদশূন্য, যিনি অচিন্ত্য [সর্ব্বব্যাপী বস্তুকে একদেশমাত্র-চিন্তাপটু মন ধ্যান করিতে পারিবে কেন ? "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" [শ্রুতিঃ] যাঁহাকে লাভ করিতে গিয়া বাক্য মনের সহিত অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসে—তিনি কি চিন্তার গম্য ?] যিনি কূটস্থ (মিথ্যা হইয়াও যাহা সত্যবৎ প্রতীত হয়, তাহার নাম কূট । কার্য্যপ্রপঞ্চ সহিত অজ্ঞানই কূট নামে প্রসিদ্ধ । যিনি এই অজ্ঞান রূপ কূটে আধ্যাসিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অধিষ্ঠান রূপে স্থিতি করেন তিনি কূটস্থ । অবিদ্যা কল্পনা মিথ্যা হইলেও তদধিষ্ঠানভূত সাক্ষাৎ চৈতন্য নিত্য নির্ব্বিকার), যিনি অচল বা যিনি বিকার দ্বারা বিচলিত হয়েন না, যিনি ধ্রুব বা যাঁহার পরিণাম নাই বা নিত্য সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যিনি সমস্ত বৃত্তি-বর্জ্জিত হইয়া সমাহিত চিত্তে অর্থাৎ অনাত্মাকার তাবদ্ জ্ঞানকে তিরস্কার পূর্ব্বক তৈলধারার ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যিনি শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি-সম্পন্ন, যাঁহার বিষয়বাসনা বা হর্ষ বিষাদাদি নাই, যাঁহার সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদৃষ্টি, তিনি নির্গুণ স্বরূপারাধনার অধিকারী । যিনি স্বয়ং গুণমায়া-বর্জ্জিত হইবেন, তিনিই নির্গুণারাধনার সুযোগ্য অধিকারী ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং । কিন্তু ক্লেশোঽধিকতরো যদ্যপি মৎকর্ম্মাদিপরাণাং ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামক্ষরাত্মনাং পরমার্থদর্শিনাং দেহাভিমানপরিত্যাগনিমিত্তঃ অব্যক্তাসক্তচেতসামব্যক্তে আসক্তং চিত্তং যেষাং তে অব্যক্তাসক্তচেতসঃ তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং অব্যক্তা হি যস্মাদ্গতিরক্ষরাত্মিকা দুঃখং দেহবদ্ভির্দেহাভিমানবদ্ভিরবাপ্যতে অতঃ ক্লেশোঽধিকতরঃ ॥ ৫ ॥

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নমু তেহপি মামেব প্রাপ্নুবন্তি তত্রীতরেষাং যুক্তমত্বং কুতইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশকৃতং বিশেষমাহ ক্লেশইতি দ্বিভিঃ। অব্যক্তে নির্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তং চেতোযেষাং তেষাং ক্লেশোঽধিকতরঃ হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভির্দুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যকৃপ্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা, নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশসাধ্য ॥ ৬ ॥

গীঃ সঃ। নির্গুণ ব্রহ্মকে আরাধনা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে বেদান্ত বাক্যাদির শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা চিত্তকে অতিশয় অন্তর্নিবৃত্ত করা আবশ্যক, কিন্তু সগুণ ব্রহ্মোপাসককে এত কাঠিন্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে হয় না; সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ভগবৎ প্রীত্যর্থে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন ও পূজাদি করিলেই ব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে, এই সগুণ ব্রহ্মোপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করাই ভগবানের অভিপ্রায়। যদিও ৯ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে [সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং] নির্গুণ ব্রহ্ম লাভের সুখসাধ্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বিবেকাদি সর্ব্বসাধন সম্পন্ন নিষ্কাম কর্ম্মী ও দেহাভিমান বর্জ্জিত পুরুষ দিগের জন্যই লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু অহং মমেতি বুদ্ধি যুক্ত পুরুষ দিগের পক্ষে নির্গুণ সাধন যে অত্যন্ত ক্লেশকর এ শ্লোকে তাহাই উক্ত হইল ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অক্ষরোপাসকানাং বর্ত্তনং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ যে ত্বিতি। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ীশ্বরে সংন্যস্য মৎপরা অহং পরোযেষাং তে মৎপরাঃ সন্তঃ অনন্যেনৈব অবিদ্যমানমন্যদালম্বনং বিশ্বরূপং দেবমাত্মানং মুক্ত্বা যস্য সোঽনন্যস্তেনানন্যেনৈব কেবলেন যোগেন সমাধিনা মাং ধ্যায়ন্তশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তেষাং কিং তেষামিতি। তেষাং মদুপাসনৈকপরাণাং

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

অহমীশ্বরঃ সমুদ্ধর্ত্তা কুতইত্যাহ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারঃ স এব সাগরবৎ সাগরোদুস্তরত্বাৎ তস্মান্মৃত্যুসংসারসাগরাদহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি ন চিরাৎ কিং তর্হি ক্ষিপ্রমেব হে পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ময়ি বিশ্বরূপে আবেশিতং সমাহিতং চেতো যেষাং তে ময্যাবেশিতচেতসস্তেষাং ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সগুণোপাসনাত্তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ যে ত্বিতি দ্বাভ্যাং। যে তু ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরাঃ ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তোঽনন্যেন ন বিদ্যতেঽন্যোভজনীয়ো-যস্মিংস্তেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসতইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ময্যাবেশিতং চেতোযৈস্তেষাং মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সম্যগুদ্ধর্ত্তা আচিরেণ ভবামি ॥ ৭ ॥

হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য সমাধিযোগ দ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন, আমি সেই মদাবিষ্ট চিত্ত ব্যক্তি গণকে শীঘ্রই মৃত্যুসমাকুল সংসার সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। সগুণ ব্রহ্মোপাসক অপেক্ষা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক গণ যখন অধিক ক্লেশ সহ্য করেন, তবে তাঁহারা অবশ্যই অধিকতর ফল লাভ করিয়া থাকেন, অর্জ্জুনের এই ভ্রম নিরসনার্থ ভগবান্ কহিলেন, যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক গণ গুরুসেবন, শ্রবণ, মননাদি কঠোরতম সাধনা দ্বারা যাহা লাভ করিয়া থাকেন, সগুণ ব্রহ্মোপাসক গণ প্রীতি পূর্ব্বক পূজা করিতে ২ অনায়াসে ভগবতের স্ফুরণ নিজ নিজ হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন। সগুণ উপাসক গণ কেবল সিদ্ধিলাভই করেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—"স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষ-

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥ ৭ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নীকন্তে" অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত উপাসক গণ ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া প্রত্যক্ অভিন্ন অদ্বিতীয় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। গুরুপদ সেবনশ্রবণ মননাদি সাধন না করিয়া শ্রদ্ধান্বিত সগুণ ব্রহ্মোপাসক গণ কেবল ভক্তির গুণেই কৈবল্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নিত্য, নৈমিত্তিক, স্বাভাবিক তাবৎ কর্ম্মই যাঁহারা ভগবান্ বাসুদেবে ন্যাস করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহারই শরণাগত হয়েন, সুখে দুঃখে, সম্পদে, বিপদে সর্ব্বথা ভগবানই যাঁহাদের অবলম্বন, ভগবানকে ভুলিয়া ক্ষণার্দ্ধ কাল জীবিত থাকা যাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন, ঈদৃশ সাধকগণ নানাভরণ ভূষিত কৃষ্ণ, শ্বেত, নীলাদি বর্ণ যুক্ত, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ, স্ত্রী বা পুরুষ যে রূপেই তাঁহাদের অভিরুচি হউক, ভগবানের পূজা করিলে এবং উপাস্য রূপে চিত্তের আবেশ বা সমাধি হইলে ভগবান্ স্বয়ং কর্ণধার হইয়া নিজ পাদাম্বুজ রূপ পোতে মৃত্যুময়—অজ্ঞানময় সংসার সমুদ্র হইতে উপাসক গণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত এবং তস্মাৎ ময্যেবেতি। ময্যেব বিশ্বরূপঈশ্বরে মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমাধৎস্ব স্থাপয় ময্যেব ব্যবসায়ং কুর্ব্বতীং বুদ্ধিং আধৎস্ব নিবেশয় ততস্তেন কিং স্যাদিতি শৃণু নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি নিশ্চয়েন মদাত্মনা ময়ি নিবাসং করিষ্যস্যেব অতঃ শরীরপাতাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ সংশয়োত্র ন কর্ত্তব্যঃ ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যস্মাদেবং তস্মান্ময্যেবেতি। ময্যেব সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু, বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকাং ময্যেব নিবেশয়, এবং কুর্ব্বন্মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্নত ঊর্দ্ধং দেহান্তে ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি নাত্র সংশয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। দেহান্তে দেব পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে ইতি ॥ ৮ ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি মন ও বুদ্ধিকে আমাতে স্থিরতর

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।

কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতে (শুদ্ধ ব্রহ্মে) অভেদ ভাবে স্থিতি করিবে, তাহাতে সংশয় নাই ॥৮॥

গীঃ সঃ। হে অর্জ্জুন! মনকে সমস্ত বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাতেই স্থির করিয়া রাখ, শব্দাদি বিষয়ে চিত্তকে প্রধাবিত না করিয়া আমাতেই আবিষ্ট কর, বুদ্ধি বৃত্তিতে সর্ব্বদা আমাকেই ধারণা কর, তাহা হইলে আপনা আপনিই তোমার আত্মজ্ঞান উদয় হইবে ও মরণান্তে তুমি আমাতেই বিলীন হইবে ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেতি অথ এবং যথাবোচাম তথা ময়ি চিত্তং সমাধাতুং স্থাপয়িতুং স্থিরমচলং কর্ত্তুং ন শক্নোষি চেত্ততঃ পশ্চাদভ্যাসযোগেন চিত্তস্যৈকস্মিন্নালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃপুনঃ স্থাপনমভ্যাসস্তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধানলক্ষণস্তেনাভ্যাসযোগেন মাং বিশ্বরূপমিচ্ছ প্রার্থয়স্ব আপ্তুং প্রাপ্তুং হে ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্যাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ অথেতি। স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্নং কুরু ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! যদি সগুণ ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিবার ইচ্ছা কর বা যত্ন কর ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। সগুণ ব্রহ্মে বিধি পূর্ব্বক চিত্ত স্থির না করিতে পারিলে সাধক যাহাতে ভগবৎ লাভে বঞ্চিত না হয়েন, এজন্য ভগবান্ দয়া করিয়া বলিতেছেন, যে তাহা হইলে অভ্যাস যোগ অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ প্রতিমাদি বাহ্য মূর্ত্তিতে ভগবদ্বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ভক্তি-সহ পূজা করিবে, ও হৃদয়ে সেই রূপের ধ্যান করিবে। তাহা হইলে

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।

মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

আমাকে লাভ করিতে পারিবে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অভ্যাসেপীতি অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি অশক্তোসি-তর্হি মৎকর্ম্মপরমোভব মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম তৎপরমোভব মৎকর্ম্মপ্রধান-ইত্যর্থঃ অভ্যাসেন বিনা মদর্থমপি কর্ম্মাণি কেবলং কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং সত্ত্ব শুদ্ধিং যোগং জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণাবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ অভ্যাসইতি। যদি পুনর-ভ্যাসেঽপ্যশক্তোঽসি তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি একাদশ্যুপবাস-ব্রতপূজাপরিচর্য্যানামসংকীর্ত্তনাদীনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো-ভব, এবং ভূতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

যদি অভ্যাস যোগেও অসমর্থ হও, তবে ভগবৎ-কর্ম্মপরায়ণ হও; মদর্থে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তুমি ব্রহ্মভাব লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। যদি সাধক পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসযোগ করিতেও না পারেন, কৃপাসিন্ধু ভগবান্ তজ্জন্য আরও সহজ উপায় বলিতেছেন, যে তবে আমার প্রীতির জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তদ্যথা ১—রামকৃষ্ণ দুর্গা, শিবাদি নাম শ্রবণ করিবে, ২—সেই নাম আবার আপনিও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিবে, ৩—সুখে দুঃখে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করিবে, ৪—ভগবৎ প্রতিমাদির চরণ সেবা করিবে, ৫—চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ আদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে, ৬—শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা তাঁহাকে নমস্কার ও বন্দনাদি করিবে, ৭—আপনাকে তাঁহার অনুগত দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে, ৮—অথবা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিবে এবং ৯—তোমার শরীর তাঁহাকেই নিবেদন করিয়া দিবে। এই রূপ কর্ম্ম করিতে২ চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া তোমাকে নির্ব্বাণ ব্রহ্মজ্ঞান দান করিবে ॥ ১০ ॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথৈতদিতি অথ পুনরেতদপি মদুক্তং মৎকর্ম্মপরমত্বং তৎ কর্ত্তুমশক্তোসি মদ্‌যোগমাশ্রিতো ময়ি ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি সন্ন্যাসপূর্ব্বকং করণং তেষামনুষ্ঠানং মদ্‌যোগস্তমাশ্রিতঃ সন সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলসংন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততোঽনন্তরং কুরু যতাত্মবান্ সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণং ত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাং কাম্যিতোত্রাদিকর্ম্মণাং ফলানি যতচিত্তোভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি, যয়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি ফলং তাবদ্দৃষ্টমদৃষ্টম্বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যং ॥ ১১ ॥

যদি ভগবৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানেও অসমর্থ হও, তবে আমার যোগপরায়ণ ও সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। যদি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য না করিতে পার, তবে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে ন্যাস করিয়া, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় বর্গকে সংযম পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সমূহের ফল কামনা পরিত্যাগ কর। নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনই ভগবদুপদেশের মুখ্য অভিপ্রায় ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং স্তৌতি শ্রেয়োহি প্রশস্ততরং জ্ঞানং কস্মাদবিবেকপূর্ব্বকাদভ্যাসাত্তস্মাদপি জ্ঞানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকং ধ্যান বিশিষ্যতে জ্ঞানবতো ধ্যানাদপি কর্ম্মফলত্যাগো বিশিষ্যত ইতি অনুষজ্যতে এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ পূর্ব্বং বিশেষণস্তঃ শান্তিরুপশমঃ সহেতুকস্য সংসারস্যানন্তরমেব স্যাত্তু কালান্তরমপেক্ষতে অজ্ঞস্য কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য পূর্ব্বোপদিষ্টোপায়ানুষ্ঠানাশক্তৌ সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলত্যাগঃ শ্রেয়ঃ সাধনমুপ-

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।

দিষ্টং ন প্রপন্নবেশাতশ্চ শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাদুত্তরোত্তরবিশিষ্টত্বো-পদেশেন সর্বকর্মফলত্যাগঃ স্তূয়তে সম্পন্নসাধনানুষ্ঠানাশক্তানুষ্ঠেয়ত্বেন শ্রুতত্বাৎ কেন সাধর্ম্ম্যেণ স্তুতিঃ যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্ত ইতি সর্বকামপ্রহাণা-দমৃতত্বমুক্তং তৎ প্রসিদ্ধং কামাশ্চ সর্ব্বে শ্রৌতস্মার্ত্তসর্বকর্মণাং ফলানি তত্ত্যাগে চ বিদ্বযোধ্যাননিষ্ঠস্যানন্তরৈব শান্তিরিতি সর্বকামত্যাগসামান্য-মজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগস্যেতীতি তৎসামান্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগস্তুতি-রিয়ং প্ররোচনার্থা যথাগস্ত্যেন ব্রাহ্মণেন সমুদ্রঃ পীত ইদানীন্তনাঃ অপি ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণত্বসামান্যাৎ স্তূয়ন্তে এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ কর্ম্মযোগস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বমভিহিতং, অত্র চাত্মেশ্বরভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপঈশ্বরে চেতঃ-সমাধানলক্ষণো যোগউক্তঈশ্বরার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানাদি চাবৈতদপ্যশক্তোসীত্য-জ্ঞানকার্য্যসূচনাদভেদদর্শিনোঽক্ষরোপাসকস্য কর্ম্মযোগউপপদ্যতেইতি দর্শয়তি তথা কর্ম্মযোগিনোঽক্ষরোপাসনানুপপত্তিং দর্শয়তি ভগবান্ তে প্রাপ্নুবন্তি মামেবেত্যক্ষরোপাসকানাং কৈবল্যপ্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্র্যমুক্তেত-রেষাং পারতন্ত্র্যমীশ্বরাধীনতাং দর্শিতবাংস্তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তেতি যদি হীশ্বর-স্যাত্মভূতাস্তে মতা অভেদদর্শিত্বাদক্ষররূপা এব তে ইতি সমুদ্ধরণকর্ম্মবচন-মনন্ প্রত্যপেশলং স্যাদাস্মাচ্চার্জ্জুনস্যাত্যন্তমেব হিতৈষী ভগবাংস্তস্য সম্য-গ্দর্শনাম্বিতং কর্ম্মযোগং ভেদদৃষ্টিমন্তমেবোপদিশতি ন চাত্মানমীশ্বরং প্রমাণতোবুদ্ধ্বা কস্যচিদ্গুণভাবং জিগমিষতি কশ্চিৎ বিরোধাৎ তস্মাদক্ষ-রোপাসকানাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং সন্ন্যাসিনাং ত্যক্তসর্ব্বৈষণানাং অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদি ধর্ম্মপূগং সাক্ষাদমৃতত্বকারণং বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে॥১২

স্বামিকৃত টীকা। তদিমং ফলত্যাগং স্তৌতি শ্রেয়ইতি। সম্যগ্জ্ঞান-রহিতাদভ্যাসাদ্যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং তস্মাদপি জ্ঞান-পূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানইতি শ্রুতেঃ, তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্মাদেবংভূতত্যাগাৎ কর্ম্মসু তৎফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন সমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি॥১২

হে অর্জ্জুন! অভ্যাস যোগাপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ও ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্ম ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; এই ত্যাগানন্তরই মুক্তি রূপ শান্তি লাভ হইয়া থাকে॥১২

ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং ॥ ১২ ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

গীঃ সঃ। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অভ্যাস দ্বারা মননাদি জ্ঞানের অধিকার জন্মে. এই জন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, আবার নিদিধ্যাসন রূপ ধ্যান আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায় বলিয়া উহা জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধ্যান করিলেও শীঘ্র অজ্ঞানের তিরোভাব হয়না, কিন্তু সঙ্কল্প বা ফলকামনা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পুনরাবির্ভাবের বীজ সঞ্চিত হইতে পারনা, এই জন্য কর্ম্ম ফলত্যাগ, ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাসনাক্ষয় ও জন্ম জন্মান্তরের মূল বীজ স্বরূপ অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত না হইতে পারিলেই জীবের মুক্তি বা শান্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অদ্বেষ্টেতি সর্ব্বভূতানাং ন দ্বেষ্টাত্মনোদুঃখহেতুমপি ন কিঞ্চিদ্দ্বেষ্টি সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মত্বেন হি যস্মাৎ পশ্যতি মিত্রভাবোমৈত্রা-মিত্রতয়া বা বর্ত্তত ইতি মৈত্রঃ করুণ এব চ করুণা কৃপা দুঃখিতেষু দয়া তদ্বান করুণঃ সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ সন্ন্যাসীত্যর্থঃ নির্ম্মমোমমেতি প্রত্যয়-বর্জ্জিতোনিরহঙ্কারোনির্গতাহংপ্রত্যয়ঃ সমদুঃখেতি সমদুঃখসুখঃ সমেদুঃখ-সুখে দ্বেষরাগয়োরপ্রবর্ত্তকে যস্য সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ক্ষমাবানাক্রুষ্টোঽভিহ-তোবাঽবিক্রিয়এবাস্তে ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বর প্রসাদ-হেতূন্ ধর্ম্মানাহ অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ। সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ, নির্ম্মমোনিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবাভ্যৈঃ সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বভূতেই যাঁহার অদ্বেষদৃষ্টি, মৈত্রী ভাব ও করুণা, এবং যিনি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে যাঁহার সমান ভাব ও যিনি ক্ষমাশীল ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্ব কয়েক শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার যে নিষ্ঠা কথা হইয়াছে, তাহা নিগুণোপাসনার বিরুদ্ধবাদ জন্য নহে, ঈশ্বরোপা-

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

পাসনাই যে সুগম পথ তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য। ভগবান্ যে উপাসনা প্রণালীর তারতম্য দেখাইয়া সুখ সাধন ও কৃচ্ছ্র সাধন উল্লেখ করিলেন, তাহাতে ইহা কেহ বুঝিবেন না, যে ইহার মধ্যে ভগবানের চক্ষে একটি ভাল ও অপরটি মন্দ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, বস্তুতঃ অধিকারীভেদে সুগম ও কঠিন সাধন প্রণালী কথিত হইল মাত্র। সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই তিনি। যিনি বিশুদ্ধ প্রকৃতি হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন, তিনিই তাঁহার আদর লাভ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, যে যিনি জগতের মধ্যে কোন প্রাণীর প্রতিকূল হয়েন না ও কোন প্রাণীকে নিজ প্রতিকূল মনে করেন না, ও সকলের প্রতিই প্রেম ও স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহার কোন বস্তুতেই মমত্ববুদ্ধি নাই, ও দেহাদিতে অহং বুদ্ধিও নাই, সুখে ও দুঃখে যিনি প্রফুল্ল ও ক্ষুব্ধ না হইয়া সর্ব্বদা অবিচলিত থাকেন, এবং যিনি অন্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্য সত্বেও তাঁহাকে ক্ষমা করেন ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সন্তুষ্টইতি। সন্তুষ্টঃ সততং নিত্যং দেহস্থিতিকারণস্য লাভে চ উৎপন্নালংপ্রত্যয়ঃ তথা গুণবল্লাভে বিপর্য্যয়ে চ সন্তুষ্টঃ সততং যোগী সমাহিতচিত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবোদৃঢ়নিশ্চয়োদৃঢ়ঃ স্থিরোনিশ্চয়োঽধ্যবসায়োযস্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে সদৃঢ়নিশ্চয়োমষ্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সঙ্কল্পাত্মকমনোঽধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধিস্তে ময়োবার্পিতে স্থাপিতে মনোবুদ্ধী যস্য সন্ন্যাসিনঃ সময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যঈদৃশোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সন্তুষ্টইতি। সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ দৃঢ়োমদ্বিষয়ে নিশ্চয়োযস্য ময়্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন এবংভূতোযোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা, ও দৃঢ়নিশ্চয় এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, মদ্ভক্তি পরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয় ॥ ১৪ ॥

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

গীঃ সঃ। যিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ও সম্পদে বা বিপদে সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্ববশ হইয়াছে, যাঁহার ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ কোন প্রকার কুতর্কে যাঁহার চিত্ত ভগবদ্ভাব হইতে বিচলিত হয়না, ও যিনি সংকল্প বিকল্প ছাড়িয়া মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, এই রূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয় ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং সচ মম প্রিয় ইতি সপ্তমে-ঽধ্যায়ে সূচিতং তদিহ প্রপঞ্চ্যতে যস্মাদিতি। যস্মাৎ সন্ন্যাসিনো নো-নোদ্বিজতে নোদ্বেগং গচ্ছতি ন সন্তপ্যতে ন সংক্ষুভ্যতে লোকে লোকাৎ নোদ্বিজতে চ যঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ হর্ষশ্চামর্ষশ্চ ভয়ঞ্চোদ্বেগশ্চ তৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো হর্ষঃ প্রিয়লাভে অন্তঃকরণস্যোৎকর্ষো রোমাঞ্চ-নাশ্রুপাতাদিলিঙ্গঃ তথা অমর্ষোঽভিলষিতপ্রতিঘাতে অসহিষ্ণুতা ভয়-ত্রাসঃ উদ্বেগ উদ্বিগ্নতা তৈর্মুক্তো যঃ সচ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাৎ লোকো জনো-নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকান্নোদ্বিজতে যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ তত্র হর্ষঃ স্বেষ্টলাভে উৎসাহঃ অমর্ষঃ পরলাভে অসহনং ভয়ং ত্রাসঃ উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভঃ এতৈর্বিমু-ক্তো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যাঁহার দ্বারা কোন ব্যক্তি সন্তপ্ত হয়না ও নিজেও যিনি অন্য হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না এবং যিনি হর্ষ বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। যিনি শরীর, মন ও বাণী দ্বারা কোন প্রাণীকে পীড়া দেননা এবং অন্য প্রাণী যাঁহার কোন ক্ষতি করেনা [যিনি সমস্ত জীবকে আত্মবদ্ বোধে সকলের প্রতি আত্মবৎ প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন, কোন

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।

জীব তাঁহার ক্ষতি করেনা। মৈত্রী ও প্রেমের দ্বারা হিংস্র জন্তুরও বিরুদ্ধ বৃত্তি অভিভূত হইয়া যায়। ধ্রুবের সম্মুখে ব্যাঘ্র আসিল বটে কিন্তু ধ্রুবের প্রেম ও অহিংসা—অদ্বেষ বৃত্তির দ্বারা ব্যাঘ্রের হিংসাবৃত্তি অভিভূত হইয়া গেল, ব্যাঘ্র ধ্রুবকে আক্রমণ করিল না। যিনি কাহারও ভয়ের কারণ হয়েন না, তিনিও কাহারও নিকট হইতে ভয় পান না।] যিনি ইষ্ট বস্তু লাভে হর্ষোৎফুল্ল ও অনিষ্টকর বিষয় সমাগমে দুঃখিত হয়েন না, ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া বা ভূত প্রেত, মৃত্যু আদি স্মরণ করিয়া যাঁহার ভয়ের উদ্রেক না হয় এবং কোন অবস্থাতেই যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হয় না, এতাদৃশ ভক্ত ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় পাত্র ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অনপেক্ষইতি। দেহেন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদিষপেক্ষা যস্য নাস্তি সবিষয়েষ্বনপেক্ষোনিঃস্পৃহঃ শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরেণ চ শৌচেন সম্পন্নোদক্ষঃ প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষু সদ্যোযথাবৎ প্রতিপত্তুং সমর্থঃ উদাসীন-ইতি উদাসীনোন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ সউদাসীনোগতব্যথোগতভয়ঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী আরভ্যন্তইতি আরম্ভাইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতুনি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাস্তান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অনপেক্ষইতি। অনপেক্ষোযদৃচ্ছয়োপস্থিতেৎপ্যর্থে নিস্পৃহঃ শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ দক্ষোঽনলসঃ উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ গতব্যথ আধিশূন্যঃ সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবংভূতঃ সন্ যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়॥১৬

গীঃ সঃ। যিনি বিনাযত্নে প্রাপ্ত বা অনায়াস লব্ধ বস্তুতেও লোলুপতা করেন না, যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর সদা পবিত্র, [মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শরীর ও মৈত্রী, করুণাদি দ্বারা রাগদ্বেষাদি দূষিত অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে), যিনি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় সম্পাদনে সমর্থ,

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭॥

যিনি শত্রু, মিত্র কাহারও প্রতি ভাল বা মন্দভাবের পক্ষপাত করেন না, লোকে নিন্দা, তিরস্কারাদি করিলেও যাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হয় না, এবং যিনি লৌকিক বা বৈদিক কোন কর্ম্মেরই যত্ন পূর্ব্বক আরম্ভ বা উদ্যোগ করেন না, এতাদৃশ অনাসক্ত ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয় পাত্র ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ যো ন হৃষ্যতীষ্টপ্রাপ্তৌ ন দ্বেষ্ট্যনিষ্টপ্রাপ্তৌ ন শোচতি প্রিয়বিয়োগে ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভে পুণ্যপাপে কর্ম্মণী পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ যইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবংভূতোভূত্বা যো মদ্ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি হৃষ্ট হয়েন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শোক করেন না, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয় পাত্র ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। ১৩শ শ্লোকে যে [সমদুঃখ সুখ] বলিয়াছেন, এশ্লোকটি তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। যিনি প্রিয় বস্তু সমাগমে হর্ষ, অপ্রিয় সমাগমে দ্বেষ, প্রিয় বিরহে শোক ও ইষ্ট বস্তু লাভার্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং স্বর্গাদিলাভের মূলবীজ পুণ্য কর্ম্ম ও নরকাদি গমনের কারণ স্বরূপ পাপ কর্ম্ম অথবা যাহাতে জন্মজন্মান্তর লাভ হয়, এরূপ কোন কর্ম্মই করেন না, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় ভাজন হয়েন ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। সমইতি সমঃ শত্রৌ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সর্ব্বত্র চ সঙ্গবর্জ্জিতঃ॥ ১৮॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ সমইতি। শত্রৌ মিত্রে চ সম একরূপঃ মানাপমানয়োরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদ শূন্যইত্যর্থঃ, শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কচিদপ্যনাসক্তঃ॥ ১৮॥

যাঁহার শত্রু ও মিত্রেতে এক দৃষ্টি, মান ও অপমান এতদুভয়ই যাঁহার সমান, শীত, উষ্ণ ও সুখ দুঃখে যাঁহার সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গরহিত॥ ১৮॥

গীঃ সঃ। "আমারই পাবকর্মানুসারে কেহ আমার অপকারী শত্রু, কেহ বা আমার উপকারী মিত্র হইয়াছে," ইহাই জানিয়া যিনি শত্রুর প্রতি অসন্তুষ্ট ও মিত্রের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়েন; আমার গুণেরই প্রশংসা বা মান ও আমার দোষেরই নিন্দা, তিরস্কার বা অপমান হইয়া থাকে, এই রূপ বুঝিয়া যিনি "আপনাকে" স্বতন্ত্র জ্ঞান করিতে পারেন অর্থাৎ গুণ ও দোষের কালের সঙ্গে আপনাকে প্রশংসিত বা নিন্দিত মনে না করেন; শীতোষ্ণাদিতে যিনি উদ্বেজিত হয়েন না, এ সুখ দুঃখ নিজ পারব্ধবস্ত জানিয়া যিনি উভয়ই সম ভাবে ভোগ করেন অর্থাৎ সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে কুণ্ঠিত না হয়েন এবং যিনি সচেতন ও অচেতন কোন বস্তুরই রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া আসক্তচিত্ত হয়েন না তিনি ভগবানের প্রতি প্রিয় পাত্র॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ তুল্যনিন্দেতি তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ নিন্দা চ স্তুতিশ্চ নিন্দাস্তুতী তুল্যে যস্য সতুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী মৌনবান্ সংযতবাক্ সন্তুষ্টোয়েন কেনচিৎ শরীরস্থিতিমাত্রেণ তথাচোক্তং যেন কেনচিদাচ্ছন্নোযেন কেনচিদাশ্রিতঃ যত্র কচন শায়ী স্যাত্তন্দেবা ব্রাহ্মণং বিদুরিতি

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯॥

কিঞ্চ অনিকেতোনিকেতআশ্রয়োনিবাসোনিয়তোন বিদ্যতে যস্য সোয়-মনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ॥ ১৯॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ মৌনী সংযতবাক্ যেন কেনচিৎ যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ অনিকেতোনিয়তবাসশূন্যঃ স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ এবংভূতোমত্তক্তিমান্ যঃ স নরো মম প্রিয়ঃ॥ ১৯॥

নিন্দা ও স্তুতি এতদুভয়ই যাঁহার সমান, যিনি মৌনী, যিনি যে কোন প্রকারেই হউক অন্ন বস্ত্র লাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহবর্জ্জিত, ও স্থির মতি, সেই ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয়॥ ১৯॥

গীঃ সঃ। কেহ ভাল বা মন্দ কার্য্য করিলে লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে কার্য্যেরই স্তুতি বা নিন্দা করিতেছে, কার্য্যই হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হয় হউক, "আমি" তাহাতে সুখী বা দুঃখী হইব কেন, এই রূপ বিচার করিয়া যিনি উভয়েতেই ঔদাস্য প্রকাশ করেন, যিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন; বলবৎ প্রারব্ধ অন্ন বস্ত্রাদি যাহা আনিয়া দেয়, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি নিয়ম পূর্ব্বক এক স্থানে নিবাস করেন না ও যাঁহার মতিগতি ভগবানেই অবিচলিত থাকে, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই ভগবানের পরমাদরের পাত্র॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনাক্ষরস্যোপাসকানাং নিবৃত্তসর্ব্বৈষণানাং সন্ন্যাসিনাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং ধর্ম্মজাতং প্রক্রান্তমুপ-সংহ্রিয়ত ইতি যে ত্বিতি। যে তু সন্ন্যাসিনো ধর্ম্ম্যামৃতকর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যঞ্চ-তদমৃতঞ্চ তদমৃতত্বহেতুত্বাদিদং যথোক্তমদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা পর্য্যু-পাসতে অনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্দধানাঃ সন্তো মৎপরমা যথোক্তোহহমক্ষরাত্মা পরমো-

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

নিরতিশয়োগতির্যেষাস্তে মৎপরমামভক্তাশ্চ উত্তমাম্পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিমাশ্রিতাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমিতি যৎ সূচিতং তদ্ব্যাখ্যায়েহোপসংহৃতং ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াইতি যস্মাদ্ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তমনুতিষ্ঠন্ ভগবতোবিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যাতীব মে প্রিয়োভবতি তস্মাদিদং ধর্ম্মামৃতং মুমুক্ষুণা যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ং বিষ্ণোঃ প্রিয়ং পরন্ধাম জিগমিষুণেতি বাক্যার্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। উক্তং ধর্ম্মজাতং সফলমুপসংহরতি যে ত্বিতি। যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্ম্মমেবামৃতং অমৃতত্বসাধনত্বাৎ, ধর্ম্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি। যে তদুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তোমৎ পরমাশ্চ সন্তোমদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াইতি। দুঃখমন্যৈরুর্ব্বৈবস্তরস্তরস্তেহবিবুধঃ। সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজং ভক্তিসৎপথবান্ ভজেৎ ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ ধর্ম্মামৃত পান করেন, সেই ভক্তিমান্ পুরুষগণ আমার অতীব প্রিয় ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা যদি শ্রদ্ধাবান্ ও সগুণ—নির্গুণ উভয়তঃ অভেদবোধে পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম অর্থাৎ অদ্বেষ্টৃত্বাদি পবিত্র প্রকৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে "তৎ" পদার্থ স্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন।

ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা করিলে কিরূপে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, কিরূপে উপাসনা করিতে ও কিরূপে ভক্তি করিতে হয়, ভক্তি ব্যতীত কোন সাধনেই যে তাঁহাকে সহজে লাভ করা যায় না, ভক্তের প্রতি ভগবান্ কত অপ্রার্থিত অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন ও প্রকৃত ভক্তিমান্ হইতে হইলে কীদৃশ নির্ম্মল প্রকৃতি যুক্ত হইতে

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগনাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

তব, তাহা গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে (৭ম—১২শ অধ্যায়ে) ব্যাখ্যাত হইল ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য চির-কুমার শ্রীযুক্ত
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষ্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
দ্বাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।

শাঙ্করভাষ্যং। সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতে দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য ত্রিগুণাত্মিকাষ্টধা ভিন্না অপরা সংসারহেতুত্বাৎ পরা চান্যা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা ঈশ্বরাত্মিকা যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণপ্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বারেণ তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে অতীতানন্তরাধ্যায়ে চ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরিসমাপ্তিস্তাবত্তত্ত্বজ্ঞানিনাং সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্ত্তন্তে ইত্যেতদুক্তং কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তাঃ যথোক্তধর্ম্মাচরণাৎ ভগবতঃ প্রিয়াঃ ভবন্তীত্যেবমর্থশ্চায়মধ্যায় আরভ্যতে, প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বকার্য্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থকর্ত্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে সোঽয়ং সংঘাত ইদং শরীরং তদেতৎ ভগবানুবাচ ইদমিতি ॥ ১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অজ্ঞানাদহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ। জ্ঞানাদশেহ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে। তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থেতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরবিভক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ,

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥ ১ ॥
শ্রীভগবানুবাচ। ইদং শরীরং—
কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই কয়েকটীর তত্ত্ব জানিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে॥ ১ ॥

গীঃ সঃ। গীতার প্রথম ষট্কে "ত্বং" পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ষট্কে (৭ম—১২ অধ্যায়ে) "তৎ" পদার্থ নিরূপিত হইল। এক্ষণে "তৎ+ত্বং" এতৎপদ দ্বয়ের অভেদ ভাব বা তত্ত্ব জ্ঞান নিরূপণার্থ ১৩শ অধ্যায় হইতে গীতার তৃতীয় ষট্ক আরম্ভ হইল। ভগবান্ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত সাধককে স্বয়ং সংসার সিন্ধু হইতে উদ্ধার করেন বলিয়াছেন, আবার " তরতি শোকমাত্মবিৎ—তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বচনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে আত্ম জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞান রূপ সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সুতরাং এক্ষণে দ্বৈতাদ্বৈত সংশয় নিরসন পূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞান ব্যাখ্যা শ্রবণ করা অর্জ্জুন বিশেষ আবশ্যক মনে করিলেন। কেননা ব্রহ্মাত্ম জ্ঞান ভিন্ন জন্ম মরণাদি অনর্থ রাশির বিনাশ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—" মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" যিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মে দ্বৈত ভাব করেন, তিনি বারম্বার জন্ম মরণের অধীন হয়েন। জীব-ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধি হইলেই মনুষ্যের সকল ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়। শরীর কি, সুখদুঃখাদির ভোক্তা কে, আত্মা ভিন্ন ২ শরীরে ভিন্ন ২ অথবা এক ইত্যাদি বিষয় এক্ষণে আলোচিত হইবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইদং ইতি সর্ব্বনাম্নোক্তং বিশিনষ্টি শরীরমিতি। হে কৌন্তেয় ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎ রক্ষণাৎ ক্ষেত্রবদ্বাস্মিন্ কর্ম্মফলনির্ব্বৃত্তেঃ ক্ষেত্রমিতীতিশব্দঃ এবংশব্দপদার্থকঃ ক্ষেত্রমিত্যেবমভিধীয়তে কথ্যতে এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যোবেত্তি বিজানাতি আপাদতলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি স্বাভাবিকেন ঔপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশস্তং বেদিতারং প্রাহুঃ কথয়ন্তি ক্ষেত্রজ্ঞ ইতীতিশব্দঃ এবং শব্দ-

এতদ্‌যোবেত্তি তং প্রাহুঃ—
ক্ষেত্রজ্ঞইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

পদার্থক এব পূর্ববৎ ক্ষেত্রজ্ঞইত্যেবমাহুঃ কে তদ্বিদস্তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। শ্রীভগবানুবাচ ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সংসারস্য প্ররোহ ভূমিত্বাৎ এতদ্‌যো বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত, এবং এতৎক্ষেত্রবেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়কে যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি এই রূপ বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, চতুষ্টয় অন্তঃকরণ ও পঞ্চ প্রাণ সহিত সুখ দুঃখের এই ভোগায়তন শরীরের নাম ক্ষেত্র। অবিদ্যা দ্বারা যে আত্মার নাশ ও বিদ্যার দ্বারা যে আত্মার রক্ষা করে তাহার নাম ক্ষেত্র, বা যাহা দ্বারা রাগ দ্বেষাদি যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয় তাহার নাম ক্ষেত্র, কিম্বা যাহা শম দমাদি সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে জন্ম মরণ হইতে রক্ষা করে, তাহার নাম ক্ষেত্র অথবা দীপশিখার ন্যায় যাহা আপনা আপনি ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার নাম ক্ষেত্র। কিম্বা যে ভূমি হইতে সুখ দুঃখ রূপ ফল উৎপন্ন হয় তাহার নাম ক্ষেত্র। এবং এই শরীর মধ্যে থাকিয়া যিনি "অহং" ও "মম" অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। কৃষক গণ যেমন ভূমি হইতে ফল উৎপন্ন করিয়া ভোগ করে, তদ্রূপ যিনি শরীরে থাকিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুখ দুঃখাদি ফল ভোগ করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। শরীর জড় ও আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এই রূপ তত্ত্ব যিনি বিদিত আছেন, তিনিই শরীরকে ক্ষেত্র ও জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়াছেন ॥ ২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি-

শাঙ্করভাষ্যং। এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাবুক্তৌ কিং তাবন্মাত্রেণ জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যাবিতি নেত্যুচ্যতে ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। ক্ষেত্রজ্ঞং যথোক্তলক্ষণঞ্চাপি মাং পরমেশ্বরমসংসারিণং বিদ্ধি জানীহি যোঽসৌ সর্বক্ষেত্রেষু একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানেকক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তস্তং নিরস্তসর্বোপাধিভেদং সদসদাদিশব্দপ্রত্যয়াগোচরং বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ হে ভারত! যস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরযাথাত্ম্যব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচরমন্যদবশিষ্টমস্তি তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞেয়ভূতয়োঃ যৎ জ্ঞানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়েতে তৎ জ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানমিতি মতমভিপ্রেতমিত্যভিপ্রায়ো মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ।

নন্বেবং সর্বক্ষেত্রেষ্বেক এব ঈশ্বরো নান্যস্তদ্ব্যতিরিক্তো ভোক্তা বিদ্যতে চেত্ততঃ ঈশ্বরস্য সংসারিত্বং প্রাপ্তং ঈশ্বরব্যতিরেকেণ বা সংসারিণোঽন্যস্যাভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গশ্চৈতদ্বয়মনিষ্টং বন্ধমোক্ষতদ্ধেতুশাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাচ্চ প্রত্যক্ষেণ তাবৎ সুখদুঃখতদ্ধেতুলক্ষণঃ সংসার উপলভ্যতে জগদ্বৈচিত্র্যোপলব্ধেশ্চ ধর্মাধর্মনিমিত্তঃ সংসারোঽনুমীয়তে সর্বমেতদনুপপন্নমাত্মেশ্বরৈকত্বে ন জ্ঞানাজ্ঞানয়োরন্যত্বেনোপপত্তেঃ দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। তথা চ তয়োর্বিদ্যাবিদ্যাবিষয়য়োঃ ফলভেদোঽপি বিরুদ্ধো নির্দিষ্টঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চেতি বিদ্যাবিষয়ঃ শ্রেয়ঃ প্রেয়স্ত্ববিদ্যাকার্যমিতি তথা চ ব্যাসঃ দ্বাবিমাবথ পন্থানাবিত্যাদি ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবিত্যাদি চেহ চ দ্বে নিষ্ঠে উক্তে অবিদ্যা চ সহ কার্যেণ বিদ্যয়া হাতব্যেতি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যোঽবগম্যতে, শ্রুতয়স্তাবদিহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিস্তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন অবিদুষস্তু অথ তস্য ভয়ং ভবত্যবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানামাত্মবিৎ স ইদং সর্বং ভবতি যদা চর্মবদিত্যাদ্যাঃ সহস্রশঃ। স্মৃতয়শ্চ অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ সমং পশ্যন্ হি সর্বত্রেত্যাদ্যাঃ। ন্যায়তশ্চ সর্পান্ কুশাগ্রাণি তথোদপানং জ্ঞাত্বা মনুষ্যাঃ পরিবর্জয়ন্তি অজ্ঞানতস্তত্র পতন্তি কেচিৎ জ্ঞানে ফলং পশ্য যথা বিশিষ্টং

সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।

তথা চ দেহাদিষনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্বান্ রাগদ্বেষাদিযুক্তো ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠান-কৃৎ জায়তে ম্রিয়তে চেত্যবগম্যতে দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনো রাগদ্বেষাদি প্রহাণাপেক্ষাণাং ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্ত্যুপশমান্মুচ্যন্তইতি ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যং ন্যায়তস্তত্রৈবং সতি ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্যৈব সতো-ঽবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বমিব ভবতি যথা দেহাদ্যাত্মত্বমাত্মনঃ সর্ব্বজন্তূনাং হি প্রসিদ্ধো দেহাদিষনাত্মস্বাত্মভাবো নিশ্চতোঽবিদ্যাকৃতো-যথা স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়ো ন চৈতাবতা পুরুষধর্ম্মঃ স্থাণৌ ভবতি স্থাণু ধর্ম্মো বা পুরুষস্য তথা ন চৈতন্যং ধর্ম্মো দেহস্য দেহধর্ম্মো বা চৈতন্যস্য এবং সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাদিরাত্মনো ন যুক্তোঽবিদ্যাকৃতত্বাবিশেষাজ্জরা-মৃত্যুবদতুল্যত্বাদিতি চেৎ স্থাণুপুরুষৌ জ্ঞেয়াবেব সন্তৌ জ্ঞাত্রান্যোন্যস্মিন্-ধ্যস্তাববিদ্যয়া দেহাত্মনোস্তু জ্ঞেয়জ্ঞাত্রোরেবেতরেতরাধ্যাসইতি ন সমো-দৃষ্টান্তোঽতো দেহধর্ম্মো জ্ঞেয়োঽপি জ্ঞাতুরাত্মনোভবতীতি চেন্নাচৈতন্যাদি প্রসঙ্গাদ্যদি হি জ্ঞেয়স্য দেহাদেঃ ক্ষেত্রস্য ধর্ম্মাঃ সুখদুঃখমোহেচ্ছাদয়োঽপি কেন চ জ্ঞাতুরাত্মনো ভবন্তি অবিদ্যাধ্যারোপিতা জরামরণাদয়স্তু ন ভবন্তীতি বিশেষহেতুর্বক্তব্যো ন ভবন্তীত্যনুমানমবিদ্যাধ্যারোপিত-ত্বাজ্জরাদিবদিতি হেয়ত্বাদুপাদেয়ত্বাচ্চেত্যাদি তত্রৈবং সতি কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সংসারো জ্ঞেয়স্থো জ্ঞাতর্য্যবিদ্যয়াধ্যারোপিতইতি ন তেন জ্ঞাতুঃ কিঞ্চিৎ দুষ্যতি যথা বালৈরধ্যারোপিতেনাকাশস্য তলমলবত্বা-দিনা এবঞ্চ সতি সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বপি সতো ভগবতঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্য সংসারিত্বং গন্ধমাত্রমপি ন শঙ্ক্যং ন হি কচিদপি লোকেঽবিদ্যাধ্যস্তেন ধর্ম্মেণ কস্যচিদুপকারোঽপকারো বা দৃষ্টো যত্তুক্তং নসমো দৃষ্টান্তইতি তদসৎ কথ-মবিদ্যাধ্যাসমাত্রং হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাধর্ম্ম্যং বিবক্ষিতং তন্ন ব্যভিচরতি যত্তু জ্ঞাতরি ব্যভিচরতীতি মন্যসে তস্যাপ্যনৈকান্তিকত্বং দর্শিতং জরাদিভিরবিদ্যাবত্ত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বমিতি চেন্ন অবিদ্যায়া-স্তামসত্বাত্তামসোহি প্রত্যয়আবরণাত্মকত্বাদবিদ্যা বিপরীতগ্রাহকঃ সং-শয়োপস্থাপকো বা অগ্রহণাত্মকো বা বিবেকপ্রকাশভাবে তদভাবাত্তামসে চাবরণাত্মকে তিমিরাদিদোষে সতি অগ্রহণাদেরবিদ্যাত্রয়স্যোপলব্ধেঃ অত্রাহৈবং তর্হি জ্ঞাতৃধর্ম্মোঽবিদ্যা ন করণে চক্ষুষি তৈমিরিকত্বাদিদো-ষোপলব্ধের্যত্তু মন্যসে জ্ঞাতৃধর্ম্মোঽবিদ্যা তদেব চাবিদ্যাধর্ম্মবত্বং ক্ষেত্রজ্ঞস্য

শাঙ্করভাষ্যং।

সংসারিত্বং তন্ন যত্নুক্তমীশ্বর এব ক্ষেত্রজ্ঞো ন সংসারীত্যেতদযুক্তমিতি তন্ন যথা করণে চক্ষুষি বিপরীতগ্রাহকাদিদোষস্য দর্শনান্ন বিপরীতাদিগ্রহণং তন্নিমিত্তো বা তৈমিরিকত্বাদিদোষো গ্রহীতুশ্চক্ষুষঃ সংস্কারেণ তিমিরেঽপনীতে গ্রহীতুরদর্শনান্ন গ্রহীতুর্দ্ধর্ম্মো যথা তথা সর্ব্বত্রৈব গ্রহণবিপরীতসংশয়প্রত্যয়াস্তন্নিমিত্তাঃ করণস্যৈব কস্যচিৎ ভবিতুমর্হন্তি ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংবেদ্যত্বাচ্চ তেষাং প্রদীপপ্রকাশবন্ন জ্ঞাতৃধর্ম্মত্বং সংবেদ্যত্বাদেব স্বাত্মব্যতিরিক্তসংবেদ্যত্বং সর্ব্বকরণবিয়োগে চ কৈবল্যে সর্ব্ববাদিভিরবিদ্যাদিদোষবত্ত্বানভ্যুপগমাদাত্মনো যদি ক্ষেত্রজ্ঞস্যাগ্ন্যুষ্ণবৎ স্বো ধর্ম্মস্ততো ন কদাচিদপি তেন বিয়োগঃ স্যাদবিক্রিয়স্য চ ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্যামূর্ত্তস্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংযোগবিয়োগানুপপত্তেঃ সিদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞস্য নিত্যমেবেশ্বরত্বমনাদিত্বান্নির্গুণত্বাদিত্যাদীশ্বরবচনাচ্চ। নম্বেবং সতি সংসারসংসারিত্বাভাবে শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষঃ স্যাদিতি ন সর্ব্বৈরভ্যুপগতত্বাৎ সর্ব্বৈর্হ্যাত্মবাদিভিরভ্যুপগতো দোষো নৈকেন পরিহর্ত্তব্যো ভবতীতি কথমভ্যুপগত ইতি মুক্তাত্মনাং সংসারসংসারিত্বব্যবহারাভাবঃ সর্ব্বৈরেবাত্মবাদিভিরিষ্যতে ন চ তেষাং শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষপ্রাপ্তিরভ্যুপগতা তথা নঃ ক্ষেত্রজ্ঞানামীশ্বরৈকত্বে সতি শাস্ত্রানর্থক্যং ভবতু অবিদ্যাবিষয়ে চার্থবত্ত্বং যথা দ্বৈতিনাং সর্ব্বেষাং বন্ধাবস্থায়ামেব শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বং ন মুক্তাবস্থায়ামেবং অদ্বৈতবাদিনামপি নন্বাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে পরমার্থত এব বস্তুভূতে দ্বৈতিনাং নঃ সর্ব্বেষামতো হেয়োপাদেয়তৎসাধনসদ্ভাবে শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বং স্যাদদ্বৈতিনাং পুনর্দ্বৈতস্যাপরমার্থত্বাদবিদ্যাকৃতত্বাৎ বন্ধাবস্থায়াশ্চ আত্মনোপরমার্থত্বে নির্ব্বিষয়ত্বাৎ শাস্ত্রাদ্যানর্থক্যমিতি চেন্নাত্মনোঽবস্থাভেদানুপপত্তেঃ যদি তাবদাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে যুগপৎ স্যাতাং ক্রমেণ বা যুগপত্তাবদ্বিরোধান্ন সম্ভবতঃ স্থিতিগতী ইবৈকস্মিন্ ক্রমভাবিত্বে চ নির্নিমিত্তত্বে নির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গোঽন্যনিমিত্তত্বে চ স্বতোঽভাবাদপরমার্থত্বপ্রসঙ্গস্তথা চ সত্যভ্যুপগমহানিঃ কিঞ্চ বন্ধমুক্তাবস্থয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যনিরূপণায়াং বন্ধাবস্থা পূর্ব্বং প্রকল্প্যা অনাদিমত্যন্তবতী চ তচ্চ প্রমাণবিরুদ্ধং তথা মোক্ষাবস্থা সাদিমত্যনন্তবতী চ তাবৎ প্রমাণবিরুদ্ধৈবাভ্যুপগম্যতে ন চাবস্থাবতোঽবস্থান্তরং গচ্ছতো নিত্যত্বমুপপাদয়িতুং শক্যমথানিত্যত্বদোষপরিহারায় বন্ধমুক্তাবস্থাভেদো ন কল্প্যতে অতো দ্বৈতিনামপি শাস্ত্রানর্থক্যদোষোঽপরিহার্য্য এবেতি সমানত্বান্নাদ্বৈতবাদিনা পরিহর্ত্তব্যো দোষঃ। ন চ

শাঙ্করভাষ্যং।

শাস্ত্রানর্থক্যং যথা প্রসিদ্ধাবিদ্বৎপুরুষবিষয়ত্বাৎ শাস্ত্রস্য অবিদুষাং হি ফল-
হেত্বোরনাত্মনোরাত্মদর্শনং ন বিদুষাং বিদুষাং হি ফলহেতুভ্যামাত্মনোহন্যত্ব-
দর্শনে সতি তয়োরহমিত্যাত্মদর্শনানুপপত্তেঃ ন হ্যত্যন্তমূঢ়উন্মত্তাদিরপি
জলাগ্ন্যোঃ ছায়াপ্রকাশয়োর্ব্বৈকাত্ম্যং পশ্যতি কিমুতাবিবেকী তস্মান্ন
বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং তাবৎ ফলহেতুভ্যামাত্মনোহন্যত্বদর্শিনো ভবতি ন হি
দেবদত্ত ত্বমিদং কুর্ব্বিতি কস্মিংশ্চিৎ কর্ম্মণি নিযুক্তো বিষ্ণুমিত্রোহহং
নিযুক্তইতি তত্রস্থোনিয়োগং শৃণ্বন্নপি প্রতিপদ্যতে নিয়োগবিষয়বিবেকা-
গ্রহণাত্তূপপদ্যতে প্রতিপত্তিস্তথা ফলহেত্বোরপি নন্বু প্রাকৃতসম্বন্ধা-
পেক্ষয়া যুক্তৈবা প্রতিপত্তিঃ শাস্ত্রার্থবিষয়া ফলহেতুভ্যামন্যাত্মত্বদর্শনেপি
সতি ইষ্টফলহেতোঃ প্রবর্ত্তিতোস্ম্যনিষ্টফলহেতোশ্চ নিবর্ত্তিতোস্মীতি যথা
পিতৃপুত্রাদীনামিতরেতরাত্মান্যত্বদর্শনে সত্যপ্যন্যোন্যনিয়োগপ্রতিষেধার্থ-
প্রতিপত্তির্ন ব্যতিরিক্তাত্মদর্শনপ্রতিপত্তেঃ প্রাগেব ফলহেত্বোরাত্মাভি-
মানস্য সিদ্ধত্বাৎ প্রতিপন্ননিয়োগপ্রতিষেধার্থো হি ফলহেতুভ্যামাত্মনো-
ন্যত্বং প্রতিপদ্যতে ন পূর্ব্বং তস্মাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমবিদ্বদ্বিষয়মিতি
সিদ্ধং। নন্ব স্বর্গকামো যজেত কলঞ্জং ন ভক্ষয়েদিত্যাদাবাত্মব্যতিরেক-
দর্শিনামপ্রবৃত্তৌ কেবলদেহাদ্যাত্মদৃষ্টীনাঞ্চাতঃ কর্ত্তৃত্বাভাবাচ্ছাস্ত্রানর্থক্য-
মিতি চেন্ন যথা প্রসিদ্ধিতএব প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপপত্তেঃ ঈশ্বরক্ষেত্রজ্ঞৈকত্ব-
দর্শী ব্রহ্মবিত্তাবন্ন প্রবর্ত্ততে তথা নৈরাত্ম্যবাদ্যপি নাস্তি পরলোকইতি ন
প্রবর্ত্ততে যথা প্রসিদ্ধস্তু বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রশ্রবণান্যথানুপপত্ত্যাহনুমিতাত্মা-
স্তিত্ব আত্মবিশেষানভিজ্ঞঃ কর্ম্মফলসঞ্জাততৃষ্ণঃ শ্রদ্দধানতয়া চ প্রবর্ত্তত-
ইতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষমতোন শাস্ত্রানর্থক্যং বিবেকিনামপ্রবৃত্তিদর্শনা-
ত্তদনুগামিনামপ্রবৃত্তৌ শাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেন্ন কস্যচিদেব বিবেকো-
পপত্তেরনেকেষু হি প্রাণিষু কশ্চিদেব বিবেকী স্যাদ্যথেদানীম্ চ
বিবেকিনমনুবর্ত্তন্তে মূঢ়া রাগাদিদোষতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তেরভিচরণাদৌ চ
প্রবৃত্তিদর্শনাৎ স্বাভাব্যাচ্চ প্রবৃত্তেঃ স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততইতি চোক্তং তস্মাদ-
বিদ্যামাত্রং সংসারো যথাদৃষ্টবিষয়এব ন ক্ষেত্রজ্ঞস্য কেবলস্যাবিদ্যাতৎ-
কার্য্যঞ্চ ন চ মিথ্যাজ্ঞানং পরমার্থবস্তু দূষয়িতুং সমর্থং নহ্যূষরদেশং স্নেহেন
পঙ্কীকর্ত্তুং শক্নোতি মরীচ্যুদকন্তথাবিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং
শক্নোত্যতশ্চেদমুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানমিতি
চ অথ কিমিদং সংসারিণামিবাহমেবং মমৈবেদমিতি পণ্ডিতানামপি

শাঙ্করভাষ্যং।

ধিগিদং তৎ পাণ্ডিত্যং যৎক্ষেত্রজ্ঞস্যৈকাত্মদর্শনং যদি পুনঃ ক্ষেত্রজ্ঞমবিক্রিয়ং ভোগং কর্ম বা আত্মনঃ স্বং স্যাদিতি বিক্রিয়ৈব ভোগকর্মণী অথৈবং সতি ফলার্থিত্বাদবিদ্বান্ প্রবর্ততে বিদুষঃ পুনরবিক্রিয়াত্মদর্শিনঃ ফলার্থিত্বাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তৌ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতব্যাপারোপরমে নিবৃত্তিরুপচর্য্যতে ইদঞ্চান্যৎ পাণ্ডিত্যং কস্যচিদস্তু ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এব ক্ষেত্রঞ্চান্যৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য বিষয়ঃ অহন্তু সংসারী সুখী দুঃখী মূঢ়োঽজাতোঽবিযুক্তঃ ক্ষীণোঽবৃদ্ধোঽহং যদৈবমেতদ্ব্যবসাদয়ঃ সর্ব্বে আত্মনি অধ্যারোপ্যন্তে সংসারোপরমশ্চ মম কর্ত্তব্যঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানেন ধ্যানেন চেশ্বরং ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষাৎকৃত্বা তৎস্বরূপাবস্থানেনেতি যশ্চৈবং বুধ্যতে যশ্চ বোধয়তি নাসৌ ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবং মন্যমানঃ সপণ্ডিতাপসদঃ সংসারমোক্ষয়োঃ শাস্ত্রস্য চার্থবত্ত্বং করোমীত্যাত্মহা স্বয়ং মূঢ়োঽন্যাংশ্চ ব্যামোহয়তি শাস্ত্রার্থসম্প্রদায়রহিতত্বাৎ শ্রুতহানিমশ্রুতকল্পনাঞ্চ কুর্ব্বন্ তস্মাদসম্প্রদায়বিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিদপি মূর্খবদেবোপেক্ষণীয়ঃ যত্তূক্তমীশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞৈকত্বে সংসারিত্বং প্রাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চেশ্বরৈকত্বে সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গ ইত্যেতৌ দোষৌ প্রত্যুক্তৌ বিদ্যাবিদ্যয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যাভ্যুপগমাদিতি কথমবিদ্যাপরিকল্পিতদোষেণ তদ্বিষয়ং বস্তু পারমার্থিকং ন দুষ্যতীতি তথা চ দৃষ্টান্তো দর্শিতো মরীচ্যম্ভসোষরদেশো ন পঙ্কীক্রিয়ত ইতি সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গদোষোঽপি সংসারসংসারিণোরবিদ্যাকল্পিতত্বোপপত্ত্যা প্রত্যুক্তো নন্ববিদ্যাবত্ত্বমেব ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বদোষস্তৎকৃতঞ্চ দুঃখিত্বাদিপ্রত্যক্ষমুপলভ্যতে ন জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রধর্ম্মত্বাৎ জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎকৃতদোষানুপপত্তেঃ যাবৎ কিঞ্চিৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য দোষজাতমবিদ্যমানমারোপয়সি তস্য জ্ঞেয়ত্বোপপত্তেঃ ক্ষেত্রধর্ম্মত্বমেব ন ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বং ন চ তেন ক্ষেত্রজ্ঞো দুষ্যতি জ্ঞেয়েন হি জ্ঞাতুঃ সংসর্গানুপপত্তেঃ যদি হি সংসর্গঃ স্যাৎ জ্ঞেয়ত্বমেব নোপপদ্যেত যদ্যাত্মনো ধর্ম্মোঽবিদ্যাবত্ত্বং দুঃখিত্বাদি চ কথম্ভোঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে কথম্বা ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মঃ জ্ঞেয়ঞ্চ সর্ব্বং ক্ষেত্রং জ্ঞাতৈব ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যবধারিতেঽবিদ্যাদুঃখিত্বাদেঃ ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বং তস্য চ প্রত্যক্ষোপলভ্যত্বমিতি বিরুদ্ধমুচ্যতেঽবিদ্যামাত্রাবষ্টম্ভাৎ কেবলং অত্রাহ সাবিদ্যা কস্যেতি যস্য দৃশ্যতে তস্যৈব কস্য দৃশ্যত ইত্যত্রোচ্যতে অবিদ্যা কস্য দৃশ্যত ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ কথং দৃশ্যতে চেদবিদ্যা তদ্বন্তমপি পশ্যসি ন চ তদ্বত্যুপলভ্যমানে সা কস্যেতি প্রশ্নো যুক্তো ন হি গোমত্যু-

যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

বিবেকবিষয়ং জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানং মম মতং অন্যত্তু বৃথাপাণ্ডিত্যং বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ তদুক্তং তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। আয়াসায় পরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণমিতি ॥ ৩ ॥

হে ভারত ! তুমি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম রূপ আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞের ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বিদিত হও, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়ের পৃথক্ জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। ভা—আত্মাকার বৃত্তি এবং রত—রমণাবস্থাগত: ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মাকার অখণ্ড বৃত্তিতে (আত্মজ্ঞানে) রতি বা প্রীতি যুক্ত জানিয়া "ভারত" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন অর্থাৎ যে আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যায় ভগবান্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন অর্জ্জুনকে তদ্বিষয়ের নিতান্ত শুশ্রূষু জানিয়াই ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ভগবান্ সকল জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ স্বপ্রকাশ, নিত্য ও বিভু এবং ক্ষেত্রজ্ঞের ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বিরাজ করিতেছেন। ক্ষেত্র মায়ারচিত ও ক্ষেত্রজ্ঞ মায়ার অতীত। এই রূপ উভয়ের ভিন্নতা বুদ্ধি উদয় হইলে জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞানই ভগবানের মতে অবিদ্যান্তকারী, অন্যথা সমস্ত জ্ঞানই অবিদ্যাশ্রিত। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি" এই বাক্যেই চকার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রও গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ ভগবান্‌কে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয় রূপেই জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইদং শরীরমিত্যাদিশ্লোকোপদিষ্টস্য ক্ষেত্রাধ্যায়ার্থস্য সংগ্রহশ্লোকোঽয়মুপন্যস্যতে তৎ ক্ষেত্রং যচ্চেত্যাদি ব্যাচিখ্যাসিতস্য হ্যর্থস্য সংগ্রহোপন্যাসো ন্যায্য ইতি যন্নির্দ্দিষ্টমিদং শরীরং ইতি তৎ ক্ষেত্রমিতি তচ্ছব্দেন পরামৃশতি যচ্চেদং নির্দ্দিষ্টং ক্ষেত্রং তদ্‌যাদৃক্ যাদৃশং স্বকীয়ৈর্ধর্মৈঃ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ কারণাৎ কার্য্যমুৎপদ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ স চ যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্দ্দিষ্টঃ স যৎপ্রভাবঃ যে প্রভাবা উপাধিকৃতাঃ শক্তয়োঽস্য স যৎপ্রভাবশ্চ তৎ

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারী যতশ্চ যৎ।
সচ যোযৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং যথাবিশেষিতং তৎ সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বাক্যতঃ শৃণু শ্রুত্বাবধারয়েত্যর্থঃ॥ ৪॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র যদ্যপি চতুর্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং তথাপি দেহ রূপেণৈব পরিণতায়ামেব তস্যামহং ভাবেনাবিবেকঃ স্ফুটইতি তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তদেব প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে তদিতি। যদুক্তং ময়া তৎক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়দৃশ্যাদিস্বভাবঃ যাদৃক্ যাদৃশঞ্চ ইচ্ছাদিধর্ম্মকং যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদুৎপদ্যতে যৎ চ যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যৎস্বরূপো যৎপ্রভাবশ্চ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ যুক্তস্তং সর্ব্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু॥ ৪॥

এই শরীর রূপ ক্ষেত্রে যেরূপ প্রকৃতিযুক্ত, যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্ম যুক্ত, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকার যুক্ত, এই ক্ষেত্র রূপ কারণ হইতে যেরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যেরূপ স্বভাব ও প্রভাব সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর॥ ৪॥

গীঃ মঃ। দেহ, ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ আদি জড়বর্গরূপ ক্ষেত্র যেরূপ ইচ্ছা দ্বেষাদি ধর্ম্মযুক্ত, ও ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সমস্ত তত্ত্বই কথিত হইতেছে॥ ৪॥

ভাষ্যম্। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং বিবক্ষিতং তৎ স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনার্থং ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভির্বহুধা বহু প্রকারং গীতং কথিতং ছন্দোভিঃ ছন্দাংসি ঋগাদীনি তৈর্নানাবিধৈঃ নানাভাবৈঃ পৃথক্ বিবেকতো গীতং কিঞ্চ ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চ

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।

এবং ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মসূত্রাণি তৈঃ পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রহ্মেতি তানি ব্রহ্মসূত্রপদানি উচ্যন্তে তৈরেব চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্যাথাত্ম্যং গীতমিতি অনুবর্ত্ততে আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদিভিহি ব্রহ্মসূত্রপদৈরাত্মা জ্ঞায়তে হেতুমদ্ভির্যুক্তিযুক্তৈর্বিনিশ্চিতৈর্নিঃসংশয়রূপৈর্নিশ্চিতপ্রত্যয়োৎপাদকৈরিত্যর্থঃ॥ ৫॥

স্বামিকৃত টীকা। তৈঃ নিপুণমুক্তত্বাৎ সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ ঋষিভিরিতি ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন দেহাত্মাদিস্বরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতং। বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈশ্ছন্দোভির্বেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতং ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি। তথা ব্রহ্ম পদ্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতং। কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ কথমসতঃ সজ্জায়েত ইতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়াতীত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্য্যাদিতি এতৎপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈরেকবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং তৎসংগ্রহং সংক্ষেপতস্তুভ্যং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা অথাতো-ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিরিতি পদানি তৈর্হেতুমদ্ভিরীক্ষতের্নাশব্দং আনন্দময়োঽভ্যাসাদিত্যাদি-যুক্তিমদ্ভির্বিনিশ্চিতার্থৈঃ শেষং সমানং॥ ৫॥

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বশিষ্ঠাদি ঋষি-গণ নানা প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন, ঋগাদি বেদও এতদ্বিষয়কে পৃথক্ পৃথক্ রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যুক্তিবাদীগণ নিশ্চয়ার্থকারীগণ এবং ব্রহ্ম সূত্র

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ ।

পদ সকলও ঐ সকল কথা বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

গীঃ সঃ। এই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে শাস্ত্র কোথাও ত্রুটী করেন নাই। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের যোগ শাস্ত্র পাঠ করিলে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। নানা ছান্দোবদ্ধে নানা মন্ত্র, ক্রিয়া কলাপাদি দ্বারা ঋগাদি বেদেও এই তত্ত্ব জানিবার প্রকরণ কথিত হইয়াছে, উপনিষদাদি ব্রহ্মসূত্র রাশিও এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণা দ্বারা নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ছান্দোগ্য উপনিষদে—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো, এই দৃশ্যমান্ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ স্বরূপ ছিল, সেই সৎ স্বরূপ এক ও অদ্বিতীয়। আবার অন্যত্র "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে" এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল, সেই অসৎ এক অদ্বিতীয় এবং এই অসৎ কারণ হইতে এই সৎ কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, এই শেষোক্ত নাস্তিক বাদ নিতান্ত অমূলক, বস্তুতঃ অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি হয় না। আবার সিদ্ধান্ত বাদীগণ উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই রূপ নানাস্থানে নানা ভাবে এই নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। এতাবতের সংক্ষিপ্ত সার ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, এই রূপ আভাস দিলেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ক্ষেত্রাভিমুখীভূতায়ার্জ্জুনায়াহ ভগবান্ মহাভূতানীতি। মহাভূতানি মহান্তি চ তানি ভূতানি সর্ব্ববিকারব্যাপকত্বাৎ। ভূতানি চ সূক্ষ্মাণি ন স্থূলানি স্থূলানি ইন্দ্রিয়গোচরশব্দেনাভিধায়িষ্যন্তে। অহঙ্কারো মহাভূতকারণমহংপ্রত্যয়লক্ষণোঽহঙ্কারকারণং বুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা তৎকারণমব্যক্তমেব চ ন ব্যক্তমব্যাকৃতমীশ্বরশক্তিঃ মম মায়া দুরত্যয়েত্যুক্তং এবশব্দঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ এতাবত্যেবাষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ, চশব্দো ভেদসমুচ্চয়ার্থঃ ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বাক্পাণ্যাদীনি পঞ্চ কর্ম্মনির্ব্বর্ত্তকত্বাৎ কর্ম্মে-

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।

ন্দ্রিয়াণি তানি দশৈকঞ্চ কিং তৎ মন একাদশং সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দা দয়ো বিষয়াস্তান্যেতানি সাংখ্যাশ্চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্যাচক্ষতে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইদানীং আত্মগুণাইতি যানাচক্ষতে বৈশেষিকাস্তেঽপি ক্ষেত্রধর্ম্মা এব ন তু ক্ষেত্রজ্ঞস্যেত্যাহ ভগবান্ ইচ্ছা দ্বেষইতি। ইচ্ছা যজ্জাতীয়ং সুখহেতুমর্থমুপলব্ধবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভ্যমানস্তমাদাতুমিচ্ছতি সুখহেতুরিতি সেয়মিচ্ছান্তঃকরণধর্ম্মো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রং তথা দ্বেষো যজ্জাতীয়মর্থং দুঃখহেতুত্বেনানুভূতবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভ্যমানস্তং দ্বেষ্টি সোয়ং দ্বেষো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব তথা সুখমনুকূলং প্রসন্নং সত্ত্বাত্মকং জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব দুঃখং প্রতিকূলাত্মকং জ্ঞেয়ত্বাত্তদপি ক্ষেত্রং সংঘাতো দেহেন্দ্রিয়াণাং সংহতিস্তস্যামভিব্যক্তান্তঃকরণবৃত্তিঃ তপ্তইব লোহপিণ্ডেঽগ্নিরাত্মচৈতন্যাভাসরসবিদ্ধা চেতনা সা চ ক্ষেত্রং জ্ঞেয়ত্বাৎ ধৃতির্যয়াবসাদং প্রাপ্তানি দেহেন্দ্রিয়াণি ধ্রিয়ন্তে সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রং সর্ব্বান্তঃকরণধর্ম্মোপলক্ষণার্থমিচ্ছাদিগ্রহণং যদুক্তং তদুপসংহরতি এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং সহ বিকারেণ মহদাদিনোদাহৃতমুক্তং যস্য ক্ষেত্রভেদজাতস্য সংহতিরিদং শরীরং ক্ষেত্রং ইত্যুক্তং তৎ ক্ষেত্রং ব্যাখ্যাতং মহাভূতাদিভেদভিন্নং ধৃত্যন্তং ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তৎক্ষেত্রস্বরূপমাহ মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাং। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বং অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি একঞ্চ মনঃ ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব শব্দাদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ তদেবং চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মকানি ॥ ৬ ॥

ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ সংঘাতঃ শরীরং চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ ধৃতির্ধৈর্য্যং এতে চেচ্ছাদয়োযদ্যপ্যাত্মধর্ম্মাঃ অপি তু মনোধর্ম্মাঃ তথাপি ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এবোপলক্ষণমেতৎ সঙ্কল্পাদীনাং তথা চ শ্রুতিঃ কামঃ সংকল্পোবিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিতি

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং ॥ ৭॥

চেতনাৎশব্দঃ ধৃতিঃ মনঃ ইত্যেবেতি। অনেন যাবৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা-নাস্তাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারাগমিচ্ছাদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৭ ॥

পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মন, শ্রোত্রাদির পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি সংক্ষেপতঃ এতাবৎ বিকার যুক্ত পদার্থই ক্ষেত্র নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও এই সকলের কারণীভূত অভিমানলক্ষণ অহংকার, অহঙ্কারের কারণ রূপ অধ্যবসায়-লক্ষণ মহত্তত্ত্ব নামা বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণ রূপ সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণাত্মক প্রধানরূপ অব্যক্ত। ক্ষিতি হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্ত এই আটটি প্রকৃতি নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের অপূর্ব্ব শক্তির নামই মায়া এবং তাহাই অব্যক্ত নামে এখানে উল্লেখ করিয়াছেন; সৃষ্টির মূল জগদ্বিষয়িণী যাহা বৃত্তির নাম ঈক্ষণ, সেই ঈক্ষণই এখানে বুদ্ধি নামে কথিত হইয়াছে; এবং ভগবানের সঙ্কল্পই অহঙ্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রোত্রত্বগাদি ইন্দ্রিয় বর্গ, সংকল্প বিকল্পাত্মক মন, শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ বিষয়, এবং সুখাদিতে স্পৃহা, দুঃখাদিতে দ্বেষ, নিরুপাধি ইচ্ছার বিষয়ী-ভূত ও পরমাত্মা সুখাভিব্যঞ্জক চিত্তবৃত্তির নাম সুখ ও তদ্বিরুদ্ধ ভাবের নাম দুঃখ। পঞ্চ মহাভূতের পরিণাম রূপ ইন্দ্রিয়গণ সহ শরীরের নাম সংঘাত, স্বরূপ জ্ঞানাভিব্যঞ্জক প্রমাজ্ঞান নামা চিত্তবৃত্তির নাম চেতনা, ব্যাকুলিত দেহ ইন্দ্রিয়কে সুস্থির রাখিবার প্রযত্নের নাম ধৃতি। ইচ্ছাদি বৃত্তির উল্লেখে অন্তঃকরণই উপলক্ষিত হইয়াছে, জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত পরিণাম রাশির নাম বিকার। উৎপত্তি বিনাশ ও ক্ষিতি হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই বিকার। এতাবৎকাল বিশিষ্ট পদার্থই ক্ষেত্র নামে খ্যাত ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং ।

শাঙ্করভাষ্যং। ক্ষেত্রজ্ঞো বক্ষ্যমাণবিশেষণো যস্য সপ্রভাবস্য ক্ষেত্রজ্ঞ পরিজ্ঞানাদমৃতত্বং ভবতি তং জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা সবিশেষণং স্বয়মেব বক্ষ্যতি ভগবানধুনা তু তজ্জ্ঞানসাধনগণমমানিত্বাদিলক্ষণং যস্মিন্ সতি তৎ জ্ঞেয়বিজ্ঞানযোগ্যোঽধিকৃতো ভবতি যৎপরঃ সংন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ উচ্যতে তমমানিত্বাদিগুণং জ্ঞানসাধনত্বাৎ জ্ঞানশব্দবাচ্যং বিদধাতি ভগবান্ অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং মানিনো ভাবো মানিত্বমাত্মনঃ শ্লাঘনমুদভাবোঽমানিত্বমদম্ভিত্বং স্বধর্ম্মপ্রকটীকরণং দম্ভিত্বং তদভাবো দম্ভিত্বমহিংসা অহিংসনং প্রাণিনামপীড়নং ক্ষান্তিঃ পরাপরাধে অবিক্রিয়ার্জ্জবমৃজুভাবোঽবক্রত্বমাচার্য্যোপাসনং মোক্ষসাধনোপদেষ্টুরাচার্য্যস্য শুশ্রূষাদিপ্রয়োগেন সেবনং শৌচং কায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনমন্তশ্চ মনসঃ প্রতিপক্ষভাবনয়া রাগাদিমলানামপনয়নং শৌচং স্থৈর্য্যং স্থিরভাবো মোক্ষমার্গ এব কৃতাধ্যবসায়ত্বমাত্মবিনিগ্রহঃ আত্মন উপকারকস্যাত্মশব্দবাচ্যস্য কার্য্যকারণসংঘাতস্য বিনিগ্রহঃ স্বভাবেন সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তস্য সন্মার্গ এব নিরোধ আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীমমানিত্বমিত্যাদিপঞ্চভিঃ ক্ষেত্রলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তজ্জ্ঞানসাধনান্যাহ অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যং অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যং অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনং ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বং আর্জ্জবমবক্রতা আচার্য্যোপাসনং সদ্গুরুসেবনং শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনং। তথা চ স্মৃতিঃ। শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরমিতি। স্থৈর্য্যং সন্মার্গপ্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

অমানিত্ব, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য ও আত্মনিগ্রহ এতাবৎ জ্ঞান স্বরূপে কথিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

গীঃ সঃ। আপনাতে বিদ্যমান বা অবিদ্যমান গুণের দ্বারা আত্ম-

আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৮॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।

দান বা পূজা, শ্রাদ্ধ, পূজা বা খ্যাতির জন্য নিজ ধার্ম্মিকতাদি লোক সমক্ষে প্রকাশ না করা, কায় মনো বাক্যে কাহারও হিংসা না করা, অনিষ্ট করিলে ক্ষমতা সত্ত্বে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করা, হৃদয়ে ও বাহিরে সমান বা অকুটিল ব্যবহার করা, ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টা গুরুকে পূজা নমস্কারাদি করা, অন্তর্বাহ্যের পবিত্রতা, মনশ্চাঞ্চল্যের নিরোধ ও মুক্তিপ্রতিকূল বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক আত্মাকে ব্রহ্ম স্বরূপে ব্যবস্থাপন করা, জ্ঞান সাধন বলিয়া উক্ত হইল ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু বিরাগভাবো বৈরাগ্যমনহঙ্কারোঽহঙ্কারাভাব এব চ জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদিদুঃখান্তেষু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনং আলোচনং জন্মনি গর্ভবাসযোনিদ্বারনিঃসরণং দোষস্তস্যানুদর্শনং আলোচনং তথা মৃত্যৌ দোষানুদর্শনং তথা জরায়াং প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধদোষানুদর্শনং আলোচনং পরিভূততা চেতি তথা ব্যাধিষু শিরোরোগাদিষু দোষানু-দর্শনং তথা দুঃখেষু অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবনিমিত্তেষু অথ বা দুঃখান্যেব দোষো দুঃখদোষস্তস্য জন্মাদিষু পূর্ব্ববদনুদর্শনং দুঃখং জন্ম দুঃখং জরা দুঃখং মৃত্যুর্দুঃখং ব্যাধয়ো দুঃখনিমিত্তত্বাজ্জন্মাদয়ো দুঃখং দুঃখানি ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখমিত্যেবং জন্মাদিষু দুঃখদোষানুদর্শনাৎ দেহেন্দ্রিয়বিষয়-ভোগেষু বৈরাগ্যমুপজায়তে ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তিঃ করণানামাত্ম-দর্শনায় এবং জ্ঞানহেতুত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনং ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষ-যোরনুদর্শনং পুনঃপুনরালোচনং দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৯ ॥

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারাদি, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দোষ এতা-দ্বয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা। ৯।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং ॥ ৯ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

গীঃ সঃ। বিষয়ভোগে অস্পৃহা, লোকে ভাল বলুক বা না বলুক অথচ আপনাকে যে ভাল বলিয়া বোধ হয়, এই জ্ঞান না থাকা, মাতৃগর্ভে বাস ও মাতৃযোনি দিয়া নিষ্ক্রমণ, মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করিয়া প্রাণের উৎক্রমণ, অত্যন্ত স্থবিরাবস্থা, জরাতিসারাদি ব্যাধি, দুঃখ, ও কফ পিত্তাদি জন্য শারীরিক দোষ এতাবতের ক্লেশকারিতা সর্ব্বদা চিন্তা করা, জ্ঞান লাভের একান্ত অনুকূল। অর্থাৎ এতদালোচনায় কদর্য্য ক্লেশময় দেহ ধারণের বাসনা ক্ষীণ হইয়া আসে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। অসক্তিঃ সক্তিঃ সঙ্গনিমিত্তেষু বিষয়েষু প্রীতিমাত্রং তদভাবোঽসক্তিরনভিষঙ্গোঽভিষঙ্গাভাবোঽভিষঙ্গো নাম আসক্তিবিশেষ এবানন্যাত্মভাবনালক্ষণো যথা অন্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি বাহমেব সুখী দুঃখী চ জীবতি মৃতে বাহমেব জীবামি মরিষ্যামি চেতি ক্বেত্যাহ পুত্রদারগৃহাদিষু পুত্রেষু দারেষু আদি গ্রহণাদন্যেষ্বপ্যত্যন্তেষ্টেষু দাসবর্গাদিষু তচ্চোভয়ং জ্ঞানার্থত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বং তুল্যচিত্ততা ক্ব ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ইষ্টানামনিষ্টানাং চোপপত্তয়ঃ সম্প্রাপ্তয়স্তাস্বিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যমেব তুল্যচিত্ততা ইষ্টোপপত্তিষু ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি চানিষ্টোপপত্তিষু তচ্চৈতন্নিত্যং সমচিত্তত্বং জ্ঞানং ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষু অসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী চেত্যধ্যাসাতিরেকাভাবঃ, ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বং ॥ ১০ ॥

পুত্র, স্ত্রী, গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখ দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা ও ইষ্টানিষ্ট লাভে সমচিত্ততা ॥ ১০ ॥

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।

শ্রীঃ সঃ। কোন পদার্থে আমার বলিয়া আসক্তি না থাকা, অন্যেতে মমতা বুদ্ধি বা সহানুভূতি জন্য অন্যের সুখে আপনাকে সুখী ও অন্যের দুঃখে আপনাকে দুঃখী মনে না করা এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে প্রসন্ন বা ক্ষুণ্ণ না হইয়া সমভাবাপন্ন থাকা ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ ময়ি চেতি। ময়ি চেশ্বরেঽনন্যযোগেনাপৃথক্-সমাধিনা নান্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরোঽস্ত্যতঃ স এব নো গতিরিত্যেবং নিশ্চিতাঽব্যভিচারিণী বুদ্ধিরনন্যযোগস্তেন ভজনং ভক্তির্ন ব্যভিচরণ-শীলা অব্যভিচারিণী সা চ জ্ঞানং বিবিক্তদেশসেবিত্বং বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বাঽশুচ্যাদিভিঃ সর্পব্যাঘ্রাদিভিশ্চ রহিতঃ অরণ্যনদীপুলিনদেব-গৃহাদিভির্বিবিক্তোদেশস্তং সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তদেশসেবী তদ্ভাবোবিবিক্তদেশসেবিত্বং বিবিক্তেষু হি দেশেষু চিত্তং প্রসীদতি যতস্তত আত্মাদিভাবনা বিবিক্তে উপজায়তেঽতোবিবিক্তদেশসেবিত্বং জ্ঞানমুচ্যতে অরতিররমণং জনসংসদি তত্র জনানাং প্রাকৃতানাং সংস্কারশূন্যানামবিনীতানাং কলহোন্মুখিতাচঞ্চলানাং সংসৎ সমবায়োজন-সংসন্ন সংস্কারবতাং বিনীতানাং সংসত্তস্যাজ্ঞানোপকারকত্বাৎ অতঃ প্রাকৃতজনসংসদারতির্জ্ঞানার্থত্বাৎ জ্ঞানং ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ময়ীতি। পরমেশ্বরে চানন্যযোগেন সর্বাত্ম-দৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদকরস্তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং, প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতিরপ্রীতিঃ ॥ ১১ ॥

আমাতে অনন্যযোগ পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি করা; নির্জ্জন স্থানে নিবাস, ও বিষয়ী লোকের সভায় অপ্রীতি ॥ ১১ ॥

শ্রীঃ সঃ। ভগবান্ ব্যতীত আমার গতি মুক্তি বা আশ্রয়স্থান নাই, এইরূপ অনন্যভাবে ভগবানে অকপট প্রেম করা, যে দেশ স্বভাবতঃ

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং।

ভয়, সর্প ব্যাঘ্রাদির উপদ্রব বর্জ্জিত ও চিত্ত প্রসাদকর সেই বিবিক্ত প্রদেশে একাকী বাস, এবং জ্ঞান ভক্তি বর্জ্জিত বিষয়ভোগলম্পট ভগবদ্বিমুখ লোকের সমাগম ত্যাগ করা জ্ঞান সাধনের পরমানুকূল। "সঙ্গত্যাগ" কথাটি শাস্ত্র কুসঙ্গত্যাগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

"সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ সচেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজং ॥"

মুমুক্ষু ব্যক্তি কাহারই সঙ্গ করিবেন না, যদি সঙ্গত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়েন, তবে সৎসঙ্গ করিবেন, কেননা সৎসঙ্গ ভবরোগের মহৌষধ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বমাত্মাদিবিষয়ং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যভাবো নিত্যত্বমমানিত্বাদীনাং জ্ঞানসাধনানাং ভাবানাং পরিপাকনিমিত্তং তত্ত্বজ্ঞানং তস্যার্থো মোক্ষঃ সংসারোপরমস্তস্যালোচনং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং তত্ত্বজ্ঞানফলালোচনে হি তৎসাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি এতদমানিত্বাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তমুক্তং, জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানার্থত্বাৎ অজ্ঞানমদো তস্মাৎ যথোক্তাদন্যথাবিপর্য্যয়েণ মানিত্বং হিংসা ক্ষান্ত্যনার্জ্জবমিত্যাদ্যজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং পরিহরণায় সংসারপ্রবৃত্তিকারণত্বাদিতি ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ তত্ত্বম্পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ, তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ, এতদমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদিবিংশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভির্জ্ঞানসাধনত্বাৎ অতোঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি তদজ্ঞানমিতি জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অধ্যাত্ম জ্ঞাননিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থে দর্শন এবং

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১২॥

অমানিত্বাদি জ্ঞানাঙ্গ সমূহ জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, এ তদ্বিপরীত সমস্তই অজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শ্রীঃ সঃ। আত্মানাত্মবিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভার্থ একান্ত নিষ্ঠা, "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" আত্মজ্ঞান প্রযোজক দর্শন এবং অমানিত্বাদি সাধনের পরিপাক ফল স্বরূপ "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞান তত্ত্ব বলিয়া এতাবৎ জ্ঞান নামে উক্ত হইয়া থাকে; এতদ্বিরুদ্ধ সমস্তই অজ্ঞান ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যথোক্তেন জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি। ননু যমা নিয়মাশ্চামানিত্বাদয়ো ন তে জ্ঞেয়াঃ, ন হ্যমানিত্বাদিকস্য চিদ্বস্তুনঃ পরিচ্ছেদকং দৃষ্টং, সর্ব্বত্রৈব যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তদেব তস্য জ্ঞেয়স্য পরিচ্ছেদকং দৃশ্যতে, নহ্যন্যবিষয়েণ জ্ঞানেনান্যদুপলভ্যতে যথা ঘটবিষয়েণ জ্ঞানেনাগ্নির্নৈষ দোষঃ জ্ঞান নিমিত্তত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে ইতি হ্যবোচাম জ্ঞানসহকারিকারণত্বাচ্চ জ্ঞেয়মিতি জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ যথাবদ্বক্ষ্যামি কিং ফলং তদিতি প্ররোচনেন শ্রোতুরভিমুখীকরণায়াহ যৎ জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বা অমৃতত্বমশ্নুতে ন পুনর্ম্রিয়তইত্যর্থঃ, অনাদিমৎ আদিরস্যাস্তীত্যাদিমৎ ন আদিমদনাদিমৎ কিং তৎ পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মিতি প্রকৃতমত্র কেচিৎ অনাদিমৎ পরমিতি পদং ছিন্দন্তি বহুব্রীহিণোক্তেঽর্থে মতুপ আনর্থক্যমনিষ্টং স্যাদিত্যর্থবিশেষঞ্চ দর্শয়ন্ত্যহং বাসুদেবাখ্যা পরা শক্তির্যস্য তন্মৎপরমিতি সত্যমেবমপুনরুক্তং স্যাদর্থশ্চেৎ সম্ভবতি নত্বর্থঃ সম্ভবতি ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধেনৈব বিজিজ্ঞাপয়িষিতত্বান্ন সত্তন্নাসদুচ্যতইতি বিশিষ্টশক্তিমত্ত্বপ্রদর্শনং বিশেষপ্রতিষেধশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধঃ তস্মান্মতুপো বহুব্রীহিণা সমানার্থত্বেঽপি প্রয়োগঃ শ্লোকপূরণার্থঃ অমৃতত্বফলং জ্ঞেয়ং ময়োচ্যতইতি প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ ন সত্তৎ জ্ঞেয়মুচ্যতইতি নাপ্যসত্তদুচ্যতে ননু মহতা পরিকর কণ্ঠরবেণোদ্ঘোষ্য জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামী-

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।

ত্বানস্বরূপমুক্তং ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ইতি সং অস্বরূপমেবোক্তং কথং সর্ব্বাসু উপনিষৎসু জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম নেতি নেত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদিবিশেষপ্রতিষেধেনৈব নির্দ্দিশ্যতে নেদং তদিতি বাচোগোচরত্বাগ্নু তদস্তি শব্দবাচ্যমেবোচ্যতে অন্যান্যশব্দেন নোচ্যতে যৎ নাস্তি তৎ জ্ঞেয়ং বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চ জ্ঞেয়ং তদস্তিশব্দেননোচ্যতইতি চ ন তাবন্নাস্তি নাস্তিবুদ্ধ্যবিষয়ত্বাদনু সর্ব্বা-বুদ্ধয়োহস্তিনাস্তিবুদ্ধ্যনুগতা এবতত্রৈবং সতি জ্ঞেয়মপ্যস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়-বিষয়ং বাস্তানাস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বাস্যান্নাতীন্দ্রিয়ত্বেনোভয়বুদ্ধ্যনু-গত প্রত্যয়াবিষয়ত্বাৎ যদ্ধীন্দ্রিয়গম্যং বস্তু ঘটাদিকং তদস্তিবুদ্ধ্যনুগত-প্রত্যয়বিষয়ং বাস্যান্নাস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা ইদন্তু জ্ঞেয়মতীন্দ্রিয়-ত্বেন শব্দৈকপ্রমাণগম্যত্বান্ন ঘটাদিবদুভয়বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়মিত্যতো ন সত্তন্নাসদিত্যুচ্যতে যত্তূক্তং বিরুদ্ধমুচ্যতে জ্ঞেয়ং যন্নসত্তন্নাসদুচ্যতে ইতি ন বিরুদ্ধমন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি শ্রুতেঃ শ্রুতিরপি বিরুদ্ধার্থেতি চেৎ যথা যজ্ঞায় শালা মারভ্য কোহি তদ্বেদ যদামুষ্মিন্ লোকেহস্তি বা নবেতীত্যেবমিতিচেৎ ন বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যচ্ছ্রুতের-বশ্যাবজ্ঞেয়ার্থ প্রতিপাদনপরত্বাৎ যদামুষ্মিন্নিত্যাদি তু বিধিশেষোর্থবাদ-উপপত্তেশ্চ সদাদিশব্দৈঃ ব্রহ্ম নোচ্যতইতি সর্ব্বোহি শব্দোর্থপ্রকাশনায় প্রযুক্তঃ শ্রূয়মাণশ্চ শ্রোতৃভির্জাতি ক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেণ সঙ্কেতগ্রহণং সব্যপেক্ষোর্থং প্রত্যায়য়তি নান্যথা দৃষ্টত্বাৎ তৎযথা গৌরশ্বইতি বা জাতিতঃ পচতীতি বা ক্রিয়াতঃ শুক্লঃ কৃষ্ণইতি বা গুণতোধনী গোমা-নিতি চ সম্বন্ধতো ন তু ব্রহ্ম জাতিমদতো ন সদাদিশব্দবাচ্যং নাপি গুণবৎ যেন গুণ শব্দেনোচ্যতে নির্গুণত্বান্নাপি ক্রিয়াশব্দবাচ্যং নিষ্ক্রিয়ত্বা-ন্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিতি শ্রুতেঃ নচ সম্বন্ধোকত্বাদদ্বয়ত্বাদবিষয়ত্বাদাত্ম-ত্বাচ্চ ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যতইতি যুক্তং যতোবাচোনিবর্ত্তন্তইত্যাদি-শ্রুতিভিশ্চ ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এভিঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়ং তদাহ জ্ঞেয়মিতি ষড়্ভিঃ। যজ্জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি যৎজ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি কিং তৎ, অনাদিমৎ আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্ম্মতুপ্প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ। যদ্বা অনা-

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

দীতি মৎ পরমেতি পদদ্বয়ং মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ ন সদিত্যাদি. বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে নিষেধবিষয়স্ত্বসচ্ছব্দেনোচ্যতে ইদন্তু তদুভয়বিলক্ষণমবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ॥১৩॥

হে অর্জ্জুন! এক্ষণে মুমুক্ষুদিগের জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় তোমাকে বলিতেছি; যাঁহাকে বিদিত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, সেই অনাদিমৎ পরব্রহ্ম, সৎও নহেন ও অসৎও নহেন ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্বোক্ত বিধিতে জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহাকে জানিতে হয়, এক্ষণে ভগবান্ তাঁহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন। আবার তাঁহাকে জানিয়াই বা লাভ কি এই সংশয় ভঞ্জনার্থ বলিলেন. যে তাঁহাকে জানিলে মুমুক্ষুগণ অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি অনাদিমৎ=সমস্ত কারণের কারণ স্বরূপ এবং দেশ কাল পরিচ্ছেদ শূন্য পরমাত্মা। ("অনাদিমৎ পরং" এতৎ পদের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ ভিন্ন ২ পন্থানুসরণ করিয়াছেন। কেহ বলেন "আদিমৎ" শব্দে কার্য্য এবং পরং শব্দে কারণ অর্থাৎ যিনি কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত; কেহ "অনাদি+মৎপরং" এই রূপ পদচ্ছেদ করিয়া বলেন. যে ব্রহ্ম আদি বা উৎপত্তি বর্জ্জিত এবং মৎপর অর্থাৎ আমার (সগুণ ব্রহ্মের) অতীত তিনিই মৎপর। "অস্তি" আছেন বলিয়া তিনি প্রমাণ গত বিষয় নহেন, এবং "নাস্তি" পদ বাচ্য তিনি নিষেধমুখ প্রমাণেরও বিষয় নহেন। তিনি নির্ব্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ। নাম, রূপ, গুণ আদি দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা হয় না ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যং। সচ্ছব্দপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাদসত্ত্বাশঙ্কায়াং জ্ঞেয়স্য সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিদ্বারেণ তদস্তিত্বং প্রতিপাদয়ন্নাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চাস্যেতি সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ জ্ঞেয়ং সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিভিঃ ক্ষেত্রজ্ঞাস্তিত্বং বিভাব্যতে ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ ক্ষেত্রোপাধিত উচ্যতে ক্ষেত্রঞ্চ পাণিপাদাদিভিরনেকধা ভিন্নং ক্ষেত্রোপাধিভেদকৃতং বিশেষজাতং মিথ্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্যেতি তদপ-

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

অয়নেন জ্ঞেয়ত্বমুক্তং ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ইতি উপাধিকৃতং মিথ্যারূপম- স্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেয়ধর্ম্মবৎ পরিকল্প্যোচ্যতে সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিত্যাদি তথাহি সম্প্রদায়বিদাং বচনমধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে ইতি সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহাবয়বত্বেন গম্যমানাঃ পাণিপাদাদয়ো জ্ঞেয়শক্তিসদ্ভাব- নিমিত্তস্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়সদ্ভাবে লিঙ্গানি জ্ঞেয়স্যেত্যুপচারত উচ্যন্তে তথা ব্যাখ্যেয়মন্যৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ জ্ঞেয়ং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্ব- তোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ সর্ব্বত্র শ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ং তৎ যস্য তৎ শ্রুতিমল্লোকে প্রাণিনিকায়ে সর্ব্বমাবৃত্য সংব্যাপ্য তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ঐক্যবেদং সর্ব্বমিত্যাদি শ্রুতিভির্বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য পরাস্য শক্তির্বি- বিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচি- ন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মকং তস্য দর্শয়ন্নাহ সর্ব্বত ইতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্তং সৎ লোকে সর্ব্বমাবৃত্য, ব্যাপ্য তিষ্ঠতি সর্ব্বপ্রাণি প্রবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিরুপাধিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদ- ত্বেনতিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বত্র যাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র যাঁহার নেত্র, শির ও মুখ, সর্ব্বত্র যাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং যিনি সমস্ত অচেতন পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

গীঃ সঃ। পাণিপদাদি হস্ত পদ নেত্র শির আদি ইন্দ্রিয় বর্গের প্রবৃত্তি শক্তি রূপে সর্ব্বত্র যিনি বিরাজ করেন, এবং যিনি সমস্ত অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠান স্বরূপ ও যাঁহার সত্তায় সমস্ত পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে, তিনি চৈতন্য স্বরূপ বিভু, তিনিই মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয় পদার্থ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং ।

শাঙ্করভাষ্যম্। উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াধ্যারোপণাজ্জ্ঞেয়স্য তদ্বত্তাশঙ্কা মা ভূদিত্যেবমর্থঃ শ্লোকারম্ভঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বাণি চ তানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াখ্যান্যন্তঃকরণে চ বুদ্ধিমনসী জ্ঞেয়োপাধিত্বস্য তুল্যত্বাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রহণেন গৃহ্যন্তে অপি চান্তঃকরণোপাধিদ্বারেণৈব শ্রোত্রাদীনামপ্যুপাধিত্বমিত্যতোঽন্তঃকরণবহিঃকরণোপাধিভূতৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈরধ্যবসায়সঙ্কল্পশ্রবণবচনাদিভিরবভাসত ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি শ্রুতেঃ কস্মাৎ পুনঃ কারণান্ন ব্যাপৃতমেবেতি গৃহ্যত ইত্যত আহ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং সর্ব্বকরণরহিতমিত্যর্থঃ অতো ন করণব্যাপারৈর্ব্যাপৃতং তজ্জ্ঞেয়ং যস্ত্বয়ং মন্ত্রোঽপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপাধিগুণানুগুণ্যভজনশক্তিমত্তজ্জ্ঞেয়মিত্যেবং প্রদর্শনার্থো ন তু সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়াবত্ত্বপ্রদর্শনার্থঃ। অন্ধো মণিমবিন্দদিত্যাদিমন্ত্রার্থবত্তস্য মন্ত্রস্যার্থো যস্মাৎ সর্ব্বকরণবর্জ্জিতং জ্ঞেয়ং তস্মাদসক্তং সর্ব্বসংশ্লেষবর্জ্জিতং যদ্যপ্যেবং তথাপি সর্ব্বভৃচ্চ এব সদাস্পদং হি সর্ব্বং সর্ব্বত্র সদ্বুদ্ধ্যনুগমান্ন হি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োঽপি নিরাস্পদা ভবন্ত্যতঃ সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বং বিভর্ত্তি চেতি স্যাদিদঞ্চান্যৎ জ্ঞেয়স্য সত্ত্বাধিগমদ্বারং নির্গুণং সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাস্তৈর্ব্বর্জ্জিতং তৎ জ্ঞেয়ং তথাপি গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং শব্দাদিদ্বারেণ সুখদুঃখমোহাকারপরিণতানাং ভোক্তৃ চোপলব্ধৃ তজ্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণাভাসত ইতি তথা, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ানাভাসয়তীতি বা সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জ্জিতঞ্চ। তথা চ শ্রুতিঃ। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদি অসক্তং সঙ্গশূন্যং তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বস্যাধারভূতং তথৈব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকং ॥ ১৫ ॥

তিনি ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে তাসমান,

অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

তিনি সর্ব্ব সম্বন্ধ বিহীন হইয়াও সমস্ত পদার্থই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ও তিনি সত্ত্বাদি গুণ রহিত ও তত্তদ্‌গুণের ভোক্তা রূপে বিদ্যমান ॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। তাঁহার নিজ ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু তাঁহার শক্তি ভিন্ন হস্ত পদাদির কার্য্য কেহ করিতে পারেনা, শ্রবণ, কথন, সংকল্প, নিশ্চয় আদি, শ্রোত্র, বাক্, মন, বুদ্ধির ক্রিয়াও তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত, সেই পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনিই, তিনি চক্ষু হীন হইয়াও দর্শন করেন, শ্রোত্র বর্জ্জিত হইয়াও শ্রবণ করেন, আবার তিনি কাহারও সঙ্গ বা সম্বন্ধ যুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ত্রিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি স্বয়ং নির্গুণ অথচ গুণ সমূহ উপলব্ধি করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" তিনি সকলের সাক্ষী, চৈতন্য স্বরূপ, অদ্বিতীয় ও গুণবর্জ্জিত ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ বহিরন্তরিতি। বহিস্ত্বক্পর্য্যন্তং দেহমাত্মত্বেনাবিদ্যাকল্পিতমপেক্ষ্য তমেবাবধিং কৃত্বা বহিরুচ্যতে তথা প্রত্যগাত্মানমপেক্ষ্য দেহমেবাবধিং কৃত্বান্তরুচ্যতে বহিরন্তশ্চেত্যুক্তে মধ্যে অভাবে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে অচরমেব চ যচ্চরাচরং দেহাভাসমপি তদেব জ্ঞেয়ং যথা রজ্জুসর্পাভাসং যদ্যচরঞ্চরমেব চ স্যাদ্ব্যবহারবিষয়ং সর্ব্বং জ্ঞেয়ং কিমর্থমিদমিতি সর্ব্বৈর্ন বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে সত্যং সর্ব্বাভাসং তথাপি ব্যোমবৎ সূক্ষ্মমতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্বেন রূপেণ তৎ জ্ঞেয়মপ্যবিজ্ঞেয়মবিদুষাং বিদুষান্ত্বাত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যাদি প্রমাণতো নিত্যং বিজ্ঞাতং অবিজ্ঞাততয়া দূরস্থং বর্ষসহস্রকোট্যাপ্যবিদুষামপ্রাপ্যত্বাদন্তিকে চ তদাত্মত্বাৎ বিদুষাং ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গানামন্তর্ব্বহি-র্জলমিব অচরং স্থাবরং চরঞ্চ জঙ্গমং ভূতজাতং তদেব কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাদবিজ্ঞেয়ং ইদং তদিতি স্পষ্ট-জ্ঞানার্হং ন ভবতি। অতএবাবিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থং অব-

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৬॥

আয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তৎ নিত্যসান্নিধ্যাৎ। তথা চ মন্ত্রঃ। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতইতি। এজতি চলতি নৈজতি ন চলতি তৎ উ অন্তিকে ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৬॥

সমস্ত বস্তুরই বাহ্য ও অভ্যন্তর তিনি, স্থাবর ও জঙ্গমও তিনি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জন্য অবিজ্ঞেয় তিনি, তিনি দূর হইতেও দূরে ও অতি নিকট হইতেও নিকট॥ ১৬॥

গীঃ সঃ। যেমন কুণ্ডলের ভিতর ও বাহির সর্ব্বত্রই স্বর্ণ, অর্থাৎ স্বর্ণ ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ দৃশ্য জগতের বাহ্য অভ্যন্তর সমস্তই তিনি, অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই তিনি। তিনি "সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং" (শ্রুতিঃ) সুতরাং শতকোটি বর্ষ চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে বিদিত হওয়া যায় না। অবিশ্বাসী, অবিবেকী ও বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তির পক্ষে তিনি দূর হইতেও অতি দূরে প্রতীত হয়েন, আবার ভক্তিমান্ বিবেকবৈরাগ্যবান্ ও সংযতাত্ম পুরুষের পক্ষে তিনি নিকট হইতেও অতি নিকট বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বাম্যং। কিঞ্চ অবিভক্তমিতি। অবিভক্তঞ্চ প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকং ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু বিভক্তমিব চ স্থিতং দেহেম্বেব বিভাব্যমানত্বাৎ ভূতভর্তৃ চ ভূতানি বিভর্ত্তীতি তৎ জ্ঞেয়ং ভূতভর্তৃ চ স্থিতিকালে প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু চ প্রভবনশীলং যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদের্মিথ্যাকল্পিতস্য॥ ১৭॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষবিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিতং চ সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্য ভবতি তৎ বক্ষ্যমাণং জ্ঞেয়ং

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

ভূতানাং ভর্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলং ॥ ১৭ ॥

তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্ত থাকিয়াও প্রত্যেক প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়েন, তিনি ভূত সকল ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ভূত সকলের সংহর্ত্তা ও উৎপাদনকর্ত্তা ॥ ১৭ ॥

গীঃ গঃ। যেমন অগ্নি এক হইয়াও ভিন্ন ২ কাষ্ঠদণ্ডে স্থিতি নিবন্ধন ভিন্ন ২ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভিন্ন ২ প্রাণীতে এক পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বোধ হয়। পাছে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরব্রহ্মে অর্জ্জুনের ভিন্নতা বোধ হয় এই জন্য ভগবান্ কহিলেন, যে তাঁহাতেই ভূত সকলের স্থিতি, তাঁহাতেই লয় ও তাঁহা হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মই সমস্ত ভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ সর্ব্বত্র বিদ্যমানং সন্নোপলভ্যতে চেৎ জ্ঞেয়-তমস্তর্হি ন, কিং তর্হি জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাম্ আদিত্যাদীনামপি তৎ জ্ঞেয়ং জ্যোতিঃ আত্মচৈতন্যজ্যোতিষেদ্ধানি হি আদিত্যাদীনি জ্যোতীংষি দীপ্যন্তে যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ স্মৃতেশ্চ ইহৈব যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যাদেস্তমসোঽজ্ঞানাৎ পরমস্পৃষ্টমুচ্যতে জ্ঞানমিতি। জ্ঞানাদেঃ দুর্লভত্বে প্রাপ্তে উত্তম্ভনার্থমাহ জ্ঞানমমানিত্বাদি জ্ঞেয়ং জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনোক্তং জ্ঞানগম্যং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সৎ জ্ঞানফলমিতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে জ্ঞায়মানন্তু জ্ঞেয়ং তদেতত্ত্রয়মপি হৃদি বুদ্ধৌ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বিষ্ঠিতং বিশেষেণ স্থিতং ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তৎজ্যোতিঃ প্রকাশকং, যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিস্তম

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। তত্রৈব হি এবং ত্রিভাষ্যতে যথোক্তার্থোঽয়ং শ্লোক-আরভ্যতে ইতি ক্ষেত্রমিতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং তথা জ্ঞানমমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনপর্য্যন্তং জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি তমসঃ পরমুচ্যত ইত্যেবমন্তমুক্তং সমাসতঃ সংক্ষেপত এতাবান্ সর্ব্বো হি বেদার্থো গীতার্থশ্চোপসংহৃত্যোক্তোঽস্মিন্ সম্যক্ দর্শনে কোঽধিক্রিয়ত-ইত্যুচ্যতে মদ্ভক্তো মমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেবে সমর্পিতসর্ব্বাত্ম-ভাবো যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি বা সর্ব্বমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যেবং গ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্মদ্ভক্তঃ স মদ্ এতৎ যথোক্তং সম্যক্ দর্শনং বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় মম ভাবো মদ্ভাবঃ পরমাত্মভাবস্তস্মৈ পরমাত্মভাবায়োপপদ্যতে যুজ্যতে ঘটতে মোক্ষং গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদিধৃত্যন্তং তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বা-দিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভির্বিস্তরেণোক্তং সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তং, এতচ্চ পূর্ব্বা-ধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৯ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে ক্ষেত্র জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতাবৎ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলাম; আমার ভক্তগণ এই ক্ষেত্রাদি পদার্থত্রয় বিদিত হইয়া মদ্ভাব লাভের উপযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীঃ সঃ। মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, অমানিত্ব হইতে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন-পর্য্যন্ত জ্ঞান এবং "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" হইতে "হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্" পর্য্যন্ত জ্ঞেয় ব্রহ্মের বিষয় ভগবান্ সংক্ষেপে (শ্রুতি স্মৃত্যাদিতে ইহার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত লক্ষণ যুক্ত ভগবদ্ভক্তগণই এতাবদ্বিষয় বিশদরূপে অবগত হইয়া ভগবদ্ভাব লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাহারা

মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

বিষয় ভোগ তুচ্ছ বোধ করিয়া ভগবান্‌কেই পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই সুযোগ্য অধিকারী ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র সপ্তমে ঈশ্বরস্য দ্বে প্রকৃতী উপন্যস্তে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে এতদ্যোনীনি ভূতানীতি চোক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়যোনিত্বং কথং ভূতানামিত্যয়মর্থোঽধুনোচ্যতে প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈবেশ্বরস্য প্রকৃতী তৌ প্রকৃতিপুরুষাবুভাবপ্যনাদী ন বিদ্যতে আদির্যয়োস্তাবনাদী নিত্যত্বাদীশ্বরস্য তৎপ্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুং প্রকৃতিদ্বয়বত্ত্বমেব হি ঈশ্বরস্যেশ্বরত্বং যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুস্তে দ্বে অনাদী সত্যৌ সংসারস্য কারণং ন আদী অনাদী ইতি তৎপুরুষসমাসং কেচিদ্বর্ণয়ন্তি তেন হি কেবলেশ্বরস্য কারণত্বং সিধ্যতি যদি পুনঃ প্রকৃতিপুরুষাবেব নিত্যৌ স্যাতাং তৎকৃতমেব জগন্নেশ্বরস্য জগতঃ কর্তৃত্বং তদসৎ প্রাক্ প্রকৃতিপুরুষয়োরুৎপত্তেরীশিতব্যাভাবাৎ ঈশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ সংসারস্য নির্নিমিত্তত্বে নির্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ বন্ধমোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ নিত্যত্বে পুনরীশ্বরপ্রকৃত্যোঃ সর্বমেতদুপপন্নং ভবেৎ কথং বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিকারান্ বুদ্ধ্যাদিদেহেন্দ্রিয়ান্তান্ গুণাংশ্চ সুখদুঃখমোহপ্রত্যয়াকারপরিণতান্ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকারকারণশক্তিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সা সম্ভবো যেষাং বিকারাণাং গুণানাঞ্চ তান্ বিকারান্ গুণাংশ্চ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিপরিণামান্ ॥২০॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতমিদানীং যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেত্যেতৎ প্রপঞ্চয়তি পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমত্ত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তেঃ অনাদিত্বমাহ উভাবপ্যনাদী বিদ্ধি অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব অত্র পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চানাদিত্বং শ্রীশঙ্করভগবদ্ভাষ্যকারাদিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে, বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥২০॥

দীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সংভূতান্ বিদ্ধি॥ ২০॥

প্রকৃতি ও পুরুষ এ উভয়ই অনাদি; বিকার সমূহ ও গুণ সমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা তুমি বিদিত হও॥ ২০॥

গীঃ সঃ। ভগবানের শক্তি মায়া, অজ্ঞান ও অবিদ্যা এই তিন নামে প্রসিদ্ধ। মায়াশক্তি সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টপ্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা অপরা প্রকৃতি বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে; সেই ক্ষেত্র নামা অপরা প্রকৃতি এখানে "প্রকৃতি" শব্দে কথিত হইল। এবং ইতি পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জীবনামা পরাপ্রকৃতি কথিত হইয়াছে, এখানে তাহাই পুরুষ বলিয়া উক্ত হইল। এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। আকাশাদি পঞ্চভূত ও শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ বিকার, এবং সুখদুঃখ, মোহরূপ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ মায়া রূপ প্রকৃত্যংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যং। কে পুনস্তে বিকারা গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ কার্য্যেতি। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কার্য্যং শরীরং কারণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ। দেহস্যারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাবিকারাঃ পূর্ব্বোক্তাইহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ কারণাশ্রয়ত্বাৎ কারণ গ্রহণেন গৃহ্যন্তে তেষাং কার্য্যকারণানাং কর্তৃত্বমুৎপাদকত্বং যত্তৎ কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বং তস্মিন্ কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ কারণমারম্ভকত্বেন প্রকৃতিরুচ্যতে এবং কার্য্যকারণকর্তৃত্বেন সংসারস্য কারণং প্রকৃতিঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্তৃত্বইত্যস্মিন্নপি পাঠে কার্য্যং যদ্যস্য বিপরিণামস্তত্তস্য কার্য্যং বিকারঃ বিকারিকারণং তয়োর্বিকারবিকারিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্ত্তৃত্বইতি হ্যেবং কার্য্যকারণমুচ্যতে অথবা ষোড়শবিকারাঃ কার্য্যং

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।

সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কারণস্তাস্বেব কার্য্যকারণানি উচ্যন্তে তেষাং কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে আরম্ভকত্বেনৈব পুরুষস্য সংসারস্য কারণং যথা স্যাত্তদুচ্যতে পুরুষঃ জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ভোক্তা ইতি পর্য্যায়ঃ সুখ-দুঃখানাং ভোগ্যানাং ভোক্তৃত্বউপলব্ধৃত্বে হেতুরুচ্যতে কথং পুনরনেন কার্য্যকারণকর্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারকারণ-ত্বমুচ্যতইতি অত্রোচ্যতে কার্য্যকারণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা প্রকৃতেঃ পরিণামাভাবে পুরুষস্য চৈতন্যস্যাসতি তদুপলব্ধৃত্বে কুতঃ সংসারঃ স্যাৎ যদা পুনঃ কার্য্যকারণহেতুফলাত্মনা পরিণতয়া তয়া প্রকৃত্যা ভোগ্যয়া পুরুষস্য তদ্বিপরীতস্য ভোক্তৃত্বেনাবিদ্যারূপঃ সংযোগঃ স্যাত্তদা সংসারঃ স্যাদিত্যতোযৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্য্যকারণকর্তৃত্বেন সুখদুঃখ-ভোক্তৃত্বেন চ সংসারকারণত্বমুক্তং তৎ যুক্তমুক্তং কঃ পুনরয়ং সংসারো-নাম সুখদুঃখসংভোগঃ সংসারঃ পুরুষস্য চ সুখদুঃখানাং সম্ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিতি ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরং কারণানি সুখদুঃখ-সাধনানীন্দ্রিয়ানি তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ পুরুষোজীবস্তু তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে অয়ং ভাবঃ, যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণোভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্তকত্বং তচ্চাচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি যথা বহ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যগ্ গমনং বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি, অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনং তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতেইতি ॥ ২১ ॥

প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল এবং পুরুষ সুখদুঃখ-ভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

পীঃ সঃ। শরীরের নাম কার্য্য এবং দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২১॥

এই প্রয়োজন তাহার কারণ। দেহেন্দ্রিয়াদির যত কিছু কার্য্য হয়, তাহা সমস্তই প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়া থাকে। "আমি সুখী বা আমি দুঃখী" ইত্যাকার ভাব ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেই আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন অনল-তপ্তোজ্জ্বল লৌহ পিণ্ডে অগ্নি ও লৌহের ভেদ বুঝিতে পারা যায়না, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ কার্য্য কারণ ভাবে অভেদ রূপে একত্র বিজড়িত ও বিরাজিত। এতদুভয়কে অনুভব ব্যতীত প্রত্যক্ষতঃ স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যৎ পুরুষস্য সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিত্যুক্তং তস্য তৎ কিন্নিমিত্তমিত্যুচ্যতে পুরুষইতি। পুরুষোভোক্তা প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতাববিদ্যালক্ষণায়াং কার্য্যকারণরূপেণ পরিণতায়াং স্থিতঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিমাত্মত্বেন গতইত্যেবং হি যস্মাৎ তস্মাদ্ভুঙ্ক্তউপলভতইত্যর্থঃ প্রকৃতিজান্ প্রকৃতিতোজাতান্ সুখদুঃখমোহাকারাভিব্যক্তান্ গুণান্ সুখী দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতোঽহমিত্যেবং সত্যামপ্যবিদ্যায়াং সুখদুঃখমোহেষু গুণেষু ভুজ্যমানেষু যঃ সঙ্গ আত্মভাবঃ সংসারস্য স প্রধানং কারণং জন্মনঃ স যথাকামোভবতি তৎক্রতুর্ভবতীত্যাদিশ্রুতেঃ তদেতদাহ কারণং হেতুর্গুণসঙ্গঃ গুণেষু সঙ্গোস্য ভোক্তুঃ সদসদ্যোনিজন্মসু সতশ্চাসতশ্চ যোনয়ঃ সদসদ্যোনয়স্তাসু সদসদ্যোনিষু জন্মানি তানি সদসদ্যোনিজন্মানি তেষু সদসদ্যোনিজন্মসু বিষয়ভূতেষু কারণং গুণসংগোথ বা সদসদ্যোনিজন্মনস্য সংসারস্য কারণং গুণসংগইতিসংসারপদমধ্যাহার্য্যং সদ্যোনয়ো দেবাদিযোনয়ঃ অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদিযোনয়ঃ সামর্থ্যাৎ সদসদ্যোনয়োর্মনুষ্যযোনয়োঽপ্যবিরুদ্ধা দ্রষ্টব্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি প্রকৃতিস্থত্বাখ্যাবিদ্যাগুণেষু চ সংগঃ কামঃ সংসারস্য কারণমিতি তচ্চপরিবর্জনায়োচ্যতে অস্য চ নিবৃত্তিকারণং জ্ঞানবৈরাগ্যে সসন্ন্যাসে গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধং তচ্চ জ্ঞানং পুরস্তাদুপন্যস্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ং যৎ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতইত্যুক্তমন্যাপোহেনাতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপেণ চ ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তথাপ্যবিকারিণোজন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথমিত্যত্রাহ পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্ক্তে অস্য চ পুরুষস্য

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥২২॥

এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ মায়া রূপ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতিজনিত সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ জন্যই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম লইতে হয় ॥ ২২ ॥

গীঃ সঃ। পুরুষ প্রকৃতির সহিত অবিমিশ্রিত ভাবে স্থিতি করাতেই অন্তঃকরণ বৃত্তি সহযোগে সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক তাদাত্ম্য জন্য সত্ত্বগুণাধিক্যে পুরুষ দেবযোনিতে, রজ গুণাধিক্যে মানব দেহে ও তমোগুণাধিক্যে পশ্বাদি যোনিতে জন্মিয়া থাকেন। তাদাত্ম্যাভিমানই ভিন্ন ২ জন্মের একমাত্র কারণ। গুণত্রয়ের সঙ্গ-বর্জ্জিত হইলে অর্থাৎ আপনাকে সত্ত্বাদি গুণ হইতে নির্লিপ্ত বুঝিয়া লইতে পারিলে, যোনি ভ্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া যায়। গুণ সঙ্গ—কাম বা বাসনা মুমুক্ষুর পক্ষে নিতান্তই পরিত্যাজ্য। কামনাবর্জ্জিত হইয়া কোন কার্য্য করিলে ও গুণাদি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে কাহাকেও আর সুখ দুঃখাদি জন্য হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হইতে হয় না। নিষ্কামগণ অন্তঃকরণে নিঃসঙ্গ হইয়া যদি কর্ত্তব্যবোধে কোন প্রকার অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার দেহাদি পরিগ্রহ করিতে হয় না, কেননা কার্য্যকালে কোন ফলাভিসন্ধি না থাকায় তাঁহাতে অভিমান রূপ অভিনিবেশ হইতে পায়না, সুতরাং যোনি ভ্রমণের কারণ রূপ বীজ সঞ্চিত হইতে পারেনা। তাদাত্ম্য অভিমানই পুরুষকে প্রকৃতি জনিত ক্রিয়ার ফলভাগী করে। মনে কর, একটা পিশাচ কোন ব্যক্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে, অথচ সেই দেহে সেই ব্যক্তির আত্মাও অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু তাহাতে পিশাচের তীব্র আবির্ভাব শক্তিতে অভিভূত হইয়া উক্ত ব্যক্তির আত্মা অন্তঃকরণ বৃত্তির সহযোগিতা বা তাদাত্ম্যতা

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

পরিত্যাগ করিতে বাধা হয়, এবং ঐ দেহে ও অন্তঃকরণে পিশাচের তাদাত্ম্যাভিমানের সঞ্চার হয়। তখন ঐ ব্যক্তির নাম করিয়া গালি দিলে সে অসন্তুষ্ট হয়না, কিন্তু পিশাচের নাম করিয়া গালি দিলে ঐ ব্যক্তি বিকট বদনে তাড়না করিতে থাকে, তাহার দেহে আঘাত করিলে পিশাচ "বাচি, বাচি" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, কারণ এক্ষণে এই দেহে পিশাচ তাদাত্ম্যাভিমান করিতেছে। এইরূপ দেহে, গুণে বা গুণ সম্বন্ধ যুক্ত পদার্থে তাদাত্ম্যাভিমান থাকিলেই গুণ-ভেদানুসারে সুখ দুঃখাদি ভোগ জন্য জীবকে নানাবিধ দেহ ধারণ করিতে হয় ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তস্যৈব পুনঃ সাক্ষান্নির্দেশঃ ক্রিয়তে উপদ্রষ্টেতি। উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা স্বয়মব্যাপৃতো যথা ঋত্বিগ্‌যজমানেষু যজ্ঞ-কর্মব্যাপৃতেষু তটস্থোঽন্যোঽব্যাপৃতো যজ্ঞবিদ্যাকুশলঃ ঋত্বিগ্‌যজমান-ব্যাপারগুণদোষাণামীক্ষিতা তদ্বৎ কার্যকারণব্যাপারেষু অব্যাপৃতোঽ-ন্যো বিলক্ষণস্তেষাং কার্যকারণানাং সব্যাপারাণাং সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বা-দুপদ্রষ্টা। অথবা দেহচক্ষুর্মনোবুদ্ধ্যাত্মানো দ্রষ্টারস্তেষাং বাহ্যো দ্রষ্টা দেহ-স্ততারভ্যান্তরতমশ্চ প্রত্যক্ সমীপে আত্মা দ্রষ্টা যতঃ পরোঽন্তরোনাস্তি দ্রষ্টা সোঽতিশয়সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাদুপদ্রষ্টা স্যাৎ যজ্ঞোপদ্রষ্টৃবদ্বা সর্ব-বিষয়ীকরণাদুপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ অনুমোদনমনুমননং কুর্বৎসু তৎক্রিয়াসু পরিতোষস্তৎকর্তানুমন্তা চাপি বা অনুমন্তা কার্যকারণপ্রবৃত্তিষু স্বয়ম-প্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্ত ইব তদনুকূলো বিভাব্যতে তেনানুমন্তাথবা প্রবৃত্তান্ স্বব্যাপারেষু তৎসাক্ষিভূতঃ কদাচিদপি ন নিবারয়তীত্যনুমন্তা ভর্তা ভরণং নাম দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাত্মপরার্থেন নিমিত্তভূতেন চৈতন্যাভাসানাং যৎ স্বরূপাবধারণং তচ্চৈতন্যাত্মকৃতমে-বেতি ভর্তাত্মেত্যুচ্যতে ভোক্তাগ্নুষ্ণবন্নিত্যচৈতন্যস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ সুখদুঃখ-মোহাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ সর্ববিষয়বিষয়াশ্চৈতন্যাত্মগ্রস্তা ইব জায়মানা বিভক্তা-বিভাব্যন্তেইতি ভোক্তাত্মোচ্যতে মহেশ্বরঃ সর্বাত্মত্বাচ্চ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ মহান্ ঈশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ পরমাত্মা দেহাদীনাং বুদ্ধ্যন্তানাং প্রত্যগা-ত্মত্বেন কল্পিতানামবিদ্যয়াঃ পরমউপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণআত্মেতি পরমাত্মা

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

সোঽহন্তঃ পরমাত্মেত্যানেন শব্দেন চাপ্যুক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ কাসৌ অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরোঽব্যক্তাদুত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতইতি বোবক্ষ্যমাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাম্বিদ্ধি ইত্যুপন্যস্তোব্যাখ্যায়োপসংহৃতশ্চ তমেতং যথোক্তলক্ষণমাত্মানং॥ ২৩॥

স্বামিকৃত টীকা। তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারো ন তু স্বরূপতইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরোভিন্নোভবতি নতদ্গুণৈর্যুজ্যতইত্যর্থঃ, তত্র হেতবঃ, যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূতএব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ, তথা অনুমন্তা অনুমোদিতৈব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলোনির্গুণশ্চেত্যাদিশ্রুতেঃ, তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধায়কঃ ভোক্তা পালকইতি চ, মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি ব্রহ্মাদীনামপি পতিরিতি চ পরমাত্মা অন্তর্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা তথা চ শ্রুতিঃ, এষ সর্ব্বেশ্বর এষভাধিপতিরেষলোকপালইত্যাদি॥ ২৩॥

এই দেহে বিদ্যমান্ থাকিয়াও তিনি সর্ব্বথা স্বতন্ত্র, কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা, তিনি ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর এবং শ্রুতিতে তিনি পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। ২৩॥

গীঃ সঃ। দেহে অবস্থান কালে আত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইলেও তিনি যে স্বরূপতঃ সকল বিষয় হইতে নির্লিপ্ত ও নিত্য স্বতন্ত্র, তাহাই এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। স্বচ্ছ স্ফটিকে জবার ছায়া পড়িলে স্ফটিক রক্ত বর্ণ দেখাইলেও যেমন বস্তুতঃ শ্বেতসন্নিভ স্ফটিকে রক্তাক্ততা নাই, তদ্রূপ আত্মাতে প্রকৃতি সম্বন্ধ বশতঃ আমি জীব, আমি মনুষ্য, আমি সুখী ইত্যাদির অধ্যাস হইলেও আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বথা স্বতন্ত্র। যেমন পাঠশালায় ছাত্র গণকে শিক্ষক পড়াইতেছেন এবং মনে কর তুমি একজন দর্শক—শিক্ষক ও ছাত্র গণের সহিত তোমার কোন আত্মীয়তাই নাই; কিন্তু শিক্ষক ছাত্র গণকে যথাযথ অর্থ বুঝাইতেছেন অথবা ভ্রম বুঝাইতেছেন, ইহা যেমন তুমি

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২৩

বুঝিতে পার, আত্মাও সেইরূপ দর্শকের ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ এবং ইন্দ্রিয়াদি দেহে যিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহার সাক্ষী ও উপদ্রষ্টামাত্র, তিনি ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় কর্ত্তা নহেন। যিনি অভিসন্ধি পূর্ব্বক কোন কার্য্য দর্শন করেন, তিনি দ্রষ্টা এবং যিনি নিরভিসন্ধিযুক্ত—নিজ অবস্থায় নিজে বিদ্যমান্ অথবা কার্য্য কলাপ যাঁহার দৃষ্টি পথে আপনিই আসিতেছে, তিনি উপদ্রষ্টা। তিনি দেহাদির কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়াও নিতান্ত অব্যবহিত সমীপবর্ত্তী বলিয়া তিনি অনুমন্তা। তাঁহার সত্তা ব্যতীত দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির স্ফূর্ত্তি বা পুষ্টি হইতে পারেনা, এজন্য তিনি ভর্ত্তা। তিনি নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত হইয়াও বুদ্ধি আদিতে প্রতিবিম্বিত বিষয় রাশির উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি ভোক্তা। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সকলের আত্মা, এই জন্য তিনি মহান্ ও তিনি স্বতন্ত্র, এই জন্য তিনি ঈশ্বর। শ্রুতিও বলিয়াছেন " মহতো মহীয়ান্ ঈশানো ভূতভব্যস্য " আত্মা আকাশাদি মহান্ হইতেও মহান্ ও বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ব্যবস্থাপক ঈশান। জড়বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট পদার্থের নাম " পরম ", আত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই জন্য শ্রুতিতে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের নাম পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা চার্ব্বাকাদির ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা বলিয়া মানেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা " ভোক্তা "; যাঁহারা আত্মাকে বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান-যুক্ত মনে করেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা " ভর্ত্তা "; যন্ত্রাদিতে স্বতন্ত্র পরের সূচিকার্য্যের ন্যায় যাঁহারা আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির অব্যবহিত সমীপবর্ত্তী বলিয়া জানেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে তিনি " অনুমন্তা " এবং যাঁহারা আত্মাকে সকল কার্য্যেই উদাসীনবৎ মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাকে " উপদ্রষ্টা " বলিয়া জানেন; আবার যাঁহারা এই সমস্ত অবস্থাই ভগবানের আয়ত্তাধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন তিনি মহেশ্বর—জগৎপ্রভু। বস্তুতঃ তিনি গুণাতীত, অবস্থাতীত অন্তর্যামী অখণ্ড পরমাত্মা ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। য এবমিতি। য এবং যথোক্তপ্রকারেণ বেত্তি পুরুষং সাক্ষাদহমিতি প্রকৃতিঞ্চ যথোক্তামবিদ্যালক্ষণাং গুণৈঃ

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।

স্ববিকারৈঃ সহ নিবর্ত্তিতামভাবমাপাদিতাং বিদ্যয়া সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ বর্ত্তমানোঽপি সভূয়ঃ পুনঃ পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে দেহান্তরায় নাভি-জায়তে নোৎপদ্যতে দেহান্তরং ন গৃহ্লাতীত্যর্থঃ অপিশব্দাৎ কিমু বক্তব্যং স্ববৃত্তস্থোনজামস্ততীত্যভিপ্রায়ঃ নন্বত্রাপি জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং পুনর্জন্মাভাব উক্তস্তথাপি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতানাং কর্ম্মণামুত্তরকাল-ভাবিনাঞ্চ যানি চাতিক্রান্তানেকজন্ম কৃতানি তেষাং ফলমদত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি স্যাত্রীণি জন্মানি কৃতবিপ্রনাশো হি ন যুক্ত ইতি যথা ফলে প্রবৃত্তানামারব্ধজন্মা কর্ম্মণাং ন চ কর্ম্মণাং বিশেষোঽবগম্যতে তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণ্যপি কর্ম্মাণি ত্রীণি জন্মান্যারভেরন্ সংহতানি বা সর্ব্বাণ্যেকং জন্মারভেরন্ অন্যথা কৃতবিনাশে সতি সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ শাস্ত্রানর্থক্যঞ্চ স্যাদিত্যত ইদমযুক্তমুক্তং ন সভূয়োঽভিজায়ত ইতি ন ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি তস্য তাবদেব চিরমিতীকাতৃণ বৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রদূয়ন্তে ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্য উক্তো বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মদাহঃ ইহাপি চোক্তো যথৈধাংসীত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মদাহো রক্ষতি চোপপত্তেশ্চা-বিদ্যাকামক্লেশবীজনিমিত্তানি হি কর্ম্মাণি ফলারম্ভকাণি জন্মান্তরাঙ্কুর-মারভন্তে ইহাপি চ সাহঙ্কারাভিসন্ধীনি কর্ম্মাণি ফলারম্ভকাণি নেতরা-ণীতি তত্র তত্র ভগবতোক্তং বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনরিতি অস্তু তাবৎ জ্ঞানোৎ-পত্ত্যুত্তরকালকৃতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহো জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্কৃতানাং জ্ঞানেন দাহো ন অতীতানামনে-কজন্মান্তরকৃতানাং দাহো যুক্তঃ ন সর্ব্বকর্ম্মাণীতি বিশেষণাৎ। জ্ঞানোত্তর-কালভাবিনামেব সর্ব্বকর্ম্মণামিতি চেন্ন সংকোচনে কারণানুপপত্তেঃ যত্তুক্তং যথা বর্ত্তমানশরীরজন্মারম্ভকাণি কর্ম্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব সত্যপি জ্ঞানে তথাপি অনারব্ধফলানামপি কর্ম্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্ত ইতি তদসৎ কথং তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুর্ধনুষো লক্ষ্যবেধোত্তরকালমপি আরব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে এবং শরীরারম্ভকং কর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপ্যাসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববদ্বর্ত্তত এব যথা স এবেষুঃ প্রবৃত্তিনিমি-ত্তানারব্ধবেগস্ত্বমুক্তো ধনুষি প্রযুক্তোঽপ্যুপসংহ্রিয়তে তথানারব্ধফলানি

সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৪॥

কর্ম্মাণি স্বাশ্রয়স্থান্যেব জ্ঞানেন নির্ব্বীজীক্রিয়ন্তইতি পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে ন স ভূয়োঽভিজায়ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি সিদ্ধং ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি যএবমিতি। এবমুপদ্রষ্ট্বাদিরূপেণ পুরুষং যোবেত্তি প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যোবেত্তি সপুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমতিলঙ্ঘ্য বর্ত্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে মুচ্যতএবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে এবং বিকারাদিগুণ সহিত, প্রকৃতিকে অবগত হয়েন, তিনি সর্ব্বথা বর্ত্তমান থাকিলেও পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না। ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। যিনি গুরু বেদান্ত বাক্য দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং দেহাদি বিকার সহিত অবিদ্যা মায়া যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সমক্ষে সমস্তই মিথ্যা, এই রূপে যিনি প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেন, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মরাশিতে বেষ্টিত থাকিলেও অথবা শাস্ত্রবিধি সকল উল্লঙ্ঘন করিলেও তাঁহার আর জন্ম হয়না, কেননা ব্রহ্মবিদ্যার গুণে তাঁহার অবিদ্যা বীজ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—“ তদধিগম উত্তর পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ বিনাশৌতদ্ব্যপদেশাৎ ” যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা “ আমি ব্রহ্ম ” ইত্যাকার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য পাপ ও সঞ্চিত কর্ম্ম রাশি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অত্রাত্মদর্শনে উপায়বিকল্পা ইমেধ্যানাদয়উচ্যন্তে ধ্যানেন ধ্যানং ধ্যানেনেতি নাম শব্দাদিভ্যোবিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্চেতয়িতর্য্যেকাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তদ্ধ্যানং তথা ধ্যায়তীব বকঃ ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ ইত্যুপমোপাদানাৎ তৈলধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়োধ্যানম্তেন ধ্যানেনাত্মনি বুদ্ধৌ পশ্যন্ত্যাত্মানং প্রত্যক্ চেতনমাত্মনা ধ্যানসংস্কৃতেনান্তঃকরণেন কেচিৎ যোগিনঃ অন্যে সাংখ্যেন যোগেন সাংখ্যং নাম ইদে

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৫॥

সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাময়াদৃশ্যা অহমেতেভ্যোঽন্যস্তদ্ব্যাপারস্য সাক্ষিভূতো নিত্যো-গুণবিলক্ষণ আত্মেতি চিন্তনমেব সাংখ্যোযোগস্তেন পশ্যন্ত্যাত্মানমা-ত্মনেতি বর্ত্ততে কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগস্তদীশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানং ঘটনরূপত্বং যোগার্থাৎযোগউচ্যতে গুণতস্তেন সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ চাপরে ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ ধ্যানে-নেতি দ্বাভ্যাং। ধ্যানেনাত্মাকার প্রত্যয়াবৃত্ত্যা আত্মনি দেহএব আত্মনা মনসা এবমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈল-ক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেনাপরে চ কর্ম্মযোগেন পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রা-নুষঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তন্নিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৫ ॥

কেহ কেহ ধ্যান করিয়া প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেহ কেহ বা সাংখ্য যোগ দ্বারা এবং কেহ কেহ বা কর্ম্ম যোগ দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

গীঃ সঃ। আত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ উত্তম, মধ্যম মন্দ, ও মন্দতর, এই চারি অধিকারী শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ বিপরীত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মাভিমুখী হয়, সেই উত্তমাধিকারীগণ প্রগাঢ় চিন্তন রূপ ধ্যান দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করেন, যে আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা প্রমাণগত ও প্রমেয়গত অসম্ভাবনার নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সাংখ্যযোগ। মধ্যমা-ধিকারীগণ এই আত্মানাত্ম-বিচার রূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা প্রত্যগাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে বিদিত হইয়া থাকেন। আবার মন্দাধিকারীগণ ভগবৎ-প্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে২ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎ-কার করিয়া থাকেন। ধ্যান যোগ, বিচার ও কর্ম্ম, এ তিনই আত্মদর্শনের সাধন স্বরূপ ॥ ২৫ ॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। অন্যে ত্বিতি। অন্যে ত্বেতেষু বিকল্পেষু অন্যতরেণাপ্যেবং যথোক্তমাত্মানমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্যঃ শ্রুত্বা ইদমেব চিন্তয়েতি-ত্যুক্তা উপাসতে শ্রদ্দধানাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তি তেঽপি চাতিতরন্ত্যেবাতিক্রাম-ন্ত্যেব মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং সংসারমিত্যেতৎ শ্রুতিপরায়ণাঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌ পরং সাধনং যেষাং তে শ্রুতিপরায়ণাঃ কেবলপরোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতা ইত্যভিপ্রায়ঃ কিমু বক্তব্যং প্রমাণং প্রতি স্বতন্ত্রা বিবেকিনো মৃত্যুমতিতরন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মানং সাক্ষাৎকর্ত্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৬ ॥

হে অর্জ্জুন! আবার কেহ কেহ বা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আত্মাকে দর্শন করিতে না পারিয়া গুরুর নিকট উপদেশ শুনিতে ২ মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

গীঃ সঃ। ধ্যান, বিচার বা কর্ম্মে যাহাদের চিত্ত সহজে বিনিবিষ্ট হয়না, সেই চতুর্থাধিকারীগণ দয়ালু সাধু সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গুরূপদেশ শুনিতে ২ মন পাষাণবৎ হইলেও বিগলিত হইয়া যায়; গুরুভক্ত শিষ্যের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়না; গুরুর কথামৃত পান করিতে করিতে হৃদয়ে আপনা আপনি ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। গুরু শুশ্রূষু ব্যক্তির মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিতে কোন রূপ ক্লেশ হয় না ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অত্র ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্ববিষয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং যৎ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুত ইত্যুক্তং তৎ কস্মাদ্ধেতোরিতি তদ্ধেতুপ্রদর্শনার্থং

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং।

শ্লোকআরভ্যতে যাবদিতি। যাবৎ যৎকিঞ্চিৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে সত্ত্বং বস্তু কিমবিশেষেণেত্যাহ স্থাবরং জঙ্গমং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তজ্জায়ত ইত্যেবং বিদ্ধি জানীহি হে ভরতর্ষভ কঃ পুনরয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগোঽভিপ্রেতোন তাবৎ রজ্জ্বেব ঘটস্যাবয়বসংশ্লেষদ্বারকঃ সম্বন্ধবিশেষঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি আকাশবন্নিরবয়বত্বাৎ নাপি সমবায়লক্ষণঃ তন্তুপটয়োরিব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতরেতরকার্য্যকারণভাবানভ্যুপগমাদিত্যুচ্যতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিষয়বিষয়িণোর্ভিন্নস্বরূপয়োরিতরেতরতদ্ধর্ম্মাধ্যাসলক্ষণঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপবিবেকাভাবনিবন্ধনো রজ্জু শুক্তিকাদীনাং তদ্বিবেকজ্ঞানাভাবাদধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংযোগবৎ সোয়মধ্যাসস্বরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগো মিথ্যাজ্ঞানলক্ষণো যথাশাস্ত্রং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণভেদপরিজ্ঞানপূর্ব্বকং প্রাক্ দর্শিতরূপাৎ ক্ষেত্রাৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং যথোক্তলক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রবিভজ্যন্ সত্ত্বন্নাসত্তুচ্যতে ইত্যনেন নিরস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মস্বরূপেণ যঃ পশ্যতি ক্ষেত্রঞ্চ মায়ানির্ম্মিতহস্তিস্বপ্নদৃষ্টবস্তুগন্ধর্ব্বনগরাদিবৎ অসদেব সদিবাবভাসতে ইতি। এবং নিশ্চিতবিজ্ঞানো যস্তস্য যথোক্তসম্যক্দর্শনবিরোধাদবগচ্ছতি মিথ্যাজ্ঞানং তস্য জন্মহেতোরপগমাৎ য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ইত্যনেন বিদ্বান্ ভূয়োনাভিজায়তইতি যদুক্তং তদুপপন্নমুক্তং ন সভয়োঽভিজায়তন্তি সম্যক্ দর্শনফলমবিদ্যায়ানিবর্ত্তকং সম্যগ্‌দর্শনং ফলমবিদ্যাদিসংসারবীজনিবৃত্তিদ্বারেণ জন্মাভাব উক্তঃ জন্মকারণঞ্চাবিদ্যানিমিত্তকঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ উক্তঃ ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যনিষ্ঠাশেষবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ যাবদিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। যাবৎ যৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সমুৎপদ্যতে তৎসর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাৎ অবিবেককৃতাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি ॥ ২৭ ॥

হে ভরতবংশাবতংস! যত কিছু স্থাবর জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৭ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। ব্রহ্মবিদ্যাই যে অবিদ্যাবিনাশের হেতু, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোক হইতে এতদধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সংসার ও সংসারনিবর্ত্তক আত্মজ্ঞান বিস্তার পূর্ব্বক বলিবেন।

অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যরূপ জড় অনির্ব্বচনীয় ভাব ও অভাব রূপ দৃশ্য প্রপঞ্চ সমস্তই ক্ষেত্র রূপ জানিবে, আর ক্ষেত্রাতীত, ক্ষেত্রের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ পরমার্থ, সৎস্বরূপ অসঙ্গ, উদাসীন, সর্ব্বধর্ম্ম বর্জ্জিত অদ্বিতীয় চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মায়া বশাৎ পরস্পর অবিবেক জন্য সত্য অনৃত মিথুনীকরণ রূপ মিথ্যা তাদাত্ম্য অধ্যাসের নাম ইহঁাদের সংযোগ। এই সংযোগ প্রভাবেই চরাচর প্রকাশ হইয়া থাকে। দৃশ্য জগৎ মিথ্যা মায়া কল্পিত জানিবে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অতস্তস্যা অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং সম্যগ্দর্শনমুক্তমপি পুনঃ শব্দান্তরেণোচ্যতে সমং সর্ব্বেষিত্যাদি। সমমিতি সমং নির্ব্বিশেষং তিষ্ঠন্তং স্থিতিং কুর্ব্বন্তং ক সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু প্রাণিষু কং পরমেশ্বরং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যব্যক্তাত্মনোঽপেক্ষ্য পরং পরমশ্চাসাবীশ্বরশ্চ ঈশন-শীলশ্চেতি পরমেশ্বরস্তং সর্ব্বেষু ভূতেষু সমস্থিতং তানি বিশিনষ্টি বিনশ্যৎ-স্বিতি তঞ্চ পরমেশ্বরমবিনশ্যন্তং ইতি ভূতানাং পরমেশ্বরস্য চাত্যন্তবৈল-ক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থঃ কথং সর্ব্বেষাং হি ভাববিকারাণাং জনিলক্ষণো ভাব-বিকারো মূলং জন্মোত্তরভাবিনোঽন্যে সর্ব্বে ভাববিকারা বিনাশান্তা বিনাশাৎ পরো ন কশ্চিদস্তি ভাববিকারঃ ভাববিকারঃ ভাবাভাবাৎ সন্তি হি ধর্ম্মিণি-ধর্ম্মাভবন্ত্যতোঽন্ত্যভাববিকারানুবাদেন পূর্ব্বভাবিনঃ সর্ব্বে ভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি সহ কার্য্যৈঃ তস্মাৎ সর্ব্বভূতৈর্ব্বৈলক্ষণ্যমত্যন্তমেব পর-মেশ্বরস্য সিদ্ধং নির্ব্বিশেষত্বমেকত্বঞ্চ কথঞ্চ য এবং যথোক্তং পরমেশ্বরং পশ্যতি স পশ্যতি, নমু সর্ব্বোপি লোকঃ পশ্যতি কিং বিশেষেণেতি সত্যং পশ্যতি কিন্তু বিপরীতং পশ্যত্যতো বিশিনষ্টি সএব পশ্যতীতি যথা তিমির-দৃষ্টিরনেকং চন্দ্রং পশ্যতি তমপেক্ষ্যৈকচন্দ্রদর্শী বিশিষ্যতে সএব পশ্যতীতি তথৈবেহাপ্যেকমবিভক্তং যথোক্তমাত্মানং যঃ পশ্যতি সবিভক্তানেকাত্ম-

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮॥

বিপরীতদর্শিভ্যোবিশিষ্যতে সএব পশ্যতীতি ইতরে পশ্যন্তোপি ন পশ্যন্তি বিপরীতদর্শিত্বাদনেকচন্দ্র দর্শিবদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শনমাহ সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্বিশেষসদ্রূপেণ সমং যথা ভবত্যেবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সএব সম্যক্ পশ্যতি নান্যইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিনাশ-ধর্ম্ম-শীল সমস্ত পদার্থে আত্মাকে সমান ও নির্ব্বিকার ভাবে স্থিত ও তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। বস্তু মাত্রেই পারিণামী সুতরাং ক্ষয়শীল। মায়া গন্ধর্ব্ব নগরাদির ন্যায় সমস্ত পদার্থই দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আত্মা তাবৎ পদার্থেই স্থিতি করিয়াও সমান ভাবে নিত্য বিদ্যমান থাকেন। তাঁহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়াদি ধর্ম্ম নাই, আবার সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। যেমন স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলের "কুণ্ডল" নাম ও তাহার রূপ বা আকার বিনষ্ট হইলেও স্বর্ণ যেমন তেমনই থাকে, তদ্রূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যা কল্পিত ভাসমান নাম রূপময় স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার কোন হানি হয় না, এই রূপ একরসবিদ্যমান আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তাঁহারই দৃষ্টি অভ্রান্ত ॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনস্য ফলবচনেন স্তুতিঃ কর্ত্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে সমং পশ্যন্নিতি। সমং পশ্যন্ উপলভমানোহি যস্মাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমবস্থিতং তুল্যতয়াবস্থিতমীশ্বরং অতীতানন্তরশ্লোকোক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ সমং পশ্যন্ কিম্ ন হিনস্তি হিংসাং ন করোতি আত্মনা আত্মানং ততস্তস্মাৎ অহিংসনাৎ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।

মোক্ষাখ্যাং ননু নৈব কশ্চিৎ প্রাণী স্বয়ং স্বমাত্মানং হিনস্তি কথমুচ্যতেঽপ্রাপ্তং ন হিনস্তীতি যথা ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরিক্ষইত্যাদি নৈষ দোষঃ অজ্ঞানামাত্মান্তিরস্করণোপপত্তেঃ। সর্ব্বোহ্যজ্ঞোঽত্যন্তপ্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষাদাত্মানং তিরস্কৃত্যানাত্মানমাত্মত্বেন পরিগৃহ্য তমপি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কৃত্বোপাত্তমাত্মানং হত্বাঽন্যমাত্মানমুপাদত্তে নবন্তচ্চৈবং হত্বানামেবমপি হত্বান্যমিত্যেবং নবমুপাত্তমাত্মানং হন্তীত্যাত্মহা সর্ব্বোঽজ্ঞোযস্তু পরমার্থাত্মা অসাবপি সর্ব্বদাঽবিদ্যয়া হতইব বিদ্যমানফলাভাবাদিতি সর্ব্বে আত্মহনা এবাবিদ্বাংসোযস্ত্বিতরোযথোক্তাত্মদর্শী সতু উভয়থাপ্যাত্মনাত্মানং ন হিনস্তি ততোযাতি পরাঙ্গতিং যথোক্তং ফলং তস্য ভবতীত্যর্থঃ॥২৯

স্বামিকৃত টীকা। কুতইত্যতআহ সমং পশ্যন্নিতি। সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে সমং সমান প্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন হি যস্মাদাত্মা নৈবাত্মানং ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যস্ত্বেবং ন পশ্যতি সহি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথা চ শ্রুতিঃ, অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাইতি॥ ২৯॥

যদি বিদ্বান্ গণ সর্ব্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বর রূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হনন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ২৯॥

গীঃ সঃ। জ্ঞানীগণ আত্মাকে সর্ব্বত্র সমান, নির্ব্বিকার ও সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তির হেতু স্বরূপ জানিয়া "আমিই ব্রহ্ম" এই অভেদ-বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যাজাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর অজ্ঞানী ব্যক্তি গণ দেহাত্ম-বুদ্ধি দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাতে আত্মাকে অবিদ্যাজালে অধিকতর আচ্ছন্ন করিয়া হনন করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে-

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততোযাতি পরাং গতিং ॥২৯॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

প্রেত্যাতিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥" দম্ভদর্পাদি আসুরিক বৃত্তিশীল ব্যক্তি গণ অন্ধ তমসাবৃত নরকে গমন করে; যাহারা দেহাদি অনাত্ম পদার্থে আত্ম-বুদ্ধি করে, তাহারা আত্মঘাতী ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সর্ব্বভূতস্থমীশং সমম্পশ্যন্ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানমিত্যুক্তং তদনুপপন্নং স্বগুণকর্ম্মবৈলক্ষণ্যভেদভিন্নেষ্বাত্মসু ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যা প্রকৃতির্ভগবতোমায়া ত্রিগুণাত্মিকা,মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিতি মন্ত্রবর্ণাত্তয়া প্রকৃত্যৈব চ নান্যেন মহদাদিকার্য্যকারণাকারপরিণতয়া তান্যেব কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারম্ভ্যানি ক্রিয়মাণানি নিবর্ত্তমানানি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈর্যঃ পশ্যত্যুপলভতে তথাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্ত্তারং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতং পশ্যতি সপরমার্থদর্শীত্যভিপ্রায়ঃ নির্গুণস্যাকর্ত্তুর্নির্বিশেষস্যাকাশস্যেব ভেদে প্রমাণানুপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নহু শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি তথাত্মানঞ্চাকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ন স্বতইত্যেবং যঃ পশ্যতি সএব সম্যক্ পশ্যতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মায়া—প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই সম্যগদর্শী ॥ ৩০ ॥

গীঃ সঃ। দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাত পরিণাম রূপ ক্রিয়া মাত্রই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি—শক্তি বিজৃম্ভিত, ও ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষী স্বরূপ—অকর্ত্তা, এই রূপ শাস্ত্র-বিচার-নেত্রে যিনি আত্মতত্ত্ব দেখিতে না পান, তিনি অন্ধ; আত্মাকে সকলের অধিষ্ঠানভূত ও স্বতন্ত্র বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগদর্শী ॥ ৩০ ॥

যথা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।

শাঙ্করভাষ্যং। পুনরপি তদেব সম্যগ্দর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চয়তে যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে ভূতপৃথক্ভাবং ভূতানাং পৃথগ্ভাবং পৃথক্ত্বমেকস্থমেকাত্মন্যাত্মনি স্থিতমেকস্থমনুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতো-মত্বাত্মানং প্রত্যক্ষত্বেন পশ্যত্যাত্মৈব ইদং সর্ব্বমিতি অতএব চ তস্মাদেব চ বিস্তারমুৎপত্তিমনুপশ্যতি আত্মনঃ প্রাণআত্মনআশা আত্মনঃ স্মর-আত্মনআকাশস্তাত্মনস্তেজআত্মনঃ আপআত্মনআবির্ভাবতিরোভাবৌ আত্মনোহন্নাত্মনোহন্নমিত্যেবমাদিপ্রকারৈর্বিস্তারং যদা পশ্যতি তদা ব্রহ্ম সংপদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতি তদা তস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং ভূতানামপি প্রকৃতিতাদাত্ম্যত্বেনাভেদাত্তভেদকৃতমপ্যাত্মনোভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবং ভেদং একস্থং একস্যামেবেশ্বর-শক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি আলোচয়তি অতএব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি তদা প্রকৃতিতাদাত্ম্যত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সংপদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

যখন সাধক ভূতসমূহকে পৃথক্ ২ ভাবে এক আত্মাতে অবস্থিত এবং একমাত্র আত্মা হইতেই ভূত সকলের বিস্তার দর্শন করেন, তখন সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

গীঃ সঃ। ইতি পূর্ব্বে ভগবান্ ক্ষেত্রের পৃথকৃত্ব দেখাইয়া ক্ষেত্রজ্ঞের সর্ব্বথা একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, ক্ষেত্রেরও যে পৃথক্ত্ব নাই, তাহাই এক্ষণে বুঝাইতেছেন। কুণ্ডলের নাম ও আকার কল্পনা মাত্র, কিন্তু তাহার অধিষ্ঠানরূপ কাঞ্চন সৎ ও এক। কণকনির্ম্মিত কুণ্ডল, বলয়, হারাদি ভিন্ন ২ বোধ হইলেও, স্বর্ণ রূপে সমস্তই এক। কল্পনায় কুণ্ডল, বলয়, হারাদি ভিন্ন ২ বোধ হইলেও, স্বর্ণ রূপে সমস্তই এক। কল্পনায় কুণ্ডল, বলয়, হার স্বপ্নবৎ অসত্য। এতাবৎ পৃথক্ বোধ

অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তথা ॥ ৩১ ॥

হইলেও বস্তুতঃ এক। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানাত্ম বাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" যে সময়ে সাধকের সমস্ত ভূতই নিজ আত্মা রূপে প্রতীত হয়, সেই অদ্বিতীয় ভাবদর্শী জ্ঞানীর মোহ শোক কোথা হইতে হইবে? বস্তুতঃ অনাত্ম বস্তু মাত্রই পৃথক্ ২ বোধ হইলেও উহা একমাত্র মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থই নাই ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। একস্যাত্মনঃ সর্ব্বদেহাত্মত্বে তদ্দোষসম্বন্ধে প্রাপ্তে-ইদমুচ্যতে অনাদীতি। অনাদিত্বাদনাদের্ভাবোহনাদিত্বমাদিঃ কারণং তদ্যস্য নাস্তি তদনাদি যদ্ধ্যাদিমৎ তৎ স্বেনাত্মনা ব্যেত্যয়ন্ত্বনাদিত্বান্নিরবয়বইতি কৃত্বা নব্যেতি তথা নির্গুণত্বাৎ সগুণোহি গুণব্যয়াদ্ব্যেত্যয়ন্তু নির্গুণত্বাচ্চ নব্যেতীতি পরমাত্মায়মব্যয়োনাস্য ব্যয়োবিদ্যতইত্যব্যয়োযতএবমতঃ শরীরস্থোপি শরীরেষ্বাত্মনউপলব্ধির্ভবতীতি শরীরস্থউচ্যতে তথাপি ন করোতি তদকরণাদেব তৎফলেন নলিপ্যতে যোহি কর্ত্তা সকর্ম্মফলেন লিপ্যতে অয়ন্ত্বকর্ত্তা অতোন ফলেন লিপ্যতইত্যর্থঃ কঃ পুনর্দ্দেহেষু করোতি লিপ্যতে চ যদি তাবদন্যঃ পরমাত্মনোদেহী করোতি লিপ্যতে চ ততইদমনুপপন্নমুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাম্বিদ্ধীত্যাদাথ নাস্তীশ্বরাদন্যোদেহী কঃ করোতি লিপ্যতে চেতি বাচ্যং পরোবা নাস্তীতি সর্ব্বথা দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং দুর্ব্বাচ্যঞ্চেতি ভগবৎপ্রোক্তমৌপনিষদং দর্শনং পরিত্যক্তং বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যার্হতবৌদ্ধৈশ্চ তত্রায়ং পরিহারোভগবতা স্বেনৈবোক্তঃ স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততইত্যবিদ্যামাত্রং স্বভাবোহি করোতি লিপ্যতইতি ব্যবহারোভবতি ন তু পরমার্থত একস্মিন্ পরমাত্মনি তদস্যাতএকস্মিন পরমার্থসাংখ্যদর্শনে স্থিতানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং তিরস্কৃতাবিদ্যাব্যবহারাণাং কর্ম্মাধিকারোনাস্তীতি তত্র তত্র দর্শিতং ভগবতা ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তথাপি সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি সাদি যচ্চ গুণবচ্চ

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে।৩২॥

তস্য গুণনাশে ব্যয়োভবতি অয়ং তু পরমাত্মা অনাদির্নির্গুণশ্চ অতোঽব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ, তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি ন চ কর্ম্মফলৈর্লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া পরমাত্মা অব্যয়, তিনি শরীরে থাকিয়াও তাহার সহিত লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩২ ॥

গীঃ সঃ। আত্মা নিত্য একরস বিদ্যমান—তাঁহার কখন উৎপত্তি রূপ আদি নাই, এই জন্য তিনি অনাদি আবার তিনি ত্রিগুণাতীত সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মেরও অধীন নহেন, তাঁহার জন্মমরণাদি বিকার না থাকায় তিনি অব্যয়। জল মধ্যে সূর্য্য যেমন আধ্যাসিক রূপে স্থিতি করিয়া থাকেন, আত্মাও সেই রূপ শরীরে অবস্থিতি করেন। জল চঞ্চল হইলে বস্তুতঃ সূর্য্য চঞ্চল হয় না, জল শুকাইয়া গেলে সূর্য্য বিনষ্ট হয় না; সেই রূপ শারীর ধর্ম্মের সহিত শরীরস্থ আত্মার কোন সংশ্রব নাই। জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ রূপ বিকার আত্মাতে নাই। আত্মা দেহে থাকিয়াও দেহ-ধর্ম্মে নির্লিপ্ত, সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাত জনিত ক্রিয়ার ফল আত্মা ভোগ করেন না ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিমিব ন করোতি ন লিপ্যত ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথা সর্ব্বগতমিতি। যথা সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপ্যপি সৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মভাবাদাকাশং খং নোপলিপ্যতে ন সম্বধ্যতে সর্ব্বত্র অবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা সর্ব্বগতং পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে তথা সর্ব্বত্র উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দ্দোষগুণৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতোদেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩৩॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ সর্ব্ববস্তুতে থাকিয়াও অসঙ্গস্বভাব জন্য কোন বস্তুর সহিতই লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মাও দেহে থাকিয়া নির্লিপ্ত ॥ ৩৩ ॥

গীঃ সঃ। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়াও কোন স্থান, কাল, বা বস্তুর, সুগন্ধ দুর্গন্ধ, বর্ষা, আতপ, অগ্নি, ধূম, রজ, পঙ্কাদির গুণ দোষে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেই রূপ দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী আদি দেহে থাকিয়াও কাহারও প্রাকৃতিক ধর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ যথা প্রকাশয়তীতি। যথা প্রকাশয়ত্যবভাসয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ সবিতাদিত্যঃ তথা তদ্বন্মহাভূতাদিধৃত্যন্তং ক্ষেত্রমেকঃ সন্ প্রকাশয়তি কঃ ক্ষেত্রী পরমাত্মেত্যর্থঃ রবিদৃষ্টান্তোত্রাত্মনউভয়ার্থোপি ভবতি রবিবৎ সর্ব্বক্ষেত্রেষেকঃ আত্মা অলেপকশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অসঙ্গত্বাল্লেপোনাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

যেমন সূর্য্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন, সেই রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সূর্য্যো যথা সর্ব্ব লোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ॥" যেমন সর্ব্বলোক চক্ষু—সর্ব্বলোকের প্রকাশক

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৪॥

সূর্য্য পদার্থ সমূহের দোষে দূষিত হয়েন না, সেই রূপ সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা সকল দেহের প্রকাশক হইলেও কাহারও দুঃখ শোকাদিতে লিপ্ত হয়েন না। বস্তুতঃ আত্মা শুভাশুভ কোন কর্ম্মেরই ফলভাগী হয়েন না॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সমস্তাধ্যায়ার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যথাব্যাখ্যাতয়োরেবং যথাপ্রদর্শিতপ্রকারেণ অন্তরমিতরেতরবৈলক্ষণ্যবিশেষং জ্ঞানচক্ষুষা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতমাত্মপ্রত্যয়িকং জ্ঞানং চক্ষুস্তেন জ্ঞানচক্ষুষা ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ ভূতানাং প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণাব্যক্তাখ্যা তস্যাভূতপ্রকৃতের্মোক্ষণমভাবগমনঞ্চ যে বিদুর্বিজানন্তি যান্তি গচ্ছন্তি তে পরং পরমাত্মতত্ত্বং ব্রহ্ম নপুনর্দেহমাদদতি ইত্যর্থঃ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ তথা যেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি। বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপূরুষৌ। তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরং ॥৩৫

ইতি ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিভিন্ন রূপে জানিতে পারেন এবং ভূতসমূহের কারণ রূপ মায়ার অত্যন্তাভাব বুঝিতে পারেন, তিনি কৈবল্য ধাম প্রাপ্ত হয়েন॥ ৩৫ ॥

গীঃ সঃ। যিনি ক্ষেত্রকে জড়, কার্য্যের কর্ত্তা, বিকারযুক্ত ও পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষেত্রজ্ঞকে চেতন, অকর্ত্তা, অবিকারী, ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং যিনি আত্মতত্ত্ব বিদ্যা দ্বারা ভূতপ্রকৃতি

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরং ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শাতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে প্রকৃতি-
পুরুষ বিবেক যোগোনাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অবিদ্যা মায়ার সম্পূর্ণ উপশম করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অনর্থের বিনিবৃত্তি ও পরম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য কুমার-পরিব্রাজক
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের *
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
ত্রয়োদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

---

* এই অধ্যায় মুদ্রিত হইবার সময় কুম্ভযোগোপলক্ষে কুমার পরিব্রাজক মহাশয় হরিদ্বার ক্ষেত্রে গমন করিলে তাঁহার শ্রীমদ্গুরু স্বামীজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি কুমারের পূর্ব্বনাম "শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের" পরিবর্ত্তে "শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" এই নাম গ্রহণে আদেশ ও উপদেশ করিলেন। তদনুসারে নাম পরিবর্ত্তিত হইল।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ। পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমং।

শাঙ্করভাষ্যং। সর্ব্বমুৎপদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদুৎপদ্যত-ইতি উক্তং তৎ কথমিতি তৎপ্রদর্শনার্থং পরং ভূয়ইত্যাদ্যধ্যায় আরভ্যতে অথবা ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জগৎকারণত্বং ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োরিত্যেবমর্থং প্রকৃতিস্থত্বং গুণেষু চ সংগঃ সংসারকারণমিত্যুক্তং কস্মিন্ গুণে কথং সংগঃ কে বা গুণাঃ কথং বা বধ্নন্তীতি গুণেভ্যশ্চ মোক্ষণং কথং স্যাৎ মুক্তস্য চ লক্ষণং বক্তব্যমিত্যে-বমর্থঞ্চ শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি। পরং জ্ঞানমিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ব্বেষু সর্ব্বেষু অধ্যায়েষু অসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি তচ্চ পরং পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ কিং তদ্জ্ঞানং সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামুত্তমং উত্তমফলত্বাৎ জ্ঞানানামিতি নামানিত্যাদীনাং কিং তর্হি যজ্ঞাদিজ্ঞেয়বস্তুবিষয়াণাং ইতি তানি ন মোক্ষায়েদন্তু মোক্ষায়েতি পরোত্তমশব্দাভ্যাং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিরুচ্যুৎপাদনার্থং যৎ জ্ঞাত্বা যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ঃ সন্ন্যাসিনো মননশীলাঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং ইতোঽস্মাদ্দেহ-বন্ধনাদূর্দ্ধং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ। প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে। যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধীত্যুক্তং সচ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ কিন্ত্বীশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথন-পূর্ব্বকং কারণং গুণসংগোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মস্বিত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদি-গুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবং ভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি পরমিত্যাদি দ্বাভ্যাং। পরং পরমাত্মনিষ্ঠং জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং

যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিহাগতাঃ ॥ ১ ॥

ভূয়োঽপি ভূভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথং ভূতং জ্ঞানিনাং তপঃকর্ম্মাদিবিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়োমননশীলাঃ সর্ব্বে ইতোদেহবন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং প্রাপ্তাঃ ॥১॥

হে অর্জ্জুন! যে জ্ঞানসাধন দ্বারা মুনি গণ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম কৈবল্য ধাম প্রাপ্ত হয়েন, আমি তোমাকে আবার সেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞান সাধনের বিষয় কহিতেছি ॥ ১ ॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্বাধ্যায়ে "যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং" ইত্যারব্ধ শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই যে ভাবদুৎপত্তির কারণ, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন; এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডনার্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন কার্য্য, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। আবার ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন যে, গুণসঙ্গই জন্মের কারণ। কি রূপে গুণের সংযোগ হয়, গুণ কি কি, কিরূপে গুণ সমূহ জীবকে বন্ধন করে, ইহাও এক্ষণে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। "ভূত প্রকৃতি মোক্ষঞ্চ" ইত্যারব্ধ শ্লোকে ভূত প্রকৃতির মোক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; এই ভূত প্রকৃতি সত্বাদি গুণ হইতে সাধকের কি রূপে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাও বলা আবশ্যক। এই সকল ব্যাখ্যার জন্য ১৪শ অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ইতি পূর্ব্বে ভগবান্ অর্জ্জুনকে অনেক জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ জ্ঞানসাধন বলিবেন স্বীকার করিতেছেন। যজ্ঞ, দানাদি জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন অপেক্ষা অমানিত্বাদি জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন উৎকৃষ্ট। কিন্তু এক্ষণে যে আত্মজ্ঞান-তত্ত্ব কথিত হইবে, তাহা এতদুভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ। অমানিত্বাদি জ্ঞান সাধনে "উৎকৃষ্ট বস্তু বিষয়কত্ব" ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান সাধনে "উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তি" ব্যাখ্যাত হইবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তস্যাশ্চ সিদ্ধেরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি ইদমিতি।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

ইদং জ্ঞানং যথোক্তমুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়েত্যেতন্মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তাইত্যর্থোন তু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাৎ গীতাশাস্ত্রে ফলবাদশ্চায়ং স্তুত্যর্থমুচ্যতে সর্গেপি সৃষ্টিকালেপি নোপজায়ন্তে নোৎপদ্যন্তে প্রলয়ে ব্রহ্মণোপি বিনাশকালে ন ব্যথন্তি চ ব্যথাং নাপদ্যন্তে ন চ্যবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি প্রলয়দুঃখং নানুভবন্তি পুনর্নাবর্ত্তন্তইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এই জ্ঞানের সাধন করিলে সাধক আমার স্বরূপের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাকে সৃষ্টিকালে জন্ম ও প্রলয় কালে লয় পাইতে হয় না ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। যিনি এই জ্ঞান সাধন করেন, তিনি ভগবানের অদ্বিতীয় নির্গুণ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং হিরণ্যগর্ভাদির উৎপত্তি হইলেও তাঁহাকে আর উৎপন্ন হইতে হয় না এবং হিরণ্যগর্ভের লয় হইলেও তাঁহাকে বিলীন হইতে হয় না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগঈদৃশোভূতকারণমিত্যাহ মমেতি। মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকার্য্যেভ্যোমহত্ত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনোবীজং সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহমবিদ্যাকামকর্ম্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ সম্ভব উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং

মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ ততস্তস্মাৎ যোনের্মূলকারণাদ্গর্ভাধানাৎ ভবতি ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বান্মহৎ বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তন্মহদ্ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানং স্থানং তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি, নিক্ষিপামি প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ, ততোগর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতীতি ॥ ৩ ॥

হে ভারত! ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই আমার গর্ভাধানের স্থান স্বরূপ। আমি সেই মায়াতে সঙ্কল্প রূপ গর্ভ-ধারণ করিয়া থাকি। সেই গর্ভাধান হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। প্রথম দুই শ্লোকে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের একত্র সংঘাতই যে সৃষ্টির কারণ ও সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টি সামর্থ্য যে অসম্ভব তাহাই বলিতেছেন। মহদ্ব্রহ্ম বা অবিদ্যা—অজ্ঞান—প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা অব্যাকৃত মায়াই যোনি স্বরূপ। এই ব্রহ্মোপাধি মায়া মহত্তত্ত্ব নামক প্রথম কার্য্যের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া মহদ্ব্রহ্ম নামে উক্ত হইয়াছেন। এই মহদ্ব্রহ্ম রূপ যোনিতে ভগবানের সৃষ্টি সংকল্পই গর্ভাধান স্বরূপ। অবিদ্যা কাম কর্ম্ম যুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীব প্রলয়কালে যে বিলীন থাকে, তাহাই কার্য্য কারণ সংঘাত রূপ ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভগবান্ চিদাভাস রূপ বীর্য্যসেক করিয়া থাকেন, তাহাতেই হিরণ্যগর্ভাদি যাবৎ পদার্থেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সর্ব্বযোনিষ্বিতি। দেবপিতৃমনুষ্য পশুমৃগাদিসর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়োদেহসংস্থানলক্ষণামূর্চ্ছিতাঙ্গাবয়বামূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাস্তাসাং মূর্ত্তীনাং ব্রহ্মমহৎ সর্ব্বাবস্থং যোনিঃ কারণমহমীশোবীজপ্রদোগর্ভাধানস্য কর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রমএব মদধিষ্ঠানেনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারোঽপি তু সর্ব্বদেবেত্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাসু যামূর্ত্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকাউৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্ত্তীনাং মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনিশ্মাতৃস্থানীয়া অহঞ্চ বীজপ্রদঃ পিতা গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

হে কৌন্তেয়! দেবাদি সমস্ত যোনিতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, মায়াই তত্তাবতের মাতা স্বরূপিণী এবং গর্ভাধানকর্ত্তা আমিই তাহাদের পিতা স্বরূপ ॥৪॥

গীঃ সঃ। দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষাদি যে কোন যোনিতে জীব উৎপন্ন হউক না কেন, ঈশ্বর ও মায়ার সংঘাতই তত্তাবতের মূল কারণ। পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি বা প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষ স্বতন্ত্র ভাবে কিছুই উৎপাদন করিতে পারেন না ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কে গুণাঃ কথং বধ্নন্তীত্যুচ্যতে সত্ত্বমিতি সত্ত্বং রজস্তমইত্যেব নামানোগুণাইতি পারিভাষিকঃ শব্দো ন রূপাদিবৎ দ্রব্যাশ্রিতাঃ ন চ গুণগুণিনোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতং তস্মাদ্গুণাইব নিত্যপরতন্ত্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যবিদ্যাত্মকত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞং নিবধ্নন্তীবতমাস্পদীকৃত্যাত্মানং প্রতিলভন্ত ইতি নিবধ্নন্তীত্যুচ্যতে। তে চ প্রকৃতিসম্ভবাভগবন্মায়াসম্ভবানি বধ্নন্তীব হে মহাবাহো মহান্তৌ সমর্থতরাবাজানুপ্রলম্বৌ বাহূ যস্য স মহাবাহুঃ হে মহাবাহো দেহে শরীরে দেহিনং দেহবন্তং অব্যয়মব্যয়ত্বং চোক্তমনাদিত্বাদিশ্লোকে ॥ ৫ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্যেদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি সত্ত্বমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবং সংজ্ঞকাস্ত্রয়োগুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভবউদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতি কার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি স্বকার্য্যৈ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজ, ও তম এই প্রকৃতিজাত গুণত্রয় দেহ মধ্যে অব্যয় জীবাত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

গীঃ সঃ। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থাই ত্রিগুণ রূপে কথিত হয়। অগ্নি ও অগ্নির ন্যায় গুণ ও প্রকৃতিতে বস্তুতঃ ভিন্নতা নাই. জীবাত্মা জন্ম মরণাদি রহিত হইলেও ত্রিগুণের সঙ্গে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় শোক মোহাদি রূপ নানা-পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ননু ন ক্ষেত্রী লিপ্যতে ইত্যুক্তং তৎ কথমিহ নিবধ্নন্তী-ত্যন্যথা উচ্যতে পরিহৃতং অস্মাভিরিবশব্দেন নিবধ্নন্তীবেতি তত্র সত্ত্বমিতি তত্র সত্ত্বাদীনাং সত্ত্বস্যৈব তাবল্লক্ষণমুচ্যতে নির্ম্মলত্বাৎ স্ফটিকইব মণিঃ প্রকাশকমনাময়ং নিরুপদ্রবং সত্ত্বং তন্নিবধ্নাতি কথং সুখসঙ্গেন সুখ্যহ-মিতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণ্যাত্মনি সংশ্লেষাপাদনং মৃষৈব সুখেন সঞ্জননমিতি, সৈষা অবিদ্যা ন হি বিষয়ধর্ম্মো বিষয়িণো ভবতি ইচ্ছাদি চ ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম্মইত্যুক্তং ভগবতা অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্ম্মভূতয়া বিষয়বিষয্যবিবেকলক্ষণয়াঽস্বাত্মভূতে সুখে সঞ্জয়তী-বাসক্তমিব করোত্যসুখিনং সুখিনমিব তথা জ্ঞানসঙ্গেন চ দেহিনং জ্ঞানবানিতি সুখসাহচর্য্যাৎ ক্ষেত্রস্যৈবান্তঃকরণস্য ধর্ম্মো নাত্মনঃ আত্মধর্ম্মত্বে

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬॥

সঙ্গানুপপত্তের্বন্ধানুপপত্তেশ্চ সুখইব জ্ঞানাদৌ সঙ্গোমন্তব্যঃ অনঘ অব্যসন॥ ৬॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং ভাস্বরং অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি হে অনঘ অপাপ. অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাংস্তদা ভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীর্থঃ॥ ৬॥

হে সর্ব্ব ব্যসন বর্জ্জিত অর্জ্জুন! এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণ স্বচ্ছতা, প্রকাশকতা ও নিরুপদ্রবতা জন্য সুখ ও জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে॥ ৬॥

শ্রীঃ সঃ। আত্মার আবরণ শক্তির বিনাশক ও পরম সুখের অভিব্যঞ্জক বলিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশক ও অনাময় বলিয়া কথিত হইল। এই সত্ত্ব গুণ "আমি সুখী, আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি" ইত্যাদি অভিমান দ্বারা জীবকে বন্ধন দশা প্রস্ত করিয়া থাকে॥ ৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। রজোরাগাত্মকং ইতি রজোরাগাত্মকং রঞ্জনাদ্রাগো· গৈরিকাদিবদ্রাগাত্মকং বিদ্ধি জানীতি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃষ্ণাপ্রাপ্তা· ভিলাষঃ আসঙ্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণং সংশ্লেষঃ তৃষ্ণাসঙ্গ· সমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তন্নিবধ্নাতি তদ্রজঃ কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সংজননং তৎপরতা কর্ম্মসঙ্গস্তেন নিবধ্নাতি রজোদেহিনং॥ ৭॥

স্বামিকৃত টীকা। রজসোলক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ রজইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃষ্ণা

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।

অপ্রাপ্তাভিলাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতির্ব্বিশেষণাসক্তিস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবোযস্মাৎ তদ্রজোদেহিনং দৃষ্টং দৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মস্বাসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ॥ ৭॥

রজোগুণ, তৃষ্ণা ও আসঙ্গলিপ্সার উৎপাদক অনুরাগ যোগে জীবকে কর্ম্ম সঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে॥ ৭॥

গীঃ সঃ। অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য বলবতী ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা ও প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত মনোবেগের নাম আসঙ্গ। যে বৃত্তিদ্বারা চিত্ত রঞ্জিত বা আমোদিত হয়, তাহার নাম রাগ। তৃষ্ণা ও আসঙ্গ এই অনুরাগ হইতেই উৎপন্ন হয়। রজোগুণ জীবকে অনুরাগের বশবর্ত্তী করিয়া নানা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাতেই জীব বন্ধন প্রাপ্ত হয়॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যং। তমস্থিতি। তমস্তৃতীয়োগুণোঽজ্ঞানজমজ্ঞানাজ্জাতং তমজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং মোহকরমবিবেককরং সর্ব্বদেহিনাং সর্ব্বেষাং দেহবতাং প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ প্রমাদশ্চালস্যঞ্চ নিদ্রা চ প্রমাদালস্যনিদ্রাস্তাভিস্তমোনিবধ্নাতি ভারত॥ ৮॥

স্বামিকৃত টীকা। তমসোলক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ তমইতি। তমস্ত্বজ্ঞানাজ্জাতং আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকং অতএব প্রমাদেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমোদেহিনং নিবধ্নাতি। অত্র প্রমাদোঽনবধানং আলস্যমনুদ্যমঃ নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদঃ লয়ঃ॥ ৮॥

হে ভারত! জীবের ভ্রান্তি জনক ও অজ্ঞানজাত

প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।

তমোগুণ, প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধন দশাগ্রস্ত করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

গীঃ সঃ। আবরণ শক্তি রূপ অজ্ঞান হইতে তমোগুণের উৎপত্তি। তমোগুণে সতে অসৎ ভ্রম হইয়া থাকে। অবস্তুতে বস্তু বুদ্ধি, কার্য্য কালে আলস্য, ও চেষ্টা যত্নাদির প্রয়োজন কালে তন্দ্রা নিদ্রাদি দ্বারা তমোগুণ জীবকে ঘোর অন্ধ তামসে আবদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পুনর্গুণানাং ব্যাপারঃ সংক্ষেপতউচ্যতে সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সংজয়তি সংশ্লেষয়তি রজঃ কর্ম্মণি হে ভারত সংজয়তীতি বর্ত্ততে জ্ঞানং সত্ত্বকৃতং বিবেকমাবৃত্যাচ্ছাদ্য তু তমঃ স্বেনাবরণাত্মনা প্রমাদে সংজয়ত্যুত প্রমাদোনাম প্রাপ্তকর্ত্তব্যাকরণং ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সত্ত্বাদীনামেব স্বস্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি, তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি উত অপি আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে, ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে নিয়োগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। সত্ত্বগুণ সবল হইলে দুঃখের কারণ সমূহকে অভিভব পূর্ব্বক জীবকে সুখের দিকে আকর্ষণ করে, রজোগুণ প্রবল হইলে সুখের কারণকে অভিভব করিয়া লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম মার্গে জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, আর তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে সত্ত্বগুণের কার্য্যরূপ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদ বুদ্ধিতে জীবকে বিমুগ্ধ

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

করে। "সঞ্জয়ত্যুত" পদস্থিত "উত শব্দ" অপি শব্দার্থ বাচক অর্থাৎ তদ্দ্বারা আলস্য নিদ্রাদি গৃহীত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। উক্তং কার্য্যং কদা কুর্ব্বন্তি গুণাইত্যুচ্যতে রজইতি। রজস্তমশ্চোভাবপ্যভিভূয় সত্ত্বং ভবত্যুদ্ভবতি বর্দ্ধতে যদা তদা লব্ধাত্মকং সত্ত্বং স্বকার্য্যং জ্ঞানসুখাদ্যারভতে হে ভারত তৎ তথা রজোগুণঃ সত্ত্বং তমশ্চৈবোভাবপ্যভিভূয় বর্দ্ধতে যদা তদা কর্ম্মতৃষ্ণাদি স্বকার্য্যমারভতে তমআখ্যোগুণঃ সত্ত্বং রজশ্চোভাবপ্যভিভূয় তথৈব বর্দ্ধতে যদা তদা জ্ঞানাবরণাদি স্বকার্য্যমারভতে ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র হেতুমাহ রজইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি অতঃ স্বকার্য্যে সুখাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয়োদ্ভবতি অতঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাসঙ্গাদৌ সঞ্জয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি অতঃ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হে ভারত! যখন রজ ও তমো গুণকে অভিভব করিয়া সত্ত্বগুণ, রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভব করিয়া তমোগুণ, এবং তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভব করিয়া রজোগুণ প্রবল হয়, তখনই সত্ত্বাদিগুণ সকল নিজ নিজ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। একজন মনুষ্যকে কখন যে সাধু কখন বা অসাধু প্রকৃতি, আবার কখন যে লোকাচারে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণই এই যে, সকল সময়ে সকল গুণ লোকের প্রবল থাকেনা। সত্ত্বগুণের প্রভাব কালে তাঁহাকে সাধু, রজোগুণের বৃদ্ধি কালে

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।

লোকাচারে ব্যাপৃত ও তমোগুণের প্রবলতা সময়ে তাঁহাকে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত দৃষ্ট হয়। অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতি অনুসারে জীবের সাধুতা, লৌকিকতা ও অসাধুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদা যোগুণঃ সমুদ্ভূতোভবতি তদা তস্য কিং লিঙ্গং উচ্যতে সর্ব্বদ্বারেষু ইতি। সর্ব্বদ্বারেষ্বাত্মনউপলব্ধি দ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সর্ব্বাণি করণানি তেষু দ্বারেষু অন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্বৃত্তিঃ প্রকাশোদেহে-ঽস্মিন্ প্রকাশশব্দবাচ্যঃ সর্ব্বদ্বারেষু উপজায়তে তদেব জ্ঞানং যদৈবং প্রকাশোজ্ঞানাখ্যউপজায়তে তদা জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং উদ্ভূতং সত্ত্বমিত্যুতাপি ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ সর্ব্ব-দ্বারেত্যাদি ত্রিভিঃ। অস্মিন্নাত্মনোভোগায়তনেদেহে সর্ব্বেষ্বাপ দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশউপজায়তে উৎপদ্যতে তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ, উতশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তং ॥ ১১ ॥

হে অর্জ্জুন! যখন দেহের শ্রোত্রাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশের উৎপত্তি হয়, সেই সময় জানিবে সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। সুখ দুঃখের ভোগায়তন স্বরূপ দেহের ইন্দ্রিয় দ্বার দ্বারাই জীব শব্দাদি অনুভব করিয়া থাকে; এই ইন্দ্রিয় দ্বার সমূহে যখন জ্ঞান রূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দাদি যখন আবরণ দোষ বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইতে থাকে, তখনই সত্ত্বগুণোদয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। সত্ত্বগুণের উদয় হইলে যদি কাহাকে কোন কথা বল, তাহা সরল, মৃদু, সরস ও হিতার্থকর হইবে, কেহ কোন কথা বলিলে তাহা বিরুদ্ধ ভাবে গৃহীত হইবে না, যাহা

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

কিছু দেখিবে তাহা পবিত্র ও সুন্দর বোধ হইবে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই যেন দেব ভাব আসিয়া বিরাজ করিবে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। রজস উদ্ভূতস্যেদং চিহ্ন, লোভইতি। লোভঃ পরদ্রব্যাদিৎসা প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং সামান্যচেষ্টা আরম্ভঃ উদ্যমঃ কস্য কর্ম্মণামশমঃ অনুপশমঃ হর্ষরাগাদিপ্রবৃত্তিঃ স্পৃহা সর্ব্বসামান্যবস্তুবিষয়া তৃষ্ণা। রজসি গুণে বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে ভরতর্ষভ ॥১২॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ লোভইতি। লোভোধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি যঃ পুনঃ পুনর্ব্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা, কর্ম্মণামারম্ভোমহাগৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ, অশমঃ ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততোজিঘৃক্ষা, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে এভির্লিঙ্গৈঃ রজো গুণস্য বিবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হে ভরতর্ষভ! রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, অশম, স্পৃহাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

গীঃ সঃ। যখন দেখিবে যে ধনাদি বিষয় লাভে তৃষ্ণা জন্মিতেছে, তাহার জন্য চেষ্টা, যত্ন ও প্রবৃত্তি বাড়িতেছে, গৃহাদি নির্ম্মাণে, নিজ সত্ত্বাধিকার বিস্তারে উদ্যম হইতেছে, যখন দেখিবে, একটি কার্য্য করিয়া অপরটির জন্য আবার আগ্রহ হইতেছে, অর্থাৎ অশান্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, অন্যের ধনাদি আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে, তখনই জানিবে রজো গুণের বৃদ্ধি হইয়াছে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশোঽবিবেকোঽত্যন্তম-প্রবৃত্তিশ্চ প্রবৃত্ত্যভাবঃ তৎকার্য্যং প্রমাদোমোহ এবচ অবিবেকোমূঢ়তে-

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ তমসি গুণে বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে কুরু নন্দন ॥১৩॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অপ্রকাশইতি। অপ্রকাশোবিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যং মোহোমিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি প্রবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে এতৈস্তমসোবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। গুরু শাস্ত্রবাক্যরূপ জ্ঞান প্রকাশের কারণ থাকিতেও বিবেক বুদ্ধির বিকাশ না হওয়ার নাম অপ্রকাশ; প্রবৃত্তি মার্গের শাস্ত্রোপদেশাদি শুনিয়াও অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানে চিত্তের ঔদাস্যের নাম অপ্রবৃত্তি; কার্য্যের কর্ত্তব্যতা জানিয়াও তাহা সমুচিত সময়ে স্মরণ না হওয়ার নাম প্রমাদ এবং নিদ্রা বা বিপর্য্যয় বুদ্ধির নাম মোহ। যখন পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি গুলি স্ফুরিত হয়, তখনই তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। মরণদ্বারেণাপি যৎ ফলং প্রাপ্যতে তদপি সঙ্গরাগহেতুকং কর্ম্ম গৌণমেবেতি দর্শয়ন্নাহ যদেতি। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে উদ্ভূতে তু প্রলয়ং মরণং যাতি প্রতিপদ্যতে দেহভৃতাত্মা তদা উত্তমবিদাম্ মহদাদিতত্ত্ববিদামিত্যেতল্লোকানমলান্ মলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যেতৎ ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। মরণসময়ে বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ যদেতি দ্বাভ্যাং। সত্ত্বে বিবৃদ্ধে সতি যদা জীবোমৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্ত্যুপাসতইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়ালোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।

যদি দেহাভিমানী জীব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি কালে মৃত্যু প্রস্ত হয়, তবে নির্ম্মল লোকে তাহার গতি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

গীঃ সঃ। হিরণ্যগর্ভাদি দেবতাগণের নাম "উত্তম" আর যাঁহারা এতদ্দেবতাগণের উপাসনা করেন, তাঁহারা "উত্তমবিৎ"। ইঁহাদের বাস স্থান অতি পবিত্র প্রকাশময় ও সুখসেব্য, দিব্য ভোগ্য ভাবে সুসজ্জিত। সত্ত্বগুণের প্রভাব কালে দেহান্ত হইলে সাধকের এই রজস্তমো মল বর্জ্জিত দিব্য লোকে গতি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। রজসি গুণে বিবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা প্রাপ্য কর্ম্মসঙ্গিষু সকর্ম্মাসক্তিযুক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে তথা তদ্বদেব প্রলীনো-মৃতস্তমসি বিবৃদ্ধে মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিযোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ রজসীতি। রজসি বিবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলীনোমৃতো-মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

রজোগুণের বৃদ্ধি কালে দেহাভিমানী জীবের মৃত্যু হইলে কর্ম্মাধিকারী মনুষ্য যোনিতে ও তমোগুণের বৃদ্ধি কালে দেহান্ত হইলে পশ্বাদি যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। রজোগুণ কর্ম্ম-সঙ্গ-প্রিয়তা বর্দ্ধক, সুতরাং মৃত্যু কালে রজোগুণের আতিশয্য থাকিলে কর্ম্মলিপ্সু মনুষ্য যোনিতে এবং তমোগুণ মূঢ়তা ও প্রমাদাদির বীজ-স্বরূপ বলিয়া তমোগুণের আতিশয্যে

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলং।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং ॥ ১৬ ॥

কালে দেহান্ত হইলে জীবাত্মা পশ্বাদি মূঢ় যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অতীতশ্লোকার্থস্যৈব সংক্ষেপউচ্যতে কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্যেত্যর্থঃ আহুঃ শিষ্টাঃ সাত্ত্বিকমেব নির্ম্মলং ফলমিতি রজসস্তু ফলং দুঃখং রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ কর্ম্মাধিকারাৎ ফলমপি দুঃখমেব কারণানুরূপ্যাদ্রাজসমেব তথাজ্ঞানন্তমসস্তামসস্য কর্ম্মণোঽধর্ম্মস্য পূর্ব্ববৎ ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ কর্ম্মণইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ, রজসইতি রাজসস্য কর্ম্মণইত্যর্থঃ, কর্ম্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ, তমসইতি তামসস্য কর্ম্মণইত্যর্থঃ, তস্যাজ্ঞানং মূঢত্বং ফলমাহুঃ, সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণঞ্চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনাষ্টাদশেঽধ্যায়ে বক্ষ্যতি॥১৬

সাত্ত্বিক ধর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, রাজস ধর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামস ধর্ম্মের ফল অজ্ঞান, মহর্ষিগণ এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। সত্ত্বগুণ প্রভাবে জীব কেবল নির্ম্মল সুখ, রজোগুণ প্রভাবে অল্পসুখ মিশ্রিত অধিক দুঃখ ও তমোগুণ প্রভাবে জীব কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে, ইহা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের মত ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ গুণেভ্যোভবতি সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাৎ লব্ধাত্মকাৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে জ্ঞানং রজসোলোভএবচ প্রমাদমোহৌ চোভৌ তমসোভবতোঽজ্ঞানমেব ভবতি ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রাজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্রৈব হেতুমাহ সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্জ্ঞানং সংজায়তে অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি, রজসো লোভো জায়তে তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি, তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি অতস্তামসস্য কর্ম্মণোঽজ্ঞানমাত্রং প্রায়ঃ ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশ রূপ জ্ঞান শক্তির ক্রিয়া বশতঃ শব্দাদি দ্বারা সত্ত্বগুণোদয় কালে পরম সুখদায়ী দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, বারম্বার কর্ম্মসঙ্গ বশতঃ রজোগুণ প্রভাবে অধিক হইতে অধিকতর তৃষ্ণা ও লোভ বাড়িতে থাকে, আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ—মোহ—অজ্ঞানাদি উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ ঊর্দ্ধমিতি। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষু উৎপদ্যন্তে সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বগুণবৃত্তস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যেষু উৎপদ্যন্তে রাজসাঃ জঘন্যগুণবৃত্তস্থা জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চ জঘন্যগুণস্তমস্তস্য বৃত্তং নিদ্রালস্যাদি তস্মিন্ স্থিতা জঘন্যগুণবৃত্তস্থা মূঢ়া অধোগচ্ছন্তি পশ্বাদিষু উৎপদ্যন্তে তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ, রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে, জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিস্তত্র স্থিতা অধোগচ্ছন্তি তমসোবৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষূৎপদ্যন্তে ॥ ১৮ ॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

সত্ত্বগুণী ব্যক্তি গণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া থাকেন, রজোগুণী গণ মনুষ্য লোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তমোগুণ বৃত্তস্থ গণ অধস্তন লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

গীঃ সঃ। সত্ত্বগুণীগণ পুণ্যের ন্যূনাতিরেকানুসারে ঊর্দ্ধে ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত দেব লোক সমূহে, রাজস বৃত্তস্থিত পুরুষগণ পাপপুণ্য মিশ্রিত লোভ তৃষ্ণাকুলিত মনুষ্যলোকে, এবং নিদ্রালস্যাদি যুক্ত তমোগুণী গণ পশু আদি অধোযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে অথবা ঘোর নরকাদিতে গমন করে ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পুরুষস্য প্রকৃতিস্থত্বরূপেণ মিথ্যাজ্ঞানেন যুক্তস্য ভোগ্যেষু গুণেষু সুখদুঃখমোহাত্মকেষু সুখী দুঃখী মূঢ়োহমস্মীত্যেবং রূপোযঃ সঙ্গস্তৎকারণং পুরুষস্য সদসদ্যোনিজন্মপ্রাপ্তিলক্ষণস্য সংসারস্যেতি সমাসেন পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্তং তদিহ সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা ইত্যারভ্য গুণস্বরূপং গুণবৃত্তং স্ববৃত্তেন চ গুণানাং বন্ধকত্বং গুণবৃত্তনিবদ্ধস্য চ পুরুষস্য যা গতিরিত্যেতৎ সর্ব্বং মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমূলং চ বন্ধকারণং বিস্তরেণোক্ত্বাধুনা সম্যক্ দর্শনাৎ মোক্ষোবক্তব্যইত্যাহ ভগবান্ নান্যমিতি। নান্যং কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যোগুণেভ্যঃ কর্ত্তারমন্যং যদা দ্রষ্টা বিদ্বান্ সন্নানুপশ্যতি গুণাএবসর্ব্বাবস্থাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তারইত্যেবং পশ্যতি গুণেভ্যশ্চ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতমিতি মদ্ভাবং মম ভাবং বাসুদেবত্বং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং পশ্যন্ সদ্রষ্টাধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্তং। ইদানীং তদ্ব্যতিরেকেণ মোক্ষং দর্শয়তি নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যোগুণেভ্যোহন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি অপি তু গুণাএব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি সতু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥১৯॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।

যে সময়ে দ্রষ্টা জীব সত্ত্বাদি গুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করে, ও আত্মাকে গুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই সময়ে জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। অন্তঃকরণ, বহিঃকরণ, শরীর, বিষয় আদি ভাবে পরিণত হইয়া সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে এবং আত্মা কার্য্য ও গুণ এতদুভয় হইতেই স্বতন্ত্র এই রূপ যিনি বিদিত হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথমধিগচ্ছতীত্যুচ্যতে গুণানিতি। গুণানেতান্ যথোক্তানতীত্য জীবন্নেবাতিক্রম্য মায়োপাধিভূতাংস্ত্রীন দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ দুঃখানি চ তৈর্জীবন্নেব মুক্তঃ সন্ বিদ্বানমৃতমশ্নুতে এবং মদ্ভাবমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ গুণানিতি। দেহোদ্ভবাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেভ্যস্তে দেহসমুদ্ভবাস্তানেতান ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্নমৃতং পরমানন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

হে অর্জ্জুন! দেহোৎপত্তির বীজ স্বরূপ সত্ত্বাদি গুণ পরিহার ও জন্ম মৃত্যু জরা অতিক্রম করিয়া জীব মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। গুণত্রয় জন্ম মরণের হেতু; যিনি ত্রিগুণ পরিহার করিতে

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ। কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো

পারেন, তাঁহাকে জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। গুণসঙ্গ বর্জ্জিত হইতে পারিলেই জীব এই দেহ সত্ত্বেই পরমানন্দ রূপ অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। জীবন্নেব গুণানতীতোঽমৃতমশ্নুত ইতি প্রশ্নবীজং প্রতি লভ্য অর্জ্জুন উবাচ কৈরিতি। কৈর্লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈস্ত্রীনেতান্ ব্যাখ্যাতান্ গুণানতীতোঽতিক্রান্তো ভবতি প্রভো! কিমাচারঃ কোঽস্যাচার ইতি কিমাচারঃ কথং কেন চ প্রকারেণ এতাংস্ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। গুণানেতানতীত্যামৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারঞ্চ গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সম্যগ্ বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ কৈরিতি। হে প্রভো কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈশ্চিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণঃ প্রশ্নঃ, কশ্চাচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ, কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীতো বর্ত্ততে তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১

অর্জ্জুন ! কহিলেন, হে প্রভো ! যাঁহারা এই তিন গুণ অতিক্রম করেন, তাঁহাদের চিহ্ন কিরূপ ও তাঁহারা কিরূপ আচার বিশিষ্ট হয়েন এবং কিরূপেই বা এই তিন গুণ অতিক্রম করা যায় ॥ ২১ ॥

গীঃ সঃ। সত্বাদি গুণত্রয়ের উৎপত্তি, ক্রিয়া, ফল ও তদ্গুণ বিযুক্ত পুরুষের মহিমা শ্রবণ করিয়া গুণ পাশ বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগের বাসনা বলবতী হওয়ায়, অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে গুণাতিক্রম পটু পুরুষের লক্ষণ কি, তাঁহারা যথেষ্টাচারী অথবা বিধিতাচারী? আর এই জন্ম মৃত্যুর বীজ রূপ গুণের অধিকার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে কি কি করিতে হয়। প্রভু ভৃত্যের দুঃখনিবারক, সুখ দাতা ও ইষ্টসিদ্ধিকারী বলিয়া এস্থলে ভগবানকে ভবদুঃখ নিবারণ

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব

কারী পরম সুখ দাতা জানিয়া অর্জ্জুন "প্রভো" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। গুণাতীতস্য লক্ষণং গুণাতীতত্বোপায়শ্চার্জ্জুনেন পৃষ্টোঽস্মিন্ শ্লোকে প্রশ্নদ্বয়ার্থং প্রতিবচনং ভগবান্ যত্তাবৎ কৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তো গুণাতীতো ভবতি তচ্ছৃণু প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যং মোহমেব চ তমঃকার্য্যমিত্যেতানি ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি সম্যগ্বিষয়ভাবেনোদ্ভূতানি মম তামসঃ প্রত্যয়োজাতস্তেনাহং মূঢ়স্তথা রাজসী প্রবৃত্তির্ম্মোৎপন্না দুঃখাত্মিকা তেনাহং রজসা প্রবর্ত্তিতঃ প্রচলিতঃ স্বরূপাৎ কষ্টং মম বর্ত্ততে যোঽয়ং মৎস্বরূপাবস্থানাৎ ভ্রংশস্তথা সাত্ত্বিকোগুণঃ প্রকাশাত্মা মাং বিবেকিত্বমাপাদয়ন্ সুখেন চ সংজয়ন্ মাং বধ্নাতীতি তানি দ্বেষ্টাঽসম্যগ্দর্শিত্বেন তদেবং গুণাতীতোন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি যথা চ সাত্ত্বিকাদি পুরুষঃ সাত্ত্বিকাদিকার্য্যাণ্যাত্মানং প্রতি প্রকাশ্য নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ন তথা গুণাতীতোনিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতীত্যর্থঃ॥২২

স্বামিকৃত টীকা। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমেব দত্তোত্তরমপি পুনর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ প্রকাশঞ্চেত্যাদি সপ্তভিস্তত্রৈকেন লক্ষণমাহ প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যং মোহঞ্চ তমঃকার্য্যং, উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যোন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যোন কাঙ্ক্ষতি গুণাতীতঃ স উচ্যতইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, প্রকাশরূপ জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বয়ং উদিত হইলে যিনি কখন দ্বেষ করেননা, এবং তন্নিবৃত্তিরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২২ ॥

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।

গীঃ সঃ। যদি কারণ উপস্থিত হইলে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া স্বরূপ প্রকাশ, অথবা রজোগুণ জন্ম প্রবৃত্তি কিম্বা তমোগুণ প্রভাবে মোহ উদিত হয়, তবে তাহাতে দুঃখবোধে যিনি বিরক্ত হয়েন না অথবা সুখার্থ গমন জন্য তদভাবনিবারণের চেষ্টা বা ইচ্ছাও করেন না, অর্থাৎ যিনি গুণ ক্রিয়া সমূহকে স্বপ্ন দৃষ্ট অলীক ঘটনাবলীর ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানেন (স্বপ্নের শত্রুকে শত্রু ও স্বপ্নের মিত্রকে মিত্র বলিয়া যিনি গ্রাহ্য করেননা) তিনি গুণাতীত পুরুষ। গুণাতীত পুরুষের এ লক্ষণ (অন্তঃকরণের) তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্যে জানিতে পারে না, এই জন্য এ লক্ষণকে স্বার্থ লক্ষণ বা স্বসংবেদ্য বলে, আর যে লক্ষণ দেখিয়া অন্যে বুঝিতে পারে, তাহা পরার্থ লক্ষণ বা পরসংবেদ্য নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতন্ন পরপ্রত্যক্ষং লিঙ্গং কিং তর্হি স্বাত্মপ্রত্যক্ষত্বাদাত্মবিষয়মেব এতৎ লক্ষণং ন হি স্বাত্মবিষয়ং দ্বেষং আকাঙ্ক্ষাং চাপরঃ পশ্যতি। অথেদানীং গুণাতীতঃ কিমাচার ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ উদাসীনেতি। উদাসীনবদ্যথোদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে ন তথায়ং গুণাতীতত্বোপায়মার্গেঽবস্থিত আসীন আত্মবিদ্ গুণৈর্যঃ সন্ন্যাসী ন বিচাল্যতে বিবেকদর্শনাবস্থাতঃ তদেতৎ স্ফুটীকরোতি গুণাঃ কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতা অন্যোন্যস্মিন্ বর্ত্তন্ত ইতি যোঽবতিষ্ঠতি ছন্দোভঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদপ্রয়োগঃ যোঽনুতিষ্ঠতীতি পাঠান্তরং নেঙ্গতে ন চলতি স্বরূপাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং সুগমবোধাং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যস্যোত্তরমাহ উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্যো বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচাব্যতে অপিতু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে এতৈর্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি পরস্মৈপদমার্ষং নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩ ॥

গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।

যিনি উদাসীনের ন্যায় স্থিত, সত্ত্বাদি গুণ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গুণপরম্পরা যোগেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি ধীরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। যিনি অনুরাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভাল বা মন্দ কিছুরই পক্ষপাতী নহেন, যিনি আপনাকে সমস্ত ব্যাপার প্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অবগত হয়েন, সুখ দুঃখাদি উদয় হইলে যিনি কোন মতেই বিচলিত হয়েন না; গুণত্রয় আপনা আপনিই সাধক ও বাধক ভাবে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক ভাবে এবং উপকার্য্য ও উপকারক ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছে, আত্মা সর্ব্বদা নির্লিপ্ত, এইরূপ জানিয়া যিনি দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থায় স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ সমদুঃখেতি। সমদুঃখসুখঃ সমে দুঃখসুখে যস্য স সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ স্বাত্মনি স্থিতঃ প্রসন্নঃ অবিক্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্ম-কাঞ্চনঃ লোষ্টঞ্চ অশ্ম চ কাঞ্চনঞ্চ সমানি যস্য সসমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ প্রিয়ঞ্চাপ্রিয়ঞ্চ প্রিয়াপ্রিয়ে সমে যস্য সোঽয়ং তুল্যপ্রিয়া-প্রিয়ঃ ধীরো ধীমান্ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ নিন্দা চ আত্মসংস্তুতিশ্চ তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যস্য যতেঃ সতুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অপি চ সমেতি। সমে দুঃখসুখে যস্য, যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপএব স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য, তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য, ধীরো ধীমান্, তুল্যা নিন্দা চ আত্মনঃ স্তুতিশ্চ যস্য ॥ ২৪ ॥

সুখ দুঃখ যাঁহার সমান, স্বরূপাবস্থায় যাঁহার স্থিতি, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি, প্রিয় ও

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

অপ্রিয় এতদুভয়ই যাঁহার সমান, এবং নিজ স্তুতি ও নিজ নিন্দাতে যাঁহার সমজ্ঞান, সেই ধীর পুরুষই গুণাতীত ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। যিনি অনাত্মারূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম জানিয়া সুখে উৎফুল্ল ও দুঃখে ম্লান হয়েন না অর্থাৎ স্বপ্নবৎ উভয়কেই মিথ্যাবোধে উপেক্ষা করেন, (বস্তুতঃ স্বাত্মানন্দ স্বরূপে স্থিতি করিলে সুখ দুঃখ রূপ বৈষম্য বুদ্ধি আদৌ উদয়ই হয় না,) লোভ ও তৃষ্ণাবর্জ্জিত হওয়ায় যাঁহার লোষ্ট্র, পাষাণ ও কাঞ্চনে বিশেষ বুদ্ধি নাই, আত্মজ্ঞান জন্য যাঁহার নিজ হিত বা অহিত দৃষ্টির অভাব হওয়ায় হিতকারী ব্যক্তি প্রিয় ও অহিতকারী ব্যক্তি অপ্রিয় এই বিষম বুদ্ধির নাশ হইয়াছে, গুণ দোষের স্তুতি নিন্দা যিনি আত্মাতে আরোপণ করেন না, এবং যিনি সদাই আত্মানন্দে একরস—বিদ্যমান, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ মানাপমানয়োরিতি। মানাপমানয়োস্তুল্যঃ সমো নির্ব্বিকারঃ তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ যদ্যপ্যুদাসীনা ভবন্তি কেচিৎ স্বাভিপ্রায়েণ মিত্রারিপক্ষয়োরিব ভবন্তীতি অয়ন্তু তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োরিত্যাহ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি কর্ম্মাণ্যারভ্যন্তে ইত্যারম্ভাঃ সর্ব্বানারম্ভান্ পরিত্যক্তুং শীলং অস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী দেহধারণমাত্রনিমিত্তব্যতিরেকেণ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগীত্যর্থঃ গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥

স্বামিকৃত টীকা। অপি চ মানেতি। মানে অপমানে চ তুল্যঃ মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সএবং ভূতাচারযুক্তোগুণাতীতউচ্যতে ॥ ২৫ ॥

যাঁহার মান অপমানে সমান বোধ, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ যাঁহার উভয়ই তুল্য, এবং যিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৫ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

শ্রীঃ সঃ। যিনি সৎকারে ও তিরস্কারে, আদর ও অনাদরে মান বা অপমান বোধ করিয়া হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হয়েন না, যিনি মিত্র ও শত্রু উভয়ের প্রতিই উদাসীন অর্থাৎ যাঁহার মিত্রের প্রতি আদর ও শত্রুর প্রতি দ্বেষ নাই, একজনের প্রতি অনুগ্রহ ও অপরের প্রতি নিগ্রহ যিনি না করেন, এবং লৌকিক বা বৈদিক কোন কার্য্যার্থই যাঁহার উদ্যোগ ও চেষ্টা নাই, কেবল দেহ যাত্রা নির্ব্বাহার্থ ভিক্ষাটনাদি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, সেই তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিই গুণাতীত ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। উদাসীনবদিত্যাদি গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইত্যেতদন্তমুক্তং যাবৎপ্রযত্নসাধ্যং তাবৎ সংন্যাসিনানুষ্ঠেয়ং গুণাতীতত্বসাধনং মুমুক্ষোঃ স্থিরীভূতন্তু স্বসম্বেদ্যং সদ্গুণাতীতস্য যতেল ক্ষণং ভবতীতি অধুনা কথঞ্চ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ মাঞ্চেতি। মাঞ্চেশ্বরং নারায়ণং সর্ব্বভূতহৃদয়াশ্রিতং যোযতিঃ কর্ম্মী বা অব্যভিচারেণ কদাচিৎ যোব্যভিচরতি ন, ভক্তিযোগঃ ভজনং ভক্তিঃ সৈব যোগস্তেন বিবেকজ্ঞানাত্মকেন ভক্তিযোগেন জ্ঞানসমুদ্ভবেন সেবতে স গুণান্ সমতীত্য এতান্ যথোক্তান্ ব্রহ্মভূয়ায় ভবনং ভূয়ঃ ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থোভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ মাঞ্চেতি। চশব্দোঽবধারণার্থঃ মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ একান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থোভবতি ॥ ২৬ ॥

যিনি আমাকে অনন্য ভক্তিযোগ সহ সেবা করেন, আমার সেই ভক্ত পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভে সমর্থ হয়েন ॥ ২৬ ॥

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

গীঃ সঃ। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্‌কে অকপট ভক্তি সহ ভজনা করেন, অর্থাৎ যিনি তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া ভগবদ্ ভজনা করিয়া থাকেন, সেই ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি গুণত্রয়ের প্রভাব অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। (ভক্তিমানের মুক্তি করতলস্থ) পরম ভক্ত ব্যক্তি গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৬॥

শাঙ্করভাষ্য। কুতএতদিত্যুচ্যতে ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ হি যস্মাৎ-প্রতিষ্ঠাহং প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠাহং প্রত্যগাত্মা কীদৃশস্ত ব্রহ্মণঃ অমৃতস্যাবিনাশিন অব্যয়স্যাবিকারিণঃ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানযোগ-ধর্ম্মপ্রাপ্যস্য সুখস্যানন্দরূপস্যৈকান্তিকস্যাব্যভিচারিণঃ অমৃতাদিস্বভাবস্য পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা সম্যক্ জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়তে ইতি তদেতদ্ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে উক্তং যয়া চেশ্বরশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহাদিপ্রয়োজনায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ত্ততে সা শক্তিঃ ব্রহ্মৈবাহং শক্তিশক্তিমতোরনন্যত্বাদিত্যভিপ্রায়োঽথবা ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম তস্য ব্রহ্মণো নির্ব্বিকল্পকাহমেব নান্যঃ প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ কিংবিশিষ্টস্যা-মরণধর্ম্মকস্যাব্যয়স্য ব্যয়রহিতস্য কিঞ্চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞান-নিষ্ঠালক্ষণস্য সুখস্য তজ্জনিতস্যৈকান্তনিয়তস্য চ প্রতিষ্ঠাহমিতি বর্ত্ততে ॥ ২৭ ॥

ইতি চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। তত্র হেতুমাহ ব্রহ্মণোহীতি। হি যস্মাদ্ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতপ্রকাশএব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য চ মোক্ষস্য নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ, তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ, অতোমৎ-সেবিনো মদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদযুক্তমেবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতইতি। কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিতভবাম্বুধিং। সুখং তরতি মদ্ভক্তইত্যভাষি চতুর্দ্দশে ॥ ২৭ ॥

ইতি চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

আমি (বাসুদেব) অমৃত স্বরূপ ও অব্যয় স্বরূপ, আমি শাশ্বত ও ধর্ম্ম স্বরূপ, আমি অব্যভিচারী সুখ স্বরূপ, আমাকে ভক্তি করিলে জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। বাসুদেবই তত্ত্বমসি মহাবাক্যের "তৎ" পদ বাচ্যার্থ উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ মায়া বিশিষ্ট সোপাধিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং বাসুদেবই নিরুপাধিক ব্রহ্মের লক্ষ্যার্থ স্বরূপ। বাসুদেব যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, সেই "তৎ" পদ বাচ্য ব্রহ্ম বিনাশ বর্জ্জিত, অব্যয় অর্থাৎ বিপরিণাম রহিত, তিনি শাশ্বত বা অপক্ষয় শূন্য, তিনি নির্ব্বিকার, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ ও তিনি নির্ম্মল আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্মাও ভগবান্ বাসুদেবকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

"একাত্মমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্র সুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্তো উপাধিতোঽমৃতঃ"॥

হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বত্র এক স্বরূপ, সকল প্রাণীর আত্মা স্বরূপ, সর্ব্ব শরীরে তুমিই স্থিতি করিতেছ, তুমি নিত্যকাল বিদ্যমান, তুমি সত্যস্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ, তুমি আদ্যন্ত বিবর্জ্জিত, নিত্য, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপক ও অজ্ঞানাঞ্জন রহিত, তুমি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ অদ্বয় ও উপাধি বিহীন এবং তুমি অমৃত স্বরূপ। ভগবান্ বাসুদেবই পরম ব্রহ্ম স্বরূপ। তাঁহাকে যে ভাবে হউক অব্যভিচারিণী ভক্তি সহ সেবা করিলে জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" ইহার এরূপ অর্থও হয়, ব্রহ্মশব্দে বেদ, বেদের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ আমি অর্থাৎ বেদ আমারই বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছে, যথা শ্রুতিঃ—"সর্ব্বেবেদাযৎ পদমামনন্তি" কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান কাণ্ডময় ঋগাদি সমস্ত বেদই সাক্ষাৎ বা পরম্পর সম্বন্ধে যে ব্রহ্মরূপ পদেরই বর্ণনা করিয়াছেন, এই বেদের প্রতিষ্ঠা

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়-
বিভাগযোগোনাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি, তিনি নিশ্চয়ই পরম ধাম প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য কুমার-পরিব্রাজক
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
চতুর্দ্দশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখ মশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং।

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মান্মদধীনং কর্ম্মিণাং কর্ম্মফলং জ্ঞানিনাঞ্চ জ্ঞানযোগধর্ম্ম ফলাণাং সুখঞ্চ জ্ঞানফলমতো ভক্তিযোগেন মাং যে সেবন্তে মৎপ্রসাদাৎ জ্ঞান প্রাপ্তিক্রমেণ গুণাতীতা মোক্ষং গচ্ছন্তি কিমু বক্তব্যমাত্মনস্তত্ত্বং সম্যক্ বিজানন্তইত্যতোভগবানর্জ্জুনেনাপৃষ্টমপ্যাত্মনস্তত্ত্বং বিবক্ষুরুবাচ ঊর্দ্ধমূল- মিত্যাদি। তত্র তাবদ্বৃক্ষরূপককল্পনয়া বৈরাগ্যহেতোঃ সংসারস্বরূপং বর্ণয়তি বিরক্তস্য হি সংসারাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারোনান্যস্যেতি ঊর্দ্ধ- মূলমিতি। ঊর্দ্ধমূলং কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বাৎ নিত্যত্বান্মহত্ত্বাচ্চোর্দ্ধ- মুচ্যতে ব্রহ্মাব্যক্তমায়াশক্তিমত্তন্মূলমস্যেতি সোঽয়ংসংসারবৃক্ষঊর্দ্ধমূলঃ শ্রুতেশ্চ ঊর্দ্ধমূলোঽবাকশাখইতি পুরাণেচাব্যক্তমূল প্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহো- ত্থিতঃ, বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ, মহাভূতপ্রশাখশ্চবিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা, ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ, আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ, এতদ্ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্ম চরতি নিত্যশঃ, এতৎ ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা, ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ইত্যাদি তমূর্দ্ধমূলং সংসারং মায়াময়ং বৃক্ষমধঃশাখংমহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ঃ শাখাইবাস্যাধোভবন্তীতি সোঽয়মধঃশাখস্তমধঃশাখং ন শ্বোপি স্থাস্যতে ইত্যশ্বত্থস্তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনমশ্বত্থং প্রাহুঃ কথয়ন্তি শ্রুতিবাদাইত্যব্যয়ং সংসারং মায়াময়ং অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ সোঽয়ং সংসারবৃক্ষোঽব্যয় অনাদ্য- নন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়োহিসুপ্রসিদ্ধস্তমব্যয়ং তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্য ইদমন্য- দ্বিশেষণান্তরং ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি ছন্দাংসি ছাদনাদস্য ঋগ্যজুঃসাম- লক্ষণানি যস্য সংসারবৃক্ষস্য পর্ণানীব পর্ণানি যথা বৃক্ষস্য রক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থাধর্ম্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ যথা ব্যাখ্যাতংসংসারবৃক্ষং সমূলং যস্তং বেদ সবেদবিদ্বেদার্থবিদিত্যর্থঃ। নহ

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি—

স্বামিকৃত টীকা। বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং নচ ভক্তিরতঃ স্ফুটং। বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবোভবতি ইত্যুক্তং নচৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বা অবিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসারস্বরূপং বৃক্ষং রূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন শ্রীভগবানুবাচ ঊর্দ্ধমূলমিতি। ঊর্দ্ধমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমোমূলং যস্য তং। অধইতি ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়োহিরণ্যগর্ভাদয়োগৃহ্যন্তে তে তু শাখাইব শাখা যস্য তং। বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাহুঃ. ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখএষোঽশ্বত্থঃ সনাতনইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি বেদাযস্য পর্ণানি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্ব প্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়াবেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসার প্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরো ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ সচ সংসার বৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যস্তাযাপাদিতশ্চ ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ অতএবং বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্তূয়তে॥ ১॥

এই সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধ দিকে ও শাখা অধোদিকে; ইহা অব্যয় ও কর্ম্ম কাণ্ড রূপ বেদ ইহার পত্র; যিনি এই সংসার রূপ বৃক্ষকে বিদিত আছেন, তিনিই বেদবেত্তা॥ ১॥

গীঃ সঃ। ১৪শ অধ্যায়ে গুণ, গুণের ক্রিয়া ও গুণাতীত হইয়া কিরূপে জীব মুক্তি লাভ করে, তাহা কথিত হইয়াছে। আবার পরিশেষে ইহাও উক্ত হইয়াছে, যে অনন্ত উপাসনাশীল ভগবদ্ভক্তও ভক্তি যোগে গুণ গ্রাম অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞান ও অনন্ত ভক্তি যে বৈরাগ্য ব্যতীত উদয় হয় না, তাহাই কথিত হইতেছে এবং মনুষ্যবৎ বাসুদেব "আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।" কিরূপে বলিলেন, এরূপ অর্জ্জুনের সংশয় না হয়, তাহারও ইঙ্গিত করা হইতেছে।

যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকেই " ঊর্দ্ধ " বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—এই ঊর্দ্ধ রূপ ব্রহ্মই সংসার রূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান ভূমি। পশ্চাদুৎপন্ন কার্য্যরূপ উপাধিযুক্ত হিরণ্যগর্ভাদি শাখাদি রূপে গৃহীত হইয়াছেন। যে বস্তু পরে থাকিবে এরূপ বিশ্বাস নাই, তাহাই অশ্বত্থ। ব্রহ্মই এই বৃক্ষের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, এই জন্য ইহা " ঊর্দ্ধমূল ", হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্যকলাপ ইহার শাখা, এই জন্য ইহা " অধঃ শাখ "। এই সংসার রূপ বৃক্ষ অনাদি অনন্ত প্রবাহ দেহাদির আশ্রয়, এই জন্য ইহা অব্যয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতিপাদক কর্ম্মকাণ্ড যুক্ত বেদ এই বৃক্ষের পত্র। জীবের আত্ম জ্ঞান উদয় হইলে ঐ বৃক্ষের পত্র গুলি ঝরিয়া পড়ে, কার্য্যরূপ শাখা বিশুষ্ক হইয়া যায় এবং মায়াযুক্ত বৃক্ষমূল উৎপাটিত হয়। মায়াময় সংসারের এই নিগূঢ় তত্ত্ব যিনি বিদিত হয়েন, তিনিই প্রকৃত বেদবেত্তা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। নহি সংসারবৃক্ষাদস্মাৎ সমূলাৎ জ্ঞেয়োঽন্যোঽণুমাত্রোপ্যবশিষ্টোঽস্ত্যতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স যো বেদ সবেদার্থবিদিতি যস্মাৎ সংসারবৃক্ষে সমূলে সর্ব্বজ্ঞেয়ং অন্তর্ভবতীতি তস্মাৎ সমূল বৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি তস্যৈব সংসারস্যাপরাবয়বকল্পনোচ্যতে অধোমনুষ্যাদিভ্যো যাবৎ স্থাবরমূর্দ্ধঞ্চ যাবদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজোধর্ম্মইত্যেতদন্তং যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং জ্ঞানকর্ম্মফলানি তস্য বৃক্ষস্য শাখাইব শাখাঃ প্রসৃতাঃ প্রগতা গুণ প্রবৃদ্ধাঃ গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্থূলীকৃতা উপাদানভূতৈর্বিষয়প্রবালাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালাইব দেহাদিকর্ম্মফলেভ্যঃ শাখাভ্যঃ অঙ্কুরীভবন্তীব তেন বিষয় প্রবালাঃ শাখাঃ সংসারবৃক্ষস্য পরমমূলমুপাদানং পূর্ব্বমুক্তমথেদানীং কর্ম্মফলজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনামূলানীব ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণান্যবান্তরভাবীনি তান্যধশ্চ দেহাদপেক্ষয়া মূলান্যনুসন্ততানি অনুপ্রবিষ্টানি কর্ম্মানুবন্ধীনি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণমনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবী যেষামুদ্ভূতিমনুভবন্তীতি তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে বিশেষতোহত্রহি মনুষ্যাণাং কর্ম্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়াস্তেষ্বোক্তাস্তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃপশ্বাদিযোনিষু

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।

প্রসৃতা বিস্তারং গতাঃ সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং শাখাগ্রস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ চশব্দাদূর্দ্ধঞ্চ মূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি মুখ্যং মূলমীশ্বর এব ইমানি ত্ববান্তরাণি মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি ইতি। কর্ম্ম এব অনুবন্ধি উত্তরভাবি যেষাং তানি ঊর্দ্ধাধোলোকেষূপভুক্ততত্তদ্ভোগবাসনাদিভির্হি কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি তস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু অতো মনুষ্যলোক ইত্যুক্তং ॥ ২॥

এই সংসার রূপ বৃক্ষের শাখা নিম্নে ও ঊর্দ্ধে বিস্তৃত, সত্ত্বাদি গুণে বৃক্ষের পুষ্টি, শব্দাদি বিষয় তাহার পল্লব, বাসনা রূপ মূল নিম্নে ও উপরে অনুসৃত, এই বাসনা মনুষ্য দেহে পুণ্য পাপ জনক হইয়া থাকে ॥২॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্ব শ্লোকে হিরণ্যগর্ভাদি শাখা বলিয়া কথিত হইয়াছে।— এ শ্লোকে আরও বিশেষ রূপে উক্ত হইতেছে। দুষ্কৃতী জীবগণে এই সংসার বৃক্ষের শাখা নিম্নদিকে প্রসারিত অর্থাৎ পশ্বাদি নীচ দেহে তাহাদের গতি হইবে, এবং ধর্ম্মাত্মা জীব সমূহে শাখা ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত অর্থাৎ সৎকর্ম্ম গুণে তাঁহারা পরিণামে দেব যোনী লাভ করিবেন। ত্রিগুণ রূপ জলে সিঞ্চিত হইয়া বৃক্ষ বিলক্ষণ পুষ্ট হইতেছে, ইহার শাখা ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক ও নিম্নে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, নারকীয় দেহাদি পর্য্যন্ত প্রসারিত। শাখা অগ্রভাগে ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য রূপ শব্দাদি বিষয় রূপ কোমল পল্লব স্ফুরিত হইতেছে। মায়া বিশিষ্ট ব্রহ্ম সত্ত্বা এই বৃক্ষের প্রধান মূল হইলেও বাসনাজাল ইহার অবান্তর মূল। বাসনা দ্বারাই রাগ দ্বেষাদি বশতঃ জীব ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জন্য ফল ভোগার্থ জীবের দেহাদির অনন্ত প্রবাহ চলিতে থাকে, এই বাসনা

অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তোনচাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠা।

জীবকে কর্ম্ম প্রভাবে কথন ঊর্দ্ধ স্বর্গে ও কথন বা অধস্তন মহা নরকে লইয়া যায় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্ত্বয়ং বর্ণিতঃ সংসারবৃক্ষঃ নরূপেতি। নরূপমস্য ইহ যথাবর্ণিতং তথা নৈবোপলভ্যতে স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্ব্বনগরসমত্বাৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপোহি সইত্যতএবানন্তোন পর্য্যন্তোনিষ্ঠা সমাপ্তির্ব্বা বিদ্যতে তথা ন চাদিরিতআরভ্যায়ং প্রবৃত্তইতি ন কেনচিদ্গম্যতে ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতির্মধ্যমস্যন কেনচিদুপলভ্যতে অশ্বত্থমেনং যথোক্তং সুবিরূঢ়মূলং সুষ্ঠু বিরূঢ়ানি বিরোহং গতানি মূলানি যস্য তমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ অসঙ্গঃ অসঙ্গতা পুত্রবিত্তলোকৈষণাদিভ্যোব্যুত্থানং তেনাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন পরমাত্মাভিমুখ্যনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃপুনর্ব্বিবেকাভ্যাসাশ্মনিশিতেন ছিত্ত্বা সংসারবৃক্ষং সবীজমুদ্ধৃত্য ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা ঊর্দ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ, নচাদিরনাদিত্বাৎ, নচ সংপ্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষোদুরুচ্ছেদোঽনর্থকরশ্চ তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যত্নোকর্ত্তব্যইত্যাহ অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলমত্যন্তবদ্ধমূলং সন্তং অসঙ্গোঽহংমমত্যত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্কৃত্য ॥ ৩ ॥

এই সংসার বাসী প্রাণীগণ এই সংসার রূপ বৃক্ষের কি-প্রকার রূপ, ইহার আদি কোথায়, অন্ত কোথায় ও মধ্য কোথায় তাহার কিছুই জানেনা। তীব্র বৈরাগ্য রূপ শস্ত্রের দ্বারা এই সুদৃঢ়-মূল সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে ছেদন করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে হয় ॥ ৩ ॥

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।

গীঃ সঃ। অবিদ্যার অনন্ত ধারার মূলভূমি সংসার পাশ হইতে জীব কিরূপে নিস্তার পাইবে, এক্ষণে ভগবান তাহাই কহিতেছেন। সংসার বিমুগ্ধ জীবগণ অজ্ঞানতা বশতঃ এই সংসার রূপ অশ্বত্থের আদ্যন্তমধ্য রূপ ব্রহ্ম সত্তাকে জানিতে পারেনা। যেমন অগাধ মহাসাগরগর্ভস্থ মৎস্য সাগরের সীমা দেখিতে পায়না, সেই রূপ ত্রিগুণময়ী মায়াতে বিমোহিত জীব যে দিকে দেখে, সেই দিকেই সংসার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায়না। বিবেক বিচার দ্বারা ইহাকে মৃগতৃষ্ণা বা গন্ধর্ব্ব নগরাদির ন্যায় দৃষ্ট নষ্ট (যাহা দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়) জানিয়া বিষয় সঙ্গ লিপ্সা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারিলেই এই মিথ্যা সংসার রূপ বৃক্ষ উন্মূলিত হইয়া যায় এবং তদধিষ্ঠান স্বরূপ সৎ পদার্থ ব্রহ্ম উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত ইতি। ততঃ পশ্চাৎ যৎ পদং বৈষ্ণবং তৎ পরিমার্গিতব্যং পরিমার্গণমন্বেষণং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। যস্মিন পদে গতাঃ প্রবিষ্টা ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায় কথং পরিমার্গিতব্যমিত্যাহ তমেব চ যঃ পদশব্দেনোক্ত আদ্যমাদৌ ভবং আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ইত্যেবং পরিমার্গিতব্যং তচ্ছরণতয়েত্যর্থঃ কোসৌ পুরুষইত্যুচ্যতে যতো যস্মাৎ পুরুষাৎ সংসারমায়াবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা নিঃসৃতৈন্দ্রজালিকাদিবৎ মায়া পুরাণী চিরন্তনী ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত ইতি ততস্তস্য মূলভূতং তৎপদং বস্তু পরিমার্গিতব্যং অন্বেষ্টব্যং কীদৃশং যস্মিন্ গতা যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমেবাহ তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিসৃতা তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না,
যাঁহার দ্বারা এই সংসার প্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে,

তমেবচাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥৪
নির্মানমোহাজিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যাবিনিবৃত্তকামাঃ।

আমি সেই আদি পুরুষেরই শরণাগত হই, এই বলিয়া তদনন্তর তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাধক সদ্‌গুরুর নিকট হইতে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ব্রহ্মপদসারতত্ত্ব অবগত হইয়া অনন্য ভক্তি সহ অবিদ্যামায়া বিস্তারের মূল ও মুক্তি দাতা ভগবানের চরণে শরণ লইবার জন্য তৎপদ অন্বেষণ করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—" সোঽন্বেষ্টব্যং স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" সেই পর ব্রহ্মকেই অন্বেষণ করিবে ও তাঁহাকে জানিতেই ইচ্ছা করিবে। ধীবর একস্থান হইতে চক্রাকার জাল নিক্ষেপ করে, জলাশয়ের যত গুলি মৎস্য সেই জালের ভিতরে আসিয়া পড়ে, সকল গুলিই ধৃত ও হত হয়, কিন্তু যে মৎস্য গুলি ধীবরের চরণের নিকট বিচরণ করে, সে গুলি জালে আবদ্ধ হয় না, সেই রূপ ব্রহ্ম সংসার প্রবৃত্তি জাল বিস্তার করিয়াছেন, অজ্ঞানী জীব মাত্রেই এই জালে বিজড়িত হইয়া জন্ম জন্মান্তর রূপ ক্লেশে আবদ্ধ হইতেছে, কিন্তু যে সুচতুর জীব ব্রহ্মরূপ ধীবরের চরণে শরণ লইতে পারে, তাহারই ব্রহ্মপদ লাভ হয়, মায়া জালে তাহাকে আর আবদ্ধ হইতে হয় না॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কথংভূতাস্তং পদং গচ্ছন্তীত্যুচ্যতে নির্মানেতি। নির্মানমোহামানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে নির্মানমোহাঃ মানমোহবর্জ্জিতাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ সঙ্গএব দোষঃ সঙ্গদোষঃ জিতঃ সঙ্গদোষোযৈস্তে জিতসঙ্গদোষাঅধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচনে নিত্যাস্তৎপরাবিনিবৃত্তকামাঃ বিশেষতোনির্লেপেন নিবৃত্তাঃ কামাযেষাং তে বিনিবৃত্তকামাযতয়ঃ সন্ন্যাসিনোদ্বন্দ্বৈঃ প্রিয়াপ্রিয়াদিভির্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ পরিত্যক্তাগচ্ছন্ত্যমূঢ়ামোহবর্জ্জিতাঃ পদমব্যয়ং তদ্বথোক্তং॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ নির্মানেতি।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।৫।

নির্গতৌ মানমোহৌ অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ, বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি তৈর্বিমুক্তা অতএবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

যাঁহার মান, মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি আসক্তিশূন্য ও পরমাত্মস্বরূপ-বিচার-তৎপর, যিনি নিষ্কাম এবং যিনি সুখদুঃখোপাধিক শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়াছেন, তিনিই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৫।

গীঃ সঃ। যিনি নিরভিমানী ও বিবেকী, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু সমাগমে যাঁহার অনুরাগ বা বিরক্তি নাই, যিনি মায়াতীত পরব্রহ্ম পদার্থ বিচার পরায়ণ, যাঁহার বিষয় ভোগাভিলাষ নাই, শীতোষ্ণ ক্ষুৎপিপাসাদি সুখদুঃখের হেতু স্বরূপ দ্বন্দ্ব রাশিকে যিনি নিবারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সমাগাত্ম জ্ঞান দ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তদেব পদং পুনর্ব্বিশিষ্যতে নেতি। তদ্ধামেতি ব্যবহিতেন ধাম্না সম্বন্ধঃ ধাম তেজোরূপং পদং ন ভাসয়তে সূর্য্য আদিত্যঃ সর্ব্বাবভাসনশক্তিমত্ত্বেপি সতি তথা ন শশাঙ্কশ্চন্দ্রো ন চ পাবকোনাগ্নিরপি যদ্ধাম বৈষ্ণবং পদং গত্বা প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, যচ্চ সূর্য্যাদিভির্ন ভাসয়তে তদ্ধাম পদং পরমং বিষ্ণোর্ম্মম পদং যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তং ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি ন তদিতি। তৎ পদং সূর্য্যোদয়োন প্রকাশয়তি যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ ॥ ৬ ॥

যে পদ প্রাপ্ত হইলে তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পুনরাবৃত্তি হয় না, যে পদকে সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন প্রকাশ করিতে

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

পারে না ও যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাই আমার স্বরূপ-ভূত পরমোৎকৃষ্ট পদ ॥ ৬ ॥

গীঃ সঃ। মায়াতীত ব্রহ্মপদ লাভ করিলে গুণাবেশের সম্পূর্ণ অভাব হয়, সুতরাং গুণাতীত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেই পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ ভূত। জড় পদার্থ, চন্দ্র সূর্য্যাদি চৈতন্ত স্বরূপকে প্রকাশ করিবে কোথা হইতে! শ্রুতিও বলিয়াছেন—
"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

সেই পরব্রহ্মকে সূর্য্য চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব অল্প প্রকাশ যুক্ত অগ্নি কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই জগৎ প্রভীত হইয়া থাকে। যিনি রূপাদি বর্জ্জিত, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তাঁহাকে কিরূপে দেখাইতে পারিবে? যিনি মনের অগোচর, মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রমাই বা তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বাক্যের অতীত, বাক্-শক্তির অধিষ্ঠাতা অগ্নিই বা তাঁহাকে প্রকাশ করিবে কিরূপে? বস্তুতঃ তিনি বাঙ্মনশ্চক্ষুর অগোচর, তিনি স্বয়ং প্রকাশ, অর্থাৎ আপনার তেজেই আপনি প্রকাশিত, অথবা ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া যখন তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, তখনই তাঁহার দর্শন হয়, অন্যথা সহস্র উপায় করিলেও তাঁহার দর্শন লাভ হয় না।

যাঁহারা বিষ্ণুপদকে কোন দূরাদ্দূরস্থ লোক বিশেষ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিচার ভ্রমজাল জড়িত। ব্রহ্ম স্বরূপকেই ব্রহ্ম বা বিষ্ণুপদ বলা যায়। ভেদ বুদ্ধি বোধিত পদার্থ মাত্রেই মিথ্যা। এই মিথ্যাবলম্বী-দিগের পুনরাবৃত্তি হইবেই হইবে। সুতরাং বিষ্ণুপদ ভিন্নস্থান বলিয়া স্বীকৃত হইলে, তল্লোকবাসী বর্গের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকিতেছে। বস্তুতঃ ভেদবাদীর সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশোজীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। ননু সর্ব্বাহি গতিরাগত্যন্তা সংযোগাবিপ্রয়োগান্তাঃ ইতি প্রসিদ্ধং হি কথমুচ্যতে তদ্ধামগতানাং নাস্তি নিবৃত্তিরিতি শৃণু তত্র কারণং মমৈবেতি। মমৈব পরমাত্মনোনারায়ণস্যাংশোভাগোবয়বএকদেশইত্যনর্থান্তরং জীবলোকে জীবানাং লোকেসংসারে জীবভূতঃ ভোক্তা কর্ত্তেতি প্রসিদ্ধঃ সনাতনঃ পুরাতনঃ যথা জলসূর্য্যকঃ সূর্য্যাংশোজলনিমিত্তাপায়ে সূর্য্যমেব গত্বা ন নিবর্ত্ততে তথা অয়মপ্যংশঃ তেনৈবাত্মনা সংগচ্ছতোবমেব যথা বা ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নোঘটাদ্যাকাশঃ আকাশাংশঃ সন ঘটাদিনিমিত্তাপায়ে আকাশং প্রাপ্য ন নিবর্ত্ততইত্যেবমত্তউপপন্নমুক্তং যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তইতি ননু নিরবয়বস্য পরমাত্মনঃ কুতোবয়বএকদেশোংশইতি সাবয়বত্বে চ বিনাশপ্রসঙ্গোহবয়ববিভাগান্নৈষদোষোবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছিন্নএকদেশোংশইব কল্পিতোদর্শিতঃ শাস্ত্রার্থঃ ক্ষেত্রাধ্যায়ে বিস্তরশঃ সচ জীবোমদংশত্বেন কল্পিতঃ কথং সংসরতীত্যুক্ত-মিতি চেদুচ্যতে মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি প্রকৃতিস্থানি স্বস্থানে কর্ণশষ্কুল্যাদৌ প্রকৃতৌ স্থিতানি কর্ষতাকর্ষতি ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ননুচ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তোযদি ন নিবর্ত্তন্তে তর্হি সত্তি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহইত্যাদিশ্রুতেঃ সুষুপ্তি প্রলয় সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কোনাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশোহয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ অসৌ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারোপভোগাথমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থঃ, অয়স্তাবঃ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণাৎং, অয়ভাবঃ, সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপ্ত মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি অবিদ্যাবৃতস্য [illegible] সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়োন তু শুদ্ধে। তদুক্তং, অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যাদিনা। অতঃ পুনঃ সংসারায় নিগচ্ছত্যবিদ্বান প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি শ্রোত্রাদিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি, বিদুষান্তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তের্ন বৃত্তিরিতি ॥ ৭ ॥

এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ,

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

এই জীব পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" ভগবানের এই কথা শুনিয়া পাছে অর্জ্জুনের এই রূপ আশঙ্কা হয় যে, জীব নিজ স্থান হইতে যেখানে যাইবে সেখানে থাকিবে কেন, অবশ্যই তথা পুনরাবৃত্ত হইবে। জীব স্বর্গে গমন করে তথা হইতে তাহার পুনরাবর্ত্তন হয়। সুষুপ্তাবস্থা হইতেও সাধকের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মপদ লাভ করিলে জীবের পুনরাবৃত্তি হইবেনা কেন? এই সংশয় ভঞ্জনার্থ ভগবান এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ব্রহ্মের অংশ অংশীভাব না থাকিলেও মায়া প্রভাবে তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে। জীব নিত্য কাল বিদ্যমান ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, মায়িক উপাধি ও অন্তঃকরণ ব্যবধানে উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। জীবের নিজ স্থান যদি সংসার হইত, তবে ব্রহ্মপদ পাইয়া জীব সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে পারিত, বস্তুতঃ জীবের নিজ স্থান "ব্রহ্মপদ"। ব্রহ্মপদ হইতে সংসারাগত বলিয়া জীব ভাসমান হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান প্রভাবে সংসার হইতে নিজ স্থান—ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে তবে আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হইবে কেন! যেমন সূর্য্য জলে প্রতিবিম্বিত হয়, জল শুকাইয়া গেলে প্রতিবিম্ব সূর্য্যেই বিলীন হয়, আর ফিরিয়া আসেনা, সেই রূপ অন্তঃকরণাদি ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া গেলেই জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। সুষুপ্তাবস্থা বা প্রকৃতিতে বিলীনাবস্থাকে মুক্তাবস্থা বলা যায়না, কেননা এ অবস্থায় ইন্দ্রিয় শক্তি সকল মনে ও মন অজ্ঞান রূপ কারণে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় বিদ্যমান থাকে; আত্ম জ্ঞান না জন্মিলে মায়োপাধিক জীব ইন্দ্রিয়গণ সহিত মনকে আকর্ষণ করিয়া লয়। উপাধি বিনষ্ট হইয়া গেলেই জীব স্বস্বরূপাবস্থায় নিত্য স্থিতি করিতে থাকে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কস্মিন কালে শরীরমিতি। যচ্চাপি যদা চাপ্যুৎক্র-মিতীশ্বরোদেহাদিসংঘাতস্বামী জীবস্তদা" কর্ষতীতি শ্লোকস্য দ্বিতীয়-

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮॥

পাদোর্থবশাৎ প্রাথম্যেন সম্বধ্যতে যদা চ পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরমাপ্নোতি তদা গৃহীত্বৈতানি মন ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযাতি সম্যক্ যাতি গচ্ছতি কিমিবেত্যাহ বায়ুঃ পবনো গন্ধানিবাশয়াৎ পুষ্পাদেঃ॥ ৮॥

স্বামিকৃত টীকা। তান্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যাহ শরীরমিতি। যৎ যদা শরীরান্তরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদুৎক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্ যাতি, শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয় গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ॥ ৮॥

যেমন বায়ু গমন কালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লয় ও অন্য দেহে প্রবেশ কালে উক্ত ইন্দ্রিয়শক্তি সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়॥ ৮॥

গীঃ সঃ। জীবের দেহান্ত হইলে স্থূল শরীর পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে, প্রাণাদি বায়ু সকল বাহ্য বায়ুতে মিলিয়া যায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি সহিত মন—মনোময় শরীর—সূক্ষ্ম দেহ বায়ুর সহিত গন্ধের গতির ন্যায় জীবাত্মার অনুগমন করিয়া থাকে। পূর্ব্বদেহে থাকিয়া শুভাশুভ কর্ম্ম বা অন্যরূপ সাধনাদ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের যে ক্ষীণতা বা পুষ্টি বা গঠন হইয়া থাকে, তদুপযোগী বিষয় ভোগ করিবার জন্য জীব অন্য দেহকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়, এবং সেই দেহে প্রবেশ কালে পূর্ব্ব দেহের মনঃপ্রকৃতিকে সঙ্গে করিয়া লয় এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। কানি পুনস্তানীতি শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রং চক্ষুঃ

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

স্পর্শনঞ্চ ত্বগিন্দ্রিয়ং রসনং জিহ্বা ঘ্রাণমেবচ মনশ্চ ষষ্ঠং প্রত্যেকং ইন্দ্রিয়েণ সহাধিষ্ঠায় দেহস্থোবিষয়ান্ শব্দাদীনুপসেবতে ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তঃকরণমধিষ্ঠায়াশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯ ॥

জীবাত্মা শ্রোত্র, নেত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক সহ মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। "ঘ্রাণমেবচ" পদের চকার দ্বারা বাক্ আদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় গৃহীত হইয়াছে এবং "মনশ্চ" পদের চকার দ্বারা বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও চতুষ্টয় অন্তঃকরণ এতাবৎ আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং দেহগতং দেহাৎ উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং পরিত্যজন্তং দেহং পূর্ব্বোপাত্তং স্থিতং বা দেহে তিষ্ঠন্তং ভুঞ্জানঞ্চোপলভমানং গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহাদ্যৈঃ গুণৈরন্বিতমনুগতং সংযুক্তমিত্যর্থঃ এবম্ভূতমপ্যেনমত্যন্তং দর্শনগোচরপ্রাপ্তং বিমূঢ়াদৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবলাকৃষ্টচেতস্তয়ানেকধা মূঢ়ানানুপশ্যন্ত্যহো কষ্টং বর্ত্ততইত্যনুক্রোশতি চ ভগবান্ যে তু পুনঃ প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুষস্তএনং পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষোবিবিক্তদৃষ্টয়ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ননু কার্য্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণৈবম্ভূতমাত্মানং সর্ব্বেপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়ানালোকয়ন্তি, জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥
যতন্তোযোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং।

উৎক্রমণশীল অথবা দেহাবস্থিত কিম্বা বিষয়-ভোগপ্রবৃত্ত, বা গুণত্রয় শালী আত্মাকে মূঢ়গণ দেখিতে পায়না, জ্ঞান-নেত্র যুক্ত মহাত্মাই সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। বিবেক বুদ্ধি বিচারবান শুদ্ধ জ্ঞানরূপ নেত্রে, (দেহ-ত্যাগ কালে, দেহে স্থিতি কালে, শোক মোহ সুখদুঃখাদি ভোগ কালে, সত্ত্বাদি গুণসঙ্গ কালে) মহাত্মাগণ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষয় ভোগ বাসানায় উন্মত্ত মূঢ়গণ তাঁহাকে দেখিতে পায়না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কেচিত্তু যতন্তঃপ্রযত্নং কুর্ব্বন্তোযোগিনশ্চ সমাহিত-চিত্তাএনং প্রকৃতমাত্মানং পশ্যন্ত্যয়মহমস্মীতি উপলভন্তে আত্মনি স্বস্যাং বুদ্ধাববস্থিতং যতন্তোপি শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈরকৃতাত্মানোহসংস্কৃতাত্মানঃ তপসেন্দ্রিয়জয়েন চ দুশ্চরিতাদনুপরতাঅশান্তদর্পাঃ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তোনৈনং পশ্যন্ত্যচেতসোঽবিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতোবিবেকিষপি কেচিৎ পশ্যন্তি কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ যতন্তইতি। যতন্তোধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানাযোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি, শাস্ত্রাভ্যাসা-দিভির্যত্নং কুর্ব্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তাঅতএবাচেতসোমন্দম-তয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

যোগিগণ প্রযত্ন দ্বারা নিজ নিজ দেহস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, কিন্তু মলিন চিত্ত অবিবেকী পুরুষ গণ যত্ন করিলেও তাঁহাকে অবলোকন করিতে পারেনা ॥ ১১

যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং ।

গীঃ সঃ। শুদ্ধান্তঃকরণ যোগী গণ ধ্যানাদি দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। নিষ্কাম কর্ম্মাদি দ্বারা যাহাদের চিত্ত নির্ম্মল হয় নাই, তাহারা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহার দর্শন পায় না, কেননা চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের ঈক্ষণ যন্ত্র ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যৎ পদং সর্ব্বস্যাবভাসকমপ্যগ্ন্যাদিত্যাদিকং জ্যোতির্নাবভাসয়তে যৎপ্রাপ্তাশ্চ মুমুক্ষবঃ পুনঃসংসারাভিমুখা ন নিবর্ত্তন্তে যস্য চ পদস্যোপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাকাশাদয় ইবাকাশস্যাংশাস্তস্য পদস্য সর্ব্বাত্মত্বং সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বঞ্চ বিবক্ষুশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ বিভূতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্ যদেতি। যদাদিত্যগতমাদিত্যাশ্রয়ং কিন্তৎ তেজো দীপ্তিঃ প্রকাশো জগদ্ভাসয়তে প্রকাশয়ত্যখিলং সমস্তং যচ্চন্দ্রমসি যচ্চ শশভৃতি তত্তেজোঽবভাসকং বর্ত্ততে যচ্চাগ্নৌ হুতবহে তত্তেজো বিদ্ধি বিজানীহি মামকং মদীয়ং মম বিষ্ণোস্তৎ জ্যোতিঃ। অথবা যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিশ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং মদীয়ং মম বিষ্ণোস্তজ্জ্যোতিরিত্যাদি। ননু স্থাবরেষু জঙ্গমেষু চ তৎসমানং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিস্তত্র কথমিদং বিশেষণং যদাদিত্যগতমিত্যাদি নৈব দোষঃ সত্ত্বাধিক্যাদাদিত্যাদিষু হি সত্ত্বমত্যন্তপ্রকাশমত্যন্তভাস্বরমতস্তত্রৈবাবিষ্কৃততরং জ্যোতিরিতি তদ্বিশিষ্যতে ন তু তত্রৈব তদধিকমিতি যথা হি লোকে তুল্যেঽপি মুখসংস্থানে ন কাষ্ঠকুড্যাদৌ মুখমাবির্ভবতি আদর্শাদৌ তু স্বচ্ছে স্বচ্ছতরে চ তারতম্যেনাবির্ভবতি তদ্বৎ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পদং ধামোক্তং তৎপ্রাপ্ত্যনাবৃত্তিরুক্তা তদংশস্য সংসারিণোঽহংভাবমাপন্নস্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতং ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি যদিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্ব্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২ ॥

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং ॥ ১২ ॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।

আদিত্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, সে তেজ আমারই স্বরূপ জানিবে ॥ ১২ ॥

শ্রীঃ সঃ। চৈতন্যাত্মক প্রকাশক জ্যোতিঃ মাত্রেই ভগবদ্বিভূতি; যে যেতনাস্বরূপ তেজে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই, যিনি নিজ মায়ায় জগৎ বিস্তারিত রাখিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্মতেজেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্। এই তেজেই সূর্য্যাধিষ্ঠিত চক্ষু, চন্দ্রাধিষ্ঠিত মন ও অগ্ন্যধিষ্ঠিত বাক্ ক্রিয়া করিতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, " যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি "। যে চৈতন্যরূপ তেজদ্বারা সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে ও চক্ষু রূপাদি দেখিতেছে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথিবীমাবিশ্য প্রবিশ্য ধারয়ামি ভূতানি জগদহমোজসা বলেন যদ্বলং কামরাগবিবর্জ্জিতমৈশ্বরং জগদ্বিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টং যেন গুর্ব্বী পৃথিবী অধঃ পতন্তি ন বিদীর্য্যতে তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়েতি সদাধার পৃথিবীমিত্যাদিশ্চাতোগামাবিশ্য ভূতানি চরাচরাণি ধারয়ামীতি যুক্তমুক্তং। কিঞ্চ পৃথিব্যাং জাতা ওষধীঃ সর্ব্বা ব্রীহিযবাদ্যাঃ পুষ্ণামি পুষ্টিমতীরসাস্বাদমতীশ্চ করোমি সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ সোমঃ সর্ব্বরসাত্মকো রসস্বভাবঃ সর্ব্বরসানামাকরঃ সোমঃ সহি সর্ব্বা ওষধীঃ স্বাত্মরসানুপ্রবেশেন পুষ্ণাতি ॥১৩॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথ্বীমোজসা বলেনাধিষ্ঠানরূপেণ চরাচরাণি ভূতানিধারয়ামি, অহমেব চ রসময়ঃ সোমোভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

আমি নিজ প্রভাবে এই পৃথিবীকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া সমস্ত ভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি, সমস্ত

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩

অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।

রসযুক্ত সোমরূপ হইয়া ঔষধি রাশিকে আমিই পরিপুষ্ট করিতেছি ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। ভগবানেরই প্রচণ্ডতেজঃ প্রভাবে পৃথিবী নিজস্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছে; তাঁহার শক্তি কার্য্য না করিলে পৃথিবী হয়তো সূর্য্যাভিমুখে ছুটিয়া গিয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইত, অথবা স্বস্থান বিচ্যুত হইয়া রসাতল গামিনী হইত। বস্তুতঃ একটি ভৌতিক পরমাণুও তাঁহার শক্তি ব্যতীত অবিচলিত থাকিতে পারে না। চন্দ্রে সঞ্জীবনী সুধা আছে বলিয়াই উহার নামান্তর "সোম"। এই সোমান্তর্ব্বর্ত্তী অমৃত গুণেই ঔষধাদির রোগ নিবারিণী শক্তি, এ শক্তি ভগবানের তেজ, বস্তুতঃ সংরক্ষিণী শক্তির মূলাধার তিনিই ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অহমিতি। অহমেব বৈশ্বানর উদরস্থোঽগ্নির্ভূত্বা অয়মগ্নির্বৈশ্বানরোযোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে ইত্যাদিশ্রুতের্বৈশ্বানরঃ সন্ প্রাণিনাং প্রাণবতাং দেহমাশ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ প্রাণাপানাভ্যাং সমাযুক্তঃ সংযুক্তঃ পচামি পক্তিং করোমি অন্ন চতুর্ব্বিধং চতুঃপ্রকারং অন্নমশনং ভোজ্যঞ্চ ভক্ষ্যঞ্চোষ্যং লেহ্যঞ্চ ভোক্তা বৈশ্বানরোঽগ্নির্ভোজ্যমন্নং সোমস্তদেতদুভয়মগ্নীসোমৌ সর্ব্বমিতি পশ্যতোঽন্নদোষলেপোন ভবতি ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অহমিতি। বৈশ্বানরোজাঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাঞ্চ তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাগ্নিভির্ভুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি, তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যং, যজ্জিহ্বায়াং নিঃক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশোনিগীর্য্যতে দ্রবীভূতঃ গুড়াদি তল্লেহ্যং, যত্তু দংষ্ট্রাভির্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধস্ত ভেদঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং ॥ ১৪ ॥

আমিই জঠরাগ্নিরূপে সর্ব্ব প্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া এবং প্রাণাপান বায়ু দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া চারি প্রকার অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥

গীঃ সঃ। যে জঠরাগ্নি দ্বারা জীব চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন অথবা যাহা দ্বারা জীব পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বা এই চারি প্রকার অন্ন অর্থাৎ মনুষ্যাদির ব্রীহি যবাদি অন্ন, চাতকাদির জল রূপ অন্ন, বালখিল্যাদির অগ্নিরূপ তৈজস অন্ন, এবং সর্পাদির বায়ুরূপ অন্ন পরিপাক হইয়া থাকে, তাহা ভগবানেরই বিভূতি ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্যাহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ সন্নিবিষ্টোঽতো মত্তঃ আত্মনঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং স্মৃতির্জ্ঞানঞ্চ তদপোহনঞ্চ যেষাং পুণ্যকর্ম্মিণাঞ্চ পুণ্যকর্ম্মানুরোধেন জ্ঞানস্মৃতী ভবতস্তথা পাপকর্ম্মিণাং পাপকর্ম্মানুরূপেণ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপোহনঞ্চ অপায়নমপগমনঞ্চ বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব চ পরমাত্মা বেদ্যো বেদিতব্যঃ বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসম্প্রদায়কৃদিত্যর্থঃ বেদবিদ্বেদার্থবিদেব চাহং ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহং অতশ্চ মত্তএব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থ বিষয়া স্মৃতির্ভবতি জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজং ভবতি অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি, বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকো জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যহমেব ॥ ১৫ ॥

সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই জীবাত্মা রূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্মৃতি ও জ্ঞান রূপে উদিত হই, আবার আমার দ্বারাই সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও হইয়া থাকে, বেদাদি দ্বারা আমিই বেদ্য, বেদান্তার্থের সম্প্রদায়

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহং॥১৫

প্রবর্ত্তক অর্থাৎ লোক সকলের জ্ঞানদাতাও আমি এবং আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। মায়াশ্রিত চৈতন্যই জীবাত্মা; এই আত্ম চৈতন্য প্রভাবেই পূর্ব্বজন্ম বা পূর্ব্বাবস্থা জনিত সংস্কার প্রবাহরূপ স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর, অলৌকিক ও লৌকিক জ্ঞান হইয়া থাকে, আবার সেই চৈতন্য সত্তা প্রভাবেই কাম, ক্রোধ মোহাদি জন্য স্মৃতি ও জ্ঞানের লোপও হইয়া থাকে। ঋগাদি বেদচতুষ্টয়, কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান প্রতিপাদন দ্বারা সেই পরমাত্মাকেই জানিতে উপদেশ করিয়াছেন— বেদে যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নির কথা লিখিত আছে, তত্তাবৎও পরমাত্মাকেই লক্ষিত হইয়াছে, কেননা তিনিই সর্ব্বাত্মা রূপে বিরাজিত। বেদব্যাসাদিরূপে বেদার্থের উপদেষ্টা তিনি, তিনিই আবার পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞাতা, অর্থাৎ বেদার্থ বুঝাইবার কর্ত্তা তিনি, ও বুঝিবার কর্ত্তাও তিনি। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকলের বুদ্ধির মধ্যে তিনিই অধিষ্ঠাতা। মায়াতীত চৈতন্য রূপে তিনিই ব্রহ্ম পদবাচ্য এবং মায়োপহিত চৈতন্য রূপে তিনিই ঈশ্বর পদ বাচ্য। মায়াতীত স্বরূপে যিনি ব্রহ্ম, মায়াশ্রিত স্বরূপে তিনিই ব্রহ্ম বেত্তা। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, আনন্দো ব্রহ্ম, তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরং অস্থূলমণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং অপ্রাণমমুখমশ্রোত্র মবাগমনোঽতেজস্কমচক্ষুষ্কমনামগোত্রমশ্রোত্র মশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং সদানন্দং চিন্মাত্রং শান্তং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বচন দ্বারা বেদ মুমুক্ষু গণকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ভগবত ঈশ্বরস্য নারায়ণাখ্যস্য বিভূতিসংক্ষেপ উক্তো বিশিষ্টোপাধিকৃতঃ যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যাদিনা অথাধুনা তস্যৈব ক্ষরাক্ষরোপাধিপ্রবিভক্ততয়া নিরূপাধিকস্য কেবলস্য স্বরূপনির্দ্দিধারয়

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ত্রিবয়োত্তরশ্লোকা আরভ্যন্তে তত্র সর্ব্বমেবাতীতানাগতানন্তরাধ্যায়ার্থজাতং ত্রিধা রাশীকৃত্যাহ দ্বাবিমাবিতি। দ্বৌ ইমৌ পৃথগ্রাশীকৃতৌ পুরুষৌ ইত্যুচ্যেতে লোকে সংসারে ক্ষরশ্চ ক্ষরতীতি ক্ষরঃ বিনাশ্যেকো রাশিরপরঃ পুরুষোঽক্ষরস্তদ্বিপরীতো ভগবতো মায়াশক্তিঃ ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্যোৎপত্তিবীজমনেকসংসারিজন্তুকামকর্ম্মাদিসংস্কারাশ্রয়োঽক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে, কৌ তৌ পুরুষাবিত্যাহ স্বয়মেব ভগবান ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ কূটস্থঃ কূটো রাশিরিব স্থিতঃ অথবা কূটো মায়া বঞ্চনা জিহ্মং কুটিলতা বেতি পর্য্যায়াঃ অনেকমায়াবঞ্চনাদিপ্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ সংসারবীজানন্ত্যান্ন ক্ষরতীত্যক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং তদ্ধাম পরমং মমেতি যদুক্তং স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং তৎ দর্শয়তি দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তাবেবাহ তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা সত্বক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬ ॥

ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ। কার্য্য রূপ ভূতগণ ক্ষর ও কারণ রূপ মায়া অক্ষর বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১৬ ॥

গীঃ সঃ। মায়ার বিকাশ স্বরূপ উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত পদার্থ মাত্রই ক্ষর এবং আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যুক্ত কারণ রূপ কূটস্থ মায়া শক্তি অক্ষর রূপে কথিত হইয়া থাকে। চৈতন্যাত্মক পুরুষ এই দুই নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৬ ॥

শঙ্করভাষ্যং। আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণাস্পৃষ্টো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ উত্তমইতি। উত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭॥

পুরুষস্তু অন্যোঽত্যন্তবিলক্ষণঃ আভ্যাং পরমাত্মেতি। পরমশ্চাসৌ দেহাদ্য-বিদ্যাকৃতাত্মভ্যঃ অন্নময়াদিভ্যঃ পঞ্চকোষেভ্যঃ আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং প্রত্যক্‌চেতন ইত্যতঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ উক্তো বেদান্তেষু সএব বিশি-ষ্যতে যো লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যাবিশ্য বিভর্ত্তি স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেণ বিভর্ত্তি ধারয়ত্যব্যয়োনাব্যয়োঽস্যবিদ্যত ইত্য-ব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞো নারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ যথাব্যাখ্যাতস্যেশ্বরস্য পুরুষোত্তমইত্যেতন্নাম প্রসিদ্ধং॥ ১৭॥

স্বামিকৃত টীকা। যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তদাহ উত্তমইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণস্তূত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ পরমশ্চা-সাবাত্মা চেতি উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ পরমত্বেনাক্ষরাচ্চ ভোক্তুর্ব্বিলক্ষণইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি যো লোকত্রয়মিতি। স ঈশ্বর ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকারএব সন্ লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি॥ ১৭॥

আর পরমোৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর এতদুভয় হইতেই বিভিন্ন; তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত, তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন তিনি অব্যয় ও তিনি ঈশ্বর॥ ১৭

শ্রীঃ সঃ। কার্য্য ও কারণ রূপ মায়াশক্তির অতীত ও মায়োপাধির প্রকাশক পরমাত্মা এতং সমস্ত হইতে বিভিন্ন। তিনি পঞ্চকোষের অতীত ও অনাদিগম্য। তিনি প্রভুত্ববলে ত্রিজগৎকে নিজ অধীনে রাখিয়া চন্দ্র সূর্য্য পৃথ্যাদিকে নিজ ২ কার্য্যে প্রেরণা করিতেছেন, সকলকে রক্ষা করিতেছেন ও সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অব্যয় ও ত্রিজগতের একমাত্র প্রভু॥ ১৭॥

শঙ্করভাষ্যং। তস্য নামনির্ব্বচনপ্রসিদ্ধ্যর্থমত্বং নাম্নোদর্শয়ন্নিতি ব

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৮॥

পরোক্ষমীশ্বরইত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্ যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং সংসারমায়াবৃক্ষমশ্বত্থাখ্যমতিক্রান্তোঽহমক্ষরাদপি সংসারবৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ ঊর্দ্ধতমো বা অতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুত্তমত্বাদস্মি ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুরুষোত্তমইত্যেবং মাং ভক্তজনাবিদুঃ কবয়ঃ কাব্যাদিষু চ পুরুষোত্তমইত্যনেনাভিধানেনাভিগৃণন্তি॥১৮॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ভূতং পুরুষোত্তমস্বরূপমাত্মনো নামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ অতোলোকে বেদে চ পুরুষোত্তমইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথা চ শ্রুতিঃ, সবা অয়মাত্মা সর্ব্ব বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তীত্যাদি॥১৮॥

আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতে পরমোৎকৃষ্ট, এই জন্য লোক ও বেদ মধ্যে আমার নাম পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ॥১৮॥

গীঃ সঃ। ভগবান্ কার্য্যরূপ সংসারের অতীত ও অব্যাকৃত কারণ বীজ রূপ অবিদ্যা হইতে তিনি অত্যুত্তম; কেননা চৈতন্য পদার্থ জড় হইতে পরম শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বশ্লোকে ক্ষর ও অক্ষর—কার্য্য ও কারণ দুই পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরমাত্মা কার্য্য ও কারণ উক্ত পুরুষ হইতেই উত্তম, এই জন্য বেদ ও লোক মণ্ডলী তাঁহাকে "পুরুষোত্তম" বলিয়া থাকে॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং যথানিরুক্তমাত্মানং যো বেদ তস্যেদং ফলমুচ্যতে যো মামিতি। যো মামীশ্বরং যথোক্তবিশেষণমেবং যথোক্তেন প্রকারেণাসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ সন্ জানাত্যয়মহমস্মীতি পুরুষোত্তমং স সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতস্থং ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মচিত্ততয়া হে ভারত॥১৯॥

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমং।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ভূতেশ্বরজ্ঞাতুঃ ফলমাহ যইতি। এবমুক্তপ্রকারেণাসম্মূঢ়োনিশ্চিতমতিঃ সন্ যোমাং পুরুষোত্তমং জানাতি স সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯ ॥

যিনি মোহাপগত চিত্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম রূপে বিদিত হয়েন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও তিনিই ভক্তি যোগ দ্বারা আমার যথার্থরূপ সেবা করিয়া থাকেন॥ ১৯

গীঃ সঃ। মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান্ "আমাদেরই মত একজন সাধারণ মনুষ্য" এই রূপ মোহ যাঁহার বিদূরিত হইয়াছে, তিনিই তাঁহাকে পুরুষোত্তম জ্ঞানে প্রেম লক্ষণা দ্বারা প্রকৃত ভজনা করিতে সমর্থ; তিনি ভগবান্‌কে সর্ব্বগতান্তরাত্মা বলিয়া জানেন, এই জন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ। যিনি সোপাধিক ব্রহ্মরূপ বাসুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখিয়া ব্রহ্ম বুদ্ধিতে দেখেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ও সর্ব্ববিৎ ॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। অস্মিন্নধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষফলমুক্ত্বাথেদানীং তৎস্তৌতি ইতিগুহ্যতমমিতি। ইত্যেতৎ গুহ্যতমং গোপ্যতমং অত্যন্তং রহস্যমিত্যেতৎ কিন্তচ্ছাস্ত্রং যদ্যপি গীতাখ্যং সমস্তং শাস্ত্রমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায়ঃ ইহ শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে স্তুত্যর্থং প্রকরণাৎ সর্ব্বোহি গীতাশাস্ত্রার্থোহস্মিন্নধ্যায়ে সমাসেনোক্তঃ নকেবলং সর্ব্বশ্চ বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তো যস্তং বেদ সবেদবিৎ বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যইতি চোক্তমিদমুক্তং কথিতং ময়া হে অনঘ এতচ্ছাস্ত্রং যথাদর্শিতার্থং বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ ভবেৎ নান্যথা কৃতকৃত্যশ্চ ভারত কৃতং কৃত্যং কর্ত্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ বিশিষ্টজন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং ভবেদিত্যর্থঃ ন চান্যথা কর্ত্তব্যং পরিসমাপ্যতে কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ইতি চোক্তং এতদ্ধি জন্মসামগ্র্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃপ্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

দ্বিজোত্তরাদিনা নান্যথা ইতি চ মানবং বচনং যত এতৎ পরমার্থতত্ত্বমতঃ শ্রুতবানসি অতঃ কৃতার্থত্বং জায়তেতি ॥ ২০ ॥

ইতি পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। অধ্যায়ার্থমুপসংহরন্নাহ ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপ প্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সংপূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং ন তু পুনর্বিংশ-তিশ্লোকমধ্যায়মাত্রং হে অনঘ ব্যসনশূন্য অতএবৈতন্মদুক্তং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যক্ জ্ঞানী স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ যোঽপি কোঽপি হে ভারত ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতিভাবঃ। সংসারশাখিনং ছিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ। পুরুষোত্তমযোগাখ্যং পরং পদমুপাদিশৎ ॥২০

ইতি পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।

হে অনঘ! হে ভারত! আমি তোমার নিকট এই যে অতীব গুহ্য রহস্য-শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম। যিনি ইহা বিদিত হয়েন, তিনি আত্মজ্ঞান যুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। গীতার ১৮ অধ্যায়ে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তত্তাবৎ সংক্ষেপতঃ ভগবান্ ১৫ অধ্যায়েই ব্যাখ্যা করিলেন। যদি কেহ গুরু মুখে এতাবৎ শাস্ত্রীয় নিগূঢ় রহস্য যথাযথ বিদিত হইতে পারেন, তবে তিনি যে যাগযজ্ঞ তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও আত্মজ্ঞান যুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবান্ অর্জ্জুনকে হে অনঘ—নিষ্পাপ, হে ভারত—ভরত বংশাবতংশ সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিজ সাধু প্রকৃতি—উচ্চাধিকার ও পবিত্র কুল মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তিই যখন ভক্তি পূর্ব্বক গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরম পদের অধিকারী হয়, তখন হে অর্জ্জুন, তুমি পবিত্র কুলে জন্মিয়াও পবিত্র প্রকৃতি হইয়া যে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ও কৃত কৃত্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিষ্পাপ না হইলে আত্মজ্ঞানোপদেশ পাইবার অধিকার হয় না,। "তপোভিঃ ক্ষীণ পাপানাং

এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-
যোগোনাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শান্তানাং বীত রাগিনাং। মুমুক্ষুণামপেক্ষের মাত্মবোধো বিধীয়তে ॥
অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা যাঁহারা নিষ্পাপ হইয়াছেন, অন্তঃকরণের বৃত্তি রাশি যাঁহাদের নিবৃত্তি মার্গাবলম্বন করিয়াছে, বিষয়ানুরাগ যাঁহাদের বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা মুমুক্ষু ও নিরপেক্ষ, তাঁহাদিগকেই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিবার জন্য শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন; অন্যথা অনধিকারীকে আত্ম জ্ঞানোপদেশ দান নিষিদ্ধ। অর্জ্জুন নিষ্পাপ বলিয়া সম্পূর্ণ আত্ম-জ্ঞানের অধিকারী, এই জন্য ভগবান্ তাঁহাকে গুহ্য তত্ত্ব সমস্ত উপদেশ করিলেন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য কুমার-পরিব্রাজক
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষ্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

ষোড়শোধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ। অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি।

শাঙ্করভাষ্যং। দৈবাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়োন-
বমোধ্যায়ে সূচিতাস্তাসাং বিস্তার প্রদর্শনায়াভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদির-
ধ্যায়আরভ্যতে, তত্র সংসারমোক্ষায় দৈবী প্রকৃতির্নিবন্ধনায়াসুরী
রাক্ষসী চেতি দৈব্যাদানায় প্রদর্শনং ক্রিয়তে ইতরয়োঃ পরিবর্জ্জনায়
শ্রীভগবানুবাচ অভয়মিতি। অভয়মভীরুতা সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্য
সংব্যবহারেষু পরবঞ্চনমায়ানৃতাদিপরিবর্জ্জনং শুদ্ধভাবেন ব্যবহার-
ইত্যর্থঃ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ জ্ঞানং শাস্ত্রতআচার্য্যতশ্চাত্মাদিপদার্থা-
নামবগমোঽবগতানামিন্দ্রিয়াদ্যুপসংহারেণৈকাগ্রতয়া স্বাত্মসংবেদ্যতাপা-
দনং যোগস্তয়োর্জ্ঞানযোর্ব্যবস্থিতিঃ ব্যবস্থানং তন্নিষ্ঠতা এষা প্রধানো
দৈবী সাত্ত্বিকী সংপৎ যত্র চ যেষামধিকৃতানাং যা প্রকৃতিঃ সম্ভবতি
সাত্ত্বিকী সোচ্যতে, দানং যথাশক্তি সংবিভাগোন্নাদীনাং, দমশ্চ বাহ্য-
করণানাং উপশমোঽন্তঃকরণস্যোপশমং শান্তিং বক্ষ্যতি, যজ্ঞশ্চ শ্রৌতো-
ঽগ্নিহোত্রাদিঃ স্মার্ত্তশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ, স্বাধ্যায়ঋগ্বেদাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টার্থং;
তপোবক্ষ্যমাণং শারীরাদি, আর্জ্জবমৃজুত্বং সর্ব্বদা ॥ ১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ
মুচ্যন্তইতি নির্দেষ্টুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে এতদ্বুদ্ধা
বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেত্যুক্তং তত্র কএতত্ত্বং বুধ্যতে কোবা
ন বুধ্যতইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চবিবেকার্থং
ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা
ভবতি তদুক্তং ভট্টৈঃ, ভারোযোযেন বোঢব্যঃ স প্রাগাম্নোলিত্যেযদা।
তদা কস্তস্য বোঢেতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণমিতি। তত্রাধিকারিবিশে-
ষণভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ, সত্ত্ব

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপমার্জ্জবং ॥ ১ ॥

চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা, দানং যতোক্তস্থানাদের্যথোচিতসংবিভাগঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাস্যাদিঃ, স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ, তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি, আর্জ্জবমবক্রতা ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অভয়, সত্ত্ব সংশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে স্থিতি, দান, দম, ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ও আর্জ্জব এই সমস্ত দৈবী সম্পদ্ ॥ ১ ॥

শীঃ মঃ। বাসনাই যে সংসার রূপ বৃক্ষের অবান্তর মূল তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। শুভ ও অশুভ ভেদে বাসনা দ্বিবিধ। সাত্ত্বিকী বাসনা শুভ ও মুক্তি মার্গের হেতু এবং রাজস-তামস বাসনা অশুভ ও বন্ধনের হেতু স্বরূপ। সাত্ত্বিকী বাসনা দৈবী সম্পদ ও রাজস তামস বাসনা রাক্ষসী বা আসুর সম্পদ্ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অশুভ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ বাসনা অবলম্বন করা যে আবশ্যক, তাহা এই অধ্যায়ে কথিত হইবে।

শাস্ত্রের যথাযথ অর্থ বিদিত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান পরায়ণতার নাম "অভয়", অথবা মৃত্যু আদির শঙ্কার অভাবের নাম অভয়। অন্তঃকরণের সুনির্ম্মলতা অর্থাৎ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, মায়াদি ত্যাগের নাম সত্ত্বসংশুদ্ধি। আত্ম স্বরূপ নিশ্চয়ের নাম জ্ঞান। একাগ্র চিত্তে আত্মানুভূতির নাম যোগ। "আমা হইতে কোন প্রাণী যেন ভীত না হয়"; এই ভাবটি পরমহংস ধর্ম্মের উপলক্ষণ। এই অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তি দ্বারা এই সত্ত্ব সংশুদ্ধি লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তিই দৈবী সম্পদ্ লাভের মূল। অতঃপর গৃহস্থ গণের দৈবী সম্পদ্ কথিত হইয়াছে। নিজাধিকৃত সামগ্রীর সদ্ভাগ পূর্ব্বক যোগ্য-পাত্রে দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের সংযম শাস্ত্র বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান (দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ আদি) বেদাদি অধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্য বা বাচিক, কায়িক মানসিক তপঃ (১৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে) ও অকপটতা ॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা অহিংসনং প্রাণিনাং পীড়াবর্জ্জনং, সত্যমপ্রিয়ানৃতবর্জ্জিতং যথাভূতার্থবচনং, অক্রোধঃ পরৈরাক্রুষ্টস্যাভিহতস্য বা প্রাপ্তস্য ক্রোধস্যোপশমনং, ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বং দানস্যোক্তত্বাৎ, শান্তিরন্তঃকরণস্যোপশমঃ, অপৈশুনমপিশুনতা পরস্মৈ পররন্ধ্রপ্রকটীকরণং পৈশুনং তদভাবোঽপৈশুনং, দয়া ভূতেষু দুঃখিতেষু, অলোলুপ্ত্বমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধাববিক্রিয়া, মার্দ্দবং মৃদুতা অক্রৌর্য্যং, হ্রীর্লজ্জা, অচাপলমসতি প্রয়োজনে বাক্‌পাণিপাদাদীনামব্যাপারয়িতৃত্বং॥২

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনং, সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণং, অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদার্য্যং, শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষ প্রকাশনং তদ্বর্জ্জনমপৈশুনং, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপত্বং লোভাভাবঃ অবর্ণলোপ আর্ষঃ, মার্দ্দবং মৃদুত্বং অক্রূরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপলং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং॥ ২ ॥

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা ও অচাপল, এতাবৎ দৈবী সম্পদ্ ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। যে যে বৃত্তি দ্বারা জীব জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তত্তাবদ্‌বৃত্তির হানি না করা, যথার্থ অর্থবোধক বচনোচ্চারণ রূপ সত্য [যে বচন প্রয়োগে অনর্থোৎপত্তি না হয়], অনাদৃত বা তাড়িত হইয়াও ক্রুদ্ধ না হওয়া, শাস্ত্রবিধি পূর্ব্বক যোগ্য পাত্রে দান বা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস, অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহের উপশম, অন্যের কাছে আর একজনের অসাক্ষাতে দোষকীর্ত্তন না করা, দীনের প্রতি করুণা, ভোগের বস্তু সম্মুখে আসিলেও ইন্দ্রিয়াদির বিকার না জন্মান, অক্রূর কোমল বাক্য প্রয়োগ, লজ্জা এবং নিষ্প্রয়োজন বাহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার না করা, এই গুলি দৈবী সম্পদ্॥ ২ ॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাতিমানিতা।

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ তেজইতি। তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং ন ত্বক্‌গতা দীপ্তিঃ, ক্ষমাঃ আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বান্তর্বিক্রিয়ানুৎপত্তিঃ উৎপন্নায়াং বিক্রিয়ায়াং প্রশমনং অক্রোধঃ ইত্যবোচাম ইত্থং ক্ষমায়ামক্রোধস্য চ বিশেষঃ, ধৃতির্দ্দেহেন্দ্রিয়েষবসন্নেষু প্রাপ্তেষু তস্য প্রতিষেধকোহন্তঃকরণ-বৃত্তিবিশেষোযেনোত্তম্ভিতানি করণানি দেহশ্চ নাবসীদন্তি. শৌচং দ্বিবিধং মৃজ্জলাভ্যাং কৃতবাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ মনোবুদ্ধ্যোর্নৈর্ম্মল্যং মায়ারাগাদিকালুষ্যাভাবঃ এবং দ্বিবিধং শৌচং, অদ্রোহঃ পরজিঘাংসাভাবোহহিংসনং, নাতিমানিতাত্যর্থং মানোহতিমানঃ স যস্য বিদ্যতে সোহতিমানী তদ্ভাবো-ভিমানিতা আত্মনঃ পূজ্যতাতিশয়ভাবনাভাবইত্যর্থঃ, ভবন্ত্যভয়াদীন্যে-তদন্তানি সম্পদমভিজাতস্য কিং বিশিষ্টাং সংপদং দৈবীং দেবানাং সম্পদং তামভিলক্ষ্য জাতস্য দৈবীবিভূত্যর্হস্য ভাবিকল্যাণস্যেত্যর্থো হে ভারত ॥৩

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ তেজইতি। তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং, ক্ষমা পরিভবাদিষূৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ, ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসাদে চিত্তস্য স্থিরীকরণং, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ, অদ্রোহোজিঘাংসারাহিত্যং, অতি-মানিতা আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভাবোনাতিমানিতা, এতাঅভয়া-দীনি ষড়্‌বিংশতি প্রকারাণি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসো-ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানত্ব, সত্ত্বগুণময়ী বাসনা লইয়া যাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করেন, হে ভারত! তাঁহারাই এতাবৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥৩

শ্রীঃ সঃ। তেজ [যদ্দ্বারা কাহারও কাছে পরাভূত হইতে না হয়] ক্ষমা [তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্য সত্বেও ক্রোধ না করা], ধৃতি (ব্যাকুলিত দেহেন্দ্রিয়াদিকে সুস্থির করিয়া রাখিবার শক্তি), শৌচ [অন্তঃকরণ শুদ্ধি], অদ্রোহ [অবিরোধ], নাতিমানিত্ব (আমি অন্যের পূজ্য এরূপ অভিমান না থাকে)। যাঁহারা শুভ-সাত্ত্বিকী বাসনা লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই এই ত্রিশ্লোকোক্ত ষড়্‌বিংশতিগুণ লাভ

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীং ॥ ৪ ॥

করিয়া থাকেন, শ্রুতিও বলিয়াছেন—"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন"। পূর্ব্ব ২ জন্মের পুণ্যময়ী বাসনা দ্বারা জীব উত্তরোত্তর জন্মে পুণ্যবান্, ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপ যুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীমাসুরী সম্পদুচ্যতে দম্ভোধর্ম্মধ্বজিত্বং, দর্পোধনস্বজনাদিনিমিত্তউৎসেকোঽভিমানঃ, পূর্ব্বোক্তঃ ক্রোধশ্চ, পারুষ্যমেব পরুষবচনং যথাকাণকুব্জমাবিরূপং রূপবান্ হীনাভিজনমুত্তমাভিজনইত্যাদি অজ্ঞানঞ্চাবিবেকজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদিমিথ্যা প্রত্যয়বিষয়ং অভিজাতস্য পার্থ কিমভিজাতস্যেত্যাহ অসুরাণাংসম্পদাসুরী তামভিজাতস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আসুরীং সম্পদমাহ দম্ভইতি দম্ভোধর্ম্মধ্বজিত্বং, দর্পোধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্যোৎসুক্যং, অভিমানোব্যাখ্যাতএব, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বং, অজ্ঞানমবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণং অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পত্তামভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ॥ ৪ ॥

হে পার্থ! অশুভ বাসনা দ্বারা যাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই রজস্তমো গুণময় মনুষ্যগণ দম্ভ, দর্প, অভিমান ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞান আদি আসুরী সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মানে, রূপে সর্ব্বোত্তম, আমি সকলের পূজনীয়, এই রূপ যাহাদের সিদ্ধান্ত, পরের অনিষ্ট করিবার জন্য যে ব্যক্তি উত্তেজিত হয়, যে রুক্ষ বচন বক্তা, এবং যে ব্যক্তি সদসদ্বিচার বুদ্ধি বিহীন, সে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের রজস্তমোগুণময়ী অশুভা বাসনা দ্বারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে জানিবে।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।

শাঙ্করভাষ্যং। অনয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যমুচ্যতে দৈবীতি। দৈবী সম্পৎ যা সা বিমোক্ষায় সংসারবন্ধনাৎ নিবন্ধায় নিয়তোবন্ধোনিবন্ধস্তদর্থমাসুরী সম্পন্মতাভিপ্রেতা তথা রাক্ষসী চ তত্র স্থকে সত্যর্জ্জনস্যান্তর্গতং ভাবং কিমহমাসুরী সম্পৎযুক্তঃ কিম্বা দৈবীসংপৎযুক্তইত্যেবমালোচনারূপমালক্ষ্যাহ ভগবান মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোসি হে পাণ্ডব অভিলক্ষ্য জাতোসি ভাবি কল্যাণস্বমসীত্যর্থঃ॥ ৫॥

স্বামিকৃত টীকা। এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ দৈবীতি। দৈবী যা সম্পত্তয়া যুক্তোময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্ত নিত্যং সংসারীত্যর্থং, এতচ্ছ্রুত্বা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহাব্যাকুলমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি হে ভারত মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি॥ ৫॥

দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের হেতু ও আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের হেতু জানিবে, হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদ্ সহ জন্মিয়াছ, তুমি শোক করিও না॥ ৫॥

গীঃ সঃ। শাস্ত্র বিহিত বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্যক্তি গণ সত্ত্ব ভক্তি দ্বারা দৈবী সম্পদ লাভ করেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা মুক্তি ভাগী হয়েন। আর শাস্ত্র নিষিদ্ধ অবৈধোচিত কার্য্যানুষ্ঠানশীল ব্যক্তি গণ রাজসী—তামসী প্রকৃতি দ্বারা আসুর—রাক্ষস ভাব লাভ করিয়া থাকে; এই আসুরী সম্পদ্ সংসার বন্ধনের মূল অর্থাৎ বারবার জন্ম মরণের হেতুভূত। এই জন্য বুদ্ধিমান গণ আসুরী সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমিতো সাত্ত্বিকী ভূতবাসনা সহ উত্তম কুলে জন্মিয়াছ, আর "গুরু আত্মীয়গণ বধ করা অকর্ত্তব্য" এই সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বশীভূত হইয়াই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ, আমি তোমাকে সকল কথাই তো প্রায় বুঝাইলাম, এক্ষণে আসুরী সম্পদ্ শীল বিষয়ী লোকের ন্যায় যেন শোকাভিভূত হইও না। "পাণ্ডব"। এই সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ ইহাই বুঝাইলেন, যে পাণ্ডুর সকল পুত্রই যখন দৈবী সম্পদ্ যুক্ত, তাহাতে তুমি আবার আমার পর

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবআসুরএবচ।

প্রিয় ভক্ত, তবে তুমি যে নিশ্চয়ই দৈবী সম্পদ্ যুক্ত, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। দ্বৌ ভূতেতি। দ্বৌ দ্বিঃসংখ্যাতৌ ভূতসর্গৌ ভূতানাং মনুষ্যাণাং সর্গৌ সৃষ্টিভূতসর্গৌ সৃজ্যেতে ইতি সর্গৌ ভূতান্যেব সৃজ্যমানানি দৈবাসুরসম্পদ্যুক্তানি দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যুচ্যতে, দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চেতি শ্রুতেঃ লোকেস্মিন্ সংসারে ইত্যর্থঃ সর্ব্বেষাং দ্বৈবিধ্যোপপত্তেঃ কৌ তৌ ভূতসর্গৌ ইত্যুচ্যতে প্রকৃতাবেব দৈব আসুরএব চ উক্তয়োরেব পুনরনুবাদপ্রয়োজনমাহ দৈবোভূতসর্গোঽভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বিস্তরশোবিস্তর প্রকারৈঃ প্রোক্তঃ কথিতোন আসুরোনিস্তরশোঽতস্তৎপরিবর্জ্জনাথমাসুরং পার্থ মে মম বচনাদুচ্যমানং বিস্তরশঃ শৃণু অবধারয় ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আসুরী সম্পদ সর্ব্বাত্মনা বর্জ্জয়িতব্যেত্যেতদর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বি প্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে বচনাচ্ছৃণু. আসুররাক্ষস প্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তং, অতো রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্ত প্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৬ ॥

ইহ জগতে দেবসর্গ ও আসুরসর্গ এই দুই প্রকার ভূতসর্গই সৃষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! দেব সর্গের বিষয় তোমাকে ইতিপূর্ব্বে সবিস্তর বলিয়াছি, এক্ষণে আসুর সর্গের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

গীঃ সঃ। জগতে মনুষ্য দ্বিবিধ। যাঁহারা স্বভাবজাত রাগদ্বেষ আদি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম পরায়ণ হয়েন, তাঁহারা দেবতা ও যাহারা স্বভাবসিদ্ধ রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হইয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করেন তাঁহারা অসুর। ভগবান ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বিবর বাক্

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।

বার সময়, দ্বাদশাধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের বিষয় ব্যাখ্যা করিবার সময়, ত্রয়োদশাধ্যায়ে জ্ঞান লক্ষণ বর্ণন করিবার সময়, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কীর্ত্তন করিবার সময় এবং ষোড়শাধ্যায়ে "অভয় সত্ত্ব সংশুদ্ধি" আদি বচনে "দৈবভূত সর্গ" বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছেন একণে আসুর ভূত সর্গ ব্যাখ্যা করিবেন। কেননা কুৎসিত বিষয়ের স্বরূপ না বলিলে তাহা ঘৃণা পূর্ব্বক ত্যাগ করিতে জীবের ইচ্ছা হইবে কেন। ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অধ্যায়পরিসমাপ্তেরাসুরী সম্পৎ প্রাণিবিশেষণত্বেন প্রদর্শ্যতে প্রত্যক্ষীকরণেন চ শক্যতে অস্যাঃ পরিবর্জ্জনং কর্ত্তুমিতি প্রবৃত্তিমিতি প্রবৃত্তিঞ্চ প্রবর্ত্তনং যস্মিন্ পুরুষার্থসাধনে কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিস্তাং নিবৃত্তিঞ্চ তদ্বিপরীতাং যস্মাদনর্থহেতোর্নিবর্ত্তিতব্যং সা নিবৃত্তিস্তাঞ্চ জনা আসুরান বিদুঃ ন জানন্তি ন কেবলং প্রবৃত্তিনিবৃত্তী এব তে ন বিদুর্ন শৌচং নাপিচাচারোন সত্যন্তেষু বিদ্যতে অশৌচাচারমায়াবিনোহনৃতবাদিনো-হ্যাসুরাঃ ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আসুরীং বিস্তরশোনিরূপয়তি প্রবৃত্তিঞ্চেত্যাদি দ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চাসুরস্বভাবাজনা ন জানন্তি অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যাহারা অসুর স্বভাব, তাহাদের ধর্ম্মা-ধর্ম্মজ্ঞান নাই এজন্য সেই আসুর মনুষ্যগণের শৌচ নাই, আচার নাই ও সত্যও নাই ॥ ৭ ॥

গীঃ সঃ। দম্ভদর্পাদি আসুর ভাবযুক্ত মনুষ্যগণ প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত ধর্ম্ম অবগত নহে। "প্রবৃত্তিঞ্চ" পদের চকার দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে যে, তাহারা ধর্ম্ম প্রতিপাদক বিধি বাক্যও অবগত নহে। এবং যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহারা সে অধর্ম্মও জানেনা ও অধর্ম্ম প্রতিপাদক নিষেধ বাক্যও অবগত নহে। যাহারা শাস্ত্রীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং ।

পূর. তাহাদের আবার শৌচই (বাহ্যাভ্যন্তরিক) বা কোথায়, সদাচারই বা কোথায়; ও প্রিয় হিত যাথার্থ সম্ভাষণাই বা কোথায়? ॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অসত্যেতি। অসত্যং যথা বয়মনৃত প্রায়াস্তথেদং জগৎ সর্ব্বং অসত্যমপ্রতিষ্ঠঞ্চ নাস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রতিষ্ঠাতোহপ্রতিষ্ঠঞ্চেতি তে আসুরাজনাজগদাহুরনীশ্বরং ন চ ধর্ম্মাধর্ম্মসব্যপেক্ষকোস্য শাসিতেশ্বরোবিদ্যতইতি অতোহনীশ্বরং জগদাহুঃ কিঞ্চ অপরস্পরসম্ভূতং কাম প্রযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োরন্যোন্যসংযোগাৎ জগৎ সর্ব্বং সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকং কামহেতুকমেব কামহেতুকমস্য জগতঃ কারণং ন কিঞ্চিৎ অদৃষ্টং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কারণান্তরং বিদ্যতে জগতঃ কামএব প্রাণিনাং কারণমিতি লোকায়তিকদৃষ্টিরিয়ং ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ননু বেদোক্তয়োর্দ্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিঞ্চ কথং ন বিদুঃ কুতোবা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরনঙ্গীকারেজগতঃ সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়মীশ্বরাজ্ঞামতিবর্ত্তেরন্ ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতোজগদুৎপত্তিঃ তত্রাহ অসত্যমিতি নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদি প্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্তইত্যর্থঃ। তদুক্তং ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারোমুনিভণ্ডনিশাচরাইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎস্বভাবসিদ্ধং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোহস্য জগত উৎপত্তিং বদন্তীত্যতআহ-অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরং অপরস্পরতোহন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ। কিমন্যৎ কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ কিন্তু কামহেতুকমেব স্ত্রীপুংসয়োরন্যোন্যঃ কামএব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ইহারা এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরস্পর সম্ভূত ও কামহেতুক বলিয়া থাকে; তাহাদের মতে জগতের অন্য কোন কারণ নাই ॥ ৮ ॥

অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং ॥ ৮ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।

গীঃ সঃ। আসুরী প্রকৃতির মনুষ্যগণ বলে যে, জগতে বা জগতের মূলে কোন সত্য সত্তার অস্তিত্ব নাই; ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ প্রতিষ্ঠা যে এই জগদ্ব্যবহার, হেতু, তাহা তাহারা স্বীকার করে না; তাহাদের মধ্যে শুভাশুভ কর্ম্মের নিয়ন্তা ও সুখদুঃখ ফলবিধাতা রূপ ঈশ্বর নামে কোন পদার্থ এ জগতে নাই, (এই জন্য তাহারা নির্ভীক চিত্তে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়)। ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তাহারা স্বীকার করেনা, তাহারা বলে বিষয় ভোগ সুখাভিলাষী স্ত্রী পুরুষের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—কামই জগতের উৎপত্তির হেতু। ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বর রূপ অন্যকারণ এ জগতের মূল নহে ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতামিতি। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্যাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো নষ্টস্বভাবাবিভ্রষ্টপরলোকসাধনাঃ অল্পবুদ্ধয়োবিষয়বিষয়া অল্পৈব বুদ্ধির্যেষাস্তে অল্পবুদ্ধয়ঃ প্রভবন্ত্যুদ্ভবন্তি উগ্রকর্ম্মাণঃ ক্রূরকর্ম্মাণোহিংসাত্মকাঃ ক্ষয়ায় জগতঃ প্রভবন্তীতি সম্বন্ধঃ জগতোঽহিতাঃ শত্রবইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানোমলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়োদৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোগ্রংহিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে, অহিতাবৈরিণোভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্ম্মা ব্যক্তি গণ প্রাণিগণের বিনাশার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। জীব গণ আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে কামক্রোধ লোভ মোহাদি রজতমোদোষে তাহাদের আত্মা আবৃত হয়, তাহারা স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধিজীবী (অল্প—মল, মাংস, রুধির মজ্জাদি নির্ম্মিত পদার্থ যুক্ত দেহ। যাহাদের দেহে অহংবুদ্ধি, তাহারাই অল্প বুদ্ধি) ও

প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥১০

উগ্রকর্ম্মা (যাহারা দেহ মাত্র পোষণ করিবার জন্য শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহারা লোকের অহিতকারী ব্যাঘ্র সর্পাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করে) ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তে চ কামেতি। কামং ইচ্ছাবিশেষমাশ্রিত্যাবষ্টভ্য দুষ্পূরমশক্যপূরণং দম্ভমানমদান্বিতাঃ দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ দম্ভমানমদাস্তৈরন্বিতাঃ মোহাদবিবেকতঃ গৃহীত্বোপাদায় অসদ্‌গ্রাহানশুভনিশ্চয়ান্ প্রবর্ত্তন্তে লোকেঽশুচিব্রতাঃ অশুচীনি ব্রতানি যেষান্তে অশুচিব্রতাঃ ॥১০॥

স্বামিকৃত টীকা। অপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধানাদৌ প্রবর্ত্তন্তে। কথং অসদ্‌গ্রহান গৃহীত্বা অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যামইত্যাদীন্ দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে, অশুচিব্রতা অশুচীনি মদ্যমাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০ ॥

তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা যুক্ত হৃদয়ে দম্ভ, মান, মদে মত্ত ও অশুচিব্রত হইয়া অবিবেক বশতঃ অশুভ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্ব্বক বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ॥১০॥

গীঃ সঃ। শত কোটী বর্ষ ভোগ করিলেও যে বিষয়-বাসনার পরিপূর্ত্তি হয় না, সেই বাসনা বশম্বদ জীবগণ দম্ভাদি যুক্ত হয় ও "অমুক মন্ত্র জপ করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়;" "অমুক দেবতার পূজা করিলে অধিক ধন পাইব" ইত্যাকার দুরাশায় তাহাদের মন প্রধাবিত হয় এবং সেই জন্য উচ্ছিষ্টাদি ভোজন, শ্মশান আদি গমন, মদ্যমাংসাদি সেবন রূপ অশুচি ব্রতে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা বেদমার্গ ভ্রষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে। পরিণামে তাহাদের অমেধ্য পূর্ণ নরকে গতি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ চিন্তেতি। চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ ন পরিমাতুং শক্যতে অস্যাশ্চিন্তায়াইয়ত্তা সা অপরিমেয়া তামপরিমেয়াং প্রলয়ান্তাং মরণান্তামুপাশ্রিতাঃ সদা চিন্তাপরাইত্যর্থঃ কামোপভোগপরমাঃ কম্যন্ত-ইতি কামাঃ শব্দাদয়স্তদুপভোগপরমাঃ অয়মেব পরমঃ পুরুষার্থোয়ঃ কামোপভোগইত্যেবং নিশ্চিতাত্মানএতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ চিন্তামিতি। প্রলয়োমরণমেবান্তোযস্যাস্তাম-পরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতা নিত্যচিন্তাপরাইত্যর্থঃ। কামোপভোগএব পরমোযেষাং তে, এতাবদিতি কামোপভোগএব পরমঃ পুরুষার্থোনান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়াঅর্থসঞ্চয়ানীহন্তইত্যুত্তরেণান্বয়, তথা চ বার্হস্পত্যসূত্রং, কামএবৈকঃ পুরুষার্থইতি চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষইতি চ॥ ১১॥

মরণ পর্য্যন্তই স্থিতি, এইরূপ চিন্তাপরায়ণ যাহারা, শব্দাদি বিষয় ভোগই যাহাদের পুরুষার্থ, বিষয় জনিত সুখই সুখ, এই রূপ যাহাদের নিশ্চয়॥ ১১॥

গীঃ সঃ। আসুরী প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তি গণ পরলোক, স্বর্গ, নরক, মোক্ষাদি কিছুই মানেনা; যত দিন দেহ থাকিবে, ততদিন খাও, পরো, আনন্দ কর—স্রক্‌চন্দন বনিতাদি ভোগে জীবনের সার্থকতা কর, ইহাই তাহাদের পুরুষার্থ। দেহাতীত আত্মা নামে কোন পদার্থই নাই, তজ্জন্য তপঃ ক্লেশাদি সহন করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য, এই রূপ তাহাদের সিদ্ধান্ত॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যং। আশাপাশেতি। আশাপাশশতৈঃ আশাএব পাশাস্ত-চ্ছতৈরাশাপাশশতৈর্বদ্ধানিয়ন্ত্রিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বতঃ আকৃষ্যমাণাঃ কামক্রোধ-পরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নং পরআশ্রয়োযেষাস্তে কামক্রোধপরায়ণাঃ ঈহন্তে চেষ্টন্তে কামভোগার্থং কামভোগ প্রয়োজনায় ন ধর্ম্মার্থমন্যায়েন নার্থসঞ্চয়ান্ অর্থপ্রচয়ান্ অন্যায়েন পরস্বাপহরণাদিনেত্যর্থঃ॥ ১২॥

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অতএব আশেতি। আশাএব পাশাস্তেষাং শতৈর্বদ্ধাইতস্ততআকৃষ্যমাণাঃ, কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়োযেষাং তে, কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্‌ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি ॥ ১২ ॥

আশা পাশে আবদ্ধ ও কামক্রোধাদি পরায়ণ হইয়া তাহারা বিষয় ভোগের জন্য অন্যায় বৃত্তিতে ধনাহরণের ইচ্ছা করে ॥ ১২ ॥

গীঃ সঃ। "ভবনোদ্যান নির্ম্মাণ করিব, স্ত্রী পুত্রাদি সুখী হইবে, লোক সমাজে সম্মান বাড়িবে" ইত্যাকার আশা পাশে, (শৃঙ্খলাবদ্ধ চোরের ন্যায়) আবদ্ধ হইয়া ও "পরনারী বা বহু নারী ভোগ করিব, পরের অনিষ্ট করিব" ইত্যাকার চিন্তায় বশীভূত হইয়া এবং তদ্দ্বারা পরম সুখোৎপত্তি হইবে, এই রূপ বিবেচনা করিয়া অত্যাচার, চৌর্য্যাদি দ্বারা আসুর প্রকৃতি যুক্ত দুরাত্মা গণ ধন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

"বরং দারিদ্র্যমন্যায় প্রভবাদ্‌ বিভবাদপি।
ক্ষীণতাপীষ্যতা দেহে পীনতা নতু রোগজা।

বরং দরিদ্র হইয়া থাকা ভাল, তথাচ অন্যায় উপায়ে বিভবশালী হওয়া ভাল নহে; কেননা সুস্থ ক্ষীণ শরীরও ভাল, তথাচ রোগে ফুলিয়া স্থূল হওয়া কিছু নয়। এই বিচার দ্বারা দেব প্রকৃতির লোক গণ ধনার্থ অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ করেন না ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ঈদৃশশ্চ তেষামভিপ্রায়ঃ ইদমিতি। ইদং দ্রব্যং অদ্য ইদানীং ময়া লব্ধং ইদঞ্চ অন্যং প্রাপ্স্যে মনোরথং মনস্তুষ্টিকরং ইদঞ্চাস্তি ইদমপি মে ভবিষ্যত্যাগামিনি সম্বৎসরে পুনর্দ্ধনং তেনাহং ধনী বিখ্যাতো ভবিষ্যামি ॥ ১৩ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনং ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।

স্বামিকৃত টীকা। তেষাং মনোরথং কথয়ন নরকপ্রাপ্তিমাহ ইদম-দেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি মনোরথং মনসঃ প্রিয়ং, স্পষ্টমন্যৎ, এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অদ্য এই ধন লাভ করিলাম, এই অভীষ্ট আমার শীঘ্র সিদ্ধ হইবে, এত ধন আমার গৃহে পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত আছে, ও এই ধন আগামী বর্ষে আরও অধিক বর্দ্ধিত হইবে ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। আসুরী প্রকৃতির মানবগণ কেবল ধন তৃষ্ণাতেই দিনপাত করে। কত ধন পাইলাম কত ধন পাইব, অত ধন কিরূপে আসিবে. এই প্রকার বিষয় চিন্তা দ্বারা তাহারা নিজ নিজ নরকের পথ পরিষ্কার করিতে থাকে ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অসৌ ময়েতি। অসৌ দেবদত্তনামা ময়া হতঃ দুর্জ্জয়ঃ শত্রুঃ হনিষ্যে চান্যানপরান্ বরাকান্ পরানপি কিমেতে করিষ্যন্তি তপস্বিনঃ সর্ব্বথাপি নাস্তি মত্তুল্যঃ ঈশ্বরোহমহং ভোগী সর্ব্বপ্রকারেণ চ সিদ্ধোহং সম্পন্নঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তৃভির্ন কেবলং মানুষোহং বলবান্ সুখী চাহমেব অন্যে তু ভূমিভারাবতীর্ণাঃ ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৪

আমি এই শত্রুকে নাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকে বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ ও আমিই সুখী ॥ ১৪ ॥

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।

গীঃ সঃ। এমন যে দুর্জ্জয় শত্রু, তাহাকেও আমি নষ্ট করিয়াছি, আমার মত বীর কে আছে? আর অমুক যে শত্রু আছে, তাহাকেও বিনাশ করিব। "হনিষ্যে চ" পদের চকার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে, যে কেবল তাহাকেই নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত থাকিব, তাহা নহে, তাহার ধন দারাদি হরণও করিব। আমার সমকক্ষ কে আছে; যত মনুষ্য দেখিতেছি, ইহারা তো আমার সম্মুখে কীট পতঙ্গ বিশেষ—আমি ঈশ্বর, বিষয় ভোগের পূর্ণাধিকারী তো আমিই, ভ্রাতা, পুত্র, ভৃত্যাদি সম্পন্ন আমি, আমি যাহা চাহি তাহাই করিতে পারি, আমার তুল্য পরাক্রমী ও সুখী আর কে আছে! আসুরী প্রকৃতি মানব গণের এই রূপ চিন্তা প্রবাহ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। আঢ্যো ধনেন, অভিজনবান্ সপ্তপুরুষং শ্রোত্রিয়ত্বাদিসম্পন্নস্তেনাপি ন মম তুল্যোঽস্তি কশ্চিৎ কোঽন্যোঽস্তি সদৃশস্তুল্যো ময়া কিঞ্চ যক্ষ্যে যাগেনাপি অন্যানভিভবিষ্যামি দাস্যামি নটাদিভ্যঃ মোদিষ্যে হর্ষাতিশয়ং প্রাপ্স্যামীত্যেবং অজ্ঞানেন বিমোহিতাঃ অজ্ঞানবিমোহিতাঃ অবিবেকভাবমাপন্নাঃ ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ, অভিজনবান্ কুলীনঃ, যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি, দাস্যামি স্তাবকেভ্যশ, মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ধনাঢ্য ও কুলীন আমি, আমার সমতুল্য আর কেহ নাই, আমি যাগ করিব—দান করিব, ইহাতে আমার যথেষ্ট হর্ষ হইবে; আসুর ব্যক্তি গণ এই রূপে অজ্ঞান মোহিত হয় ॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। ধনে মানে কুলে শীলে আমার মত আর কে আছে;

যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।

যাহা কেহ করিতে পারে নাই এরূপ ধুম ধামের সহিত আমি যাগ করিব; কত লোক আমার বাটীতে আসিবে, নট ভাট নর্ত্তকী গণ আসিয়া আমার স্তুতি করিবে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন দান করিব, তাহারাও সন্তুষ্ট হইবে, লোকে আমার যশঃ কীর্ত্তন করিবে। আসুর ভাবাপন্ন মানব বর্গ, এই রূপ চিন্তায় বিমোহিত থাকে॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। অনেকেতি। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা উক্তপ্রকারৈরনেকৈশ্চিত্তৈর্ব্বিবিধং ভ্রান্তা অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ মোহোঽবিবেকোঽজ্ঞানন্তদেব জালমিবাবরণাত্মকত্বাত্তেন সমাবৃতাঃ প্রসক্তাঃ কামভোগেষু কাম্যন্ত ইতি কামাঃ বিষয়াস্তেষ্বংমুপভোগেষু কামভোগেষু তত্রৈব নিষণ্ণাঃ সন্তস্তেনোপচিতকল্মষাঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা। এবম্ভূতাবৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তং অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতামৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তোঽশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি॥ ১৬॥

হে অর্জ্জুন! নানা বিধ দূষিত সংকল্প কলাপে বিভ্রান্ত, মোহ জালে সমাবৃত ও বিষয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত আসুর পুরুষ গণ অশুচি নরক মধ্যে পতিত হয়॥ ১৬॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্বে কথিতানুরূপ নানা অসৎ সঙ্কল্প দ্বারা অস্থিরচিত্ত ("অনেক চিত্ত" = একবস্তুতে যাহার চিত্ত স্থির হয়না) ও ভ্রম জালে বিজড়িত, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, আসুর বুদ্ধি ব্যক্তি গণ নিজ নিজ

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।

অনর্থকারী বিষয় ভোগে আসক্ত হইয়া নানা পাপাচরণ করতঃ বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা, রুধির আদি অমেধ্য পূর্ণ বৈতরণী প্রভৃতি অপার নরকার্ণবে পতিত হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। আত্মেতি। আত্মসম্ভাবিতাঃ সর্ব্বগুণবিশিষ্টতয়াত্মনৈবাত্মনি সম্ভাবিতাঃ আত্মসম্ভাবিতা ন সাধুভিঃ, স্তব্ধা অপ্রণতাত্মানো ধনমানমদান্বিতা ধননিমিত্তো মানো মদশ্চ তাভ্যাং ধনমানমদাভ্যামন্বিতাঃ যজন্তে নামযজ্ঞৈর্নামমাত্রৈর্যজ্ঞৈস্তে দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া অবিধিপূর্ব্বকং বিহিতাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতারহিতৈঃ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যজ্ঞাদিভিশ্চ যেষাং মনোরথ উক্তঃ তেষাং যজ্ঞাহঙ্কারাদিপ্রধান এবং ন তু সাত্ত্বিক ইত্যাহ আত্মেতি দ্বাভ্যাং। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ অত এব স্তব্ধা অনম্রাঃ ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ তে নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ যদ্বা দীক্ষিতঃ সোমযাজীত্যেবমাদিনামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তৈর্যজন্তে. কথং দম্ভেন ন তু শ্রদ্ধয়া অবিধিপূর্ব্বকঞ্চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥

আত্ম সম্ভাবিত, স্তব্ধ ও ধনমানমদযুক্ত আসুর ব্যক্তি-গণ অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। সম্মানিত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সম্মান করেন, তিনিই প্রকৃত সম্মান ভাজন। কিন্তু আসুর ব্যক্তিগণ অন্যকর্তৃক সম্মানিত না হইলেও আপনাকে আপনি সম্মান ভাজন বলিয়া মনে করে, ধনাভিমানে আত্মাভিমানে ও বৃথাভিমানে মত্ত হইয়া নাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এ যজ্ঞে যজ্ঞকর্তার শ্রদ্ধা নাই বেদবিধি অনুসারে দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র, দক্ষিণাদির দিকে দৃষ্টি নাই, কর্ম্মনিষ্ঠা নাই, আছে কেবল লোক-

যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকং ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।

দেখান ধুমধাম। সুতরাং এরূপ দাম্ভিক যজ্ঞানুষ্ঠাতার যজ্ঞফল লাভ হয় না। এরূপ যজ্ঞ নামমাত্র যজ্ঞ, বস্তুতঃ বিহিত যজ্ঞ নহে ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অহমিতি। অহঙ্কারমহঙ্করণমহঙ্কারঃ বিদ্যমানৈরবিদ্যমানৈশ্চ গুণৈরাত্মন্যধ্যারোপিতৈর্ব্বিশিষ্টমাত্মানমহমিতি মন্যতে সোঽহঙ্কারোঽবিদ্যাখ্যঃ কষ্টতমঃ সর্ব্বদোষাণাং মূলং সর্ব্বানর্থপ্রবৃত্তীনাঞ্চ মূলং তং পরিগৃহ্য তথা বলং পরাভিভবনিমিত্তং কামরাগান্বিতং দর্পং দর্পোনাম যস্যোদ্ভবে ধর্ম্মমতিক্রামতীতি সোঽয়মন্তঃকরণাশ্রয়োদোষবিশেষঃ কামং স্ত্র্যাদিবিষয়ং ক্রোধমনিষ্টবিষয়ং এতানন্যাংশ্চ মহতোদোষান্ সংশ্রিতাঃ কিঞ্চ তে মামীশ্বরং আত্মপরদেহেষু স্বদেহে পরদেহেষু চ তদ্বুদ্ধিকর্ম্মসাক্ষিভূতং মাং প্রদ্বিষন্তোমচ্ছাসনাতিবর্ত্তিত্বং প্রদ্বেষস্তং কুর্ব্বন্তে ইত্যসূয়কাঃ সন্মার্গস্থানাং গুণেষু অসহমানাঃ ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্তআত্মপরদেহেষু আত্মদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তাবজ্ঞন্তে দম্ভপরত্বে প্রধানাভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি তথা পশ্বাদীনামপাবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহ এবাবশিষ্যতে ইতি প্রদ্বিষন্তইত্যুক্তং, অতএবাসূয়কাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ও ক্রোধের বশীভূত, ও অসূয়াকারী আসুর পুরুষ গণ নিজ ও অন্যের দেহস্থিত আত্মারূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

গীঃ সঃ। আসুর পুরুষগণ আপনার কোন গুণ বা শরীরের যথোচিত বল না থাকিলেও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্ ও বলবান্ বলিয়া মনে করে, গুরু ও সজ্জন গণকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক আপনাকে মহান্ বোধে বৃথা দর্প করে, কি রূপে কিছু লাভ হইবে, কি

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

রূপে অন্যের অনিষ্ট করিব, এই রূপ চিন্তাতেই তাহাদের মনোবৃত্তির প্রবাহ, ("ক্রোধঞ্চ" পদের চকার দ্বারা মাৎসর্য্যাদি অজ্ঞানা দোষও উপলক্ষিত হইয়াছে) ইহাদের নরকেই গতি হইয়া থাকে ; কেননা তাহারা দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হইয়া সর্ব্বদেহাবস্থিত ও প্রিয় হইতেও পরম প্রিয় চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতে প্রীতি করেনা ; আর সদাচারী সাধু ও গুরুজনের প্রতি যাহার তুচ্ছ বুদ্ধি, সজ্জনে যাহার শ্রদ্ধা নাই, ও বেদ বিহিত ব্রতাচারী শুদ্ধাত্মা গণের প্রতি যাহারা অসূয়া প্রকাশ করে, ও তাঁহাদের কুৎসা কীর্ত্তন করে, তাহাদের ভগবদ্ভক্তি উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়! ভক্তি হীনের গতি নরক ভিন্ন আর কোথায় হইবে। 'মামাত্ম পর দেহে' আদি বচনের অর্থ এই যে জীবের নিজ দেহে বা পুত্রভার্য্যাদি বা পশ্বাদি অন্যদেহে চৈতন্য স্বরূপ আমাকে "অথবা রাম কৃষ্ণাদি আমার নিজলীলা বিগ্রহে ও ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি ভক্ত গণের দেহে আমার আবির্ভাবকে" যাহারা বিদ্বেষ করে, তাহারা ভক্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং নরকার্ণবে ভাসিয়া যায় ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তানহমিতি। তানহং সর্ব্বান্ সন্মার্গপ্রতিপক্ষভূতান্ সাধুদ্বেষিণো দ্বিষতশ্চ মাং ক্রূরান্ সংসারেষ্বেব নরকসংসরণমার্গেষু নরাধমান্ অধর্ম্মদোষবত্বাৎ ক্ষিপামি প্রক্ষিপামি অজস্রং সন্ততমশুভান্ শুভকর্ম্মকারিণ আসুরীষ্বেব ক্রূরকর্ম্মপ্রায়াসু ব্যাঘ্রসিংহাদিযোনিষু ক্ষিপামীত্যনেন সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তেষাং কদাচিৎপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ তানিতি দ্বাভ্যাং। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষ্বজস্রমনবরতং ক্ষিপামি। তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

এই রূপ দ্বেষ্টা, ক্রূর, নরাধম, নিত্য অশুভকর্ম্মানুষ্ঠান শীল, আসুর পুরুষ গণকে আমি নরক মার্গে

নিপাতিত করি; ও তাহাদিগকে অতিক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে ভ্রমণ করাই ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। ভগবদ্বিদ্বেষ্টা, জীবহিংসাপরায়ণ, নরাধম; শাস্ত্র নিষিদ্ধ অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান নিরত আসুর ব্যক্তিগণকে ভগবান্ কদাপি কৃপা করেন না। তাহারা চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—অথ কপূয় চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিম্বা শূকরযোনিম্বা চাণ্ডালযোনিং বা ইতি"। শাস্ত্র নিষিদ্ধ পাপকর্ম্মকারীগণ শীঘ্রই নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়, কথন কুক্কুরযোনি, কথন শূকর যোনি কথন বা চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতে যে কাহাকে ধনী, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও ধর্ম্মাত্মা কাহাকেও পাপাত্মা কাহাকেও সুখী আবার কাহাকেও দুঃখী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈষম্য নহে, জীবের নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল মাত্র। যে যেমন বীজ বপন করে, তাহার বৃক্ষ সেই রূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাহার পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধু প্রবৃত্তি ও ভগবানে ভক্তি নাই, তাহার অধোগতি অবশ্যম্ভাবি ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। আসুরীমিতি। আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ প্রতিপন্না- মূঢ়াজন্মনি জন্মনি অবিবেকিনঃ প্রতিজন্ম তমোবহুলাস্বেব যোনিষু জায়মানা অধোগচ্ছন্তি তে মূঢ়ামামীশ্বরং অপ্রাপ্য অনাসাদ্যৈব হে কৌন্তেয় ততস্তস্মাদপি যান্তি অধমাং নিকৃষ্টতমাং গতিং মামপ্রাপ্যেতি ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচিদপ্যাশঙ্কাস্তি কিমুত মচ্ছিষ্টসাধুমার্গপ্রাপ্তিরপ্যপ্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ২০

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপৈ্যবেত্যেব- কারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাং মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোপ্যধমাং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তীত্যর্থঃ, শেষং স্পষ্টং ॥ ২০॥

হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি একবার আসুর যোনি

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিং ॥২০॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।

প্রাপ্ত হয়, সে অবিবেক জন্য আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া জন্ম জন্ম আরও অধোগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। বিবেক ও ভক্তি ভিন্ন ভগবান্‌কে লাভ করাযায় না। তমো গুণী আসুর পুরুষের এ দুইটিরই অভাব, সুতরাং ঈদৃশী দূষিত প্রকৃতি লইয়া একবার জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহার উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট। দুষ্ট ব্যক্তির সহজে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হয়না, বেদবিহিত সৎকার্য্য না করিলে বিবেক বা চিত্তশুদ্ধি হইবেই বা কিরূপে। " মাং " পদে ভগবৎ প্রাপ্তির পথ উপলক্ষিত হইয়াছে। নীচকর্ম্মীগণ বেদ মার্গ অবলম্বন করিতে না পারায় ক্রমশঃ নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য বুদ্ধিমান্‌গণ শীঘ্রই আসুরী সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া দৈব সম্পদ আশ্রয় করিবেন ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সর্ব্বস্যাঃ আসুর্য্যাঃ সম্পদঃ সংক্ষেপোঽয়মুচ্যতে, যস্মিংস্ত্রিবিধে সর্ব্বআসুরীসম্পদনন্তভেদাপ্যন্তর্ভবতি যৎপরিহারেণ পরিহৃতাশ্চ ভবতি যন্মূলং সর্ব্বস্যানর্থস্য তদেতদুচ্যতে ত্রিবিধমিতি। ত্রিবিধং নরকদ্বারং ত্রিঃপ্রকারং নরকস্য প্রাপ্তিদ্বারং নাশনমাত্মনঃ যদ্দ্বারং প্রবিশন্নেব নশ্যতি আত্মা কস্মৈচিৎ পুরুষার্থায় যোগ্যো ন ভবতীত্যেতদুচ্যতে দ্বারং নাশনমাত্মনইতি কিং তৎ কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ যত এতৎ দ্বারং নাশনমাত্মনস্তস্মাৎ কামাদিত্রয়মেতৎ ত্যজেত্ত্যাগবত্তিরিমং ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়মিত্যাহ ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইত্যেবং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং অত এবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকং তস্মাদেতত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ॥ ২১॥

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১

এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।

জীবের অধোগতির কারণ স্বরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ, ইহারা অবশ্য পরিহার্য্য ॥ ২১ ॥

গীঃ সঃ। কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রভাবে মানবগণ ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ইহারা মানবের মহান রিপু, কেননা ইহারা মানবকে স্বর্গাদি সুখে বঞ্চিত করে ও অধস্তন নরকাদিতে নিক্ষেপ করে। এই জন্ত প্রযত্ন পূর্ব্বক সুধী গণ এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবেন। সৎসঙ্গ ও বিবেক দ্বারা আপনাকে এই তিন অনর্থকারী শত্রুর হস্ত হইতে না বাঁচাইতে পারিলে, কাহারও কল্যাণ নাই ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতৈরিতি। এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্তমসোনরকস্য দুঃখমোহাত্মকস্য দ্বারাণি কামাদয়স্তৈরেতৈস্ত্রিভির্ব্বিমুক্তো-নরআচরত্যাত্মনস্তিষ্ঠতি কিমাত্মনঃ শ্রেয়োযৎপ্রতিবদ্ধঃ পূর্ব্বং নাচরতি তদপগম'দাচরতি তত্তদাচরণাৎ যাতি পরাং গতিং মোক্ষমপি ইতি ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ত্যাগে বিশিষ্টং ফলমাহ এতৈরিতি। তমসো-নরকস্য দ্বারভূতৈরেতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্ব্বিমুক্তোনরআত্মনঃ শ্রেয়ঃ-সাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বার স্বরূপ এই কামক্রোধ লোভকে পরিত্যাগ করিলে, মনুষ্য শ্রেয়ঃ সাধন পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

গীঃ সঃ। যিনি কামাদি বিষম রিপু ত্রয়কে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার নরকে গতি ও অধম যোনি প্রাপ্তি হয় না। অন্তিকন্ত অন্তঃকরণ উপদ্রব শূন্য ও চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই মনুষ্যের শ্রে

অচিরত্যাগিনঃ শ্রেয়স্ততোযাতি পরাং গতিং ॥২২॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ ।

বিহিত সৎকার্য্য ও আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় এবং তৎসাধন দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং । সর্ব্বস্যৈতস্যাসুরীসম্পৎপরিবর্জ্জনস্য শ্রেয়আচরণস্য শাস্ত্রং কারণং শাস্ত্রপ্রমাণাদুভয়ং শক্যং কর্ত্তুং নান্যথা অতঃ যঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রং বেদ তস্য বিধিং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যামুৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা বর্ত্ততে কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ সন্ ন স সিদ্ধিং পুরুষার্থযোগ্যতামাপ্নোতি । নাপ্যস্মিন্ লোকে সুখং নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ যইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামচারতো যথেষ্টং বর্ত্ততে স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি নচ সুখমুপশমং নচ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, তাহার অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় না, তাহার ইহলোকে সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষরূপ উৎকৃষ্ট গতিও লাভ হয় না ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। লোকে যাহা বুঝিতে পারে অথবা যাহা বুঝিতে পারে না, তত্তাবতের সমস্ত গূঢ়ার্থ শিক্ষা দিবার জন্যই শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি বিধি নিষেধ ও নানাবিধ উপদেশ দ্বারা অধিকারী অনুসারে মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যকে উপেক্ষা করিয়া বিষয় বিবর্ব্বাহি নিজ নিজ দুর্ব্বল বুদ্ধি দ্বারা যথেচ্ছা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে তাহার চিত্ত শুদ্ধি হয়না, তাহার ইহলৌকিক সুখ লাভ করাও ভার, কেননা শাস্ত্র ইহপারলৌকিক উভয় সুখলাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥২৩॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় তাহার স্বর্গ বা মুক্তি লাভেরও কোন উপায় হয় না। দুর্জ্ঞের আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যক, স্বকপোল কল্পনার বশীভূত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়া অত্যন্ত অনর্থকর ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তস্মাদিতি। তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞানং সাধনন্তে তব কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যব্যবস্থায়ামতোজ্ঞাত্বা বুদ্ধা শাস্ত্রা-বিধানোক্তং বিধির্বিধানং শাস্ত্রমেব বিধানং শাস্ত্রবিধানং কুর্য্যান্ন কুর্য্যা-দিত্যেবং লক্ষণং তেনোক্তং স্বকর্ম্ম যত্তৎ কর্ত্তুমিহার্হতি ইহ ইতি কর্ম্মা-ধিকারভূমিপ্রদর্শনার্থং ইতি ॥ ২৪ ॥

ইতি ষোড়শোধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। ফলিতমাহ তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্য-মিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণং অতঃ শাস্ত্রবিধিনোক্তং কর্ম্মংজ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্‌জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ। দেব-দৈত্যেয়সম্পত্তিগবিভাগেন ষোড়শে। তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতং ॥ ২৪ ॥

ইতি ষোড়শোধ্যায়ঃ।

কার্য্যাকার্য্যের নিরূপণ করিতে হইলে শাস্ত্রই প্রমাণ স্বরূপ, অতএব শাস্ত্রানুসারে নিজ অধিকারানু-রূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিদিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। যখন শাস্ত্রই কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণ স্বরূপ, যখন শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে অধোগতি হয়, তখন হে অর্জ্জুন, তোমার স্বেচ্ছানুসারে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাপবর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। শাস্ত্র

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুর-
সম্পদ্বিভাগযোগোনাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

তোমার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুরূপ যেরূপ যুদ্ধ কার্য্যের ব্যবস্থা দিতেছেন তাহা অমর্য্যাদা করিয়া আসুর সম্পদের অধিকারী হইও না। যাহা শাস্ত্র বিহিত, তাহা তোমার রুচিকর হউক বা না হউক, তাহারই অনুষ্ঠান কর, তাহাতে তোমার পরম কল্যাণ হইবে ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য কুমার-পরিব্রাজক
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
ষোড়শ অধ্যায়
সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তইতি ভগবদ্বাক্যাৎ লব্ধপ্রশ্নবীজোঽর্জ্জুনউবাচ যে শাস্ত্রেতি। যে কেচিৎ অবিশেষিতাঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রবিধানং শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রচোদনামুৎসৃজ্য পরিত্যজ্য যজন্তে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতা শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যান্বিতাঃ সংযুক্তাঃ সন্তঃ শ্রুতিলক্ষণং স্মৃতিলক্ষণং বা কঞ্চিৎ শাস্ত্রবিধিমপশ্যন্তোবৃদ্ধব্যবহারদর্শনাদেব শ্রদ্দধানতয়া দেবাদীন্ পূজয়ন্তি তে ইহ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাইত্যেবং গৃহ্যন্তে যে পুনঃ কঞ্চিৎ শাস্ত্রবিধিমুপলভমানাএব তমুৎসৃজ্যাযথাবিধি দেবাদীন্ পূজয়ন্তি তে ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তইতি ন পরিগৃহ্যন্তে কস্মাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতত্ববিশেষণাৎ দেবাদিপূজাবিধিপরং কিঞ্চিৎ শাস্ত্রং পশ্যন্তএব তদুৎসৃজ্যাশ্রদ্দধানতয়া তদ্বিহিতায়াং দেবাদিপূজায়াং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ প্রবর্ত্তন্তে ইতি ন শক্যং পরিকল্পয়িতুং যস্মাত্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাএব যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ইত্যত্র গৃহ্যন্তে তেষামেবম্ভূতানাং নিষ্ঠা তু অবস্থানং কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ কিং সত্ত্বনিষ্ঠাবস্থানমাহোস্বিৎ রজোঽথবা তমইতি॥ ১॥

স্বামিকৃত টীকা। উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী। ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধায়াস্ত্রিধোচ্যতে। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতীত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামচারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারোনাস্তীত্যুক্তং তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়াঽর্জ্জুন উবাচ যইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধ্বা তদুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানা ন গৃহ্যন্তে তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা ন চাসৌ শাস্ত্রনিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্র-

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

জ্ঞানবতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধেতি যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ অতোনাত্র শাস্ত্রাজ্ঞিনো গৃহ্যন্তে অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা বা আলস্যাদ্বা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচার-পরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে. অতোঽয়মর্থঃ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্বা অনাদৃত্য কেবলমাচার প্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তেষান্তু কা নিষ্ঠা কা স্থিতিঃ ক আশ্রয়ঃ। তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি. কিং সত্ত্বং আহ কিং রজঃ অথবা তমইতি তেষাং তাদৃশী দেব পূজাদি প্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা রজঃ-সংশ্রিতা তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ শ্রদ্ধয়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজসতামসত্বাত্রিধাসন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা তর্হি কেশামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাদন্যথা নেতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? ॥১॥

গীঃ সঃ। কর্ম্মানুষ্ঠাতা গণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম, যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা করতঃ নিজ ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারা অসুর সম্প্রদায়। ২য়, যাহারা শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ বিদিত হইয়া তদনুসারে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেব সম্প্রদায়। কিন্তু আর এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও আলস্য বা ঔদাস্য পূর্ব্বক তদনুসারে না চলিয়া শ্রদ্ধাসহ স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে শাস্ত্রকে উপেক্ষা জন্য আসুর ভাব ও শ্রদ্ধা জন্য দৈব ভাব একত্রসম্ভূত বিদ্যমান আছে। এই শ্রেণীর মনুষ্যগণ কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত, এই সংশয়াপনোদনার্থ অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যাহারা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না করিয়া পিতৃ পিতামহাদির আচরিত অথবা স্বেচ্ছানুমোদিত কার্য্যের শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা সত্ত্ব, রজ বা তমোগুণ প্রসূত? ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা

শাঙ্করভাষ্যং। এতদুক্তং ভবতি যা তেষাং দেবাদিবিষয়া পূজা সা কিং সাত্ত্বিকাহোস্বিদ্রাজসমুত তামসীতি সামান্যবিষয়োহয়ং প্রশ্নোনাপ্রবিভজ্য প্রতিবচনমর্হতীতি ত্রিবিধেতি শ্রীভগবানুবাচ। ত্রিবিধা ত্রিঃ-প্রকারা ভবতি শ্রদ্ধা যস্যাং নিষ্ঠায়াং ত্বং পৃচ্ছসি দেহিনাং সা স্বভাবজা জন্মান্তরকৃতোধর্ম্মাদিসংস্কারোমরণকালেভিব্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে ততো-জাতা স্বভাবজা সাত্ত্বিকী সত্ত্বনির্ব্বৃত্তা দেবপূজাদিবিষয়া রাজসা রজো-নির্ব্বৃত্তা যক্ষরক্ষঃপূজাদিবিষয়া তামসী তমোনির্ব্বৃতা প্রেতপিশাচাদি-পূজাবিষয়ৈবং ত্রিবিধাস্তামুচ্যমানাং শ্রদ্ধাং শৃণু সৈবং ত্রিবিধা ভবতি ॥২॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী এক-বিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ স্বভাবজা স্বভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোত্থং বিবেকজ্ঞানং তেষাং নাস্তি অতঃ কেবলং পূর্ব্বসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোত্থং বিবেকজ্ঞানং তেষাং নাস্তি অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেন ভবন্তী শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বিতি তদুক্তং. ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দ-নেত্যাদিনা ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, দেহাভিমানী ব্যক্তি গণের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি ভেদে স্বভাব জাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার; তদ্বিবরণ শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। মনুষ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ক্রিয়ানুরূপই প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি পূর্ব্বজন্মে সত্ত্ব, রজ বা তম গুণানুসারে ক্রিয়া করিয়াছেন, তিনি বর্ত্তমান দেহে তদনুসারে সাত্ত্বিকী রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। "রাজসী চৈব" এই পদে, (চ+এব) দুটি শব্দ দুইটি অর্থের সূচনা করিয়াছে। ইহজন্মে শাস্ত্র শ্রবণ, মনন পূর্ব্বক যে শ্রদ্ধার

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাঃ শৃণু ॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

উদয় হয়, তাহা সাত্ত্বিকী; চ শব্দ তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। আর শাস্ত্রের অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে সাধারণ শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে, তাহাই-এব শব্দের প্রতিপাদ্য এবং এই শ্রদ্ধাই সাত্ত্বিকী আদি ভেদে ত্রিবিধ। ভগবান্ এই শেষোক্ত শ্রদ্ধারই বিষয় কীর্ত্তন করিবেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সত্ত্বেতি সত্ত্বানুরূপা বিশিষ্টসংস্কারোপেতান্তঃকরণানুরূপা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত যদ্যেবন্ততঃ কিং স্যাদিত্যুচ্যতে শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপ্রায়ঃ অয়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃ কথং যোযচ্ছ্রদ্ধো যা শ্রদ্ধা যস্য জীবস্য স যৎশ্রদ্ধঃ সএব তৎশ্রদ্ধানুরূপঃ সএব সজীবঃ ॥৩॥

স্বামিকৃত টীকা। নতু শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন তত্রৈব শ্রীভাগবতে উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ যথোক্তং শমোদমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ। ইত্যেতাঃ সত্ত্ববৃত্তয়ইতি অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে সত্যং তথাপি রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটতইত্যাভ সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্ব্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনোবা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি তস্মাদয়ং পুরুষোলৌকিকঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়তইত্যর্থঃ। তদেবাহ যোযচ্ছ্রদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য সএব সঃ তাদৃশশ্রদ্ধাযুক্তঃ। সএব সইতি যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্তএব ভবতি যস্তু রজসউৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশএব ভবতি যস্তু তমসউৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশএব ভবতীতি লোকাচার মাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিকরাজসতামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানান্তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩ ॥

হে ভারত! প্রাণী মাত্রেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণ বৃত্তিরই অনুরূপ হইয়া থাকে। পুরুষও

শ্রদ্ধাময়োয়ং পুরুষোযো যৎশ্রদ্ধঃ সএব সঃ ॥ ৩ ॥
যজন্তে সাত্ত্বিকাদেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।

শ্রদ্ধাময়, অতএব যে পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি তাদৃশই হইয়া থাকেন.॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। ত্রিগুণাত্মক অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে সত্ত্ব গুণই প্রধান, এই জন্য পঞ্চভূত জাত অন্তঃকরণ প্রকাশস্বভাব বশতঃ "সত্ত্ব" নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই অন্তঃকরণ দেবাদি দেহে সত্ত্ব গুণযুক্ত, যক্ষাদি দেহে রজোগুণাভিভূত সত্ত্বগুণ যুক্ত.'ভূত প্রেতাদি দেহে তমগুণাভিভূত সত্ত্বগুণযুক্ত. মনুষ্য দেহে রজ তমগুণাভিভূত সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের বিচিত্রতা জন্য শ্রদ্ধারও বৈচিত্র্য জন্মে। সত্ত্বগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, রজোগুণাধিক্য যুক্ত অন্তঃকরণে রাজসী শ্রদ্ধা ও তমোগুণাধিক্য যুক্ত অন্তঃকরণে তামসী শ্রদ্ধার উদয় হয়। পুরুষে কোন না কোন রূপ শ্রদ্ধা থাকিবেই থাকিবে, এই জন্য পুরুষ শ্রদ্ধাময়। যে পুরুষে যে রূপ শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে, সত্ত্বাদি ভেদে সেই পুরুষ সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্রশ্চ কার্য্যেণ লিঙ্গেন দেবাদিপূজয়া সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঞ্চয়েত্যাহ যজন্তইতি। যজন্তে পূজয়ন্তি সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনিষ্ঠাদেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ সপ্তমাতৃকাদীংশ্চ অন্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি যজন্তইতি। সাত্ত্বিকাজনাঃ। সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি, রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে. এভেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসাজনাস্তামসানেব প্রেতান ভূতগণাংশ্চ যজন্তে. সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিত্বং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যাঁহারা দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক,

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসাজনাঃ ॥৪॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ।

যাঁহারা যক্ষ রক্ষের পূজা করেন তাঁহারা রাজস ও যাহারা ভূত প্রেতাদির পূজা করে, তাহাদিগকে তামস বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। শাস্ত্র জনিত বিবেক জ্ঞানাদিযুক্ত যে ব্যক্তিগণ নিজ ২ স্বভাব সত্ব শ্রদ্ধার দ্বারা বসু রুদ্রাদি দেবতাকে পূজা করেন তাঁহারা সাত্বিক. যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান বর্জ্জিত অথবা স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা রজোগুণ যুক্ত কুবেরাদি যক্ষকে ও নৈঋতাদি রাক্ষসকে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা রাজস এবং তমোগুণযুক্ত ভূতপ্রেতাদির পূজকগণ তামস বলিয়া কথিত হয়। স্বস্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর বায়ুময় দেহধারণ করিয়া উল্‌কামুখ কটপূতনাদি নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এবং কার্য্যতোনির্ণীতাঃ সত্বাদিনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রবিধ্যুৎসর্গে তত্র কশ্চিদেব সত্বশ্রেষু পূজাদিতৎপরঃ সত্বনিষ্ঠো ভবতি বাহুল্যেন তু রজোনিষ্ঠাঃ তমোনিষ্ঠাশ্চৈব প্রাণিনোভবন্তি. কথং অশাস্ত্রেতি। অশাস্ত্রবিহিতং ন শাস্ত্রবিহিতং অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং পীড়াকরং প্রাণিনামাত্মনশ্চ তপস্তপ্যন্তে নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি যে তপোজনাস্তে চ দম্ভাহংকারসংযুক্তাদম্ভশ্চাহঙ্কারশ্চ দম্ভাহঙ্কারৌ তাভ্যাং সংযুক্তাদম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ তৎকৃতং বলঙ্কামরাগবলন্তেনান্বিতাঃ কামরাগবলৈর্ব্বান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কর্ষয়ন্তইতি। কর্ষয়ন্তঃ কৃশীকুর্ব্বন্তঃ শরীরস্থংভূতগ্রামঙ্করণসমুদায়মচেতসোঽবিবেকিনোমাঞ্চৈব তৎকর্ম্মবুদ্ধিসাক্ষিভূতমন্তঃশরীরস্থং কর্ষয়ন্তঃ মদনুশাসনাকরণমেব মৎকর্ষণং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোনিশ্চয়োযেষাস্তে আসুরনিশ্চয়াস্তান্ পরিহরণার্থং বিদ্ধি ইত্যুপদেশঃ ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসতামসেষ্বপি পুনর্ব্বিশেষান্তরমাহ অশাস্ত্র-

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।

বিহিতমিতি দ্বাভ্যাং শাস্ত্রবিধিমজ্ঞানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি অধমাস্তু তামসা ভবন্তি যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভূতভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতবঃ. দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোঽভিলাষঃ রাগ আসক্তিঃ বলম্ আগ্রহঃ এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ, তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ং ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ কর্ষয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং আরম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্ষয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বন্তোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চান্তর্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্ষয়ন্তো যে তপশ্চরন্তি তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৬ ॥

যাহারা অশাস্ত্র বিহিত ঘোর তপস্যা করে, ও দম্ভ অহঙ্কার কাম রাগ ও বল যুক্ত, যাহারা শরীরস্থ ভূত সমূহকে কৃশ করিয়া আত্মা স্বরূপ আমাকেও কৃশ করে, এবং যাহারা বিবেক বর্জ্জিত, তাহাদিগকে আসুরনিশ্চয় বলিয়া জানিও ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

গীঃ সঃ। যে সকল কঠোর তপস্যার বিধি বেদ বা স্মৃতি আদিতে উল্লিখিত হয় নাই অর্থাৎ সনাতন শাস্ত্র বিরোধী মতের অনুমোদিত বা স্বকপোল কল্পিত ঘোর তপস্যা যাহারা আচরণ করে, ও অহম্মুখতাভিমান, কাম, রাগ বলাদিতে অভিভূত চিত্ত, যাহারা উপবাস বা অত্যল্প আহারাদি করিয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহকে কৃশ করে ও সাক্ষী ভোক্তারূপ ও বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ আমাকেও কৃশ করে অর্থাৎ আমার আজ্ঞাস্বরূপ বেদবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাকে তুচ্ছ বোধ করে, সেই বিবেক বিহীন ব্যক্তিগণ ইহ লোকে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত ও পরলোকে

মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সেই সর্ব্ব পুরুষার্থ ভ্রষ্ট ব্যক্তি গণ আসুর-নিশ্চয়। বেদের বিপরীতার্থ ভাবনাকারীগণই সেই " আসুর নিশ্চয় " শব্দে অভিহিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের মনোবৃত্তি আসুর ভাবাপন্ন ॥৫।৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। আহারাণাঞ্চ রসস্নিগ্ধাদিবর্গত্রয়রূপেণ ভিন্নানাং যথাক্রমং সাত্ত্বিকরাজসতামসপুরুষপ্রিয়ত্বদর্শনমিহ ক্রিয়তে যতোরস-স্নিগ্ধাদিষ্বাহারবিশেষেষ্বাত্মনঃ প্রীত্যতিরেকেণ লিঙ্গেন সাত্ত্বিকত্বং রাজসত্বতামসত্বঞ্চ বুদ্ধ্বা রজস্তমোলিঙ্গানামাহারাণাং পরিবর্জ্জনার্থং সত্ত্বলিঙ্গানাঞ্চোপাদানার্থং, তথা যজ্ঞাদীনামপি সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিবিধত্বপ্রতিপাদনমিহ রাজসতামসান্ বুদ্ধ্বা কথং নু নাম পরিত্যজেৎ সাত্ত্বিকানেবানুতিষ্ঠেদিত্যেবমর্থমাহ আহারস্ত্বিতি। আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ভোক্তুস্ত্রিবিধো ভবতি প্রিয় ইষ্টস্তথা যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষামাহারাদীনাং ভেদমিমং বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ আহারস্ত্বিত্যাদিত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য য আহারোহন্নাদিঃ স চ যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি. তথা যজ্ঞতপোদানানি ত্রিবিধানি ভবন্তি, তেষাং বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু, এতচ্চ রাজসতামসাহারযজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭ ॥

সমস্ত প্রাণীর আহার তিন প্রকার, এবং যজ্ঞ, তপ, দানও তিন তিন প্রকার। আহারাদির প্রকার ভেদ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

শ্রীঃ সঃ। চর্ব্ব্য. চূষ্য. লেহ্যাদি আহার, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপ, গোসুবর্ণাদি দান, এ সমস্তই সাত্ত্বিক. রাজস ও তামস ভেদে যে তিন তিন প্রকার, তাহাই ভগবান ব্যাখ্যা করিবেন ॥ ৭ ॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখ প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। আয়ুরিতি। আয়ুশ্চ সত্ত্বঞ্চ আরোগ্যঞ্চ সুখঞ্চ প্রীতিশ্চ তাসাং বিবর্দ্ধনাঃ আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখ প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ রস্যস্নিগ্ধাঃ তে চ রস্যা রসোপেতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ স্থিরাশ্চিরকালস্থায়িনোদেহে হৃদ্যা হৃদয়প্রিয়া আহারাঃ সাত্ত্বিকস্যেষ্টাঃ॥ ৮॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্রাহারস্ত্রৈবিধ্যমাহ আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুঃ জীবনং সত্ত্বমুৎসাহঃ বলং শক্তিঃ আরোগ্যং রোগরাহিত্যং সুখং চিত্তপ্রসাদঃ প্রীতিরভিরুচিঃ আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ তে চ রস্যা রসবন্তঃ স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ স্থিরাদেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ হৃদ্যাঃ দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ এবম্ভূতাআহারাভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮॥

আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী, এবং সরস, স্নিগ্ধ, স্থির ও হৃদ্য আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয়॥ ৮॥

গীঃ সঃ। যে আহার দ্বারা পরমায়ু দীর্ঘ হয়, যাহাতে শরীরের অবসাদ বিদূরিত হয়, যাহা দ্বারা দুর্ব্বল শরীরেও বল সঞ্চার হয়, যাহা সেবন করিলে শরীরের পীড়া না হয় ও পীড়া থাকিলে তাহা আরোগ্য হয়, যাহা ভোজনে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, যাহা ভোজন করিবার সময় রুচি অধিক হয়, যাহা স্বাদু, স্নিগ্ধ বা ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত, যাহার শক্তি শরীরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিতে থাকে, যে বস্তু দুর্গন্ধ অশুচিত্বাদি দোষ বিনির্মুক্ত হওয়ায় দর্শন মাত্রেই খাইতে ইচ্ছা হয় ও মন প্রফুল্ল হয়, সেই সকল আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তি গণের প্রিয় ও এতাবৎই সাত্ত্বিক গণের আহারীয়॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। কট্বিতি। কটুঅম্ললবণঅত্যুষ্ণঃ অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সর্ব্বত্র যোজ্যোঽতিকটুরতিতীক্ষ্ণ ইত্যেবং কট্বম্লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণ-

কট্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

রূক্ষবিদাহিনঃ এবম্বিধা আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ দুঃখশোকাময়প্রদা দুঃখঞ্চ শোকঞ্চ আময়ঞ্চ প্রযচ্ছন্তীতি দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তথা কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে, তেন অতিকটুনিম্বাদিঃ অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ অতিতীক্ষ্ণোমরিচাদিঃ অতিরূক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতিকট্বাদয়আহারারাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ, দুঃখং তাৎকালিকহৃদয়সন্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাদ্ভাবিদৌর্ম্মনস্যং, আময়োরোগঃ এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯ ॥

কটু, অম্ল, লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, উগ্র বা প্রদাহকারী এবং দুঃখ, শোক ও রোগ জনক আহার রাজস ব্যক্তি গণের প্রিয় ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। "অতি উষ্ণ" পদে যে "অতি" শব্দ রহিয়াছে উহাকে কটু আদি সপ্ত শব্দের সহিতই অন্বয় করিতে হইবে অর্থাৎ অতি কটু, অতি অম্ল ইত্যাদি। যাহা খাইবার সময় পীড়া বোধ হয়, যাহা খাইলে পরে মন অপ্রসন্ন হয়, এবং যে আহারে জরাদি পীড়া হয়, তাহাই দুঃখ-শোক রোগ জনক। এই রূপ আহারই রাজস। সাত্ত্বিক ব্যক্তি গণ রাজস আহার অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যাতযামমিতি। যাতযামং মন্দপক্বং নির্ব্বীর্য্যস্য গতরসেনোক্তত্বাৎ গতরসং রসবিযুক্তং পূতিদুর্গন্ধি পর্য্যুষিতঞ্চ পক্বং সৎ রাত্র্যন্তরিতঞ্চ যৎ উচ্ছিষ্টমপি চ ভুক্তশিষ্টমপ্যমেধ্যমযজ্ঞার্হম্ভোজনমীদৃশং তামসপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যাতযামমিতি। যাতোযামঃ প্রহরো যস্য পক্কৌদনাদেঃ তদ্‌যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ গতরসং নিষ্পীড়িতসারং, পূতি দুর্গন্ধং পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্বং উচ্ছিষ্টং অন্যভুক্তাবশিষ্টং

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥১০॥

অমেধ্যং অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্ত প্রিয়ং ॥ ১০ ॥

যে খাদ্য যাতযাম, যাহার রস শুকাইয়া গিয়াছে, যাহা দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, সে আহার তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥ ১০ ॥

গীঃ সঃ। যে আহার অর্দ্ধপক্ক, বা যাহা অতিপক্ক হইয়া বিরস হইয়াছে, অথবা অনেক ক্ষণ পাক হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছে, সেই আহার "যাতযাম"। যাহার সারাংশ নিষ্কাশিত হইয়াছে, (মথিত দুগ্ধাদি) যে আহারে দুর্গন্ধ জন্মিয়াছে, যাহা একরাত্রি পূর্ব্বে অগ্নিপক্ক হইয়াছে, যে আহার অন্যের ভুক্তাবশেষ এবং মৎস্য, মাংস, মদ্য, অণ্ড আদি অপবিত্র আহার তামস ব্যক্তি বর্গের প্রিয়। অর্থাৎ এতাদৃশ আহারে তমোগুণের বৃদ্ধি হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের পক্ষে তামস আহার নিতান্ত নিষিদ্ধ। রাজস ও তামস আহার সাত্ত্বিকাহারের বিরোধী। যথা—অতিকটু—সরসের বিরোধী. রুক্ষ—স্নিগ্ধের বিরোধী. অতিতীক্ষ্ণ, অতি উগ্র—ধাতুর পোষণ বা স্থিরতার বিরোধী, অতি উষ্ণ—হৃদ্যত্বের বিরোধী, আময়—আয়ু, সত্ত্ব ও বলের বিরোধী, দুঃখশোকপ্রদ—সুখ, প্রীতিকরের বিরোধী। রাজস আহারের ন্যায় তামস আহারও সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী। গতরস, যাতযাম, পর্য্যুষিত—সরস, স্নিগ্ধ ও স্থিরের বিরোধী, আবার দুর্গন্ধ, উচ্ছিষ্ট, ও অমেধ্য—হৃদ্যের বিরোধী। তামস আহার সাধারণতঃ আয়ু, সত্ত্বাদির বিরোধী ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং যজ্ঞস্ত্রিবিধ উচ্যতে অফলেতি অফলাকাঙ্ক্ষিভিরফলার্থিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টঃ শাস্ত্রচোদনাদৃষ্টো যো যজ্ঞ ইজ্যতে নির্ব্বর্ত্ত্যতে যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞস্বরূপনির্ব্বর্ত্তনমেব কার্য্যমিতি মনঃ সমাধায় নানেন পুরুষার্থো মম কর্ত্তব্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য স সাত্ত্বিকো যজ্ঞ উচ্যতে ॥ ১১ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় সসাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।

স্বামিকৃত টীকা। যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধানাদিষ্টআবশ্যকতয়া বিহিতোযোযজ্ঞইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে সসাত্ত্বিকোযজ্ঞঃ, কথমিজ্যতে, যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

গীঃ সঃ। এক্ষণে ত্রিবিধ যজ্ঞ কথিত হইতেছে। অগ্নিহোত্র, দর্শ-পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, জ্যোতিষ্টোম আদি যজ্ঞ কাম্য ও নিত্য ভেদে দ্বিবিধ। "দর্শ পূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বিধানে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য। "যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া যে এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা নিত্য। ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল চিত্ত শুদ্ধির জন্য অতি কর্ত্তব্যতা বোধে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই নিত্য যজ্ঞই সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অভিসন্ধায়েতি। অভিসন্ধায়োদ্দিশ্য ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসং যজ্ঞমাহ অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য যদিজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে দম্ভার্থঞ্চ স্বমহত্বখ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্বর্গাদি ফল কামনায় ও নিজমহত্ত্ব প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস ॥ ১২

গীঃ সঃ। দেহান্তে স্বর্গ পাইব ও ইহলোকে আমাকে সকলে ধর্ম্মাত্মা বলিবে, এই ভাবে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অথবা কেবল

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥১২॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

স্বর্গার্থে বা কেবল যশোলিপ্সায় যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস। সাত্ত্বিকগণ এরূপ যজ্ঞ করিবেন না ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং যথাচোদিতবিধিবিপরীতং, অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণেভ্যোন সৃষ্টমন্নং যস্মিন্ যজ্ঞে সোঽসৃষ্টান্নস্তমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনং মন্ত্রতঃ স্বরতোবর্ণতশ্চ বিযুক্তং মন্ত্রহীনং অদক্ষিণমুক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধারহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে তমোনির্ব্বৃত্তং কথয়ন্তি ॥ ১৩

স্বামিকৃত টীকা। তামসং যজ্ঞমাহ বিধীতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্যং অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যোঽসৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তং মন্ত্রৈর্হীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩ ॥

যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধি বর্জ্জিত, ও অন্ন দান বিহীন, যে যজ্ঞে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই, যথাবিহিত দক্ষিণা নাই, ও যাহা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা তামস যজ্ঞ ॥ ১৩ ॥

গীঃ সঃ। যে যজ্ঞ শাস্ত্র বিহিত ব্যবস্থানুসারে অনুষ্ঠিত না হয়, যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদিকে অন্ন দান করা না হয়, যে যজ্ঞে উদাত্তানুদাত্ত আদি স্বরে মন্ত্র উচ্চারিত না হয়, যে যজ্ঞে যথারীতি দক্ষিণা দেওয়া না হয়, যে যজ্ঞ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণাদির প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিতে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, বেদবেত্তা গণ তাহাকে তামস যজ্ঞ বলিয়াছেন। তামস যজ্ঞে ইহলোকে বা পরলোকে কোন শুভ ফলই লাভ হয় না ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং তপস্ত্রিবিধমুচ্যতে দেবেতি। দেবেতি। দেবাশ্চ দ্বিজাশ্চ গুরবশ্চ প্রাজ্ঞাশ্চ দেবদ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞাস্তেষাং পূজনং শৌচমার্জ্জবং

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং শরীরপ্রধানৈঃ সর্ব্বৈরেব কার্য্যকারণৈঃ কর্ত্রাদিভিঃ সাধ্যং শারীরন্তপউচ্যতে ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দেবেত্যাদিত্রিভিঃ। তত্র শারীরমাহ দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপউচ্যতে ॥ ১৪ ॥

দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ আদির পূজা, শৌচ, আর্জ্জব, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এই গুলি শারীর তপ॥১৪

গীঃ সঃ। ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ এক্ষণে শারীর, বাচিক ও মানস ভেদে ত্রিবিধ তপের বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণাদিকে প্রণামাদি, যথা শাস্ত্র পূজা, সদাচারযুক্ত উত্তম ব্রাহ্মণের সৎকার, পিতা, মাতা, আচার্য্য, বৃদ্ধাদি গুরুগণের পূজা, বেদার্থবেত্তা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে যথাবিধি সৎকারে অর্থাৎ অভিবাদন, শুশ্রূষা, প্রদক্ষিণা, অন্ন দান আদি দ্বারা পূজা, (দ্বিজ বলিলেই বেদজ্ঞ বুঝায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতিরিক্ত আর কাহাকেও বুঝায় না, এই জন্য (কোন ২ টীকাকারের মতে) ভগবান স্বতন্ত্র করিয়া "প্রাজ্ঞ" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্ বা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সুলভা সন্ন্যাসিনী, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ আদির ন্যায় স্ত্রী বা শূদ্র হইলেও, তাহার পূজা ও সৎকার করিতে হইবে) মৃজ্জলাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধি, আর্জ্জব অর্থাৎ শাস্ত্র সিদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্যোগ ও আয়োজন, শাস্ত্র নিষিদ্ধ মৈথুনাদি পরিত্যাগ, শাস্ত্র নিষিদ্ধ প্রাণী পীড়ন পরিত্যাগ, এবং ("অহিংসাচ" পদের চকার দ্বারা অস্তেয় ও অপরিগ্রহ উপলক্ষিত হইয়াছে) চৌর্য্য ও বিরোধ না করা শারীর তপ বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পঞ্চৈতে তত্র হেতবইতি হি বক্ষ্যতি অনুদ্বেগেতি।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অনুদ্বেগকরং প্রাণিনাং অদুঃখকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতঞ্চ যৎ প্রিয়-হিতে দৃষ্টাদৃষ্টার্থে অনুদ্বেগকরত্বাদিভির্ধর্ম্মৈর্বাক্যং বিশিষ্যতে বিশেষণ-ধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ পরপ্রীত্যায়নার্থং প্রযুক্তস্য বাক্যস্য সত্যপ্রিয়হিতানু-দ্বেগকরত্বাদীনামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা হীনতা স্যাৎ যদি ন তদ্বাঙ্-ময়ন্তপস্তথা সত্যবাক্যস্যেতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা হীনতায়াং ন বাঙ্ময়ং তপস্তং তথা প্রিয়বাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভি-র্হীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্তত্তথাহি ন বাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিযুক্তস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বং কিং পুনস্তত্তপোযৎ সত্যং বাক্যমনু-দ্বেগকরং প্রিয়ং হিতঞ্চ যৎ তৎ পরমতপোবাঙ্ময়ং যথা শান্তোভব বৎস স্বাধ্যায়ং যোগং বানুতিষ্ঠ তথা তে শ্রেয়োভবিষ্যতি স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব যথাবিধি বাঙ্ময়ং তপউচ্যতে ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বাচিকং তপআহ অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ পরি-ণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ ॥

কাহারও দুঃখদায়ক না হয় এরূপ সম্ভাষণ, সত্য, প্রিয় ও হিতবাক্য কথন এবং বেদাভ্যাস করা বাঙ্ময় তপস্যা। ১৫ ॥

গীঃ সঃ। যে বাক্য শুনিলে শ্রোতা মনোবেদনা না পায় এরূপ সদালাপ, সত্যকথন (যে বাক্য প্রমাণ মূলক ও কোন প্রমাণ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত না হয় এবং সত্যার্থের প্রতিপাদক), যে কথা শ্রোতার শ্রুতি ও বোধ সুখকর হয়, ও যাহা শুনিলে শ্রোতার কল্যাণ সাধিত হয়, এরূপ বাক্য কথন, এবং শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদাধ্যয়ন, এই গুলি বাঙ্ময় তপস্যা ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। মনইতি। মনঃপ্রসাদো মনসঃ প্রশান্তিঃ স্বচ্ছতাপাদনং মনসঃ প্রসাদসৌম্যত্বং যৎ সৌমনস্যমাস্যাদিপ্রসাদকার্য্যান্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ মৌনং বাক্‌সংযমোপি মনঃসংযমপূর্ব্বকো ভবতি ইতি কার্য্যেণ কারণমুচ্যতে মনঃসংযমোমৌনমিতি আত্মবিনিগ্রহোমনোনিরোধঃ সর্ব্বতঃ সামান্যরূপআত্মবিনিগ্রহোবাগ্বিষয়স্যৈব মনসঃ সংযমোমৌনমিতি বিশেষঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ পরৈর্ব্যবহারকালেঽমায়াবিত্বং ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপোমানসমুচ্যতে॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা। মানসং তপ আহ মনইতি। মনঃপ্রসাদঃ স্বচ্ছতা, সৌম্যত্বমক্রূরতা, মৌনং মুনের্ভাবোমননমিত্যর্থঃ, আত্মনোমনসোবিনিগ্রহোবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ ভাবসংশুদ্ধির্ব্যবহারে মায়ারাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ॥ ১৬॥

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌনভাব, মনোনিগ্রহ, অন্তঃকরণ শুদ্ধি; এই গুলি মানস তপ। ১৬॥

গীঃ সঃ। চিত্তে বিষয় চিন্তা জনিত ব্যাকুলতা না থাকা, সৌম্য ভাব (সর্ব্বলোকহিতৈষণা, ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ বিষয়ের চিন্তা না করা), মৌন ভাব (একাগ্রতা পূর্ব্বক আত্মচিন্তন), কামক্রোধাদির নিবৃত্তি পূর্ব্বক হৃদয় শুদ্ধি, ও ছল কাপট্যাদির পরিহার আদি মানস তপ বলিয়া উক্ত হইল॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। যথোক্তং কায়িকং বাচিকং মানসঞ্চ তপস্তপ্তং নরৈঃ সত্ত্বাদিভেদেন কথং ত্রিবিধম্ভবতীত্যুচ্যতে শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া প্রকৃষ্টয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং তপস্তৎ প্রকৃতং ত্রিবিধং ত্রিঃপ্রকারং অধিষ্ঠানাৎ নরৈরনুষ্ঠাতৃভিরফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈর্যুক্তৈঃ সমাহিতৈর্যদীদৃশন্তপস্তৎ সাত্ত্বিকং সত্ত্বনির্ব্বৃত্তং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ॥ ১৭॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং শরীরবাঙ্‌মনোভির্নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপোদর্শিতং তচ্চ ত্রিবিধমপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥

শ্রদ্ধয়েত্যাদিত্রিভিঃ। তৎত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

ফলাভিসন্ধি শূন্য একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহ যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১৭ ॥

গীঃ সঃ। কায়িক বাচিকাদি ত্রিবিধ তপের বিবরণ বলিয়া এক্ষণে ভগবান সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার তপস্যার ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিজ সুখ লাভ বা দুঃখনাশের কোন প্রকার কামনা না করিয়া কেবল অতি-কর্ত্তব্যতা বোধে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে কায়িক, বাচিক ও মানস তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণঃ ইত্যেবমর্থং মানো মাননং প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিস্তদর্থং পূজা পাদপ্রক্ষালনার্চনাশয়িতৃত্বাদি তদর্থঞ্চ তপঃ সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেন চৈব চ ক্রিয়তে তপস্তদিহ প্রোক্তং কথিতং রাজসঞ্চলক্ষাদাচিৎকফলত্বেনাধ্রুবং ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসমাহ সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়মিতি তাপসোহয়মিত্যাদিবাক্পূজা মানঃ অভ্যুত্থানাভিবাদনাদি-দৈহিকী পূজা পূজা অর্থলাভাদিঃ এতদর্থং দম্ভেন চ তপঃ ক্রিয়তে অতএব চলমনিয়তং অধ্রুবঞ্চ ক্ষণিকং যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তং ॥ ১৮ ॥

যে তপস্যা সৎকার—মান—পূজার জন্য দম্ভ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস। রাজস তপস্যা ইহলোকেই ফল দান করে; ইহা চঞ্চল ও অধ্রুব ॥ ১৮ ॥

সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবং ॥ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনোযৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। লোকে আমাকে বলিবে "ইনি বড় কঠোর ব্রত করেন, ইনি অন্নত্যাগ করিয়া কেবল ফল মূলাহার করেন, ইনি শ্রেষ্ঠ সাধক", "আমি কোথাও যাইবা মাত্র লোকে আমাকে তপস্বী জানিয়া অভ্যর্থনাদি করিবে, লোকে আমার পাদ প্রক্ষালন ও অর্চ্চনা করিবে ও অর্ঘাদি দান করিবে," ইত্যাদি মনে ভাবিয়া দম্ভ পূর্ব্বক যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস। এ তপস্যায় পারলৌকিক ফল হয় না, কেবল ইহলোকে অল্পকাল স্থায়ী কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় মাত্র, আবার সর্ব্বত্রই যে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই, এজন্য ইহা চঞ্চল ও অধ্রুব ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণ বিবেকনিশ্চয়েনাত্মনঃ পীড়য়া ক্রিয়তে তত্তপঃ পরস্য উৎসাদনার্থং বিনাশার্থং বা তত্তামসন্তপউদাহৃতং ॥২

স্বামিকৃত টীকা। তামসং তপ আহ মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতং ॥ ১৯ ॥

দুরাগ্রহ পূর্ব্বক শরীরাদিকে পীড়া দিয়া যে অন্য প্রাণীর বিনাশার্থ যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা তামস ॥ ১৯ ॥

গীঃ সঃ। রাজা হইবার জন্য পঞ্চতপাদি, লোককে জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দিবার জন্য লিঙ্গন্যাস ছেদন, ইত্যাদি কৃচ্ছ্র সাধন অথবা অন্য ব্যক্তির বিনাশার্থ মন্ত্র জপ বা সাধনাদি করা হয়, তাহা তামস তপ। বিবেকীগণ রাজস বা তামস তপের অনুষ্ঠান করিবেন না ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।

শাঙ্করভাষ্যং। ইদানীং দানভেদ উচ্যতে দাতব্যমিতি। দাতব্যমিতি এবং মনঃ কৃত্বা যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় সমর্থায়াপি নিরপেক্ষং দীয়তে দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে সংক্রান্ত্যাদৌ পাত্রে চ ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায় ইত্যর্থঃ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে গ্রহণাদৌ পাত্রে চেতি দেশকালসাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ, যদ্বা, চতুর্থ্যৈবৈষা পাত্রে ইতি রক্ষকং রক্ষকায় ইত্যর্থঃ। সহি সর্ব্বস্মাদাপদ্গণাদ্দাতারং পাতীতি পাতা তস্মৈ যদেবংভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকং ॥ ২০ ॥

যে দান কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে, দেশ কাল পাত্রের উত্তমতা বিচার পূর্ব্বক প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। এক্ষণে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ দানের বিবরণ ব্যাখ্যাত হইতেছে। যে সময়ে যেরূপ ব্যক্তিকে যে পদার্থ দান করিবার জন্য শ্রুতি স্মৃতি আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রাজ্ঞা বশম্বদ ও ফলকামনা বর্জ্জিত হইয়া যে অন্ন, সুবর্ণাদি দান করা যায় ও প্রতিগ্রহীতার নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশ না করিয়া যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক। সাধু, সন্ন্যাসী, আদি যাঁহারা কেবল ভগবানের আরাধনা করেন, যাঁহারা দেশহিত-সাধননিরত, যাহারা অকর্ম্মণ্য, ও নিতান্ত দুঃখী, তাহারাই দানের যোগ্য পাত্র। অশিক্ষিত অসাধু ব্যক্তিকে কিছু মাত্র দান করিতে নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"অব্রতাশ্চানধীয়ানা যেষু রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে।
তদ্দেশং দণ্ডয়েৎ রাজা চৌরভুক্তং প্রদাপয়েৎ।"

যাহারা ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যা শিক্ষা না করে, তাহাদিগকে যে দেশের

ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

রাজসতামস প্রায়মেবেতি ব্যর্থোযজ্ঞাদি প্রয়াসইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ ওমিতি। ওঁতৎসদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনোনির্দ্দেশোনাম্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ, তত্র ওঁমিতি ত্রিবৃদ্ধ্যেক্ষত্যাদিশ্রুতি প্রসিদ্ধেরোমিতি ব্রহ্মণোনাম, জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ বিতত্বাৎ অপরোক্ষত্ব চতচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণোনাম, পরমার্থসত্ত্বসাধুত্ব প্রশস্তত্বাদিভিঃ সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণোনাম। সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশোবিগুণমপি সগুণং কর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েনস্তৌতি তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতাবিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ সগুণীকৃতাইতি বা, যদ্বা, যস্মায়ং ত্রিবিধোনির্দ্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ তস্মাত্তস্যায়ং নির্দ্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

"ওঁ তৎসৎ" ব্রহ্মের এই অবয়বত্রয় যুক্ত নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদি কালে প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তা, করণ রূপ বেদ ও কর্ম্ম রূপ যজ্ঞ উৎপাদন করিয়াছেন॥ ২৩॥

গীঃ সঃ। আহার, যজ্ঞ, তপ, দানাদি বিশুদ্ধ ভাবে সম্পাদন করিতে যত্ন করিলেও অনুষ্ঠাতার প্রমাদাদি দোষে কোন না কোন ত্রুটী থাকিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। এই জন্য ভগবান্ কার্য্য শুদ্ধির নিমিত্ত তৎপ্রায়শ্চিত্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন। ওঁকার রূপ পরব্রহ্মের নাম যেমন অ+উ+ম এই ত্রিবর্ণাত্মক, সেই রূপ প্রাচীন মহর্ষিগণ পরব্রহ্মকে ওঁ+তৎ+সৎ এই অবয়বত্রয় যুক্ত নাম সকল কার্য্যের আদিতে স্মরণ করিতেন, কার্য্যের বৈগুণ্য দোষ বিনাশার্থ পরব্রহ্মের এই বেদোক্ত নাম অবশ্যই উচ্চারণ করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রও বলিয়াছেন—

"প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥

যজ্ঞাদি কার্য্য কালে যদি মন্ত্রোচ্চারণাদির প্রমাদ বশতঃ যজ্ঞের

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং ॥২৪॥

কোন অঙ্গ ভঙ্গ হয়, তবে ভগবানের নাম স্মরণ করিলে তদ্দোষ খণ্ডিত হইবে। "ব্রাহ্মণাস্তেন" পদের ব্রাহ্মণ শব্দদ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজাতি মাত্রই উপলক্ষিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ যজ্ঞারম্ভ কালে কার্য্যের বৈগুণ্যদোষ পরিহারার্থ "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্র অবশ্যই উচ্চারণ করিবেন। এই নামের প্রভাবেই ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃজন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবানের নামে সমস্ত বিঘ্ন বৈগুণ্য কাটিয়া যায় ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। নির্দ্দেশস্তু ত্যর্থমুচ্যতে তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্যোচ্চার্য্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ যজ্ঞাদিস্বরূপাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ শাস্ত্রচোদিতাঃ সততং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনাং ব্রহ্মবদনশীলানাং ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িতুমোংকারস্য তদেবাহ তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণোনির্দ্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য তদুচ্চার্য্য কৃত্বা বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

এই জন্য ওঁকার উচ্চারণ করিয়া বেদবেত্তা গণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ দান তপ আদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে হয় ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। ওঁ শব্দটি ভগবানের একটি বিশেষ নাম, এই জন্য বেদবেত্তাগণ যখন যে কোন শাস্ত্রোক্ত কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউন না কেন, ওঁ এই নাম উচ্চারণ করিয়া তবে কার্য্যারম্ভ করেন, কেননা ভগবানের নামের গুণে সমস্ত বৈগুণ্য বিদূরিত হয়। ওঁ এই এক শব্দেরই যখন এত প্রভাব, তখন "ওঁ + তৎ সৎ" নামের যে আরও অধিক প্রভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ২৪ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। তদিতি। তদিত্যনভিসন্ধায় তদিতি ব্রহ্মাভিধান-মুচ্চার্য্য অনভিসন্ধায় চ কর্ম্মণঃ ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ যজ্ঞক্রিয়াস্তপঃক্রিয়াশ্চ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্ষেত্রহিরণ্যপ্রদানাদিলক্ষণাঃ ক্রিয়ন্তে নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি তদিতি। উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে অতশ্চিত্তশোধনদ্বারা ফল সঙ্কল্পত্যাজনেন মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্তইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তি গণ "তৎ" শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত চিত্তে নানাবিধ যজ্ঞ, তপ দানাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

গীঃ সঃ। তত্ত্বমসি মহাবাক্যান্তর্গত "তৎ" শব্দ উচ্চারিত হইলে চিত্তের অশান্তি নিবারিত হয়, ফলাভিসন্ধান বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং যজ্ঞ দানাদি কার্য্য ভগবানের এই আশ্চর্য্য নামের গুণে নির্ব্বিঘ্ন সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অনুষ্ঠাতা গণ কেবল নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্যই যজ্ঞা-দির অনুষ্ঠান করিবেন। "তৎ" শব্দ পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ওঁতচ্ছব্দয়োর্ব্বিনিয়োগউক্তোঽথেদানীং সচ্ছব্দস্য বিনিয়োগঃ কথ্যতে সদ্ভাবইতি। সতঃ সদ্ভাবে যথা অবিদ্যমানস্য পুত্রস্য জন্মনি তথা সাধুভাবে অসদ্বৃত্তস্য সাধোঃ সদ্বৃত্ততা সাধুভাবস্তস্মিন্ সাধুভাবে চ সদিত্যেতদভিধানং ব্রহ্মণঃ প্রযুজ্যতে তথোচ্যতেঽভিধীয়তে প্রশস্তে কর্ম্মণি বিবাহাদৌ চ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে প্রযুজ্যতইত্যে-তৎ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ সদ্ভাবইতি দ্বাভ্যাং। সদ্ভাবে অস্তিত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেব-

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

যত্তু পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদিকর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে প্রযুজ্যতে সচ্ছব্দ ইতি বা ॥ ২৬ ॥

হে পার্থ! সদ্ভাব, সাধু ভাব ও মঙ্গল কার্য্য কালে শিষ্টগণ "সৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন॥২৬

গীঃ সঃ। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিতে "সৎ" শব্দটি ব্রহ্মের নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সদ্ভাব (অস্তিত্ব) অর্থাৎ অমুক বস্তু আছে কি নাই, এরূপ আশঙ্কা স্থলে, ও সাধু ভাব [সাধুত্ব] অর্থাৎ অমুক বস্তু পবিত্র বা অশুদ্ধ, ভাল কি মন্দ, এই রূপ সংশয় স্থলে মহাত্মাগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া এতাবদ্বৈগুণ্য দোষ নিবারণ করেন এবং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে শিষ্ট গণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সমস্ত প্রতিবন্ধকতার শান্তি করেন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যজ্ঞে যজ্ঞকর্ম্মণি যা স্থিতিস্তপসি চ যা স্থিতিঃ দানে চ যা স্থিতিঃ সা চ সদিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ কর্ম্ম চ এবং তদর্থীয়ং যজ্ঞদানতপোর্থীয়মথবা যস্যাভিধানত্রয়ং প্রকৃতং তদর্থীয়মীশ্বরার্থীয়মিত্যেতৎ সদিত্যেবাভিধীয়তে তদেতৎ যজ্ঞদানতপআদিকর্ম্ম অসাত্ত্বিকং বিগুণমপি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মণোঽভিধানত্রয়প্রয়োগেন সগুণং সাত্ত্বিকং সম্পাদিতং ভবতি ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু যা স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তদর্থং কর্ম্ম পূজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপনরঙ্গমাঙ্গলিকাদিক্রিয়া তৎসিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে উদ্যানশালিক্ষেত্রধনার্জ্জনাদিবিষয়ং তৎকর্ম্ম তদর্থীয়ং তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধী-

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

যতে। যস্মাদেবমতি প্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং তস্মাদেতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদ্গুণ্যার্থং সংকীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে বিধেয়ং স্তূয়তে বস্থিতিন্যায়াৎ। অপরে তু প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিরিত্যাদি বর্ত্তমানোপদেশঃ সমিধোযজতীত্যাদি-বদ্বিধিত্বয়া পরিণমনীয়ইত্যাহুস্তত্তু সদ্ভাবে সাধুভাবে চেত্যাদিষু প্রাপ্তা-র্থত্বায় সমঞ্জসইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৭ ॥

মহাত্মাগণ যজ্ঞ, তপ ও দান রূপ কার্য্যকালে ও ভগবৎ প্রীত্যর্থ কোন অনুষ্ঠান করিবার সময় "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। যজ্ঞ তপ, দানাদির ক্রিয়াপরায়ণতায় স্থিতি রূপ নিষ্ঠা কালে, এবং তদর্থীয় কর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদি সম্পাদনের অনুকূল কর্ম্ম বিশেষ, বা ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল কর্ম্ম বিশেষে, অথবা ভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কালে মহাত্মাগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া সর্ব্ব প্রকার বৈগুণ্য নিবারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র চ সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাপ্রধানতয়া সর্ব্বং সম্পাদ্যতে যস্মাৎ অশ্রদ্ধয়েতি। তস্মাৎ অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং কৃতং দত্তং ব্রাহ্মণে-ভ্যোঽশ্রদ্ধয়া তপস্তপ্তমনুষ্ঠিতমশ্রদ্ধয়া তথা অশ্রদ্ধয়ৈব কৃতং যৎ স্তুতিনম-স্কারাদি তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে মৎপ্রাপ্তিসাধনমার্গবাহ্যত্বাৎ পার্থ ন চ তদ্বহ্বায়াসমপি প্রেত্য ফলায় নাপীহার্থং সাধুভির্নিন্দিতত্বাদিতি ॥ ২৮ ॥

ইতি সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং দত্তং দানং তপস্তপ্তং নির্ব্বর্ত্তিতং যচ্চান্যদপি কৃতং তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে, যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অযশস্করত্বাৎ। রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতং॥ ২৮॥

ইতি সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে যজ্ঞ, দান ও তপ বা অন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎ সমস্ত অসৎ বলিয়া কথিত হয়। শ্রদ্ধা বিহীন কার্য্য ইহলোকে বা পরলোকে কোন ফলই দান করিতে পারে না॥ ২৮॥

গীঃ সঃ। যদি আলস্যাদি প্রমাদ যুক্ত ব্যক্তি "ওঁ তৎসৎ" উচ্চারণ করিলে তাহার কার্য্য বৈগুণ্য সমস্তই কাটিয়া যায়, তবে আসুর ব্যক্তি গণ (সত্ত্বগুণাবলম্বী ও শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলেও) "ওঁ তৎসৎ" বলিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে হয় তো সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে, অর্জ্জুনের এই প্রকার আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন. হে অর্জ্জুন! অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দান, বা ব্রাহ্মণাদিকে গো স্বুবর্ণাদি দান, কিম্বা কায়িক বাচিকাদি তপস্যা, অথবা যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক সাধিত হয়. তৎ সমস্তই অসাধু। পাষাণ শিলাদিতে, যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ এই অশ্রদ্ধার কার্য্যে "ওঁ তৎসৎ" শুদ্ধি সাধক হয়েন না। শ্রদ্ধা ব্যতীত ধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব বা সংস্কার সঞ্চারিত হয় না, ও শিষ্ট গণ শ্রদ্ধাবিহীন কার্য্যের প্রশংসা করেন না, সুতরাং অশ্রদ্ধা পূর্ণ কার্য্য পরলোকে স্বর্গাদি ও ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদি রূপ ফল দান করিতে পারেনা। এই জন্য শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সাত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাই প্রশস্ত। এই সাত্বিক অনুষ্ঠান কালে যে কিছু বৈগুণ্যের আশঙ্কা থাকে, তাহা "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রেই বিদূরিত হইয়া যায়।

শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগী অসুর ব্যক্তির ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির দেব ধর্ম্ম এতদুভয়ধর্ম্ম যুক্ত ব্যক্তি অসুর কি দেবতা, অর্জ্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, রাজস তামস শ্রদ্ধাসহ যাহারা রাজস

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়
বিভাগযোগোনাম
সপ্তদশোধ্যায়ঃ।

তামস যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা অসুর, ; ইহারা শাস্ত্রবিহিত জ্ঞান সাধনের অনধিকারী। আর যাঁহারা সাত্বিক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সাত্বিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেব, তাঁহারা শাস্ত্র প্রতিপাদিত জ্ঞানের সম্যগধিকারী। সাত্বিক, রাজস ও তামস, শ্রদ্ধা, ও আহারাদির প্রতিপাদন পূর্ব্বক ভগবান এই অধ্যায়ে এতাবৎ নিরূপণ করিয়া অর্জ্জুনের মনোমালিন্য দূর করিলেন ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য কুমার-পরিব্রাজক
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষ্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
সপ্তদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুং।

শাঙ্করভাষ্যং। সর্ব্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে উপসংহৃত্য সর্ব্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমর্থোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে সর্ব্বেষু হ্যতীতেষ্বধ্যায়েষু উক্তোঽর্থোঽস্মিন্নধ্যায়েঽবগম্যতেঽর্জ্জুনস্তু সন্ন্যাসত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ সন্ন্যাসস্যেতি। সন্ন্যাসস্য সন্ন্যাসশব্দার্থস্য ইত্যেতদ্ধে মহাবাহো তত্ত্বং তস্য ভাবস্তত্ত্বং যাথাত্ম্যমিত্যেতৎ ইচ্ছামি বেদিতুং জ্ঞাতুং ত্যাগস্য চ ত্যাগশব্দার্থস্যেত্যেতৎ হৃষীকেশ পৃথক্ ইতরেতরবিভাগং কেশিনিসূদন কেশিনামা কশ্চিৎ অসুরস্তন্নিসূদিতবান্ ভগবান্ বাসুদেবস্তেন তন্নাম্না সম্বোধ্যতেঽর্জ্জুনেন ॥ ১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহং। স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে। অত্র চ, সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মেত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাসউপদিষ্টস্তথা ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবানিত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টং, নচ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ অতঃ কর্ম্মসংন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জ্জুনউবাচ সংন্যাসস্যেতি। হে হৃষীকেশ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক হে কেশিনিসূদন কেশিনাম্নো মহতো হয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তমুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহুনা কর্কটিকা ফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান্, অতএব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনং, সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১ ॥

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া ব্যাখ্যা কর ॥ ১ ॥

গীঃ সঃ। ১৭শ অধ্যায়ে সাত্ত্বিকাদিভেদে আহার, যজ্ঞাদি বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে সন্ন্যাসের সাত্ত্বিকাদি ভেদ কথিত হইবে। শাস্ত্রে যাহা বিদ্বৎসন্ন্যাস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহা গীতার ১৪শ অধ্যায়ে "গুণাতীত" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—সুতরাং তাহাতে সাত্ত্বিকাদি গুণ ভেদ থাকিতে পারে না; আর আত্মসাক্ষাৎকারার্থ মুমুক্ষুগণ যে "বিবিদিষা সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন, তাহাও (ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!) নির্গুণাত্মক—সুতরাং তাহাতেও গুণ ভেদ দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ এতদ্দ্বিবিধ সন্ন্যাস গুণাতীত। কিন্তু যাহার আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষেচ্ছা কিছুই হয় নাই, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞও নহে ও যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুও নহে, তাহার "কর্ম্মসন্ন্যাস" সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ যুক্ত। এই প্রকার সন্ন্যাসের বিশেষ বিবরণ শুনিবার জন্য অর্জ্জুন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি যে কর্ম্মের আংশিক অনুষ্ঠান ও আংশিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসের গৌণ বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহার প্রকার ভেদ কিরূপ? "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগ" এ দুইটি ঘট ও পটের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয়, অথবা ঘট ও কলসের ন্যায় একই পদার্থের বিভিন্ন নাম মাত্র? অর্জ্জুনের ইহাই জিজ্ঞাসা। অর্জ্জুন এই শ্লোকে ভগবানকে "মহাবাহো" ও "কেশিনিসূদন" শব্দে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বাহ্য বিঘ্ন বিপত্তি বিনাশের সামর্থ্য ও "হৃষীকেশ" শব্দে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার ইন্দ্রিয় গ্রাম শাসনের যে সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে, তাহারই সূচনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্র তত্র নির্দ্দিষ্টৌ সন্ন্যাসত্যাগশব্দৌ ন নির্লুঠিতার্থৌ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষ্বতোঽর্জ্জুনায় পৃচ্ছতে তন্নির্ণয়ায় ভগবানুবাচ কাম্যেতি।

শ্রীভগবানুবাচ। কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ

কাম্যানাং অশ্বমেধাদীনাং কর্ম্মণাং ন্যাসম্পরিত্যাগং সন্ন্যাসং সন্ন্যাসশব্দার্থমনুষ্ঠেয়ত্বেন প্রাপ্তস্যানুষ্ঠানং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ কেচিদ্বিদুর্বিজানন্তি নিত্যনৈমিত্তিকানামনুষ্ঠীয়মানানাং সর্ব্বকর্ম্মণামাত্মসম্বন্ধিতয়া প্রাপ্তস্য ফলস্য ত্যাগঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগঃ তমাহুঃ কথয়ন্তি ত্যাগং ত্যাগশব্দার্থং বিচক্ষণাঃ পণ্ডিতাঃ ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ কাম্যানামিতি। কাম্যানাং পুত্রকামোযজেত স্বর্গকামোযজেতেত্যাদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়োবিদুঃ সম্যক্কালেঃ সহ কর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতাজানন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণানিপুণাঃ নতু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগং। নহু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সংভবতি, উচ্যতে, যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকামইত্যাদিবৎ অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিষু ফলবিশেষোন শ্রূয়তে তথাপ্যপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন, বিধির্বিশ্বজিতা যজেতেত্যাদিষ্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। নচাতীবশুদ্ধশ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনং মন্তব্যাং পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরপরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদাবপি ফলং সর্ব্বএতে পুণ্যলোকাভবন্তীতি, কর্ম্মণা পিতৃলোকইতি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতীত্যাদিষু। তস্মাদ্যুক্তমুক্তং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাইতি। নহু ফলত্যাগে পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ, তন্ন, সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ। তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনেতি। ততশ্চ প্রতিপদোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানং ঘটতএব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা তাবৎপর্য্যন্তঞ্চ সত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম্ম কুর্ব্বতস্তৎফলত্যাগএব কর্ম্মত্যাগোনাম ন স্বরূপেণ তথা চ শ্রুতিঃ। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাইতি। ততঃ পরন্তু সর্ব্ব কর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বতএব ভবতি। তদুক্তং নৈষ্কর্ম্ম্য-

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

সিদ্ধৌ, প্রত্যকপ্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মণুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থাস্তস্মায়াস্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনাইব। উক্তঞ্চ ভগবতা যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদি বশিষ্ঠেন চোক্তং, ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসাবিতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমাত্রং ত্যাজ্যত্বে তদুক্তং শ্রীভাগবতে, তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে। জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরইত্যাদি। অলমতি প্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ, অনিত্যুবঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থোন কর্ম্মত্যাগইতি ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, কাম্যকর্ম্মত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শীগণ "সন্ন্যাস" ও সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগকেই বিচক্ষণগণ "ত্যাগ" কহিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

গীঃ সঃ। "স্বর্গকামো যজেত," "পুত্রকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিবিধিবাক্যানুসারে যে কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে জীব বন্ধনমুক্ত হইতে পারে না। কাম্যকর্ম্ম মাত্রেই মুক্তির প্রতিবন্ধক। কাম্যকর্ম্মে ফলকামনা পরিত্যাগ ও তৎসহ কাম্যকর্ম্মেরও পরিবর্জ্জন করার নাম সন্ন্যাস। এবং অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম সমূহের ও কাম্যকর্ম্ম সমূহের ফল কামনা মাত্র বর্জ্জনের নাম "ত্যাগ" ইহাই বিচারবান্ সূক্ষ্ম দর্শীদিগের মত। সন্ন্যাসী কাম্যকর্ম্মের ফলাশা ও তত্তাবতের আদৌ অনুষ্ঠানই করিবেন না। ত্যাগী চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু কোনরূপ ফল কামনা করিবেন না। সন্ন্যাস ও ত্যাগ ঘট পটের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ নহে, কিন্তু অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য স্বরূপতঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও ফলেচ্ছা পরিত্যাগ রূপ একই অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদি কাম্যকর্ম্মপরিত্যাগঃ ফলপরিত্যাগোবার্থোবক্তব্যঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগমাত্রং সন্ন্যাসত্যাগশব্দয়োরেকোঽর্থঃ স্যাৎ ঘটপটশব্দাবিব জাত্যন্তরভূতার্থৌ। ননুনিত্যনৈমিত্তিকানাং কর্ম্মণাং ফল-

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ।

মেব নাস্তীত্যাহুঃ কথমুচ্যতে তেষাং ফলত্যাগঃ যথা বন্ধ্যায়াঃ পুত্র-ত্যাগো নৈষ দোষঃ নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ভগবতা ফলবত্বস্তুইত্বাৎ বক্ষ্যতি ভগবান অভিষ্টমিতি নতু সন্ন্যাসিনামেব হি কেবলং কর্ম্মফলা-সম্বন্ধং দর্শয়ন্নসন্ন্যাসিনাং নিত্যকর্ম্মফলপ্রাপ্তির্ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্যেতি দর্শয়তি ত্যাজ্যং দোষবদিতি । কাজ্ঞান্তাক্তনাং দোষবৎ দোষোহস্তীতি দোষবৎ কিং তৎ কর্ম্ম বন্ধহেতুত্বাৎ সর্ব্বমেব অথবা দোষোযথারাগাদি-স্ত্যজ্যতে তথা ত্যাজ্যমিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ পণ্ডিতাঃ সাঙ্খ্যাদি-দৃষ্টিমাশ্রিতা অধিকৃতানাস্ত কর্ম্মণামপীতি, তত্রৈব যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে কর্ম্মিণ এবাধিকৃতাস্তানপেক্ষ্যৈতে বিকল্পাঃ নতু জ্ঞান-নিষ্ঠান্ বুত্থায়িনঃ সন্ন্যাসিনোহপেক্ষ্য জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা ইতি কর্ম্মাধিকারাদপাবৃত্তাযে ন তান্ প্রতি বিহিতা চিন্তা, ননু কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি অধিকৃতাঃ পূর্ব্বং বিভক্তনিষ্ঠা অপি সর্ব্বশাস্ত্রোপসংহার প্রকরণে যথা বিচার্য্যন্তে তথা সাঙ্খ্যা অপি জ্ঞাননিষ্ঠা বিচার্য্যন্তামিতি ন তেষাং মোহক্লেশদুঃখনিমিত্তত্যাগানুপপত্তের্ন কায়ক্লে-শনিমিত্তানি দুঃখানি সাঙ্খ্যা আত্মনি পশ্যন্তি ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বেনৈব দর্শিতত্বাৎ অতস্তে ন কায়ক্লেশদুঃখভয়াৎ কর্ম্ম পরিত্যজন্তি নাপি তে কর্ম্মাণ্যাত্মনি পশ্যন্তি যেন নিয়তং কর্ম্ম মোহাৎ পরিত্যজেয়ুর্গুণানাং কর্ম্মনৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি হি তে সন্ন্যস্যন্তি সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যে-ত্যাদিভিহি তত্ত্ববিদঃ সন্ন্যাস প্রকারউক্তস্তস্মাদোনোধিকৃতাঃ কর্ম্মণ্যনা-

ত্মবিদোযেষাঞ্চ মোহাৎ ত্যাগঃ সম্ভবতি কায়ক্লেশভয়াচ্চ তএব তামসা-স্ত্যাগিনোরাজসাশ্চেতি নিন্দ্যন্তে কর্ম্মিণামনাত্মজ্ঞানাং কর্ম্মফলত্যাগস্তু-ত্যর্থং সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিদনিকেতঃ স্থিরমতি-রিতি গুণাতীতলক্ষণে চ পরমার্থসন্ন্যাসিনোবিশেষিতত্বাৎ, বক্ষ্যতি চ জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠেতি তস্মাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনোনেহ বিবক্ষিতাঃ কর্ম্মফলত্যাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসত্বাদ্যপেক্ষয়া সন্ন্যাসউচ্যতে ন মুখ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাসম্ভবে চ ন হি দেহভূতেতি হেতুবচনাম্মুখ্য এবেতি চেন্ন হেতুবচনস্য স্তুত্যর্থত্বাৎ যথা ত্যাগাচ্ছান্তি-রনন্তরমিতি কর্ম্মফলত্যাগস্তুতিরেব যথোক্তানেকপক্ষানুষ্ঠানাশক্তিমন্তং অর্জ্জুনং প্রতি বিধানাৎ তথেদমপি নহি দেহভৃতা শক্যমিতি কর্ম্মফল-

যজ্ঞদানতপঃকর্ম—

ত্যাগস্ত্বর্থং ন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্নাস্তে ইত্যাদ্যপকৃতাপবাদঃ কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যস্তস্মাৎ কর্ম্মণ্যধিকৃতান্ প্রত্যেবৈব সন্ন্যাসত্যাগবিকল্পঃ যে তু পরমার্থদর্শিনঃ সাঙ্খ্যাস্তেষাং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসলক্ষণায়ামধিকারো নান্যত্রেতি ন তে বিকল্পার্হাস্তথোপপাদিতমস্মাভির্বেদাবিনাশিনমিত্যস্মিন্ প্রদেশে তৃতীয়াদৌ চ ॥ ২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এতদেব মতান্তরনিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষবত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্মনীষিণ ইতি। অয়মর্থঃ মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতুর্হিংসেত্যাহ অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যাদি প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমাহ অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়গোচরত্বাৎ দ্রব্যসাধ্যেষু সার্ব্বমপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং, দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তইতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ, ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণ কর্ত্তব্যা সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব তথাহি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিষত্তে তাদর্থ্যলক্ষণত্বাত্তচ্ছেষস্য, নত্বেবং নিষেধোস্য তাদর্থ্যমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষকত্বাৎ অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধো নাস্তি দোষবত্ত্বং অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি ॥ ৩ ॥

কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন, দোষ ত্যাগের ন্যায় কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; আবার কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপঃ রূপ কর্ম্ম কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে নাই ॥ ৩ ॥

গীঃ সঃ। কাম ক্রোধাদি যেমন মুক্তির বাধক, নিত্য নৈমিত্তিক, কাম্য কর্ম্মাদিকেও তদ্রূপ দোষাকর ও মুক্তির প্রতিবন্ধক সিদ্ধান্ত করিয়া কেহ কেহ কর্ম্ম সমূহকে বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন, [তাহাতে যাহা-

ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

দের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় নাই অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মাধিকারী, তাহারাও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে,] । আবার কেহ কেহ বলেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মুক্তি হয় না॥ অতএব চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ কখনও পরিত্যাগ করিবে না। অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যকীয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্রৈতেষু বিকল্পভেদেষু নিশ্চয়মিতি নিশ্চয়ং শৃণু অবধারয় মে মম বচনাৎ তত্র ত্যাগে ত্যাগসন্ন্যাসবিকল্পে যথা দর্শিতে ভরতসত্তম ভরতানাং সাধুতম ত্যাগোহি ত্যাগসন্ন্যাসশব্দবাচ্যোহি যোর্থঃ সএক এবেত্যভিপ্রেত্যাহ ত্যাগোহীতি। পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারস্তামসাদি প্রকারৈঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ শাস্ত্রেষু সম্যক্ কথিতঃ যস্মাত্তামসাদিভেদেন ত্যাগসন্ন্যাসশব্দবাচ্যোঽর্থোধিকৃতস্য কর্ম্মিণোঽনাত্মজ্ঞস্য ত্রিবিধঃ সম্ভবতি ন পরমার্থদর্শিনইত্যয়মার্থোদুর্জ্ঞানস্তস্মাৎ অত্র তত্ত্বমান্যোবক্তুং সমর্থস্তস্মান্নিশ্চয়ং পরমার্থশাস্ত্রার্থবিষয়মধ্যবসায়মৈশ্বরং মে মম শৃণু ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ নিশ্চয়ং শৃণ্বিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগ নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু. ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাবমংস্থাইত্যাহ হেপুরুষব্যাঘ্র পুরুষশ্রেষ্ঠ ত্যাগোহি দুর্ব্বোধঃ হি যস্মাদয়ং কর্ম্মত্যাগস্তত্ত্ববিদ্ভিস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ, ত্রৈবিধ্যঞ্চ নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪ ॥

হে ভরত সত্তম! কর্ম্ম ত্যাগ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত তুমি শ্রবণ কর। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। যাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় নাই সেই কর্ম্মাধিকারীগণ যে "কর্ম্ম ত্যাগ" করে, অর্জ্জুন তাহারই বিবরণ জানিতে চাহিলেন। ভগবান্ সেই ত্যাগতত্ত্ব অতীব দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া, অর্জ্জুনকে সহজে বুঝাইবার জন্য সাত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্যাগকে তিন প্রকারে

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥

বিভক্ত করিতেছেন। ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা—প্রথম ত্যাগ; ফল কামনা সত্ত্বে যে কর্ম্মের ত্যাগ, তাহা দ্বিতীয় ত্যাগ এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ ও তৎসহ কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ, ইহা তৃতীয় বিধ ত্যাগ। প্রথম ত্যাগ—সাত্বিক, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় ত্যাগ রাজস ও তামস ভেদে দুই প্রকার, এজন্য উহা অকর্ত্তব্য। কর্ম্ম ক্লেশসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করা রাজস ও ভ্রান্তি পূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুণাতীত ত্যাগ ও "সাধন রূপ ত্যাগ" ও "ফল রূপ ত্যাগ" এই দ্বিবিধ। কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্ত শুদ্ধি হইয়া আত্ম জ্ঞান লাভ হইলে যে কর্ম্ম ত্যাগ হয়, তাহা "সাধন রূপ ত্যাগ"। শাস্ত্রে এবম্বিধ ত্যাগ "বিবিদিষা সন্ন্যাস" নামে উক্ত হইয়াছে। আর জন্ম জন্মান্তরীয় সাধন সিদ্ধির প্রভাবে প্রথম হইতেই মনুষ্যের যে ফল কামনায় ও কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাসক্তি জন্মে, তাহার নাম "ফল রূপ ত্যাগ," ইহারই নামান্তর "বিদ্বৎ সন্ন্যাস"। "ত্যাগ তত্ত্ব" অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কৃপায় অর্জ্জুনের তাহা জানিবার সুবিধা হইল। ভগবান্ অর্জ্জুনকে "ভরত সত্তম" ও "পুরুষ ব্যাঘ্র" সম্বোধন করিয়া অর্জ্জুনের কৌলিক শ্রেষ্ঠতা ও ব্যক্তি গত মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উচ্চবংশ জাত ও স্বয়ং উচ্চ ভাব যুক্ত হয়েন, তিনি উচ্চ বিষয় ও নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কঃ পুনরসৌ নিশ্চয়ইত্যাহ যজ্ঞইতি। যজ্ঞোদানংতপইত্যেতত্ত্রিবিধং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ন ত্যক্তব্যং কার্য্যং করণীয়মেব তৎ কস্মাৎ যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি বিশুদ্ধিকারণানি মনীষিণাং ফলানভিসন্ধীনামিত্যেতৎ ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাং। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি ॥ ৫ ॥

যজ্ঞ, দান ও তপঃ রূপ কর্ম্ম কোন মতেই ত্যাগ

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥ ৫॥

করিতে নাই, কেননা ইহারা ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত ব্যক্তি গণকে পবিত্র করিয়া থাকে॥ ৫॥

শ্রীঃ সঃ। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বৈধ সময়ে সুপাত্রে বিধিপূর্ব্বক দান, ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ রূপ কর্ম্মত্রয় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ কোন আশ্রমেরই পরিত্যাজ্য নহে। কেননা, এতদ্দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত ব্যক্তির ও জ্ঞানোৎপত্তির বাধক স্বরূপ পাপের ক্ষয় ও জ্ঞানের সাধক স্বরূপ সাধু বৃত্তির উত্তেজনা করিয়া দেয়। অতএব কর্ম্মাধিকারী পুরুষ নিষ্কাম হইলেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতান্যপীতি। এতান্যপিতু কর্ম্মাণি যজ্ঞদানতপাংসি পাবনান্যুক্তানিসঙ্গমাসক্তিন্তেষু ত্যক্ত্বা ফলানি চ তেষাং পরিত্যজ্য কর্ত্তব্যানীতি অনুষ্ঠেয়ানীতি মে মম নিশ্চিতং মতমুত্তমং নিশ্চয়ং শৃণু মে তদ্ব্রেতি প্রতিজ্ঞায় পাবনত্বংচ সহেতুমুক্ত্বা এতান্যপি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীত্যেতন্নিশ্চিতং মতং অমুত্তমমিতি প্রতিজ্ঞাতার্থোপসংহারএব না-পূর্ব্বার্থং বচনমেতান্যপীতি প্রকৃতসন্নিকৃষ্টার্থতোপপত্তেঃ, সাসঙ্গস্য ফলা-র্থিনোবন্ধহেতূন্যেতান্যপি কর্ম্মাণি মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যানীতি অপিশব্দস্যার্থঃ নত্বন্যানি কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যোতান্যপীত্যুচ্যন্তে অন্যে বর্ণয়ন্তি নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলাভাবাৎ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চেতি নোপপদ্যতে। এতান্যপীতি যানি কাম্যানি কর্ম্মাণি নিত্যেভ্যোঽন্যানি এতানি অপি কর্ত্তব্যানি কিমুত যজ্ঞদানতপাংসি নিত্যানি ইতি তদসৎ নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বোপপাদিতত্বাৎ যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানীত্যাদি বচনেন নিত্যান্যপি কর্ম্মাণি বন্ধহেতুত্বাশঙ্কয়া জিহাসোর্ম্মুমুক্ষোঃ কুতঃ কাম্যেষু প্রসঙ্গঃ দূরেণ হ্যবরঙ্কর্ম্মেতি চ নিন্দিতত্বাৎ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রেতি চ কাম্যকর্ম্মণাং বন্ধহেতুত্বস্য নিশ্চিতত্বাৎ ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদাস্ত্রৈবিদ্যামাং সোমপাঃ ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তীতি চ দূরব্যবহিতত্বাচ্চ ন কাম্যেষ্বেতান্যপীতি ব্যপদেশঃ॥ ৬॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়ন্নাহ এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তান্যেতান্যপ্যেবং কর্ত্তব্যানি। কথং, সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাধীনতয়া কর্ত্তব্যানি, ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি মে মতং নিশ্চিতং অত এবোত্তমং ॥ ৬ ॥

হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ দানাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কালে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদিফল কামনা ত্যাগ করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। ৬ ॥

গীঃ সঃ। কাম্য কর্ম্মেও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে স্বর্গভোগাদি ফল দান জন্য আত্মজ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধকতা হয়। দেহ বলিয়াই যেমন পশুদেহ ও দেবদেহ একরূপ নহে, যেমন ইন্দ্রের দেবদেহের ভোগ্য বস্তু শূকরদেহে ভোগ করাযায় না, কাম্য কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি কারক হইলেও উহা ভোগোপযোগী মাত্র, জ্ঞান সাধনোপযোগী নহে। (আমি যুবা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তা ইত্যাদি রূপ অভিমানের নাম "সঙ্গ"। "সঙ্গ" ও "ফল কামনা" ত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি কারক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলাই ভগবানের অভিপ্রায় ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তস্মাদজ্ঞস্যাধিকৃতস্য মুমুক্ষোঃ নিয়তস্যেতি নিয়তস্য তু নিত্যস্য সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে অজ্ঞস্য পাবনত্বস্যেষ্টত্বাৎ মোহাদজ্ঞানাত্তস্য নিয়তস্য পরিত্যাগোনিয়তঞ্চাবশ্যং কর্ত্তব্যং ত্যজ্যতে চেতি বিপ্রতিষিদ্ধমতোমোহনিমিত্তঃ পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতোমোহশ্চ তমইতি ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণোবন্ধকত্বাৎ সন্ন্যাসোযুক্তঃ নিয়তস্য তু

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭॥

নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগোনোপপদ্যতে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ অতস্তস্য পরিত্যাগউপাদেয়ত্বেঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবং লক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ সচ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭॥

কিন্তু নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে; মোহ বশতঃ নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ কহে॥ ৭॥

গীঃ সঃ। কাম্য কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, এজন্য আত্মজ্ঞান পিপাসু মুমুক্ষু গণ তাহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু নির্দ্দোষ নিত্য কর্ম্ম কোন ক্রমেই ত্যাজ্য নহে, বরং নিত্য কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। নিত্য কর্ম্ম বেদবিহিত, পরমার্থলাভের হেতু, ধর্ম্ম সাধনের পরমানুকূল ও অবশ্যানুষ্ঠেয়। না বুঝিয়া অথবা হঠকারিতা জন্য এতাবৎ ত্যাগ করার নাম তামস ত্যাগ। নিত্য যজ্ঞাদিতে পশুহিংসা প্রভৃতি দেখিয়া হয়তো মনে হইবে, যে উহা অপকর্ম্ম, সুতরাং কাম্য কর্ম্মের ন্যায় ত্যাজ্য। কিন্তু যজ্ঞ কালে, অথবা আত্ম রক্ষা বা ধর্ম্ম যুদ্ধ কালে, প্রাণি হানি করা "হিংসা" বলিয়া কথিত হয় না। কাহারও প্রতি দ্বেষ বুদ্ধি পরতন্ত্র হইয়া উচ্ছেদ সাধনের নামই হিংসা। অতএব বেদ বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে "হিংসা" জন্য পাপ ভাগী হইতে হয় না। কেননা "ছেদন" রূপ "ক্রিয়া" পাপ নহে, কিন্তু "দ্বেষ বুদ্ধি পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত ছেদন জন্য "ফলই" হিংসা—পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নিত্য কর্ম্ম নিতান্ত নির্দ্দোষ ও পরমোপকারী॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ দুঃখমিতি দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ শরীরদুঃখভয়াত্ত্যজেৎ সকৃত্বা রাজসং রজোনির্ব্বর্ত্ত্যং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং জ্ঞানপূর্ব্বকস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগস্য ফলং মোক্ষাখ্যং ন লভেন্নৈব লভতে॥ ৮॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥৮॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসং ত্যাগমাহ দুঃখমিতি। যঃ কর্ত্তাত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়াম্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি যত্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসোদুঃখস্য রাজসত্বাৎ অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভতইত্যর্থঃ॥৮॥

কর্ম্মানুষ্ঠান কৃচ্ছ্র সাধ্য, ইহা মনে করিয়া কায়িক ক্লেশভয়ে যে নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজস ত্যাগ। রাজস ত্যাগ দ্বারা প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ হয় না।৮॥

গীঃ সঃ। পূর্ব্বোক্ত মোহের অভাব হইলেও কর্ম্মাধিকারীর অন্তঃকরণ শুদ্ধি না হওয়া প্রযুক্ত অগ্নিহোত্র, সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম শরীরের ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়। শারীরিক ক্লেশের ভয়ে বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ নিতান্ত অপ্রশস্ত। ইহাতে কোন রূপ কল্যাণ সাধিত হয়না, বরং অযথোচিত ত্যাগ জন্য জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ ফলে বঞ্চিত হইতে হয়॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। কঃ পুনঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগঃ কার্য্যমিতি কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে নির্ব্বর্ত্ত্যতে হেঅর্জ্জুন সঙ্গফলঞ্চ এব নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বে ভগবদ্বচনং প্রমাণমবোচামাণ বা যদ্যপি ফলং ন শ্রূয়তে নিত্যস্য কর্ম্মণস্তথাপি নিত্যং কর্ম্ম কৃতমাত্মসংস্কারং প্রত্যবায়পরিহারং বা ফলং করোত্যাত্মনইতি কল্পয়ত্যেবাজ্ঞস্তত্র তামপি কল্পনাং নিবারয়তি ফলং ত্যক্ত্বেত্যনেনাতঃ সাধূক্তং সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চেতি সত্যাগোনিত্যকর্ম্মসু সঙ্গফলপরিত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনির্বৃত্তোমতোঽভিমতঃ॥৯॥

স্বামিকৃত টীকা। সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ কার্য্যমিতি। কার্য্যমিত্যেব

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।

বুদ্ধ্বা নিয়তমবশ্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত-ইতি যস্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥ ৯ ॥

কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্ম-ফল-কামনা পরিত্যাগ করার নামই সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥ ৯ ॥

গীঃ সঃ। যে পর্য্যন্ত চিত্ত শুদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মাধিকারী "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই রূপ বেদবিধি পালন করা কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। আমি কর্ম্ম করিতেছি, এরূপ অভিমান এবং আমার এই রূপ ফলসিদ্ধি হইবে, এরূপ কামনা সাত্ত্বিক ব্যক্তি মনে ২ পোষণ করিবেন না। "স্বর্গকামো যজেত, পুত্র কামো যজেত, পশু কামো যজেত" ইত্যাদি বচনে কাম্যকর্ম্মের স্বরূপ ফলাভিসন্ধি লিখিত আছে। অগ্নিহোত্র, সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্মের সে রূপ কোন অভিসন্ধি নাই। বরং উহা না করিলে ক্ষতি আছে। যথা শ্রুতি "অকুর্ব্বাবৈদিকং নিত্যং প্রত্যবায়ী ভবেন্নরঃ" বেদ প্রতিপাদিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম না করিলে কর্ম্মাধিকারী পাপ রূপ প্রত্যবায় ভাগী হইবে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—

> "একাহং জপহীনস্তু সন্ধ্যাহীনো দিনত্রয়ং।
> দ্বাদশাহমনগ্নিশ্চ শূদ্র এব ন সংশয়ঃ ॥

যে দ্বিজ একদিন ইষ্ট মন্ত্র বা গায়ত্রী জপ না করেন, যিনি তিন দিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যা বর্জ্জিত থাকেন, এবং যিনি দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র না করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় শূদ্র বলিয়া জানিবে।

> "তস্মাৎ নলঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
> উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং" ॥

অতএব সমাহিত চিত্তে প্রাতঃ ও সায়ং কালে সন্ধ্যার নিয়ম কখন লঙ্ঘন করিবেনা। যে ব্যক্তি মোহবশাৎ এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে, তাহার নিশ্চয় নরকে গতি হইয়া থাকে। স্থানান্তরে ইহাও লিখিত আছে—

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥৯॥

" সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিত ব্রতাঃ।
বিধূত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্ম লোকমনাময়ম্ " ॥

যিনি সংযত চিত্তে নিয়ম পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনাদি করেন, তিনি পাপ মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়েন্। সাত্ত্বিক কর্ম্মাধিকারীগণ নিত্য কর্ম্মের এই সকল উপাদেয় ফল থাকিতেও তাহা আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। কেননা যাহা বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায়, বুদ্ধিমান্ গণ তাহার আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? আকাঙ্ক্ষা করিলে জীবকে সংসার পাশে আবদ্ধ হইতে হয় ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। নমু কর্ম্মপরিত্যাগস্ত্রিবিধঃ সন্ন্যাসইতি চ প্রকৃত-স্তত্র তামসোরাজসশ্চোক্তস্ত্যাগঃ কথমিহ সঙ্গফলত্যাগস্ত তীয়ত্বেনোচ্যতে যথাত্র যেব্রাহ্মণা আগতাস্তত্র ষড়ঙ্গবিদোদ্বৌ ক্ষত্রিয়স্তৃতীয়ইতি তদ্বৎ নৈষ দোষস্ত্যাগসামান্যেন স্তত্যর্থত্বাদস্তি হি কর্ম্মসন্ন্যাসস্য ফলাভিসন্ধি-ত্যাগস্য চ ত্যাগত্বসামান্যস্তত্র রাজসতামসত্বেন কর্ম্মত্যাগনিন্দয়া কর্ম্ম-ফলাভিসন্ধিত্যাগঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়তে সত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতইতি যস্ত্ব-ধিকৃতঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলাভিসন্ধিঞ্চ নিত্যং কর্ম্ম করোতি তস্য ফলরাগা-দিনা কলুষীক্রিয়মাণমন্তঃ করণং নিত্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ সংস্ক্রিয়মাণং বিশু-ধ্যতি তৎ বিশুদ্ধং প্রসন্নমাত্মালোচনক্ষমম্ভবতি তস্যৈব নিত্যকর্ম্মানু-ষ্ঠানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণস্যাত্মজ্ঞানাভিমুখস্য ক্রমেণ যথা তন্নিষ্ঠাস্যাত্তদ্বক্তব্য-মিত্যাহ ন দ্বেষ্টি অকুশলং অশোভনং কাম্যং কর্ম্ম শরীরারম্ভদ্বারেণ সংসারকারণং কিমনেনেত্যেবং কুশলে শোভনে নিত্যে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধি-জ্ঞানোৎপত্তিতন্নিষ্ঠাহেতুত্বেন মোক্ষকারণমিদমিত্যেবং নানুষজ্জতে তত্রাপি প্রয়োজনমপশ্যন্নমুষঙ্গং প্রীতিং ন করোতীত্যেতৎ কঃ পুনরসৌ ত্যাগী পূর্ব্বোক্তেন সঙ্গফলপরিত্যাগেন তদ্বাংস্ত্যাগী যঃ কর্ম্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা তৎফলে চ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী সত্যাগী কদা পুনরসাধকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি কুশলে চ নানুষজ্জত ইত্যুচ্যতে সত্ত্বসমাবিষ্টোযদা সত্ত্বেনা-ত্মানাত্মবিবেকবিজ্ঞানহেতুনা সমাবিষ্টঃ সংব্যাপ্তঃ সংযুক্তইত্যেতৎ। অত-এবচ মেধাবী মেধয়াত্মজ্ঞানলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া সংযুক্তস্তদ্বান্মেধাবী মেধাবি-ত্বাদেব ছিন্নসংশয়ঃ ছিন্নোঽবিদ্যাকৃতঃ সংশয়োযস্য আত্মস্বরূপাবস্থানমেব

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্যতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০॥

পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নান্যৎ কিঞ্চিদিত্যেবং নিশ্চয়েন ছিন্নসংশয়॥ ১০॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্ত লক্ষণমাহ ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন ব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্যতে প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজতি তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ) অতএব ছিন্নঃ সংশয়োমিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরূপাদিৎসা পরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ॥ ১০॥

সাত্ত্বিক ত্যাগ যুক্ত পুরুষ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ বা মেধাবী ও সর্ব্ব সংশয় বর্জ্জিত হয়েন। তাঁহার দুঃখকর কার্য্যে দ্বেষ ও প্রীতিকর কার্য্যে অনুরাগ থাকে না॥ ১০॥

গীঃ সঃ। যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া সাত্ত্বিক ত্যাগ পরায়ণ হয়েন, সত্ত্বগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে। আত্মানাত্ম বিবেক জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে বিকশিত হয়। বিবেক বৈরাগ্য শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি, মুমুক্ষুতা, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও তত্ত্বমসি মহাবাক্যবিচার জনিত ব্রহ্মাত্ম-সাক্ষাৎকার জ্ঞান রূপ মেধা তাঁহাতে প্রকাশিত হয় এবং অবিদ্যা নিবৃত্তি জন্য তাঁহার সর্ব্ব প্রকার সংশয় নিরাকৃত হইয়া যায়। তিনি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমান বর্জ্জিত হইয়া মুক্তি পদ লাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক ত্যাগই মহাফলপ্রদ, অতএব প্রযত্ন পূর্ব্বক এই রূপ ত্যাগাভ্যাসই কর্ত্তব্য॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যং। যোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কর্ম্ম-যোগানুষ্ঠানেন ক্রমেণ সংস্কৃতাত্মা সন্ জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রি-

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

যস্মাত্মীনমাত্মত্বেন সম্বদ্ধঃ স সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাসীনোঽনৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠামশ্নুতইত্যেতৎ পূর্ব্বোক্তকর্ম্মযোগস্য প্রয়োজনমনেন শ্লোকেনোক্তং. যঃ পুনরধিকৃতঃ সন্ দেহাত্মাভিমানিত্বেন দেহভৃদজ্ঞোবাধিতাত্মকর্ত্তৃত্বাবিজ্ঞানতয়াহং কর্ত্তেতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তস্যাশেষকর্ম্মপরিত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগেন চোদিতকর্ম্মানুষ্ঠানএবাধিকারোন ত্যাগইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ নহীতি ন হি যস্মাদ্দেহভৃতা দেহং বিভর্ত্তীতি দেহভৃদ্দেহাত্মাভিমানবান দেহভৃদুচ্যতে ন হি বিবেকী সহি বেদাবিনাশিনমিত্যাদিনা কর্ত্তৃত্বাধিকারান্নিবর্ত্তিতোতস্তেন দেহভৃতাজ্ঞেন ন শক্যং ত্যক্তুং সন্ন্যসিতুং কর্ম্মাণ্যশেষতোনিঃশেষেণ। তস্মাদ্যজ্ঞোধিকৃতোনিত্যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ কর্ম্মফলত্যাগী কর্ম্মফলাভিসন্ধিমাত্রসন্ন্যাসী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে কর্ম্মাণ্যপি সন্নিতিস্তুত্যভিপ্রায়েণ তস্মাৎ পরমার্থদর্শিত্বেনৈবাদেহভৃতা দেহাত্মতাবরহিতেনাশেষকর্ম্মসন্ন্যাসঃ শক্যতে কর্ত্তুং ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নম্বেবং ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্বরং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগস্তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাসুখং সংপদ্যতে তত্রাহ নহীতি। দেহভৃতা দেহাভিমানবতা নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শক্যানি। তদুক্তং, নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃদিত্যাদিনা। তস্মাদ্যস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মফলত্যাগী সএব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দেহাভিমানী পুরুষ একেবারে কখনই সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, এই জন্য যিনি কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ১১

গীঃ সঃ। যত দিন পর্য্যন্ত আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ ইত্যাকার অভিমান কর্ম্মাধিকারীর হৃদয় হইতে দূরীভূত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত রাগ-দ্বেষাদি মনুষ্য হৃদয়কে পরিত্যাগ করেনা। এই জন্য দেহীগণ অজ্ঞানাবিষ্ট হইলেও কেবল ফল কামনা ত্যাগ করিতে পারিলেই ত্যাগী বলিয়া কথিত হয়েন। অর্থাৎ কর্ম্মী বস্তুতঃ অত্যাগী

যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী সত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

হইলেও ফল কামনা ত্যাগ জন্য ত্যাগীর ন্যায় প্রশংসাভাগী হইলেন। পরমার্থদর্শী তত্ত্ববেত্তা পুরুষকেই প্রকৃত ত্যাগী বলিতে হইবে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনং যৎ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগাৎ স্যাদিত্যুচ্যতে। অনিষ্টং নরকতির্য্যগাদিলক্ষণং ইষ্টং দেবাদিলক্ষণং মিশ্রং ইষ্টানিষ্টসংযুক্তং মনুষ্যলক্ষণঞ্চৈবং ত্রিবিধং ত্রিঃপ্রকারং কর্ম্মণোধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য ফলং বাহ্যানেককারকরূপং ব্যাপারনিষ্পন্নং সদবিদ্যাকৃতমিন্দ্রজালমায়োপমং মহামোহকরং প্রত্যগাত্মোপসর্পীব ফল্গুতয়া লয়মদর্শনং গচ্ছতীতি ফলনির্ব্বচনং তদেতদেব লক্ষণং ফলং ভবত্যত্যাগিনামজ্ঞানাং কর্ম্মিণামপরমার্থসন্ন্যাসিনাং প্রেত্য শরীরপাতাদূর্দ্ধং। নতু পরমার্থসন্ন্যাসিনাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানাং ক্বচিন্ন হি কেবলসম্যক্দর্শননিষ্ঠাঃবিদ্যাদিসংসারবীজং নোন্মূলয়ন্তি কদাচিদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বং ইষ্টং দেবত্বং মিশ্রং মনুষ্যত্বং এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্ম্মণোযৎ ফলং প্রসিদ্ধং তৎ সর্ব্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি তেষাং ত্রিবিধকর্ম্মসম্ভবাৎ নতু সংন্যাসিনাং ক্বচিদপি ভবতি। সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনোগৃহ্যন্তে, অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। সসংন্যাসী চ যোগী চেত্যেবমাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ। তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপিকর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অত্যাগীগণ মরণানন্তর অনিষ্ট, ইষ্ট, এবং মিশ্র কর্ম্ম সকলের ফলভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসীগণ এতত্ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল ভোগ ভাগী হয়েন না ॥ ১২

গীঃ সঃ। দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি ফলকামনা ত্যাগী হইলেও আত্মজ্ঞানাভাব প্রযুক্ত "গৌণ সন্ন্যাসী" বা অত্যাগী বলিয়া কথিত

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং

হয়েন। এই অত্যাগী মনুষ্যের অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে তাঁহাকে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় এবং পাপ কর্ম্মজন্য তির্য্যগাদি দেহ বা নরক, পুণ্য কর্ম্ম জন্য দেব দেহ বা স্বর্গ এবং পাপপুণ্য মিশ্রিত কর্ম্ম জন্য মানব দেহ বা মর্ত্ত্যধাম লাভ করিয়া দুঃখ সুখাদি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যে মুখ্য সন্ন্যাসীগণ দেহাত্ম-বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার জন্য কার্য্য সহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিধি পূর্ব্বক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে পরমহংস পরিব্রাজকগণ ব্রহ্মাত্ম ভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মুখ্য সন্ন্যাসী। তাঁহাদের দেহান্ত হইলে ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র ফলের সম্পূর্ণাভাব প্রযুক্ত অদৃষ্ট বা সংস্কার জন্মিতে না পারায় কোন প্রকার ভোগায়তন শরীর তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেনা। অজ্ঞানই জন্ম জন্মান্তরের হেতু, অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে পুনর্দেহ ধারণের আশঙ্কা কোথায়? ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্ম সূত্রে লিখিয়াছেন—"তদধিগম উত্তর পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ"—প্রত্যক্ অভিন্ন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার পরায়ণ তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ভবিষ্যৎ দেহের জন্য কর্ম্মফল রূপ সংস্কার রাশি সঞ্চিত হইতে পারেনা। নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে জীবের অনিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় না, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাদি ফল কামনা ত্যাগ করিলে ইষ্ট ফল ভোগার্থ দেহ ধারণ করিতে হয় না।

"মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্য নিষিদ্ধয়োঃ।
নিত্য নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায় জিহাসয়া"॥

মুমুক্ষু ব্যক্তি কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া না করিলে প্রত্যবায় হয়, প্রত্যবায় পরিহারার্থ সেই কার্য্য গুলি মাত্র অনুষ্ঠান করিবেন। দেহাভিমানী কর্ম্মীগণ সাধারণতঃ সকাম ও নিষ্কাম, এই দুই ভাগে বিভক্ত। সকাম কর্ম্মীর জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ অনিবার্য্য, নিষ্কাম কর্ম্মীর বা গৌণ সন্ন্যাসীর আত্ম জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা থাকে; আর যাঁহারা আত্ম জ্ঞান

তত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥১২

লাভ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিদিষা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, সেই তত্ত্ববেত্তা পুরুষগণ অবিদ্যা মায়া সম্পর্ক রহিত হওয়ায় কৈবল্য পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অতঃ পরমার্থদর্শিনএবাশেষকর্ম্মসন্ন্যাসিত্বং সম্ভবত্যবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাদাত্মনি ক্রিয়াকারকফলানাং নত্বজ্ঞস্যাধিষ্ঠানাদীনি ক্রিয়াকর্তৃণি কারকান্যাত্মত্বেন পশ্যতোশেষকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সম্ভবতি। তদেতদুত্তরৈঃ শ্লোকৈর্দর্শয়তি পঞ্চেতি পঞ্চ ইমানি বক্ষ্যমাণানি হে মহাবাহো কারণানি নির্বর্ত্তকানি নিবোধ মে মমৈ ইত্যুত্তরত্র চেতঃসমাধানার্থং বস্তুবৈষম্যপ্রদর্শনার্থং চ তানি চ কারণানি জ্ঞাতব্যতয়া স্তৌতি সাঙ্খ্যে জ্ঞাতব্যাঃপদার্থাঃ সঙ্খ্যায়ন্তে যস্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাঙ্খ্যং বেদান্তঃ কৃতান্ত, ইতি তস্যৈব বিশেষণং কৃতমিতি কর্ম্মোচ্যতে তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তির্যত্র সকৃতান্তঃ কর্ম্মান্তঃ ইত্যেতৎ যাবানর্থউদপানে সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতইত্যাত্মজ্ঞানে সঞ্জাতে সর্ব্বকর্ম্মণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি অতস্তস্মিন্নাত্মজ্ঞানার্থে সাঙ্খ্যে কৃতান্তে বেদান্তে প্রোক্তানি কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্ত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥ ১৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নমু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম ফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনোনিরহঙ্কারস্য কর্ম্মলেপোনাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণাণি মে বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ সাংখ্যইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানং তস্মিন্ প্রকাশমানআত্মবোধঃ সাংখ্যঃ, তস্মিন্ কৃতং কর্ম্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্তইত্যর্থঃ। যদ্বা, সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যং কৃতোঽন্তোনির্ণয়োঽস্মিনিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব তস্মিন্ প্রোক্তানি অতঃ সম্যক্ বোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

হে মহাবাহো! সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে পঞ্চ বিধ কারণ নিরূপিত আছে,

পঞ্চৈমানি মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং॥ ১৩

তাহা তুমি আমার বচনানুরূপ যথাক্রমে পরিজ্ঞাত হও ॥ ১৩॥

গীঃ সঃ। লৌকিক বা বৈদিক আদি যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তত্তাবৎ সুসিদ্ধির জন্য অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকারণ অর্জ্জুনকে সাবধান হইয়া শ্রবণ করাইবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে সতর্ক করিতেছেন। কেননা এবিষয় দুর্ব্বিজ্ঞের না হইলেও সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের উপদেশ সমাহিত চিত্তে না শুনিলে বুঝিতে পারা যায়না। "মহাবাহো" সম্বোধনের দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব ও সামর্থ্যশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। পাছে অর্জ্জুন অধিষ্ঠানাদি কারণগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের নিজ কল্পিত মনে করেন, এই জন্য ভগবান সে গুলিকে বেদান্ত সিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। যে বেদান্ত শাস্ত্রে আত্মানাত্ম জ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে শাস্ত্র প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ মননাদিদ্বারা জীবের মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই শাস্ত্রে যে অধিষ্ঠানাদি কারণ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যে নিঃসংশয় ও ভ্রান্তিশূন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্ত শাস্ত্র অনাত্ম মূলক কর্ম্মের পঞ্চ কারণ প্রতিপাদনার্থ প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কেবল অসঙ্গ আত্মাতে কর্ম্মের অসম্বদ্ধতা প্রতিপাদনার্থ এই মায়াকল্পিত পঞ্চ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র॥ ১৩॥

শাঙ্করভাষ্যং। কানি তানীত্যুচ্যতে অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্টানমিতি অধিষ্ঠানমিচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখজ্ঞানাদীনামভিব্যক্তেরাশ্রয়োধিষ্ঠানং শরীরন্তথা কর্ত্তা উপাধিলক্ষণোভোক্তা করণঞ্চ শ্রোত্রাদিকং শব্দাদ্যুপলব্ধয়ে পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং দ্বাদশসঙ্খ্যং বিবিধাশ্চ পৃথকচেষ্টাবায়বীয়াঃ প্রাণাপানাদ্যাদৈবঞ্চৈব দৈবমেবাত্রএতেষু চতুষ্পঞ্চমং পঞ্চানাং পূরণমাদিত্যাদি চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকং॥ ১৪॥

স্বামিকৃত টীকা। তান্যেবাহ অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং কর্ত্তা চিদচিদ্ গ্রন্থিরহঙ্কারঃ পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারং করণং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি বিবিধাঃ কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যা-

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং ।

ধারা: অত্র এতেষ্বেব পঞ্চমং দৈবং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদি সর্ব্ব-প্রেরকোঽন্তর্য্যামী বা ॥ ১৪ ॥

অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, নানাবিধ করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং এতৎ কারণ সমূহের মধ্যে দৈব এই পাঁচটী কর্ম্মের কারণ স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

গীঃ সঃ। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনাদি ধর্ম্মের অভিব্যক্তির আশ্রয় স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের নাম "অধিষ্ঠান"। অন্তঃ-করণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান আদি নামোপহিত ও আত্মার সহিত তাদাত্ম্যা-ধ্যাস যুক্ত অহংকারের নাম "কর্ত্তা"। অপঞ্চীকৃত মহাভূতোৎপন্ন শব্দাদি বিষয়োপলব্ধির সাধন রূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলের নাম "করণ"। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ ভেদে "করণ" নানা প্রকার। চিত্ত ও অহংকার "কর্ত্তা" স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে "চেতনার" আভাস সর্ব্বত্রই তুল্য। "করণঞ্চ" পদের অন্তস্থ চকার পূর্ব্বোক্ত শরীরাদির অনুবৃত্তিবাচক, অর্থাৎ শরীরাদি যেমন অনাত্মা ও ভৌতিক সেইরূপ করণ ও অনাত্মভূত ভৌতিক ও কল্পিত। পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ এবং বায়বীয়স্বরূপে কথিত প্রাণাদি "চেষ্টা" ও নানা প্রকার (যথা প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান অথবা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়)। "বিবিধাশ্চ" পদের চকারও অনাত্মত্ব ও ভৌতিকত্বের অনুবৃত্তি বাচক এবং যে সকল দেবতার অনুগ্রহে পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহ হইতে কার্য্য নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, সেই দেবতাদিগের শক্তি অর্থাৎ "দৈব" পঞ্চম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। "দৈবঞ্চ" পদের চকারও শরীরাদির ন্যায় দৈবও যে অনাত্মা, ভৌতিক ও মায়াকল্পিত তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে। শরীর রূপ অধিষ্ঠানের দেবতা পৃথিবী কর্ত্তারূপ অহংকারের দেবতা রুদ্র, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা ও অশ্বিনী কুমার দ্বয়। বাক্, পাণি পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে বহ্নি, ইন্দ্র,

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমং ॥ ১৪ ॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।

উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি। মন ও বুদ্ধির দেবতা চন্দ্র ও বৃহস্পতি। প্রাণ অপান, ব্যান উদান, সমান এই চেষ্টারূপ পঞ্চ প্রাণের দেবতা যথাক্রমে সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। কোন কোন টীকাকার "দৈব" পদে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন ॥১৪

শাঙ্করভাষ্যং। শরীরেতি শরীরবাঙ্মনোভীর্যৎ কর্ম্ম ত্রিভিরেতৈঃ প্রারভতে নির্ব্বর্ত্তয়তি নরঃ ন্যায্যাধর্ম্ম্যং শাস্ত্রীয়ং বিপরীতং বা অশাস্ত্রীয়ং অধর্ম্ম্যং যচ্চাপি নিমিষিতচেষ্টাদি জীবনহেতুস্তদপি পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্ময়োরেব কার্য্যমিতি ন্যায্যবিপরীতয়োরেব গ্রহণেন গৃহীতং পঞ্চৈতে যথোক্তাস্তস্য সর্ব্বস্যৈব কর্ম্মণোহেতবঃ কারণানি। নমু অধিষ্ঠানাদীনি সর্ব্ব কর্ম্মণাং কারণানি কথমুচ্যতে শরীরবাঙ্মনোভিঃ প্রারভ্যতইতি নৈব দোষঃবিধি প্রতিষেধলক্ষণং সর্ব্বং কর্ম্ম শরীরাদিত্রয় প্রধানং তদঙ্গতয়া-দর্শন শ্রবণাদিচ জীবন লক্ষণং ত্রিধৈব রাশীকৃত উচ্যতেশরীরাদিভিরারভ্যতইতি ফলকালেপি তৎপ্রধানৈর্ভুজ্যতে ইতি পঞ্চনামেব হেতুত্বং ন বিরুধ্যতে ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমানং কর্ম্ম ত্রিধেবাস্তর্ভাবা শরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তং শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধং শরীরাদিভির্যৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যমধর্ম্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য সর্ব্বস্য কর্ম্মণএতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৪ ॥

মনুষ্য শরীর, বাক্ ও মনের দ্বারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যে কোন রূপ ক্রিয়াই আরম্ভ করুকনা কেন, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ কারণ সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মেরই হেতুভূত ॥ ১৫ ॥

গীঃ সঃ। শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মই হউক, শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদি অধর্ম্মই হউক, জীবন রক্ষার জন্য উচ্ছাস, নিশ্বাস, নিমেষ,

ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।

উন্মেষ, জৃম্ভনাদি স্বাভাবিক কর্ম্মই হউক, মনুষ্য যাহাই কেন অনুষ্ঠান করুকনা, তাহা সমস্তই এতৎ পঞ্চ কারণ মূলক। এতৎ শ্লোকের "শরীর" পদে "অধিষ্ঠান," "নরঃ" কর্ত্তৃপদে" "বাঙ্ মনঃ" পদে "করণ" এবং "প্রারভতে" পদে "চেষ্টা" গৃহীত হইয়াছে। আর "ন্যায্যং বা বিপরীতং বা" পদ-দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম রূপ "দৈব" লক্ষিত হইয়াছে॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। তত্রেতি। তত্রেতি প্রকৃতেন সম্বধ্যতে, এবং সতি এবং যথোক্তৈঃ পঞ্চভির্হেতুভির্নির্ব্বর্ত্ত্যে সতি কর্ম্মণি তত্রৈবং সতীতি দুর্ম্মতিত্বস্য হেতুত্বেন সম্বধ্যতে তৈরাত্মানন্যত্বেনাবিদ্যয়া পরিকল্পিতৈঃ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণোঽহমেব কর্ত্তেতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং শুদ্ধং তু যঃ পশ্যত্যবিদ্বান্ কস্মাদ্বেদান্তাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈরকৃতবুদ্ধিত্বাদসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাদ্যোপি দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মবাদ্যাত্মানমেব কেবলং কর্ত্তারং পশ্যত্যসাবপ্যকৃতবুদ্ধিরেবাতোঽকৃতবুদ্ধিত্বান্ন সপশ্যত্যাত্মনস্তত্ত্বং কর্ম্মণো বেত্যর্থোঽতোদুর্ম্মতিঃ কুৎসিতা বিপরীতা দুষ্টাজস্রং জননমরণপ্রতিপত্তিহেতুভূতা মতিরস্যেতি দুর্ম্মতিঃ সপশ্যন্নপি ন পশ্যতি যথা তৈমিরিকোঽনেকচন্দ্রং যথা বাভ্রেষু ধাবৎসু চন্দ্রং ধাবন্তং যথা বা বাহনউপবিষ্টোঽন্যেষু ধাবৎস্বাত্মানং ধাবন্তং॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা। ততঃ কিমতআহ তত্রেতি। তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতবস্তত্রৈবং সতি কেবলং নিরুপাধিমসঙ্গমাত্মানং যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাদ্দুর্ম্মতিরসৌ সম্যক্ নপশ্যতি১৬

অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণ নিরূপিত হইলে যে মূঢ় ব্যক্তি অসঙ্গ, উদাসীন আত্মাকে কর্ত্তা রূপে অবলোকন করে, সেই দুর্ম্মতি কদাচ সম্যগ্দর্শী হয় না॥ ১৬॥

গীঃ সঃ। অধিষ্ঠানাদি কার্য্য মাত্রেরই কারণ স্বরূপ। আত্মা স্বপ্রকাশ,

পশ্যত্যকৃত বুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও অদ্বিতীয় স্বরূপ। অবিদ্যা প্রভাবে এই আত্মার প্রতি-বিম্ব উক্ত পাঁচ কারণে পতিত হওয়ায় মূর্খগণ সেই প্রতিবিম্বকেই স্বরূপ জানিয়া আত্মাকে কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুমান করে। অবিবেকীগণ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত না হওয়াতেই এই রূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলে যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুর স্বরূপ দর্শন করিতে পায়না, সেই রূপ আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইলে জীবের প্রকৃত আত্ম দর্শন হয়না। বিবেক বুদ্ধির বশীভূত হইয়া যিনি গুরু বেদ বাক্যের বশম্বদ ও শ্রবণ মননাদি সহ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান পরায়ণ হয়েন, তাঁহারই কেবল অবিদ্যা মায়াজাল কাটিয়া যায়, তিনিই কেবল অধিষ্ঠানাদি কারণে আত্মার অনাত্মা বুদ্ধি পরিহার করিয়া আত্ম সাক্ষাৎকার পুরঃসর জন্ম মরণ অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কঃ পুনঃ সুমতির্যঃ সম্যক্ পশ্যতীত্যুচ্যতে যস্যেতি যস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়সংস্কৃতাত্মনোন ভবত্যহংকৃতো অহং কর্ত্তেত্যেবংলক্ষণোভাবনাপ্রত্যয়এতএব পঞ্চাধিষ্ঠানাদয়োঽবিদ্যয়াত্মনি কল্পিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তারোনাহমহন্তু তদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষীভূতঃ অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ কেবলোঽবিক্রিয়ইত্যেবং পশ্যতীতি এবং বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্যাত্মনউপাধিভূতা ন লিপ্যতে নানুশায়িনী ভবতীদমহমকার্ষং তেনাহং নরকং গমিষ্যামীত্যেবং যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে স সুমতিঃ স পশ্যতি হত্বাপি সইমাল্লোকান্ সর্ব্বান্ প্রাণিনইত্যর্থঃ। ন হন্তি হননক্রিয়াং ন করোতি ন নিবধ্যতে নাপি তৎকার্য্যেণাধর্ম্মফলেন সম্বধ্যতে, নন্বয়ং হত্বাপি ন হন্তীতি বিপ্রতিষিদ্ধমুচ্যতে যদ্যপি স্তুতিঃ নৈষ দোষঃ লৌকিকপারমার্থিকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া তদুপপত্তেঃ দেহাদ্যাত্মবুদ্ধ্যা হন্তাহমিতি লৌকিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য হত্বাপীত্যাহ যথা দর্শিতাং পারমার্থিকী দৃষ্টিমাশ্রিত্য ন হন্তি ন নিবধ্যতইতি তদুভয়মুপপদ্যতএব নন্বধিষ্ঠানাদিভিঃ সম্ভূয় করোত্যেবাত্মা কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তুকিং কেবলশব্দপ্রয়োগান্নৈষ দোষঃ আত্মনোঽবিক্রিয় স্বভাবত্বেঽধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহত্ত্বানুপপত্তেঃ বিক্রিয়াবতোহ্যন্যৈঃ সংহননং সম্ভবতি সংহত্য বা কর্ত্তৃত্বং স্যান্ন ত্ববিক্রিয়স্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংহননমস্তীতি ন সম্ভূয় কর্ত্তৃত্বমুপপদ্যতে অতঃ

যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

কেবলত্বং আত্মনঃ স্বাভাবিকমিতি কেবলশব্দোঽনুবাদমাত্রং অবিক্রিয়-ত্বঞ্চাত্মনঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধং অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে গুণৈরেব কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে শরীরস্থোঽপি ন করোতিত্যাদ্যসকৃদুপপাদিতং গীতাস্বেব তাবৎ শ্রুতিষু চ ধ্যায়তীব লেলায়তীবেত্যেবমাদ্যাসু যানি বাক্যানি দর্শিতং ন্যায়তশ্চ নিরবয়বমপরতন্ত্রমবিক্রিয়মাত্মতত্ত্বমিতি রাজমার্গঃ বিক্রিয়াব-ত্বাভ্যুপগমেঽপ্যাত্মনঃ স্বকীয়ৈব বিক্রিয়া স্বস্য ভবিতুমর্হতি নাধিষ্ঠানাদীনাং কর্ম্মাণ্যাত্মকর্ত্তৃকাণি স্যুর্নহি পরস্য কর্ম্ম পরেণাকৃতমাগন্তুমর্হতি যদবি-দ্যয়া গমিতং ন তত্তস্য যথা রজতত্বং ন শুক্তিকায়াং যথা বা তলমলবত্ত্বং বালৈর্গমিতমবিদ্যয়া নাকাশস্য তথাধিষ্ঠানাদিবিক্রিয়াপি তেষামেবেতি নাত্মনঃ তস্মাৎ যুক্তমুক্তং অহং কৃতত্ববুদ্ধিলেপাভাবাৎ বিদ্বান্ন হন্তি ন নিবধ্যতইতি নায়ং হন্তি ন হন্যতইতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়তইত্যাদিহেতু-বচনেনাবিক্রিয়ত্বমাত্মনউক্তা বেদাবিনাশিনমিতি বিদুষঃ কর্ম্মাধিকার-নিবৃত্তিশাস্ত্রাদৌ সংক্ষেপত উক্ত্বা মধ্যে প্রসারিতঞ্চ তত্র তত্র প্রসঙ্গং কৃত্বা ইহোপসংহরতি শাস্ত্রার্থপিণ্ডীকরণায় বিদ্বান্ন হন্তি ন নিবধ্যতইতি এবঞ্চ সতি দেহভৃত্ত্বাভিমানানুপপত্তাববিদ্যাকৃতাশেষ কর্ম্মসন্ন্যাসোপ-পত্তেঃ সন্ন্যাসিনামনিষ্টাদি ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং ন ভবতীত্যুপপন্নং তদ্বি-পর্য্যয়াচ্চেতরেষাং ভবতীত্যেতচ্চাপরিহার্য্যমিত্যেব গীতাশাস্ত্রস্যার্থ উপ-সংহৃতঃ স এব সর্ব্ববেদার্থসারোনিপুণমতিভিঃ পণ্ডিতৈর্বিচার্য্য প্রতি-পত্তব্যইতি তত্র তত্র প্রকরণবিভাগেন দর্শিতোঽস্মাভিঃ শাস্ত্রন্যায়ানু-সারেণ ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্ম্মলেপোনাস্তীত্যাকাঙ্ক্ষিতা-পেক্ষায়ামাহ যস্যেতি। অহমিতি কৃতোঽহঙ্কর্ত্তেত্যেবং ভূতোভাবোঽভি প্রায়োযস্য নাস্তি। যদ্বা, অহং কৃতোঽহংকারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্ত্তৃত্বা-ভিনিবেশোযস্য নাস্তি শরীরাদীনামেব কর্ম্মকর্ত্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ, অত-এব যস্য বুদ্ধির্নলিপ্যতে ইষ্টামিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে স এবং ভূতো-দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী ইমান লোকান সর্ব্বানপি প্রাণিনোলোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্তত্বয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধনং প্রাপ্নোতি কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্ম

হত্বাপি সইমাঁল্লোকান্—

ভিত্তক বক্ষ্যাশক্ষেত্যর্থঃ। তদুক্তং, ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসেতি॥ ১৭॥

"আমি কর্ত্তা" এরূপ অভিমান যিনি করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না, অথবা তজ্জন্ম ফল ভাগীও হয়েন না॥ ১৭॥

শীঃ সঃ। যিনি সাধন সম্পন্ন, যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পরায়ণ, দেহাত্ম বুদ্ধি না থাকায় যাঁহার অহংকার আদৌ স্ফুরিত হয় না, অথবা যিনি পরমাত্মায় আত্মাকে বিলীন করিয়া "আমি" বাচক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ দেখিতে পান না, কার্য্যকালে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। আত্মা সদাই শুদ্ধ, সর্ব্ব সম্বন্ধ শূন্য, কূটস্থ, দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত ও জন্মমরণাদি রহিত, এই রূপ জানিলে মানব বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। তিনি সমস্ত কার্য্যকেই অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণের ফল স্বরূপ জানিয়া আপনাকে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র স্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মজ্ঞ পুরুষের সম্মুখে পাপ ও পুণ্যের ফল স্বরূপ দুঃখ বা সুখরূপ কোন তরঙ্গই উত্থিত হয় না। আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিলে পাপপুণ্য জনিত ইষ্টানিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় না। যাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমান নাই, তাঁহার অনিষ্ট, ইষ্ট বা মিশ্রফল ভোগের আশঙ্কাও নাই। তত্ত্ব-বেত্তা পুরুষ আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া যদি লোক সমূহকে বধও করেন, তথাপি বধ জন্ম তাঁহাকে বন্ধন দশা গ্রস্ত হইতে হয় না, কেননা সে বধ বধ নহে; যে বধরূপ কার্য্যের মূলে "আমি মারিতেছি" এরূপ অভিমান নাই, সেই শূন্যগর্ভ বধ রূপ কার্য্য অনিষ্ট ফল রূপ সংস্কার বা অদৃষ্ট প্রসব করিতে পারেনা। লোক ব্যবহারে শরীর নিপাত হইলেও আত্মদর্শীর সম্মুখে আত্মার নিধন কখনই হয় না। আত্মা মরেন না, আত্মাকে কেহ মারিতে পারেনা। "ন জায়তে ম্রিয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অবিদ্যা কল্পিত সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার ধ্বংস হয় না। "আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা" এইরূপ জ্ঞান

ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।

হইলেই " পরমার্থ সন্ন্যাস " কহা যায়। ঈদৃশ পরমার্থসন্ন্যাসযুক্ত অজাত-শত্রু গৃহস্থ গণের মধ্যেও দৃষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং তেষাং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকমুচ্যতে জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং জ্ঞায়তেঽনেনেতি সর্ব্ববিষয়মবিশেষেণোচ্যতে তথা জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং তদপি সামান্যেনৈব সর্ব্বমুচ্যতে তথাপরিজ্ঞাতোপাধিলক্ষণোঽবিদ্যাকল্পিতো ভোক্তা ইত্যেতত্ত্রয়মেবাবিশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রবর্ত্তিকা ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা কর্ম্মচোদনা জ্ঞানাদীনাং হি ত্রয়াণাং সন্নিপাতে হানোপাদানাদি প্রয়োজনঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভঃ স্যাত্ততঃ পঞ্চভিরধিষ্ঠানাদিভিরারব্ধং বাঙ্মনঃ কায়াশ্রয়ভেদেন ত্রিধারাশীভূতং ত্রিষু করণাদিষু সংগৃহ্যতে ইত্যেতদুচ্যতে করণং ক্রিয়তে ঽনেনেতি বাহ্যং শ্রোত্রাদ্যন্তস্থং বুধ্যাদিধর্ম্মেপ্সিততমং কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানং কর্ত্তা করণানাং ব্যাপারয়িতোপাধিলক্ষণইতি ত্রিবিধঃ ত্রিঃপ্রকারঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ সংগৃহ্যতে অস্মিন্নিতি সংগ্রহঃ কর্ম্মণঃ সংগ্রহঃ কর্ম্মসংগ্রহঃকর্ম্ম এষু হি ত্রিষ সমবৈতি তেনায়ং ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কর্ম্মচোদনায়াঃ কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কর্ম্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্য আত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মচোদনাং কর্ম্মাশ্রয়ঞ্চাহ জ্ঞানমিতি। জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কর্ম্ম পরিজ্ঞাতা এতৎ জ্ঞানাশ্রয়ঃ এবং ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা চোদ্যতে প্রবর্ত্ততেঽনয়েতি চোদনা জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা, চোদনেতি বিধিরুচ্যতে তদুক্তং ভট্টৈঃ চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনইতি। ততশ্চায়মর্থঃ, উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্ততইতি তদুক্তং ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদাইতি তথা করণং সাধকতমং কর্ম্ম চ কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ত্তা ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকঃ কর্ম্ম সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্ম্মসংগ্রহঃ করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয়ইত্যর্থঃ সংপ্রদানাদিকারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তনমেব কেবলং নতু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয়ইত্যুক্তং ॥ ১৮ ॥

করণং কর্ম্মকর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটী কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আর করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটী কর্ম্মের আশ্রয় ॥ ১৮ ॥

গীঃ সঃ। প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণাবলম্বনে যদ্দ্বারা বস্তুর যাথার্থোপলব্ধি হয় তাহার নাম জ্ঞান। জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মভূত পদার্থই জ্ঞেয়, এবং জ্ঞানরূপক্রিয়ার আশ্রয় ও অন্তঃকরণ রূপ উপাধি পরিকল্পিত ভোক্তার নাম পরিজ্ঞাতা। এই তিনটীই সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া থাকে; এ তিনটীর অভাবে কোন কার্য্য হইতে পারেনা। এতন্মধ্যে একটীরও যদি অভাব হয় তাহা হইলেও কোন কার্য্যই হইতে পারেনা। যাহার শক্তি সাহচর্য্যে ক্রিয়া সিদ্ধি হয় তাহার নাম করণ, বাহ্য ও অন্তর ভেদে করণ দ্বিবিধ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় বাহ্যকরণ এবং মন বুদ্ধি আদি অন্তঃ করণ। যাহা অনুষ্ঠাতা বা কর্ত্তার ইষ্ট বা অনিষ্ট কারক তাহার নাম কর্ম্ম। উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য ও বিকার্য্য ভেদে কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ। যাহা পূর্ব্বে ছিলনা উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা উৎপাদ্য। যাহা পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে, তাহা আপ্য। যাহা অপকর্ষ যুক্ত ও যাহাকে সংস্কৃত করিতে হইবে তাহা সংস্কার্য্য এবং যাহার পূর্ব্বাবস্থা বিকৃত হইয়া গিয়াছে তাহাই বিকার্য্য। যিনি সকল কারকের প্রয়োজক তিনিই কর্ত্তা। এখানে চিৎ ও অচিৎ উভয়কেই কর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। "করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি" বচনের "ইতি" শব্দ দ্বারা সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ গৃহীত হইয়াছে। শ্রেয়ঃ বুদ্ধি পূর্ব্বক দানের নাম সম্প্রদান, সংযোগ পূর্ব্বক বিভাগের অবধির নাম অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অপাদান এবং আধারের নাম অধিকরণ। এতাবৎ সমস্তই কর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ। কূটস্থ আত্মা কোন কর্ম্মেরই আশ্রয় নহেন ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং ক্রিয়াকারকফলানাং সর্ব্বেষাং গুণাত্মকত্বাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণভেদতঃ ত্রিবিধোভেদোবক্তব্যইত্যারভ্যতে জ্ঞানং

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

কর্ম্ম চেতি। জ্ঞানং জ্ঞায়তেঽনেনেতি কর্ম্ম চ কর্ম্ম ক্রিয়া ন কারকং পারিভাষিকমীপ্সিততমং কর্ম্ম কর্ত্তা চ নির্ব্বর্ত্তকঃ ক্রিয়াণাং ত্রিধৈবাবধারণং গুণব্যতিরিক্তস্যা ভাবপ্রদর্শনার্থং গুণভেদতঃ সত্ত্বাদিভেদেনেত্যর্থঃ প্রোচ্যতে কথ্যতে গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে কাপিলমপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রন্তদপি গুণভোক্তৃবিষয়ে প্রমাণমেব পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে যদ্যপি বিরুধ্যতে তথাপি তেহি কাপিলা গুণগৌণব্যাপারনিরূপণেঽভিযুক্তাইতি তচ্ছাস্ত্রমপি বক্ষ্যমাণার্থস্তুত্যর্থত্বেনোপাদীয়তইতি ন বিরোধঃ। যথাবদ্ যথান্যায়ং যথাশাস্ত্রং শৃণু তান্যপি জ্ঞানাদীনি তদ্ভেদজাতানি গুণভেদকৃতানি শৃণু বক্ষ্যমাণেঽর্থে মনঃসমাধিং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র কিমত আহ জ্ঞানং কর্ম্মচেতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং তস্মিন জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদি গুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে তানাপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু, ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্ম্মাদি প্রতিষেধার্থঃ, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাদিত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ সপ্তদশাধ্যায়ে যজন্তে সাত্ত্বিকাদেবানিত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয়ইত্যুক্তং ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধোনাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যতইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ॥ ১৯॥

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা সত্ত্বাদি গুণ ভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি শ্রবণ কর॥ ১৯॥

গীঃ সঃ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ মূলক জ্ঞান রূপ উপাধি দ্বারাই জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞেয় পদার্থ বস্তুতঃ জ্ঞানের অন্তর্ভাব মাত্র। "জ্ঞানং কর্ম্মচ" পদের "চ"-কার দ্বারা কর্ম্ম ও করণকে এই

প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯॥

ক্রিয়ার অন্তর্ভাব স্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা বস্তুর কারকত্ব ক্রিয়ারূপ উপাধি দ্বারা সম্পন্ন হয়, ক্রিয়াব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা কোথায়? আবার "কর্ত্তা চ" পদের চকার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পরিজ্ঞাতাকে কর্ত্তার অন্তর্ভাব বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। কুতার্কিক গণ কর্ত্তাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, এই জন্য এ কর্ত্তা যে গুণাতীত নহে, ভগবান্ তাহাই দেখাইবার জন্য এই কর্ত্তা শব্দকে ত্রিগুণোপেত বলিয়া দেখাইতেছেন। যে শাস্ত্রে গুণ সংখ্যাদির বিচার বিবৃত হইয়াছে ভগবান্ সেই সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারেই জ্ঞান কর্ম্মাদির ত্রিগুণাত্মকতা প্রদর্শন করিতেছেন। গুণাতীত পুরুষের জীবন্মুক্ত ভাব নিরূপণ করিবার জন্য চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ" আদি বচন দ্বারা সত্ত্বাদি গুণের বন্ধন কারকত্ব দেখাইয়াছেন। আবার সপ্তদশ অধ্যায়ে "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" আদি বচনে সত্ত্বাদি গুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণ করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, অসুররূপ রাজস তামস স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহারাদি সেবন করিলে দৈবরূপ সাত্ত্বিক স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্বভাবতঃ গুণাতীত অসঙ্গ আত্মার ক্রিয়া, কারক, ফল এতিনটীর সহিত কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য ক্রিয়া কারকাদির ত্রিগুণাত্মকত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। বস্তুতঃ ক্রিয়াকারকাদির আত্মার সহিত কোনসম্বন্ধই নাই। সঙ্ক্ষেপে তিন অধ্যায়ের বিশেষতা প্রদর্শিত হইল। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। জ্ঞানস্য তু তাবৎ ত্রিবিধত্বমুচ্যতে সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতেষু অব্যক্তাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু যেন জ্ঞানেনৈকং ভাবং বস্তুভাবশব্দোবস্তুবাচী একমাত্মবস্তুত্যর্থঃ অব্যয়ং ন ব্যেতি স্বাত্মনা তদ্ধর্ম্মণা বা কূটস্থং নিত্যমিত্যর্থঃ ঈক্ষতে যেন জ্ঞানেন পশ্যতি তঞ্চ ভাবমবিভক্তং প্রতিদেহং বিভক্তেষু দেহভেদেষু ন বিভক্তং তদাত্মবস্তু ব্যোমবন্নিরন্তরমিত্যর্থঃ তং জ্ঞানং অদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যক্ দর্শনং বিদ্ধীতি ॥২০

স্বামিকৃত টীকা। তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ সর্ব্বেতি

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥২০॥

ত্রিতিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থ... ...ষু। বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তং... একমব্যয়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং ... ...েন ... আলোচয়তি তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ॥ ২০ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূত সমূহে সর্ব্বত্র ব্যাপক এক অব্যয় সত্তারূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান ॥ ২০ ॥

গীঃ সঃ। সূক্ষ্ম, স্থূল, সমষ্টি, ব্যষ্টিরূপে ভূত সমূহ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে জ্ঞান লাভ হইলে মানব স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বত্র একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্ম সত্তা দর্শন করিতে পারে, যে জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপ অবিভক্ত পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র ব্যাপক দেখিতে পায়, সেই সর্ব্ব প্রপঞ্চো-পাধিবিনির্ম্মুক্ত আত্মজ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হইলে দ্বৈত দৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যানি দ্বৈতদর্শনানাসম্যক তানি রাজসানি তাম-সানি চেতি ন সাক্ষাৎ সংসারোচ্ছিত্তয়ে ভবন্তি পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু ভেদেন প্রতিশরীরমন্যত্বেন যৎ জ্ঞানং নানাভাবান্ ভিন্নানাত্মনঃ পৃথক্‌বিধান্ পৃথক্ প্রকারান্ ভিন্নলক্ষণানিত্যর্থঃ। বেত্তি বিজানাতি যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু জ্ঞানস্য কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাদ্‌যেন জ্ঞানেন বেত্তীত্যর্থঃ ॥২১॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসং জ্ঞানমাহ পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্ব্বেষু ভূতেষু দেহে নানাভাবান্ বস্তুতএ-বানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১ ॥

পৃথক্ পৃথক্ দেহাদি ভূত সমূহে যে জ্ঞানের দ্বারা

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥২১

পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের অনুভব হয়, তাহারই নাম রাজস জ্ঞান ॥ ২১ ॥

গীঃ সঃ। প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী, কাহাকেও পণ্ডিত, কাহাকেও মূর্খ দেখিয়া যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেহে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মা বলিয়া অনুভব হয়, সর্ব্বত্র একাত্মা হইলে সকলেই সুখী বা সকলেই দুঃখী হইত, যে জ্ঞানের দ্বারা এই রূপ বিচার সিদ্ধি হয়, সেই জ্ঞান রাজস। ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর, আত্মার ভেদানুসারে জড়বর্গের ভেদ, ঈশ্বরের ভেদানুসারে জড়বর্গের ভেদ এবং জড়বর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ বুদ্ধি রাজস জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ সমস্তবৎ সর্ব্ববিষয়মিব একস্মিন কার্য্যেদেহে বহির্ব্বা প্রতিমাদৌ সক্তং এতাবানেবাত্মেশ্বরোবা নাতঃ পরমস্তীতি যথা নগ্নক্ষপণকাদীনাং শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী দেহপরিমাণো জীবঈশ্বরোবা পাষাণদারুচ্চাদিমাত্রং ইত্যেবং একস্মিন কার্য্যে সক্তমহৈতুকং হেতুবর্জ্জিতং অযুক্তিকং নিপ্প্রমাণকম তত্ত্বার্থবং অযথাভূতার্থবদযথাভূতোহর্থস্তত্ত্বার্থঃ সোহস্য জ্ঞেয়ভূতোহস্তীতি তত্ত্বার্থবদতত্ত্বার্থবদাহৈতুকত্বাদেবাল্পঞ্চাল্পবিষয়ত্বাদল্পফলত্বাদ্বা তত্তামসমুদাহৃতং তামসানাং হি প্রাণিনামবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তামসং জ্ঞানমাহ যত্ত্বিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তং এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরোবেত্যভিনিবেশযুক্তং অহৈতুকং নিরুপপত্তিকং অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থালম্বনশূন্যং অতএবাল্পং তুচ্ছং অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ যদেবংভূতংজ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ২২ ॥

আর যে জ্ঞানের দ্বারা কোন একটী পদার্থ বিশেষে

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ২২ ॥

সম্পূর্ণ আত্মার বিদ্যমানতা অনুভব হয়, সেই অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞানই তামস জ্ঞান ॥ ২২ ॥

গীঃ সঃ। আত্মা অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী। সেই পরিপূর্ণ আত্মাকে কোন একটী দেহ বিশেষ বা কোন একটী মূর্ত্তি বিশেষে অথবা কোন একটী কার্য্যবিশেষে সম্পূর্ণ রূপে আবদ্ধ বা সংস্থিত, অর্থাৎ সেই নিরূপিত দেহ, বিগ্রহ বা কার্য্য ব্যতীত আত্মা আর কোথাও নাই, এতাদৃশ বুদ্ধি তামস জ্ঞান হইতে উক্ত। এই জ্ঞান আত্মার নিত্যত্ব ও বিভুত্বর বিরোধী ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথ কর্ম্মণাং ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যং সঙ্গরহিতমাসক্তিবর্জ্জিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং রাগপ্রযুক্তেন দ্বেষপ্রযুক্তেন চ কৃতং তদ্বিপরীতং কৃতমরাগদ্বেষতঃ কৃতমফলপ্রেপ্সুনা ফলং প্রেপ্সতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ ফলতৃষ্ণস্তদ্বিপরীতেনাফলপ্রেপ্সুনা কর্ত্রা কৃতং কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্মাহ নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যং অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

ফলকামনা-রহিত পুরুষ সঙ্গশূন্য ও রাগ দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

গীঃ সঃ। ভগবান ত্রিবিধ জ্ঞানের নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ত্রিবিধ কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি অঙ্গ যুক্ত অগ্নি-

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে। ২৩॥

হোত্র সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম "আমি মহা যাজ্ঞিক, আমার সমান যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই" এই প্রকার অভিমান গর্ব্ব বর্জ্জন পূর্ব্বক যখন অনুষ্ঠিত হয়, যখন কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বা রাগ দ্বেষাদি সম্পর্ক-শূন্য হইয়া সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ এই কার্য্য করিলে আমার সম্মান বাড়িবে অথবা অমুক শত্রু পরাভূত হইবে, যে কার্য্য কালে এরূপ ভাবের উদয় না হয়, সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক ॥ ২৩॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত্ত্বিতি যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্মফলপ্রেপ্সুনেত্যর্থঃ কর্ম্ম সাহঙ্কারেণেতি ন তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষয়া কিং তর্হি লৌকিকশ্রোত্রিয়নিরহংকারাপেক্ষয়া যোহি পরমার্থনিরহংকার আত্মবিন্ন তস্য কামেপ্সু ত্ববহুলায়াসকর্ত্তৃত্বপ্রাপ্তিরস্তি সাত্ত্বিকস্যাপি কর্ম্মণোঽনাত্মবিৎ সাহংকারঃ কর্ত্তা কিমুত রাজসতামসয়োর্লোকেহনাত্মবিদপি শ্রোত্রিয়ো নিরহঙ্কারঃ উচ্যতে নিরহংকারোযোঽয়ং ব্রাহ্মণইতি তস্মাত্তদপেক্ষয়ৈব সাহংকারেণ বেত্যুক্তং পুনঃশব্দঃ পাদপূরণার্থঃ ক্রিয়তে বহুলায়াসং কর্ম্ম মহতায়াসেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতং ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসং কর্ম্মাহ যত্ত্বিতি। যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে তচ্চ পুনর্ব্বহুলায়াসমতি ক্লেশযুক্তং তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতং ॥ ২৪ ॥

সকাম বা অহংকার যুক্ত ব্যক্তি যে কৃচ্ছ্র সাধ্য কাম্য কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করেন, সেই কাম্য কর্ম্ম সমূহ রাজস ॥ ২৪ ॥

গীঃ সঃ। স্বর্গাদিফল লাভ যাঁহার হৃদয়ের লক্ষ্য, তিনিই কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। নিত্য কর্ম্ম না করিলে যেমন প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়, কাম্যকর্ম্ম না করিলে কামনার অসিদ্ধি ব্যতীত মনুষ্যকে

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং। ২৪ ॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।

সেরূপ কোন প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয় না। কারণ কাম্য কর্ম্মের নিত্যতা নাই, কেননা কামনা সিদ্ধ হইলে তাহা আর অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয় না। কাম্য কর্ম্ম সাধন করিবার সময় যদি তাহার কোন একটী অঙ্গের হানি হয় তাহা হইলেই অনুষ্ঠাতা তজ্জনিত ফলে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সাঙ্গোপাঙ্গ সকাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান কালে কর্ম্মীকে যথেষ্ট ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। রাজস কর্ম্মের মূল অভিমান ও কামনা ॥২৪

শাঙ্করভাষ্যং। অনুবন্ধমিতি। অনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি যদ্বস্তু সোঽনুবন্ধ উচ্যতে তঞ্চানুবন্ধং ক্ষয়ং যস্মিন কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে শক্তিক্ষয়োঽর্থক্ষয়োবা স্যাত্তং ক্ষয়ং হিংসাং প্রাণিপীড়াঞ্চানপেক্ষ্য চ পৌরুষং পুরুষকারং শক্তোমীদং কর্ম্ম সমাপয়িতুমিত্যেবমাত্মসামর্থ্যং ইত্যেতান্যনুবন্ধাদীন্যনপেক্ষ্য পৌরুষান্তানি মোহাদবিবেকত আরভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসং তমোনির্ব্বৃত্তমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তামসং কর্ম্মাহ অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যতইত্যনুবন্ধং পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং ক্ষয়ং বিত্তক্ষয়ং হিংসাং পরপীড়াং পৌরুষঞ্চ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্যাপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্মারভ্যতে তত্তামসমুদাহৃতং॥ ২৫ ॥

ভাবী অশুভ, ক্ষয়, হিংসা, পৌরুষ আদি বিচার না করিয়া অবিবেক বশতঃ যে কর্ম্মের আরম্ভ করা হয় তাহা তামস ॥ ২৫ ॥

গীঃ সঃ। এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভবিষ্যতে কি কি হানি হইবে, ইহা সাধন কালে শরীরের কত ক্লেশ, ধন বা সেনাদির কত ক্ষয় হইবে, তাহা বিবেচনা না করিয়া কেবল কতকগুলি জীবহিংসা করতঃ, নিজ সামর্থ্যের দিকে না তাকাইয়া দুর্য্যোধনের কুরুক্ষেত্র মহা-

মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

রণে প্রবৃত্ত হওয়ার ন্যায় যে কার্য্যের প্রারম্ভ করা হয়, তাহা তামস॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। মুক্তেতি। মুক্তসঙ্গামুক্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্গোযেন স মুক্তসঙ্গোঽনহম্বাদী নাহং বদনশীলো। ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতোধৃতির্দ্ধারণমুৎসাহমুদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তোধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণঃ ফলসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ কেবলং শাস্ত্র প্রমাণ প্রযুক্তফলরাগাদিনা যুক্তো। যঃ স নির্ব্বিকারউচ্যতে এবম্ভূতঃ কর্ত্তা যঃ সসাত্ত্বিকউচ্যতে ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ মুক্তসঙ্গইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিরহিতঃ ধৃতির্ধৈর্য্যং উৎসাহউদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারোহর্ষবিষাদশূন্যঃ সএবং ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকউচ্যতে ॥ ২৬ ॥

ফল কামনা বর্জ্জিত, অনহংবাদী, ধৃতি ও উৎসাহ যুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার চিত্ত, এই রূপ কর্ত্তাই সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

গীঃ সঃ। ত্রিবিধ কর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে ভগবান্ ত্রিবিধ কর্ত্তা নিরূপণ করিতেছেন। যিনি মুক্তসঙ্গ বা ফলত্যাগী, "আমি কর্ত্তা," "আমি ভোক্তা" বলিয়া যাঁহার অভিমান নাই, যিনি গুণবান্ হইয়াও গুণের অহংকার করেন না, যিনি বিঘ্ন আদি প্রস্তু হইয়াও তাহাতে উদ্বিগ্ন হয়েন না এবং "এই কর্ম্ম অবশ্যই সাধন করিব" এই রূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি, কার্য্য আরম্ভ করিয়া সুফলই হউক বা কুফলই হউক, তাহাতে যাঁহার মন হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হয় না, যিনি কেবল শাস্ত্র অনুসারে কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম সাধন করিয়া যান, শাস্ত্রে সেই কর্ত্তাই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিত ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। রাগীতি। রাগী রাগোহস্যাস্তীতি রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলার্থলব্ধঃ পরদ্রব্যেষু সঞ্জাততৃষ্ণঃ তীর্থাদৌ চ স্বদ্রব্যাপরিত্যাগী হিংসাত্মকঃ পরপীড়কস্বভাবঃ অশুচির্ব্বাহ্যান্তঃশৌচবর্জ্জিতো হর্ষশোকান্বিতঃ ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষোনিষ্টপ্রাপ্তাবিষ্টবিয়োগেচ শোকস্তাভ্যাং হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ তস্যৈব চ কর্ম্মণঃ সম্পত্তিবিপত্ত্যোর্হর্ষশোকৌ স্যাতাং তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তোয়ং কর্ত্তা স রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসং কর্ত্তারমাহ রাগীতি। রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলকামী লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী, কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধচিত্ত, হিংসাপরায়ণ অশুচি, হর্ষ-শোকযুক্ত, সেই কর্ত্তা রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

গীঃ সঃ। পুত্র পরিবারাদির স্নেহে ও নানা বিষয় ভোগে যাহার ইচ্ছা, পরধন হরণে যাহার প্রবৃত্তি এবং ধন থাকিতেও যে ব্যয়কুণ্ঠ, নিজ লাভের জন্য যে অন্যের হানি করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত শৌচাচার বর্জ্জিত এবং যে ব্যক্তি কার্য্য সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট এবং অসিদ্ধ হইলে দুঃখিত হয়, সেই কর্ত্তা রাজস ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অযুক্তইতি। অযুক্তোহসমাহিতঃ প্রাকৃতোহত্যন্তাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ প্রকৃতিপরবশো বালিশঃ স্তব্ধো দণ্ডবৎ ন নমতি কস্মৈচিচ্ছঠঃ মায়াবী শক্তিগূহনকারী মায়াবী নৈষ্কৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ অলসোহপ্রবৃত্তিশীলঃ কর্ত্তব্যেষ্বপি বিষাদী সর্ব্বদা অবসন্নস্বভাবঃ দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তব্যানাং দীর্ঘপ্রসারণঃ সর্ব্বদা মন্দস্বভাবঃ যদ্য শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন করোতি যশ্চৈবম্ভূতঃ স কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তামসং কর্ত্তারমাহ অযুক্তইতি। অযুক্তোঽনবহিতঃ প্রাকৃতোবিবেকশূন্যঃ স্তব্ধোঽনম্রঃ শঠঃ শক্তিগূহনকারী নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী অলসোঽনুদ্যমশীলঃ বিষাদী শোকশীলঃ যদদ্য শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ স দীর্ঘসূত্রী এবংভূতঃ কর্ত্তা তামসঃ। কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যোনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং কর্ম্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং জ্ঞাতব্যং বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন চ করণস্যাপ্যুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

আর যে ব্যক্তি অসাবধান, বিবেকশূন্য, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, শাস্ত্রে সেই ব্যক্তি তামস কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

গীঃ সঃ। যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্তি প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে সতর্ক থাকিতে পারেনা, যে ব্যক্তি শাস্ত্রসংস্কার বর্জ্জিত, যে ব্যক্তি গুরু বা দেবতাদির সম্মুখে নম্র ভাব ধারণ না করে, যে ব্যক্তি নিজ মনের ভাব গোপন করিয়া অন্যকে প্রবঞ্চনা করে, "ইহা আমার পরমোপকারী, ইহা আমি পাইলে পরমোপকৃত হইব" এইরূপ বলিয়া স্বার্থসাধনার্থ যে ব্যক্তি অন্যের জীবিকাবৃত্তি ছেদন করে, যে ব্যক্তি অবশ্য কার্য্যও করিতে আলস্য করে, যাহার চিত্ত সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট বা অনুশোচনাযুক্ত, যে ব্যক্তি একটী সামান্য কার্য্য করিতেও শিথিল প্রযত্ন অথবা নানা চিন্তা করিতে থাকে, এইরূপ ব্যক্তি তামস কর্ত্তা বলিয়া কথিত হয় ॥২৮

শাঙ্করভাষ্যং। বুদ্ধের্ভেদমিতি। বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব ভেদং গুণতঃ সত্ত্বাদিগুণতঃ ত্রিবিধং শৃণু ইতি সূত্রোপন্যাসঃ প্রোচ্যমানং কথ্যমানমশেষেণ নিরবশেষতো যথাবৎ পৃথক্‌ত্বেন বিবেকতো ধনঞ্জয় দিগ্‌বিজয়ে মানুষং দৈবঞ্চ প্রভূতং ধনং জয়তে নাসৌ ধনঞ্জয়োঽর্জ্জুনঃ ॥ ২৯ ॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণপৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! সত্ত্বাদিগুণ ভেদে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন তিন প্রকার ভেদ আমি তোমাকে সমগ্র রূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

গীঃ সঃ। "জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ" ইত্যাদির প্রকার ভেদ বলা হইল একণে "মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ" বচনে যে বুদ্ধি ধৃতির সূচনা করিয়াছেন, ভগবান্ এক্ষণে তাহারই প্রকার ভেদ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যে বৃত্তি প্রভাবে বস্তু বিষয়াদি নিশ্চয় হয়, তাহার নাম বুদ্ধি; ধৃতি বুদ্ধিরই বৃত্তি বিশেষ। সত্ত্বাদিগুণ ভেদে তাহার লক্ষণ কি রূপ হয়, তাহাই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনকে অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন। কি গ্রাহ্য ও কি অগ্রাহ্য, ভগবান্ স্বয়ংই বিবৃতরূপে ব্যাখ্যান করিতেছেন। এখানে বুদ্ধি ও ধৃতি, জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া শক্তির প্রতি লক্ষিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। প্রবৃত্তিঞ্চেতি। প্রবৃত্তিঞ্চ প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং বন্ধহেতুঃ কর্ম্মমার্গঃ নিবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তির্মোক্ষহেতুঃ সন্ন্যাসমার্গঃ বন্ধমোক্ষ-সমানবাক্যত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তী কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গাবিত্যবগম্যতে অথবা কার্য্যাকার্য্যে বিহিতপ্রতিষিদ্ধে লৌকিকে বা শাস্ত্রবুদ্ধের্বা কর্ত্তব্যাক-র্ত্তব্যে করণাকরণে ইতোহতৎ কস্ত দেশকালাদ্যপেক্ষয়া বিজানাতি দৃষ্টা-দৃষ্টার্থানাং কর্ম্মণাং ভয়াভয়ে বিভেত্যস্মাদিতি ভয়ন্তদ্বিপরীতমভয়ং ভয়া-ভয়ঞ্চ ভয়াভয়ে দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্ভয়াভয়য়োঃ কারণে ইত্যর্থঃ বন্ধং সহেতুকং মোক্ষঞ্চ সহেতুকং যা বেত্তি বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী তত্র জ্ঞানং বুদ্ধের্বৃত্তির্বুদ্ধিস্তু বৃত্তিমতী ধৃতিরপি বৃত্তিবিশেষএব বুদ্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০

প্রবৃত্তিং ধর্ম্মং নিবৃত্তিমধর্ম্মং যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যমকার্য্যঞ্চ ভয়াভয়ে কার্য্যাকার্য নিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ॥ ৩০॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি॥ ৩০॥

গীঃ সঃ। প্রবৃত্তি মার্গ কর্ম্মকাণ্ড ও নিবৃত্তি মার্গই সন্ন্যাস ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি মার্গের কর্ম্মের নাম কার্য্য এবং নিবৃত্তি মার্গে থাকিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা অকার্য। প্রবৃত্তি মার্গে স্থিতি জন্য গর্ব্ভবাসাদি যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার নাম ভয় এবং নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন জন্য সদ্দুঃখনিবৃত্তির নাম অভয়। প্রবৃত্তি মার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃত কর্ত্তৃত্বাভিমানাদির নাম বন্ধন এবং নিবৃত্তি মার্গে তত্ত্বজ্ঞানকৃত অজ্ঞানতিরোভাবের নাম মোক্ষ। যে বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয়রূপে এই সকল বিষয় বিদিত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি॥ ৩০॥

শাঙ্করভাষ্যং। যয়েতি। যয়া ধর্ম্মং শাস্ত্রচোদিতং অধর্ম্মঞ্চ প্রতিষিদ্ধং কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ পূর্ব্বোক্তে এব কার্য্যাকার্য্যে অযথাবন্ন যথাবৎ সর্ব্বতো নির্ণয়েন ন প্রজানাতি যা বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসীং বুদ্ধিমাহ যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৩১॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য অযথাবিধ অর্থাৎ সন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারা যায় সে বুদ্ধি রাজসী॥ ৩১॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১॥

গীঃ সঃ। শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের নাম ধর্ম্ম এবং তন্নিষিদ্ধ কর্ম্মের নাম অধর্ম্ম। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়েরই ফল অদৃষ্ট এবং কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ের ফল দৃষ্ট। রাজসী বুদ্ধি দ্বারা অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট কোন ফলই ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না ; এই বুদ্ধির অস্পষ্ট আলোকে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়না ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অধর্ম্মমিতি। অধর্ম্মং প্রতিষিদ্ধং ধর্ম্মং বিহিতমিতি যা মন্যতে জানাতি তমসাবৃতা সতী সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বানেব জ্ঞেয়পদার্থান্বিপরীতানেব জানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তামসীং বুদ্ধিমাহ অধর্ম্মমিতি। বিপরীত গ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানন্তত্বৃত্তিং ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব। যদ্বা, অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মিণোবুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুত্বেপি ধর্ম্মাধর্ম্মভয়াভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তং উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যাসাং ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অন্ধকারাবৃত হইয়া ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং সকল প্রকার বিষয়কেই বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, সে বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২ ॥

গীঃ সঃ। তমোরূপ মহান্ দোষ, বিশেষদর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। বুদ্ধি যখন এই দোষে অভিভূত হয়, তখন ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি জন্মে অর্থাৎ অদৃষ্ট ফল লাভের জন্য চিত্ত অগ্রসর হয় না। যে সকল কার্য্য বস্তুতঃ সুখপ্রদ, তাহা দুঃখদায়ক বলিয়া এবং যাহা দুঃখপ্রদ তাহাকে সুখদায়ক বলিয়া বোধ হয়। এই তামসী বুদ্ধি প্রভাবে লোকসকল তত্ত্বজ্ঞ ঋষি, মুনি, যোগীকে হেয় ও অসভ্য বলিয়া এবং বিষয়াসক্ত মহাস্বার্থপর শিল্পচতুর ব্যক্তিগণকে উচ্চশিক্ষিত ও

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।

সুসত্য বলিয়া মনে করে। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই যাগ যজ্ঞ, তীর্থাটন, দেবার্চ্চনাদিকে কুসংস্কার বলিয়া এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক অশাস্ত্রীয় স্বেচ্ছাচারকে মার্জ্জিত সংস্কার বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই তামসী বুদ্ধি প্রভাবেই সদ্ধর্ম্মমূলক সদাচার, সদাহার ও সদ্ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং অনার্য্য ও কদর্য্য আচার আহারাদি করাকে লোকে নিজ নিজ পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকে। বলিতে কি মনুষ্য তামসী বুদ্ধি প্রভাবেই নিজ পরম শ্রেয়ঃ সাধনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনি আপনাকে বিনষ্ট করিতে থাকে॥ ৩২॥

শাঙ্করভাষ্যং। ধৃত্যেতি। ধৃত্যা যয়াঽব্যভিচারিণ্যেতি ব্যবহিতে সম্বন্ধঃ, ধারয়তে কিং মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ মনশ্চ প্রাণাশ্চেন্দ্রিয়াণি তেষাং ক্রিয়াশ্চেষ্টাস্তাউচ্ছাস্ত্রমার্গপ্রবৃত্তের্ধারয়তি ধৃত্যাহি ধার্য্যমাণানুচ্ছাস্ত্রমার্গবিষয়াভবন্তি। যোগেনেতি যোগেন সমাধানেনাব্যভিচারিণ্যা নিত্যসমাধানানুগতয়েত্যর্থঃ এতদুক্তং ভবত্যাব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধার্য্যমাণা যোগেন ধারয়তীতি যৈব লক্ষণা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্রেণ হেতুনাঽব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিয়চ্ছতি সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩॥

হে পার্থ! যে ধৃতি অব্যভিচারিণী যোগের দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শক্তিকে নিরোধ করে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি॥ ৩৩॥

গীঃ সঃ। যে ধৃতি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে শাস্ত্রনিবিদ্ধ মার্গে

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥

বিচরণ করিতে দেয় না, অর্থাৎ বৈধ বিষয়েই তাহাদের কার্য্যচেষ্টা আবদ্ধ বা সমাহিত রাখে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যয়েতি। যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধর্ম্মশ্চ কামশ্চার্থশ্চ তে ধর্ম্মকামার্থাঃ তান্। ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনসি নিত্যকর্ত্তব্যরূপানেব ধারয়তে হে অর্জ্জুন! প্রসঙ্গেন যস্য যস্য ধর্ম্মাদে-র্ধারণপ্রসঙ্গস্তেন তেন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি যঃ পুরুষঃ তস্য ধৃতির্যা সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসীং ধৃতিমাহ যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি তৎপ্রসঙ্গেন তৎফলা-কাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

কর্ত্তৃত্বাদিতে অভিনিবেশ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪ ॥

গীঃ সঃ। যে ধৃতি, ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্তির অনুকূল তাহাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রাজসী ধৃতি মনুষ্যকে মুক্তির জন্য ধর্ম্মাদিতে আরূঢ় না রাখিয়া স্বর্গাদি ফল লাভের জন্যই তত্তাবৎ সাধনের আনুকূল্য করে। যজ্ঞাদি কর্ম্মজনিত পুণ্য রূপ অপূর্ব্বের নাম ধর্ম্ম, বিষয় জনিত সুখের নাম কাম এবং ধনাদি পদার্থের নাম অর্থ। রাজসী বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিগণ ফলাভিলাষী হইয়াই এই ত্রিবর্গসাধনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যয়েতি। যয়া স্বপ্নং নিদ্রাং ভয়ং ত্রাসং শোকং সন্তাপং বিষাদমবসাদং বিষণ্ণবদনতাং মদং বিষয়সেবাং আত্মনো বহুমন্যমানো-মত্তইব মদমেব চ মনসি নিত্যমেব কর্ত্তব্যরূপতয়া কুর্ব্বন্ বিমুঞ্চতি

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

ধারয়ত্যেব দুর্ম্মেধাঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুষোযুক্তস্ত ধৃতির্যা সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তামসীং ধৃতিমাহ যয়েতি । দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্ম্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি পুনঃ পুনরাবর্ত্তয়তি স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫ ॥

দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতির সাহায্যে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ কদাচ পরিত্যাগ করে না, তাহার নাম তামসী ধৃতি ॥ ৩৫ ॥

গীঃ সঃ। এখানে নিদ্রাই স্বপ্নরূপে কথিত হইয়াছে। যে ধৃতি এই রূপ স্বপ্ন, প্রতিকূলবস্তু দর্শন-জনিত ত্রাস, ইষ্টবস্তুর বিয়োগ জনিত শোক, মনোবৈকল্যরূপ বিষাদ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়-সেবন-তৎপরতা রূপ মদ বৃত্তিকে বিদূরিত করিতে দেয় না, অথবা যে ধৃতি প্রভাবে এই সমস্ত বৃত্তিই উত্তম বলিয়া নিশ্চয় হয়, তাহা তামসী ধৃতি ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। গুণভেদেন ক্রিয়াণাং কারকাণাঞ্চ ত্রিধা ভেদ উক্তোঽথেদানীং ফলস্য সুখস্য ত্রিবিধোভেদ উচ্যতে সুখমিতি। সুখন্ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু সমাধানং কুর্ব্বিত্যেতন্মে মম ভরতর্ষভ অভ্যাসাৎ পরিচয়াদাবৃত্তেঃ রমতে রতিং প্রতিপদ্যতে যত্র যস্মিন্ সুখানুভবে দুঃখান্তঞ্চ দুঃখাবসানং দুঃখোপশমঞ্চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ইদানীং সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে সুখমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

হে ভরতর্ষভ! অভ্যাসবশতঃ যে সুখে আসক্তি বৃদ্ধি হয়, যে সুখ প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবসান হয়, আমি সেই সুখের ত্রিবিধ প্রকার ভেদ কহিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

গীঃ সঃ। ক্রিয়া ও কর্ত্তার প্রকার ভেদ সমস্ত কথিত হইল, এক্ষণে সেই ক্রিয়া ও কর্ত্তাজনিত সুখরূপ ফলের সত্ত্বাদি গুণ ভেদে ভগবান্ তিন প্রকার ভেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোন্ সুখ গ্রাহ্য ও কোন্ সুখ পরিত্যজ্য, তাহাই বুঝিবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে সাবধান করিলেন। "অভ্যাসাদ্রমতে যত্র" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে সাত্ত্বিক সুখের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যম নিয়মাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া অভ্যাস যোগে অধিকারী ব্যক্তি এই সমাধি সুখে রমণ করিয়া অর্থাৎ অনুভব পূর্ব্বক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়সুখের ন্যায় ইহাতে আশু তৃপ্তি হয় না, বিষয় সুখের অবসান হইলেই আবার দুঃখ উদয় হয়, কিন্তু এ সুখের শেষ ভাগে দুঃখোদয়ের আশঙ্কা নাই, কেবল অনন্ত সুখের ধারা বহিয়া গিয়াছে ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদিতি। যৎ সুখমগ্রে পূর্ব্বং প্রথমসন্নিপাতে জ্ঞানবৈরাগ্যধ্যানসমাধ্যারম্ভেঽত্যন্তায়াসপূর্ব্বকত্বাদ্বিষমিব দুঃখাত্মকং ভবতি পরিণামে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিপরিপাকজং সুখমমৃতোপমন্তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিরাত্মনোবুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিরাত্মবুদ্ধেঃ প্রসাদো নৈর্ম্মল্যং সলিলবৎ স্বচ্ছতা ততোজাতমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজমাত্মবিষয়া বাত্মাবলম্বনং বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তৎ প্রসাদে প্রকর্ষাদ্বা জাতমিত্যেতত্তস্মাৎ সাত্ত্বিকং তস্মৃতং ॥৩৭॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদ্রমতে নতু বিষয়সুখইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং যচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কীদৃশং যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্দুঃখাবহমিব ভবতি পরিণামে অমৃতসদৃশং আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদো-রজস্তমোময়ত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততোজাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

যে সুখ প্রথমতঃ বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃততুল্য বোধ হয় এবং যে সুখ যাঁরা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

প্রসন্নতা জন্মে, যোগী পুরুষগণ তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

গীঃ সঃ। সাত্ত্বিক সুখ জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ধ্যান সমাধি আদি দ্বারা সাধিত হয়। জ্ঞানাদি সাধন করিতে মনুষ্যের প্রথম বড় ক্লেশ বোধ হয়, কেননা উহা মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, কিন্তু এতাবৎ বিধি পূর্ব্বক সিদ্ধ হইলে পরিণামে পরমানন্দ দায়ক বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা-লস্যাদি দোষ বর্জ্জিত হইয়া স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক সংস্থিতির নাম আত্ম-বুদ্ধি-প্রসাদ। সাত্ত্বিক সুখ এই আত্মজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত। অনাত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে যে সমাধি সুখের উদয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ॥৩৭

শাঙ্করভাষ্যং। বিষয়েতি। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যৎসুখং জায়তে প্রথমং প্রথমক্ষণেঽমৃতোপমমমৃতসমং পরিণামে বিষমিব বলবীর্য্যরূপ প্রজ্ঞামেধাধনোৎসাহহানিহেতুত্বাদধর্ম্ম তজ্জনিতনরকাদিহেতুত্বাচ্চ পরি-ণামে তদুপভোগবিপরিণামান্তে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতং ॥ ৩৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা। রাজসং সুখমাহ বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখং অমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং পরিণামে চ বিষতুল্যং ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎসুখং রাজসং স্মৃতং ॥ ৩৮ ॥

বিষয়-ইন্দ্রিয় সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয় এবং যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ ॥ ৩৮ ॥

গীঃ সঃ। শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বশতঃ যে সুখের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ সুস্বরশ্রবণে, সুরূপ দর্শনে, সুমধুর আস্বাদনে, সুগন্ধ আঘ্রাণে, সুকোমল স্পর্শে বা স্ত্রী সঙ্গমাদিতে যে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা রাজস সুখ। এই সুখ লাভে মন-ইন্দ্রিয়াদি সংযত

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্‌।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং ॥৩৮॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ ॥

করিতে হয় না বলিয়া প্রথমতঃ পরম সুখকর এবং এই সুখের বিচ্ছেদ-কালে ভোক্তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বহুল দুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিয়া পরিণামে উহা বিষবৎ বোধ হইয়া থাকে। ঈদৃশ বৈষয়িক সুখকে সাধুগণ রাজস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন॥ ৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যং। যদগ্রে চেতি। যদগ্রে চানুবন্ধে চাবসানোত্তরকালে চ সুখং মোহকরমাত্মনোনিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং নিদ্রা চালস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ তেভ্যঃ সমুত্তিষ্ঠতীতি নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থস্তত্তামসমুদাহৃতং॥ ৩৮॥

স্বামিকৃত টীকা। তামসং সুখমাহ যদিতি। অগ্রে চ প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনোমোহকরং তদেবাহ নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যাবধারণরাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যমেতেভ্য-উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতং॥ ৩৯॥

যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহমুগ্ধ করে ও নিদ্রা আলস্যাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামস সুখ॥ ৩৯॥

গীঃ সঃ। যে সুখ আত্মজ্ঞান হইতে বা বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কেবল তন্দ্রা, আলস্য, প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, সাধুগণের মতে তাহাই তামস সুখ॥ ৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যং। অথেদানীং প্রকরণোপসংহারার্থঃ শ্লোক আরভ্যতে নেতি। ন তদস্তি তন্নাস্তি পৃথিব্যাং বা মনুষ্যাদি সত্বং প্রাণিজাতমন্যা-বাৎ প্রাণিজাতং দিবি দেবেষু বা পুনঃ সত্বং প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতোজাতৈ-রেভিস্ত্রিভিগুণৈঃ সত্বাদিভির্মুক্তং পরিত্যক্তং যৎ স্যাত্তবেন্ন তদস্তীতি

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः॥४०

পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। সর্ব্বঃ সংসারঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকোঽবিদ্যাপরিকল্পিতঃ সমূলোঽনর্থ উক্তঃ বৃক্ষরূপকপরিকল্পনতয়া চোর্দ্ধ্বমূলমিত্যাদিনা তঞ্চাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততঃ পদন্তৎ পরিমার্গিতব্যমিতি চোক্তং তত্র চ সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ সংসারকারণনিবৃত্ত্যনুপপত্তৌ প্রাপ্তায়াং যথা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাত্তথা বক্তব্যং সর্ব্বশ্চ গীতাশাস্ত্রার্থউপসংহর্ত্তব্য এতাবানেব চ সর্ব্বোবেদঃ স্মৃত্যার্থশ্চ॥ ৪০॥

স্বামিকৃত টীকা। অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন তদিতি ত্রিভিঃ। এভিঃ প্রকৃতিসংভবৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতং অন্যদ্বা যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু চ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৪০॥

পৃথিবীতে বা স্বর্গে অথবা দেবতা দিগের মধ্যে প্রকৃতি জাত এমন কোন পদার্থই নাই যাহাতে এই তিন গুণ নাই॥ ৪০॥

গীঃ সঃ। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির বৈষম্য হইলেই গুণত্রয়ের স্ফুরণ হয়। প্রকৃতি শব্দে কেহ কেহ মায়া বা জন্মান্তরীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম জনিত সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি যে অর্থেই গ্রহণ করুন না কেন, পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই ত্রিগুণময় পাশ রূপ বন্ধন এড়াইতে পারেনা। তৃণ হইতে ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ রজ্জুতে গ্রথিত রহিয়াছে॥ ৪০॥

শাঙ্করভাষ্যং। পুরুষার্থসিদ্ধিরিষ্টতৈরইতোবনর্থং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামিত্যাদিরারভ্যতে ব্রাহ্মণেতি। ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশশ্চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ শূদ্রাণামসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদেঽনধিকারাৎ হে পরন্তপ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানীতরেতরবিভাগেন ব্যবস্থাপিতানি, কেন স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ স্বভাব

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং—

ঈশ্বরস্ত প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সা প্রভবোযেষাং গুণানাং তৈ স্বভাবপ্রভবৈস্তৈঃ শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি ব্রাহ্মণাদীনামথ বা ব্রাহ্মণস্বভাবস্ত সত্ত্বগুণপ্রভবঃ কারণং তথা ক্ষত্রিয়স্বভাবস্ত সত্ত্বোপসর্জনং রজঃ প্রভবঃ বৈশ্যস্বভাবস্ত তমউপসর্জনং রজঃ প্রভবঃ শূদ্রস্বভাবস্ত রজউপসর্জনং তমঃপ্রভবঃ প্রশান্ত্যৈশ্বর্য্যেহামূঢ়স্বভাবদর্শনাচ্চতুর্ণাং। অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্ত্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ স প্রভবোযেষাং গুণানাস্তে স্বভাবপ্রভবা গুণাঃ গুণপ্রাদুর্ভাবস্ত নিষ্কারণত্বানুপপত্তেঃ স্বভাবঃ কারণমিতি কারণবিশেষোপাদানং এবং স্বভাবপ্রভবৈঃ প্রকৃতিপ্রভবৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ স্বকার্য্যানুরূপেণ শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি, নন্নু শাস্ত্রপ্রবিভক্তানি শাস্ত্রেণ বিহিতানি ব্রাহ্মণাদীনাং শমাদীনি কর্ম্মাণি কথমুচ্যতে সত্ত্বাদিগুণপ্রবিভক্তানীতি নৈষ দোষঃ শাস্ত্রেণাপি ব্রাহ্মণাদীনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষাপেক্ষয়ৈব শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি ন গুণাননপেক্ষয়েতি শাস্ত্রপ্রবিভক্তান্যপি কর্ম্মাণি গুণপ্রবিভক্তানীত্যুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নন্নু যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব তর্হি কথমস্ত মোক্ষইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারেণ বিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎ প্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য দর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে পরন্তপ হে শত্রুতাপন ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি, শূদ্রাণাং অসমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ, বিভাগোপলক্ষণমাহ স্বভাবঃ সাত্ত্বিকরাজসাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥৪১॥

হে পরন্তপ! স্বভাবজ গুণানুসারেই ব্রাহ্মণ,

শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে॥ ৪১॥

গীঃ সঃ। ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়া, কর্ত্তা ও ফল রূপ সংসার মিথ্যা জ্ঞানকল্পিত অনর্থরূপ বলিয়া যে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, ভগবান্ এই থানে তাহার উপসংহার করিতেছেন। আর পঞ্চদশ অধ্যায়ে অনর্থরূপ সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া বিষয় বৈরাগ্যরূপ "অসঙ্গ" শস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যদি সমস্ত সংসারই ত্রিগুণাত্মক হইল, তাহা হইলে সংসার রূপ বৃক্ষের কিরূপে উচ্ছেদ হইবে; বিশেষতঃ অসঙ্গ রূপ শস্ত্র পরম দুর্ল্লভ। বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে পর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবকে এই অসঙ্গ রূপ শস্ত্রের অধিকারী করেন। বেদে এই পরম পুরুষার্থপ্রদ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অত্যাবশ্যকতা দেখাইয়া ভগবান্ গীতার উপসংহার করিবার জন্য এই উত্তর প্রকরণ আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুন অন্তরের ও বাহিরের শত্রু সকলের সন্তাপদাতা বলিয়া, ভগবান্ তাঁহাকে পরন্তপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং" এই তিন পদের একত্র সমাস করিয়া তিন বর্ণের দ্বিজত্ব, বেদাধ্যয়নে ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অধিকার প্রদর্শন করা হইয়াছে। "শূদ্রানাং" বচনে শূদ্রের পৃথক্ বর্ণত্ব, একজাতিত্ব ও দ্বিজসেবাদি ধর্ম্ম উপলক্ষিত হইয়াছে। এক ঈশ্বর সকলকে এক প্রকার সৃষ্টি না করিয়া কেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ করিলেন, এবং কেনই বা তাহাদের জন্য ভিন্ন ২ কর্ম্মের বিধান করিলেন, অর্জ্জুনের এই সংশয় অপনোদনার্থ ভগবান্ বলিলেন "স্বভাব প্রভবৈ গুণৈঃ"। উহাতে পরমেশ্বরের বা ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির কোন গুণ বা দোষ নাই, প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণস্বভাব প্রযুক্তই ভিন্ন ২ বর্ণ ও তাহাদের ভিন্ন ২ কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণাধিক্য প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রশান্ত, সত্ত্বসংমিশ্রিত রজোগুণাধিক্য প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় প্রভুত্বযুক্ত, তমঃ সংযুক্ত রজোগুণাধিক্য প্রযুক্ত বৈশ্য কামনাশীল এবং রজঃসংমিশ্রিত তমোগুণাধিক্য প্রযুক্ত শূদ্র মূঢ়স্বভাব হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। গুণরাশির ক্রিয়া স্বভাবের তরঙ্গ মাত্র। জীবের অনাদি কাল-

গীঃ সঃ ।

সিদ্ধ সংস্কার বশতঃই এই রূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। এতদ্বর্ণচতুষ্টয় শাস্ত্রবিহিত স্বস্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন "দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যাদানং ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচন যাজন প্রতিগ্রহাঃ, পূর্ব্বেষু নিয়মস্তু রাজ্ঞোধিকং রক্ষণং সর্ব্বভূতানাং ন্যায়দণ্ডত্বং, বৈশ্যস্যাধিকং কৃষিবণিক্ পশুপাল্যং কুসীদঞ্চ, শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতিস্তস্যাপি সত্যমক্রোধঃ শৌচমাচমনার্থে পাণি পাদ প্রক্ষালণ মেবৈক শ্রাদ্ধ কর্ম্ম ভৃত্যভরণং স্বদারবৃত্তিঃ পরিচর্য্যোত্তরেষাং ইতি"। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও দান এই তিনটী দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম। বেদ অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণের জীবিকার্থ বিশেষ ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জীবিকার্থ এ কয়েকটী কার্য্য করিবেন না। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি তিন ধর্ম্ম, ও প্রাণীবর্গের রক্ষা এবং নীতি পূর্ব্বক দুষ্ট দিগের দণ্ড বিধান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি দ্বিজাতির সাধারণ ধর্ম্মত্রয়, কৃষি, বাণিজ্য, গবাদি পশু পালন, ধন বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ পূর্ব্বক কুসীদ গ্রহণ করা বৈশ্যের ধর্ম্ম। শূদ্র দ্বিজাতি না হইলেও সত্য, অক্রোধ, শৌচ, আচমনার্থ পাণি পাদ প্রক্ষালণ, পিতৃ পিতামহাদির শ্রাদ্ধ, ভৃত্যাদিগের ভরণ পোষণ, স্বদার বৃত্তি ও দ্বিজাতিগণের সেবা ইত্যাদি শূদ্রের ধর্ম্ম। সত্বাদি গুণ ভেদে এই রূপ বর্ণভেদ ও বর্ণধর্ম্ম বেদে কথিত হইয়াছে।

যেমন মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ গণ আবার দশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা অত্রি সংহিতা—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ" ॥

স্ব স্ব গুণক্রিয়ানুসারে ব্রাহ্মণ গণ, দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ, চাণ্ডাল, এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনং।
অতিথিং বৈশ্যদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রসারার্থ গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি

গীঃ সঃ।

সন্ধ্যায় উপাসনা ও স্নান, প্রণব ও গায়ত্র্যাদির অর্থ ভাবনা, হোম, দেবতাপূজন, অতিথিসৎকার ও বিশ্বদেবকৃত্যাদি অহরহঃ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "দেব ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ প্রথমবচনোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া বিশেষতঃ শাক, পত্র, ফল, মূলাদি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন এবং অহরহঃ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাকে "মুনি ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥

যিনি প্রথমোক্ত "দেবব্রাহ্মণের" লক্ষণ যুক্ত হইয়া, স্বর্গাদিরূপ কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা শূন্য অথচ মোক্ষ কামনায় আত্মতত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক বেদান্তাধ্যয়ন ও সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্র দ্বারা তাহার বিচারণা করেন, তিনি "দ্বিজ ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত হয়েন।

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত অধ্যয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ অর্থাৎ যিনি রণক্ষেত্রে ধনুর্দ্ধারী হইয়া আহত প্রত্যাহত হয়েন, বিপক্ষকে আঘাত করেন ও ক্ষত্রিয়জনোচিত ভোগের অভিলাষী, তাঁহাকে "ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥

যিনি বৈশ্যোচিত অধ্যয়ন ও কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ কৃষিকর্ম্মে রত থাকেন, গোপালক ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হয়েন, তাঁহাকে "বৈশ্য ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

লাক্ষালবণসম্মিশ্রং কুসুম্ভং ক্ষীরসর্পিষঃ।

গীঃ ভাঃ।

বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়নবান্ এবং লাক্ষালবণসম্মিশ্র বস্ত্র, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত মধু ও মাংসাদি বিক্রয় করে, তাহাকে "শূদ্র ব্রাহ্মণ" কহা যায়।

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন বিশিষ্ট হইয়া, চৌর, (বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক না হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায় বাহ্য ভাব প্রকাশ করতঃ সাধারণকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য বস্তু যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বা ভোগ করে) তস্কর, (পরস্বাপহারক, উৎকোচাদি গ্রহণ-তৎপর ও প্রবঞ্চক) সূচক, (পিশুনতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া ও পারুষ্যাদিযুক্ত) দংশক, (পরাপকারী) মৎস্য, মাংসে লোলুপ, তাহাকে "নিষাদ ব্রাহ্মণ" বলে।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া গর্ব্বিত, তিনি ঐ পাপদ্বারা পশু ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়েন।

বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রতত্ত্বার্থ বিহীন এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ অথচ পরকর্ত্তৃক পরোপকারার্থ প্রস্তুত বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম, জলাশয়াদির নিঃশঙ্কচিত্তে অবরোধ করে, তাহাকে "ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ" বলে।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ বেদোক্ত ক্রিয়াবিহীন এবং সর্ব্বপ্রকার বৈদিক ধর্ম্ম-

কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি—

বিবর্জ্জিত, শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ, শিশ্নোদরপরায়ণ ও নিষ্ঠুর, তাহাকে "চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ" কহা যায়।

প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে অনুলোম ও বিলোম ভেদে বিবাহ দুই প্রকার প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রবিহিত ও বিলোম বিবাহ অপ্রশস্ত। দ্বিজাতিগণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রশস্ত ছিল।

> বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
> অম্বষ্ঠ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবা॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রবিহিতা বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য), বিবাহিতা শূদ্রাতে নিষাদ (পারশব) জন্মিয়াছে।

> বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা হ্যম্বষ্ঠা মুনিসত্তম।
> ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ পরাশরঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম, ব্রাহ্মণ দিগের চিকিৎসার জন্য মুনিগণ ইহাঁদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

> বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।

অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের পুত্র, ইঁহাদের বেদ সংস্কারে জন্ম এই জন্য বৈদ্য কহে।

> ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্র বিশাবপি।
> অমী পঞ্চদ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥ হারীতঃ।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পাঁচ দ্বিজ শব্দ বাচ্য ইঁহাদের যথাপূর্ব্ব গৌরব জানিবে। (হারীতের মতে বৈদ্যগণ ক্ষত্রিয়াপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ)।

> সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
> শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ মনু।

কুল্লূক ভট্টাদি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণের ঔরসে

গীঃ সঃ ।

ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা জাতিজ পুত্র। অনন্তরজ (অর্থাৎ শাস্ত্র-বিহিত অনুলোম বিবাহ ক্রমে) ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে (মূর্দ্ধাভিষিক্ত), ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে (অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য), এই দুই পুত্র, এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে (মাহিষ্য) একপুত্র, এই ছয় পুত্র দ্বিজধর্ম্মা—উপনয়নাদি ধর্ম্মশীল।

ত্রিষু বর্ণাসু ভার্য্যাসু ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ। মহাভারত।

ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বিধিতা বিবাহিতা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহারাই ব্রাহ্মণ।

"অধীয়ীরং স্ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।

প্রব্রূয়াদ্ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ"। মনুঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক গৃহাশ্রমী পঞ্চ যজ্ঞাদি স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন রূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন। অধ্যাপনা রূপ ব্রহ্মযজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণেই (জীবিকার্থে) করিবেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়াদির অধিকার নাই। কিন্তু জীবিকার্থ ব্যতিরিক্ত বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপন ও ব্যাখ্যান করা অন্যান্য দ্বিজগণেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।

অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥ মনুঃ।

আপৎকাল উপস্থিত হইলে যোগ্য ব্রাহ্মণাভাবে ("অব্রাহ্মণের" নিকট) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের নিকট, যোগ্য ক্ষত্রিয়াভাবে যোগ্য বৈশ্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে। এরূপ পঠদ্দশায় গুরুর অনুগমনাদি শুশ্রূষা করিবে। এস্থলে কুল্লুকভট্ট ব্যাস বচন দ্বারা বলিয়াছেন যে বিপ্রগণ অনুগমনাদি দ্বারা মন্ত্রদাতা ক্ষত্রিয়াদি গুরু শুশ্রূষা করিবেন ; তাঁহার পাদ প্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি মাত্র করিবেন না।

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

স্ত্রিয়োরত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানিচ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ" ॥

অবর জাতির নিকট অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিকট শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভ বিদ্যা অর্থাৎ বেদাদি বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। এবং অন্ত্যজ শূদ্র চণ্ডালাদির নিকটেও পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে তাহাও গ্রহণ করিবেন। নীচ কুল (নীচজাতি নহে) হইতেও স্ত্রী রত্ন, অর্থাৎ রূপ গুণ শীলাদি যুক্তা স্ত্রীকেও গ্রহণ করিবে। অতএব উত্তমা স্ত্রীরত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, সৎকথা, বিবিধ শিল্প-কর্ম্মাদি সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা যায়। এতদনুসারে পাঞ্চাল-রাজ জৈবিলি প্রবাহনের নিকট শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক ঋষি পঞ্চাগ্নি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কয়েকবার বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ও শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, পাণ্ডব পিতামহ ভীষ্মের নিকট ঋষিগণ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন; সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছিলেন, সূত নৈমিষারণ্যে ঋষি প্রমুখ মহাত্মা শ্রোতৃবর্গের নিকট পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন। কাক, বক ভস্মকারী ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কানি পুনস্তানি কর্ম্মাণীত্যুচ্যতে শমইতি। শমো-দমশ্চ যথা ব্যাখ্যাতার্থৌ তপোযথোক্তং শারীরাদি শৌচং ব্যাখ্যাতং ক্ষান্তিঃ ক্ষমা আর্জ্জবং ঋজুতৈব চ জ্ঞানং বিজ্ঞানং আস্তিক্যং অস্তিভাবঃ শ্রদ্দধানতা পরমার্থেষু আগমার্থেষু ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণজাতেঃ কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম স্বাভাবজং যদুক্তং স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ প্রবিভক্তানীতি তদেবোক্তং স্বভাবজমিতি ॥ ৪২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ শমইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ দমোবাহেন্দ্রিয়োপরমঃ তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং ক্ষান্তিঃ ক্ষমা আর্জবমবক্রতা জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবঃ আস্তিক্যমস্তি পরলোকইতি নিশ্চয়ঃ এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নয়টী ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

গীঃ সঃ। শম=অন্তঃকরণ বৃত্তির নিগ্রহ, দম=শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, তপঃ=সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা, শৌচ=বিবেকাদির দ্বারা অন্তঃকরণের ও মৃজ্জলাদির দ্বারা বাহিরের শুদ্ধিকরণ, ক্ষমা=অনাদৃত বা তিরস্কৃত হইয়াও যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য ক্রোধাদিকে নিরোধ করিতে পারে, আর্জ্জব=কৌটিল্যহীনতা, জ্ঞান=ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ উপলব্ধি করিবার অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ, বিজ্ঞান=কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির সাধন-কৌশল এবং জ্ঞান কাণ্ডীয় ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব অনুভব করিবার শক্তি এবং আস্তিক্য=সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। যদি চ সাত্ত্বিকাবস্থায় এতন্নববিধ ধর্ম্ম চারি বর্ণেরই অনুষ্ঠেয়, তথাপি এগুলি ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্ম। কেননা এ গুলি না থাকিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বা সত্ত্বশুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মিত্র ও শত্রু উভয়কেই সমান ভাবে রক্ষা করা, অন্যের নিন্দা না করা, মাংস মদিরাদি সেবন পরিত্যাগ ও সজ্জন সমাগম রূপ শৌচ, মহাত্মাদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য্য সম্পাদন, অভ্যাগত ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান, সুখ দুঃখে সমভাব আদি উপাদেয় ধর্ম্ম গুলি সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। এগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং শূরস্য ভাবস্তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং ধৃতির্দ্ধারণং সর্ব্বাবস্থাস্বনবসাদোভবতি যয়া ধৃত্যোত্তম্ভিতস্য দাক্ষ্যং দক্ষস্য ভাবঃ সহসা প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষ্বব্যামোহেন প্রবৃত্তির্যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমপরাঙ্মুখীভাবঃ শত্রুভ্যঃ দানং দেয়েষু মুক্তহস্ততা ঈশ্বরভাবঃ ঈশ্বরস্য ভাবঃ প্রভুশক্তি প্রকটীকরণমীষিতব্যান্ প্রতি ক্ষাত্রং কর্ম্ম ক্ষত্রিয়জাতের্বিহিতং কর্ম্ম ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজং॥ ৪৩॥

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।

স্বামিকৃত টীকা। ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ তেজঃ প্রাগল্ভ্যং ধৃতির্ধৈর্য্যং দাক্ষ্যং কৌশলং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং অপরাঙ্মুখতা দানমৌদার্য্যং ঈশ্বরভাবোনিয়মনশক্তিঃ এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও প্রভুত্ব এই কএকটী ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ ধর্ম্ম ॥ ৪৩

গীঃ সঃ। বলবান্ ব্যক্তিকেও প্রহার করিবার প্রবৃত্তি রূপ পরাক্রম, শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত না হইবার তেজ, বিপদে পড়িলেও চিত্তের অবিচলিতাবস্থারূপ ধৃতি, শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য কৌশল নিরূপণে দক্ষতা, শত্রুশস্ত্রে বারম্বার আহত হইয়াও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা রূপ অপলায়ন, অসংকোচে সুবর্ণ, গো, গৃহ, অন্ন, ভূমি আদিতে মমত্ববুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে সমর্পণ রূপ দান, প্রজাপালনার্থ ভৃত্যাদির উপর প্রভুত্ব প্রয়োগ রূপ ঈশ্বর ভাব অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত দুরাত্মাদিগের দমন জন্য প্রভুত্ব প্রকাশ ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ॥ ৪৩

শাঙ্করভাষ্যং। কৃষীতি। কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং কৃষিশ্চ গোরক্ষ্যঞ্চ বাণিজ্যঞ্চ কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং কৃষির্ভূমের্বিলেখনং গাং রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্তাবোগোরক্ষ্যং পাশুপাল্যং বাণিজ্যং বণিক্কর্ম্ম ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণং বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ম্ম বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং পরিচর্য্যাত্মকং শুশ্রূষাস্বভাবং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং ॥ ৪৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণং গাং রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবোগোরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি এতদ্বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য বৈশ্যের এবং দ্বিজাতি-দিগের শুশ্রূষা শূদ্রের স্বভাবজ ধর্ম্ম ॥৪৪॥

গীঃ সঃ। ধান্য-যবাদি উৎপাদনার্থ ভূমিকর্ষণ, গোকুল বৃদ্ধিকরণ ও তাহাদিগের রক্ষণ অন্নাদি বিবিধ পদার্থ ক্রয় বিক্রয় ব্যাপার ও কুসীদ আদি গ্রহণ রূপ বাণিজ্য বৈশ্য দিগের স্বভাবজ ধর্ম্ম। এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করাই শূদ্রের স্বভাবজ ধর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। এতেষাং জাতিবিহিতানাং কর্ম্মণাং সম্যগনুষ্ঠিতানাং স্বর্গ প্রাপ্তিফলং স্বভাবতঃ বর্ণাশ্রমাদয়শ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফল-মনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতি কুলধর্ম্মায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো-জন্ম প্রতিপদ্যন্তে ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ পুরাণে চ বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ লোকফলভেদবিশেষস্মরণাৎ কারণান্তরাত্ত্বিদং বক্ষ্যমাণং ফলং শৃণু স্বে স্বে ইতি। স্বে স্বে যথোক্তলক্ষণভেদে কর্ম্মণ্যভিরতস্তৎপরঃ সংসিদ্ধিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে সতি কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সংসিদ্ধিং লভতে প্রাপ্নোতি নরোধিকৃতঃ পুরুষঃ কিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাদেব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং ন কথং তর্হি স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা যেন প্রকারেণ বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং ভূতস্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ স্বে স্বইতি। স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতোনরঃ সং-সিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে ॥ ৪৫ ॥

মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইলে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। স্বস্বকর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত থাকিলে কিরূপে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

গীঃ সঃ। দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। বর্ণাশ্রম বিহিত কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যার অনুশীলন করিবে। কর্ম্ম-

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫॥

বন্ধনের কারণ অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য কিরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইতে হয় না এবং এই কর্ম্মের দ্বারা কিরূপেই বা মুক্তি পদ লাভ হইয়া থাকে, ভগবান্ তাহাই অর্জ্জুনকে অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন।

বর্ণ ধর্ম্ম, আশ্রম ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, গৌণ ধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-ভেদে বেদোক্ত ধর্ম্ম পঞ্চবিধ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপনয়নাদি রূপ যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা বর্ণধর্ম্ম ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যাদিতে অবশ্য পালনীয় যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহাই আশ্রমধর্ম্ম ; এবং মৌঞ্জি, মেখলাদি বন্ধন রূপ যে ধর্ম্ম বর্ণ ও আশ্রম উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ; রাজ্যাভিষেকযুক্ত হইয়া প্রজাপালন ধর্ম্ম রূপ গুণাদিকে যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা গৌণ ধর্ম্ম ; পাপ নিবৃত্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত রূপ যে ধর্ম্ম কোন বিশেষ কারণ মাত্রকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। মহর্ষি হারীত আশ্রম-ধর্ম্ম, বিশেষ ধর্ম্ম, সমান ধর্ম্ম ও কৃৎস্ন ধর্ম্ম এই রূপ চারিভাগে ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্ণোচিত ধর্ম্ম, আশ্রমোচিত ধর্ম্ম বর্ণ ও আশ্রম উভয় উপযোগী ধর্ম্ম (অহিংসা, অপ্রমাদ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, অভ্যাগতসেবা, সত্য, অক্রোধ, স্বস্ত্রীসঙ্গতি, শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা ইত্যাদি), এবং আত্মজ্ঞান উৎপত্তির প্রতিবন্ধক রূপ প্রত্যবায় পরি-হারার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম হারীতের চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের লক্ষ্যস্থল। শ্রুতি স্মৃতি-বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সকলেরই পরম কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে, তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে নরকাদিতে গতি হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুচারু রূপে অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্যের চিত্ত শুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানা-ধিকার ও পরিশেষে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ এক্ষণে এতদ্বিষয়েরই সূচনা করিতেছেন॥ ৪৫॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত ইতি। যতো যস্মাৎ প্রবৃত্তিরুৎপত্তিশ্চেষ্টা বা যস্মাদন্তর্যামিণ ঈশ্বরাৎ ভূতানাং প্রাণিনাং স্যাৎ যেনেশ্বরেণ সর্ব্বমিদং

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

ততং জগদ্ব্যাপ্তং, স্বকর্ম্মণা পূর্ব্বোক্তেন প্রতিবর্ণন্তমীশ্বরমভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বারাধ্য কেবলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং বিন্দতি মানবো-মনুষ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কর্ম্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ স্বকর্ম্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতোযথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃণু, তমেবাহ যতইতি। যতোঽন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি যেনাত্মনা সর্ব্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং তমীশ্বরং স্বকর্ম্মণাঽভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ঈশ্বর আকাশাদি ভূত সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ঈশ্বর সচরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, মানব নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

গীঃ সঃ। মায়োপাধিক চৈতন্য আনন্দঘন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জগৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া জগতের উপাদান কারণ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বপ্নদর্শনের ন্যায় এই সৃষ্টি মায়াময়ী। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর সংরূপ ও স্ফুরণ রূপে ইহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর। যে ব্যক্তি নিজবর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের দ্বারা সেই সর্ব্বাধিষ্ঠান রূপ পুরুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকার রূপ অন্তঃকরণশুদ্ধি বা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যত এবমতঃ শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান প্রশস্যতরঃ স্বো-ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্ম বিগুণোঽপীত্যপিশব্দোদ্রষ্টব্যঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ স্বভাব-নিয়তং স্বভাবেন নিয়তং যদুক্তং স্বভাবজমিতি তদেবোক্তং স্বভাব-নিয়তমিতি যথা বিষজাতস্য ইব কৃমেঃ বিষং ন দোষকরং তথা স্বভাব-

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং পাপং স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো- বিষজাতইব কৃমিঃ কিল্বিষং নাপ্নোতীত্যুক্তং ॥ ৩৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ নচ বন্ধুবধাদি- যুক্তাদ্যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাদ্ভিক্ষাটনাদিপরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠইতি মন্তব্যং যতঃ স্বভা- বেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি৪৭

সম্যগ্ রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্ম অঙ্গ- হীন হইয়া অনুষ্ঠিত হইলেও শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বভাবজ কর্ম্ম সাধন করিলে মনুষ্যকে পাপভাগী হইতে হয়না ॥ ৪ ॥

গীঃ সঃ। মন্ত্র, দেবতা, দ্রব্যাদি সম্পূর্ণাঙ্গসহ ভিক্ষাটনাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা তুমি (ক্ষত্রিয়) যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উপাদেয় ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যুদ্ধাদি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের [আমার] স্বধর্ম্ম হইলেও বন্ধুবধাদি জন্য তাহাতে পাপভাগী হইতে হইবে, অর্জ্জুনের এই শঙ্কা দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ যুদ্ধাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বন্ধু- বধাদি জন্য পাপভাগী হইতে হয় না। ভগবান্ এসকল কথা পূর্ব্বেও সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন, অর্জ্জুনের সংশয় দূরীকরণার্থ এক্ষণে তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছেন ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পরধর্ম্মশ্চ ভয়াবহইত্যনাত্মজ্ঞশ্চ ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপাকর্ম্মকৃত্তিষ্ঠতীত্যতঃ সহজমিতি। সহজং সহ জন্মনৈবোৎপন্নং সহজং কিং তৎ কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ত্রিগুণত্বাৎ ত্যজেৎ সর্ব্বারম্ভা আরভ্যন্তইত্যারম্ভাঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ প্রকরণাৎ যঃ কশ্চিদারম্ভঃ স্বধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ তে সর্ব্বে সদোষাঃ হি যস্মাত্ত্রিগুণাত্মকত্বমত্র হেতুঃ ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্দোষেণ ধূমেন সহজেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ সহজস্য কর্ম্মণঃ

শাঙ্করভাষ্যং।

স্বধর্মো হ্যস্য পরিত্যাগেন পরধর্মানুষ্ঠানেপি দোষাৎ নৈবমুচ্যতে ভয়াবহশ্চ পরধর্ম্মঃ ন চ শক্যতেহশেষতস্ত্যক্তুমজ্ঞেন কর্ম্ম যতঃ তস্মান্ন ত্যজেদিত্যর্থঃ কিমশেষতস্ত্যক্তুমশক্যং কর্ম্মেতি ন ত্যজেৎ কিং বা সহজস্য কর্ম্মণস্ত্যাগে দোষো ভবতীতি। কিঞ্চাতো যদি তাবদশেষতস্ত্যক্তুমশক্যমিতি ন ত্যাজ্যং সহজং কর্ম্ম বস্তুহ্যশেষতস্ত্যাগে গুণ এবং স্যাদিতি সিদ্ধং ভবতি সত্যমেবমশেষতস্ত্যাগএব নোপপদ্যতইতি চেৎ কিং নিত্যপ্রচলিতাত্মকঃ পুরুষো যথা সাংখ্যানাং গুণাঃ কিম্বা ক্রিয়ৈব কারকং যথা বৌদ্ধানাং পঞ্চস্কন্ধাঃ ক্ষণপ্রধ্বংসিনঃ উভয়থাপি কর্ম্মণোহশেষতস্ত্যাগো ন ভবত্যথ তৃতীয়োপি পক্ষো যদা করোতি তদা সক্রিয়ং বস্তু যদা ন করোতি তদা নিঃষ্ক্রিয়ং বস্তু তদেব তত্রৈবং সতি শক্যং কর্ম্মাশেষতস্ত্যক্তুং অয়ং ত্বস্মিন্ তৃতীয়ে পক্ষে বিশেষো ন নিত্যপ্রচলিতং বস্তু নাপি ক্রিয়ৈব কারকং কিং তর্হি ব্যবস্থিতে দ্রব্যেঽবিদ্যমানা ক্রিয়োৎপদ্যতে বিদ্যমানা চ বিনশ্যতি। শুদ্ধং দ্রব্যং শক্তিমদবতিষ্ঠতইতি এবমাহুঃ কাণাদাস্তদেব চ কারকমিত্যস্মিন্ পক্ষে কো দোষইত্যয়মেব তু দোষো যতস্ত্বভাগবতং মতমিদং কথং জ্ঞায়তে যত আহ ভগবান্নাসতোবিদ্যতে ভাবইত্যাদি কাণাদাদীনাং হ্যসতোভাবঃ সতশ্চাভাবইতীদং মতমভাগবতম্বেপি ন্যায়বচ্চেৎ কো দোষইতি চেদুচ্যতে দোষবত্ত্বিদং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ কথং যদি তাবদ্দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যং প্রাগুৎপত্তেরত্যন্তমেবাসদুৎপন্নং স্থিতং কিঞ্চিৎ কালং পুনরত্যন্তমেবাসত্ত্বমাপদ্যতে তথা চ সত্যসদেব সজ্জায়তে অভাবোভাবোভবতি ভাবশ্চাভাবইতি তত্রাভাবোজায়মানঃ প্রাগুৎপত্তেঃ শশবিষাণকল্পঃ সমবায়্যসমবায়িনিমিত্তাখ্যং কারণমপেক্ষ্য জায়তইতি। নচৈবমভাবউৎপদ্যতে কারণঞ্চাপেক্ষতইতি শক্যং বক্তুমসত্বাং শশবিষাণাদীনামদর্শনাদ্ভাবাত্মকাশ্চেৎ ঘটাদয় উৎপদ্যমানাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তিমাত্রে কারণমপেক্ষ্যোৎপদ্যন্তইতি শক্যং প্রতিপত্তুং কিঞ্চ অসতশ্চ সদ্ভাবে সতশ্চাসদ্ভাবে ন কচিৎপ্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারেষু বিশ্বাসঃ কস্যচিৎ স্যাৎ সৎ সদেবাসদসদেবেতি নিশ্চয়ানুপপত্তেঃ কিঞ্চোৎপদ্যতইতি দ্ব্যণুকাদিদ্রব্যস্য স্বকারণসত্তাসম্বন্ধমাহ প্রাগুৎপত্তেশ্চাসৎ পশ্চাৎ স্বকারণব্যাপারমপেক্ষ্য স্বকারণৈঃ পরমাণুভিঃ সত্তয়া চ সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বধ্যতে সম্বদ্ধং সৎ কারণসমবেতং সৎ ভবতি তস্য

শাঙ্করভাষ্যং।

বক্তব্যং কথমসতঃ সৎকারণং ভবেৎ সম্বন্ধো বা কেনচিৎ। নহি বন্ধ্যাপুত্রস্য সংসম্বন্ধো বা কারণং বা কেনচিৎ প্রমাণতঃ কল্পয়িতুং শক্যং নম্ম নৈবং বৈশেষিকৈরভাবস্য সম্বন্ধঃ কল্প্যতে দ্ব্যণুকাদীনাং হি দ্রব্যাণাং স্বকারণেন সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সত্ত্বমেবোচ্যতে ইতি ন সম্বন্ধাৎ প্রাক্ সত্ত্বানভ্যুপগমাদ্ধি বৈশেষিকৈঃ কুলালদণ্ডচক্রাদিব্যাপারাৎ প্রাক্ ঘটাদীনামস্তিত্বমিষ্যতে নচ মৃদএব ঘটাদ্যাকারপ্রাপ্তিমিচ্ছন্তি ততশ্চাসতএব সম্বন্ধঃ পারিশেষ্যাদিষ্টোভবতি নম্বসতোঽপি সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ ন বন্ধ্যাপুত্রাদীনামদর্শনাৎ ঘটাদেরেব প্রাগভাবস্য স্বকারণসম্বন্ধো ভবতি ন বন্ধ্যাপুত্রাদেরভাবস্য তুল্যত্বেপীতি বিশেষোঽভাবস্য বক্তব্যঃ একস্যাভাবোদ্বয়োরভাবঃ সর্ব্বস্যাভাবঃ প্রাগভাবঃ প্রধ্বংসাভাবইতরেতরাভাবোঽত্যন্তাভাবইতি লক্ষণতোন কেনচিদ্বিশেষাদর্শয়িতুং শক্যঃ অসতি চ বিশেষে ঘটস্য প্রাগভাবএব কুলালাদিভির্ঘটভাবমাপদ্যতে সম্বধ্যতে চ ভাবেন কপালাখ্যেন কারণেন সর্ব্বব্যবহারযোগ্যশ্চ ভবতি নতু ঘটস্যৈব প্রধ্বংসাভাবোঽভাবত্বে সত্যপীতি প্রধ্বংসাদ্যভাবানাং ন কচিদ্ব্যবহারযোগ্যত্বং প্রাগভাবস্যৈব দ্ব্যণুকাদিদ্রব্যাখ্যস্যোৎপাদিব্যবহারার্হত্বমিত্যেতদসমঞ্জসমভাবত্বাবিশেষাদত্যন্তপ্রধ্বংসাভাবয়োরিব নতু নৈবাস্মাভিঃ প্রাগভাবস্য ভাবাপত্তিরুচ্যতে কিং তর্হি ভাবস্যৈব হি ভাবাপত্তির্যথা ঘটস্য ঘটাপত্তিঃ পটস্য পটাপত্তিঃ এতদপ্যভাবস্য ভাবাপত্তিবদেব প্রমাণবিরুদ্ধং সাংখ্যস্যাপি যঃ পরিণামপক্ষঃ সোপ্যপূর্ব্বধর্ম্মোৎপত্তিবিনাশাঙ্গীকরণাদ্বৈশেষিকপক্ষান্ন বিশিষ্যতেঽভিব্যক্তিতিরোভাবাঙ্গীকরণেপ্যভিব্যক্তিতিরোভাবয়োর্বিদ্যমানাবিদ্যমাননিরূপণে পূর্ব্ববদেব প্রমাণবিরোধঃ এতেন কারণস্যৈব সংস্থানমুৎপত্ত্যাদীত্যেতদপ্যযুক্তং পারিশেষ্যাৎ সদেকমেব বস্ত্ববিদ্যয়োৎপত্তিবিনাশাদিধর্ম্মৈরনেকধা বিকল্প্যতইতীদং ভাগবতং মতমুক্তং নাসতোবিদ্যতে ভাবইত্যস্মিন্ শ্লোকে সংপ্রত্যয়স্যাব্যভিচারাৎ ব্যভিচারাচ্চেতরেষামিতি। কথং তর্হি আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বেনাশেষতঃ কর্ম্মণস্ত্যাগোনোপপদ্যতইতি যদি বস্তুভূতাগুণাঃ যদি বা অবিদ্যাকল্পিতাস্তৎকর্ম্ম কর্ম্ম তদাত্মন্যবিদ্যাধ্যারোপিতমেবেত্যবিদ্বান্ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপ্যশেষতস্ত্যক্তুং শক্নোতীত্যুক্তং বিদ্যায়াং তু পুনর্বিদ্যয়াবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং শক্যোত্যশেষতঃ কর্ম্ম

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।

পরিত্যক্তুং অবিদ্যাঽধ্যারোপিতস্য শেষানুপপত্তেঃ। নহি তৈমিরিক-দৃষ্ট্যাঽধ্যারোপিতস্য দ্বিচন্দ্রাদেস্তিমিরাপগমে শেষোঽবতিষ্ঠতএবঞ্চ সতীদং বচনমুপপন্নং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসেত্যাদি স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবইতি চ॥ ৪৮॥

স্বামিকৃত টীকা। যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে তর্হি সদোষত্বং পরধর্ম্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ হি যস্মাৎ সর্ব্বেঽপ্যারম্ভাদৃষ্টাদৃষ্টানি সন্ধ্যাপি কর্ম্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতাব্যাপ্তা এব যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ, অতোযথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশএব শুদ্ধয়ে সেব্যতইত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

হে কৌন্তেয়! স্বভাবজকর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই। ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই সামান্যতঃ দোষাবৃত থাকে॥ ৪৮॥

গীঃ সঃ। আত্মজ্ঞান-শূন্য অজ্ঞানী পুরুষ কোন না কোন কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা। যতক্ষণ কার্য্যকারিণী চেষ্টা অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ শাস্ত্র বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ অভিরুচি অনুসারে পরধর্ম্ম উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহা কখন অবলম্বন করিবে না, কেননা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোন দোষ স্পর্শ করিলেও তাহাতে ক্ষতি হইবে না। এমন কার্য্যই নাই, যাহাতে গুণ দোষ আদৌ স্পর্শ করে নাই। যেমন নিজ বনিতা কুরূপবতী হইলে পরনারীকে সুন্দরী দেখিলেও নিজ কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি তাহাতে গতি করেন না, সেইরূপ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও পরধর্ম্মকে উপাদেয় বোধে কখনই গ্রহণ করিবে না। যেমন বিষ হইতে উৎপন্ন কীট বিষকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি, ত্রিগুণাত্মক সামান্য দোষ থাকিলেও স্বভাবজ কর্ম্মকে পরি-

সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

ত্যাগ করিবে না। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগে সমর্থ হয় না। আর যে শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে হেয় ও উপাদেয় কর্ম্মের বিচারই বা কোথায় ? তুমি যখন ব্রাহ্মণের ভিক্ষাটনাদি ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে চাহিতেছ, তখন তোমাকে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগীও বলিতে পারি না। যদি কর্ম্মই করিতে হইল, তবে স্বভাবজ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যা চ কর্ম্মজা সিদ্ধিরুক্তা জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতালক্ষণা তস্যাঃ ফলভূতা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা বক্তব্যেতি শ্লোকআরভ্যতে। অসক্তবুদ্ধিরসক্তা সঙ্গরহিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য সোঽসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র পুত্রদারাদিষু আসক্তিনিমিত্তেষু জিতাত্মা জিতোবশীকৃত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স জিতাত্মা বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা দেহজীবিতভোগেষু যস্মাৎ সবিগতস্পৃহো যএবম্ভূতআত্মজ্ঞঃ স নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং গতানি কর্ম্মাণি যস্মান্নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মসম্বোধাৎ স নিষ্কর্ম্মা তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যং নৈষ্কর্ম্ম্যঞ্চ তৎ সিদ্ধিশ্চ সা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বা সিদ্ধিঃ নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধিনিষ্পত্তিস্তাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং প্রকৃষ্টাং কর্ম্মজাং সিদ্ধিবিলক্ষণাং সদ্যোমুক্ত্যবস্থানরূপাং সন্ন্যাসেন সম্যক্দর্শনেন তৎপূর্ব্বকেণ বা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ৪৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। নম্বু কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশমেব সংপদ্যতইত্যপেক্ষায়ামাহ অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়া যস্মাৎ সএবংভূতঃ, সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব সত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমত ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তেন কর্ম্মসঙ্গ ফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্ম্যমেব কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ তদুক্তং নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিত্যাদিশ্লোকচতুষ্টয়েন, তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন, সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশীত্যেবং লক্ষণাং পারমহংস্যচর্য্যামাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা, স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

গীঃ সঃ। যাঁহার স্ত্রীপুত্র, গৃহ ধনাদিতে আদৌ আসক্তি নাই, এবং অনাসক্তি প্রযুক্ত সমস্ত বিষয় ভোগ হইতেই যাঁহার চিত্ত বৃত্তি বিনিবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং যিনি জীবনের হেতুভূত অন্ন পানাদি কার্য্যের জন্যও নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয় সমূহে দোষ দর্শন পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া একমাত্র মুক্তিপদে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই শিখা সূত্র পরিত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি (নিষ্কর্ম্ম—ব্রহ্ম, নৈষ্কর্ম্ম্য—আত্মজ্ঞান) লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই ॥ ৪৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তথাচোক্তং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাস্তে ইতি পূর্ব্বোক্তেন স্বকর্ম্মানুষ্ঠানেন ঈশ্বরাভ্যর্চ্চনস্বরূপেণ জনিতাং প্রাগুক্তলক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তস্যোৎপন্নাত্মবিবেকজ্ঞানস্য কেবলাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপা নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণা সিদ্ধির্যেন ক্রমেণ ভবতি তদ্বক্তব্যমিত্যাহ সিদ্ধিমিতি। সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ স্বকর্ম্মণেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য তৎপ্রসাদজাং কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তইতি তদনুবাদঃ উত্তরার্থঃ, কিন্তত্তরং যদর্থোঽনুবাদইত্যুচ্যতে যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাননিষ্ঠারূপেণ ব্রহ্ম পরমাত্মানমাপ্নোতি তথা তং প্রকারং জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিক্রমং মে মম বচনান্নিবোধ ত্বং নিশ্চয়েনাবধারয়েত্যেতৎ কিং বিস্তরেণ নেত্যাহ সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব হে কৌন্তেয় যথা ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা নিবোধেতি অনেন প্রকারেণ যা প্রতিজ্ঞাতা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিদন্তয়া দর্শয়িতুমাহ নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যেতৎ কস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য যা পরা পরিসমাপ্তিঃ কীদৃশী সা যাদৃশমাত্ম-

শাঙ্করভাষ্যং।

জ্ঞানং কীদৃক তৎ যাদৃশ আত্মা কীদৃশোঽসৌ যাদৃশো ভগবতোক্ত উপ-
নিষদ্বাক্যৈশ্চ ন্যায়তশ্চ ননু বিষয়াকারং জ্ঞানং ন বিষয়ো নাপ্যাকারবা-
নাত্মেষ্যতে কচিৎ নন্বাদিত্যবর্ণোভারূপঃ স্বয়ং জ্যোতিরিত্যাকারবত্ত্ব-
মাত্মনঃ শ্রূয়তে ন তমোরূপত্ব প্রতিষেধার্থত্বাত্তেষাং বাক্যানাং দ্রব্যগুণা-
দ্যাকার প্রতিষেধে আত্মনস্তমোরূপত্বে প্রাপ্তে তৎপ্রতিষেধার্থান্যাদি-
ত্যবর্ণমিত্যাদিবাক্যানি অরূপমিতি চ বিশেষতোরূপ প্রতিষেধাদবিষয়-
ত্বাচ্চ ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং অশব্দম-
স্পর্শমিত্যাদেস্তস্মাদাত্মাকারং জ্ঞানমিত্যনুপপন্নং কথং তর্হ্যাত্মনো-
জ্ঞানং সর্ব্বং হি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তত্তদাকারং ভবতি নিরাকারশ্চ আত্মে-
ত্যুক্তং জ্ঞানাত্মনোশ্চোভয়োর্নিরাকারত্বে কথং তদ্ভাবনানিষ্ঠেতি নাত্যন্ত-
নির্ম্মলত্বস্বচ্ছত্বসূক্ষ্মত্বোপপত্তেরাত্মনোবুদ্ধেশ্চাত্মসমনৈর্ম্মল্যাদ্যুপপত্তেরাত্ম-
চৈতন্যাকারভাসত্বোপপত্তিঃ বুদ্ধ্যাভাসং মনস্তদাভাসানীন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়া
ভাসশ্চ দেহোঽতোলৌকিকৈর্দ্দেহমাত্র এবাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে দেহচৈতন্য-
বাদিনশ্চ লোকায়তিকাশ্চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষইত্যাহুঃ তথান্যে
ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনোঽন্যে মনশ্চৈতন্যবাদিনোঽন্যে বুদ্ধিচৈতন্যবা দি-
নস্ততোঽপ্যান্তরমব্যক্তমব্যাকৃতাখ্যমবিদ্যাবস্থমাত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ কেচিৎ
প্রকৃতিচৈতন্যবাদিনঃ, সর্ব্বত্রহি বুদ্ধ্যাদিদেহান্তে আত্মচৈতন্যাভাসতা-
ত্মভ্রান্তিঃ কারণমিত্যতশ্চাত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন বিধাতব্যং কিং তর্হি নাম-
রূপাদ্যনাত্মাধ্যারোপেণ নিবৃত্তিরেব কার্য্যা নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানং সর্ব্বৈ-
রভ্যুপগম্যতে অবিদ্যাধ্যারোপিতসর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্য-
মাণত্বাৎ অতএব বিজ্ঞানবাদিনোবৌদ্ধাঃ বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ বস্ত্বেব
নাস্তীতি প্রতিপন্নাঃ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষতাঞ্চ স্বসম্বিদিতত্বাভ্যুপগমেন
তস্মাদবিদ্যাধ্যারোপণনিরাকরণমাত্রং ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যং নতু ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যং
নতু ব্রহ্মবিজ্ঞানে যত্নোঽত্যন্ত প্রসিদ্ধত্বাদবিদ্যাকল্পিতনামরূপবিশেষাকার-
পহৃতবুদ্ধিত্বাদত্যন্তপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়মাসন্নতরমাত্ম ভূতমপ্যপ্রসিদ্ধং
দুর্ব্বিজ্ঞেয়মতিদূরং অন্যদিব চ প্রতিভাতি অবিবেকিনাং বাহ্যাকারনি-
বৃত্তবুদ্ধীনাস্তু লব্ধগুর্ব্বাত্মপ্রসাদানাং নাতঃপরং সুখং সুপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়
স্বাসন্নমস্তি তথাচোক্তং প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যমিত্যাদি কেচিত্তু পণ্ডিতং-
মন্যা নিরাকারত্বাদাত্মবস্তু নোপৈতি বুদ্ধিরতোদুঃসাধ্যা সম্যক্ জ্ঞাননি-

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।

ষৈস্তাহুঃ সত্যমেবং গুরুসম্প্রদায়রহিতানামশ্রুতবেদান্তানামত্যন্তবহির্বিষয়াসক্তবুদ্ধীনাং সম্যক্‌প্রমাণেষ্বকৃতশ্রমাণাং তদ্বিপরীতানান্তু লৌকিক গ্রাহ্যগ্রাহকদ্বৈতবস্তুনি সদ্বুদ্ধির্নিতরাং দুঃসম্পাদ্যা আত্মচৈতন্যব্যতিরেকেণ বস্তন্তরস্যানুপলব্ধেঃ যথা চৈতদেবমেব নান্যথেত্যবোচাম উক্তঞ্চ ভগবতা যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেরিতি তস্মাদ্বাহ্যাকারভেদবুদ্ধিনিবৃত্তিরেবাত্মস্বরূপালম্বনে কারণং ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিৎ কদাচিদপ্রসিদ্ধঃ প্রাপ্যো হেয় উপাদেয়ো বা অপ্রসিদ্ধে হি তস্মিন্নাত্মনি স্বার্থাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ব্যর্থাঃ প্রসজ্যেরন্। নচ দেহাদ্যচেতনার্থত্বং শক্যং কল্পয়িতুং ন চ সুখার্থং সুখং দুঃখার্থং বা দুঃখমাত্মাবগত্যবসানার্থত্বাচ্চ সর্ব্বব্যবহারস্য তস্মাদ্‌যথা স্বদেহস্য পরিচ্ছেদায় ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ততোহপ্যাত্মনোহন্তরতমত্বাত্তদবগতিং প্রতি ন প্রমাণান্তরাপেক্ষেত্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা বিবেকিনাং সুপ্রসিদ্ধেতি সিদ্ধং যেষামপি নিরাকারং জ্ঞানমপ্রত্যক্ষং তেষামপি জ্ঞানবশেনৈব জ্ঞেয়াবগতিরিতি জ্ঞানমত্যন্তং প্রসিদ্ধং সুখাদিবদেবেত্যভ্যুপগন্তব্যং. জিজ্ঞাসানুপপত্তেশ্চাপ্রসিদ্ধঞ্চেৎ জ্ঞানং জ্ঞেয়বজ্জিজ্ঞাস্যেত যথা জ্ঞেয়ং ঘটাদিলক্ষণং জ্ঞানেন জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছতি তথা জ্ঞানমপি জ্ঞানান্তরেণ জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছেৎ চৈতদস্তি অতোহত্যন্ত প্রসিদ্ধং জ্ঞানং জ্ঞাতাপ্যত এব প্রসিদ্ধ ইতি তস্মাৎ জ্ঞানে যত্নো ন কর্ত্তব্যঃ কিন্ত্বনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তাবেব তস্মাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা সুসম্পাদ্যা ॥৫০॥

স্বামিকৃত টীকা। এবম্ভূতস্য পারমহংস্যজ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্‌ভিঃ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ, প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং, তথা দর্শয়িতুমাহ নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ॥ ৫০॥

হে কৌন্তেয়! এইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন, তাহা এবং তাঁহার পরা জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫০॥

সমাসেনৈব কৌন্তেয় ! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥

গীঃ সঃ । মানব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা ভগবদারাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় যে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ ও অন্তঃকরণ শুদ্ধি রূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, তাহা আমার বাক্য দ্বারা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর। আমার অধিক বলিবার ও তোমারও অধিক শুনিবার বা বুঝিবার এখন অবকাশ নাই। গুরুবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস ও শ্রবণ মনন রূপ বিচার দ্বারাই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি রূপ নিষ্ঠাই পরা নিষ্ঠা। এই পরা নিষ্ঠার পরে আর সাধন নাই। অতএব হে অর্জ্জুন ! এই শেষ গূঢ় রহস্য নিশ্চয়-বুদ্ধিতে শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং । সেয়ং জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠোচ্যতে কথং কার্য্যেতি বুদ্ধ্যাধ্যবসায়াত্মিকয়া বিশুদ্ধয়া মায়ারহিতয়া যুক্তঃ সম্পন্নো ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ আত্মানং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং নিয়ম্য চ নিয়মনং কৃত্বা বশীকৃত্য শব্দাদীন্ শব্দাদির্যেষাং তে শব্দাদয়স্তান্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা। সামর্থ্যাৎ শরীরস্থিতিমাত্রান্ কেবলান্ মুক্ত্বা ততোঽধিকান্ সুখার্থান্ ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ শরীরস্থিত্যর্থত্বেন প্রাপ্তেষু চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ পরিত্যজ্য ॥ ৫১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবাহ বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিকয়া বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা আত্মানং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা। তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৫১ ॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত, শব্দাদিবিষয় ও রাগ-দ্বেষকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

গীঃ সঃ । "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ সিদ্ধান্তকারিণী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গ হইতে প্রত্যাহৃত

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥৫১॥

করিয়া অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয় হইতে চিত্তকে যিনি আকর্ষণ করিতে পারেন, ও বিষয় সমূহে অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, সেই মহাত্মা ব্যক্তিই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ হয়েন ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ততঃ বিবিক্তসেবী অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহাদীন্ দেশান্ সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী লঘ্বশনশীলো বিবিক্তসেবালঘ্বশনয়োর্নিদ্রাদিদোষনিবর্ত্তকত্বেন চিত্তপ্রসাদহেতুত্বাৎ গ্রহণং যতবাক্কায়মানসো বাক্ চ কায়শ্চ মানসঞ্চ যতানি নিয়তানি সংযতানি যস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য স জ্ঞাননিষ্ঠো যতিঃ ভর্ত্তবাক্কায়মানসঃ স্যাদেবমুপরত করণঃ সন্ ধ্যানযোগপরো ধ্যানমাত্মস্বরূপং চিন্তনং যোগ আত্মস্বরূপবিষয় একৈকাগ্রীকরণন্তৌ ধ্যানযোগৌ পরত্বেন কর্ত্তব্যৌ যস্য সধ্যানযোগপরো নিত্যং নিত্যগ্রহণং মন্ত্রজপাদ্যন্য কর্ত্তব্যাভাবদর্শনার্থং বৈরাগ্যং বিরাগভাবো দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়েষু বৈতৃষ্ণ্যং সমুপাশ্রিতো নিত্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুচিদেশাবস্থায়ী লঘ্বাশী মিতভোজী এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগস্তেন ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সদ্ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃপুনর্দ্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগাশ্রিতো ভূত্বা ॥ ৫২ ॥

যিনি একান্তস্থান-নিবাসী, পরিমিতাহারী, যিনি বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ এবং বৈরাগ্যবান্, তিনিই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত ॥ ৫২ ॥

গীঃ সঃ। যিনি জনসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক নিভৃত গিরিগুহায় বা বনমধ্যে নিবাস করেন, যিনি দেহ ভরণোপযোগী মাত্র পরিমিত ও পবিত্র আহার গ্রহণ করেন, অর্থাৎ নিদ্রালস্যকারক গুরুতর ভোজন

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥

করেন না, যিনি যম, নিয়ম আসনাদি সিদ্ধির দ্বারা বাক্য মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি সদাই ধ্যানযোগসম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত আত্মচিন্তন দ্বারা সদৈব তদাকারাকারিত হইয়া থাকে, বিষয় ভোগ বাসনায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি বহির্ম্মুখে ধাবিত হয় না, তিনিই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ অহঙ্করণমহংকারোদেহেন্দ্রিয়াদিষু তং বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিযুক্তং নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যং স্বাভাবিকত্বেন ত্যাগ-স্যাশক্যত্বাৎ দর্পোনাম হর্ষানন্তরভাবী ধর্ম্মাতিক্রমহেতুঃ হৃষ্টঃ দৃপ্যতি দৃপ্তোধর্ম্মমতিক্রামতীতি স্মরণাৎ তঞ্চ কামমিচ্ছাং ক্রোধং দ্বেষঞ্চ পরি-গ্রহমিন্দ্রিয়মনোগতদোষপরিত্যাগে শরীরধারণপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মানুষ্ঠাননিমি-ত্তেন বা বাহ্যঃ পরিগ্রহঃ প্রাপ্তস্তং চ বিমুচ্য পরিত্যজ্য পরমহংসপরি-ব্রাজকোভূত্বা দেহজীবনমাত্রেপি নির্গতমমভাবোনির্ম্মমোহতএব শান্ত উপরতঃ যঃ সংহৃতায়াসোযতির্জ্ঞাননিষ্ঠোব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবনায় কল্পতে সমর্থোভবতি ॥ ৫৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ততশ্চ অহঙ্কারমিতি। বিরক্তোঽহমিত্যাদ্যহ-ঙ্কারং বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধবশাৎ অপ্রাপ্যমানেষ্বপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্ শান্তপরমামুপশান্তিং প্রাপ্তোব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যোভবতি ॥ ৫৩ ॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল ও বিক্ষেপশূন্য হইয়া মনুষ্য ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হয় ॥ ৫৩ ॥

গীঃ রঃ। আমি কুলীন, আমি মহাপুরুষের শিষ্য, আমি বড় ত্যাগী, আমার সমকক্ষ কেহই নাই ইত্যাদিরূপ অহংকার যাহার নাই,

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহ রূপ বল যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কার্য্য সাধন করিয়া যিনি দর্প করেন না, অথবা হর্ষজনিত মদমত্ততা যাঁহার নাই, যাঁহার পারলৌকিক বিষয় ভোগে কামনা নাই, যিনি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধ হয়েন না, স্পৃহাশূন্য হইয়াও যিনি শরীর মাত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাহ্য ভোগ সাধনরূপ কোন প্রতিগ্রহ করেন না এবং যিনি শাস্ত্রবিধি পূর্ব্বক শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত দণ্ডকমণ্ডলু, কৌপীন কন্থা ধারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া নির্ম্মম হইয়াছেন, যাঁহার অহং মমেতি বুদ্ধিদ্বারা হর্ষ বিষাদাদিতে চিত্তের আদৌ বিক্ষেপ হয় না সেই জ্ঞানসাধনশীল ব্যক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের উপযুক্ত ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অনেন ক্রমেণ ব্রহ্মভূতোব্রহ্মপ্রাপ্তঃ প্রসন্নাত্মা লব্ধা-ধ্যাত্মপ্রসাদস্বভাবো ন শোচতি কিঞ্চিদর্থবৈকল্যং আত্মনোবা বৈগুণ্য-কোদ্দিশ্য ন শোচতি ন সন্তপ্যতে ন কাঙ্ক্ষতি ন হ্যপ্রাপ্তবিষয়াকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিদস্তূপপদ্যতে অতোব্রহ্মভূতস্যায়ং স্বভাবোঽনূদ্যতে ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতীতি ন হৃষ্যতীতি বা পাঠঃ সমঃ সর্ব্বেষু আত্মৌপম্যেন সর্ব্বেষু ভূতেষু সুখং দুঃখং বা সমমেব পশ্যতীত্যর্থোনাত্মসমদর্শনমিহ তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি চ এবম্ভূতোজ্ঞাননিষ্ঠোমদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরামুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিত্যুক্তং ॥ ৫৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। ব্রহ্মাহমিতিনৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ-ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতোব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি নচাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষা-দিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৫৪ ॥

যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

উদ্বিগ্ন হয়েন না ও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

গীঃ সঃ। যিনি বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ মননাদি দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই রূপ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি শমদমাদি সাধন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি প্রভাবে প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, যাঁহার দেহাভিমান না থাকায় কোন প্রকার শোক উদয় হয়না, যিনি ভোগার্থ কোন পদার্থেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, যাঁহার নিগ্রহ, অনুগ্রহ, প্রিয়, অপ্রিয়, স্বকীয় ও পরকীয় সকলই সমান, অর্থাৎ তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আত্ম-দৃষ্টিবশতঃ যাঁহার সকলই সমান বোধ হয়, এই রূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী ভগবানের পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে ভক্তি দ্বারা সাধারণতঃ মনুষ্য ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি। কিন্তু পরাভক্তি কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান রূপ সাধন সকলের পরিণাম ফল স্বরূপ। জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার নামই পরা ভক্তি। বৈধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি, গৌণী ভক্তি দ্বারা ভগবদুপাসনা, ভগবদুপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি ও ভগবৎসাক্ষাৎকার, ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয় এবং এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌-শ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান-শ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং

শাঙ্করভাষ্যং। ততোজ্ঞানলক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান-হমুপাধিকৃতবিস্তরভেদঃ যশ্চাহং বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিভেদোঽহমুত্তম-পুরুষ আকাশকল্পস্তং মামদ্বৈতং চৈতন্যমাত্রৈকরসমজমজরমমরমভয়মনি-ধনং তত্ত্বতোঽভিজানাতি ততো মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং মামেব নাত্র জ্ঞানানন্তরপ্রবেশক্রিয়ে ভিন্নে বিবক্ষিতে জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি কিং তর্হি ফলান্তরাভাবাৎ জ্ঞানমাত্রমেব ক্ষেত্রজ্ঞত্বাপি

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

মাং বিশতীত্যুক্তত্বাৎ নন্বিদং বিরুদ্ধমিদমুক্তং জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা তয়া মামভিজানাতীতি কথং বিরুদ্ধমিতি চেদুচ্যতে যদৈব যস্মিন্ বিষয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে জ্ঞাতুস্তদৈব তং বিষয়মভিজানাতি জ্ঞাতেতি ন জ্ঞান-নিষ্ঠাং জ্ঞানাবৃত্তিলক্ষণামপেক্ষত ইতি অতশ্চ জ্ঞানেন নাভিজানাতি জ্ঞানাবৃত্ত্যা তু জ্ঞাননিষ্ঠয়াভিজানাতীতি নৈষ দোষো জ্ঞানস্য স্বাত্মোৎ-পত্তিপরিপাকহেতুযুক্তস্য প্রতিপক্ষবিহীনস্য যদাত্মানুভবনিশ্চয়াবসানত্ব-স্য নিষ্ঠাশব্দাভিলাপাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেন জ্ঞানোৎপত্তিপরিপাক-হেতু সহকারিকারণং বুদ্ধিবিশুদ্ধ্যাদ্যমানিত্বাদিগুণং চাপেক্ষ্য জনিতস্য ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকত্বজ্ঞানস্য কর্ত্রাদিকারকভেদবুদ্ধিনিবন্ধনসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস-সহিতস্য স্বাত্মানুভবনিশ্চয়রূপেণ যদবস্থানং সা পরা জ্ঞাননিষ্ঠেত্যুচ্যতে সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠা আর্ত্তাদিভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া পরা চতুর্থী ভক্তিরিত্যুক্তা তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতি যদনন্তরমেবেশ্বরক্ষেত্রজ্ঞ-ভেদবুদ্ধিরশেষতো নিবর্ত্ততে অতো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজা-নাতীতি বচনং ন বিরুধ্যতে অত্র চ সর্ব্বং নিবৃত্তিবিধায়ি শাস্ত্রং বেদা-ন্তেতিহাসপুরাণস্মৃতিলক্ষণং প্রসিদ্ধমর্থবদ্ভবতি বিদিত্বা ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষা-চর্য্যাং চরন্তি তস্মাৎ ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুর্ন্যাস এবাত্যরেচয়-দিতি সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসো বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্য ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চেত্যাদি ইহ চ দর্শিতানি বাক্যানি নচ তেষাং বাক্যানাং আনর্থক্যং যুক্তং ন চার্থবাদত্বং স্বপ্রকরণস্থত্বাৎ প্রত্যগাত্মাবিক্রিয়স্বরূপ-নিষ্ঠত্বাচ্চ মোক্ষস্য নহি পূর্ব্বসমুদ্রং জিগমিষোঃ প্রাতিলোম্যেন প্রত্যক্ সমুদ্রজিগমিষুণা সমানমার্গত্বং সম্ভবতি প্রত্যগাত্মবিষয় [illegible]-করণাভিনিবেশশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা সা চ প্রত্যক্‌সমুদ্রগমনবৎ কর্ম্মণা সহভা-বিত্বেন বিরুধ্যতে পর্ব্বতসর্ষপয়োরিবান্তরবানবিরোধঃ প্রমাণবিদাং নিশ্চি-তস্তস্মাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা কার্য্যেতি সিদ্ধং [illegible]।

স্বামিকৃত টীকা॥ ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো-মামভিজানাতি, কথংভূতং, যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দ[illegible] ভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তত্র জ্ঞানোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ। [illegible]

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

তৎপরে এই ভক্তির প্রভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদিত হইয়া সাধক পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

গীঃ সঃ। পরাভক্তি ব্যতীত ভগবানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা যথাযথ অনুভব করিতে পারা যায়না। শাস্ত্র. বিচার, বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার দর্শনানন্দ অনুভব করা যায় না। শাস্ত্র যে তাঁহাকে পরিপূর্ণ, সত্য, জ্ঞান. আনন্দঘন. সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত. এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়. অজর, অমর, অভয় ও অশোক. গুণাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ও ভাবাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন. পরাভক্তি ব্যতীত ঈদৃশ স্বরূপের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই পরমহংস—সন্ন্যাসীর আত্মসত্তা সেই নির্গুণ পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। জ্ঞানের পরানিষ্ঠা সম্পন্ন অবস্থায় সাধকের প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগায়তন স্বরূপ দেহও যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা নহে তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। স্বকর্ম্মণা ভগবতোঽর্চ্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা স ভগবদ্ভক্তিযোগোঽধুনা স্তূয়তে শাস্ত্রার্থোপসংহার প্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায় সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি সদা কুর্ব্বাণোঽনুষ্ঠিতন্ মদ্ব্যপাশ্রয়োঽহং বাসুদেব ঈশ্বরো ব্যপাশ্রয়ো যস্য স মদ্ব্যপাশ্রয়ো ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাব ইত্যর্থঃ সোঽপি মৎপ্রসাদান্মমেশ্বরস্য প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং নিত্যং বৈষ্ণবং পদমব্যয়ং ॥ ৫৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। স্বকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকার-মুপসংহরতি সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সর্ব্বদা কুর্ব্বাণঃ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ অহমেব ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ো-ঽস্য মদর্পিতফলং যস্য স মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬॥

সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমার শরণাগত হয়েন, তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৫৬॥

গীঃ সঃ। অন্তঃকরণ-শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নাই এবং শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যতীত ব্রহ্মপদ লাভ হয় না, অর্জ্জুনের এই অপসিদ্ধান্ত বা ভ্রম ভঞ্জন করিবার জন্ত ভগবান্ বলিতেছেন—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্ত-শুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিবার বুদ্ধি বলবতী হয়। ভগবৎ-শরণাগত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হউন বা ব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণই হউন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করুন বা সন্ন্যাসের অনধিকারীই হউন, ভগবৎকৃপায় তিনি পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীগণের সন্ন্যাসধর্ম্মের কোন অঙ্গহানি হইলে সেই নিত্য, সনাতন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভে সংশয়ও থাকিতে পারে, কিন্তু যে শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ভগবানের নিত্যধাম লাভ করা কিছু মাত্র কঠিন নহে। তাঁহার শরণাগত হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সামর্থ্যাদির কিছুই প্রয়োজন করেনা। সমস্ত সাধনের ফল স্বরূপ তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সাধক নিজ জন্ম, জীবন সফল করেন। "কি অভাব তার, যে বা একবার, তোমার শরণ লয় হে" ॥ ৫৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাদেবন্তস্মাৎ চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি ময়ীশ্বরে সন্ন্যস্ত যৎ করোষি যদশ্নাসীত্যুক্তন্যায়েন মৎপরঃ অহং বাসুদেবঃ পরো যস্য তব স ত্বং মৎপরঃ সন্ ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ বুদ্ধিযোগমপি সমাহিতবুদ্ধিত্বং বুদ্ধিযোগস্তং বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য আশ্রয়োনন্যশরণত্বং মচ্চিত্তঃ ময্যেব চিত্তং যস্য স মচ্চিত্তঃ সততং সর্ব্বদা ভব॥ ৫৭॥

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

তৎপরে এই ভক্তির প্রভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদিত হইয়া সাধক পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

গীঃ সঃ। পরাভক্তি ব্যতীত ভগবানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা যথাযথ অনুভব করিতে পারা যায়না। শাস্ত্র, বিচার, বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার দর্শনানন্দ অনুভব করা যায় না। শাস্ত্র যে তাঁহাকে পরিপূর্ণ, সত্য, জ্ঞান, আনন্দঘন, সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অজর, অমর, অভয় ও অশোক, গুণাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ও ভাবাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরাভক্তি ব্যতীত ঈদৃশ স্বরূপের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই পরমহংস—সন্ন্যাসীর আত্মসত্তা সেই নির্গুণ পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। জ্ঞানের পরানিষ্ঠা সম্পন্ন অবস্থায় সাধকের প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগায়তন স্বরূপ দেহও যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা নহে তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। স্বকর্ম্মণা ভগবতোঽর্চ্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা স ভগবদ্ভক্তিযোগোঽধুনা স্তূয়তে শাস্ত্রার্থোপসংহার প্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায় সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি সদা কুর্ব্বাণোঽনুষ্ঠিতন্ মদ্ব্যপাশ্রয়োঽহং বাসুদেব ঈশ্বরো ব্যপাশ্রয়ো যস্য স মদ্ব্যপাশ্রয়ো মর্য্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাব ইত্যর্থঃ সোঽপি মৎপ্রসাদান্মমেশ্বরস্য প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং নিত্যং বৈষ্ণবং পদমব্যয়ং ॥ ৫৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। স্বকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপীতি। সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সর্ব্বদা কুর্ব্বাণঃ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ অহমেব ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়োঽস্য তু সর্ব্বাত্মিকতঃ যস্য স মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমার শরণাগত হয়েন, তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

গীঃ সঃ। অন্তঃকরণ-শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নাই এবং শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি, সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যতীত ব্রহ্মপদ লাভ হয় না. অর্জ্জুনের এই অপসিদ্ধান্ত বা ভ্রম ভঞ্জন করিবার জন্ত ভগবান্ বলিতেছেন—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্ত-শুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিবার বুদ্ধি বলবতী হয়। ভগবৎ-শরণাগত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হউন বা ব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণই হউন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করুন বা সন্ন্যাসের অনধিকারীই হউন, ভগবৎকৃপায় তিনি পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীগণের সন্ন্যাসধর্ম্মের কোন অঙ্গহানি হইলে সেই নিত্য, সনাতন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভে সংশয়ও থাকিতে পারে, কিন্তু যে শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ভগবানের নিত্যধাম লাভ করা কিছু মাত্র কঠিন নহে। তাঁহার শরণাগত হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সামর্থ্যাদির কিছুই প্রয়োজন করেনা। সমস্ত সাধনের ফল স্বরূপ তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সাধক নিজ জন্ম, জীবন সফল করেন। "কি অভাব তার, যে বা একবার, তোমার শরণ লয় হে" ॥ ৫৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাদেবং তস্মাৎ চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি ময়ীশ্বরে সন্ন্যস্য যৎ করোষি যদশ্নাসীত্যুক্তন্যায়েন মৎপ-রোহহং বাসুদেবঃ পরো যস্য তব স ত্বং মৎপরঃ সন্ ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ বুদ্ধিযোগমপি সমাহিতবুদ্ধিত্বং বুদ্ধিযোগস্তং বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য আশ্র-য়োহনন্যশরণত্বং মচ্চিত্তঃ ময্যেব চিত্তং যস্য স মচ্চিত্তঃ সততং সর্ব্বদা ভব ॥ ৫৭ ॥

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯॥

যদি অহংকারের বশীভূত হইয়া "আমি কদাচ যুদ্ধ করিবনা" এরূপ নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহাও নিষ্ফল হইবে ; কেননা প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে অবশ্য প্রবর্তিত করিবেই করিবে ॥ ৫৯ ॥

গীঃ সঃ। "আমি ধর্ম্মাত্মা, যুদ্ধরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিব না" বৃথাভিমান বশতঃ যদি তুমি এরূপ স্থির করিয়া থাক, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে ; কেননা যে রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি, সেই রাজসী প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধার্থ প্রবর্ত্তনা দান করিবে। তোমার অভিমান বা অহংকার সেই প্রকৃতির গতি কিছুতেই রোধ করিতে পারিবেনা ॥ ৫৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যস্মাচ্চ স্বভাবজেন শৌর্য্যাদিনা কৌন্তেয় যথোক্তেন নিবদ্ধো নিশ্চয়েন বদ্ধঃ স্বেনাত্মীয়েন কর্ম্মণা কর্ত্তুং নেচ্ছসি যৎ কর্ম্ম মোহাদবিবেকতঃ করিষ্যস্যবশোপি পরবশএব তৎকর্ম্ম যস্মাৎ ॥ ৬০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ স্বভাবজেনেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছসি অবশঃ সংস্তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব ॥ ৬০ ॥

হে অর্জ্জুন। মোহপ্রযুক্ত তুমি যে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ না, কিন্তু পরিণামে স্বভাবজাত ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তাহা তোমাকে করিতেই হইবে ॥ ৬০ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় ! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।৬০

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন আপনাকে যে সুশিক্ষিত, ধর্ম্মজ্ঞ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ বোধ করিতেছেন, তাহা মোহ প্রভাব বশতঃ। যেমন রঙ্গের উপর রসায়ন করিলে তাহা রৌপ্যবৎ বোধ হয়, কিন্তু ধাতুগত তাহা যে রঙ্গ সেই রঙ্গই থাকিয়া যায়, এবং অগ্নিপরীক্ষা কালে রঙ্গেরই পরিচয় পাওয়া যায়, সেই রূপ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিতে শিক্ষাভিমান রূপ রসায়ন স্পর্শে ব্রাহ্মণোচিত ভাব প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধ রূপ পরীক্ষাস্থলে অর্জ্জুনের প্রকৃতিগত শৌর্য্য বীর্য্য আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া আসিবে; কেমনা প্রাকৃতিকী শক্তির মর্য্যাদা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেনা। " স্বভাব " শব্দে ভগবান্ ক্ষত্রিয় প্রকৃতি ও ঈশ্বরের ইচ্ছা উভয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মনের ভাব যাহাই কেন হউক না, তিনি ক্ষত্রিয় প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হইবেননা ॥ ৬০ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ঈশ্বরঃ ঈশনশীলো নারায়ণঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্ব-প্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃদয়দেশেঽর্জ্জুন শুক্লান্তরাত্মস্বভাবো বিশুদ্ধান্তঃকরণ-ইতি অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনঞ্চেতি দর্শনাৎ তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে, সকথ-স্তিষ্ঠতীত্যাহ ভ্রাময়ন্ ভ্রমণং কারয়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানীব যন্ত্রাণ্যা-রূঢ়ান্যধিষ্ঠিতানীবেতি ইবশব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যো যথা দারুকৃতপুরুষাদীনি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ছদ্মনা ভ্রাময়ন্ তিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৬১ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতি-পারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং চোক্তং ইদানীং স্বমতমাহ ঈশ্বরইতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বভূতানাং হৃন্মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্যামী তিষ্ঠতি, কিং কুর্ব্বন্, সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তত্তৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্ যথা দারুযন্ত্র-মারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারোলোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ, যদ্বা, যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনোজীবান্ ভ্রাম-য়তীর্থঃ, তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ, একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১॥

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলোনির্গুণশ্চেতি। অন্তর্যামিব্রাহ্মণঞ্চ, য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো-যময়তি যং আত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং এষ তে অন্তর্য্যাম্যমৃতাদি॥৬১॥

ভগবান্ প্রাণীসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন॥৬১

গীঃ সঃ। মায়ারচিত মনুষ্য মায়াপ্রভাবে আপনাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করে, এবং ইহাও মনে করে যে তাহার বুঝি স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিবার স্বতন্ত্র শক্তি আছে। মায়াপ্রভাবে মনুষ্য এই ভ্রমে অন্ধীভূত। বস্তুতঃ ভগবানেই জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ, তিনিই জগতের নায়ক ও নেতা। তাঁহারই মায়ায় তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে জগৎ চালিত হইতেছে। নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়া গেলে বা বায়ুর বেগে মেঘ উড়িয়া গেলে, লোকে বলে নৌকা চলিতেছে, মেঘ চলিতেছে ইত্যাদি। সেই রূপ ভগবানের অলক্ষিত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবোধ মনুষ্যগণ মনে করিয়া থাকে, আমরা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেছি। তুমি আপনাকে যতই কেন স্বাধীন মনে করনা, ঐশী শক্তির অধীন হইয়া তোমাকে চির দিনই থাকিতে হইবে। যাঁহার ইচ্ছা ঐশী শক্তি-প্রবাহের অনুকূল, তিনিই ধন্য ও তিনিই সাধু। যেমন সূত্রধার কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অশ্ব, হস্তী, ব্যাঘ্র আদিকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া ঘুরাইয়া দিলে তাহারা ঘুরিতে থাকে, এবং সূত্র সংযম করিলে তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়, সেই রূপ ভগবানের মায়াসূত্রের প্রভাবে জীব সমূহ নানা ভাবে নানা দিকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভবলীলা ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি বিশুদ্ধচিত্তে এই গুহ্য রহস্য বিদিত হইয়া নিয়োজিত কার্য্যে অগ্রসর হও॥ ৬১॥

শাঙ্করভাষ্যং। তমেবেশ্বরং শরণমাশ্রয়ং সংসারার্ত্তিহরণার্থং গচ্ছ আশ্রয় সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা হে ভারত ততস্তৎপ্রসাদাদীশ্বরানুগ্রহাৎ

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥৬২

পরাং প্রকৃষ্টাং শান্তিং পরামুপরতিং স্থানঞ্চ মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমবাপ্স্যসি শাশ্বতং নিত্যং ॥ ৬২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তমিতি। যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মাদহংকারং পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ. ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমামুপশান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২ ॥

হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও; তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বতধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

গীঃ সঃ। ভাগবতীশক্তি প্রবৃত্তিরূপিণী হইয়া প্রাণীসমূহকে শুভ ও অশুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। যিনি সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই প্রবৃত্তিনিবৃত্তির কারণভূত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; কেননা আশ্রিত ব্যক্তিকে তিনি কৃপা পূর্ব্বক মায়ামুক্ত করিয়া দেন। ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে কার্য্য সহিত অবিদ্যা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। মনোনিবৃত্তিরূপ পরমা শান্তি ভগবদ্ভক্তের চিরানুগত হইয়া থাকে, এবং নিত্যানন্দময় পরমধামে তাঁহার চিরস্থিতি হয় ॥ ৬২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। ইত্যেতত্তে তুভ্যং জ্ঞানমাখ্যাতং কথিতং গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ গুহ্যতরং অতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিত্যর্থঃ ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ বিমৃশ্য বিমর্শনমালোচনং কৃত্বৈতদ্যথোক্তং শাস্ত্রমশেষেণ সমস্তং যথোক্তং চার্থজাতং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টং, কথংভূতং, গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।

এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতোবিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি তথা কুরু, এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্ত্তিষ্যতইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

হে অর্জ্জুন ! আমি তোমার নিকট গুহ্যাতিগুহ্য আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা করিলাম। আমার কথিত এই গীতার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর ॥ ৬৩ ॥

গীঃ সঃ। অর্জ্জুন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ও শরণাগত ভক্ত; এই জন্য ভগবান্ কোন স্থানে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া, কোথাও বা বিনা জিজ্ঞাসায় কৃপা পূর্ব্বক মোক্ষসাধন রূপ অনেক জ্ঞানগর্ভ গুহ্য রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান যে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ফল স্বরূপ ইহা ভগবান্ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। মন্ত্র, তন্ত্র, মণি রসায়নাদি গুহ্য পদার্থ হইতেও আত্মজ্ঞান অত্যন্ত গুহ্য; কেননা এতাবতের দ্বারা অনিত্য সাংসারিক সুখ মাত্র প্রাপ্তি হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞানের দ্বারা জীবের ব্রহ্মানন্দ রূপ নিত্য সুখ লাভ হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, এই গীতাশাস্ত্রের প্রারম্ভ হইতে পর্য্যবসান পর্য্যন্ত তুমি ভাল করিয়া বিচার কর। মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে পাপ কর্ম্ম আদি নাশের নিমিত্ত স্বর্গ ফল কামনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদর্পণ-বুদ্ধিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই রূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে ব্রাহ্মণ সাধক আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মবেত্তা গুরুর সমীপে বেদান্ত বাক্য বিচারার্থ শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিধানানুসারে শিখাসূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সন্ন্যাসী ভগবৎ শরণাগত হইয়া বিবিক্তদেশ-সেবা আদি জ্ঞান সাধন অভ্যাস পূর্ব্বক শ্রবণমনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন। আর যাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসের পূর্ণাধিকারী নহেন, তাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির পরও শাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালনার্থ এবং লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥৬৪

অনুষ্ঠান করিবেন; এবং ভগবানের শরণাগত হইয়া সম্পূর্ণ মুক্তিভাগী হইবেন ॥ ৬৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তথা ভূয়োপি ময়োচ্যমানং শৃণু সর্ব্ব গুহ্যতমং সর্ব্বগুহ্যেভ্যোঽত্যন্তগুহ্যতমং রহস্যং উক্তমপ্যসকৃদ্ভূয়ঃ পুনঃ শৃণু মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচোবাক্যং নভয়াৎনাপ্যর্থকারণাদ্বাবক্ষ্যামি কিন্তহি ইষ্টঃ প্রিয়োসি মে মম দৃঢ়মব্যভিচারেণেতি কৃত্বা ততস্তেন কারণেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি তে তব হিতং পরং জ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনং ॥ ৬৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচিতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যোগুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু. পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ দৃঢ়মত্যন্তমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা অতএব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি, যদ্বা, মম ত্বমিষ্টোঽসি ময়া বক্ষ্যমাণং দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ, দৃঢ়মতিরিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এই জন্য তোমার হিতার্থ আমি পুনর্ব্বার সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৬৪ ॥

গীঃ সঃ। ইতি পূর্ব্বে ভগবান্ সন্ন্যাস পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের গুহ্য তত্ত্ব বলিয়াছেন; তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্মের ফল স্বরূপ গুহ্যতর জ্ঞানতত্ত্বও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে গুহ্যাতিগুহ্যতম তত্ত্ব ব্যাখ্যার দ্বারা অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়শরণাগত ভক্ত, এই জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ আপনিই অর্জ্জুনের হিতার্থ গুহ্যতম পরামর্শ দানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

শাঙ্করভাষ্যং। তদ্ধি সর্ব্বগুহ্যতমং হিতং তমস্মিন্দিতাহ মন্মনা ভব মচ্চিত্তোভব মদ্ভক্তোভব মদ্ভজনোভব মদ্‌যাজী ময়ি যজনশীলো ভব মাং নমস্কুরু নমস্কারং ময়ি মমৈব কুরু তত্রৈবং বর্ত্তমানোবাসুদেবে এব সর্ব্ব-সমর্পিতসাধ্যসাধনপ্রয়োজনোমামেবৈষ্যসি আগমিষ্যসি সত্যন্তে তব প্রতিজানে, সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোম্যেতস্মিন্বস্তুনীত্যর্থো যতঃ প্রিয়োসি মে এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং বুদ্ধা ভগবদ্ভক্তেরবশ্যম্ভাবিমোক্ষফলমবধার্য্য ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণোভবেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবাহ মন্মনা ইতি। মন্মনা মচ্চিত্তো ভব মদ্ভক্তো-মদ্ভজনশীলোভব মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলোভব মামেব নমস্কুরু এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি অত্র চ সংশয়ং মাকার্ষীঃ ত্বং হি মে প্রিয়োহসি অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫ ॥

হে অর্জ্জুন ! তুমি মদগতচিত্ত, মদ্ভক্ত হও, আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর ; তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি ; কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

গীঃ সঃ। ব্রহ্মপদ লাভের জন্য ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে হয়, ভগবান্ প্রথমে এই কথা বলিলে পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, কংস শিশুপালাদি তো দ্বেষপূর্ব্বক ভগবানকে চিন্তা করিয়াছিল, অতএব আমিও সেইরূপ চিন্তা করি ; এই জন্য ভগবান বলিলেন যে ভক্তি-যুক্ত চিত্তে আমার ভজনা কর। এই ভক্তিটি বা কিরূপে হইবে অর্জ্জুনের এই শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি সর্ব্বদা আমার পূজাপরায়ণ হও। পূজার সামগ্রীর অভাব হইলে যদি পূজা পূর্ণ না হয়, অর্জ্জুনের এই শঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন তুমি আমাকে নমস্কার অর্থাৎ অতিনম্রতা পূর্ব্বক শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা আমার আরাধনা কর।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫

"মদ্যাজী ও নমঃ" পদদ্বয়ে ভগবানের অর্চ্চনা ও বন্দনা উপলক্ষিত হইয়াছে। ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন, ভগবানের নাম ও রূপ-স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দন এবং দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ, ভক্তির এই নয় প্রকার লক্ষণ। এই ভক্তিযোগ সহকারে যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবানের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই ভক্ত অবশ্যই ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন। "মন্মনা" এই পদের দ্বারা ভগবান ব্রহ্মে চিত্ত বিলয়-রূপ গীতার তৃতীয় ষটক্ বা জ্ঞান কাণ্ডীয় জীব ব্রহ্মের অভেদ ভাব, "মদ্ভক্ত" এই পদের দ্বারা ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ষটক্ বা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভোপযোগী উপাসনা কাণ্ড বা ভক্তিযোগ, এবং "মদ্যাজী" এই পদের দ্বারা ভগবান্ নিষ্কাম বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আবশ্যকতা অর্থাৎ গীতার প্রথম ষটক্ বা কর্ম্মযোগ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। ধনাদির অভাবে পূজার কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলেও তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিলে সমস্ত ত্রুটীই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যেমন দর্পণাদি উপাধি নিবৃত্ত হইলে প্রতিবিম্ব বিম্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার কথিতানুরূপ আরাধনা করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমার অভেদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে॥ ৬৫

শাঙ্করভাষ্যং। কর্ম্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বরশরণতামুপসংহৃত্যাথেদানীং কর্ম্মযোগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্দর্শনং সর্ব্ববেদান্তবিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ সর্ব্বধর্ম্মান্ সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাঃ তান্ ধর্ম্মশব্দেনাত্রাধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নাবিরতো দুশ্চরিতাদিতি শ্রুতেঃ ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চেত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য সন্ন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতন্মামেকং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বভূতস্থমীশ্বরং অচ্যুতং শুরুং জন্মমরণাদিবর্জ্জিতমহমেবেত্যেবমেকং শরণং ব্রজ ন মত্তোঽন্যদস্তীত্যবধারয়েত্যর্থঃ অহং ত্বা মেবং নিশ্চিতবুদ্ধিং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্মভাব প্রকাশীকরণেন উক্তঞ্চ নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ইত্যতো মা শুচঃ শোকং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

স্বামিকৃত টীকা। ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণোভব এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ অতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি। ৬৬॥

তুমি সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্ব-পাপ হইতে বিমুক্ত করিব॥ ৬৬॥

গীঃ সঃ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মেরই অধিষ্ঠানভূমি একমাত্র ভগবান্। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, সর্ব্ব ধর্ম্মের স্বতন্ত্র ২ সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকেই সর্ব্ব ধর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া বিদিত হও এবং আমাকেই পরমতত্ত্ব জানিয়া অনাত্ম-বিষয় চিন্তা মাত্রকেই চিত্ত হইতে দূর করিয়া দাও, এবং অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তীব্র প্রেমের আবেশে আমাকেই নিরন্তর চিন্তা কর। "সর্ব্বধর্ম্মান্" পদে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, সাধারণ ও অসাধারণ (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন আদির) সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মই উপলক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ শুনিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস বলিয়া কেহ মনে করিবেন না; কেননা তাহা হইলে শরণ গ্রহণরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেন না। ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়াই সমস্ত শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য, এবং সমস্ত সাধনের চরম ফল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের সন্ন্যাসধর্ম্মে যে আস্থা বাড়িয়াছিল, ভগবান্ এই শ্লোকে সেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহার শরণাগতি ভিন্ন কোন ধর্ম্ম কর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ নহে, তাহাই বুঝাইলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত অর্জ্জুন বন্ধু বান্ধব বধ জন্য পাপের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাই ভগবান্ বলিলেন যে, তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও না, তোমার বিনা প্রায়শ্চিত্তেই আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ বিমুক্ত করিব। শ্রুতি বলিয়াছেন "ধর্ম্মেণ "পাপমপনুদতি" ধর্ম্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। ভগবান্ স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ, তিনি পাপ বিনষ্ট করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? "ঈশ্বরের আমি," "ঈশ্বর আমার" ও "ঈশ্বরই আমি," এই ত্রিবিধ শরণাগতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। প্রথম, যথা—

গীঃ সঃ।

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচনো সমুদ্র স্তারঙ্গঃ।"

হে অখিলনাথ! যদিচ সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছু মাত্র ভেদ নাই সত্য, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে; কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না; সেই রূপ হে নাথ! তোমাতে আমাতে কোন ভেদ না থাকিলেও "আমি তোমারই", কিন্তু "তুমি আমার" একথা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় শরণাগতি, যথা—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে"।

গোপিকাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিলে পর, যখন তিনি একদিন হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করেন, সেই সময় গোপিকাগণ ভগবানকে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমাদিগের হাত ছাড়াইয়া বল পূর্ব্বক পলায়ন করিলে. ইহাতে তোমার পৌরুষ কি? আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া যদি পলাইতে পার. তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। এখানে ভক্ত "ভগবান আমার" এই ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয় শরণাগতি, যথা—

"সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেব পরম পুমান্ পরমেশ্বরঃ সএকঃ।
ইতি মিতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজতান্ বিহায় দূরাৎ।

"স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ, এবং আমি বাসুদেব স্বরূপ, সেই পরমপুরুষ অদ্বিতীয়, "এইরূপ স্থির নিশ্চয় ভাব যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান, হে দূত! ঈদৃশ ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে তুমি কদাচ গমন করিও না। ঈদৃশ তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিকে তুমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও (দূতের প্রতি যমের উক্তি)। ভগবান্ প্রথমে কর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা পরস্পর সাধ্য সাধন ভাবে বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে সেই সকল কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া অষ্টাদশাধ্যায়ে গীতার উপসংহার করিতেছেন।

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" এই বচনে কর্ম্ম নিষ্ঠার

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬

উপসংহার করিয়াছেন। "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং" এই বচনে কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক শ্রবণ মননাদি সাধনের পরিপাক সহিত জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন। এবং "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই বচনে ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠার উপসংহার করিলেন ॥ ৬৬॥

শাঙ্করভাষ্যং। অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নিশ্চিতং কিং জ্ঞানং কিং কর্ম্ম বা আহোস্বিদুভয়মিতি কুতঃ সন্দেহঃ যৎ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিত্যাদীনি বাক্যানি কেবলাৎ জ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিং দর্শয়ন্তি কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বমিত্যেবমাদীনি কর্ম্মণাং অবশ্যকর্ত্তব্যতাং দর্শয়ন্তি এবং জ্ঞান-কর্ম্মণোঃ কর্ত্তব্যতোপদেশাৎ সমুচ্চিতয়োরপি নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং স্যাদিতি ভবেৎ সংশয়ঃ কিং পুনরত্র মীমাংসাফলং নন্বেতদেব এষামন্যতমস্য পরমনিঃশ্রেয়সসাধনত্বাবধারণং, অতো বিস্তীর্ণতরং মীমাংস্যমেতৎ আত্ম-জ্ঞানস্য তু কেবলস্য নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং ভেদপ্রত্যয়নিবর্ত্তকত্বেন কৈবল্য-ফলাবসানত্বাৎ ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিরবিদ্যয়াত্মনি নিত্যপ্রবৃত্তা, মম কর্ম্মাহং কর্ত্তামুষ্মৈ ফলায়েদং কর্ম্ম করিষ্যামীতীয়মবিদ্যা অনাদিকালপ্রবৃত্তা অস্যা অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকময়মহমস্মি কেবলোঽকর্ত্তাক্রিয়াফলো ন মত্তো-ঽন্যোঽস্তি কশ্চিদিত্যেবং রূপমাত্মবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যমানং কর্ম্মপ্রবৃত্তি-হেতুভূতায়া ভেদবুদ্ধের্নিবর্ত্তকত্বাৎ তুশব্দঃ পক্ষদ্বয়ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ন কেবলেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ ন চ জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিরিতি পক্ষদ্বয়ং নিবর্ত্তয়তি অকার্য্যত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়সস্য কর্ম্মসাধনত্বানুপপত্তিঃ ন হি নিত্যং বস্তু কর্ম্মণা জ্ঞানেন বা ক্রিয়তে, কেবলজ্ঞানমপি অনর্থকং তর্হি ন অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বে সতি দৃষ্টকৈবল্যফলাবসানত্বাদবিদ্যাতমোনিবর্ত্তকস্য জ্ঞানস্য দৃষ্টং কৈবল্যফলাবসানত্বং রজ্জ্বাদিবিষয়ে সর্পাদ্যজ্ঞানতমসো-নিবর্ত্তক প্রদীপপ্রকাশফলবৎ বিনিবৃত্তসর্পাদিবিকল্পরজ্জুকৈবল্যাবসানং হি প্রকাশফলং জ্ঞানং তথা দৃষ্টার্থায়াশ্চ ছিদিক্রিয়াগ্নিমন্থনাদীনাং ব্যাপৃতকর্ত্রাদিকারকাণাং দ্বৈধীভাবাগ্নিদর্শনাদিফলাদন্যফলে কর্ম্মান্তরে বা ব্যাপারানুপপত্তিবৎ তথা জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রিয়ায়াং সুদৃষ্টার্থায়াং ব্যাপৃতস্য

শাঙ্করভাষ্যং।

জ্ঞানাধিকারকত্বাত্ত্বৈকেবল্যফলাদন্যফলে কর্ম্মান্তরে বা প্রবৃত্তিরনুপপন্নেতি
ন জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মসহিতোপপদ্যতে জ্ঞাননিষ্ঠা ভূতিক্রিয়াগ্নিহোত্রাদি-
ক্রিয়াবৎ স্যাদিতি চেৎ ন কৈবল্যফলে জ্ঞানে ক্রিয়াফলার্থিত্বানুপপত্তেঃ
কৈবল্যফলে হি জ্ঞানে প্রাপ্তে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ফলে কূপতড়াগাদি-
ক্রিয়াফলার্থিত্বাভাববৎ ফলান্তরে তৎসাধনভূতায়াং বা ক্রিয়ায়ামর্থিত্বানু-
পপত্তেঃ নহি রাজ্যপ্রাপ্তিফলে কর্ম্মণি ব্যাপৃতস্য ক্ষেত্রমাত্রপ্রাপ্তিফলে
ব্যাপারোপপত্তিস্তদ্বিষয়ার্থিত্বং তস্মান্ন কর্ম্মণোহস্তি নিঃশ্রেয়সসাধনত্বং
নচ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চিতয়োর্নাপি জ্ঞানস্য কৈবল্যফলস্য কর্ম্মসাহায্যা-
পেক্ষা অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বেন চ বিরোধাৎ, নহি তমস্তমসো নিবর্ত্তকমতঃ
কেবলমেব জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সসাধনমিতি ন নিত্যাকরণে প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ
কৈবল্যস্য চ নিত্যত্বাৎ যত্তাবৎ কেবলজ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিত্যেতত্ত-
দসৎ যতো নিত্যানাং কর্ম্মণাং শ্রুত্যুক্তানামকরণে প্রত্যবায়ো নর-
কাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ স্যাৎ, নন্বেবং তর্হি কর্ম্মভ্যো মোক্ষো নাস্তি
ইত্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব নৈষ দোষো নিত্যত্বান্মোক্ষস্য নিত্যানাং
কর্ম্মণামনুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়স্যাপ্রাপ্তিঃ প্রতিষিদ্ধস্য চাকরণাদনিষ্টশরীরা-
নুপপত্তিঃ কাম্যানাঞ্চ প্রবর্জ্জনাদিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ বর্ত্তমানশরীরা-
রম্ভকস্য চ কর্ম্মণঃ ফলোপভোগক্ষয়ে পতিতেহস্মিন্ শরীরে দেহান্তরোৎ-
পত্তৌ চ কারণাভাবাদাত্মনঃ রাগাদীনাং চাকরণাৎ স্বরূপাবস্থানমেব
কৈবল্যমিত্যযত্নসিদ্ধং কৈবল্যমিতি অতিক্রান্তানেকজন্মান্তরকৃতস্য
স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তিফলস্যানারব্ধকার্য্যস্যোপভোগানুপপত্তেঃ ক্ষয়াভাব-
ইতি চেন্ন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখোপভোগস্য তৎফলোপভোগত্বোপ-
পত্তেঃ প্রায়শ্চিত্তবদ্বা পূর্ব্বোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থত্বং নিত্যকর্ম্মণাং আরব্ধানাঞ্চ
উপভোগেনৈব কর্ম্মণাং ক্ষীণত্বাদপূর্ব্বাণাঞ্চ কর্ম্মণামনারম্ভেহযত্নসিদ্ধং
কৈবল্যমিতি ন তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়েতি
বিদ্যায়া অন্যঃ পন্থা মোক্ষায় ন বিদ্যতইতি শ্রুতেশ্চর্ম্মবদাকাশবেষ্টনা-
সম্ভববদবিদুষো মোক্ষাসম্ভবশ্রুতেঃ জ্ঞানাৎ কৈবল্যমাপ্নোতি ইতি চ
পুরাণস্মৃতেরনারব্ধফলানাং পুণ্যানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়ানুপপত্তেশ্চ যথা পূর্ব্বো-
পাত্তানাং দুরিতানামনারব্ধফলানাং সম্ভবস্তথা পুণ্যানামপ্যনারব্ধফলানাং
সম্ভবস্তথা পুরাণস্মৃতেরনারব্ধফলানাং স্যাৎ সম্ভবস্তেষাং চ দেহান্তরমকৃত্বা

শাঙ্করভাষ্যং ।

ক্ষয়ানুপপত্তৌ মোক্ষানুপপত্তিঃ ধর্ম্মাধর্ম্মহেতূনাঞ্চ রাগদ্বেষমোহানাম-
প্যুৎপন্নাত্মজ্ঞানাদুচ্ছেদানুপপত্তেঃ ধর্ম্মাধর্ম্মোচ্ছেদানুপপত্তিঃ নিত্যানাঞ্চ
কর্ম্মণাং পুণ্যলোকফলশ্রুতের্ব্বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ পুণ্যলোকাজ্ঞবন্তি
ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ কর্ম্মক্ষয়ানুপপত্তিঃ যে ত্বাহুর্নিত্যানি কর্ম্মাণি দুঃখরূপত্বাৎ
পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মণাং ফলমেব ন তু তেষাং স্বরূপব্যতিরেকেণান্যৎ ফল-
মস্ত্যশ্রুতত্বাৎ জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানাদিতি নাপ্রবৃত্তানাঞ্চ ফলদানা-
সম্ভবাৎ দুঃখফলবিশেষানুপপত্তিঃ কর্ম্মণাং স্যাৎ যদুক্তং পূর্ব্বজন্মকৃতদুরি-
তানাং কর্ম্মণাং ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভুজ্যত ইতি তদসন্ন হি
মরণকালে ফলদানায়ানঙ্কুরীভূতস্য কর্ম্মণঃ ফলমন্যদারব্ধে জন্মন্যুপভুজ্যত
ইত্যুপপত্তিঃ অন্যথা স্বর্গফলোপভোগায়াগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মারব্ধে জন্মনি
নরকফলোপভোগানুপপত্তির্ন স্যাৎ তস্য দুরিতদুঃখবিশেষফলত্বানুপপত্তেশ্চ
অনেকেষু হি দুরিতেষু সম্ভবৎস্বভিন্নদুঃখসাধনফলেষু নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াস-
দুঃখমাত্রফলেষু কল্প্যমানেষু দ্বন্দ্বরোগাদিবাধানিমিত্তং দুঃখং নহি শক্যতে
কল্পয়িতুং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্ব্বোপাত্তদুরিতফলং ন শিরসা
পাষাণবহনাদিদুঃখমিতি অপ্রকৃতঞ্চেদমুচ্যতে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং
পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মফলমিতি কথমপ্রসূতফলস্য হি পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য
ক্ষয়োনোপপদ্যত ইতি প্রকৃতং তত্রাপ্রসূতফলস্য কর্ম্মণঃ ফলং নিত্য-
কর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাহ ভবান্ন প্রসূতফলস্যেত্যর্থঃ সর্ব্বমেব পূর্ব্বকৃতং
দুরিতং তৎপ্রসূতফলমেবেতি মন্যতে ভবাংস্ততো নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াস-
দুঃখমেব ফলমিতি বিশেষণমযুক্তং নিত্যকর্ম্মবিধ্যানর্থক্যপ্রসঙ্গশ্চোপ-
ভোগেনৈব প্রসূতফলস্য দুরিতকর্ম্মণঃ ক্ষয়োপপত্তেঃ । কিঞ্চ শ্রুতস্য
নিত্যস্য দুঃখঞ্চেৎ ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসাদেব তৎ দৃশ্যতে ব্যায়া-
মাদিবদন্যস্যেতি কল্পনানুপপত্তিঃ জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানান্নিত্যানাং
কর্ম্মণাং প্রায়শ্চিত্তবৎ পূর্ব্বকৃতদুরিতফলত্বানুপপত্তিঃ যস্মিন্ পাপকর্ম্ম-
নিমিত্তে যদ্বিহিতং প্রায়শ্চিত্তং ন তু তস্য পাপস্য তৎফলমথ তস্যৈব
পাপস্য নিমিত্তস্য প্রায়শ্চিত্তদুঃখং ফলং জীবনাদিনিমিত্তমপি নিত্যকর্ম্মা-
নুষ্ঠানায়াসদুঃখং জীবনাদিনিমিত্তস্যৈব তৎফলং প্রসজ্যেত নিত্যপ্রায়-
শ্চিত্তয়োর্নৈমিত্তিকত্বাবিশেষাৎ। কিঞ্চান্যন্নিত্যস্য কাম্যস্য চাগ্নিহোত্রা-
দেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখস্য তুল্যত্বান্নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য

শাঙ্করভাষ্যং।

ফলং নতু কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমিতি বিশেষোনাস্তীতি তদপি পূর্ব্বকৃতদুরিতফলং প্রসজ্যেত তথা চ সতি নিত্যানাং ফলাশ্রবণাত্তদ্বিধানান্যথানুপপত্তেশ্চ নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং পূর্ব্বকৃতদুরিতফলমিত্যর্থাপত্তিকল্পনা চানুপপন্না এবংবিধানান্যথানুপপত্তেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখব্যতিরিক্তফলত্বানুমানাচ্চ নিত্যানাং বিরোধাচ্চ বিরুদ্ধঞ্চেদমুচ্যতে নিত্যকর্ম্মণ্যনুষ্ঠীয়মানেনান্যস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভুজ্যতইত্যভ্যুপগম্যমানে সএবোপভোগো নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলাভাবইতি বিরুদ্ধমুচ্যতে কিঞ্চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদাবনুষ্ঠীয়মানে নিত্যমপ্যগ্নিহোত্রাদিতন্ত্রেণৈবানুষ্ঠিতং ভবতীতি তদায়াসদুঃখেনৈব কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমুপক্ষীণং স্যাত্তত্তন্ত্রত্বাদথ কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমন্যদেব স্বর্গাদি তদনুষ্ঠানায়াসদুঃখমপি ভিন্নং প্রসজ্যেত নচ তদস্তি দৃষ্টবিরোধাৎ নহি কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখাৎ কেবলনিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভিদ্যতে কিঞ্চানাদবিহিতমপ্রতিষিদ্ধঞ্চ কর্ম্ম তৎকালফলং নতু শাস্ত্রচোদিতং প্রতিষিদ্ধং বা তৎকালফলং ভবেদ্যদি ভবেৎ তদা স্বর্গাদিষ্বপ্যদৃষ্টফলাশনে চোদ্যমানে স্যাৎ অগ্নিহোত্রাদীনামেব কর্ম্মস্বরূপাবিশেষেঽনুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রেণোপক্ষয়ঃ কাম্যানাঞ্চ স্বর্গাদিমহাফলত্বমঙ্গেতিকর্ত্তব্যতাদ্যাধিক্যে অসতি তৎফলকামিত্বমাত্রেণেতি ন শক্যং কল্পয়িতুং তস্মান্ন নিত্যানাং কর্ম্মণামদৃষ্টফলাভাবঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে।

অতশ্চাবিদ্যাপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণোবিদ্যৈব শুভস্যাশুভস্য বা ক্ষয়কারণং অশেষতো ন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানমবিদ্যাকামবীজং হি সর্ব্বমেব কর্ম্ম তথাচোপপাদিতং অবিদ্বদ্বিষয়ং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা উভৌ তৌ ন বিজানীতোবেদাবিনাশিনং নিত্যং জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনামজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং তত্ত্ববিত্তু গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তইতি মত্বা ন সজ্জতে সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিদর্থাদজ্ঞঃ করোমীত্যারুরুক্ষোঃ কর্ম্মকারণমারূঢ়স্য যোগস্য শমএব কারণমুদারাস্ত্রয়োপ্যজ্ঞাজ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতমজ্ঞাঃ কর্ম্মিণোগতাগতং কামকামালভন্তে অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং নিত্যযুক্তাযথোক্তমাত্মানমাকাশকল্পমকল্মষমুপাসতে দদামি বুদ্ধিযোগন্তং যেন মামুপযান্তি তে অর্থান্ন কর্ম্মিণোঽজ্ঞাউপযান্তি ইতি ভগবৎকর্ম্মকারিণোযে যুক্ততমা অপি কর্ম্মি-

শাঙ্করভাষ্যং।

পোহজ্ঞাতে উত্তরোত্তরহীনফলত্যাগাবসানসাধনা অনির্দ্দেশ্যাক্ষরোপাসকা-স্বদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তুযুক্তসাধনাঃ ক্ষেত্রাধ্যায়াদ্যধ্যায়-ত্রয়োক্তজ্ঞানসাধনাশ্চাধিষ্ঠানাদিপঞ্চহেতুকসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনামাত্মৈক-ত্বাকর্ত্তৃত্বজ্ঞানবতাং পরস্যাং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং বর্ত্তমানানাং ভগবত্তত্ত্ববিদাম-নিষ্টাদিকর্ম্মফলত্রয়ং পরমহংসপরিব্রাজকানামেব লব্ধভগবৎস্বরূপাত্মৈকত্ব-শরণানাং ন ভবতি ভবত্যেবমন্যেষামজ্ঞানাং কর্ম্মিণামসন্ন্যাসিনামিত্যেষ-গীতাশাস্ত্রোক্তস্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যার্থস্য বিভাগঃ। অবিদ্যাপূর্ব্বকত্বং সর্ব্বস্য কর্ম্মণোহসিদ্ধমিতি চেন্ন ব্রহ্মহত্যাদিলক্ষণবৎ যদ্যপি শাস্ত্রাগতং নিত্যং কর্ম্ম তথাপ্যবিদ্যাবত এব ভবতি যথা প্রতিষেধশাস্ত্রাবগতমপি ব্রহ্মহত্যা-দিলক্ষণং কর্ম্মানর্থকারণং অবিদ্যাকামাদিদোষবতো ভবতি অন্যথা প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেস্তথা নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাদ্যপীতি ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানে প্রবৃত্তির্নিত্যাদিকর্ম্মস্বনুপপন্নেতি চেন্ন চলনাত্মকস্য কর্ম্মণোহনাত্মকর্ত্তৃক-স্যাহঙ্করোমীতি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। দেহাদিসঙ্ঘাতে অহং প্রত্যয়ো গৌণো ন মিথ্যা ইতি চেৎ ন তৎকার্য্যেষপি গৌণত্বোপপত্তেরাত্মীয়ে দেহাদিসঙ্ঘাতে অহং প্রত্যয়োগৌণো যথাত্মীয়পুত্রে আত্মা বৈ পুত্রনামাসীতি লোকে চাপি মম প্রাণএবায়ঙ্গৌরিতি তদ্বন্নৈবং মিথ্যাপ্রত্যয়ো মিথ্যাপ্রত্যয়স্তু স্থাণু পুরুষয়োরগৃহ্যমাণবিশেষয়োর্ন গৌণপ্রত্যয়স্য মুখ্যকার্য্যার্থত্বং অধি-করণস্তুত্যর্থত্বাল্লুপ্তোপমাশব্দেন যথা সিংহোদেবদত্তোঽগ্নির্ম্মাণবকইতি সিংহইবাগ্নিরিব ক্রৌর্য্যপৈঙ্গল্যাদিসামান্যবত্ত্বাৎ দেবদত্তমাণবকাধিকরণ-স্তুত্যর্থমেব নতু সিংহকার্য্যমগ্নিকার্য্যং বা গৌণশব্দপ্রত্যয়নিমিত্তং কিঞ্চিৎ সাধ্যতে মিথ্যাপ্রত্যয়কার্য্যন্তু অনর্থমিষ্টু ভবতি গৌণপ্রত্যয়স্য বিষয়ঞ্চ জানাতি নৈবং সিংহো দেবদত্তঃ অয়মগ্নির্ম্মাণবকইতি তথা গৌণেন দেহাদিসঙ্ঘাতেনাত্মনা কৃতং কর্ম্ম ন মুখ্যেনাহংপ্রত্যয়বিষয়ে-ণাত্মনা কৃতং স্যাৎ হি গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং কর্ম্ম মুখ্যসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং স্যাৎ চ ক্রৌর্য্যেণ পৈঙ্গল্যেন বা মুখ্যসিংহাগ্ন্যোঃ কার্য্যং কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে স্তুত্যর্থেনোপক্ষীণত্বাৎ স্তূয়মানৌ চ জানীতোনাহং সিংহোনাহ-মগ্নিরিতি ন সিংহস্য কর্ম্ম মমাগ্নেশ্চেতি তথা ন সঙ্ঘাতস্যং কর্ম্ম মম মুখ্যস্যাত্মনইতি প্রত্যয়োযুক্ততরঃ স্যাৎ পুনরহং কর্ত্তা মম কর্ম্মেতি বক্ষ্যমাণৈরাত্মীয়ৈঃ স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নৈঃ কর্ম্মহেতুভিরাত্মা করোতীতি ন চেবাং

শাঙ্করভাষ্যং।

মিথ্যাপ্রত্যয়পূর্ব্বকত্বাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তেষ্টানিষ্টানুভূতক্রিয়াফলজনিত সংস্কারপূর্ব্বকা হি স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নাদয়ো যথাস্মিন্ জন্মনি দেহাদিসঙ্ঘাতাভি-মানরাগদ্বেষাদিকৃতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তৎফলানুভবশ্চ তথাঽতীতেঽতীতে-তরেপি জন্মনীত্যনাদিরবিদ্যাকৃতঃ সংসারোঽতীতোঽনাগতশ্চানুমেয়ঃ ততশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাৎ জ্ঞাননিষ্ঠায়াং আত্যন্তিকঃ সংসারোপরম ইতি সিদ্ধং. অবিদ্যাত্মকত্বাচ্চ দেহাভিমানস্য তন্নিবৃত্তৌ দেহাদ্যনুপপত্তেঃ সংসারানুপপত্তিঃ দেহাদিসঙ্ঘাতে আত্মাভিমানোঽবিদ্যাত্মকঃ ন হি লোকে গবাদিভ্যোঽন্যোহং মত্তশ্চান্যে গবাদয় ইতি জানন্ তেষ্বহমিতি প্রত্যয়ং মন্যতে কশ্চিদজানংস্তু মন্যতে স্থাণৌ পুরুষবিজ্ঞানবৎ অবিবে-কতো দেহাদিসঙ্ঘাতে কুর্য্যাদহমিতি প্রত্যয়ং নহি বিবেকতো জানন্ যস্ত্বাত্মা বৈ পুত্রনামাসীতি পুত্রেহং প্রত্যয়ঃ স তু জন্যজনকসম্বন্ধনিমিত্তো গৌণো গৌণেন চাত্মনা ভোজনাদিবৎ পরমার্থকার্য্যং ন শক্যতে কর্ত্তুং গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং মুখ্যসিংহাগ্নিকার্য্যবৎ অদৃষ্টবিষয়চোদনাপ্রামাণ্যাদাত্ম-কর্ত্তব্যং গৌণদেহেন্দ্রিয়াত্মভিঃ ক্রিয়ত ইতি চেন্ন অবিদ্যাকৃতাত্মকত্বাৎ তেষাং গৌণা আত্মানো দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ কিং তর্হি মিথ্যাপ্রত্যয়েনৈবাসঙ্গ-স্যাত্মনঃ সঙ্গাত্মত্বমাপাদ্যন্তে তদ্ভাবে ভাবাত্তদভাবে চাভাবাদবিবেকিনাং হ্যজ্ঞানকালে বালানাং দৃশ্যতে দীর্ঘোহং গৌরোহমিতি দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহং-প্রত্যয়ো ভবতি ন তু বিবেকিনাং অন্যোহং দেহাদিসঙ্ঘাতাদিতি জ্ঞান-বতাং, তৎকালে দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো ভবতি তস্মাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়া-ভাবে তদভাবাৎ তৎকৃত এব ন গৌণঃ পৃথক্গৃহ্যমাণবিশেষসামান্যয়োর্হি সিংহদেবদত্তয়োরগ্নিমাণবকয়োর্ব্বা গৌণঃ প্রত্যয়ঃ শব্দপ্রয়োগো বা স্যান্না-গৃহ্যমাণসামান্যবিশেষয়োঃ যথা শুক্তিরজতয়োর্যত্তূক্তং শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি ন তৎপ্রামাণ্যাদৃষ্টবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানুপলব্ধে হি বিষয়েঽগ্নি-হোত্রাদিসাধ্যসাধনসম্বন্ধঃ শ্রুতেঃ প্রামাণ্যং ন প্রত্যক্ষাদিবিষয়ে অদৃষ্ট-দর্শনার্থবিষয়ত্বাৎ প্রামাণ্যস্য তস্মান্ন দৃষ্টমিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তস্যাহংপ্রত্যয়স্য দেহাদিসঙ্ঘাতে গৌণত্বং কল্পয়িতুং শক্যং ন হি শ্রুতিশতমপি শীতোঽগ্নির-প্রকাশো বেতি ব্রুবৎ প্রামাণ্যমুপৈতি যদি ব্রূয়াৎ শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেতি তথাপ্যর্থান্তরং শ্রুতের্বিবক্ষিতং কল্প্যং প্রামাণ্যান্যথানুপপত্তেঃ ন তু প্রমাণান্তরবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধং বা কর্ম্মণো মিথ্যাপ্রত্যয়বৎ কর্ত্তৃকত্বাৎ

শাঙ্করভাষ্যং।

কর্ত্তৃত্বাভাবে শ্রুতেরপ্রামাণ্যমিতি চেৎ ন ব্রহ্মবিদ্যায়ামর্থবত্ত্বোপপত্তেঃ কর্ম্ম-
বিধিশ্রুতিবৎ ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন বাধকপ্রত্যয়া-
নুপপত্তের্যথা ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুত্যাত্মনাবগতে দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো-
বাধ্যতে তথাত্মনোবাত্মাবগতির্ন কদাচিৎ কেনচিৎ কথঞ্চিদপি বাধিতুং
শক্যা ফলাব্যতিরেকাবগতের্যথাগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতি ন চ কর্ম্মবিধি-
শ্রুতেরপ্রামাণ্যং পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবৃত্তিনিরোধেনোত্তরোত্তরাপূর্ব্বপ্রবৃত্তিজননস্য
প্রত্যগাত্মাভিমুখ্যপ্রবৃত্ত্যুৎপাদনার্থত্বাৎ মিথ্যাত্বেঽপ্যুপায়স্যোপেয়সত্যতয়া
সত্যত্বমেব স্যাদর্থবাদানাং বিধিশেষাণাং লোকেঽপি বালোন্মত্তাদীনাং
পয়আদিপায়য়িতব্যে চূড়াবর্দ্ধনাদিবচনং প্রকারান্তরস্থানাঞ্চ সাক্ষাদেব
প্রামাণ্যসিদ্ধিঃ প্রাগাত্মজ্ঞানাৎ দেহাভিমানপ্রত্যক্ষাদিপ্রামাণ্যবৎ। যত্তু
মন্যতে স্বয়মব্যাপ্রিয়মাণোঽপ্যাত্মা সন্নিধিমাত্রেণ করোতি তদেব চ
মুখ্যং কর্ত্তৃত্বমাত্মনো যথা রাজা যুধ্যমানেষু যোধেষু যুধ্যত ইতি প্রসিদ্ধং
স্বয়মযুধ্যমানোঽপি সন্নিধানাদেব জিতঃ পরাজিতশ্চেতি তথা সেনা-
পতির্ব্বাচৈব করোতি ক্রিয়াফলসম্বন্ধশ্চ রাজসেনাপত্যোশ্চ দৃষ্টঃ যথা চ
ঋত্বিক্কর্ম্ম যজমানস্য তথা দেহাদীনাং কর্ম্ম আত্মকৃতং স্যাৎ তৎফল-
স্যাত্মগামিত্বাৎ যথা বা ভ্রামকস্য লোহভ্রাময়িতৃত্বাদব্যাপৃতস্যৈব মুখ্যমেব
কর্ত্তৃত্বং তথা চাত্মন ইতি তদসৎ অকুর্ব্বতঃ কারকত্বপ্রসঙ্গাৎ কারকমনেক-
প্রকারমিতি চেন্ন রাজপ্রভৃতীনাং মুখ্যস্যাপি কর্ত্তৃত্বস্য দর্শনাৎ রাজা তাবৎ
স্বব্যাপারেণাপি যুধ্যতে যোধানাং যোধয়িতৃত্বেন ধনদানেন চ মুখ্যমেব
কর্ত্তৃত্বং তথা জয়পরাজয়ফলোপভোগেন তথা যজমানস্যাপি ধনত্যাগেন
দক্ষিণাদানেন চ মুখ্যমেব কর্ত্তৃত্বং তস্মাদব্যাপৃতস্য কর্ত্তৃত্বোপচারঃ যঃ
স গৌণ ইত্যবগম্যতে যদি মুখ্যমনাৎ কর্ত্তৃত্বং স্বব্যাপারলক্ষণং নোপলভ্যতে
রাজযজমানপ্রভৃতীনাং তদা সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্ত্তৃত্বং মুখ্যং পরিকল্প্যেত
যথা ভ্রামণেন ন তথা রাজযজমানাদীনাং স্বব্যাপারো নোপলভ্যতে তস্মাৎ
সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্ত্তৃত্বং গৌণমেব তথা চ সতি তৎফলসম্বন্ধোঽপি
গৌণ এব স্যান্ন গৌণেন মুখ্যং কার্য্যং নির্ব্বর্ত্ত্যতে তস্মাদসদেবৈতদ্গীয়তে
দেহাদীনাং ব্যাপারেণাব্যাপৃত আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা চ স্যাদিতি ভ্রান্তি-
নিমিত্তন্তু সর্ব্বমুপপদ্যতে যথা স্বপ্নে মায়ায়াঞ্চৈবং ন চ দেহাদ্যাত্মপ্রত্যয়-
প্রবন্ধিসন্তানবিচ্ছেদেষু সুষুপ্তিসমাধ্যাদিষু কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যনর্থঃ উপ-

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

নতাতে তস্মাৎ ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্ত এবায়ং সংসারভ্রমঃ ন তু পরমার্থইতি সম্যগ্দর্শনাদত্যন্তমেবোপরমইতিসিদ্ধং।

সর্ব্বং গীতাশাস্ত্রার্থমুপসংহৃত্যাস্মিন্নধ্যায়ে বিশেষতশ্চান্তইহ শাস্ত্রার্থদাঢ্যায় সংক্ষেপতউপসংহারং কৃত্বাথেদানীং শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিমাহ ইদং শাস্ত্রং তে তব হিতায় ময়োক্তং সংসারবিচ্ছিত্তয়ে অতপস্কায় তপোরহিতায় ন বাচ্যমিতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে তপস্বিনেপ্যভক্তায় গুরুদেবভক্তিরহিতায় কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ন বাচ্যং ভক্তস্তপস্বী অপিসন্নশুশ্রূষুর্যোভবতি তস্মাঅপি ন বাচ্যং নচ যোমাং বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যং মত্বা অভ্যসূয়তি আত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপণেন মমেশ্বরত্বমজানন্ন সহতেঽসাবপ্যযোগ্যস্তস্মাঅপি ন বাচ্যং ভগবত্যনসূয়াযুক্তায় তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে অনুবুভূষবে চ বাচ্যং শাস্ত্রমিতি সামর্থ্যাদ্গম্যতে তত্র মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যনয়োর্বিকল্পদর্শনাৎ শুশ্রূষাভক্তিযুক্তায় তপস্বিনে ভক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যং শুশ্রূষাভক্তি বিযুক্তায় নতপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যং ভগবত্যসূয়াযুক্তায় সমস্তগুণবতেপি ন বাচ্যং গুরুশুশ্রূষাভক্তিমতে চ বাচ্যমিত্যেষ শাস্ত্রসংপ্রদায়বিধিঃ ॥ ৬৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসংপ্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়া অতপস্কায় ধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যং, নচাভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যং, নচাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে বাচ্যং, মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি তস্মৈ চ ন বাচ্যং ॥ ৬৭॥

হে অর্জুন! তোমার হিতার্থ যে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা তপস্যাবিহীন, ভক্তিবর্জ্জিত, শুশ্রূষারহিত এবং আমার প্রতি অসূয়াকারী ব্যক্তিকে কদাচ উপদেশ করিতে নাই ॥ ৬৭ ॥

গীঃ সঃ। পরমাপ্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অর্জুনের অজ্ঞানরূপ

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭

ব্যাসদেব শান্তির জন্য যে পরমোপাদেয় গুহ্যরহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, ভগবান্ তাহা অনধিকারীকে উপদেশ করিতে নিষেধ করিলেন। বস্তুতঃ গীতা শ্রবণে অধিকারী তাঁহারাই, যাঁহারা ইন্দ্রিয় গ্রাম সংযম পূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছেন; কেবল জিতেন্দ্রিয় হইলেই হইবেনা, আবার অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টা গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তি যুক্ত হওয়া চাই; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুশুশ্রূষা ও শাস্ত্রবাক্যে নিষ্ঠা থাকা চাই। বিশেষতঃ তাঁহার যেন কোন প্রকারেই ভগবান্ বাসুদেবে কিছুমাত্র দ্বেষবুদ্ধি না থাকে। তপস্যা ব্যতীত গীতার উপদেশ ধারণ করিবার শক্তি জন্মে না, ভক্তি ব্যতীত গীতোপদেশ গ্রহণ, শ্রবণ ও মননে প্রবৃত্তি হয়না, গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত গীতার প্রকৃত মর্ম্মার্থ উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং ঈশ্বরে অসূয়াত্যাগ না করিলে গীতার সারতত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যাদান করা শ্রুতিনিষিদ্ধ, যথা।

"বিদ্যাহ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায়মাসেবধিষ্টেঽহমস্মি
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় নমাব্রূয়ায় অবীর্য্যবতী তথাস্যাং
যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ॥

অনধিকারী পুরুষের নিকট নানা দুঃখ পাইবার আশঙ্কায় বেদবিদ্যা এক সময় বিদ্যোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাকে গুপ্ত রাখিও, তাহা হইলে তোমাদিগকে ভোগ ও মুক্তি উভয়ই দান করিব, আর যদি লোকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া লোকের নিকট আমাকে গুপ্ত রাখিতে নাই পার, তাহা হইলে যাঁহারা গুণের স্থানে দোষারোপ রূপ অসূয়াযুক্ত, আর্জ্জবরহিত, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে অসমর্থ এবং গুরুসেবা ও গুরুভক্তি বর্জ্জিত তাহাদিগকে কদাপি উপদেশ করিওনা। ধন বা সম্মানের লোভে যদিই অপাত্রে আমার উপদেশ কর, তবে আমি বন্ধ্যা নারীর ন্যায় কোন ফল দান করিব না। বস্তুতঃ অনধিকারে শাস্ত্রপাঠ করিলে পণ্ডশ্রম হয় মাত্র, অথবা মলিন বুদ্ধিতে শাস্ত্রার্থ বিপরীত বা অযথা ভাবে গৃহীত হওয়ায় পাঠককে দুঃখভাগী এবং শাস্ত্রের প্রকৃত রসদানে বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ৬৭ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।

শাঙ্করভাষ্যং। সম্প্রদায়স্য কর্ত্তুঃ ফলমিদানীমাহ য ইমং যথোক্তং পরমং নিঃশ্রেয়সার্থং কেশবার্জ্জুনয়োঃ সম্বাদরূপং গ্রন্থং গুহ্যং গোপ্যতমং মদ্ভক্তেষু ময়ি ভক্তিমৎস্বভিধাস্যতি বক্ষ্যতি গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ স্থাপয়িষ্যতীত্যর্থঃ যথা ত্বয়ি ময়া। ভক্তেঃ পুনর্গ্রহণাদ্ভক্তিমাত্রেণ কেবলেন শাস্ত্রসম্প্রদানে পাত্রং ভবতীতি গম্যতে কথমভিধাস্যতীত্যুচ্যতে ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা ভগবতঃ পরমগুরোঃ অচ্যুতস্য শুশ্রূষা ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবং কৃত্বেত্যর্থঃ তস্যেদং ফলং মামেবৈষ্যতি মুচ্যত এবাত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ॥৬৮

স্বামিকৃত টীকা। এতৈর্দ্দোষৈরহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রো পদেষ্টুঃ ফলমাহ য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥৬৮

যে ব্যক্তি আমাতে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্যশাস্ত্র ব্যাখ্যান করিবেন, তিনি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৬৮॥

গীঃ সঃ। গীতাশাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেরই কথা মুখ্য বা গৌণ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই জন্য ইহা পরম গুহ্য। ভক্তিমান্ ব্যতীত কাহারও গীতা বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য নাই. এবং ভক্তি জন্মিলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়, এই জন্যই ভগবান্ বলিলেন যে, ভক্ত হইয়া গীতাশাস্ত্র ভক্তকেই শুনাইবে। ব্যাখ্যাতাকে বিশেষ ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই, শ্রোতাকেও ভক্তিযুক্ত হইতে হইবে। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই ভক্তের নিকট এই গুহ্য তত্ত্বময়ী গীতা ব্যাখ্যা করিবেন; কেননা তাঁহার পক্ষে গীতা ব্যাখ্যা ব্রহ্মানন্দোপভোগের প্রশস্তক্ষেত্র স্বরূপ।

"য ইমং পরমং গুহ্যং" শ্লোকের কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি ভগবদ্ভক্তিবিহীন পুরুষও নিজ সম্মান ও পূজার জন্য আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্যরহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করে, তবে সে ব্যক্তিও সেই পুণ্য প্রভাবে আমার উপাসনা রূপ পরম ভক্তি

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা নচ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোভুবি ॥ ৬৯ ॥

লাভ করিয়া পরিশেষে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৬৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিঞ্চ নচ তস্মাচ্ছাস্ত্রসম্প্রদায়কৃতোমনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে কশ্চিন্মে মম প্রিয়কৃত্তমোঽতিশয়েন প্রিয়কৃত্তমোঽন্যঃ প্রিয়কৃত্তমো- নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ বর্ত্তমানেষু ন চ ভবিতা ভবিষ্যত্যপি কালে তস্মাৎ দ্বিতীয়োঽন্যঃ প্রিয়কৃত্তরোভুবি লোকেঽস্মিন্ ভবিতা ॥ ৬৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ নচেতি। তস্মাদস্মদ্ভক্তেভ্যোগীতাশাস্ত্র- ব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যোমনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি নচ কালান্তরে ভবিষ্যতি মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি নচ কালান্তরেঽপি ভবিতেত্যর্থঃ ॥৬৯

মনুষ্য লোক মধ্যে গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার ন্যায় আমার অতি প্রিয় আর কেহই নাই ও আর কেহ হইবেও না, এবং তাঁহারও আমা ব্যতীত পৃথিবী মধ্যে আর কোন প্রিয় বস্তু নাই ॥ ৬৯ ॥

গীঃ সঃ। যে বিদ্যাবান ভক্তপুরুষগণ মনুষ্যলোকে ভগবানের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য গীতার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ন্যায় ভগবানের প্রিয়পাত্র আর কেহ নাই, এবং পূর্ব্বে কেহ হয়ও নাই, পরে কেহ হইবেও না। ৬৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। যোঽপি অধ্যেষ্যতে চ পঠিষ্যতি যইমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সম্বাদরূপং গ্রন্থমাবয়োঃ তেনেদং কৃতং স্যাৎ, জ্ঞানযজ্ঞেন বিধিজপোপাংশুমানসানাং যজ্ঞানাং জ্ঞানযজ্ঞোমানসত্বাদ্বিশিষ্টতম-

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০

ইত্যুক্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন গীতাশাস্ত্রস্যাধ্যয়নং শ্রূয়তে ফলবিধিরেব বা দেবতাদিবিষয়জ্ঞানযজ্ঞফলতুল্যমস্য ফলম্ভবতীতি তেনাধ্যয়নেনাহমিষ্টঃ পূজিতঃ স্যাম্ভবেয়মিতি মে মম মতিনিশ্চয়ঃ॥ ৭০॥

স্বামিকৃত টীকা। পঠতঃ ফলমাহ অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ শ্রীকৃষ্ণা-র্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং যোহধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেনাহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ. যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি তথাপি মম তচ্ছৃণ্বতোমামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কঞ্চিন্নাম গৃহ্ণাতি তদাসৌ মামাহ্বয়-তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি তথাহমপি সন্নিহিতো ভবেয়ং, অতো-যথা অজামিলকত্রবন্ধু প্রমুখাণাং কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি তথৈব তস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ॥ ৭০॥

যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মার্থসম্বাদ রূপ গীতা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা সে ব্যক্তির আমাকেই নিশ্চয় পূজা করা হইবে জানিবে॥৭০॥

গীঃ সঃ। গীতাব্যাখ্যার ফল কীর্ত্তন করিয়া ভগবান্ এক্ষণে গীতা-পাঠের ফল কহিতেছেন। অর্জ্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্বাদ রূপ গীতা-পাঠ করা মহা জ্ঞানযজ্ঞস্বরূপ। চতুর্থ অধ্যায় দ্রব্যযজ্ঞাদিক সকল যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের মহিমা অধিক রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গীতার পাঠক সেই জ্ঞানযজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকেন; কেননা অর্থ বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক কেহ গীতা পাঠ করিবা মাত্রই, যেমন কেহ যদৃচ্ছা ক্রমে অন্য কাহারও নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ডাকিলে, সেই ব্যক্তি সেই ডাক শুনিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়,সেই রূপ ভগবান্ তাহার নিকটবর্ত্তী হয়েন এবং নিজোচিত কৃপাগুণে তাহাকে চিত্ত শুদ্ধি রূপ আশীর্ব্বাদ দান করেন। সুতরাং জ্ঞানযজ্ঞের মহাফল স্বরূপ ব্রহ্মপদ-লাভ তাঁহার সহজ হইয়া পড়ে॥ ৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যোনরঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। অথ শ্রোতুরিদং ফলং শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানোনসূয়শ্চাসূয়াবর্জ্জিতঃ সন ইমং গ্রন্থং শৃণুয়াদপি যোনরোপিশব্দাৎ কিমুতার্থজ্ঞানবান্ সোপি পাপান্মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্য কর্ম্মিণামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবতাং॥ ৭১॥

স্বামিকৃত টীকা। অজ্ঞস্য জপতোবোৎস্ত্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ শ্রদ্ধাবানিতি। যোনরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি, শ্রদ্ধাবানিতি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়মুচ্চৈর্জ্জপতি অবদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতোযঃ শৃণুয়াৎ সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্নশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ॥ ৭১॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া শূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র কেবল মাত্র শ্রবণ করেন, তিনিও সর্ব্ব পাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যাত্মাগণের ভোগ্য শুভ লোক লাভ করিয়া থাকেন॥ ৭১॥

গীঃ সঃ। গীতা ব্যাখ্যা ও পাঠের ফল ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ একণে গীতা শ্রবণের ফল কহিতেছেন। যখন কোন ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করিতে থাকেন, সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি অসূয়া পরিহার পূর্ব্বক আস্তিক্যবুদ্ধিতে গীতাপাঠকের ও পাঠের দোষ গুণ বিচার না করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে উহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিষ্পাপ হয়েন, এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যাত্মাগণ যে দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়েন, তিনিও সেই লোক লাভ করেন। "শৃণুয়াদপি সোঽপি" ইত্যাদি বচনের "অপি" শব্দ দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে যে, শ্রোতা গীতার অর্থ না বুঝিতে পারিলেও কেবল গীতোক্ত শব্দ মাত্র শ্রবণেই উত্তম লোক প্রাপ্ত হইবেন, এবং অর্থবোধ পূর্ব্বক গীতা শ্রবণ করিলে যে, উত্তম লোকে গতি হইবেই হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

"বাসুদেব কথা প্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদসলিলং যথা॥"

সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাং ৭১
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।

যেমন বিষ্ণুপাদোদকী গঙ্গা সকলকেই পবিত্র করেন, সেই রূপ বাসুদেব প্রসঙ্গও প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা তিন জনকেই পবিত্র করিয়া থাকে॥ ৭১ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। শিষ্যস্য শাস্ত্রার্থগ্রহণবিবেকবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি তদগ্রহণে জ্ঞাতে পুনর্গ্রাহয়িষ্যামুপায়ান্তরেণাপি ইতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ো-যত্নান্তরমাস্থায় শিষ্যঃ কৃতার্থঃ কর্ত্তব্যইত্যাচার্য্যধর্ম্মঃ প্রদর্শিতোভবতি কচ্চিৎ কিমেতৎ ময়োক্তং শ্রুতং শ্রবণেনাবধারিতং পার্থ! কিং ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা একচিত্তেন কিম্বা প্রমাদিতং কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহোঽজ্ঞাননিমিত্ত সম্মোহবৈচিত্ত্যভাবোঽবিবেকতা স্বাভাবিকঃ কিং প্রনষ্টো-যদর্থোঽয়ং শাস্ত্রশ্রবণায়াসস্তব মম চোপদেষ্টুরায়াসঃ প্রবৃত্তিস্তে তুভ্যং ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

স্বামিকৃত টীকা। সম্যগেবাধানুপপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে অজ্ঞানসম্মোহস্তত্বাজ্ঞানকৃতোবিপর্য্যয়ঃ, শিষ্টমস্পষ্টং ॥ ৭২ ॥

হে পার্থ! এই গীতাশাস্ত্র একাগ্রচিত্তে তুমি কি রূপ শুনিলে, তোমার অজ্ঞানকৃত মোহজাল বিনষ্ট হইল কি না, হে ধনঞ্জয়! তাহা তুমি কীর্ত্তন কর॥ ৭২

গীঃ সঃ। ভগবান দেখিলেন, তিনি যতক্ষণ গুহ্যরহস্যময়ী গীতা অর্জ্জুনের সংশয় পাশ ছেদন করিবার জন্য ব্যাখ্যা করিলেন, অর্জ্জুন তাহার আদ্যোপান্ত ভগবৎশরণাগত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া করযোড়ে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। এই গীতারূপ মার্ত্তণ্ডতেজে অজ্ঞান রূপ অন্ধকার চির দিনের জন্য বিদূরিত হইয়া যায়। অর্জ্জুনেরও অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি-রাশির সম্পূর্ণ শান্তি হইয়া গিয়াছে, ইহা জানিয়াও অর্জ্জুনের মুখে

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুনের কৃতকৃত্যতা শুনিবার জন্য, এবং গীতা শ্রবণে কি রূপ ফল হইয়া থাকে, তাহাই জগৎকে প্রত্যক্ষতঃ বুঝাইবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গীতাশ্রবণে তোমার অজ্ঞান মোহ দূর হইল কি না ॥ ৭২ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। অর্জ্জুন উবাচ নষ্টো মোহোঽজ্ঞানজং তমঃ সমস্তসংসারানর্থহেতুঃ সাগরইব দুস্তরঃ স্মৃতিশ্চাত্মতত্ত্ববিষয়া লব্ধা যস্যা লাভাৎ সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ত্বৎপ্রসাদাত্তব প্রসাদান্ময়া ত্বৎপ্রসাদমাশ্রিতেন অচ্যুত অনেন মোহনাশপ্রশ্নপ্রতিবচনেন ন সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানফলমেতাবদেবেতি নিশ্চিতং দর্শিতং ভবতীতি যদুক্তাজ্ঞানসম্মোহনাশআত্মস্মৃতিঃ লাভশ্চেতি তথা চ শ্রুতাবনাত্মবিৎ শোচামীতি উপন্যস্যাত্মজ্ঞানেন সর্ব্বগ্রন্থিবিপ্রমোক্ষোভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিস্তত্র কো মোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ অথেদানীং ত্বচ্ছাসনে স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহো মুক্তসংশয়ঃ করিষ্যে বচনন্তবাহং ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃতার্থোন মে কর্ত্তব্যমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুনউবাচ নষ্টোমোহইতি। আত্মবিষয়োমোহোনষ্টঃ যতোঽহমস্মীতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা অতঃ স্থিতোঽস্মি গতোঽধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহোযস্য সোঽহং তব আজ্ঞাং করিষ্যামীতি ॥ ৭৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! আমি তোমার কৃপায় আত্মজ্ঞান রূপ স্মৃতি লাভ করিলাম, আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইল, আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমারই উপদেশানুরূপ কার্য্য করিব ॥ ৭৩ ॥

গীঃ সঃ। ভগবানের মুখে আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া গুণবিকার জনিত যে মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ রাজসী প্রকৃতিতে

অর্জ্জুন উবাচ। নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত!
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

ধর্ম্ম ক্ষেত্রের প্রভাব জনিত সত্ত্বগুণের আবেশে নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিকূল যে মোহময় বিকার উৎপন্ন হইয়াছিল, "অহং ব্রহ্মাস্মি" ঈদৃশ আত্মজ্ঞান রূপ স্মৃতি হওয়ায় তাহা বিদূরিত হইল। যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা অর্জ্জুন নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবন সত্ত্বে ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। "গতসন্দেহ" পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, অর্জ্জুনের দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আর আত্ম-বুদ্ধি রূপ সংশয় রহিল না। এক্ষণে অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, বন্ধুবধাদি যুদ্ধের অনিবার্য্য ঘটনা গুলি তাঁহার স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের আর প্রতিকূল থাকিতে পারিল না, কেননা তিনি দেখিলেন যে, বন্ধুবধাদি তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাঁহার লক্ষ্য নিজ প্রতিজ্ঞানুরূপ ক্ষাত্র ধর্ম্ম প্রতিপালন। এই স্বধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য তিনি কোন প্রকারেই দোষগ্রস্ত হইবেন না ॥ ৭৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। পরিসমাপ্তঃ সকলাম্নয়াশাস্ত্রার্থোঽথেদানীং কথাসম্বন্ধ-প্রদর্শনার্থং সঞ্জয় উবাচ ইতোবমহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ সম্বাদ-মিমং যথোক্রমশ্রৌষং শ্রুতবানস্মি অদ্ভুতমত্যন্তবিস্ময়করং রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং। ৭৪ ॥

স্বামিকৃত টীকা। তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ ইত্যহমিতি। লোমহর্ষণং লোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহং স্পষ্টমনাং ॥ ৭৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহানুভব বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত রোমহর্ষণকর সম্বাদ আমি পূর্ব্বকথিতানুরূপ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

গীঃ সঃ। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কথা বলিতে বলিতে এই কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তৎপরে অন্যান্য ঘটনা

সঞ্জয় উবাচ। ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণং ॥ ৭৪ ॥
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরং।
যোগং যোগেশ্বরাৎ রাজন্ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥৭৫

বলিলেন, তাহারই উদ্যোগ কালে ধৃতরাষ্ট্রকে গীতার সমাপ্তিবৃত্তান্ত শুনাইলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে অতীব গূঢ় বিচিত্র কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে এই জন্য ইহা অদ্ভুত। ইহা শুনিলে চিত্ত নিতান্ত বিস্ময়যুক্ত হয়, এই জনাই ইহা রোমহর্ষণকর ॥ ৭৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তচ্চেমং শ্রীকৃষ্ণঃ ব্যাস প্রসাদাত্ততোদিব্যচক্ষুর্লাভাৎ শ্রুতবান্ জ্ঞাতবানেতং সম্বাদং গুহ্যতমং পরং যোগং যোগার্থত্বাৎ গ্রন্থোপি যোগস্তং সংবাদমিমং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ন পরম্পরয়া ॥ ৭৫ ॥

স্বামিকৃত টীকা। আত্মনস্তত্ত্ব শ্রবণে সম্ভাবনামাহ ব্যাস প্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তং ততো-ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎশ্রুতবানস্মি, কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ পরং যোগং পরত্বমাবিষ্করোতি যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫ ॥

হে মহারাজ! বেদব্যাসের প্রসাদে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নিজ মুখ হইতেই এই পরম গুহ্য যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৫ ॥

গীঃ সঃ। দূরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুনের পরস্পর কি কথা বার্ত্তা হইল, তাহা সঞ্জয় কি রূপে শুনিতে পাইবেন, ধৃতরাষ্ট্রের এই সংশয় নিরসনার্থ সঞ্জয় কহিলেন যে, আমি বেদব্যাসের অনুগ্রহে দিব্য চক্ষু-কর্ণাদি পাইয়াছি, সেই গুণে ভগবান যোগেশ্বরের কথাও অনায়াসে শ্রবণ করিয়াছি। সর্ব্ব শাস্ত্রের সারার্থ রূপ গীতা শ্রবণে সঞ্জয় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতং।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।

শাঙ্করভাষ্যং। হে রাজন ধৃতরাষ্ট্র সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতং কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং শ্রবণাদপি পাপহরং শ্রুত্বা হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ প্রতিক্ষণং ॥ ৭৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতোভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬ ॥

হে ধৃতরাষ্ট্র! পুণ্যরূপ এই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের অদ্ভুত সম্বাদ আমি যতই স্মরণ করিতেছি, আমার ততই অধিক আহ্লাদ হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

গীঃ সঃ। এই গীতাশাস্ত্র একে পরমোপাদেয় উপদেশে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার উহা যে কোন ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, ইহা স্মরণ করিয়া (" আমার না জানি কত জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য ও তপস্যা ছিল, যাহার প্রভাবে এই যোগতত্ত্ব স্বয়ং যোগেশ্বরেরই মুখে শ্রবণ করিলাম " এই রূপ স্মরণ করিয়া) সঞ্জয়ের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। তচ্চ সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরের্বিশ্বরূপং বিস্ময়ো মে মহান্ হে রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

স্বামিকৃত টীকা। কিঞ্চ তচ্চেতি। বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ ৭৭

হে মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ যতবার স্মরণ হইতেছে, আমার ততবারই পুনঃ পুনঃ হর্ষাবেগ উঠিতেছে ॥ ৭৭ ॥

গীঃ সঃ। গীতা কেবল শ্রবণ করিয়াই যে সঞ্জয় আনন্দিত হইয়া-

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭

ছেন তাহা নহে. সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যে পরম ধ্যেয় বিশ্বরূপ নামক নিজ সগুণ রূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্যরূপ স্মরণ করিয়া সঞ্জয়ের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছেনা ॥ ৭৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যং। কিং বহুনা যত্র যস্মিন্ পক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্ব্বযোগানামীশ্বরস্তৎপ্রভবত্বাৎ সর্ব্বযোগবীজশ্চ কৃষ্ণো যত্র পার্থো যস্মিন্ পক্ষে ধনুর্দ্ধরো গাণ্ডীবধন্বা তত্র শ্রীস্তস্মিন্ পাণ্ডবানাং পক্ষে বিজয়স্তত্রৈব ভূতিঃ শ্রিয়ো বিশেষবিস্তারো ভূতির্ধ্রুবাহব্যভিচারিণী নীতির্নয় ইত্যেবং মতির্ম্মমেতি। ৭৮।

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ পূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গীতাভাষ্যেহষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা। অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ যত্রেতি। যত্র যেষাং পক্ষে যোগানামীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনুর্দ্ধরস্তত্রৈব চ শ্রীরাজ্যলক্ষ্মীস্তত্রৈব চ বিজয়স্তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিঃ নীতির্ন্যায়োহপি তত্রৈব ধ্রুবা নীতি মম মতিনিশ্চয়ঃ অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান প্রসাদ্য সর্ব্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্র প্রাণরক্ষাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ। তথাহি পুরুষঃ সপরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঅহমেবং বিধোহর্জ্জুনইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তেস্মোক্ষং প্রতি সাধকত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তেরেব মৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব, তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবা যোপপদ্যতে, ইত্যাদিবচনাৎ। নচ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতিযুক্তং সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মিতত্ত্বতঃ ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ। নচৈবং সতি তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেহয়নায়েতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ,

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
মোক্ষযোগো নাম
অষ্টাদশোধ্যায়ঃ।

ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাং জ্ঞানস্য নহি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বলনানাম-সাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচ-নান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধং। তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা। স এব পরমান-ন্দস্তুষ্টঃ প্রীণাতু মাধবঃ। পরমানন্দ শ্রীপাদরজঃ শ্রীধারিণাধুনা শ্রীধর-স্বামিযতিনা কৃতা গীতাসুবোধিনী। স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগব-দ্গীতাং তদন্তর্গতং তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা অম্বু স্বাঞ্জলিনা নিধায় জলধেরাদিৎসুরন্তর্ম্মণীনাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সংকর্ণধারং বিনা ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীধরস্বামিযতিকৃতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং পুরুষার্থনির্ণয়োনামাষ্টাদশোধ্যায়ঃ।

হে মহারাজ! যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন রহিয়াছেন, রাজশ্রী, বিজয়, ভূতি নীতি সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। ৭৮ ॥

গীঃ সঃ। যে মহারাজা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা ও দুঃখ-ভঞ্জনকর্ত্তা "নারায়ণ" নামক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, যে পক্ষে গাণ্ডীবধন্বা "নর" নামক অর্জ্জুন বীর কেশরী রহিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি রাজ্যলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয়, এবং ন্যায় সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবে, অতএব তুমি দুর্য্যোধনাদি দুরাত্মা পুত্রদিগের জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবদনুগৃহীত হইয়া পাণ্ডব দিগের সহিত সম্মিলিত হও।

"কাণ্ডত্রয়াত্মকং শাস্ত্রং গীতাখ্যং যেন নির্ম্মিতং।
আদি মধ্যান্তষট্কেষু তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥"

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এতত্ত্রিকাণ্ডাত্মক গীতাশাস্ত্র যিনি রচনা করিয়াছেন, আদি, মধ্য ও শেষ ষট্কে সেই ভগবান্কে নমস্কার করিতেছি॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য কুমার-পরিব্রাজক
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক
ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
অষ্টাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

গীতা মাহাত্ম্যম্।

ওঁ

॥ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ। পুরা
নারায়ণ ক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১ ॥ ভদ্রং
ভগবতা পৃষ্টং যদি গুপ্ততমং পরং। শক্যতে কেন
তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণো জানাতি
বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্। ব্যাসো বা ব্যাস-
পুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩ ॥ অন্যে শ্রবণতঃ
শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ। তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র
ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বোপনিষদো গাবো
দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ। পার্থোবৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং
গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫ ॥ সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্
গীতামৃতং দদৌ। লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে
নমঃ ॥ ৬ ॥ সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যোনরঃ।-
গীতনাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭ ॥ গীতা
জ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাস যোগতঃ। মোক্ষ-
মিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালক হাস্যতাম্ ॥ ৮ ॥ যে
শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্। ন তে বৈ

মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ। ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং চার্থনির্গুণম্ ॥ ১০ ॥ সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তি সমুচ্ছ্রিতৈঃ। ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেম ভক্ত্যাদি কর্ম্মসু ॥ ১১ ॥ সাধু গীতাম্ভসি স্নানং সংসার-মলনাশনম্। শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তি স্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২ ॥ গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্। স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ যস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎ পরোজনঃ। ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুল শীলতাম্ ॥ ১৪ ॥ গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎ পরোজনঃ। ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥ গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎ পরোজনঃ। ধিক্ প্রালব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ। ধিক্ তস্য জ্ঞান দাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপোয়শঃ ॥ ১৭ ॥ গীতার্থ পঠনং নাস্তি নাধমস্তৎ-পরোজনঃ। গীতা গীতং নযজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্যাসুরসম্মতম্ ॥ ১৮ ॥ তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদ বেদান্ত গর্হিতম্ তস্মাদ্ধর্ম্ময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞান প্রযোজিকা। সর্ব্ব শাস্ত্র সার ভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥ যোঽধীতে বিষ্ণু পর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে। স্বপন্ জাগ্রন্

চলং স্তিষ্ঠন্ শক্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০ ॥ শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে। তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥ দেবকী-নন্দনঃ কৃষ্ণো গীতা পাঠেন তুষ্যতি। যথা নবেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২ ॥ গীতাধীতাচ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা। বেদ শাস্ত্র পুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥ যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ। যজ্ঞেচ বিষ্ণু ভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ ॥ গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে ॥ ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥ যঃ শৃণোতিচ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ॥ শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥ গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ। বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥ অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বর শাপাগতঞ্চ যৎ। নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯ ॥ তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ। ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং নচ ॥ ৩০ ॥ বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন। লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১ ॥

জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ। প্রারব্ধং ভুঞ্জতোবাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২ ॥ স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে। মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতিচেৎ ॥ ৩৩ ॥ ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনী দলমম্ভসা। অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ ॥৩৪॥ অভক্ষ্যভক্ষ্যজং দোষমস্পর্শ স্পর্শজং তথা। জ্ঞানাজ্ঞান কৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ ॥ ৩৫ ॥ তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ। সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তাচ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ। গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বানো ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬ ॥ রত্ন পূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ। গীতা পাঠেন চৈকেন শুদ্ধ স্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭ ॥ যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা। স সাগ্নিকঃ সদাজাপী ক্রিয়াবান্ সচ পণ্ডিতঃ ॥৩৮॥ দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি। সএব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থ দর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥ গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে। তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০ ॥ নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা। সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহ রক্ষকাঃ ॥ ৪১ ॥ গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুব পার্ষদৈঃ।

সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৪২॥ যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা। মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ॥ ৪৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্। গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪॥ গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্। গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥ ৪৫॥ গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহং। গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥ ৪৬॥ গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৪৭॥ অর্দ্ধমাত্রা পরানিত্যমনির্ব্বাচ্য পদাত্মিকা। গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব॥ ৪৮॥ কীর্ত্তনাৎ সর্ব্ব পাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ। গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রি সীতা সত্যা পতিব্রতা॥ ৪৯॥ ব্রহ্মাবলি ব্রহ্ম বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী। অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী ॥ ৫০॥ বেদ ত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জরী। ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ। জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদং॥ ৫১॥ পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ। তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২॥ ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোম-

যাগফলং লভেৎ ॥ ৫৩ ॥ ষড়ংশ· জপমানস্তু গঙ্গাস্নান-ফলং লভেৎ। তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরং। ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪ ॥ একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ। রুদ্রলোক-মবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫ ॥ অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদম্বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ। প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরঞ্চ সমাঃ শতম্ ॥ ৫৬ ॥ গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চ চতুষ্টয়ম্। ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ। চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতন্তথা ॥ ৫৭ ॥ গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেবচ। স্মরং-স্ত্যক্ত্বা জনোদেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥ গীতার্থ-মপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ। মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯ ॥ গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা প্রযাতি যঃ। স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০ ॥ গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ। গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তি-মুত্তমাম্ ॥ ৬১ ॥ গীতেত্যুচ্চার সংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ৬২ ॥ যদ্যৎ কর্ম্মচ সর্ব্বত্র গীতা পাঠ প্রকীর্ত্তি-মৎ। তত্তৎ কর্ম্মচ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩ ॥ পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতিহি। সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্। ৬৪ ॥ গীতাপাঠেন

সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ। পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৫ ॥ গীতা পুস্তক দানঞ্চ ধেনু-পুচ্ছ সমন্বিতম্। কৃত্বাচ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৬ ॥ পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবং ॥ ৬৭ ॥ শত পুস্তক দানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। স যাতি ব্রহ্ম সদনং পুনরাবৃত্তি দুর্লভম্ ॥ ৬৮ ॥ গীতা দান প্রভাবেন সপ্তকল্পা মতাঃ সমাঃ। বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৯ ॥ সম্যক্ শ্রুত্বাচ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ। তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসে-প্সিতম্ ॥ ৭০ ॥ দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণেষু ভারত। ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ॥ ৭০ ॥ হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে। জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। পীত্বা গীতা-মৃতং লোকে লব্ধা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ গীতা-মাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ। নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭২॥ গীতাসু ন বিশেষো-ঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ। জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্ম-স্বরূপিণী ॥ ৭৩ ॥ যোঽভিমানেন গর্ব্বেন গীতানিন্দাং করোতি চ। সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূত সংপ্লবম্ ॥ ৭৪ ॥ অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।

কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ । গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ ॥ স শূকরোদ্ভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬॥ চৌর্য্যং কৃত্বাচ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ । ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥ যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ । নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮ ॥ গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা । নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥৭৯॥ বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ । অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০ ॥ মাহাত্ম্যমেতৎ-গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ । গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১ ॥ গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ । বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২ ॥ এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতা-পাঠং করোতি যঃ । শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥ শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ । তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্ব-সুখাবহম্ ॥৮৪॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা মাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

গীতামাহাত্ম্যের ভাষানুবাদ।

(শৌনক কহিলেন) হে সূত! নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাসদেব-কথিত গীতামাহাত্ম্য আমার নিকট যথাযথ বর্ণনা কর। সূত কহিলেন হে ভগবন! আপনি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা পরম গুহ্যতম। এই গীতামাহাত্ম্য সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতে কি সমর্থ? কৃষ্ণই ইহা সম্যক্‌রূপে জানেন, কিঞ্চিৎ অর্থাৎ অল্পমাত্র কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, বেদব্যাস, শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক অবগত আছেন; আর অন্যান্য মহাত্মাগণ ইহা শ্রবণ মাত্র করিয়া কিছু কিছু কীর্ত্তন করিয়া থাকেন মাত্র। অতএব আমিও মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে যেরূপ যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছি।

সমস্ত উপনিষৎ রাশি গাভী স্বরূপ, গোপালনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসের কল্পনাবলম্বন পূর্ব্বক নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের জন্য দুগ্ধরূপ এই গীতামৃত দোহন করিয়াছেন। লোকত্রয়ের উপকারার্থ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার পূর্ব্বক এই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা স্বরূপকে নমস্কার করি।

যে ব্যক্তি এই ঘোর সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন; গীতারূপ নৌকা আশ্রয় করিলে তিনি পরম সুখে পার হইয়া যাইবেন। সর্ব্বদা অভ্যাস যোগ পূর্ব্বক গীতার জ্ঞানবার্ত্তা শ্রবণ না করিয়া যে মূঢ়াত্মা মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে বালকেরও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। যাঁহারা দিবানিশি গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে নিঃসংশয় দেবতা বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গীতাজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ভক্তিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক প্রেম, ভক্তি কর্ম্ম আদিতে, কিরূপে ভক্তি মুক্তি লাভ হয়, গীতার আদ্যা-

দশ অধ্যায়ে তাহার অষ্টাদশ সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। গীতারূপ জলাশয়ে স্নান করিলে সংসাররূপ মালিন্য বিধৌত হইয়া যায়, কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির স্নান হস্তীর স্নানের ন্যায়, অর্থাৎ হস্তী যেমন স্নান করিয়া শুণ্ডা দ্বারা পথের ধূলী লইয়া আবার অঙ্গে নিক্ষেপ করে, সেই রূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি গীতাসরোবরে স্নান করিয়াও পুনর্ম্মলিন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি গীতা পড়িতে ও পড়াইতে না জানে, মনুষ্য-লোকে তাহার সমস্ত কর্ম্মই পণ্ড হইয়া থাকে, যেহেতু গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় জগতে নরাধম আর কেহ নাই, তাহার মনুষ্য দেহ-ধারণকে ধিক্, তাহার জ্ঞানেও ধিক্ ও কুলশীলেও ধিক্। যে ব্যক্তি গীতার অর্থ না জানে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহ নাই, তাহার শরীরকে ধিক্, তাহার কল্যাণ ও শীলতাকে ধিক্, তাহার গৃহাশ্রম ধনাদিকেও ধিক্। যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে তাহার অপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই, তাহার প্রত্যেক প্রারব্ধকে ধিক্, তাহার প্রতিষ্ঠাকে ধিক্ ও তাহার মান, সম্ভ্রম, মহত্ত্বকেও ধিক্। গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, সংসারে তাহার সমস্তই নিষ্ফল, তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত ও নিষ্ঠাকে ধিক্, তাহার তপস্যা ও জপকেও ধিক্। যে গীতা অধ্যয়ন না করে তদপেক্ষা আর নরাধম কেহই নাই, যে জ্ঞানের মূলে গীতার জ্ঞান না থাকে, তাহা আসুরী বিদ্যা, তাহা নিষ্ফল, ধর্ম্মরহিত ও বেদবেদান্তবিরুদ্ধ। গীতা সর্ব্বধর্ম্মময়ী, গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িকা, গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সারভূতা, গীতা বিশুদ্ধা ও গীতার ন্যায় আর কিছুই নাই।

বিষুপর্ব্বাহে ও একাদশীতে যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি স্বপ্না-বস্থায় থাকুন অথবা জাগ্রত থাকুন, তিনি কোথাও গমন করুন বা কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া থাকুন, অর্থাৎ কোথাও কোন অবস্থাতেও তিনি শত্রু হইতে ভীত হইবেন না। যিনি শালগ্রাম শিলার নিকট

দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতাপাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। বেদপাঠে বা দানে অথবা যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রতাদি দ্বারা ভগবান্ দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে তাদৃশ সন্তুষ্ট করা যায়না, যেরূপ তিনি গীতা পাঠে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। বেদ পুরাণ আদি সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, ভক্তি পূর্ব্বক একমাত্র গীতা পাঠ করিলেই তাহা সিদ্ধ হয়। যোগ স্থানে বা সিদ্ধ পীঠে কিম্বা শালগ্রাম শিলার সম্মুখে অথবা সজ্জন সমাজে কিম্বা যজ্ঞক্ষেত্রে কিম্বা ভগবদ্ভক্তের নিকট যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহার দক্ষিণাসহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করা হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন অথবা কীর্ত্তন করেন কিম্বা অন্যকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তিনি পরম পদ লাভ করেন। যিনি ভক্তিভাবযুক্ত হইয়া বিধি পূর্ব্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক দান করেন, তিনি প্রিয়া ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন, তিনি যশঃ সৌভাগ্য, আরোগ্য আদি লাভ করিয়াও ভার্য্যার প্রিয় হইয়া নিঃসংশয় পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন। যে গৃহে গীতার অর্চনা হয়, তথায় হিংসা, বর বা অভিশাপ জনিত কোন দুঃখই উপস্থিত হয় না। সেখানে ত্রিতাপ জনিত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ বা পাপ, দুর্গতি বা নরক অথবা দেহে বিস্ফোটকাদি কোন প্রকার বাধা উৎপন্ন করে না। শ্রীকৃষ্ণচরণের দাসত্ব, অব্যভিচারিণী ভক্তি ও সর্ব্ব জীবের সহিত পরম সখ্যতা লাভ হইয়া থাকে। গীতাভ্যাস-পরায়ণ ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের অধীন থাকিলেও তিনি মুক্তি ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন, কোন কর্ম্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারেনা। গীতাধ্যায়ী ব্যক্তি যদি মহাপাপ বা অতিপাপও করেন, নলিনীদলগত জলের ন্যায় সেই কর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ বা আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। অনাচারসম্ভূত ও অবাচ্য পাপ সকল ও অভক্ষ্য ভোজন জনিত

ও অস্পৃশ্য স্পর্শ জনিত দোষ সকল, জ্ঞানকৃত অজ্ঞান কৃত বা ইন্দ্রিয়-জনিত যে কোন দোষই হউক না কেন, তৎক্ষণাৎ গীতা পাঠ মাত্রেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সকলের অন্নভোজন ও সর্ব্বত্র প্রতিগ্রহ করিলে যে কিছু পাপ হয়, গীতা পাঠকারীকে তাহা স্পর্শ করিতে পারেনা। যদি বিহিত বিধানে প্রদত্ত রত্নপূর্ণা বসুন্ধরাও প্রতিগ্রহ করিয়া কেহ পাপে মলিন হয়, একমাত্র গীতা পাঠ করিলে সে ব্যক্তি শুদ্ধ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হইয়া যায়। যাঁহার অন্তঃকরণ পরিনিয়ত গীতাতে অনুরক্ত থাকে, তিনিই সাগ্নিক, তিনিই জাপক, তিনিই ক্রিয়াবান্, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনবান্, তিনিই যোগী, তিনিই জ্ঞানবান, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজক, তিনিই সর্ব্ববেদার্থদর্শী। যেখানে নিত্য গীতা পঠিত হইয়া থাকে, ভূতলের প্রয়াগাদি সমস্ত তীর্থই তথায় বিদ্যমান্ থাকেন, গীতাতে যাঁহার প্রবৃত্তি হয় তাঁহার জীবিত কালে এবং মরণান্তেও সমস্ত দেবতা, ঋষি ও যোগীগণ দেহরক্ষক এবং বালগোপাল কৃষ্ণ নারদ, ধ্রুব পার্ষদাদি সহিত তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। যে স্থানে গীতা শাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হইয়া থাকে, শ্রীরাধিকাসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে আনন্দ পূর্ব্বক বিরাজ করেন।

ভগবান্ কহিয়াছেন।

হে পার্থ! গীতা আমার হৃদয় স্বরূপ, গীতা আমার সার সর্ব্বস্ব, গীতা আমার অত্যুগ্র ও অব্যয় জ্ঞান স্বরূপ, গীতাই আমার পরম স্থান এবং পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু, গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থিত, গীতা আমার পরম নিকেতন, গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক প্রতিপালন করি, গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা তাহাতে সংশয় নাই; অর্দ্ধমাত্রা রূপিণী গীতা নিত্য পরাৎপরা ও অনির্ব্বচনীয় পদ স্বরূপিণী। হে পাণ্ডব! গীতার গুহ্য নাম সকল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর; এই নাম সকল

কীর্ত্তন করিলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলী, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নি, ভ্রান্তি নাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ইত্যাদি নাম সকল যে ব্যক্তি নিশ্চল-চিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিণামে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি সম্পূর্ণ গীতা পাঠে অসমর্থ হইয়া গীতার্দ্ধ পাঠ করেন, তিনি নিঃসংশয় গোদানের ফল লাভ করেন। এক তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযাগের এবং ষড়ংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ দুই অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি এক কল্প কাল নিশ্চল হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করেন। যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া এক অধ্যায়ও পাঠ করেন, তিনি গণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া চিরকাল রুদ্র লোকে বাস করেন। যিনি অধ্যায়ার্দ্ধ বা এক পাদ মাত্র নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তর সূর্য্যলোকে বাস করেন। যিনি গীতার দশটী, সাতটী, পাঁচটী, চারিটী, তিনটী, দুইটী, একটী বা অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। যিনি গীতার এক অধ্যায়ের বা এক শ্লোকের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম পদ লাভ করেন। যিনি মরণ-কালে গীতার অর্থ শ্রবণ করেন, বা পাঠ করেন, তিনি মহাপাতক-যুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। যিনি গীতা পুস্তকসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দভোগ করিয়া থাকেন। গীতার এক অধ্যায়ও যদি কাহারও মৃত্যু-কালে নিকটে থাকে, তাহা হইলে তিনি নীচযোনি প্রাপ্ত না হইয়া পুনর্ম্মনুষ্য যোনি লাভ করেন এবং সেই দেহে গীতা অভ্যাস পূর্ব্বক মুক্তি পদ লাভ করিয়া থাকেন। মরণ কালে যিনি "গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তাঁহারও সদ্গতি হয়। মনুষ্য যখন কোন কর্ম্মের অনু-

ষ্টান করে, সেই সময়ে গীতা পাঠ করিলেই সেই সকল সর্ম্ম নির্দ্দো- হইয়া সম্পূর্ণ ফল দানে সমর্থ হয়। শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে গীতা পঠিত হইলে তাঁহারা নরকস্থ থাকিলেও আনন্দ লাভ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। গীতা পাঠ দ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণপরিতৃপ্ত পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে পিতৃলোকে গমন করেন যিনি ধেনুপুচ্ছ সহিত গীতা পুস্তক দান করেন, তিনি সম্যক্ রূপে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। যিনি সুবর্ণ সংযুক্ত করিয়া গীতা পুস্তক বিদ্যাবান্ বিপ্রকে দান করেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। যিনি একশত গীতা পুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। গীতাদানের পুণ্য প্রভাবে সপ্ত কল্প কাল পর্য্যন্ত দাতা বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। সম্যক্ গীতার্থ শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা দান করাই থাকেন, তাঁহার প্রতি ভগবান্ প্রীত হইয়া বাঞ্ছিতার্থ দান করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কুলে স্ত্রী বা পুরুষ দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই অমৃত রূপিণী গীতা শ্রবণ বা অধ্যয়ন না করে, সে হস্তস্থ অমৃত ত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করে বলিতে হইবে। সংসার দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি গীতার জ্ঞান লাভ করিবেন, গীতামৃত পান করিলে ভক্তি লাভে সুখী হইয়া থাকেন, জনকাদি বহুল রাজন্যবর্গ গীতাকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। গীতার শ্লোক উচ্চারণই করুন বা তজ্জনিত জ্ঞানই লাভ করুন, গীতা সকলের নিকটেই ব্রহ্মস্বরূপিণী। অভিমান বা অহংকার পূর্ব্বক যিনি গীতার নিন্দা করেন, তিনি চিরকাল ঘোর নরকে নিবাস করিয়া থাকেন। যে মূঢ়াত্মা অহংকার পূর্ব্বক গীতার্থের অবমাননা করে, সে কল্পক্ষয় কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। নিকটে গীতা ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়াও যে ব্যক্তি শ্রবণ না

রে, সে ব্যক্তি বহুদিন শূকর যোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি গীতা পুস্তক রি করিয়া আনে, তাহার গীতা পাঠ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়। যে ব্যক্তি তার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থ লাভে যত্নবান্ হয়, উন্মত্তের পরিশ্রমের ায় তাহার তাহাতে কোন ফলই লাভ হয় না। গীতা শ্রবণ করিয়া নি দানার্থ সুবর্ণ, ভোজ্যসামগ্রী ও পট্টাম্বর ভগবৎ প্রীত্যর্থ নিবেদন রেন এবং ব্যাখ্যাতাকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়া নানা প্রকার ামগ্রী ও বস্ত্রাদি পুরস্কার করেন, তিনি ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। যিনি এই শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতার মাহাত্ম্য গীতার পাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হয়েন। গীতা পাঠ করিয়া যিনি গীতার মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাঁহার গীতা পাঠের ফল হয় না, তাঁহার শ্রমমাত্রই সার হয়। এই মাহাত্ম্য সহিত যিনি গীতা পাঠ করেন, অথবা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অর্থ সহিত গীতা ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ব্ব সুখাবহ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্যং সমাপ্তং।

ওঁ হরিঃ ওঁ।